শেকস্পীয়ার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

অনুবাদ :

স্থধাংশুরঞ্জন ঘোষ

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৫

প্রকাশক

কল্যাণব্রত দত্ত

১, কলেজ রো,

কলকাতা-৯

মুদ্রক

বৈদ্যনাথ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস

৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,

কলকাতা-১২

সূচীপত্র

কবিতা

জীবনী

সম্পাদকমণ্ডলী :

ডক্টর সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর প্রীতি মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত

SHAKESPEARE RACHANABALI

Vol. I

Translated by : Sudhansu Ranjan Ghose.

Price Rupees Twentyfive only.

প্রকাশকের নিবেদন

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলীর সমগ্র অনূদিত রূপ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা আজ হ'তে প্রায় এক বছর আগেই গ্রহণ করি এবং আমাদের এই বিপুল প্রয়াসকে সার্থক করে তোলার জন্য আনুষঙ্গিক প্রস্তুতিও শুরু করে দিই। কিন্তু এ কাজে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা দেখলাম আরো দুটি প্রতিষ্ঠান তিন খণ্ডে শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র অনূদিত রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। রচনাবলীর খণ্ডসংখ্যার এই তারতম্যের জন্য আমাদের অনেকের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। কোন দুরূহ কাজে সকলের সামর্থ্য এক নয় এবং অপর কারো বিশেষ সামর্থ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সমীচান বা সম্ভবও না। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে শেকস্‌পীয়ারের মত বিরাট প্রতিভাধর স্রষ্টার বিশাল সাহিত্যকর্মের প্রতি যাতে বিন্দুমাত্রও অবিচার না হয়, তাঁর প্রতিটি নাটক ও কবিতা যথাযথ ও অবিকৃতভাবে যাতে অনূদিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র রচনাবলী সুবৃহৎ পাঁচটি খণ্ডে বাংলা ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। শেকস্‌পীয়ারের মূল রচনার শব্দগত ও ভাবগত যথার্থ্য বজায় রাখাই হলো আমাদের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য। আশা করি, সহৃদয় পাঠকদের সহযোগিতায় আমাদের এই বিপুল ও সুকঠিন প্রয়াস সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠবে। নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং মহাকবির প্রতি প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই হলো আমাদের এ কাজে একমাত্র অবলম্বন।

আজ প্রকাশক হিসাবে সত্যই গর্ব বোধ করছি এই জন্যে যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে পারলাম। এই খণ্ডটি অনেক দিন ছাপা ছিল না। অনেক গ্রাহক এখনও এই খণ্ডটি সংগ্রহ করতে পারেননি আবার অনেকে নতুন গ্রাহক হয়ে অন্য খণ্ডগুলি পেয়েছেন কিন্তু এই খণ্ডটি পাওয়ার জন্য বিশেষ সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেই সব সুধী পাঠকদের আগ্রহের অবসান হোল।

মুখবন্ধ

ইংরাজ কবি সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড যথার্থই বলেছেন, শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাতীত ও জ্ঞানগত সীমার বহু উর্ধ্বে বিরাজিত। যে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা আমরা মানুষের কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিমূলক প্রতিভাকে বিচার করে থাকি শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভা বিশ্লেষণের ব্যাপারে সে জ্ঞানবুদ্ধির কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে অচল। শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভা সারা বিশ্বের সাহিত্যরসিকদের কাছে এমনই এক রহস্যান্বিত বস্তু যার উচ্চতা অথবা গভীরতার সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয়ে ওঠেনি আজও।

শেকস্‌পীয়ার সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অমিতপ্রভব পুরুষ যাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের আবেদনের গভীরতা ও জনপ্রিয়তা সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্বেও দিনে দিনে ম্লান হওয়ার পরিবর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আরও। শেকস্‌পীয়ার হয়ত সর্বাপেক্ষা অনূদিত লেখক যাঁর লেখা শতাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তথাপি আমাদের মনে হয় শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র সাহিত্যকর্মের যথাযথ অনুবাদ সম্ভব না। কারণ শেকস্‌পীয়ার যে যুগের মানুষ সে যুগের জীবনভঙ্গিমা, ভাষা ও বাগধারার চারশত বছরের ব্যবধানে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নাটক সবচেয়ে জীবনধর্মী ও বাস্তবানুগ সাহিত্য বলে তার যুগানুবর্তিতা সবচেয়ে বেশী। যে কোন নাটককে তার সমসাময়িক যুগের প্রচলিত জীবনভঙ্গিমা, ভাবধারা, রীতি নীতি, বাগধারা ও সামাজিক আচরণবিধিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলতে হয়। সুতরাং কোন এক বিশেষ যুগে রচিত কোন নাটকের পূর্ণ রসাস্বাদন বহু যুগের পরের মানুষের পক্ষে এক অতীব দুঃসাধ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

কোন শিল্পকর্মের রসাস্বাদনের এই সাধারণ রীতিটি শেকস্‌পীয়ারের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হাস্য বিষাদ, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের স্থায়ী ভাবগুলির আবেদন কালনিরপেক্ষ অর্থাৎ সকল যুগে সমান হলেও তাদের অভিপ্রকাশ একান্তভাবে যুগরীতিনির্ভর। সাহিত্যবর্ণিত চরিত্রাবলীর দ্বারা প্রকাশিত ভাব যে রীতিতে রসপরিণতি লাভ করে তা যুগানুসারী।

এই সব ভাব ও তাদের যুগানুসারী রসপরিণতি বিশেষভাবে নাট্যসাহিত্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আজ হতে চারশো বছর আগে শেকস্‌পীয়ারের যুগে যেভাবে মানুষ কথায় কথায় ঈশ্বর ও ভাগ্যের কাছে আকুল আবেদনে ফেটে পড়ত অথবা কোন জড়বস্তু বা প্রেম, সম্মান, দয়া, মমতা প্রভৃতি মানুষের অমূর্ত গুণগুলিকে সম্বোধন করে তাদের কাছে নালিশ জানাত, তার যৌক্তিকতা বা স্বাভাবিকতাকে মেনে নেওয়া আজকের মানুষের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তাই সেকালের কোন নাট্যবর্ণিত চরিত্রের এই সব ভাবাবেগাপ্লুত কাজগুলি আজকের দিনে বেশ কিছুটা দুর্বোধ্য ঠেকবেই।

শেকস্‌পীরীয় সাহিত্যের যথাযথ অনুবাদের ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক বাধা বা সমস্যার কথা জেনেও এই দুঃসাধ্য কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করে। আমাদের এ কাজে অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে আর একটি কারণ হলো শেকস্‌পীরীয় সাহিত্যকর্মের প্রতি বাঙালী পাঠকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ।

আমাদের প্রকাশিতব্য শেকস্‌পীয়ার রচনাবলীর এই প্রথম খণ্ডে মোট সাতটি নাটক ও তিনটি দীর্ঘ কবিতা অনূদিত হয়েছে। বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত এই সব নাটকগুলি আমরা কালানুক্রমিকভাবে গ্রহণ করিনি; এই নাটক ও কবিতাগুলির মাধ্যমে আমরা শেকস্‌পীয়ারের বিবিধ সাহিত্যকর্মের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকদের আংশিক ও প্রাথমিক পরিচয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছি শুধু।

প্রথম খণ্ডে আমাদের প্রকাশিত নাটকগুলির প্রথমে আছে 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত'। এই নাটকটি শেকস্‌পীয়ারের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ে লেখা অর্থাৎ ১৫৯৪ খৃঃ হতে ১৫৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে। রোমান্টিক প্রেমসম্বলিত কাব্যপ্রধান এই বিয়োগান্ত নাটকটিতে শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভার এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিভাবে দুটি প্রেমিক প্রেমিকার আত্মবলিদানের ফলে এক যুগান্তব্যাপী পারিবারিক বিরোধের অবসান হয় এবং সমস্ত হিংসা প্রতিহিংসাকে জয় করে প্রেম প্রতিষ্ঠা ও অমরত্ব লাভ করে তা সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে নাটকটিতে। ভেরোনা শহরে ক্যাপুলেত ও মন্তেগু নামে দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দীর্ঘকালব্যাপী এক পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে শুরু হয় এই নাটকটি। ক্যাপুলেত-কন্যা

জুলিয়েত এবং মন্তেগু পরিবারের ছেলে রোমিও পরস্পরকে ভালবাসল। পারিবারিক বিরোধ ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দিনে দিনে গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠল তাদের প্রেম। তারা লুকিয়ে গীর্জায় গিয়ে বিয়েটাও সেরে ফেলল। পরিশেষে অবশ্য বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়; কিন্তু তাদের এই মৃত্যুকে ভিত্তি করেই দুই পরিবারের মধ্যে এক অক্ষয় মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে দুটি তরুণ প্রাণ হিংসা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ও উত্তাল এক সমুদ্রকে মন্থন করে যেন এক অমর প্রেমের অমৃতভাণ্ডকে তুলে আনে এবং সমস্ত হিংসাকে জয় করে অক্ষয় করে যায় তাদের প্রেমের এই অমৃতভাণ্ডটিকে। শেকস্পীয়ারের অন্যান্য ট্রাজেডীতে নায়কের যে চরিত্রগত দুর্বলতা ও বিচারবুদ্ধির ত্রুটি নায়কের জীবনকে দ্রুত অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় রোমিওর মধ্যে তা নেই। একমাত্র ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন অপরাধ নেই তার। এই নাটকে নায়ক-নায়িকার ভালবাসাবাসির মধ্যে কিছু বালসুলভ অপরিণামদর্শিতা থাকতে পারে। কিন্তু তাদের প্রেমাবেগের মধ্যে যে গভীরতা ও প্রচণ্ডতার পরিচয় পওয়া যায় তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এখানে নাটকীয় দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে বাইরের ঘটনার প্রতিকূলতা থেকে। বহিঃশক্তির এই প্রতিকূলতার সঙ্গে নায়ক বা নায়িকার দ্বিধাবিভক্ত আত্মার কোন বিরূপতা মিলিত হয়নি।

'ওথেলো' কিন্তু শেকস্পীয়ারের পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। ভেনিসের মুর নায়ক ওথেলো তার সমরকুশলতা, সাহসিকতা, বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা জাতিতে মুর হয়েও এক বিশেষ পদমর্যাদা এবং সঙ্গে সঙ্গে সিনেটার ব্রাবানসিওর সুন্দরী কন্যা ডেসডিমোনার প্রেম লাভ করে। কিন্তু ওথেলোর মত একজন সর্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বীরের পক্ষে ইয়াগোর শয়তানির শিকার হয়ে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কখনই উচিত হয়নি। এই নাটকে বাইরের ঘটনার প্রতিকূলতার থেকে ওথেলোর চরিত্রগত দুর্বলতা ও বিচারবুদ্ধির ত্রুটিই বেশী দায়ী। ওথেলোর পতনে আমরা একই সঙ্গে তার প্রতি করুণা এবং নিয়তির প্রবলতর শক্তির প্রতি ভয় অনুভব করি (targic pity and tragic terror]।

'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত' ও 'ওথেলো' দুটি নাটকেরই উপজীব্য হলো প্রেম। কিন্তু তরুণ প্রেমিক রোমিও তাদের প্রেমকে রক্ষা করার জন্য যে দৃঢ়তার

সঙ্গে বাইরের প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, পরিণতবয়স্ক নায়ক ওথেলো তাদের নবজাত দাম্পত্যপ্রেমকে বাইরের কুটিল চক্রান্ত হতে বাঁচাবার জন্য কোন সক্রিয় চেষ্টার পরিচয় দেয়নি। ওথেলো অন্ধভাবে ইয়াগোর প্রতিটি কথাকে বিশ্বাস করেছে। তার প্রিয়তমা গুণবতী স্ত্রী ডেসডিমোনার কোন কথা বা কাজে অবিশ্বস্ততার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পেয়েও সে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছে ডেসডিমোনাকে। এ বিষয়ে তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত যুক্তিজনিত এক অলস ধারণা হতে প্রসূত হয়েছে।

অনেকের মতে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকটি শেকস্‌পীয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডি। এই নাটকটিতে রোমান্টিক প্রেমের গৌরব ও অন্যদিকে নাগরিক জীবনের উপর সরল বন্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাসিত ডিউক সিনিয়র তাঁর ভাই ফ্রেডারিকের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয়ে আর্ডেনের বনভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে তাঁর কয়েকজন অনুগামী ডিউক ও সভাসদ তাঁর সঙ্গে আছেন। কিন্তু কাহিনীর শেষে দেখা যায় ফ্রেডারিক আর্ডেনের বনভূমিতে নির্বাসিত ডিউককে হত্যা করতে এসে কোন সাধুর প্রভাবে হঠাৎ রাজ্য ত্যাগ করে নিজেই বনবাসী হয়ে ওঠে। তাছাড়া নির্বাসিত ডিউক ও তাঁর সঙ্গীরা ত একাধিকবার বনজীবনের শ্রেষ্ঠত্বের ভূয়সী প্রশংসায় ফেটে পড়েছেন। এছাড়া নাটকটিতে অর্ল্যাণ্ডো রোজালিন্দ সিলিয়া অলিভারের ভালবাসাবাসির মাধ্যমে প্রথম দর্শনজাত প্রেমের গুণগান বর্ণিত হয়েছে। রোজালিন্দ ও সিলিয়া দুজনেই যথাক্রমে অর্ল্যাণ্ডো ও অলিভারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রেমে পড়েছে এবং পরিশেষে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নাটকের এই দুটি মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছোটখাটো প্রেমবৈচিত্র্যভিত্তিক উপকাহিনীও সংযোজিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ কমেডির লক্ষণ হলো লঘুচপল পরিহাসরসিকতার অন্তরালে বয়ে যাবে এক তীক্ষ্ণ জীবনবোধের অন্তঃসলিলা। এদিক দিয়ে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট' সত্যিই এক সার্থক কমেডি। এই নাটকে বিষাদপ্রবণ সভাসদ জ্যাক ও রাজবিদূষক টাচস্টোনের মাধ্যমে শেকস্‌পীয়ারের জীবনদর্শন বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন নাগরিক সভ্যতার সুজটিল আতিশয্যকে বারবার আক্রমণ করেছে জ্যাক এবং পরিশেষে এক নির্জন গুহাজীবনকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। আমাদের মনে হয় শেকস্‌পীয়ার নিজেও লণ্ডনের

নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নাট্যকার হিসাবে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থলাভ করলেও তিনি তাঁর সরল সহজ গ্রাম্যজীবনের কথা একেবারে কোন দিন ভুলতে পারেননি। এবং সেইখানেই তিনি তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

'এ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকে বিদূষক টাচস্টোনের মাধ্যমে শেকস্‌পীয়ার মানবজীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও অপরিপূর্ণতার প্রতি কটাক্ষপাত করে শাণিত বাক্যবাণের দ্বারা বিদ্ধ করেন। টাচস্টোন গ্রাম্য মেষপালক কোরিনেরও সমালোচনা করেছে। প্রেম, সৌন্দর্য, সামাজিক আচরণবিধি কোন কিছুই টাচস্টোনের বিদ্রূপ বাক্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার হাত হতে রক্ষা পায়নি।

এই কারণে শেকস্‌পীয়ারের সমস্ত সাহিত্যকর্ম এক বিশেষ জীবনদর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একথা মনে করার কোন সঙ্গত হেতু নেই। তা যদি হত তাহলে সে সাহিত্য রসোত্তীর্ণ ও কালজয়ী হতে পারত না। শেকস্‌পীয়ার সম্পূর্ণরূপে নৈরাশ্যবাদী বা নিয়তিবাদী এরূপ মনে করারও কোন কারণ নেই। কারণ তাঁর বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে যেমন চরম নিয়তিবাদ ও নৈরাশ্যবাদের কথা ধ্বনিত হয়েছে তেমনি আবার চরম আশাবাদ ও আদর্শবাদের কথাও ব্যক্ত হয়েছে বারবার। মোট কথা বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নাটকীয় চরিত্রগুলির মনে যে আবেগ ও অনুভূতি অনিবার্যভাবে জন্মলাভ করেছে তাই অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছেন শেকস্‌পীয়ার। তাঁর এই আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকতাই তাঁকে দান করেছে এক মহৎ সাহিত্যের কালজয়ী এক সর্বজনীনতা।

'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' ও 'পেরিক্লিস, দি কিং অফ টায়ার' নাটক দুটি কমেডি হলেও তারা ট্রাজেডির বিষাদজনক লক্ষণের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে। আসন্ন বিপদের একটি করাল ছায়া নাটক দুটিতে বারবার পরিব্যাপ্ত হয়ে তীব্রতর করে তুলেছে নাটকীয় আগ্রহকে।

মার্চেণ্ট অফ ভেনিসে বিচারদৃশ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না পরোপকারী মহৎহৃদয় এ্যাণ্টনিও শয়তানের মূর্ত প্রতীক সুদখোর শাইলক ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে। আসন্ন মৃত্যুর এই ভীতিসিক্ত ছায়াপাত নাটকটিকে এক ট্রাজেডীসুলভ গাম্ভীর্য দান করেছে। তাছাড়া নাটকের শেষাংশে কোন চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে নির্জন মিলনদৃশ্যে লরেঞ্জো-জেসিকা দ্বারা

বর্তমান ও অতীতের কতকগুলি প্রেমকাহিনীর উল্লেখ এবং পোর্শিয়ার বিয়ের ব্যাপারে 'কৌটো বাছাই' দৃশ্যগুলিতে বিভিন্ন প্রতিযোগী সৌন্দর্য ও প্রেম সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেছে তার দার্শনিক তাৎপর্য একমাত্র ট্রাজেডীতেই আশা করা যায়।

'পেরিক্লিস' নাটকটিতেও বারবার সমুদ্রঝড় এবং সকরুণ মৃত্যু ও দুর্ঘটনার আবির্ভাব নাট্যস্রোতকে এক ট্রাজেডীসুলভ বিষাদময়তা ও পতনাভিমুখিতা দান করেছে। রাজা এ্যাণ্টিওকাসের আপন কন্যার প্রতি জৈব আসক্তি আর তা গোপন করার জন্য নিজের হাতে পাতা মৃত্যুর ফাঁদ কোন কমেডিতে আশা করা যায় না। এ ধরণের কোন জঘন্য অপরাধপ্রবণতা কোন কমেডি বা ট্রাজেডীর চরিত্রের মধ্যেই থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, এ চরিত্রের অবতারণা শেকস্‌পীয়ার কেন করলেন তা বলা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। রাজা এ্যাণ্টিওকাসের মৃত্যুর ফাঁদ থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে টায়ারের রাজা পেরিক্লিস সমুদ্রঝড়ের কবলে পড়েছে, তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, নিষ্ঠুর ক্লিওনদম্পতির হাতে শিশুকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছে। পরে সে সে কন্যার মৃত্যুসংবাদে দুঃখে অভিভূত ও হতবাক হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। পেরিক্লিসের স্ত্রীকন্যার উদ্ধারের পর কাহিনীর শেষে যে মিলনদৃশ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে তার আগে পর্যন্ত আমরা কি হবে কিছুই বুঝতে পারি না। ট্রাজেডীসুলভ এক করুণরসের গুমোট আবর্তের মধ্যেই ডুবে থাকি আমরা।

'কমেডি অফ এরারস্' ও 'দি টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা' নাটক দুটি বিশুদ্ধ কমেডি বলা যেতে পারে। তবে অবশ্য কমেডি অফ এরারস্-এর প্রথম দৃশ্যে সিরাকিউজের সওদাগর ঈজিয়নের বিচারদৃশ্য ও তার দ্বারা সুদূর অতীতে কোন এক জাহাজডুবিতে হারানো পুত্রকন্যার উল্লেখ ট্রাজেডীসুলভ দুঃখ বা বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে মনকে। এছাড়া নাটকটি বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভরা। তবে হাস্যরসের লঘুতা ও আতিশয্য স্থানে স্থানে নাটকটিকে Farce-এর মত অগভীর করে তুলেছে। Comic seriousness বা যে প্রচ্ছন্ন জীবনবোধের গভীরতা কমেডীকে শিল্পত্বের গৌরবে অধিষ্ঠিত করে তা এখানে নেই। দুই জোড়া যমজ ভাই দেখতে একই রকমের বলে নানারকমের ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে এবং অবশেষে সেই সব ভ্রান্তির নিরসন হওয়ায় সকলে পরিপূর্ণ মিলনের আনন্দ লাভ করেছে।

'দি টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা' নাটকটিও বিশুদ্ধ কমেডী হলেও বন্ধুর প্রতি প্রোটিয়াসের বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুর প্রেমিকার প্রতি অন্যায় অবৈধ আসক্তি ও তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ট্রাজেডীর খল প্রতিনায়কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রোটিয়াস ও ভ্যালেণ্টাইন ভেরোনা শহরের দুজন ভদ্রসন্তান। দুজনেই তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভ্যালেণ্টাইন ভেরোনা ছেড়ে মিলানের ডিউকের আতিথ্য গ্রহণ করে সেখানে তাঁর মেয়ে সিলভিয়ার প্রেমে পড়েছে। এদিকে প্রোটিয়াস ভেরোনারই জুলিয়া নামে একটি মেয়েকে ভালবাসে। পরে পিতার আদেশে প্রোটিয়াস মিলানে গিয়ে জুলিয়ার কথা ভুলে গিয়ে সব শপথ ভঙ্গ করে বন্ধুর প্রেমিকা সিলভিয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছে। নাটকটিতে লঘু হাস্য-পরিহাস প্রচুর থাকা সত্বেও জীবনবোধের এক প্রচ্ছন্ন গভীরতার দ্বারা বারবার তা স্পন্দিত হয়েছে। যে ভ্যালেণ্টাইন নাটকের প্রথমে প্রোটিয়াসকে প্রেমে পড়ার জন্য তিরস্কার করেছে, মিলানে গিয়ে সেই ভ্যালেণ্টাইনই প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে নিপীড়িত হয়েছে। তাছাড়া প্রোটিয়াসের প্রেমসম্পর্কে অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা মানব চরিত্রের একটি ক্ষণভঙ্গুর দিক ও শাশ্বত দুর্বলতার প্রতিই আলোকপাত করে।

এই সাতটি নাটক ছাড়া তিনটি (ভেনাস ও এ্যাডনিসের কিয়দংশ) কবিতার অনূদিত রূপও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রথম খণ্ডে। কবিতা তিনটি প্রেমসম্পর্কিত এবং কবিতা তিনটিতেই শেকস্‌পীয়ারের কবিপ্রতিভার প্রচুর স্বাক্ষর আছে। কবিতা-গুলিতে এক বিশেষ কাব্যসৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রেমতত্ত্বও সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

এই খণ্ডের সমস্ত নাটক ও কবিতার অনুবাদ করেছেন সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। আমাদের মতে তাঁর কাজ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। শেকস্‌পীয়ারের কাব্যনাটকগুলির ভাব ও রস সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে যেভাবে তিনি রচনাগুলিকে গদ্যে রূপান্তরিত করেছেন, যেভাবে তিনি মূল রচনাকে অনুসরণ করেও স্বতন্ত্র রসের আস্বাদন এনে দিতে পেরেছেন তাতে অবশ্যই তাঁর নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল; কিন্তু মাঝে মাঝে মূল রচনার কাব্যসৌন্দর্য ও ভাবগাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত সমাসবদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

সম্পাদকমণ্ডলী

রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত

নাটকের চরিত্র

কোরাস দল
এসক্যালাস, ভেরোনার যুবরাজ
প্যারিস, জনৈক সামন্তযুবক ও যুবরাজের আত্মীয়
মন্তেগু, ক্যাপুলেত — দুই বিবদমান পরিবারের কর্তা
ক্যাপুলেত পরিবারের জনৈক বৃদ্ধ
রোমিও, মন্তেগুর পুত্র
মার্কিউশিও, রোমিওর বন্ধু ও যুবরাজের আত্মীয়
বেনভোল্লো, মন্তেগুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও রোমিওর বন্ধু
টাইবল্ট, ক্যাপুলেতের স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র
ফ্রায়ার লরেন্স, ফ্রায়ার জন — গুহাবাসী যাজক
ব্যালথাসার, রোমিওর ভৃত্য
স্যাম্পসন, গ্রেগরী — ক্যাপুলেত পরিবারের ভৃত্য
পিটার, জুলিয়েতের ধাত্রীর ভৃত্য
এ্যাব্রাহাম, মন্তেগুর ভৃত্য
জনৈক বৈদ্য
তিনজন গায়ক
জনৈক অফিসার
লেডি মন্তেগু, মন্তেগুর স্ত্রী
লেডি ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতের স্ত্রী
জুলিয়েত, ক্যাপুলেতের কন্যা
জুলিয়েতের ধাত্রী
ভেরোনার নাগরিকবৃন্দ, দুই পরিবারের আত্মীয় পরিজনবর্গ, মুখোশনৃত্যকারী, মশালধারী, রক্ষীদল ও প্রহরী

ঘটনাস্থল : ভেরোনা ও মান্তুয়া।

ভূমিকা

কোরাস দলের প্রবেশ

ভেরোনা শহরের সম্রান্ত ও সমমর্যাদাসম্পন্ন দুটি পরিবারই হলো এই নাটকের ঘটনাস্থল। এক প্রাচীন বিবাদে ও বিদ্বেষে ফেটে পড়া এই দুটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত হয়ে আছে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। পরস্পরের রক্তে

বারবার কলঙ্কিত করে এসেছে তাদের হাত। এই দুই বিবদমান পরিবারের মাঝেই এক সময় জন্মগ্রহণ করে ভাগ্যবিড়ম্বিত আশাহত দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা, যাদের ভ্রান্তজানত এক সকরুণ দুর্ঘটনা এবং অকালমৃত্যু পরিশেষে অবসান ঘটায় তাদের সুপ্রাচীন পারিবারিক বিবাদের। তাদের এই মৃত্যু ছাড়া কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি এ বিবাদের অবসান ঘটানো। অকালমৃত্যুর দ্বারা পরিসমাপ্ত ও পরিচিহ্নিত তাদের এই অমর প্রেম আর তার বক্রকুটিল গতি ও পরিণতিই হলো এ নাটকের বিষয়বস্তু যা এখন দুটি ঘণ্টা ধরে মঞ্চস্থ হবে আপনাদের সামনে। নাটকের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে আমরা তা পূরণ করে দেবার চেষ্টা করব আমাদের শ্রম আর সাধনা দিয়ে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেরোনা নগর। বারোয়ারী তলা।

ঢাল তরোয়াল হাতে স্যাম্পসন ও গ্রেগরী নামে ক্যাপুলেত পরিবারের দুজন ভৃত্যের প্রবেশ।

স্যাম্পসন। দেখ গ্রেগরী, আমি কিন্তু তোমায় বলে দিচ্ছি, আর আমি কয়লা বইতে পারব না। পরের জন্যে যত সব ভূতের বোঝা বইতে পারব না আমি।

গ্রেগরী। না, কিছুতেই না। তাহলে লোকে আমাদের কয়লাখনির লোক বলবে।

স্যাম্পসন। আমি বলতে চাইছি যে আমি খুব রেগে গিয়েছি। এবার আমি আমার অস্ত্র বার করব।

গ্রেগরী। অস্ত্র বার করবে পরে। এখন আপাততঃ জামার কলার থেকে তোমার ঘাড়টা বার কর।

স্যাম্পসন। আমি বিচলিত হলেই খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্র চালিয়ে দিই।

গ্রেগরী। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি রাগই না তা আবার অস্ত্র চালাবে।

স্যাম্পসন। না না তুমি জান না। মন্তেগুবাড়ির একটা কুকুর আমাকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে।

গ্রেগরী। দেখো যেন বিচলিত হয়ো না। বিচলিত হওয়া মানেই নড়াচড়া করা। যারা সাহসী তারা ত এক জায়গায় খাড়া হয়ে থাকে। নড়েচড়ে না। সুতরাং তুমি বিচলিত হলেই ছুটে পালিয়ে যাবে।

স্যাম্পসন। কী, ও বাড়ির সামান্য কুকুরের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব খাড়া হয়ে! তার চেয়ে আমি মন্তেগুবাড়ির দেওয়াল ভেঙে ওদের অন্ততপক্ষে একজনকে ঘায়েল করবই।

গ্রেগরী। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তুমি দুর্বল। কারণ একমাত্র দুর্বলরাই দেওয়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

স্যাম্পসন। কথাটা সত্যি। মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশী দুর্বল প্রকৃতির বলে তারাই বেশী দেওয়াল খোঁজে। সেইজন্যে আমি মন্তেগুবাড়ির লোক-গুলোকে দেওয়াল থেকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোকে দেওয়ালে ঠেলে ধরব।

গ্রেগরী। কিন্তু মনে রেখো, ঝগড়াটা হচ্ছে আমাদের মালিকদের সঙ্গে। আমরা সামান্য কর্মচারি মাত্র।

স্যাম্পসন। একই কথা হলো। আমি কিন্তু নির্মম প্রতিশোধ নেব। আমি লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করব আর মেয়েগুলোর মাথা কেটে ফেলব।

গ্রেগরী। সেকি! মেয়েগুলোর মাথা কাটবে?

স্যাম্পসন। মেয়েগুলোর মাথা অথবা তাদের সতীত্ব বা শালীনতার মাথা যা খুশি বলতে পার।

গ্রেগরী। তারা তোমার কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পাবে সেইভাবে তোমার কথাটাকে নেবে।

স্যাম্পসন। আমি যখন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াব তখন হাড়ে হাড়ে তারা বুঝবে আমি কে। তবে আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ।

গ্রেগরী। যাকগে তবু ভাল। তুমি মানুষ, মাছ নও। মাছ হলে সাধারণ গোবেচারীর মত ছুটে পালাতে। থাক্ এবার তরবারি খোল। এই দুজন মন্তেগুবাড়ির লোক আসছে।

এ্যাব্রাহাম ও ব্যালথাসার নামে দুজন ভৃত্যের প্রবেশ

স্যাম্পসন। আমার তরবারি মুক্ত আছে। যদি একটা কথা বলবে ত তোমাকে একেবারে ঘরে ঢুকিয়ে দেবো।

গ্রেগরী। তুমি আবার নিজেই পিঠটান দিয়ে ছুটে পালাবে না ত।

স্যাম্পসন। আমাকে যেন ভয় করো না।

গ্রেগরী। তোমাকে ভয় করব!

স্যাম্পসন। ঝগড়াটা ওরাই আগে শুরু করুক। তাহলে আইন আমাদের দিকে থাকবে।

গ্রেগরী। আমি যেতে যেতে ভ্রূকুটি করব। তাতে ওরা যা মনে করে করবে।

স্যাম্পসন। না। আমি ওদের লক্ষ্য করে আমার বুড়ো আঙ্গুল কামড়াব। এটা ওদের পক্ষে অপমানের বিষয়। এ অপমান ওরা সহ্য করে করবে, না করে সাহস থাকে ত এগিয়ে আসবে।

এ্যাব্রাহাম। আপনি কি মশাই আমাদের দিকে চেয়ে বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছেন?

স্যাম্পসন। (গ্রেগরীকে চুপি চুপি) কি বুঝছ, আইনত আমরা ঠিক করছি ত? যদি আমি বলি হ্যাঁ?

গ্রেগরী। (স্যাম্পসনকে আলাদা ভাবে) না।

স্যাম্পসন। না মশাই, আমি আপনাদের লক্ষ্য করে বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছি না। তবে হ্যাঁ, আমি আমার বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছি।

গ্রেগরী। আপনারা কি মশাই ঝগড়া করতে চান?

এ্যাব্রাহাম। ঝগড়া? না মশাই ঝগড়া করতে যাব কেন?

স্যাম্পসন। কিন্তু ঝগড়া যদি চাও ত আমিই হব তোমার প্রতিপক্ষ। আমিও তোমার মতই ঝগড়া কেমন করে করতে হয় তা জানি।

এ্যাব্রাহাম। আমার মত? আমার থেকে বেশী ভাল না?

স্যাম্পসন। আচ্ছা, দেখা যাবে।

বেনভোল্লোর প্রবেশ

গ্রেগরী। (স্যাম্পসনকে আড়ালে চুপি চুপি) বল ওর থেকে ভাল জানি। আমাদের মালিকদের একজন আত্মীয় এই দিক আসছে।

স্যাম্পসন। হ্যাঁ, তোমার থেকে ভাল জানি।

এ্যাব্রাহাম। তাহলে তুমি মিথ্যা বলছ।

স্যাম্পসন। তাহলে তোমার তরবারি খোল যদি মানুষ হও গ্রেগরী, তোমার আঘাতের বহরটা একবার দেখিয়ে দাও ত। (পরস্পরে লড়াই করতে লাগল)

বেনভোল্লো। থাম থাম, বোকা কোথাকার যত সব। (ওদের উৎক্ষিপ্ত তরবারিগুলোকে ঘা দিয়ে নামিয়ে দিল)। যাও সব সরে যাও। অস্ত্র ফেল। তোমরা জান না, তোমরা কি করছ।

টাইবল্টের প্রবেশ

টাইবল্ট। তুমিও দেখছি এই সব বাজে হৃদয়হীন লোকগুলোর কাছে এসে জুটেছ! শোন, ঘুরে দাঁড়াও বেনভোল্লো। তোমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করো।

বেনভোল্লো। আমি ত শান্তি রক্ষা করার চেষ্টা করছি। তোমার অস্ত্র সংবরণ করো।

টাইবল্ট। কী! তরবারি খোলা রেখে তুমি শান্তির কথা বলছ! বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, আমি তোমার কথাকে ঘৃণা করি। আমি নরকের মতই সমস্ত মন্তেগু পরিবার আর তার লোকজন ও তোমাকে ঘৃণা করি। এবার তৈরি হও কাপুরুষ! (লড়াই করতে শুরু করল)

জনৈক অফিসারসহ তিন চারজন নাগরিকের অস্ত্র হাতে প্রবেশ

অফিসার। ওদের মেরে থামাও।

নাগরিকবৃন্দ। ক্যাপুলেতরা নিপাত যাক, মন্তেগুরা নিপাত যাক।

স্ত্রীসহ বৃদ্ধ ক্যাপুলেতের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। ওদিকে গোলমাল কিসের? ওরে কে আছিস আমার তরোয়ালটা দে ত।

লেডি ক্যাপুলেত। তরোয়াল না, ক্রাচ্। তরোয়াল চাইছ কেন?

ক্যাপুলেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, তরোয়াল। দেখছ না, বুড়ো মন্তেগু নেমে এসেছে। এসে আমাকে লক্ষ্য করে ছুরি শানাচ্ছে।

স্ত্রীসহ বৃদ্ধ মন্তেগুর প্রবেশ

মন্তেগু। শয়তান ক্যাপুলেত, আমাকে যেতে দাও। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না।

লেডি মন্তেগু। আর এক পাও বাড়াবে না। এক পা বাড়ানো মানেই শত্রু বাড়ানো।

দলবলসহ যুবরাজ এসক্যালাসের প্রবেশ

যুবরাজ। রাজদ্রোহী শান্তিবিঘ্নকারী প্রজাবৃন্দ! তোমরা বারবার প্রতিবেশীর রক্তে তোমাদের ইস্পাতনির্মিত অস্ত্র কলঙ্কিত করে অধর্মাচরণ করে এসেছ। তোমরা কি কোনদিন আমার আদেশ মেনে চলবে না? তোমাদের অসঙ্গত ক্রোধের আগুন নেভাতে গিয়ে বারবার তোমরা তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত অমূল্য রক্তের অপচয় করে এসেছ। বারবার মাটিতে অস্ত্র

ঢুকে তোমাদের ক্রোধের আতিশয্য প্রকাশ করে এসেছ। এবার আমি তোমাদের আচরণে সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়েছি এবং আমার দণ্ডাজ্ঞা শোন। ক্যাপুলেত ও মন্তেগু পরিবারের মধ্যে একটা ঘরোয়া ঝগড়া সামান্য একটা কথা হতে যার উৎপত্তি, তিন তিনবার এই রাজপথের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে এবং ভেরোনা শহরের সব নাগরিকদের অলঙ্কার ফেলে অস্ত্রচর্চ্চা করতে বাধ্য করেছে। আবার যদি কোনদিন তোমরা এই রাজপথের শান্তি নষ্ট করো তাহলে তার জন্য তোমাদের জীবন দিতে হবে। এখন ক্যাপুলেত আর মন্তেগু ছাড়া অন্য সকলে এখান থেকে চলে যাও। ক্যাপুলেত, তুমি আমার সঙ্গে এস আর মন্তেগু বিকালে ফ্রীটাউনে আমাদের সাধারণ বিচারালয়ে এসে এ ব্যাপারে আমাদের মতামত জেনে যাবে।

(মন্তেগু, তাঁর স্ত্রী আর বেনভোল্লো ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

মন্তেগু। এই পুরনো ঝগড়াটা নতুন করে কে আবার শুরু করল? বল ভাই:পো, যখন শুরু হয় তখন তুমি কি ছিলে?

বেনভোল্লো। আমি আসার আগেই আপনাদের ও আপনার প্রতিপক্ষদের চাকরগুলো লড়াই শুরু করে দিয়েছিল। আমি তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। তখন মুক্ত তরবারি হাতে ক্রুদ্ধ টাইবল্ট এসে হাজির হলো। এসেই তরবারি ঘোরাতে শুরু করে দিল। তারপরে মারামারি, খণ্ডযুদ্ধ। শেষকালে যুবরাজ এসে উভয় পক্ষকে ছাড়িয়ে দিলেন।

লেডি মন্তেগু। আচ্ছা রোমিও কোথায় জান? আমি তবু খুশি যে সে এই ঝগড়ার মধ্যে ছিল না।

বেনভোল্লো। ম্যাডাম, পূবের সোনালি জানালা দিয়ে সূর্যদেব উঁকি মারার ঘণ্টাখানেক আগেই আমি আমার মনটা খারাপ থাকার জন্যে বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এই শহরের পশ্চিম দিকে সিকামুর গাছের তলায় আমি আপনার পুত্রকে বেড়াতে দেখেছিলাম। আমি তার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে আমায় দেখতে পেয়েই আরও গভীর বনের মধ্যে চলে গেল। আমার প্রতি তার ভালবাসার কথা স্মরণ করে তাকে আর অনুসরণ করলাম না। ভালবাসা এমনই জিনিস যখন সবচেয়ে বেশী তা চাওয়া যায় তখন মোটেই তা পাওয়া যায় না। তাই ও যখন আমার কাছ থেকে সরে গেল তখন আমিও ওকে ছেড়ে চলে গেলাম।

মন্তেগু। ওখানে বহুদিন সকালবেলায় ওকে দেখা গেছে। দেখা গেছে ওর

চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে ঘাসের শিশিরের উপর। মেঘ জমে উঠেছে ওর দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাসের চাপে। কিন্তু বেশীক্ষণ সূর্য পুর্বদিকে পরিক্রমা করতে না করতেই সূর্যের আলো থেকে সরে এসে আমার পুত্র তার ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেয়। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে দিনের আলোকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে ঘরের ভিতর এক কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে কী সব লেখে। আমার ত মনে হয় তার এ মতিগতি ভাল নয়। সৎ পরামর্শের দ্বারা এর কারণ দুর করতে না পারলে এর ফল খারাপ হবে।

বেনভোল্লো। আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি কি এর কারণ কিছু জানেন ?

মন্তেগু। আমি এর কারণও জানি না আর তার মতিগতিও বুঝি না।

বেনভোল্লো। আপনি কি এ বিষয়ে কোনভাবে তাকে অনুরোধ করেছেন ?

মন্তেগু। আমি নিজে ও আমার অনেক বন্ধুকে দিয়ে অনুরোধ করেছি। কিন্তু সে অন্য কারো স্নেহশীল পরামর্শ মানতেই চায় না। সে ভীষণ চাপা। কাউকে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে চায় না। তার মিষ্টি সুগন্ধি পাপড়িগুলোকে বাতাসে মেলে ধরার আগে অথবা সূর্যের কাছে তার সৌন্দর্যকে উৎসর্গ করার আগেই অনেক ফুলের কুঁড়িকে যেমন কত হিংস্র পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে, তেমনি রোমিওর গোপন দুঃখটা কী তা জানার বা প্রতিকার করার আগেই তার অন্তরটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

রোমিওর প্রবেশ

বেনভোল্লো। ওই দেখুন, ও আসছে। দয়া করে আপনারা সরে যান। আমি তার আসল দুঃখের কথাটা জানব। অবশ্য সে যদি একান্তই বলতে না চায় ত আলাদা কথা।

মন্তেগু। আশা করি তুমি এখানে থেকে সব কথা শুনে খুশি হবে। চলো। আমরা চলে যাই।

(মিষ্টার মন্তেগু ও তাঁর স্ত্রীর প্রস্থান)

বেনভোল্লো। প্রাতঃ নমস্কার ভাই।

রোমিও। এখনও কি খুব সকাল আছে ?

বেনভোল্লো। এই সবেমাত্র ন'টা বাজে।

রোমিও। হা ভগবান, দুঃখের সময় দেখছি কাটতেই চায় না। এখান থেকে যিনি এইমাত্র তাড়াতাড়ি চলে গেলেন উনি কি আমার বাবা ?

বেনভোল্লো। হ্যাঁ। উনি তোমার বাবা। জানতে পারি কি কোন দুঃখের জন্যে সময়টাকে তোমার দীর্ঘ মনে হচ্ছে ?

রোমিও। যে জিনিস পেলে সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায় তা পাইনি বলেই সময়টাকে দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

বেনভোল্লো। তুমি কি প্রেমে পড়েছ ?

রোমিও। প্রেমের মধ্যে পড়িনি, প্রেম থেকে বাদ পড়েছি।

বেনভোল্লো। প্রেম থেকে বাদ ? কার প্রেম থেকে ?

রোমিও। যাকে ভালবাসি তার প্রসন্নতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

বেনভোল্লো। সত্যিই ভালবাসা এমনি একটা জিনিস যাকে উপর থেকে খুব শান্ত মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তা বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই দুঃসহ।

রোমিও। হায় সেই প্রেম যার ইচ্ছার গতিপ্রকৃতি ঠিকমত না দেখলে উপর থেকে দেখে কত কঠিনই না মনে হয়। এখন বেলা হয়েছে, কোথায় আমরা মধ্যাহ্নভোজন করব ? হা ভগবান! এখানে গোলমাল হচ্ছিল কিসের ? যাকগে, আমাকে অবশ্য সেকথা বলতে হবে না, আমি আগেই সব শুনেছি। যেখানে যত কিছু গোলমাল সব কিছুর মূলে দেখবে ঘৃণা। একমাত্র ভালবাসার দ্বারাই সব সমস্যার সব গোলমালের অবসান হয়। হায় প্রেম, সমস্ত সৃষ্টির মূলে তুমি। কিন্তু কত পরস্পরবিরোধী গুণের দ্বন্দ্বে তুমি ভরা। কখনা তুমি প্রেমময় ঘৃণা, কখনা ঘৃণাময় ভালবাসা, কখনো বা তুমি গুরুত্বময় লঘুতা, ভয়ঙ্কর অহংকার, কখনো তুমি আপাতসুন্দর কুৎসিত আবার কখনো বা কুৎসিত সুন্দর, কখনা ভারী সীসার লঘু পালক, ধূমপরিবৃত শীতল অগ্নি, কখনো বা তুমি অগ্নিগর্ভ উজ্জ্বল ধুম, দুর্বল স্বাস্থ্য, সদাজাগ্রত নিদ্রা, তুমি আসলে যা তা নও। সেই প্রেমই আমি অনুভব করি, কিন্তু বর্তমানে সে প্রেমের ছোঁয়া আমি পাচ্ছি না। তুমি হাসছ, না ?

বেনভোল্লো। না ভাই ; হাসছি না, আমি বরং কাঁদছি।

রোমিও। কাঁদছ ? সেকি! কীজন্য ?

বেনভোল্লো। তোমার অন্তরের বেদনায়।

রোমিও। এইটাই হচ্ছে প্রেমের দোষ। আমার দুঃখ ভারী হয়ে আমার বুক চেপে বসে আছে। কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার জন্যে অপমানের জন্যে তুমিও যদি দুঃখ বোধ করো, তাহলে তোমার সে দুঃখ আমার দুঃখকে

আরও বাড়িয়ে দেবে। ভালবাসা হচ্ছে এমনই এক ধোঁয়া যা প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয় জলন্ত আগুনে আর সে আগুনের আলোয় প্রেমিকের চোখ দুটো হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এই ভালবাসা কোন কারণে অবদমিত হলে প্রেমিকের চোখের জলে সমুদ্র বয়। ভালবাসা হচ্ছে এক স্থিতপ্রজ্ঞ ক্ষিপ্রতা, শ্বাসরোধকারী বিষ, আবার জীবন-দায়িনী মধুর ওষধি। এখন বিদায়।

বেনভোল্লো। থাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যদি তুমি আমায় এই ভাবে ফেলে যাও তাহলে তুমি অন্যায় করবে আমার প্রতি।

রোমিও। দুর! কী বলছ তুমি। আমি নিজেকে নিজে হারিয়েছি। আমি এখন সে রোমিও আর নেই। সে এখন অন্য কোন জায়গায় আছে।

বেনভোল্লো। বল, কার জন্য এত দুঃখ। কাকে তুমি ভালবাস?

রোমিও। বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। তুমি কি আমার সেই বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে চাও?

বেনভোল্লো। না, না, আর্তনাদ কেন। তুমি দুঃখের সঙ্গেই বল সে কে।

রোমিও। রুগ্ন মুমূর্ষু কোন লোককে তার উইল করতে বললে যেমন সেকথা খুব কঠোর শোনায় তার কানে তেমনি সে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমারও তাই মনে হচ্ছে। বড় দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ভাই, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি।

বেনভোল্লো। আমি ঠিকই ধরেছি। যখনি অনুমান করেছি তুমি কারো প্রেমে পড়েছ তখনি বুঝেছি নিশ্চয় সে হচ্ছে কোন মেয়ে।

রোমিও। তুমি দেখছি, বেশ পাকা তীরন্দাজ। কিন্তু তুমি জান কি, যাকে আমি ভালবাসি সে মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

বেনভোল্লো। এ আর বেশী কথা কি। তুমিও যেমন সুন্দর সেও তেমনি সুন্দরী। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই দুজনের প্রেমে পড়ে গেছ।

রোমিও। কিন্তু ধারণা তোমার ঠিক নয়। প্রেমশরে অত সহজে সে আহত হয় না। সতীত্বের সুদৃঢ় বর্মে সে সুরক্ষিত। প্রেমের দুর্বল শিশুসুলভ শরাঘাতে সে অক্ষত। ভালবাসার মধুর বচনে সে কখনো টলে না। কোন মদির কটাক্ষপাতে সে চঞ্চল হয় না। মুনির মন-টলানো স্বর্ণসম্পদের প্রলোভনে সে প্রলুব্ধ হয় না। সৌন্দর্যের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যবতী। একমাত্র না মরা পর্যন্ত সে ঐশ্বর্য তার ক্ষয় হবে না কোনদিন।

বেনভোল্লো। তাহলে কি সে চিরকুমারী থাকবে বলে সে প্রতিজ্ঞা করেছে?

রোমিও। হ্যাঁ, সে প্রতিজ্ঞা করেছে আর এই প্রতিজ্ঞার জন্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে তার সব সৌন্দর্য। সৌন্দর্য যদি ভালবাসার দ্বারা সমৃদ্ধ না হয়, যদি তা কঠোরতার দ্বারা ক্ষীণশুষ্ক হয়ে ওঠে তাহলে সে সৌন্দর্য কখনই স্থায়ী হয় না। মেয়েটি সুন্দরী; কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী, পরিণামদর্শিনী। সে আমায় কোনদিনই সুখী করতে পারবে না। সে আমায় হতাশ করেছে। সে পণ করেছে, জীবনে সে কাউকে ভালবাসবে না। আর তার এই পণ আমায় জীবন্মৃত করে রেখেছে। এবার শুনলে ত আমার কথা।

বেনভোল্লো। আমার কথা শোন। আমার মতে চলো। তার কথা একেবারে ভুলে যাও।

রোমিও। বলত, কেমন করে আমি ভুলতে পারি তার কথা।

বেনভোল্লো। অকুণ্ঠভাবে ভাল করে অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের চোখে চেয়ে দেখ।

রোমিও। এভাবে তুলনা করলে কিন্তু তার সৌন্দর্য আরও অনুপম মনে হবে। এই চোখ নিয়ে যত সুন্দরীকেই দেখি না কেন, তাকে কালো কুৎসিত বলে মনে হবে। কারণ সেই সুন্দরীর স্মৃতি মনের ভিতর ঠিকই রয়ে যাবে সব সময়। হঠাৎ যদি কোন লোক অন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে তার হারানো দৃষ্টিশক্তির কথা যেমন কখনই ভুলতে পারে না, তেমনি আমিও তার কথা ভুলতে পারব না। সুন্দরী বলে খ্যাত কোন মেয়েকে আমায় দেখাও, তার সেই সৌন্দর্য শুধু আমায় সেই নিষ্ঠুরা সুন্দরীর কথাই মনে করিয়ে দেবে। যাই হোক বিদায়। কি করে তার কথা ভুলতে পারি তা তুমি আমায় শেখাতে পারবে না।

বেনভোল্লো। আমি বলছি হয় আমি তোমায় শেখাব, না হয় চিরঋণী থেকে যাব তোমার কাছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজপথ।

ক্যাপুলেত, প্যারিস ও ক্যাপুলেতের ভৃত্য ভাঁড়ের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। কিন্তু আমার মত মন্তেগুরও সমান জরিমানা হয়েছে। সেও বাদ যায়নি কোন দিক দিয়ে। আমাদের মত প্রবীণ লোক যাদের ওপর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তারাই শান্তি ভঙ্গ করেছে। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে জরিমানা এমন কিছু হয়নি।

প্যারিস। আপনারা দুজনেই সম্মানিত ব্যক্তি। এটা দুঃখের বিষয় যে

আপনারা এত দীর্ঘ দিন ধরে এক তীব্র বিবাদে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেদের।
কন্ত হুজুর, আমার সেই কথাটার কি হলো ?

ক্যাপুলেত। কিন্তু আমিত তোমার কথার উত্তর আগেই দিয়েছি। আমার মেয়ে এখন সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞা। সে এখনও চোদ্দ বছরে পড়েনি। আরও দুবছর যাক, তবে তাকে বিয়ের যোগ্য বলে মনে করব।

প্যারিস। তার থেকে ছোট মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে এবং তারা সন্তানের মা হচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

ক্যাপুলেত। কমবয়সী মেয়েদের সন্তানদেরই কম বয়সে বিয়ে হয়। আমার মেয়ে ছাড়া আমার অন্য কোন সন্তান নেই। আমার জগতে এই সন্তানই আমার একমাত্র আশা ভরসা। প্যারিস, তুমি তাকে শান্ত করো, বুঝিয়ে বল, তার সম্মতি আদায় করো। আমার ইচ্ছা এ ব্যাপারে তার সম্মতির একটা অংশ মাত্র। সে যদি পছন্দ করে মত দেয়, তাহলে আমিও মত দেব। তার সুখেই আমার সুখ। আজ রাত্রিতে আমার বাড়িতে এক ভোজসভার আয়োজন করেছি। সেখানে আমার অনেক প্রিয় অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি আশা করি, তুমিও তাদের সঙ্গে থাকবে। অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তোলে তেমনি আমার দীন দরিদ্র কুটির আজ অসংখ্য উজ্জ্বল অতিথির অভ্যাগমে আলোকিত হয়ে উঠবে। বসন্তের আগমনে খঞ্জ-শীত দূরে পালিয়ে গেলে ও প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হলে তরুণ যুবকেরা যেমন আনন্দ অনুভব করে, তেমনি তুমিও আনন্দ অনুভব করবে আজ আমার বাড়িতে। সব কিছু শুনবে, সব কিছু দেখবে। যদিও তুমি সেখানে অনেক সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে দেখতে পাবে তবু তুমি সত্যিকারের গুণবতী মেয়ে পাবে একটি এবং তুমি তাকেই পছন্দ করবে যে গুণে সত্যি সত্যিই গরীয়সী। এসো, চল আমার সঙ্গে। (ভৃত্যকে একটি কাগজ দিয়ে) ভেরোনা শহরে চলে যাও। এই তালিকায় যাঁদের যাঁদের নাম লেখা আছে তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বলবে তাঁরা যেন আজ আমার বাড়িতে আসেন। (ক্যাপুলেত ও প্যারিসের প্রস্থান)

ভৃত্য। আমাকে তাদেরই খুঁজে বার করতে হবে যাদের নাম এই কাগজে লেখা আছে। যে যেমন মানুষ তার একটা করে নির্দিষ্ট কাজ

থাকে। যেমন মুচির কাজ গজকাঠি নিয়ে, দর্জির কাজ কাঠের ছাপ নিয়ে। জেলের কাজ তুলি নিয়ে এবং পটোর কাজ জাল নিয়ে। কিন্তু আমার কাজ হলো তাদের খুঁজে বার করা যাদের নাম এখানে লেখা আছে। কিন্তু কী যে ছাই এতে লেখা আছে কে জানে! আমাকে এখন তাড়াতাড়ি এমন একজন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে যেতে হবে যে এই নামগুলো পড়তে পারবে।

বেনভোল্লো ও রোমিওর প্রবেশ

বেনভোল্লো। একজনের হৃদয়ের জ্বালা থেকে আর একজনের জ্বালার অবসান ঘটে। একজনের অন্তর্বেদনা অন্য একজনের সমবেদনার স্পর্শে অনেকখানি কমে যায়। সুতরাং অন্য একজনের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করো। কত কঠিন দুঃখ অপরের দুঃখবেদনা দেখলে দূরে চলে যায়। সুতরাং তুমিও কোন দুঃখী ব্যক্তির সন্ধান করো। দেখবে তোমারও পুরনো দুঃখের জ্বালাময়ী বিষটা কোথায় চলে গেছে।

রোমিও। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তোমার সহানুভূতিরূপ কলাপাতার প্রলেপটা সত্যিই চমৎকার।

বেনভোল্লো। কীসের জন্য চমৎকার।

রোমিও। তোমার ফাটা চামড়ার জন্য।

বেনভোল্লো। রোমিও, তুমি কি পাগল হলে নাকি?

রোমিও। পাগল হইনি, কিন্তু পাগলাগারদে আবদ্ধ প্রহৃত উৎপীড়িত কোন পাগলের থেকে বেশী জ্বালা ভোগ করছি। চলি নমস্কার ভাই।

ভৃত্য। নমস্কার স্যার। আমার একটা কথা শুনুন। আপনি কোন লেখা পড়তে পারেন?

রোমিও। আমার নিজের ভাগ্যেই এখন দুঃখের দশা চলছে।

ভৃত্য। আমার মনে হয় আপনি বই না পড়েই ভাগ্যের দশা দেখতে শিখেছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আপনি কোন কিছু দেখামাত্র পড়তে পারেন?

রোমিও। তা পারব না কেন, তবে অক্ষর আর ভাষা যদি বুঝতে পারি।

ভৃত্য। সত্যি করে বলুন। তা নাহলে আমি চললাম, আপনি সুখে থাকুন।

রোমিও। থাম থাম। আমি পড়তে পারি। (ভৃত্যের হাত থেকে কাগজটি নিয়ে নামের তালিকাটি পড়তে লাগল) সিনিয়র মার্তিনোর, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা; কাউন্টি এ্যানসেমি ও তাঁর সুন্দরী বোনেরা: লর্ড ভাক্রুভিওর বিধবা স্ত্রী; সিনিয়র প্ল্যাকেনশিও ও তাঁর সুন্দরী ভাইঝিরা; মার্কিউশিও আর তাঁর ভাই ভ্যালেন্তাইন; আমার কাকা ক্যাপুলেত, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা; আমার সুন্দরী ভাইঝি রোজালিন ও লিডিয়া, ভ্যালেন্তাইন আর খুড়তুতো ভাই টাইবল্ট, লুশিও ও সুন্দরী হেলেনা। বেশ চমৎকার সভা-সুষ্ঠান। (কাগজটি ভৃত্যের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে) কোথায় তাঁরা আসবেন?

ভৃত্য। উপরে।

রোমিও। সে আবার কোথা?

ভৃত্য। নৈশভোজনের জন্য আমাদের বাড়িতে।

রোমিও। কার বাড়িতে?

ভৃত্য। আমার মনিবের।

রোমিও। ওই নামটা আমার আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

ভৃত্য। এখন আমি আপনি জিজ্ঞাসা না করলেও বলব। আমার মনিব হচ্ছেন বিরাট ধনী ক্যাপুলেত। যদি আপনি মন্তেগু পরিবারের কেউ না হন, তাহলে আমি অনুরোধ করছি, আপনি চলে আসবেন। যেমন হোক এক পাত্র মদ পাবেন। আচ্ছা চলি। (প্রস্থান)

বেনভোল্লো। আজকের এই অভিজাত নৈশভোজে তুমি যাকে এত ভাল-বাস সেই রোজালিনও ভেরোনার অন্যান্য প্রশংসাধন্য সুন্দরীদের সঙ্গে যোগদান করবে। সেখানে তুমিও চল। সেখানে আমি যাদের দেখাব তাদের মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তুমি দেখবে। তাদের মুখের সঙ্গে তোমার প্রেমা-স্পদের তুলনা করে দেখবে তুমি যাকে রাজহংসী বলে মনে করো, আসলে সে একটি কুৎসিত কাক।

রোমিও। দেখ, আমার চোখের একটা ধর্ম আছে। সে ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে তা যদি মিথ্যাচরণ করে তাহলে আমার চোখের সব জল আগুন হয়ে উঠবে। যারা প্রেমের জন্য চোখের জলে ডুবতে পারে তারা কখনো মরে না। কিন্তু যারা পরিস্কার ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে অর্থাৎ প্রেমের প্রকৃত ধর্ম থেকে সরে যায় তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত। আমার প্রেমাস্পদের থেকে বেশী

সুন্দরী? কী বলছ তুমি! যে সর্বদর্শী সূর্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবীর সব কিছুকে দেখে আসছে সেই সূর্যও আমার প্রেমাস্পদের তুলনীয় কোন মেয়েকে আজও দেখতে পায়নি।

বেনভোল্লো। বাঃ তুমি আর কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখনি বলেই তাকে এত সুন্দরী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার তুলনা সে নিজেই। কিন্তু আজকের ভোজসভায় আমি যে সব সুন্দরী কুমারীদের দেখাব তাদের সঙ্গে তোমার প্রেমাস্পদকে ভাল করে তুলনা করে দেখবে তুমি যতটা ভাল মনে করো, ততটা ভাল সে মোটেই নয়।

রোমিও। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু সেরকম দৃশ্য আমি দেখতে চাই না। আমি শুধু আমার প্রেমাস্পদের রূপের ঐশ্বর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে চাই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেতের বাড়ি।

লেডি ক্যাপুলেত ও ধাত্রীর প্রবেশ

লেডি ক্যাপুলেত। ধাত্রী, আমার মেয়ে কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে এসো ত।

ধাত্রী। আমি তাকে আসতে বলেছিলাম। এত বড় বারো বছরের মেয়ে হলো, কিন্তু কী শান্ত। ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখুন, মেয়েটা গেল কোথায়? কই, জুলিয়েত।

জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। আমায় কে ডাকছে?

ধাত্রী। তোমার মা।

জুলিয়েত। মা আমি এখানে। তুমি কি চাইছ?

লেডি ক্যাপুলেত। বলছি, ধাত্রী তুমি কিছুক্ষণের জন্য একবার এখান থেকে যাও। আমরা গোপনে কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। পরে তুমি অবশ্য ফিরে আসবে। আমাদের আলোচনার সময় তোমায় উপস্থিত থাকতে হবে। তুমি আমার মেয়েকে ছোট থেকে জান।

ধাত্রী। জানি মানে! তাকে তার জন্ম মুহূর্ত হতেই জানি।

লেডি ক্যাপুলেত। তার বয়স মোটেই চোদ্দ নয়।

ধাত্রী। ও যদি চোদ্দ বছরের হয় তাহলে আমার চোদ্দটা দাঁত আমি ফেলে

দেব। অবিশ্যি, চারটের বেশী দাঁত আমার নেই। সে মোটেই চোদ্দ বছরে পড়েনি। ১লা আগষ্ট কবে?

লেডি ক্যাপুলেত। এক পক্ষকালের থেকে কিছু বেশী।

ধাত্রী। সে যাই হোক, ১লা আগষ্টের আগের দিন সে চোদ্দ বছরে পা দেবে। সুসান আর ও ছিল সমবয়সী। সুসান এখন স্বর্গলাভ করেছে। ঈশ্বর সব মৃত আত্মার মঙ্গল করুন। সুসান ত আমার কোন কাজে এল না। কিন্তু আমি ত আগেই বলেছি, জুলিয়েত ১লা আগষ্টের আগের দিন রাত্রে চোদ্দ বছরে পড়বে। আর ঐ দিন তার বিয়েও হবে। আমার সব মনে আছে। ভূমিকম্প হয়েছিল আজ হতে ঠিক এগার বছর আগে। ও তখন সবেমাত্র মাই ছেড়েছে। বছরের অন্য সব দিনের মধ্যে সে দিনটার কথা আমি কখনো ভুলবো না। আমি সেদিন আমার স্তনের বোঁটায় নিমের প্রলেপ দিয়ে পায়রা ঘরের পাশে বসে রোদ পোয়াচ্ছি, আপনি ও আমাদের কর্তাবাবু সেদিন মাঞ্চুয়ায় ছিলেন। আমার সব মনে আছে। স্তনের বোঁটায় নিমের স্বাদ পেয়ে বেচারী মুখটা বিকৃত করে থু থু করতে লাগল। আমি তা দেখে হেসে খুন। এমন সময় হঠাৎ পায়রা ঘরটা দুলে উঠল। আমি তখন পালাতে পথ পাই না। সেদিন থেকে এগার বছর কেটে গেছে। ও তখন দাঁড়াতে শিখেছে। না না, ও তখন ছুটে বেড়াতে শিখেছে। তার একদিন আগে ও একবার উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ায় ওর ভ্রূটা কেটে যায়। আমার স্বামী তখন ওকে কোলে তুলে নেয়। আমার স্বামী খুব রসিক লোক ছিল; ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। আমার স্বামী ওকে বলল, তুমি উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে, কেন চিৎ হয়ে পড়তে পারলে না, তোমার ত বেশ বুদ্ধি হয়েছে। তারপর আবার ওকে বলল, কি জুলি, আমার বউ হবে? তখন নিতান্ত শিশু, ও সব ঠাট্টা বোঝে না, তাই কাঁদতে লাগল। শুধু বলল, এ্যাঁ! আমি যদি হাজার বছর বাঁচি তাহলেও সেদিনকার কথা ভুলতে পারব না। লোকটা আবার বলতে লাগল, তুই কি আমায় বিয়ে করবি না জুলি? কিন্তু বোকা মেয়েটা কুঁকড়ে উঠে শুধু বলল, এ্যাঁ।

লেডি ক্যাপুলেত। খুব হয়েছে। জোড়হাত করছি। চুপ কর দেখি।

ধাত্রী। আচ্ছা মা, চুপ করছি। কিন্তু সে কথা মনে করে হাসি থামাতে পারছি না কিছুতেই। যতবারই আমার স্বামী ওকে ওই কথা বলতে থাকে ও ততই 'এ্যাঁ' 'এ্যাঁ' করে বিড়বিড় করে কাঁদতে থাকে। মুরগীর বাচ্চাকে

ঢিল ছুঁড়ে জোর আঘাত করলে যেমন চেঁচায় ও ঠিক তেমনি করে চেঁচাতে লাগল। তবুও লোকটা ওকে বলতে লাগল, কিরে! উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লি? কেন, তোর ত বয়েস হয়েছে। চিৎ হয়ে পড়তে পারলি না! কিরে জুলি, আমায় বিয়ে করবি না? জুলি তখন 'এ্যা' বলে কুঁকড়ে উঠল।

জুলিয়েত। আমার কথা শোন ধাই মা। তুমিও একবার তেমান করে কুঁকড়ে ওঠ।

ধাত্রী। চুপ কর দেখি। এই আমি করলাম। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন। আজ পর্যন্ত আমি যত ছেলেকে মানুষ করেছি তুই ছিলি তাদের সবার থেকে সুন্দরী। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তোর বিয়েটা দেখে যেন মরতে পারি। আমাব আশা যেন পূরণ হয়।

লেডি ক্যাপুলেত। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিয়ের কথাই বলতে এসেছি। আচ্ছা বাছা জুলিয়েত, বল দেখি বিয়ের ব্যাপারে তোর মত কি?

জুলি। এটা এমনই একটা বড় ব্যাপার সম্মানের ব্যাপার যার কথা আমি এখনো পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবিনি।

ধাত্রী। সম্মানের ব্যাপার' এসব বড় বড় কথা শিখলি কোথা? আমি যদি শুধু ধাইমা না হতাম তাহলে বলতাম, তুই কি মাইদুধ খাবার সময় সব জ্ঞানরসটুকুও পান করে ফেলেছিস?

লেডি ক্যাপুলেত। থাকগে, এখন বিয়ের কথাটা ভেবে দেখ। এই ভেরোনা শহরে তোমার থেকে ছোট বড়ঘরের কত মেয়ে বিয়ের পর ছেলের মা হয়ে বসেছে; হিসেব করে দেখেছি। তোমার মত বয়সে আমিই তোমার মা হয়েছিলাম; অথচ তুমি এখনো কুমারী রয়ে গেছ। যাই হোক, সংক্ষেপে আমার কথাটা বলছি: বীর সাহসী যুবক প্যারিস প্রণয়ী হিসেবে তোমার পাণিপ্রার্থী।

ধাত্রী। সত্যিকারের মানুষের মত একটা মানুষ বাছা। সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা মানুষ। দেখে মনে হবে গোটা মানুষটা মোম দিয়ে তৈরি।

লেডি ক্যাপুলেত। ভেরোনা শহরে কোন বসন্তে এমন এক সুন্দর ফুল কখনো ফোটেনি।

ধাত্রী। না তা সত্যিই ফোটেনি। ও সত্যি সত্যিই একটা ফুল। একটা আস্ত ফুল।

লেডি ক্যাপুলেত। কী বলছ তুমি? তুমি কি প্যারিসকে ভালবাসতে পারবে? আজকের ভোজসভাতেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। আজ প্যারিসের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে কত আনন্দ পাবে। মনে হবে সৌন্দর্যের অক্ষরে কত আনন্দের বাণী লেখা আছে। প্রতিটি বিবাহিত দম্পতির সঙ্গে কথা বলে দেখ। দেখবে, তারা একে অন্যকে কত তৃপ্তি কত আনন্দ দান করছে। প্রেমের মুল্যবান গ্রন্থে যে সব কথা লেখা নেই অথবা দুর্বোধ্য রয়ে গেছে, সে সব কথা প্যারিসের চোখের কোণে কোণে পরিস্কার-ভাবে লেখা আছে দেখবে। প্রেমের গ্রন্থের সীমা পরিসীমা আছে; কিন্তু সত্যিকারের প্রেমিকের প্রেমের কোন সীমা নেই। প্যারিস হচ্ছে এমনি এক প্রেমিক। কোন এক মুল্যবান গ্রন্থকে সোনার মলাটে বাঁধালে যেমন সে গ্রন্থের শোভা আরো বেড়ে যায় সমুদ্রে মাছ থাকলে যেমন সে মাছের গৌরব বেড়ে যায়, তেমনি এক সুন্দর বস্তুর সঙ্গে অন্য এক সুন্দর বস্তু মিশলে তাদের উভয়েরই শোভা বেড়ে যায়। সুতরাং প্যারিসের সৌন্দর্যের সঙ্গে তোমার সৌন্দর্য মিশলে তোমার গৌরব কিছুমাত্র কমবে না; বরং তা বেড়েই যাবে।

ধাত্রী। না, মোটেই কমবে না; বরং বাড়বে। পুরুষের গৌরবে নারীর গৌরব বাড়ে।

লেডি ক্যাপুলেত। তুমি তাহলে সংক্ষেপে বল। প্যারিসের ভালবাসা কি তুমি পছন্দ করো?

জুলিয়েত। আমি তাকে দেখব। দেখে যতটুকু পছন্দ হয় হবে। তুমি বলছ বলেই আমি দেখব। এর বেশী তৎপরতা আমি দেখাব না, এ বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি আমি করব না।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা, অতিথিরা সব এসে গেছে। খাবার দেওয়া হয়েছে। আপনারা চলুন। দিদিমণিকে ডাকছে। রাঁধুনিরা ধাইমাকে গালাগালি করছে। তারা হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে দেরি হচ্ছে বলে। আপনারা না গেলে আমি যেতে পারছি না। আপনারা তাড়াতাড়ি সোজা সেখানে চলুন।

লেডি ক্যাপুলেত। তুমি চল, আমরা যাচ্ছি। (ভৃত্যের প্রস্থান)

ধাত্রী। যাও বাছা, সুখের রাত্রি যেন সুখেই শেষ হয়।

চতুর্থ দৃশ্য। রাজপথ।

পাঁচ ছয় জন মুখোসধারী ও মশালবাহকের সঙ্গে রোমিও, মার্কিউশিও ও বেনভোল্লোর প্রবেশ

রোমিও। আচ্ছা তুমি কি বল, অজুহাত দেখাবার জন্য আমাদের তরফ থেকে আমরা কি প্রথমে কিছু বলব, নাকি আমাদের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই ?

বেনভোল্লো। আজকালকার দিনে এ ধরণের বেশী কথা বলার রীতি নেই। প্রেমের ব্যাপারে অনাবশ্যকভাবে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করব না। প্রেমের ফুলশরের তীক্ষ্ণতাকে কোন রং দিয়ে রঙীন করতে যাব না। তবে আবার প্রবেশ করার সময় ভূমিকাস্বরূপ আমরা যে কিছুই বলব না তাও নয়, অনভিজ্ঞ অভিনেতার মত আমরা আমতা আমতা করব না। আসল কথা মেয়েরা যা যা করবে আমরাও তাই করব। তাতে ওরা আমাদের দেখে যা মনে করে করবে।

রোমিও। আমাকে একটা মশাল দাও। আমি আগে আগে দেখাব। এ সব নাচ-টাচ আমার দ্বারা হবে না, কারণ আমি ওজনে ভারী আছি।

মার্কিউশিও। না রোমিও, আমরা তোমাকে নাচাবই।

রোমিও। আমি পারব না। তোমাদের জুতোগুলো নাচের উপযুক্ত, তলাগুলো হালকা। কিন্তু আমার জুতোর তলায় ভারী শীষে আছে। সুতরাং খুব সহজে আমি পা ফেলতে পারব না।

মার্কিউশিও। তুমি হচ্ছ একজন প্রেমিক। প্রেমের দেবতার কাছ থেকে ডানা ধার কর। সবাইকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যাও।

রোমিও। প্রেমের ফুলশরে আমি এমনি জর্জরিত যে আমি হালকা ডানা পেলেও বেশী দূরে উড়তে পারব না। প্রেমজনিত দুঃখের গুরুভারে আমি ডুবতে বসেছি।

মার্কিউশিও। না না ডুবো না। প্রেমের গুরুভারের চাপে ডুবতে গিয়ে তুমি প্রেমকেই পীড়িত করে তুলবে। প্রেমের মত একটি সুকোমল জিনিসের পক্ষে এ পীড়া সহ্য করা নিতান্তই কঠিন।

রোমিও। প্রেম সুকোমল জিনিস ? প্রেম হচ্ছে বড় কঠিন, কর্কশ, অভদ্র ও গোলমেলে জিনিস। এই প্রেম কখনো কখনো কাঁটার মত বেঁধে।

মার্কিউশিও। প্রেম যদি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তুমিও

তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। প্রেম যদি তোমায় কাঁটার মত বেঁধে তাহলে তুমিও তাকে কাঁটার মত বিঁধবে। দ্বন্দ্বে পরাস্ত করবে প্রেমকে। আমায় এবার একটা মুখোস দাও, মুখটা ঢেকে নিই। (মুখোস পরে) এবার তুমিও যেমন আমিও তেমনি। এবার আর আমি কাউকে ভয় করছি না। আমায় দেখে কে কেমন মুখের ভাব করছে তা দেখে আর আমি লজ্জা পাব না। লজ্জা যদি পায় ত আমার মুখোসের উপর আঁকা ভ্রূজোড়াটাই পাবে।

বেনভোল্লো। চল এবার, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ো। ভিতরে ঢুকেই সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে।

রোমিও। আমাকে একটা মশাল দাও। নাচ গান ও হৈ চৈ করে ওরা আনন্দ পাক। আমি শুধু মশাল বইব। এমন মজার খেলা কখনো দেখিনি। আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। আমি একেবারে গেলাম।

মার্কিউশিও। না না, গেলে হবে না। প্রেমের কাদায় আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে হাবুডুবু খেলেও তোমাকে আমরা টেনে তুলে আনব। চল, শুধু শুধু আলো জ্বলছে।

রোমিও। না, না, তুমি ভুল বলছ।

মার্কিউশিও। আমি যা বলছি তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমি বলছি দেরির কথা। দেরি হলেই শুধু শুধু আলোয় তেল পুড়বে। আমরা পাঁচ জনে মিলে পাঁচ জনের বুদ্ধিতে এটা ঠিক করেছি যে আমরা ওখানে যাব।

রোমিও। আমরা এই মুখোস নৃত্যে যাবার ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ওখানে যাওয়ার কোন অর্থ হয়না।

মার্কিউশিও। কি জন্য, প্রশ্ন করতে পারি কি?

রোমিও। গতরাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

মার্কিউশিও। স্বপ্ন আমিও একটা দেখেছি।

রোমিও। তোমার স্বপ্নটা কি শুনি?

মার্কিউশিও। স্বপ্নের সব কথাই মিথ্যা।

রোমিও। বিছানায় ঘুমোতে ঘুমোতে কেউ যদি কোন স্বপ্ন দেখে তাহলে তা সত্যি হয়।

মার্কিউশিও। তাহলে আমি যদি বলি রাণী ম্যাব তোমার কাছে এসেছিল। রাণী ম্যাব হলো পরীদের ধাত্রী এবং তার আকার জমিদারের আংটির ওপরে গাঁথা পাথরের থেকে বড় না। তার সঙ্গে ছিল একদল ক্ষুদে ক্ষুদে পরী

যারা ঘুমন্ত মানুষদের নাকগুলোর কাছে ঘুরে বেড়ায়। আঁশফলের শূন্য খোলা দিয়ে তৈরি তার রথ। মাকড়শার পা দিয়ে তৈরি তার রথের চাকার পুটগুলো। সে রথের ছাউনিটা গঙ্গাফড়িং-এর ডানা দিয়ে ঢাকা। চাঁদের তরল আলো দিয়ে ঘেরা এই রথখানির সারথি হচ্ছে একটি ধূসর রঙের মশা। আর মাকড়সার জালের সুতোগুলো যেন সে রথের ঘোড়া। এই মশাটি এত ছোট যে একটি অতি ছোট পোকার প্রায় অর্ধেক। এই রথে চড়ে রাণী ম্যাব রাত্রির পর রাত্রি ধরে একের পর এক ঘুমন্ত প্রেমিকদের মাথার ভিতর ঘুরে বেড়ায় আর ঠিক তখনি তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখে। সভাসদদের হাঁটুতে গিয়ে রাণী ম্যাব বসলেই তারা সম্মানের স্বপ্ন দেখে; আইনব্যবসায়ীদের আঙুলের উপর বসলে তারা স্বপ্ন দেখে টাকার; মহিলাদের ঠোঁটের উপর বসলে তারা স্বপ্ন দেখে চুম্বনের; কিন্তু তাদের নিঃশ্বাসে মিষ্টির গন্ধ পেয়ে রাণী ম্যাব রেগে গিয়ে তাদের ঠোঁটে ক্ষত করে। কখনো রাণী ম্যাব সভাসদদের নাকের ভেতর ঘোরাফেরা করে আর ঠিক তখনি তারা সুফল প্রণয় আর পরিণয়ের স্বপ্ন দেখে। আবার কখনো বা কোন ঘুমন্ত যাজকের নাকের কাছে গিয়ে শুয়োরের লেজটা নাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে সে যাজক কিছু না কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে। কখনো বা কোন সৈনিকের ঘাড়ের উপর গিয়ে বসে আর সে সৈনিক স্প্যানিশ ব্লেড প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে বিদেশী শত্রুদের গলাকাটার স্বপ্ন দেখে। কখনো বা কোন ঘুমন্ত সৈনিকের কানের কাছে ঢাক বাজাতেই সেই সৈনিকটি চমকে উঠে পড়ে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রার্থনা করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই হচ্ছে রাণী ম্যাব যে রাত্রিকালে ঘোড়ার কেশর আর যত সব মায়াময় ও দুর্গন্ধময় চুলের জট পাকিয়ে বেড়ায়; সেইসব চুলের জট যদি একবার খোলা হয় তাহলে তা বহু লোকের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। এক আশ্চর্য ব্যাগের মধ্যে সেই সব জটপাকানো চুলগুলো ভরে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রাত্রিবেলায় ঘুমন্ত কুমারী মেয়েদের ওপর সেই ব্যাগটা দিয়ে চাপ দেয় রাণী ম্যাব। তাদের কেমন করে সন্তান ধারণ করতে হয় প্রথমে তাই শেখায়। সব দিক দিয়ে আদর্শ মহিলা হতেও তাদের শেখায়। এই হচ্ছে—

রোমিও। থাম থাম মার্কিউশিও। তোমার কথার কোন অর্থই হয় না।

মার্কিউশিও। সত্যিই, আমি বলছি সেই সব স্বপ্নের কথা যা হচ্ছে যত সব অলস মনের সৃষ্টি। অলীক কল্পনাই যাদের উৎপত্তির মূলে। যে বাতাস

চঞ্চল এবং নিয়ত গতিপরিবর্তনশীল, যে বাতাস এই দেখছ উত্তরাঞ্চলের তুষারাচ্ছন্ন বুকের উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে, আবার পরক্ষণেই যা রেগে গিয়ে পালিয়ে শিশিরসিক্ত দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে, সেই বাতাসের থেকেও হালকা আর চঞ্চল হচ্ছে মানুষের স্বপ্নগুলো।

বেনভোল্লো। যে বাতাসের কথা তুমি বলছ, সেই বাতাসই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এখন নৈশভোজন শেষ হতে চলেছে, আমাদের সেখানে যেতে খুবই দেরি হয়ে গেল।

রোমিও। আমার ভয় হচ্ছে আমরা বোধ হয় অনেক আগে এসে পড়েছি। কিন্তু আসন্ন এক অশুভ পরিণামের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমার মন। আজকের এই আনন্দচঞ্চল রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে সেই ভয়াবহ পরিণামের দিন। আর তার ফলে অপরিহার্য অকালমৃত্যু এসে আমার বুক থেকে আমার এই তুচ্ছ জীবনকে নিয়ে যাবে ছিনিয়ে। কিন্তু কোন উপায় নেই, যিনি অলক্ষ্যে থেকে আমার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁরই ইচ্ছায় চলবে আমার জীবনতরী। আনন্দপিপাসু ভদ্রমহোদয়গণ চলুন দেখি।

বেন্‌ভোল্লো। দরজায় করাঘাত কর। ঢাক বাজাও।

(এই অবস্থায় তাদের মঞ্চে প্রবেশ ও মঞ্চ থেকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ক্যাপুলেতের বাড়ি।

মুখোসধারী নর্তক ও তোয়ালে সহ ভৃত্যের প্রবেশ

প্রথম ভৃত্য। পটপ্যান কোথায়? কাপ ডিশ সরাতে মোটেই সে সাহায্য করছে না আমাদের। সে শুধু খাবার টেবিলের চাদর সরাতেই ব্যস্ত। তাও আবার ছিঁড়ে ফেলেছে চাদরটা।

দ্বিতীয় ভৃত্য। একটা বা দুটো লোকের উপর যখন সব কিছু করার ভার থাকে, আর তার উপর যদি সেই হাত আবার এঁটো থাকে তাহলে এই রকমই হয়।

প্রথম ভৃত্য। যাও এগুলো সব সরিয়ে নিয়ে যাও। প্লেটের দিকে নজর দাও। তবে হ্যাঁ, যদি এক টুকরো মার্চপেন সন্দেশ পাও ত আমাকে দিও। আর তুমি যখন আমায় ভালবাসো তখন সুশান, গ্রিণ্ডস্টোন, নেল, এ্যাণ্টনি ও পটপ্যানকে পাঠিয়ে দাও।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আচ্ছা বাছা। সে হবে এখন।

প্রথম ভৃত্য। বড় ঘরে তোমায় ডাকছে। তোমার খোঁজ পড়েছে সেখানে।

তৃতীয় ভৃত্য। আমরা একই সঙ্গে এখানে আর সেখানে দুজায়গায় থাকতে পারি না। নাও, ফূর্তি করে কাজ করো। তাড়াতাড়ি করো।

অতিথি ও ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে ক্যাপুলেতের প্রবেশ ও
মুখোসধারী নর্তকদের নিকট গমন।

ক্যাপুলেত। স্বাগত ভদ্রমহোদয়গণ! যে সব মহিলাদের পায়ে ঘুঙুর নেই তাঁদের নাচের জন্য একজন করে সহকারী দেওয়া হবে। আচ্ছা মাননীয় মহিলাবৃন্দ! আপনাদের মধ্যে কারা কারা নাচবেন না জানতে পারি কি? আমি জোর করে বলতে পারি যিনি সুন্দরী তাঁর পায়ে নিশ্চয়ই ঘুঙুর বাঁধা আছে। আমি আপনাদের কাছে যাব? সুস্বাগতম মাননীয় অতিথিবৃন্দ। শুধু আজ নয়। এর আগে কতদিন আমি মুখোস পরে কত নাচ নেচেছি। সেকথা আমি মহিলাদের কানে কানে শ্রুতিমধুর করে বলতে পারি। সে সব কথা আজও আমার মনে আছে। সে দিন চলে গেছে। আবার স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় ভদ্রমহোদয়দের। বাজিয়েরা চলে এসো, তোমরা বাজাতে শুরু করো। এই সরে যাও, ওদের জায়গা করে দাও। মেয়েরা, নাচতে শুরু করো। (গীত বাদ্যসহ নৃত্য)
এই কে আছ। আরো আলো আনো। টেবিলটা একটু সরিয়ে নিয়ে যাও। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে দাও। ঘরটা এমনিতেই খুব গরম হয়ে গেছে। আমরা কিছুই নজর দিইনি। তবু খেলাটা জমেছে ভাল। বস বস ক্যাপুলেত ভায়া। মনে পড়ে, অতীতে কতবার তোমার সঙ্গে আমি নেচেছি। মনে আছে, শেষ তোমার সঙ্গে কবে মুখোস নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছি?

দ্বিতীয় ক্যাপুলেত। তোমার যখন বিয়ে হয় অর্থাৎ আজ হতে তিরিশ বছর আগে।

ক্যাপুলেত। কী বলছ! না না। অত হবে না। নিউকেনশিওর বিয়ের সময়। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। আমরা দুজনে তোমায় আমায় তখনি মুখোসনৃত্য নেচেছিলাম। পেন্টিকস্ট, যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস।

দ্বিতীয় ক্যাপুলেত। পঁচিশ বছর কি বলছ! আরো বেশী হবে। নিউকেনশিওর ছেলের বয়সই হলো তিরিশ।

ক্যাপুলেত। এ কথা জোর করে বলতে পার তুমি? গত দুবছর আগেও তার ছেলে ছাত্র ছিল।

রোমিও। (কোন এক ভৃত্যকে) ঐ যে একজন নাইটের হাত ধরে একজন মহিলা বসে রয়েছেন, উনি কে বলতে পার?

ভৃত্য। আমি জানি না মশাই।

রোমিও। আহা দেখ দেখ, তার সৌন্দর্য কত উজ্জ্বল। যে সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা জ্বলন্ত মশালকেও হার মানিয়ে দিয়েছে, উজ্জ্বলতর হবার জন্য শিক্ষা দিচ্ছে তাকে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন অন্ধকার রাত্রির কপোলতলে ঝুলতে থাকা একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, সে যেন কোন কৃষ্ণকায় ইথিওপিয়াবাসীর কানের তলায় দুলতে থাকা এক অমুল্য রত্ন। অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের মাঝখানে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন এক ঝাঁক কালো কাকের মাঝে একটি তুষারশুভ্র কপোত। নাচ হয়ে গেলে ও কোথায় যায় আমি লক্ষ্য রাখব। তারপর ওর হাত স্পর্শ করে আমার এই কর্কশ হাত দুটোকে ধন্য করব। হে আমার অন্তরাত্মা, তুমি কি এখনো অন্য কাউকে ভালবাস? যদি তা বেসে থাক তা ত্যাগ করো। এই সুন্দর দৃশ্য প্রাণভরে দেখ। আমি জীবনে কখনো এমন প্রকৃত সুন্দরী দেখিনি, আজ রাতে যা দেখলাম।

টাইবল্ট। গলার স্বরে বেশ বোঝা যাচ্ছে এ একজন মন্তেগু পরিবারের লোক। এই কে আছিস, আমায় একটা দুইদিকে ধারওয়ালা তরবারি এনে দে। দেখি কোন সাহসে ঐ ক্রীতদাসটা মুখোস পরে লুকিয়ে আমাদের এই ভোজসভাকে অপবিত্র করার জন্য এসেছে। ওকে যদি হত্যা করি তাহলেও কোন অপরাধই হবে না আমার।

ক্যাপুলেত। কী, আমাদের বংশের লোক হয়ে এত রাগারাগি করছ কেন?

টাইবল্ট। পিতৃব্য, এ হচ্ছে মন্তেগু পরিবারের লোক, আমাদের শত্রু। একটা আস্ত শয়তান ও। ওর ঘৃণার গরল দিয়ে আমাদের এই দরিদ্র ভোজ-সভাকে বিষাক্ত করে দেবার জন্য ও লুকিয়ে এসেছে এখানে।

ক্যাপুলেত। আচ্ছা রোমিও, একথা কি ঠিক?

টাইবল্ট। হ্যাঁ, ও হচ্ছে সেই শয়তান রোমিও।

ক্যাপুলেত। শান্ত হও, শান্ত হও ভাই। ওকে একা থাকতে দাও।

এসেছে যখন, ওর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করো। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, ওর মত একজন গুণবান ও শান্ত প্রকৃতির যুবক ভেরোনা নগরীর পক্ষে গর্বের বস্তু। এই নগরীর সমস্ত সৌন্দর্যের বিনিময়েও আমি আমার বাড়িতে ওর কোনরকম অপমান হতে দেব না। সুতরাং ধৈর্য ধরো। তার দিকে নজর দিও না। এটাই আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি তোমার যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে ভ্রুকুটি পরিহার করে শান্ত হয়ে থাক, কারণ তোমার এই অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ আচরণ আমাদের এই ভোজসভার পক্ষে একান্তপক্ষে দৃষ্টিকটু।

টাইবল্ট। শয়তান যেখানে অতিথি সেজে আসতে পারে সেখানে আমার আচরণ মোটেই অসঙ্গত নয়। আমি তাকে কোনক্রমেই সহ্য করব না।

ক্যাপুলেত। তাকে সহ্য করতেই হবে। কী বলতে চাইছ বাছা, আমি বলছি তাকে সহ্য করতেই হবে। যাও, তুমি নিজের কাজে যাও। এ বাড়ির কর্তা তুমি, না আমি যে তুমি বলছ তাকে তুমি সহ্য করতে পারবে না। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। আমার আতথিদের মাঝখানে তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে অশান্তির সৃষ্টি করতে চাও? তুমি ত বেশ ছোকরা!

টাইবল্ট। কী বলছ তুমি পিতৃব্য! এটা লজ্জার কথা।

ক্যাপুলেত। যাও, যাও, খুব হয়েছে। তুমি এক উদ্ধত ছোকরা। এ ছাড়া আর কি তুমি? আজ তুমি যা করছ এতে তোমার নাম খারাপ হয়ে যাবে। কিসে কি হয় তা আমি জানি। তোমার এ ব্যবহারে আমি কিন্তু খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমাকে বল কিনা লজ্জার কথা। খুব ভাল বলেছ। তোমার মত এক উদ্ধত ছোকরা আর কী বলবে! যাও যাও। শান্ত হও আর তা নাহলে আমি তোমায় শান্ত করিয়ে দেব।

টাইবল্ট। একদিকে ধৈর্য আর অন্য দিকে প্রবল ক্রোধ—এই বিপরীতধর্মী ইচ্ছার আঘাতে সমস্ত শরীর আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। যাই হোক, আমি এখান থেকে চলে যাব। তবে আজ এখানে রোমিওর লুকিয়ে আসার ব্যাপারটাকে মধুর বলে মনে হলেও এর ফল একদিন বিষময় হবে বলে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

রোমিও। (জুলিয়েতের প্রতি) যদি আমি আমার এই অযোগ্য হাত দিয়ে

তোমায় স্পর্শ করে তোমার এই পবিত্র দেহদেউলকে অপবিত্র বা কলুষিত করে থাকি তাহলে আমি তার শাস্তিও পেতে চাই। তার শাস্তিস্বরূপ লজ্জারক্ত অনুতপ্ত তীর্থযাত্রীর মত আমার ওষ্ঠাধরদুটিকে এক মেদুর চুম্বন দান করে সেই করস্পর্শের সমস্ত কলুষকে মুছে দাও।

জুলিয়েত। বাঃ তুমি বেশ তীর্থযাত্রী! তুমি নিজে দোষ করে দোষ দিচ্ছ তোমার হাতের ওপর! কিন্তু প্রকৃত তীর্থযাত্রীর কি হওয়া উচিত তা শোন: প্রকৃত তীর্থযাত্রীরা হাত দিয়ে একমাত্র সাধুর হাত স্পর্শ করবে এবং তাদের চুম্বনের অর্থ হলো দুটি তালপাতাকে আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত করে বহন করা।

রোমিও। কিন্তু আমার সে তালপাতাও নেই আর সে ওষ্ঠাধরও নেই।

জুলিয়েত। প্রকৃত তীর্থযাত্রীরা তাদের ওষ্ঠাধরকে একমাত্র উপাসনার জন্যই ব্যবহার করে থাকে।

রোমিও। তবে হে প্রিয়তমা, তুমিই হও সেই সাধু, আমার হাত যেমন তোমার হাত স্পর্শ করেছে, তেমনি আমার ওষ্ঠাধর দুটি তোমার ওষ্ঠাধরকে স্পর্শ করতে চায়। তাদের প্রার্থনা তুমি মঞ্জুর করো। তা না হলে তোমার প্রতি তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস হতাশায় পরিণত হবে।

জুলিয়েত। সাধুরা কিন্তু কারো কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করলে বা কোন বর দান করলেও নিজেরা নড়ে না।

রোমিও। তাহলে ঠিক আছে, তুমি নড়ো না। স্থির হয়ে বসে থাক, আমি আমার প্রার্থনার ফল লাভ করি। আমার ওষ্ঠ দিয়ে তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করে আমার সব পাপ স্খালন করে দিই। (চুম্বন)

জুলিয়েত। কিন্তু আমার ওষ্ঠ তোমার যে পাপ শোষণ করে নিয়েছে, আমার ওষ্ঠ থেকে সেই পাপ তুমি নিয়ে নাও।

রোমিও। আমার ওষ্ঠ থেকে পাপ? ঠিক আছে; আমার সেই পাপকে ফিরিয়ে নিতে দাও। (পুনরায় চুম্বন)

জুলিয়েত। মনে রেখো, ধর্ম তোমার এই চুম্বনের সাক্ষী রইল।

ধাত্রী। দিদিমণি, মা তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চায়।

রোমিও। ওর মা কে?

ধাত্রী। শোন কথা, বেশ ছোকরা ত তুমি! ওর মা-ই ত এ বাড়ির গিন্নী। খাসা মানুষ, যেমন বিজ্ঞ, তেমনি গুণবতী। তুমি যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা

বলছিলে সেই হচ্ছে তাঁর মেয়ে, আমি মানুষ করেছি। যে একে হাত করবে সে অনেক কিছু পাবে।

রোমিও। তবে কি সে ক্যাপুলেত-কন্যা! তাহলে আর রক্ষে নেই। আজ শত্রুদের হাতেই আমার জীবনের ঋণ চুকিয়ে দিতে হলো।

বেনভোল্লো। খেলা সাঙ্গ হলো, এবার চল চল। সরে পড়ো।

রোমিও। আমারও ভয় করছে, সরে পড়াই ভাল। আমার মন অশান্ত হয়ে উঠেছে।

ক্যাপুলেত। না, না, যাবেন না আপনারা। নাচগান শেষে সামান্য কিছু নৈশভোজের আয়োজন আছে। তারপর যাবেন। মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমায় বিদায় দিন, আমি ক্লান্ত। বিশ্রাম করব। (মুখোসধারী নর্তকদের প্রস্থান) এখানে আরো আলো নিয়ে এসো। এবার আমি শুতে যাই।

(জুলিয়েত ও ধাত্রী ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

জুলিয়েত। ধাইমা, এদিকে এসো। ঐ ভদ্রলোকটি কে?

ধাত্রী। বৃদ্ধ তাইবারিওর ছেলে ও উত্তরাধিকারী।

জুলিয়েত। ঐ যে এখন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে ও কে?

ধাত্রী। আমার মনে হয় তরুণ যুবক পেত্রুশিও।

জুলিয়েত। না না, ঐ যে ওখানে যাচ্ছে, যে নাচল না, ওর নাম কি?

ধাত্রী। জানি না ত।

জুলিয়েত। যাও জেনে এসো ওর নাম কি। যদি ওর বিয়ে হয়ে থাকে তাহলেই আমি গিয়েছি। তাহলে আমার বাসরশয্যা হবে আমাব কবর-খানাব মত।

ধাত্রী। ওর নাম রোমিও। মন্তেগু পরিবারের ছেলে। তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রুর একমাত্র সন্তান।

জুলিয়েত। সেকি, আমাব একমাত্র প্রথম প্রেম জন্ম নিল শেষে ঘৃণার গরল থেকে! অপরিচয় ও বিলম্বিত পরিচয়ই এর কারণ। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই।

হৃদয়ে জাগিছে আজি প্রেম অফুরান,
শত্রুকে বাসি যে ভাল মিত্রের সমান।

ধাত্রী। একি বলছ তুমি! একি শুনছি!

জুলিয়েত। একটা ছড়া, একজনের সঙ্গে নাচতে গিয়ে এখনি শিখেছি।

(এমন সময় ভিতর থেকে 'জুলিয়েত এসো' বলে কে ডাকল)

ধাত্রী। এদিকে, এদিকে। চলো, আমরা চলে যাই, অতিথিরা সব চলে গেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ভূমিকা

কোরাস দলের প্রবেশ

মানুষের কামনার মৃত্যুতেও শেষ হয় না। আজকের তরুণ স্নেহপ্রেমের মধ্যেই সেইসব পুরাতন কামনারা খুঁজে পায় তাদের সার্থক উত্তরাধিকার। যেসব সুন্দরীদের জন্য এর আগে কত মানুষ অতৃপ্ত কামনায় আর্তনাদ করেছে, কত মরেছে, সেই সুন্দরীদের আজ জুলিয়েতের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের সুন্দরীই বলা যায় না। আজ রোমিও হচ্ছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী জুলিয়েতের প্রণয়ী; তার মদির কটাক্ষে মোহমুগ্ধ। কিন্তু তারা দুজনেই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ পরিবারের সন্তান এবং তার এই ভালবাসার জন্য রোমিওকে অভিযুক্ত হতে হবে শত্রুদের কাছে আর জুলিয়েতকেও ভয়াবহ কাঁটার হাত থেকে প্রেমের ফল তুলে যেতে হবে। শত্রু বলে রোমিও যখন তখন তার ইচ্ছামত তার প্রেমিকার কাছে গিয়ে প্রেমের কথা শোনাতে পারবে না। জুলিয়েত মেয়েমানুষ বলে এসব ব্যাপারে তার সুযোগ সুবিধা হবে আরও কম। তবে প্রেমের আবেগই প্রেমের শক্তি যোগায়। মধুর ও সহনীয় করে তোলে পরস্পরের দুঃখকে।

প্রথম দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ির প্রাচীরের মাঝে একটি সুরঙ্গপথ।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। আচ্ছা, আমি কি আমার অন্তরাত্মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? পৃথিবী কি কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘুরতে পারে? অতএব আমি আমার অন্তরাত্মার কাছেই চলে যাই। হে পৃথিবী, তুমি তোমার কেন্দ্রেই ফিরে যাও।
(প্রাচীর লঙ্ঘন করে ওদিকে বাগানের মধ্যে লাফ দিল)

মার্কিউশিওসহ বেনভোল্লোর প্রবেশ

বেনভোল্লো। রোমিও, ভাই রোমিও, তুমি কোথায়? রোমিও! রোমিও!

মার্কিউশিও। রোমিও সত্যিই ভাল ছোকরা। আমি তাকে অতি কষ্টে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি।

বেনভোল্লো। না, না, সে এইদিকে ছুটে এসে বাগানের পাঁচিলটা লাফ দিয়ে টপকেছে। তুমি তাকে ডাক।

মার্কিউশিও। না না, আমি মন্ত্র পড়ে ডাকব। রোমিও, প্রেমেপড়া ভাবোন্মাদ, পাগলা ছোকরা। অন্ততঃ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেও জানিয়ে দাও তুমি কোথা আছ! প্রেমের এক ছত্র ছড়া অন্ততঃ বল, আমি তা শুনে খুশি হই নিশ্চিন্ত হই। অন্ততঃ একবার বল, হায়! বল, হায় প্রেম, হায় সাথীহারা কপোত! আমার ভেনাসের নামে কিছু প্রশস্তি গাও। আর তার একচোখো কানা ছেলে কিউপিডের নামে কিছু কুৎসার কথা বল, যে কিউপিডএর নিক্ষিপ্ত ফুলশরে জর্জরিত হয়ে রাজা কফেচুয়ার মত লোক সামান্য এক ভিখারিণী মেয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু কই, কোন কথাই যে শোনে না, নড়েও না চড়েও না। বাঁদরটা মরল নাকি! আমাকে আবার তাহলে মন্ত্র পড়তে হবে। রোমিও, আমি আবার তোমায় সুন্দরী রোজালিনের নামে দিব্যি দিয়ে ডাকছি। তার উজ্জ্বল চোখ, উঁচু কপাল, বেগুনি রঙের ঠোঁট, সুললিত পদযুগল, কম্পিত উরু আর তার ঐ বাগানবাড়ির বিস্তৃত ক্ষেত্র—এই সব কিছুর দিব্যি দিয়ে তোমায় ডাকছি, তুমি একবার দেখা দাও।

বেনভোল্লো। যদি সে তোমার কথা শুনতে পায় তাহলে সে কিন্তু রেগে যাবে তোমার কথায়।

মার্কিউশিও। না, এ কথায় সে রাগতে পারে না। এ কথায় শুধু তার চৈতন্য হবে। একথায় সে রাগত যদি তার প্রেমিকা অন্য কোন মায়াবী মন্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ করে রাখত তাকে। তার প্রতি আমার আমন্ত্রণের মধ্যে অসৎ বা অসুন্দর কিছুই নেই। শুধু তার চৈতন্যোদয়ের জন্যই আমি তার প্রেমিকার নামে তাকে ডেকেছি।

বেনভোল্লো। এদিকে এস। সে নিশ্চয়ই এই গাছগুলোর মাঝখানে লুকিয়ে আছে। রাত্রিকালে হয়ত সে এইখানেই বাসা নেবে। তার প্রেম অন্ধ এবং অন্ধকারেই তা ভাল মানায়।

মার্কিউশিও। প্রেম যদি অন্ধ হত তাহলে নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য ঠিক হত না, নিশ্চয়ই একটা মেডলার গাছের তলায় বসে ভাবত তার প্রণয়িনী সেই গাছের ফল। কিন্তু হে রোমিও, তুমি যদি হতে এক আঁশফল আর সে যদি হত এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র! যাই হোক বিদায় ভাই, এই ঠাণ্ডা মাটিতে

আমার ত আর ঘুম হবে না। আমি আমার গরম বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়িগে।

বেনভোল্লো। তাই চল। এখানে বৃথাই তাকে খুঁজে ফেরা। শত খুঁজলেও এখানে তাকে পাওয়া যাবে না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেৎদের বাগানবাড়ি।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। যে নিজে কখনো আঘাতের বেদনা অনুভব করেনি সে অপরের ক্ষত দেখে উপহাস করে।

উপরের দিকে এক জায়গায় জুলিয়েতের আবির্ভাব।

থাম থাম, উপরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না? ওটা যেন জানালা নয়, ভোরের পূর্ব দিগন্ত আর জুলিয়েত হচ্ছে ভোরের সোনালি সূর্য। হে সুন্দর সোনালি সূর্য তুমি ওঠ উঠে তুমি ছোট হয়েও যে চাঁদের থেকে বেশী সুন্দর, যে চাঁদ তোমার রূপের হিংসায় ঈর্ষান্বিতা, দুঃখে বিমলিন সেই চাঁদকে নিঃশেষে নাশ করো। তুমি তার আর দাসী হয়ে থেকো না, কারণ সে তোমায় ঈর্ষা করে। মলিন আর পাণ্ডুর তার পোষাক, সে পোষাক একমাত্র নির্বোধ ছাড়া আর কেউ পরে না। আমার প্রণয়িনী আমার অন্তরের রাণী জুলিয়েত জানে না সে নিজে কত সুন্দরী। সে এখন মুখে কিছু বলছে না, তবু তার চোখ দুটি কত কথা বলছে। সে সব কথার উত্তর দেবার মত সাহস আমার আছে। কিন্তু তার চোখদুটি যেন আমায় কিছু বলছে না। নৈশ আকাশের দুটি সুন্দর তারকার অনুরোধে ও যেন তাদের ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে কিরণ দিচ্ছে মিট মিট করে। সেই দুটি উজ্জ্বল তারকার জায়গায় ওর উজ্জ্বলতর চোখ দুটি যদি এমনি করে কিরণ দিতে থাকে তাহলে তারা ম্লান হয়ে যাবে সে চোখের কাছে দিবালোকের কাছে সামান্য প্রদীপের মত। সে চোখের আলোর উজ্জ্বলতা এত বেশী যে পাখিরা এই রাত্রিকেই দিন মনে করে গান গাইতে শুরু করে দেবে। আহা দেখ দেখ, সে তার কপোলখানি কেমন তার হাতের উপর রেখে দিয়েছে, হায়, আমি যদি ওর ওই হাতের দস্তানা হতাম তাহলে কেমন ওর কপোলের স্পর্শসুখ অনুভব করতাম।

জুলিয়েত। হা আমার কপাল।

রোমিও। কথা বলছে। বলো, আবার কথা বলো হে উজ্জ্বল দেবদূত।

বিস্ময়াহত কোন মানুষের বিহ্বল চোখের সামনে মন্থরগতি মেঘমালার উপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাতাসের শূন্যতার গভীরে এগিয়ে যাওয়া দ্রুতগামিনী কোন দেবদূতের মতই তোমায় সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আজকের এই রাত্রির অন্ধকারে।

জুলিয়েত। রোমিও, তুমি কোথায়? তুমি তোমার পিতাকে অস্বীকার করো; পিতৃদত্ত নামকে পরিহার করো। তাহলে আমিও আমার পিতৃনাম পরিহার করব। আর তা না হলে আমার কাছে ভালবাসার কথা আর বলো না।

রোমিও। (স্বগত) আমি কি আরও শুনব না এখনি কথা বলব?

জুলিয়েত। তুমি নও, শুধু তোমার নামটাই আমাদের শত্রু। তুমি ত মন্তেগু নও, তুমি তুমিই। কে মন্তেগু? হাত না, পা না, মুখ না, কোন মানুষের কোন অঙ্গ প্রতঙ্গ না, শুধু একটা নামমাত্র। তাহলে রোমিও, তুমি অন্য যে কোন একটা নাম ধারণ করো না কেন? নামেতে কি আছে? গোলাপকে যদি তুমি অন্য নামে ডাক, তাহলে গন্ধ ত তার তেমনই মিষ্টি থাকবে! তেমনি রোমিওকে অন্য নামে ডাকলেও তার প্রেমের পূর্ণতা তেমনি থাকবে। সুতরাং হে রোমিও, তুমি তোমার নাম পরিহার করে সম্পূর্ণরূপে আমার হও।

রোমিও। আমি তোমার কথা শিরোধার্য করে নিলাম। এখন থেকে তুমি আমায় শুধু তোমার প্রিয়তম বলে ডাক। এখন থেকে আমি আর রোমিও নই।

জুলিয়েত। কে তুমি, তুমি কেমন ধারা মানুষ যে এই রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে এসে আড়ি পেতে আমার কথা শুনছ?

রোমিও। আমি আমার নামের পরিচয় দিয়ে বলব না আমি কে। আমার নাম আমার কাছেই এক ঘৃণ্যবস্তু। কারণ এ নাম তোমার কাছে শত্রু। এ নাম লিখলে আমি তা ছিঁড়ে দিতাম এই মুহূর্তে।

জুলিয়েত। আমি এখনো তোমার খুব বেশী কথা শুনিনি, তবু তোমার গলার স্বর আমি চিনতে পেরেছি। তুমি কি আর রোমিও মন্তেগু নও?

রোমিও। তুমি যদি এ দুটো নাম পছন্দ না করো তাহলে আমি এ দুটোর কোনটাই নই।

জুলিয়েত। বলো, কোথা হতে এবং কেমন করে তুমি এখানে এলে? আমাদের বাগানের পাঁচিল অত্যন্ত উঁচু এবং তাতে ওঠা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া যদি আমার আত্মীয় স্বজনেরা তোমায় এখানে দেখতে পায় তাহলে এ জায়গা হবে তোমার মৃত্যুস্বরূপ।

রোমিও। প্রেমের হালকা পাখার দ্বারাই আমি এত উঁচু পাঁচিল স্বচ্ছন্দে লঙ্ঘন করতে পেরেছি। কোন পাথরের বাধাই প্রেমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। প্রেমিকেরা যা সাহস করে করার চেষ্টা করে তাই তারা করতে পারে। সুতরাং তোমার আত্মীয় পরিজনেরা আমায় কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

জুলিয়েত। তারা যদি তোমায় এখানে দেখে তাহলে তারা তোমায় হত্যা করবে।

রোমিও। হা ভগবান! তাদের তরবারির বিশটা আঘাতের থেকেও ভয়ঙ্কর তোমার সুন্দর চোখের চাউনি। তোমার ওই সুন্দর চোখের চাউনির জন্য আমি তাদের যে কোন শত্রুতা সহ্য করতে পারি।

জুলিয়েত। যাই হোক, আমি কোন মতেই চাই না যে তারা তোমায় এখানে দেখে ফেলুক।

রোমিও। আমি নৈশ পোষাকে নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছি যে তারা আমায় দেখতে পাবে না। তাছাড়া দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। তাদের হাতে আমার মৃত্যুও ভাল, কিন্তু তোমার ভালবাসা হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না।

জুলিয়েত। কে তোমায় এখানে আসার পথ বলে দিল?

রোমিও। আমার ভালবাসাই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। ভালবাসা আমায় দিয়েছে পথের নির্দেশ আর আমি চোখ দিয়ে চিনে চিনে এখানে এসেছি। আমি কোন সুদক্ষ নাবিক নই, তবু তুমি কোন এক অন্তহীন সমুদ্রের সুদূরতম উপকূলে থাকলেও আমি তোমার মত রত্ন লাভ করার জন্য অসংখ্য ঢেউ ভেঙ্গে চরমতম এক দুঃসাহসিক অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে স্বচ্ছন্দে যেতে পারি।

জুলিয়েত। তুমি জান, আমার চারিদিকে অন্ধকার। সে অন্ধকারে মুখ আমার ঢাকা পড়ে গেছে, তা না হলে দেখতে পেতে, আজ আমি আমার নিজের কথাতে কতখানি লজ্জিত হয়ে উঠেছি আর সে লজ্জায় কেমন

ভাবে আরক্ত হয়ে উঠেছে আমার গালদুটি। তবে যদি কিছু অসঙ্গত বলে থাকি তাহলে স্বেচ্ছায় আমি তা অস্বীকার করব। কিন্তু ও সব বাইরের মান সম্মানের কথা বাদ দাও। একটা কথা আমায় স্পষ্ট করে বল দেখি, তুমি কি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস? তুমি হয়ত বলবে, হাঁ, আর আমি তাই মেনে নেবো। সে যাই হোক, তবু তুমি শপথ করতে যেও না। সে শপথ তোমার মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে পরে। এইজন্যই লোকে বলে প্রেমিকের শপথবাক্যে জোভ হাসে। হে রোমিও, তুমি সত্যি করে বল, তুমি আমায় ভালবাস কিনা। অথবা যদি তুমি আমায় খুব সহজলভ্যা বলে ভেবে থাক, তাহলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব। যা-তাই করব। তখন তুমি 'না না' বলে আমার মান ভাঙ্গাবে। কিন্তু তুমি যাই ভাব না কেন, পৃথিবীতে যে কোন নামে শপথ করে আমি বলতে পারি, আমি সত্যিই তোমায় খুব ভালবাসি। একথা আমি মুখ ফুটে বলছি বলে তুমি হয়ত ভাবছ আমার আচরণটা খুব হালকা হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমায় বিশ্বাস করো, আশ্চর্য ভাবে চটুল চতুর সেই সব মেয়েদের থেকে ঢের বেশী আমি নির্ভর-যোগ্যা। অবশ্য আমি স্বীকার করছি, আমার আরও চাপা ও মিতভাষী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমার উপস্থিতির কথা জানবার আগেই তুমি যখন আমার ভালবাসার গোপন আবেগের কথা সব শুনেই ফেলেছ তখন তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আর যাই করো, আজ রাত্রির অন্ধকারে যা সব বলে ফেলেছি সেগুলোকে খুব হালকা বা তুচ্ছ ভেবো না।

রোমিও। প্রিয়তমে, ঐ যে দেখছ চাঁদ, যে চাঁদ চারিদিকের গাছগুলোর মাথায় রুপোর টিপ পরিয়ে দিচ্ছে, সেই চাঁদের নামে শপথ করে বলছি আমি তোমায় ভালবাসি।

জুলিয়েত। না, না, যে চঞ্চল অস্থির চাঁদ প্রতি মাসে তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে সেই চাঁদের নামে শপথ করো না। তাহলে তোমার ভালবাসাও ঐ চাঁদের মতই চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠবে।

রোমিও। তাহলে কার নামে শপথ করব?

জুলিয়েত। শপথ একেবারেই করো না। একান্তই যদি করতে চাও ত আপন আত্মার নামে করো; তোমার আমার একান্ত প্রিয় আরাধ্য দেবতার মত পূজনীয় সেই আত্মার নামে শপথ করো, আমি তা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করব।

রোমিও। যদি আমার অন্তরের অন্তরতমা প্রিয়তমা—

জুলিয়েত। থাক থাক। আর শপথের দরকার নেই। যদিও তোমার সাহচর্যে আমি আনন্দ পাই, তবু আজকের এই রাত্রির মিলনে আমি কোন আনন্দ পাচ্ছি না। আজকের এ মিলন একান্তভাবে আকস্মিক, অবাঞ্ছিত এবং অসঙ্গত। বিদ্যুদ্দামের মতই এ মিলন ক্ষণস্থায়ী যা দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায়। তবে আজকের এই অসম্পূর্ণ মিলনের বসন্ত কুঁড়িটি বাতাসের অনুকুল স্পর্শ পেয়ে সুন্দর ফুল হয়ে ফুটে উঠবে পরবর্তী মিলনের মধ্যে। আজকের মত বিদায়। যাও বিশ্রাম নাও গে। আশা করি বক্ষোসংলগ্ন হৃৎপিণ্ডের মত তুমিও আমার অন্তরের কাছে আসবে। আরও কাছে, অনেক কাছে।

রোমিও। শোন, তুমি কি তাহলে আজ আমায় এমনি অতৃপ্ত অবস্থায় ছেড়ে যাবে?

জুলিয়েত। আজকের এই রাত্রিতে কি ধরণের তৃপ্তি তুমি চাও?

রোমিও। আমি চাই, প্রেমের বিশ্বস্ততার শপথ বিনিময়। যে শপথ আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

জুলিয়েত। সে শপথ ত আমি আগেই করেছি। তুমি ফিরে দিলে আবার তা করব।

রোমিও। ফিরে নিতে চাও। কেন প্রিয়তমে? প্রেমের জন্য?

জুলিয়েত। আমি যাকে ভালবাসি তাকে দেবার জন্যই ফিরে নিতে চাই। আমার দানশক্তি সমুদ্রের মতই অনন্ত, আমার প্রেম সমুদ্রের মতই গভীর। আমার দানশক্তি আর প্রেম দুটোরই সীমা নেই শেষ নেই। তা যতই দিই ততই বেড়ে যায়।

(ধাত্রী ভিতর থেকে ডাকল)

ভিতরে কিসের যেন গোলমাল শুনছি। বিদায় প্রিয়তম।—এই ধাইমা এসে পড়েছে। হে মন্টেগুতনয়! আর এখানে মোটেই থেকো না। পরে আমি আবার আসব। (প্রস্থান)

রোমিও। হে সুখনিশি! এখন রাত্রিকাল বলে আমার ভয় হচ্ছে। এই সব কিছুই স্বপ্ন। এ সব কথা যা এতক্ষণ শুনলাম তা এত মধুর এত সুখশ্রাব্য যে তা কখনই বিশ্বাস করতেই পারা যায় না। একেবারে অলীক বলেই মনে হচ্ছে।

উপরে জানালার ধারে জুলিয়েতের পুনরায় আবির্ভাব

জুলিয়েত। যাবার আগে তিনটে কথা বলার আছে তোমায়। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার যদি কোন সম্মানজনক অর্থ থাকে, আর বিয়েই যদি সে ভালবাসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তুমি আমায় একজন লোক মারফৎ জানাবে কখন কোথায় কিভাবে সে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। আমি কালই তোমার কাছে লোক পাঠাব। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার জীবনের যথাসর্বস্ব অর্পণ করব তোমার চরণে, সুখে দুঃখে সারাজীবন অনুগামিনী হব তোমার।

ধাত্রী। (ভিতর থেকে) দিদিমণি।

জুলিয়েত। আমি আসছি এখনি। কিন্তু যদি ভাল না বোঝ ত চলে যাবে। কিছু মনে করো না।

রোমিও। আমার সমগ্র অন্তরাত্মা স্পন্দিত হচ্ছে—

জুলিয়েত। অসংখ্যবার ধন্যবাদ। বিদায়! (প্রস্থান)

রোমিও। পাঠবিমুখ স্কুলের ছেলেরা যেমন তাড়াতাড়ি বই ছেড়ে উঠে যেতে চায় তেমনি তাড়াতাড়ি প্রেমিক যেতে চায় তার প্রেমাস্পদের কাছে। কিন্তু ছেলেরা যেমন স্কুলে যেতে চায় না তেমনি প্রেমিক প্রেমিকারাও ছাড়তে চায় না পরস্পরকে।

জুলিয়েতের পুনঃপ্রবেশ

জুলিয়েত। শোন রোমিও, শোন। ওঃ আমার যদি বাজপাখির মত গলার স্বর উঁচু হত তাহলে আমি ওই শান্ত পক্ষিরাজকে ফিরিয়ে আনতাম। কিন্তু আমি পরাধীনা মেয়েমানুষ বলে বেশী জোরে ডাকতে পারি না। তা না হলে রোমিওর নাম ধরে বারবার ডেকে ডেকে প্রতিটি গিরিকন্দর ফাটিয়ে ফেলতাম। আমার গলার স্বরটাকে ক্রমশ তীব্রতর করে মিথ্যাগর্ভ প্রতিধ্বনির স্বরটাকেও বিকৃত করে তুলতাম। শোন রোমিও।

রোমিও। কে ডাকে আমায়? যেন আমার অন্তরাত্মাই ডাকছে আমার নাম ধরে। রাত্রিকালে প্রেমাস্পদের কণ্ঠধ্বনি মধুরতম সঙ্গীতের মত কতই না শ্রুতিসুখকর।

জুলিয়েত। রোমিও!

রোমিও। প্রিয়তমে?

জুলিয়েত। আগামীকাল বেলা ক'টার সময় তোমার কাছে লোক পাঠাব?

রোমিও। বেলা ন'টার সময়।

জুলিয়েত। পাঠাতে কোন ভুল হবে না ত? এখন থেকে কাল সকাল ন'টা পর্যন্ত এই সময়টুকুকে সুদীর্ঘ কুড়ি বছরের ব্যবধান বলে মনে হচ্ছে। ওই দেখছ, তোমায় কেন আবার ডেকে আনলাম তাই ভুলে গিয়েছি।

রোমিও। ঠিক আছে, যতক্ষণ না তোমার তা মনে পড়ে, ততক্ষণ আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

জুলিয়েত। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকাকালে সেকথা আমার মনেই পড়বে না। তুমি যতক্ষণ এখানে থাকবে আমার সমস্ত মন জুড়ে থাকবে শুধু তোমার সঙ্গসুখ, কত ভালবাসি সেই কথা।

রোমিও। তবু আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। অন্য কোন কাজের কথা অন্য কোথাও যাবার কথা সব ভুলে যাও তুমি।

জুলিয়েত। একি, সকাল হয়ে গেল যে! তুমি চলে যাও। তোমায় যেতে বলছি, কিন্তু যেতে দিতে পারছি না। আমার অবস্থাটা হয়েছে ঠিক এমন এক নিষ্ঠুর পক্ষিপালিকার মত যে তার বন্দী পাখিটার পায়ে রেশমী সুতো বেঁধে কিছুটা ছেড়ে দিয়ে অল্প অল্প উড়তে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই সুতো ধরে টান দেয় অর্থাৎ পাখিটার অবাধ মুক্তিকে সে কোন মতেই সহ্য করতে পারে না।

রোমিও। মনে হয়, আমিও যেন তোমার সেই পাখি হই।

জুলিয়েত। আমারও মনেতে জাগে সেই সাধ। তবে আবার ভয় হয়, তুমি আমার সেই পাখি হলে হয়ত বা আমার আদর-যত্নের আতিশয্যে তোমাকে মেরেই ফেলব। যাই হোক বিদায়। বিদায়! বিদায় জানাতে গিয়ে অনুভব করছি মধুর এক বেদনা। ক্রমশই দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাত্রি ভোর হয়ে আসছে।

রোমিও। তোমার চোখে যেন নিদ্রা নেমে আসে। বুকে যেন বিরাজ করে শান্তি। হায়, আমিও যদি পেতাম ঐরকম নিদ্রাসুখ। যাই হোক, এবার আমার গুরুকে গিয়ে সব কিছু বলে তাঁর সাহায্য চাইবো। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা।

ঝুড়ি হাতে ফ্রায়ার লরেন্সের প্রবেশ

ফ্রায়ার লরেন্স। রাত্রির ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে ধূসর রঙের সকাল হাসছে।

লালে লাল হয়ে উঠেছে পূব দিগন্তের মেঘগুলো। পরাভূত অন্ধকার পানোন্মত্ত মানুষের মত টলতে টলতে টিটানের অগ্নিচক্র ও দিবালোকের পথ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে। সূর্যের তেজ একেবারে জ্বলন্ত হয়ে ওঠার ও রাত্রির শিশিরবিন্দুগুলো শুকিয়ে যাবার আগেই আমাকে আমার সাজিটিকে সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরে তুলতে হবে। পৃথিবীই হচ্ছে প্রকৃতির মা এবং এই পৃথিবীই হচ্ছে তার সমাধিস্থল। তার সমাধিক্ষেত্রই হচ্ছে জন্মজঠর। আর সেই জঠর হতে আমরা যত সব মানুষও জন্মগ্রহণ করি। এই পৃথিবীমাতার স্তন্য পান করে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বিভিন্ন রকমের গুণ লাভ করে থাকে। সব মানুষই একই রকমের গুণ চায়, তবু কিন্তু প্রতিটি মানুষ একে অন্যের থেকে কত পৃথক। সমস্ত গাছপালা ওষধি ও পাথরে নিহিত আছে এক একটি শক্তিশালী গুণ। কিন্তু এক দিক দিয়ে এটি যেমন খুব খারাপ, অন্য দিক দিয়ে এটি পৃথিবীতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার করে থাকে। আসল কথা হলো, প্রয়োগ। প্রয়োগের উপরেই বস্তুর সব গুণ নির্ভর করে। প্রয়োগবিশেষে খারাপ বস্তুও ভাল ফল দান করে। অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগের ফলে গুণ দোষ হয়ে ওঠে, আবার দোষও গুণ হয়ে দাঁড়ায় সঠিক প্রয়োগের ফলে। এই ছোট্ট ফুলটার পাপড়িগুলোর মধ্যে বিষ আছে, আবার ওষুধের আরোগ্যশক্তিও আছে। এই ফুলের ঘ্রাণ নিলে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হয়; কিন্তু আস্বাদন করলে হৃদপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি বিকল হয়ে যায়। মানুষের মত সব গাছপালার মধ্যেও পরস্পরবিরোধী দুটি গুণ বিরাজ করে—গুণ আর দোষ। ভাল আর মন্দ। যেখানে খারাপের প্রাধান্য থাকে—সেখানে মৃত্যু ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে তার আধারটিকে।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। সুপ্রভাত গুরুদেব।

ফ্রায়ার ল। আশীর্বাদ করি বৎস। তাই বলি, এত সকালে কার মধুর কণ্ঠস্বর আমায় অভিবাদন করলে। বৎস, আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন দুশ্চিন্তা ঢুকেছে তোমার মাথায় আর সেই জন্যেই তুমি এত সকালে বিছানা থেকে উঠে এসেছ। সাধারণতঃ বৃদ্ধদের চোখের মধ্যেই এই দুশ্চিন্তার ছাপ বেশী থাকে আর যে চোখে দুশ্চিন্তা থাকে সেখানে ঘুম কিছুতেই আসে না! কিন্তু যৌবন যেখানে অক্ষত, মস্তিষ্ক যেখানে

দুশ্চিন্তামুক্ত এবং একেবারে হালকা, সোনালি ঘুম সেখানেই বাসা বাঁধে সবচেয়ে বেশী। তাই তোমার এত সকালে ওঠা দেখে মনে হচ্ছে হয় মনমেজাজ খারাপ থাকার জন্য ঘুম হয়নি গতরাত্রে অথবা গতরাত্রে একেবারে শোয়াই হয়নি।

রোমিও। আপনার শেষ ধারণাই সত্য। গতকাল কোন মধুর বিশ্রাম আমি লাভ করতে পারিনি।

ফ্রায়ার ল। হে ভগবান ক্ষমা করো। তবে কি তুমি রোজালিনের সঙ্গে ছিলে?

রোমিও। রোজালিনের সঙ্গে! না গুরুদেব সে নাম আমি ভুলে গিয়েছি। সে নাম মনে করা মানেই দুঃখ।

ফ্রায়ার ল। তা নাহয় হলো; কিন্তু ছিলে কোথা?

রোমিও। আমি আপনার কথার উত্তর দেবার আগে আপনি আর একবার প্রশ্ন করুন। আমি আমাদের শত্রুদের ভোজসভায় যোগদান করেছিলাম। সেখানে আমায় একজন আঘাত করে নিজেও আহত হয়। আমাদের দুজনেরই আঘাতের আরোগ্যতা নির্ভর করছে আপনার সাহায্য আর পবিত্র স্নেহের উপর। কারো প্রতি কোন ঘৃণা আমি পোষণ করি না গুরুদেব, কারণ আমি শত্রুকে ঘৃণা করলে শত্রুরা আমায় আবার ঘৃণা করবে।

ফ্রায়ার ল। সব কিছু সোজাসুজি খুলে বলত বাছা, ব্যাপার কী। হেঁয়ালি করে কোন কিছু বললে হেঁয়ালির মত করেই তার উত্তর পাবে।

রোমিও। তাহলে শুনুন, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ধনী ক্যাপুলেতের মেয়েকে ভালবাসি। আমি যেমন তাকে ভালবাসি সেও তেমনি আমাকে ভালবাসে। সব কিছুরই যোগাযোগ হয়ে গেছে, একমাত্র শুধু পবিত্র বিয়ের অনুষ্ঠানটাই বাকি। কোথায় কখন এবং কিভাবে আমরা মিলিত হয়েছি, আমরা ভালবাসা নিবেদন করেছি এবং শপথ বিনিময় করেছি তা একে একে সব বলব আপনাকে। এখন শুধু এই থাক।

ফ্রায়ার ল। হায় পবিত্র সাধু ফ্রান্সিস! কী আশ্চর্য পরিবর্তন! যে রোজালিনকে তুমি এত ভালবাসতে সেই রোজালিনকে কি এত তাড়াতাড়ি তুমি ত্যাগ করেছ? তরুণ তরুণীদের ভালবাসা কি তাহলে তাদের অন্তরে থাকে না, থাকে তাদের চোখে? হা জেসু মেরিয়া, কি দিয়ে ধুয়ে তোমার গণ্ডদ্বয়কে প্রস্তুত করেছিলে, কতখানি লবণজল দিয়ে সিক্ত করেছিলে তোমার

প্রেমকে, যে তার কোন আস্বাদ পেলে না? আকাশে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে তোমার দীর্ঘশ্বাস, সূর্যতাপে এখনো তা উবে যায়নি; তোমার পুরনো আর্তনাদের ধ্বনি এখনো আমার কানে বাজছে। এখনো তোমার গণ্ডদ্বয়ে পুরনো ভয়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। এখনো তা মুছে যায়নি। এই সমস্ত ভয় উদ্বেগ সব কিছু রোজালিনের জন্যেই। কিন্তু এর মধ্যেই সব বদলে গেল? তাহলে একথা স্বীকার করো, স্পষ্ট করে বল, যেখানে পুরুষদেরই কোন মনের জোর নেই, সেখানে মেয়েদের ত সহজেই পতন ঘটতে পারে।

রোমিও। আপনি আমাকে রোজালিনকে ভালবাসার জন্য ভর্ৎসনা করছেন।

ফ্রায়ার ল। ভালবাসার জন্য নয়, তাকে ত্যাগ করার জন্য, বুঝেছ বাছা?

রোমিও। এবং আমাকে আপনি সে ভালবাসাকে কবর দেবার জন্য বলছেন।

ফ্রায়ার ল। না, এক ভালবাসাকে কবর দিয়ে অন্য এক ভালবাসার দিকে হাত বাড়াতে বলিনি।

রোমিও। আমাকে আপনি আর তিরস্কার করবেন না। তাকেই আমি এখনো ভালবাসি। আমার সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার, ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা আমি যেন পাই। কিন্তু আমি যাকে ভালবাসি সে এ-বিষয়ে ততখানি তৎপর নয়।

ফ্রায়ার ল। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, তোমার ভালবাসা যা কিছু সব তোমার মনে মনে। তা কখনো উচ্চারিত হয় না। যাই হোক, এখন এস ত আমার সঙ্গে, চল আমি তোমায় সাহায্য করব। হয়ত তোমার আমার দুজনের সংযুক্ত চেষ্টায় তোমাদের বংশগত বিবাদেরও অবসান ঘটতে পারে। মিলন আর ভালবাসায় সে বিবাদের শেষ পরিণতি ঘটতে পারে।

রোমিও। তাই চলুন। আমি এই মুহূর্তেই তৈরি হয়ে পড়েছি।

ফ্রায়ার ল। সব কাজ ধীরে এবং ভাবনা চিন্তা করে করবে। যারা যত জোরে দৌড়োয় তারা তত তাড়াতাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে।

চতুর্থ দৃশ্য।

বেনভোল্লো ও মার্কিউশিওর প্রবেশ

মার্কিউশিও। শয়তানটা গেল কোথায় বল দেখি। গতরাত্রে সে বাড়িই ফেরেনি।

বেনভোল্লো। হ্যাঁ, তার বাবার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি। ওদের লোকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

মার্কিউশিও। হবে আবার কি, রোজালিন নামে সেই হৃদয়হীন মেয়েটা তাকে এমনভাবে কষ্ট দিচ্ছে যে বেচারা পাগল হয়ে যেতে পারে।

বেনভোল্লো। বৃদ্ধ ক্যাপুলেতের টাইবল্ট নামে এক আত্মীয় রোমিওর বাবাকে একখানা চিঠি দিয়েছে।

মার্কিউশিও। আমার জীবন নেবে বলে শাসিয়েছে।

বেনভোল্লো। রোমিও ঠিক তার উত্তর দেবে।

মার্কিউশিও। যে কেউ চিঠি লিখতে পারে সেই তার উত্তর দিতে পারে।

বেনভোল্লো। না তা বলছি না। যে তাকে চিঠি লিখেছে তারই মুখের উপর জবাব দেবে। তার সাহস কত দেখিয়ে দেবে।

মার্কিউশিও। আহা, বেচারা রোমিও ত মরেই গেছে। সেই শ্বেতাঙ্গী মেয়েটার কৃষ্ণকুটিল চোখের কটাক্ষে সে ক্ষতবিক্ষত, প্রেমসঙ্গীতের ধ্বনিতে কর্ণকুহর তার সততবিদ্ধ। অন্ধ প্রেমদেবতার ফুলশরে অন্তরাত্মা তার দীর্ণ বিদীর্ণ। আর তুমি বলছ কি না সেই রোমিও টাইবল্টের সঙ্গে লড়াই করবে?

বেনভোল্লো। কেন, টাইবল্টই বা এমন কি বীর!

মার্কিউশিও। কেন, সে বিড়ালদের রাজার থেকেও বড়। কত বড় সাহসী! কত সম্মানের পাত্র! গান গাইতে গাইতে সে যুদ্ধ করে। যুদ্ধকালে সময়, অনুপাত ও দূরত্বজ্ঞান তার অনেক। বিশ্রাম সে নেয় না বললেই চলে। সিল্কের বোতাম সে খুব ভালবাসে। সে ডুয়েল লড়তেও জানে এবং সে ডুয়েল লড়ে থাকে। সে খুব বড় ঘরের ছেলে। পিছন থেকে ছুরি মারতে সে ওস্তাদ।

বেনভোল্লো। কি বললে, সে কি?

মার্কিউশিও। নতুন ধারার মানুষ। বেশ লম্বা, বেশ ভাল লম্পট। ওরা নতুন আদব কায়দায় এমনই পক্ষপাতী যে পুরনো বেঞ্চের উপর বসতে চায় না। এটা কি সত্যি সত্যিই দুঃখের কথা নয় দাদা যে, এই সব নব্যপন্থী সৌখীন উড়ন্ত আশ্চর্য মাছির মত বাবুদের থেকে আমাদের মত প্রাচীনদের কষ্ট পেতে হবে?

রোমিওর প্রবেশ

বেনভোল্লো। এই যে রোমিও আসছে। রোমিও আসছে।

মার্কিউশিও। সঙ্গে সাথী নেই। এখন তাকে দেখতে লাগছে ঠিক ভাজা হেরিং মাছের মত। তোমার গায়ে মাংস নেই। এ অবস্থা তোমার কিকরে হলো? তুমি যে শেষ হয়ে গেলে একেবারে! এখন ও যেন পেত্রার্কের গানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সে মনে করে তার প্রেমিকার তুলনায় লরা হচ্ছে রাঁধুনি, দিদো কিছুই না, ক্লিওপেত্রা একটা বেদেনী, হেলেন একটা বেশ্যা। থিসবের চোখগুলো ধুসর—কেউ কিছুই না। মহাশয় রোমিও, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার ফরাসী কায়দায় প্রেম করার জন্য ফরাসী কায়দায় অভিবাদন জানাচ্ছি। গতরাতে বেশ আমাদের ধোঁকা দিয়েছ যা হোক।

রোমিও। সুপ্রভাত। আমি তোমাদের ধোঁকা দিয়েছি?

মার্কিউশিও। ভুল মশাই স্রেফ ভুল। তুমি এখনো ধরতে পারনি?

রোমিও। ক্ষমা করবে মার্কিউশিও। গতকাল আমার এত বড় কাজ ছিল যে এ বিষয়ে ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক।

মার্কিউশিও। তা বটে, তোমার কাজ এতই বড় যে সে কাজের ঠেলায় মানুষ মানুষকে সম্মান দেখাতে পারে না।

রোমিও। তুমি সৌজন্যের কথা বলছ?

মার্কিউশিও। তুমি ঠিকই ধরেছ।

রোমিও। বিশেষ সৌজন্যমুলক আবিষ্কার সন্দেহ নেই।

মার্কিউশিও। শুধু তাই নয়, আমি একেবারে শিষ্টাচারের শাঁস।

রোমিও। ফলের বদলে শাঁস?

মার্কিউশিও। ঠিকই তাই।

রোমিও। কেন, আমার কি এখনো দাড়ি গজায়নি?

মার্কিউশিও। নিশ্চয়ই গজিয়েছে। যতক্ষণ তোমার মুখে একগাছি দাড়িও থাকবে ততক্ষণ তোমার রসিকতাও থাকবে। তারপর তুমি হবে সত্যিকারের একা।

রোমিও। তুমিই হচ্ছ একমাত্র সত্যিকারের রসিকদার।

মার্কিউশিও। এস বেনভোলো, রসিকতাতে একা আমি আর পেরে উঠছি না।

রোমিও। চাবুক লাগাও। চাবুক লাগিয়ে রসিকতা বার করো। তা নাহলে আমি প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেব।

মার্কিউশিও। আমাদের রসিকতার যদি লড়াই হয় এভাবে তাহলে আমি হেরে যাব। তাছাড়া তোমার মত আমি ত অলীক রাজহংসীর পিছনে ছুটতে পারব না।

রোমিও। তুমি ত কোন কিছুর পিছনেই জীবনে ছুটে চলনি।

মার্কিউশিও। তুমি যদি ফের আমার সঙ্গে রসিকতা করো তাহলে তোমার কান কামড়ে দেব।

রোমিও। না না, কামড়টামড় দিও না।

মার্কিউশিও। তোমার রসিকতার উপরটা মিষ্টি হলেও আসলে তা বড় তেঁতো। এ বড় ঝাঁঝাল মসলা।

রোমিও। রাজহংসীর মিষ্টি মাংসর সঙ্গে ভালই খাপ খাবে।

মার্কিউশিও। তোমার রসিকতা বেশ মজার জিনিস, তা ছোট বড় সব কিছুর সঙ্গেই খাপ খায়।

রোমিও। কিন্তু তোমার মত বড় রাজহংসীর সঙ্গে খাপ খাবে কি ?

মার্কিউশিও। এখন কাজের কথা শোন, কেন তুমি এমন করে ভালবাসার পিছনে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেড়াচ্ছ? ওসব ছেড়ে দাও। দেখ রোমিও, তুমি একজন সদালাপী এবং মিশুকে ছেলে। তোমার স্বভাব ভাল, তার উপর লেখাপড়া শিখেছ। তুমি জান না, এই ভালবাসার কাজটাই বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়, ভালবাসার ব্যাপারটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মন্থর এক নদী যে তার আসল ধনটাকে কোন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

রোমিও। থামো থামো।

মার্কিউশিও। আমার কথা বলা শেষ না হতেই তুমি আমায় থামিয়ে দিতে চাইছ।

রোমিও। না না তোমার গল্প অনেক লম্বা হবে।

মার্কিউশিও। তুমি ভুল করছ। আমি ভূমিকা না করেই আসল কথার মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম। খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যেত।

রোমিও। এ যে খুব ভাল পোষাক দেখছি।

ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ

মার্কিউশিও। পোষাক মানে, একটা শাল।

বেনভোলো। একটা নয়, দুটো, মেয়ে এবং মরদ।

ধাত্রী। পিটার।

পিটার। যাচ্ছি।

ধাত্রী। আমার পাখাখানা।

মাকিউশিও। হ্যাঁ, পিটার পাখাটা নিয়ে এস। কারণ পাখার মধ্যে নিজের কুৎসিত মুখখানা ঢাকতে চায়। পাখাটা ওর মুখের থেকে ভাল।

ধাত্রী। নমস্কার মশাই।

মাকিউশিও। নমস্কার মহাশয়া। ভগবান আপনার ভাল করুন। কিন্তু এখন দুপুর হয়ে গেছে যে। ঘড়ির নোংরা কাঁটাটা দুপুরের ঘরের উপর চেপে বসেছে।

ধাত্রী। তুমি কেমন ধরনের ভদ্রলোক? এ কী ধরণের কথা?

রোমিও। ও এমন একজন মানুষ ভগবান যাকে পাঠিয়েছে, যে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।

ধাত্রী। বাঃ, বেশ কথা ত, নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে। আচ্ছা মশাই বলতে পারেন, কোথায় গেলে আবার আমি ছোকরা রোমিওর দেখা পাব?

রোমিও। আমি তা বলতে পারি, কিন্তু তুমি যখন তাকে খুঁজে পাবে তখন সে আর ছোকরা থাকবে না, বুড়ো হয়ে যাবে একেবারে। ওই নামে আমিই সবচেয়ে ছোট।

ধাত্রী। বাঃ আপনি ত বেশ কথা বলেন।

মাকিউশিও। যা বাবা, খারাপ কথাটা ভাল হয়ে গেল! খারাপ কথাটাকে ভাল বলে ধরে নেয়া বুঝি বা বিজ্ঞের কাজ?

ধাত্রী। আপনিই যদি রোমিও হন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।

বেনভোল্লো। বোধ হয় রোমিওকে নৈশভোজনের নেমন্তন্ন করবে?

মাকিউশিও। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

রোমিও। কি হলো?

মাকিউশিও। না কিছু না। একটা খরগোস স্যার। একটা বুড়ো খরগোস। (পায়চারি ও গান করতে লাগল) আচ্ছা রোমিও, তুমি এখন বাড়ি যাবে না? তাহলে তোমাদের বাড়িতেই মধ্যাহ্ন ভোজনটা সারা যাবে।

রোমিও। তুমি আগে যাও, পরে আমি যাচ্ছি।

মার্কিউশিও। বিদায় বৃদ্ধা মহিলা। বিদায়। (গানের সুরের ভঙ্গীতে) মহিলা, মহিলা, মহিলা। (মার্কিউশিও ও বেনভোল্লোর প্রস্থান)

ধাত্রী। আচ্ছা মশাই, লোকটা কী ধরনের ব্যবসায়ী! একেবারে বাচালতায় ভরা।

রোমিও। ও এমনই একজন ভদ্রলোক যে কথা বলতে ভালবাসে। ও এক মুহূর্তে যত কথা বলতে পারে, লোকে একমাসে তা পারে না।

ধাত্রী। ও আমার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলে তাহলে আমি কিন্তু দেখে নেব ও কেমন লোক। ও রকম কুড়িটা ফতো ছোঁড়াকে আমি জব্দ করতে পারি। আমি একটা বাজারে মেয়েছেলে বা চটুল প্রেম-প্রেম খেলার মেয়ে নই। ও যদি নিজের খুশিমত আমাকে ব্যবহার করে বা যা তাই বলে তাহলে তোমাকে কিন্তু তার ফল ভোগ করতে হবে।

পিটার। কই, আমি ত কাউকে তোমাকে খুশিমত ব্যবহার করতে দেখিনি। যদি তা দেখতাম তাহলে অস্ত্র কোষের ভিতরে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। কেউ আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেই আমি অস্ত্র বার করে ফেলি আবার আইনেরও সাহায্য নিই।

ধাত্রী। আমি এত রেগে গিয়েছি যে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ঠগ জুয়োচোর কোথাকার।—কিছু মনে করবেন না মশাই (রোমিওর প্রতি) মেয়েটা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। সে আপনাকে যা বলতে বলেছে তা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনি যদি তাকে বোকা বানান অথবা তার সঙ্গে কারচুপি খেলেন তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে, তাহলে সেটা ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে খুবই অপমানজনক ব্যাপার হবে। কারণ তার বয়স খুবই কাঁচা।

রোমিও। ধাইমা, তোমার পালিতাকন্যাকে আমার কথা বলে বলবে যে আমি তোমার একথার প্রতিবাদ করছি।

ধাত্রী। না না, আমি নিশ্চয়ই তা বলব। হা ভগবান, সে নিশ্চয়ই খুশি হবে একথা শুনে।

রোমিও। তুমি তাকে আমার সম্বন্ধে কি বলবে? নিশ্চয়ই খারাপ কিছু বলবে না।

ধাত্রী। আমি তাকে বলব যে আপনি প্রতিবাদ করেছেন। আর আমি মনে করি তা করে আপনি ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজই করেছেন।

রোমিও। কোন রকমে সুযোগ করে আজ বিকালে তাকে আসতে বল না। তাকে ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় যেতে বলবে। সেখানেই আমাদের স্বীকারোক্তি ও বিয়ের কাজ সব হয়ে যাবে। এই নাও তোমার সেই পারিশ্রমিক।

ধাত্রী। না না মশাই, একটা টাকাও আমি নিতে পারব না।

রোমিও। যাও, যাও। তোমাকে নিতেই হবে।

ধাত্রী। আজকের বিকালে? আচ্ছা ও ওখানে ঠিক যাবে।

রোমিও। আর একটু দাঁড়াও, এই মঠের পিছনের দেওয়ালের পাশে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার একজন লোক গিয়ে তোমাকে একটা দড়ির সিঁড়ি এনে দেবে। সেটা সাবধানে রাখবে। ঐ সিঁড়ি বেয়েই আমি রাত্রিতে গোপনে দেখা করব। ওটা যেন আমার চরম আনন্দের চূড়ায় ওঠারও সিড়ি। বিদায়, খুব সাবধান কিন্তু। আমি অবশ্য তোমার পারিশ্রমিক পুষিয়ে দেব। আচ্ছা বিদায়, আমার কথা তোমার মনিবকন্যাকে বলো।

ধাত্রী। তোমার লোক খুব বিশ্বাসী ত? তুমি কি জান না, দুজনের গোপন কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে নেই?

রোমিও। সে বিষয়ে ভাবনার কিছু নেই। আমার লোক ইস্পাতের মতই খাঁটি।

ধাত্রী। ভালই তাহলে। আমার মনিবকন্যা খুব মিষ্টি মেয়ে। হা ভগবান। তাহলে বলি শোন। এই শহরে প্যারিস নামে একজন জমিদার আছে। সে ওকে বিয়ে করতে পেলে বর্তে যায়। কিন্তু ও তাকে বিষাক্ত সাপের মত ভয় করে এড়িয়ে চলে। আমি যদি মাঝে মাঝে ওকে রাগাবার জন্যে বলি, প্যারিস খুব ভাল লোক, ওর মুখখানা তাহলে মলিন হয়ে যায়। আচ্ছা রোজমেরি আর রোমিও নামের আদ্যাক্ষর এক না?

রোমিও। কেন কি হলো ধাইমা? দুটো নামের প্রথমেই 'র' আছে।

ধাত্রী। ওমা, তোমাকে ঠকাচ্ছি। ওটা হচ্ছে একটা কুকুরের নাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর নামটা অন্য অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে।

রোমিও। আমার কথাটা তাহলে ভাল করে বুঝিয়ে বলো তাকে।

ধাত্রী। নিশ্চয়ই, হাজার বার বলব। পিটার!

পিটার। আসছি।

ধাত্রী। (পাখাখানা পিটারের হাতে দিয়ে) আগে আগে চল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ক্যাপুলেত পরিবারের বাগানবাড়ি।

জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। ঘড়িতে ঠিক ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ধাইমাকে আমি পাঠিয়েছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে আসবে বলেছিল। হয়ত সে তার দেখাই পায়নি— না, তা হতে পারে না। ওর আবার পা-টা খোঁড়া। প্রেমিক-প্রেমিকার দূতদের আরও দ্রুতগতি হওয়া উচিত, চিন্তার মতই তাদের যে সূর্যরশ্মি ছায়াকে পাহাড়ের পিছনে ঠেলে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যায় তার থেকে দশগুণ গতিশীল হওয়া দরকার। এজন্য দ্রুতপক্ষ কপোত প্রেম আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি; এজন্য প্রেমদেবতা বাতাসের মতই দ্রুতগতি। এখন সূর্য মাথার উপরে; বেলা ন'টা থেকে এখন বারোটা। মধ্যাহ্ন গত হতে চলল, তবু এখনো সে ফিরল না। প্রণয় কি জিনিস সে যদি বুঝত, যদি তার শিরায় যৌবনের উত্তপ্ত রক্তের ঢেউ বয়ে যেত, তাহলে গতিশীল বলের মতই দ্রুত ফিরে আসত। তাহলে আমার কথা আমার প্রেমাস্পদকে সব জানিয়ে তার কথাও পৌঁছে দিত আমার কাছে। কিন্তু বুড়োরা জীবন্মৃত, জড়বৎ, মন্দগতি, সীসের মতই গুরুভার এবং মলিন।

ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ

হা ভগবান! ঐ ত এসে পড়েছে। ও আমার মিষ্টি ধাইমা, খবর কি বলত? তার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে? তোমার লোকটাকে সরে যেতে বল।

ধাত্রী। পিটার, তুমি দরজায় বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।

(পিটারের প্রস্থান)

জুলিয়েত। ও আমার মিষ্টি ধাইমা, এবার বলত। হে ভগবান, মুখটা তোমার অমন বিষন্ন কেন? খবরটা দুঃখের হলেও তুমি আনন্দের সঙ্গে বল। যদি সুখবর হয়, তাহলে অমন বিষন্ন মুখে বলে সুখবরের মাধুর্যটাকে নষ্ট করে দিতে চলেছ।

ধাত্রী। আমি এখন ক্লান্ত; আমাকে একটু সময় দাও। হাড়গুলো সব ব্যথা করছে। কী জোরেই না পথ চলেছি।

জুলিয়েত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি আমার দেহের হাড়গুলো দিয়ে তোমার কাছ থেকে খবরটা নিই। না, না, আমি প্রার্থনা করছি, তুমি বল, সব কিছু বল।

ধাত্রী। হা ভগবান। এত তাড়াতাড়ি কেন? তুমি একটুখানি অপেক্ষা করতে পারছ না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, আমি হাঁপাচ্ছি।

জুলিয়েত। তোমার যখন এ কথাটা বলার ক্ষমতা আছে যে তোমার কথা বলার ক্ষমতা নেই, তাহলে কি করে বিশ্বাস করব যে তোমার সত্যিই কথা বলার ক্ষমতা নেই? আসল কথাটা না বলার অজুহাত দেখাতে গিয়ে যতটা দেরি করছ কথাটা বলতে তত দেরি হত না। খবরটা ভাল না মন্দ? আগে এ কথাটার উত্তর দাও। যাহোক একটা বল এবং তাহলে আমি এখনকার মত চুপ করে থাকব। শুধু বল, খবরটা ভাল না মন্দ।

ধাত্রী। তোমার পছন্দটা মোটামুটি। কেমন করে বর বাছাই করতে হয় তা তুমি জানই না। রোমিও! না না। অবশ্য তার মুখখানা যে কোন লোকের থেকে ভাল। তার পাও ভাল। তার চেহারা, হাত পায়ের পাতারও তুলনা হয় না। যদিও সে সৌজন্যের ফুল নয়, তথাপি সে ভেড়ার ছানার মতই শান্ত। ভগবানের নাম করে যা ভাল বোঝ কর বাবা। মধ্যাহ্ন ভোজন করেছ বাড়িতে?

জুলিয়েত। না না এসব আমি আগেই জানতাম। এখন বিয়ের কথা কি বলল তাই বল। তার কি হলো?

ধাত্রী। হা ভগবান! আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথায় কে যেন ঘা দিচ্ছে, মাথাটা এখনি কুড়িটা টুকরো হয়ে যাবে। আমার পিঠেও ব্যথা করছে। গোটা পিঠটা। এখন দেখছি তুমি এত তাড়াতাড়ি যাওয়া আসা করিয়ে আমায় মারার জন্য পাঠিয়েছিলে।

জুলিয়েত। আচ্ছা, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু হে আমার মিষ্টি ধাইমা, আমার প্রিয়তম কি বলল তা বল না।

ধাত্রী। একজন সৎ ভদ্রলোকের যা বলা উচিত তাই বলেছে তোমার প্রিয়তম। আমি বলছি ত, সে ভদ্র, সুন্দর এবং গুণবান। তোমার মা কোথা?

জুলিয়েত। আমার মা কোথা? আমার মা ভিতরে আছে। কোথায় আবার থাকবে? এই কি তোমার উত্তর হলো আমার কথার?

'তোমার প্রিয়তম ভদ্রলোকের যা বলা উচিত তাই বলেছে, তোমার মা কোথায় ?'

ধাত্রী। ও হরি, মেয়ের কথা শোন। তুমি এতই রেগে গেছ? আমার ব্যথিত হাড়গুলোর উপর বেশ প্রলেপ দিলে যাহোক। যাও, তুমি তোমার খবর নিয়ে এস নিজে গিয়ে।

জুলিয়েত। বেশ ত ঝামেলা দেখছি। এখন রোমিও কি বলল তাই বল।

ধাত্রী। আজ তোমার বাইরে যেতে সময় হবে ?

জুলিয়েত। হ্যাঁ, হবে।

ধাত্রী। তাহলে তুমি সোজা ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় চলে যাবে। সেখানে একজন লোক তোমার স্বামী হবার জন্য এবং তোমাকে তার স্ত্রী করার জন্য অপেক্ষা করবে। এখন দেখছি খুশির রক্তে তোমার গালগুলো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। অন্য কোন খবর শুনলে তা দেখতে হত বেগুনি রঙের। যাও তুমি গীর্জায় যাও। আমাকে যেতে হবে আবার অন্য দিকে একটা মই আনতে। সেই মই দিয়ে তোমার প্রিয়তম রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পাখির বাসায় উঠবে। তোমরা আনন্দ করবে আর আমাকে খেটে খেটে মরতে হবে। তবে রাত্রিতে যত দায়িত্বের বোঝা তোমাকেই বইতে হবে। আমি এখন খেতে যাচ্ছি, তুমি তোমার ঘরে যাও।

জুলিয়েত। যাকে বলে একেবারে চরম সৌভাগ্য। বিদায় ধাইমা।

ষষ্ঠ দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানা।

ফ্রায়ার লরেন্স ও রোমিওর প্রবেশ।

ফ্রায়ার লরেন্স। ঈশ্বর যেন তোমাদের এই শুভকাজে সুপ্রসন্ন হন। পরে যেন কোন দুঃখ পেতে না হয়।

রোমিও। ঈশ্বর দয়া করুন, যত দুঃখ আসে আসুক। আমার প্রিয়তমাকে দেখে যে আনন্দ আমি পাই সে আনন্দকে কোনদিন ম্লান করে দিতে পারবে না সে দুঃখ। আপনি শুধু মন্ত্রদ্বারা আমাদের দুটি হাত এক করে দিন। তারপর দেখ মৃত্যু আমাদের এই প্রেমকে গ্রাস করতে পারে কিনা। তাকে একবার আমার বলে ডাকতে পারাটাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

ফ্রায়ার ল। এই সব ভয়ঙ্কর আনন্দের কিন্তু ভয়ঙ্করভাবেই পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে এবং জয়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করতে হয় সে আনন্দকে। বারুদ ও আগুনের মিলনে যেমন বিস্ফোরণ ঘটে, এবং তারা উভয়েই শেষ হয়ে যায়,

তোমাদের এই মিলনও তেমনি বিপজ্জনক। যে মধু খুব বেশী মিষ্টি তা মানুষের ক্ষুধা নষ্ট করে দেয় এবং তার অতিরিক্ত মাধুর্যের জন্য লোকে তা এড়িয়ে চলে। তেমনি ভালবাসাবাসির ব্যাপারে মধ্যপন্থা মেনে চলতে হয়, তাহলে সে ভালবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয়। বেশী তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি করা মোটেই ভাল নয়, কারণ অতিদ্রুতির ফলও অবশ্য মন্দগতির মতই খারাপ হয়।

জুলিয়েতের প্রবেশ

ঐ আসে প্রিয়তমা। কত হালকা ওর পা। ও পায়ে পাষাণ কখনো ক্ষয় হবে না। লঘুপক্ষ ফড়িং যেমন গ্রীষ্মকালের বাতাসে উড়ে বেড়ায় কিন্তু মাটিতে নামে না, তেমনি প্রেমিক প্রেমিকারাও লঘুপক্ষ ও দ্রুতগামী হয়ে ওঠে সংকেত অনুসারে মিলনকুঞ্জে যাবার বেলায়। তবে প্রেমের অহংকারও তেমনি অলীক এবং গুরুত্বহীন।

জুলিয়েত। প্রণাম গুরুদেব।

ফ্রায়ার লরেন্স। আমাদের পক্ষ থেকে রোমিও তোমাকে ধন্যবাদ দেবে।

জুলিয়েত। ধন্যবাদ তাকেও দেওয়া উচিত। একা আমি তার ধন্যবাদ নিতে যাব কেন।

রোমিও। আচ্ছা জুলিয়েত, তোমার আনন্দ যদি আমার আনন্দের সমান হয় এবং তোমার দক্ষতাও বেশী, তাহলে গানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করো। আমাদের এই মিলনে যে আনন্দ লাভ করেছ তা তোমার গানের সুরে ফেটে পড়ুক আর সেই সুরের দ্বারা চারপাশের বাতাসকে মধুর করে তুলুক।

জুলিয়েত। যাদের মধ্যে কিছু সারবস্তু আছে, যারা শুধু কথাসার নয়, তারা কখনো বাইরের অলঙ্কারের বা জাঁকজমকের দম্ভ করে না, করে ত তাদের বস্তুরই বড়াই করে। যারা তাদের সম্পদের গণনা করতে পারে তারা ত কাঙাল। আমার প্রেমসম্পদ এতই বেশী যে তা মাপতে পারি না।

ফ্রায়ার ল। এসো, এসো আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা দুজনে ধর্মমতে মিলিত হচ্ছ ততক্ষণ তোমরা দুজনে নির্জনে থাকবে না। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বারোয়ারীতলা

মার্কিউশিও, বেনভোল্লো ও কয়েকজন ভৃত্যের প্রবেশ

বেনভোল্লো। আমি তোমার পায়ে পড়ি মার্কিউশিও, চল আমরা চলে যাই। আজ বড় গরম। কাপুলেত বাড়ির লোকজনেরাও সব বাইরে বেরিয়েছে। দেখা হলেই একটা হাঙ্গামা হবে। দারুণ গরমের দিনে মানুষের রক্ত সহজেই গরম হয়ে ওঠে।

মার্কিউশিও। তুমি হচ্ছ এমন ধরণের লোক যারা মদের দোকানে ঢুকে একপাত্র খেতে না খেতেই তরোয়ালটা টেবিলের উপর রেখে বলে, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পাত্র পেটে পড়তেই কোন দরকার না থাকলেও খাপের মধ্যে তরোয়াল খুঁজতে যায়।

বেনভোল্লো। আমি কি সেই ধরনের লোক?

মার্কিউশিও। যাও যাও। তোমার মত রাগী লোক সারা ইটালিতে একটাও নেই। তুমি খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাও আর রাগলেও তেমনি আগুন হয়ে ওঠ।

বেনভোল্লো। কি করে শুনি।

মার্কিউশিও। তোমার মত যদি আর একজন কেউ থাকত তাহলে তোমরা দুজনে মারামারি করে মরে যেতে। হ্যাঁ, তুমি হচ্ছ এমনই লোক যে তোমার থেকে কারো দাড়িতে একগাছা কি দুগাছা চুল বেশী বা কম থাকলে তার সঙ্গে ঝগড়া করবে। কাউকে সুপারী কাটতে দেখলেও তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে, কারণ তার চোখ কটা। যাদের চোখের তারা কটা তারা এমনি যাতে তাতে ঝগড়া করে। ডিমের ভিতরটা যেমন মাংস ভর্তি থাকে তোমার মাথাটাও তেমনি ঝগড়ায় ভরা। ঝগড়া করার জন্য তেমনি তুমি পচা ডিমের মতই প্রহারও খেয়েছ। একবার তুমি একটা লোক পথে কেশেছিল বলে তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে, কারণ তার কাশিতে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমিয়ে পড়া তোমার কুকুরটা জেগে উঠেছিল। ঈস্টারের আগে একটা দর্জি নতুন পোষাক পরেছিল বলেও তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে। আর একটা লোক নতুন জুতোতে পুরনো ফিতে লাগাচ্ছিল বলেও তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে। আর তুমি নিজে আমাকে ঝগড়া না করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছিলে।

বেনভোল্লো। আমি যদি তোমার মত ঝগড়াটে হতাম তাহলে আমার জীবনের বীমা কেউ কিনত না।

মার্কিউশিও। ভারী তোমার জীবন তার আবার জীবন বীমা।

টাইবল্ট ও কয়েকজনের প্রবেশ

বেনভোল্লো। ঐ ক্যাপুলেতদের লোক আসছে।

মার্কিউশিও। আসুকগে, আমি ওদের গ্রাহ্যই করি না।

টাইবল্ট। (অনুচরদের প্রতি) তোমরা আমার পিছু পিছু এস: আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। (মার্কিউশিওর প্রতি) ও মশাইরা শুনুন শুনুন, আপনাদের একজনের সঙ্গে একটা কথা আছে।

মার্কিউশিও। আমাদের একজনের সঙ্গে মাত্র একটা কথা আছে? এই কথার সঙ্গে আর একটা কিছু অন্ততঃ যোগ করুন। এই ধরুন, কথার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মারপিট।

টাইবল্ট। তাতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত। ভাল ত, আপনারাই প্রথমে শুরু করুন।

মার্কিউশিও। অন্যকে সুযোগ না দিয়ে কেমন করে তা তুমি আশা করতে পার?

টাইবল্ট। মার্কিউশিও। তুমি নিশ্চয় রোমিওর সহচর।

মার্কিউশিও। সহচর! আমাকে তুমি তার্থের পাণ্ডা পেয়েছ নাকি। তার মানে সব জায়গাতেই ঝগড়া করার অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছ। এই দেখেছ পাণ্ডাগিরির ছড়ি। এই ছড়ির চোটে নাচাতে পারি। একবার সহচর বলার ফল দেখিয়ে দেব হাতে হাতে।

বেনভোল্লো। এটা বারোয়ারী জায়গা, লোক আনাগোনা করছে অনবরত। হয় কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে কথা বল, না হয় তোমরা শান্তভাবে যুক্তির সঙ্গে কথা বল। আর তা না হলে যাও। লোকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

মার্কিউশিও। তাকাবার জন্যেই মানুষের চোখ থাকে। অন্য কাউকে খুশি করার জন্যে আমি কোথাও যাব না। আমার নাম মার্কিউশিও।

রোমিওর প্রবেশ

টাইবল্ট। যাক, এবার আমাদের মধ্যে আর ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। আমি যাকে চাইছিলাম সে এসে গেছে।

মার্কিউশিও। তুমি বলছ তোমার লোক এসে গেছে। কিন্তু আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলব যদি উনি তোমার জনমজুর হিসাবে তোমার হুকুম তামিল করতে তোমার সঙ্গে মাঠে যায়। তবে উনি একজন লোক বটেন।

টাইবল্ট। রোমিও, আমি যতটুকু তোমায় জানি তাতে আমি তোমায় এক শয়তান ছাড়া আর কিছু বলতে পারিনা।

রোমিও। টাইবল্ট, আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার এই অভদ্র সম্ভাষণে আমার রাগ হলেও আমি কিছু বললাম না। তবে জেনে রেখো, আমি মোটেই শয়তান নই। সুতরাং চলে যাও, তুমি হয়ত আমায় চিনতে পারনি।

টাইবল্ট। না বৎস। তুমি আমার যা ক্ষতি করেছ তা একথায় পুরণ হবে না। অতএব তরোয়াল ধরো।

রোমিও। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করছি। আমি কখনই তোমার কোন ক্ষতি করিনি। বরং তোমায় এত ভালবাসি যে তার কারণ না জানা পর্যন্ত তুমি তা কল্পনা করতেও পারবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হোন হে ক্যাপুলেত বংশধর। মনে রাখবেন ক্যাপুলেত এই নামটি আমি আমার নিজের নামের মতই শ্রদ্ধা করি। সন্তুষ্ট হোন।

মার্কিউশিও। থাম থাম রোমিও। তোমার এ আত্মসমর্পণ অপমানজনক এবং গ্লানিকর। এ কথা শুনে আমার সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি আমি। টাইবল্ট, ইঁদুর-রাজা, তুমি কি ভেবেছ এখান থেকে চলে যাবে!

টাইবল্ট। না গেলে তুমি কি করতে চাও আমাকে নিয়ে?

মার্কিউশিও। মহাশয় ইঁদুর-রাজা। আমি শুধু তোমাদের নয়জনের মধ্যে একজনের জীবন নেব। পরে আটজনকে মজা দেখাব! তুমি তোমার তরোয়াল বার করো।

টাইবল্ট। আমি দেখে নেব তোমাকে। (অসি নিষ্কাশন)

রোমিও। শোন মার্কিউশিও, শান্ত হও। অস্ত্র সংবরণ করো।

মার্কিউশিও। (টাইবল্টের প্রতি) এসো দেখি, কোথায় তোমার অস্ত্র।

(যুদ্ধ)

রোমিও। ওদের থামাও বেনভোল্লো। টাইবল্ট, মার্কিউশিও, তোমরা থাম। তোমরা ভদ্রলোক হয়ে এইভাবে লড়াই করছ! তোমরা জাননা, যুবরাজ ভেরোনার রাজপথে এই ধরনের মারামারি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন?

(টাইবল্ট রোমিওকে খাকা দিতে রোমিওর হাতের নিচে দিয়ে মার্কিউশিওকে আঘাত করে তার লোকজন নিয়ে প্রস্থান করল।)

মার্কিউশিও। আমি আহত হয়েছি। ওরা কি চলে গেছে সবাই বিনা আঘাতে? দুটো বংশই ধ্বংস হোক। মনে হচ্ছে আঘাতটা খুব বেশী লেগেছে!

বেনভোল্লো। চোট লেগেছে?

মার্কিউশিও। হ্যাঁ, একজায়গায় কেটে গেছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট। কই আমার চাকরটা কোথায়? আর কি হবে, যা একটা সার্জেন ডেকে নিয়ে আয়।

রোমিও। ভয় নেই, আঘাতটা এমন কিছু গুরুতর নয়।

মার্কিউশিও। না, ক্ষতটা তেমন গভীর নয়, আবার তেমন গীর্জার দরজার মত চওড়াও নয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট। কাল দেখবে আমার অবস্থা কি হয়। আমাকে হয়ত বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। দুটো বাড়িই জাহান্নামে যাক। বেটা ইঁদুর বেড়ালের মত একটা লোককে আঁচড়ে মেরে দিয়ে গেল। বেটা শয়তান, বদমাস, অঙ্কের বই পড়ে যুদ্ধ করে। তুমি মাঝখানে কেন এসে পড়লে রোমিও। তোমার হাতের নিচে আমি আহত হয়েছি।

রোমিও। আমি ভেবেছিলাম সব ভালয় ভালয় চুকে যাবে।

মার্কিউশিও। আমায় কোন একটা বাড়িতে নিয়ে চল বেনভোল্লো, না হলে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব। তোমাদের দুটো বাড়িই জাহান্নামে যাক। ওরা আমার হাড় মাংস থেকে পোকা গজিয়ে ছাড়লে। নিপাত যাক দুটো বাড়ি।

(মার্কিউশিওকে নিয়ে বেনভোল্লোর প্রস্থান)

রোমিও। এই ভদ্রলোক যুবরাজের নিকট আত্মীয় এবং আমার বন্ধু। আমার জন্যই আজ ও মারাত্মক আঘাতে আহত। টাইবল্টের নিন্দার আঘাতে আমার যশও ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ এই টাইবল্ট সম্বন্ধে আমার শ্যালক। হায় সুন্দরী জুলিয়েত, তোমার সৌন্দর্যের মোহেই আমি এমন স্ত্রৈণ ও তেজহীন হয়ে পড়েছি আজ। সেই ইস্পাতকঠিন সাহস ও তেজ আর নেই আমার মনে।

বেনভোল্লোর পুনঃপ্রবেশ

বেনভোল্লো। হায় রোমিও, বীর মার্কিউশিও মারা গেছে। আমাদের এই মর্ত্যভূমিকে অকালে হেলাভরে ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল।

রোমিও। আজ যে বিপদ যে দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হলো তার শেষ কোথায় কে জানে।

টাইবল্টের পুনঃপ্রবেশ

বেনভোল্লো। প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ অবস্থায় টাইবল্ট আবার এসে গেছে।

রোমিও। মার্কিউশিও মারা গেল আর ও বিজয় উল্লাসে জীবিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোন শান্তশীতল নম্রতা বা ক্ষমা নয়। এক অগ্নিতপ্ত দৃঢ়তা আর ক্রোধোদীপ্ত কঠোরতা নেমে এস আমার আচরণে। শোন শয়তান টাইবল্ট, যে ঘৃণা তুমি একদিন আমায় দিয়েছিলে. তা এখন ফিরিয়ে নাও। মার্কিউশিওর আত্মা একটু আগে আমাদের ছেড়ে সবেমাত্র স্বর্গের পথে পাড়ি দিয়েছে। সে এখনও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমিও তার সঙ্গী হবে। জেনে রেখো, হয় তুমি না হয় আমি দুজনের একজন তার সঙ্গে যাবই।

টাইবল্ট। পাজী ছোকরা কোথাকার, তুমি যেমন তার ইহকালের সঙ্গী ছিলে তেমনি তার পরকালেরও সঙ্গী হবে।

রোমিও। এখনই তা বোঝা যাবে। (যুদ্ধ ও টাইবল্টের পতন)

বেনভোল্লো। রোমিও পালাও, চলে যাও এখান থেকে। শহরের লোকেরা সব জেনে গেছে। টাইবল্ট মারা গেছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। যদি তুমি ধরা পড়ো তাহলে যুবরাজ নিশ্চয়ই তোমার ফাঁসির হুকুম দেবেন। সুতরাং চলে যাও।

রোমিও। আমি হচ্ছি ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র।

বেনভোল্লো। এখনো দাঁড়িয়ে আছ? (রোমিওর প্রস্থান)

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক। মার্কিউশিওকে যে মেরেছে সে কোনদিকে পালাল? হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইবল্ট খুনীটা মেরেছে। গেল কোনদিকে শয়তানটা?

বেনভোল্লো। ওই মরে পড়ে আছে টাইবল্ট।

প্রথম নাগরিক। এখন মশাই চলুন ত আমার সঙ্গে। আমি ভেরোনার যুবরাজের নামে অভিযুক্ত করছি আপনাকে। আমার কথা শুনতে হবে আপনাকে।

যুবরাজ, পারিষদবর্গ, মন্তেগু ও ক্যাপুলেত পরিবারের সকলের প্রবেশ

বেনভোল্লো। হে মহান যুবরাজ! আমি এই মারাত্মক ঘটনার সব কিছু

জানি। এখানে যে লোকটি মরে পড়ে রয়েছে সে আপনার আত্মীয় বীর মার্কিউশিওকে হত্যা করেছে এবং যুবক রোমিও আবার একে হত্যা করেছে।

ক্যাপুলেতপত্নী। আমার ভাইএর ছেলে টাইবল্ট। শুনুন যুবরাজ, শুনুন আমার স্বামী, আমার প্রিয় আত্মীয়ের রক্তপাত যখন হয়েছে তখন তার প্রতিশোধ-স্বরূপ মন্তেগু পরিবারের লোকদেরও রক্তপাত ঘটাতে হবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই। হায় আমার ভাইপো।

যুবরাজ। বেনভোল্লো, আচ্ছা বলত, কে প্রথমে এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার সূত্রপাত করে?

বেনভোল্লো। প্রথম শুরু করে টাইবল্ট, যে এখানে মরে পড়ে রয়েছে এবং রোমিও যাকে হত্যা করেছে। রোমিও তাকে ভাল কথাই বলেছিল, ঝগড়া করতে নিষেধ করেছিল। ঝগড়া করলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন সেকথাও বলেছিল। এই সব কথা সে শান্ত ও ভদ্রভাবে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে অনুনয় বিনয়ের স্বরে বলেছিল। কিন্তু এসব কথা টাইবল্টের উদ্ধত ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেনি। এসব কথায় সে কান দেয়নি। বীর মার্কিউশিওর বক্ষ ভেদ করে সে চালিয়ে দেয় তার ইস্পাতের তরবারি। মার্কিউশিও একহাতে টাইবল্টের আঘাত ঠেকাবার চেষ্টা করে এবং আর এক হাতে টাইবল্টকে আক্রমণ করে। টাইবল্টও দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেয় তার। তখন মার্কিউশিও রোমিওর নাম ধরে চীৎকার করতে থাকে। রোমিও হাত দিয়ে থামাতে এলে তার হাতের তলা দিয়ে টাইবল্ট মার্কিউশিওকে ভয়ানকভাবে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আবার ফিরে এলে রোমিও তার নবজাত প্রতিশোধবাসনার বসে তাকে আক্রমণ করে। আমি তাদের ছাড়িয়ে দেবার আগেই টাইবল্ট নিহত হয়। আর তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোমিও পালিয়ে যায়। এই হলো আসল কথা। একথা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আমার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

ক্যাপুলেতপত্নী। মন্তেগু পরিবারের আত্মীয়। স্নেহের বশবতা হয়ে ও সত্যি কথা বলছে না। এই মারামারির ঘটনাতে কুড়িজন জড়িত আছে। এই কুড়িজনে মিলে একজনকে হত্যা করেছে। আমি এখন বিচার চাই যুবরাজ এবং আশা করি সে বিচার আমি আপনার কাছে পাব। রোমিও টাইবল্টকে হত্যা করেছে আর সেজন্য তার মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত।

যুবরাজ। রোমিও টাইবল্টকে মেরেছে, টাইবল্ট মার্কিউশিওকে হত্যা করেছিল। এখন টাইবল্টের রক্তের মূল্য কে দেবে?

মন্তেগু। রোমিও নিশ্চয়ই না। মার্কিউশিওর বন্ধু হচ্ছে রোমিও। আইনের মতে যে মৃত্যুদণ্ড লাভ করত টাইবল্ট; সে মৃত্যুদণ্ড রোমিও দিয়েছে নিজের হাতে। এতে অপরাধ কোথায় যুবরাজ?

যুবরাজ। আমি সেই অপরাধের জন্য এই মুহূর্তে নির্বাসনদণ্ড দান করলাম রোমিওকে। আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তোমাদের পারস্পরিক ঘৃণা বা হিংসা কতদূরে নিয়ে যায় তোমাদের। তোমাদের এই রক্তক্ষয়ী ঝগড়া মারামারি দেখে আমার হৃদয়েও রক্ত ঝরছে। এ জন্য এমন অর্থদণ্ড দান করব তোমাদের যাতে অনুতাপ ভোগ করতে হবে তোমাদের আমার এই ক্ষতির জন্য। তোমাদের এ বিষয়ে কোন অনুনয় বিনয়, ওজর আপত্তি বা অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা কিছুই শুনব না আমি। সুতরাং তা করার চেষ্টা করবে না। রোমিওকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বল। তা না হলে যখন যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে তাকে সেই মুহূর্তেই সেখানে হত্যা করা হবে। এখান থেকে মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের পরবর্তী আদেশ পরে জেনে নিও। হত্যাকারীকে কখনই ক্ষমা করা যায় না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি।

জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। সূর্যরথবাহী হে সপ্তাশ্বদল, আরও আরও দ্রুতবেগে চল অস্তাচল-পথে। তা না হলে ফীটনের মত একটা মন্দগতি গাড়িও তোমায় হার মানিয়ে দেবে। ত্বরান্বিত করো মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির আগমনকে। প্রেমিক প্রেমিকাদের সুবিধার জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে দাও রাত্রির কালো যবনিকা। যাতে করে পলাতক আসামীরা একটু তন্দ্রাসুখ উপভোগ করতে পারে এবং আমার প্রিয়তম রোমিও অদৃশ্য ও অবিদিত অবস্থায় এসে আমার এই বাহুযুগলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের আপন আপন সৌন্দর্যের আলোকেই দেখতে পায় তাদের প্রেমের কার্যাবলী। আর প্রেম যদি অন্ধ হয় তাহলে রাত্রির অন্ধকারে তা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বেশী। হে প্রিয় রাত্রিসহচরী, কৃষ্ণবসনা সুন্দরী, তুমি এসে শিখিয়ে দাও, দুটি কৌমার্যশুভ্র হৃদয়ের প্রণয়খেলায় আমি জিতেও কেমন করে হারতে

পারি। তুমি এসে তোমার কৃষ্ণ আবরণ দ্বারা আবৃত করে দাও আমার কপোলফলকে প্রতিফলিত উদ্ধত অবাধ্য রক্তের উচ্ছ্বাসকে। তার ফলে আমাদের আশ্চর্য প্রণয়লীলা যেন আরও বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠ, সরল ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। হে রাত্রি এস ত্বরা করি। হে রোমিও, অন্ধকার রাত্রির মাঝে তুমিই আমার দিন। উড়ন্ত দাঁড়কাকের কালো পিঠের উপর ঝরে পড়া তুষারের মত রাত্রির পাখায় ভর করে তুমি চলে এস। তোমার কৃষ্ণকুটিল ভ্রূকুটি নিয়ে হে রাত্রি এসে পড়। আমার রোমিওকে এনে দাও। রোমিওর মৃত্যু হলে তুমি তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে ছড়িয়ে দিও আর তার ফলে রাত্রির আকাশটা এত সুন্দর হয়ে উঠবে যে পৃথিবী আর সূর্যকে কোনদিন ভাল না বেসে শুধু রাত্রিকেই ভালবাসবে। হায়, আমি শুধু প্রেমের সৌধকে চিনেছি মাত্র। এখনো দখল করতে পারিনি; আমি বিক্রীত হয়েছি শুধু, আমাকে এখনো ভোগ করা হয়নি। কোন অধৈর্য শিশুর কাছে প্রাক-উৎসব রজনীর মত এদিন আমার কাছে অতীব দুঃসহ। কোন শিশু নতুন পোষাক পেয়েও পরতে না পেলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও এখন সেই অবস্থা। আমার ধাইমা আসছে দেখছি।

দড়িহাতে ধাত্রীর প্রবেশ

মনে হয় ও খবর আনছে। যে কথায় রোমিওর নাম থাকে সে কথা মনে হয় ঈশ্বরের আকাশবাণী। আচ্ছা ধাইমা, কি খবর? ওটা কি দড়ি, রোমিও যা আনতে বলেছিল?

ধাত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ দড়ি। (মাটিতে ফেলে দিয়ে)

জুলিয়েত। তা ত হলো, খবর কি? তুমি হাতদুটো অমন করে মোচড়াচ্ছ কেন?

ধাত্রী। হায় হায়! সে মরে গেছে, সে আর নেই, আমাদের সর্বনাশ হলো। এমন দুঃখের দিন আর মানুষের আসে না। সে খুন হয়েছে, মারা গেছে।

জুলিয়েত। ঈশর কখনো আমাদের সুখে এতখানি বাদ সাধতে পারে?

ধাত্রী। ঈশ্বর পারে না। কিন্তু রোমিও পারে। এমন যে হবে কে তা ভাবতে পেরেছিল! হা রোমিও!

জুলিয়েত। তুমি কেন আমায় শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? এ কষ্ট ভয়ঙ্কর নরক-

যন্ত্রণাকেও হার মানিয়ে দেবে। রোমিও কি আত্মহত্যা করেছে? বল হাঁ, কি না। যদি বল হাঁ তাহলে পুরাণের ককাট্রিসের দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকা মৃত্যুবানের মতই তা হবে সাংঘাতিক। তুমি চোখ বন্ধ করে ইংগিতেও হাঁ বলতে পার। যাই হোক, হাঁ বা না সংক্ষেপে যা উত্তর দেবে তার উপর নির্ভর করবে আমার জীবনের সুখদুঃখ।

ধাত্রী। আমি দেখেছি তার আঘাত, নিজের চোখে দেখেছি। আঘাত পেয়েছে একেবারে বুকের উপর। রক্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সারা দেহ। দেখলে মায়া হয়।

জুলিয়েত। হে রিক্ত নিঃস্ব অন্তর, এখনি বিদীর্ণ হও। চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাক এ চোখের দৃষ্টি। হে নিষ্ঠুর পৃথিবী, মাটিতে মিশে যাও একেবারে। একই শবাধারে সমাহিত হও রোমিওর সঙ্গে।

ধাত্রী। হায় টাইবল্ট, আমার বন্ধু টাইবল্ট, ভদ্র সদাচারী। তোমার মৃত্যুও আমায় দেখতে হলো!

জুলিয়েত। কেন এমন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হলো? রোমিও এবং টাইবল্ট দুজনেই মারা গেল! আমার জ্ঞাতিভাই এবং স্বামী দুজনেই যদি মারা যায় তাহলে আর কেউ রইল না পৃথিবীতে। সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাক।

ধাত্রী। টাইবল্ট মারা গেছে আর রোমিও নির্বাসিত হয়েছে। রোমিও তাকে খুন করে পালিয়ে গেছে।

জুলিয়েত। হা ভগবান, রোমিওর হাতে টাইবল্টের রক্তপাত হয়েছে!

ধাত্রী। হাঁ, ঠিক তাই হয়েছে।

জুলিয়েত। তাহলে ফুলের মত সুন্দর একটা মুখের আড়ালে সাপের মত কুটিল হিংস্র একটা হৃদয় লুকিয়ে ছিল। যেন সুন্দর গুহায় লুকিয়ে ছিল একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন। কপোতের পাখনাওয়ালা দাঁড়কাক, শান্ত মেষশাবক-রূপী একটা নেকড়ে। দেবমহিমাধারী এক ঘৃণ্য বস্তু, উপর থেকে দেখে যা মনে হয় ঠিক তার বিপরীত। সুদর্শন অত্যাচারী। দেবদূতরূপী এক শয়তান। একটা ভণ্ড সাধু। হে বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতি, এই সুন্দর মানবদেহরূপ স্বর্গের মাঝখানে যখন শয়তান সৃষ্টি করে রেখেছ তখন কী প্রয়োজন ছিল তোমার নরকে? এ যেন অপাঠ্য অশ্লীল লেখায় ভর্তি সুন্দরভাবে বাছাই করা একখানা বই। সুদৃশ্য প্রাসাদবাসী এক প্রতারক শয়তান।

ধাত্রী। মানুষের মধ্যে সততা বা বিশ্বাস বলে কোন জিনিস নেই। সবাই বিশ্বাসঘাতক। প্রতারক। আমাব লোকটা আবার কোথা গেল? আমার সেই ওষুধের শিশিটা দে। এই সব নানারকমের ঝড় ঝক্কি আর শোক-দুঃখের ঝামেলাই আমাকে অকালে বুড়ো করে তুলেছে। রোমিওটার সত্যি সত্যিই লজ্জা পাওয়া উচিত।

জুলিয়েত। এ ধরনের কথা বলার জন্য তোমার জিবটা পুড়ে যাক। লজ্জা পাবার জন্য তার জন্ম হয়নি। তার মুখচোখের উপর লজ্জা বসলে নিজেই লজ্জা পাবে। সারা বিশ্বের অধিপতির উপযুক্ত এক বিরাট আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তার ভ্রূযুগলে। ছি, ছি, ধিক আমার অন্তরে, এমন লোককে আমি ভৎ'সনা করলাম।

ধাত্রী। একি করছ তুমি, যে তোমার ভাইকে মেরেছে তার তুমি জয়গান করছ?

জুলিয়েত। তাহলে কি আমি আমার স্বামীর নিন্দা করব? হে আমার হতভাগ্য স্বামী, আমি কোন মুখে তোমার আবার গুণগান করব! আমার শয়তান ভাইটিকে কেন কিজন্য তুমি মারলে? না মারলে ওই হয়ত আমার স্বামীকে খুন করে বসত। অতএব হে নির্বোধ অশ্রু, তোমরা তোমাদের উৎসে ফিরে যাও। তোমরা ভুল করে আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলে। এখন থেকে যা কিছু শ্রদ্ধা জানাবে তা শুধু দুঃখকে। টাইবল্ট মারা গেছে বলেই আমার স্বামী বেঁচে আছে। টাইবল্ট বেঁচে থাকলে আমার স্বামীকে মেরে ফেলত সে। এটা তবুও স্বস্তির কথা। তবে আমি কাঁদছি কেন? টাইবল্টের মৃত্যুর থেকেও একটা খারাপ খবর ছিল যাতে আমি মর্মাহত হয়েছি। 'টাইবল্ট মৃত এবং রোমিও নির্বাসিত' —'নির্বাসিত' এই কথাটা আমি ভুলতে পারছি না কিছুতেই। অপরাধীর মনে পুরনো পাপচেতনার মত মনে বিঁধছে! দশ হাজার টাইবল্টের মৃত্যুর থেকেও এ কথাটা অনেক বেশী দুঃখজনক। আচ্ছা, টাইবল্টের মৃত্যুতেই ত সব কিছু চুকে যেতে পারত। অথবা যদি এমনই হয় যে শোকদুঃখ সঙ্গী ছাড়া কখনো একা আসেনা, তাহলে টাইবল্টের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা মা মরতে পারত। তা না, টাইবল্টের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রোমিও নির্বাসিত। ধাত্রী আমায় খবরটা দেবার সময় বলতে পারত টাইবল্ট, রোমিও, জুলিয়েত তার বাবা মা সব মরে গেছে। তা না বলে বলল কিনা রোমিও নির্বাসিত।

সবাই মরে গেলে তার শোকের কোন সীমা পরিসীমা থাকত না, সে শোক ভাষায় প্রকাশ করা যেত না। আচ্ছা ধাইমা, আমার বাবা মা কোথায়?

ধাত্রী। টাইবল্টের মৃতদেহটা নিয়ে কান্নাকাটি করছে। সেখানে তুমি যাবে কি? আমি তাহলে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব।

জুলিয়েত। মৃত টাইবল্টের ক্ষতগুলোকে তারা চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দিতে চাইছে। শীঘ্রই তাদের সব অশ্রু শুকিয়ে যাবে। কিন্তু আমারও অশ্রু যদি সেখানে শুকিয়ে যায় এমনি করে, তাহলে কেমন করে রোমিওর নির্বাসনের জন্য শোক প্রকাশ করব? ঐ দড়িগুলো নিয়ে এস। হায় হতভাগ্য বন্ধু, তুমি আমি দুজনেই বঞ্চিত হলাম, কারণ রোমিও নির্বাসিত। গোপনে রাত্রিতে আমার বিছানায় আসার জন্য সে তোমাকে তৈরি করেছিল। কিন্তু আমার কুমারী অবস্থা না ঘুচতেই আমি বিধবা হলাম। এস বন্ধু, আমি বাসরশয্যায় যাচ্ছি, তুমিই এস আমার সঙ্গে। রোমিওর পরিবর্তে মৃত্যুকেই অর্পণ করব আমার কুমারীত্বকে।

ধাত্রী। খুব হয়েছে, যাও তোমার ঘরে যাও। তোমার সুখের জন্যই রোমিওকে নিয়ে আসব আমি। আমি ভালই জানি সে কোথায় আছে। রোমিও আজ রাতেই তোমার এখানে আসবে। আমি তার কাছে যাচ্ছি। সে এখন লরেন্সের আস্তানায় আছে।

জুলিয়েত। ও, তুমি তাকে খুঁজে পেয়েছ? তাহলে আমার এই আংটিটা আমার সেই নাইটকে দেবে। বলবে সে যেন নির্বাসনে যাবার আগে একবার শেষ দেখা দিয়ে যায়। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের কুটির।

ফ্রায়ার লরেন্সের প্রবেশ

ফ্রায়ার ল। এস রোমিও এস। তুমিও সাংঘাতিক লোক। এখন দেখছি দুঃখ তোমার গুণে মুগ্ধ হয়ে তোমায় ছাড়তে চাইছে না। বিপদ তোমার কাঁধে ভর করেছে।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। গুরুদেব, খবর কি? যুবরাজেরই বা আদেশ কি? আবার নতুন কি দুঃখ আমার প্রতীক্ষায় আছে তা জানি না।

ফ্রায়ার ল। দুঃখের সাহচর্যের সঙ্গে তুমি বাছা ত আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে আছ। আমি তোমার প্রতি যুবরাজের দণ্ডাদেশের খবর নিয়ে এসেছি।

রোমিও। নিশ্চয় সে আদেশ মৃত্যুদণ্ডের থেকে অনেক বেশী ভয়াবহ।

ফ্রায়ার ল। না, মৃত্যুদণ্ড থেকে অনেক ভাল দণ্ডাদেশ বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে। উনি তোমার মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসন দণ্ড দান করেছেন।

রোমিও। হায় নির্বাসন! তার থেকে দয়া করে বলুন মৃত্যু।

ফ্রায়ার ল। ধৈর্য ধর বৎস। তুমি শুধু ভেরোনা নগর হতে নির্বাসিত। কিন্তু এই ভেরোনার বাইরেও এক বিরাট জগৎ পড়ে আছে।

রোমিও। এই ভেরোনা নগরের সীমার বাইরে কোন জগৎ নেই আমার কাছে। আছে শুধু অনুতাপ পীড়ন আর নরক। সুতরাং ভেরোনা থেকে নির্বাসন মানেই সমগ্র জগৎ থেকে নির্বাসন আর তার মানেই মৃত্যু। সুতরাং আসলে তিনি আমায় মৃত্যুদণ্ডই দিয়েছেন। ভুল করে বলেছেন নির্বাসন। আপনি যেন একটা সোনার কুড়ুল দিয়ে আমার গলাটা কাটছেন আর তাই নিয়ে হাসাহাসি করছেন।

ফ্রায়ার ল। এ হচ্ছে মহাপাপ, অভদ্রতা, অকৃতজ্ঞতা। তুমি যে অপরাধ করেছ তার আইন অনুসারে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু দয়ালু যুবরাজ আইনের বিধানকে সরিয়ে দিয়ে মৃত্যুর কালো শব্দটাকে নির্বাসনে পরিণত করেছেন। একেই বলে সপ্রেম দয়ালুতা। কিন্তু তুমি তা মোটেই বুঝতে পারছ না।

রোমিও। এটা একটা নিষ্ঠুর পীড়ন, দয়া নয়। জুলিয়েত যেখানে বাস করে সেই জায়গাই স্বর্গ। সেখানকার কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর প্রতিটি নিকৃষ্ট প্রাণীও স্বর্গসুখ উপভোগ করে থাকে; তারা জুলিয়েতকে দেখতে পায়; কারণ এমন কি মাছিরাও সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে জুলিয়েতের সঙ্গে। প্রিয়তমা জুলিয়েতের হাতের উপর বসে তারা তার গায়ের রঙের শুভ্রতায় বিস্মিত হবে। তার ওষ্ঠাধরের মাধুর্য উপভোগ করবে। তাদের চুম্বনের কথা ভেবে লজ্জারক্ত হয়ে উঠবে জুলিয়েত। কিন্তু রোমিও এসব কিছুই করতে পারবে না, কারণ সে নির্বাসিত। সামান্য মাছিরাও স্বাধীন স্বাধীনভাবে তারা সব কিছুই করতে পারে, কিন্তু আমি নির্বাসিত বলে আমাকেই পালাতে হবে। আর আপনি বলছেন কিনা নির্বাসন মৃত্যু নয়। নির্বাসন ছাড়া আপনি বিষ, ছুরি বা অন্য কোন সহজ উপায় জানেন না আমার মৃত্যুর? নরকে নিক্ষেপ করে দিন ও হীন কথাটা। আপনি একজন ঈশ্বরভক্ত, পাপমোচনকারী, আসল বন্ধু হয়েও এমনই নিষ্ঠুর যে বারবার ঐ নির্বাসন কথাটা বলে আমায় আঘাত দিচ্ছেন।

ফ্রায়ার ল। ওরে পাগলা, আমায় একটা কথা বলতে দে।

রোমিও। আপনি ত বলবেন শুধু সেই নির্বাসনের কথা।

ফ্রায়ার ল। এ কথার পীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে একটি কবচ দেব। যে কোন বিপদের ওষুধ হচ্ছে দর্শন। তুমি নির্বাসিত হলেও নির্বাসনের মাঝেই তোমায় সান্ত্বনা দেবে এই দর্শনের কথা।

রোমিও। তবুও নির্বাসন? রেখে দিন আপনার দর্শন। দর্শন যদি জুলিয়েত সৃষ্টি করতে না পারে একটা শহরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, যদি যুবরাজের দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তন করতে না পারে তাহলে সে দর্শনতত্ত্বে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

ফ্রায়ার ল। আমি দেখছি পাগলা লোকদের কান নেই।

রোমিও। বিজ্ঞ লোকদেরও চোখ নেই।

ফ্রায়ার ল। আচ্ছা, তোমার অবস্থারই কথা বিচার করে দেখা যাক।

রোমিও। যে অবস্থার কথা অন্তর দিয়ে অনুভব করেননি সে অবস্থার কথা কেমন করে বিচার করবেন? আপনি যদি আমার মত তরুণ যুবক হতেন, জুলিয়েতকে ভালবাসতেন, আর মাত্র এক ঘণ্টা আগে বিয়ে করে এমনি করে টাইবল্টের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নির্বাসিত হতেন, তাহলে আপনি কোন কথাই বলতে পারতেন না, শুধু মাথার চুল ছিঁড়তেন আর আমার মত মাটিতে পড়ে কবরের মাপ নিতেন।

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

ফ্রায়ার ল। কে ডাকছে। রোমিও উঠে পড়। ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে থাক।

রোমিও। না আমি যাব না। আমার অন্তর-বেদনার নিবিড়তম কুয়াশা আমায় লোকচক্ষু হতে ঢেকে রাখুক।

ফ্রায়ার ল। শোন, কারা ডাকছে। রোমিও ওঠ। তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। একটু সরে যাও। (আবার কড়া নাড়ার শব্দ) আমার পড়ার ঘরে চলে যাও। ঈশ্বরের এ আবার কি ইচ্ছা। কী বোকামি—যাচ্ছি, যাচ্ছি। (কড়া নাড়ার শব্দ) কে এত জোরে কড়া নাড়ছে? কোথা হতে আসছ? কি চাও তোমরা?

ধাত্রী। (দরজার ওধার থেকে) আমাকে ভিতরে যেতে দিন এবং সেখানে গিয়ে আমি আমার কথা বলব। আমি আসছি জুলিয়েতের কাছ থেকে।

ফ্রায়ার ল। এস তাহলে।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। হে গুরুদেব, দয়া করে বলুন, আমার মনিবকন্যার স্বামী কোথায়? রোমিও কোথায়?

ফ্রায়ার ল। ঐ দেখ অশ্রুসিক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ধাত্রী। ওমা, ওরও দেখছি আমার মনিবকন্যার মতই অবস্থা। দুজনের একই অবস্থা।

ফ্রায়ার ল। হায় কী দুঃখজনক দুজনের সমবেদনা! কী সকরুণ অবস্থা!

ধাত্রী। এমনি করে মেয়েটাও অনবরত ফোঁপাচ্ছে আর চোখের জল ফেলছে। কিন্তু তুমি ত পুরুষমানুষ। তুমি উঠে দাঁড়াও। অন্তত জুলিয়েতের মুখ চেয়ে ওঠ। এমন করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?

রোমিও। কে, ধাইমা?

ধাত্রী। হ্যাঁ, মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ।

রোমিও। তুমি জুলিয়েতের কথা বললে না? সে কেমন আছে? সে কি আমায় একজন পুরনো খুনী বলে ভাবছে না? আমি তার একজন নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে সেই রক্ত দিয়ে আমাদের আনন্দকে অঙ্কুরেই কলঙ্কিত করেছি। এখন সে কোথায়? আমার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের গোপন নায়িকা এখন কি করছে এবং বলছে?

ধাত্রী। কিছুই বলছে না মশাই, শুধু কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! আর মাঝে মাঝে বিছানায় পড়ে যাচ্ছে আর উঠে বসছে। একবার টাইবল্ট আর একবার রোমিওর নাম ধরে ডাকছে আর কাঁদছে। আবার পড়ে যাচ্ছে।

রোমিও। হ্যাঁ, যে রোমিওর অভিশপ্ত হাত তার আত্মীয়কে হত্যা করেছে সেই রোমিওর নামটা তার কানে এখন বন্দুক হতে বিচ্ছুরিত আগুনের মত বিঁধছে। আচ্ছা ফ্রায়ার বলতে পারেন আমার দেহের ভিতর কোথায় কোন গোপন কন্দরে এই নামটা আছে? বলতে পারেন, কি করে আমি এই দেহটা থেকে নামটা বিচ্ছিন্ন করতে পারি?

(তরবারি নিষ্কাশিত করে)

ফ্রায়ার ল। থাম থাম, অত মরিয়া হয়ো না। তোমার হাতটাকে নিবারিত করো। তুমি কি মানুষ? অবশ্য তোমার চেহারাটা দেখে তাই মনে হয়।

কিন্তু তোমার এই অশ্রুপাত দেখে মনে হয় তুমি নারী, তোমার এই অযৌক্তিক উদ্দাম কাজ দেখে মনে হয় তুমি একটা পশু। চেহারাটা পুরুষের মত হলেও আসলে তুমি একটা নারী অথবা নরনারী কেউ না, আসলে একটা পশু। তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি ঈশ্বরের নামে বলছি তোমার মতিগতি ভাল হোক। তুমি টাইবল্টকে হত্যা করেছ, আবার নিজেকেও হত্যা করবে? তুমি তোমার জন্ম, স্বর্গ, মর্ত্য সব কিছুকেই ধিক্কার দিচ্ছ। যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং মানবজন্ম তোমার এই দেহের আধারে মিলিত হয়েছে ত্রিধারার মত, তুমি একই সঙ্গে তাদের হারাতে বসেছ। ধিক, শত ধিক তোমাকে। তুমি তোমার সুন্দর মানব-জীবন, প্রেম ও বিচারবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করে তুলছ। তুমি এর কোনটারই সদ্ব্যবহার করনি। সদ্ব্যবহার করলে সার্থক হত তোমার এই মানবজীবন।—তোমার এই সুন্দর ও আপাতমহৎ চেহারাটা ঠিক মোমের পুতুলের মত, মানবোচিত সাহসিকতা তার মধ্যে নেই। তুমি প্রেমের শপথবাক্য উচ্চারণ করেছ, কিন্তু সে শপথ রাখার তোমার ক্ষমতা নেই। সে প্রেমের শপথ নিয়েই সেই প্রেমকেই হত্যা করতে চলেছ তুমি। যে বুদ্ধি মানুষের জীবন ও প্রেমকে অলঙ্কৃত করে সার্থক করে তোলে সেই বুদ্ধিকে তোমার আচরণের দ্বারা কলঙ্কিত করে তুলেছ। অযোগ্য অদক্ষ সৈনিক যেমন তার আগ্নেয়াস্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে না পেরে বিপদ ডেকে আনে তেমনি তুমিও তোমার বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে পারছ না। যাই হোক, এবার ওঠ, তোমার জুলিয়েত বেঁচে আছে। একটু আগে তার জন্য মরতে বসেছিলে; সেদিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত। টাইবল্ট তোমায় মেরে ফেলত, কিন্তু তুমি তাকে হত্যা করেছ। সেদিক দিয়েও তুমি সুখী। যে আইনমতে তোমার মৃত্যু হত, সেই আইনও তোমায় মৃত্যুর পরিবর্তে নির্বাসন দিয়েছে, সেদিক দিয়েও তুমি সুখী। আশীর্বাদের একরাশ আলো ঝরে পড়ছে তোমার পিঠে. একের পর এক সুখ ও সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে তোমার জন্য। কিন্তু এক ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ নারীর মত সমস্ত সৌভাগ্য ও প্রেমকে পায়ে ঠেলছ তুমি। মনে রেখো, যারা এই রকম করে, জীবনে কোনদিন সুখ পায় না তারা। ওঠ, আগে যা ঠিক হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে তোমার প্রেমিকার কাছে যাও। তার উপরকার ঘরে উঠে গিয়ে সান্ত্বনা দেবে তাকে। কিন্তু দেখবে, ভোরে প্রহরীরা জেগে উঠে প্রহরায় বসার আগেই চলে যাবে সেখান থেকে।

সকাল হয়ে গেলে তুমি আর মাঞ্চুয়া নগরীতে যেতে পারবে না। সেখানে গিয়ে তুমি কিছুদিন থাকবে। ইতিমধ্যে আমি তোমার বিয়ের কথা প্রচার করে তোমার বন্ধুবান্ধবদের স্বমতে আনব, যুবরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তোমায় ফিরিয়ে আনব। তখন দেখবে ছেড়ে যাবার সময় যত দুঃখ যত বেদনা, ফিরবার সময় তার শত সহস্র গুণ আনন্দ পাবে। ধাত্রী, তুমি আগে যাও। তোমার মনিবকন্যাকে আমার কথা বলো। তাকে আরও বলো, সে যেন বাড়ির সব লোকদের তাড়াতাড়ি শুতে পাঠায়, শোকগ্রস্ত বলে তারাও তা যাবে। বলবে রোমিও আসছে।

ধাত্রী। সত্যিই গুরুদেব, আপনার এমন নীতি উপদেশ পেলে আমি সারারাত ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। সত্যিই বুঝলাম বিদ্যা কি জিনিস। (রোমিওর প্রতি) আচ্ছা যাই তাহলে। বলিগে যে আপনি আসছেন।

রোমিও। হ্যাঁ, যাও, তাই বলগে। আমার প্রিয়তমাকে বলবে যত ভর্ৎসনা করতে পারে আমায় করবে।

ধাত্রী। এই যে মশাই, আমাকে একটা আংটি দিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে। তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। (প্রস্থান)

রোমিও। যাকগে, এই ঘটনায় বেশ কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম।

ফ্রায়ার ল। এখন চলে যাও। বিদায়, এই তোমার জিনিসপত্র রইল। হয় প্রহরীরা জেগে ওঠার আগেই চলে যাবে অথবা দিনের আলো ফুটে উঠলে ছদ্মবেশে এখান থেকে সোজা মাঞ্চুয়া চলে যাবে। আমি তোমার চাকরকে পরে খুঁজে নেব। আমি তার হাতেই এখানে যা যা ঘটবে তার খবর পাঠাব। তোমার হাতটা দেখি। যাও দেরি হয়ে গেছে, বিদায়।

রোমিও। আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। পুরনো দিনের আনন্দের কথা মনে আসছে। আচ্ছা চলি, বিদায়। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাড়ি।

ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্নী ও প্যারিসের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। দুর্ভাগ্যক্রমে এমনই কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে মেয়েটাকে কোন কথা বুঝিয়ে বলতেই পারিনি। তার উপর দেখ, আবার সেও তার আত্মীয় টাইবল্টকে ভালবাসত। অবশ্য একদিন আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। আজ বড় দেরি হয়ে গেল। আজ আর বোধ হয় ও নামবে না। তুমি না থাকলে এক ঘণ্টা আগেই শুয়ে পড়তাম আমি।

প্যারিস। এখন দুঃখের সময় কোন কথা বুঝিয়ে বলার সুযোগ কোথায়? আচ্ছা মা, আমি তাহলে চলি। আপনার মেয়েকে আমার কথা বলবেন।

ক্যাপুলেতপত্নী। নিশ্চয়ই বলব। কাল সকালেই তার মনের খবর জানব। আজ রাত্রিতে সে বড় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

ক্যাপুলেত। শোন প্যারিস; আমি আমার মেয়েকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলব। সে যে সব বিষয়ে আমার কথা মেনে চলবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার। তবে গিন্নী, তুমি শুতে যাবার আগে তার কাছে একবার যাও। প্যারিসের ভালবাসার কথাটা তাকে একবার জানাও। আর তাকে আগামী বুধবার দিনটার কথা মনে রাখতে বলো—কিন্তু থাম থাম, আজ কি বার?

প্যারিস। আজ সোমবার।

ক্যাপুলেত। সোমবার! হাঃ হাঃ, আচ্ছা বুধবার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তাহলে বৃহস্পতিবার ঠিক করো। হ্যাঁ, তাকে বৃহস্পতিবারের কথা বলবে, বলবে এইদিন তার বিয়ে হবে এই আর্লের সঙ্গে। তুমি প্রস্তুত আছ? এত তাড়াতাড়ি তোমার মনঃপূত ত? আমরা বেশী কিছু জাকজমক করব না। শুধু দু চারজন বন্ধু বান্ধব। কারণ দেখ, এই টাইবল্ট মারা গেল আমরা যদি বেশী জাঁকজমকসহকারে আনন্দোৎসব করি তাহলে লোকে নিন্দে করবে, ভাববে টাইবল্টকে আমরা দেখতে পারতাম না। সুতরাং ডজনখানেক বন্ধু বান্ধবকে আমরা নেমন্তন্ন করব। এইভাবে সেরে দেব ব্যাপারটা। কিন্তু বৃহস্পতিবার দিন সম্বন্ধে তোমার মত কি? তুমি তৈরি আছ ত?

প্যারিস। আজ্ঞে, আমি ত বলি আগামী কালই বৃহস্পতিবার হলে আরও ভাল হত।

ক্যাপুলেত। আচ্ছা তাহলে তুমি যাও। তাহলে বৃহস্পতিবারই ঠিক রইল। তাহলে গিন্নী, তুমি শোবার আগে মেয়ের কাছে গিয়ে বিয়ের জন্য তার মনটাকে প্রস্তুত করো। বিদায় তাহলে। কই রে, আমার ঘরে আলো দে। আজ এত দেরি হয়ে গেল যে প্রায় ভোর হয়ে এল। থাক, বিদায়। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি।

উপরের ঘরে রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। তুমি কি এখনি যাবে? এখনো ত ভোর হয়নি। তোমার

শঙ্কাকীর্ণ কর্ণকুহরে যে পাখির ডাক এইমাত্র বিঁধল তা হচ্ছে নাইটিঙ্গেলের, স্কাইলার্কের নয়। ও পাখি রোজ রাতেই ঐ ডালিম গাছের ডালে বসে ডাকে। বিশ্বাস কর, প্রিয়তম, ওটা নাইটিঙ্গেলের ডাক।

রোমিও। না, ওটা নাইটিঙ্গেল নয়, লার্ক, প্রভাতের দূত। দেখ প্রিয়তমা, পূর্ব দিগন্তে নতুন আলোর ছটা কেমন ধূসর রঙের মেঘের প্রান্তভাগগুলিকে রাঙিয়ে দিয়েছে। রাত্রির দীপগুলি সব নিভে গেছে একে একে। উল্লসিত দিন কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতশিখরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আমাকে এখনই যেতে হবে অথবা মৃত্যুবরণ করতে হবে।

জুলিয়েত। ও আলো দিনের আলো নয়। আমি তা ভালভাবেই জানি। ও হচ্ছে সূর্যবাষ্পবিচ্ছুরিত এক উল্কা যা তোমার মান্টুয়া যাবার পথে মশালরূপে আলো দেখাবে। সুতরাং এখন যাওয়ার দরকার নেই, আরো কিছুক্ষণ থাক।

রোমিও। তাহলে আমায় ধরা পড়তে দাও, তাহলে মৃত্যুবরণ করতে দাও। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি তাই চাও। আমি বলছি ঐ ধুসর রঙের আলো সকালের চোখ নয়, ওটা হচ্ছে সিনথিয়ার কুটিল ভ্রূকুটি। আর ওটা স্কাইলার্ক পাখির গানও নয়। আমাদের মাথার উপরে যে অমোঘ স্বর্গের বিধান আছে ওটা হচ্ছে তারই জয়গান। আমি যেতে চাই না, থাকতেই চাই, কিন্তু তাহলে আমায় মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে হয়। জুলিয়েতও তাই চায়। হে আমার আত্মা, সব কিছু সহ্য করে যাও। নাও, এস আমরা আবার কথা বলি। এখনো দিন হতে দেরি আছে।

জুলিয়েত। না না, দিনের আলো সত্যি সত্যিই ফুটে উঠেছে। অতএব চলে যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও। এখন স্কাইলার্ক পাখিই ডাকছে, তবে তার স্বরটা অস্বাভাবিকভাবে কর্কশ এবং তীক্ষ্ণ। সাধারণতঃ লার্ক পাখিরা মিষ্টি সুরে গান করে। কিন্তু এখন আমাদের বিচ্ছেদের কথা ভেবে তা করছে না। আমাদের বাহুর বন্ধন ছিন্ন করার থেকে পাখিদের মত গলার স্বর পরিবর্তন করা ঢের ভাল ছিল। এখন যাও, আলো ক্রমশই বাড়ছে।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। মা!

জুলিয়েত। কে ধাইমা?

ধাত্রী। তোমার মা তোমার ঘরে আসছেন। সকাল হয়েছে। সাবধান হও। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। তাহলে জানালা খুলে দাও, আলো আসুক। আমার জীবনের আলো নিবে যাক।

রোমিও। বিদায় তাহলে। শুধু একটিমাত্র চুম্বন আর তারপরেই আমি নেমে যাব। (নিচে অবতরণ)

জুলিয়েত। তুমি কি চলে গেলে প্রিয়তম, আমার স্বামী? আমার সুহৃদ। রোজ প্রতি ঘণ্টায় চিঠি লিখবে ও খবর পাঠাবে, প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে মনে হবে অনেকগুলো দিন। এমনি করে দিন গণতে গণতে তোমাকে দেখার আগেই হয়ত আমি নিজে বুড়ো হয়ে যাব।

রোমিও। বিদায়। তোমার কাছে খবর পাঠাবার কোন সুযোগই আমি হারাব না প্রিয়তম।

জুলিয়েত। ধন্যবাদ। আবার আমাদের মিলন হবে।

রোমিও। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের এই সব দুঃখের অবসান হবে ভবিষ্যতের এক মধুর মিলনের মধ্যে।

জুলিয়েত। হা ভগবান! আমার মনটা কিন্তু কেমন করছে। তোমায় নিচেয় দেখে আমার মনে হচ্ছে, কবরের তলদেশে শায়িত একটা মৃতদেহ। হয় আমার চোখের দৃষ্টি কমে গেছে আর তা না হলে তোমায় খুব ম্লান দেখাচ্ছে।

রোমিও। বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, আমার চোখেও তোমাকে অমনি দেখাচ্ছে। দুঃখের উত্তাপে রক্ত আমাদের শুকিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। হে সৌভাগ্যদেবী, লোকে বলে তুমি নাকি চঞ্চলা, তা যদি হয় তাহলে যারা তোমায় বিশ্বাস করে তাদের তুমি কি করবে? সত্যিই তুমি যদি চঞ্চলা হও তাহলে আমার প্রিয়তমকে বেশীদিন বাইরে রেখে আমায় কষ্ট দেবে না, তুমি শীগ্‌গির তাকে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।

ক্যাপুলেতপত্নী। (ভিতর থেকে) কই বাছা, ওঠনি?

জুলিয়েত। কে ডাকছে আমায়? আমার মা? আজ মা কি খুব তাড়াতাড়ি উঠেছে? এদিকে ত মার আসার কোন কারণ নেই, তবে কেন আসছেন?

ক্যাপুলেতপত্নীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। কেমন আছিস জুলিয়েত?

জুলিয়েত। ভাল নেই মা।

ক্যাপুলেতপত্নী। দিনরাত তোর ভাইএর জন্য কাঁদছিস? তুই কি ভেবেছিস কেঁদে কেঁদে তোর চোখের জলে তাকে কবর থেকে ধরে আনবি? কিন্তু তাহলেও কি তাকে বাঁচাতে পারবি? তাই বলি কি, চুপ কর। অবশ্য দুঃখের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার আধিক্য জানা যায়। কিন্তু দুঃখ করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

জুলিয়েত। তবু এই ক্ষতির জন্য আমায় কাঁদতে দাও।

ক্যাপুলেতপত্নী। তাতে শুধু ক্ষতিটাই অনুভব করবি, যার জন্য কেঁদে মরবি তাকে আর পাবি না।

জুলিয়েত। তা হয় হোক, তবু বন্ধুর জন্যে না কেঁদে থাকতে পারব না।

ক্যাপুলেতপত্নী। আচ্ছা মা, তুই বোধ হয় টাইবল্টের মৃত্যুর জন্য এত কাঁদছিস না, যে শয়তানটা তাকে মেরেছে সে এখনো জীবিত আছে বলেই কাঁদছিস।

জুলিয়েত। কোন শয়তান মা?

ক্যাপুলেতপত্নী। কে আবার রোমিও।

জুলিয়েত। (স্বগত) শয়তানের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন। আমিও তাকে ক্ষমা করেছি, যদিও তার মত দুঃখ আমায় কেউ দেয়নি।

ক্যাপুলেতপত্নী। তার কারণ সেই খুনী বিশ্বাসঘাতকটা বেঁচে আছে এখনো।

জুলিয়েত। হ্যাঁ, মা। আমার এই হাতের নাগাল থেকে অনেক দূরে আছে সে। তা নাহলে আমি আমার ভাইএর মৃত্যুর জন্য নিজের হাতেই প্রতিশোধ নিতাম।

ক্যাপুলেতপত্নী। ভেবো না, আমরা তার প্রতিশোধ নেবই। আর কেঁদো না। আমি মান্টুয়াতে লোক পাঠাব। সে সেই পলাতক দুর্বৃত্তটাকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে সেও টাইবল্টের কাছে মৃত্যুপুরীতে যেতে বাধ্য হবে। তখন তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে।

জুলিয়েত। রোমিওকে মৃত না দেখা পর্যন্ত আমি খুশি হব না। কী বলব মা, আমার রিক্ত অন্তর আমার আত্মীয়র জন্য এতই পীড়িত হচ্ছে যে যদি তুমি বিষ এনে দেবার মত একটা লোক পাও ত আমি নিজেই সেই

বিষ রোমিওকে খাইয়ে তাকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে দেব। তার নামটা শুনতেও আমার ঘৃণা হয় আর তার যে দেহটা আমার প্রিয় ভাই টাইবল্টকে খুন করেছে তাকে কাছে দেখলে আরও ঘৃণা হয়।

ক্যাপুলেতপত্নী। আমি তোমায় উপায় খুঁজে দেব। সে লোক তোমায় এনে দেব। এখন একটা সুখবর বলছি শোন।

জুলিয়েত। এই দুঃখের সময়ে আনন্দের খুবই দরকার। কিন্তু তোমার সুখবরটা কি মা?

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমার বাবা সত্যিই খুব চৌকোশ লোক, তাঁর সব দিকে লক্ষ্য। তোমাকে তোমার এই শোকের বোঝাভার হতে মুক্ত করার জন্যে অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটি উৎসবদিবসের আয়োজন করেছেন। তুমি আমি কেউ তা আশা করতে পারিনি।

জুলিয়েত। সে কোন দিন?

ক্যাপুলেতপত্নী। আগামী বৃহস্পতিবার সকালে রাজার আত্মীয় সম্ভ্রান্তবংশজাত বীর সাহসী ভদ্রযুবক প্যারিস সেণ্ট পিটার গীর্জাতে তোমায় বিবাহ করবে। তুমি তার ধর্মপত্নী হয়ে সুখী হবে।

জুলিয়েত। কিন্তু সেণ্ট পিটার ও তাঁর গীর্জার নামে শপথ করে বলছি তার ধর্মপত্নী হয়ে আমি কখনই সুখী হব না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমার বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কিসের? কেউ আমায় বিয়ে করতে চাইলে অবশ্যই বিয়ের আগে আলাপ করতে হবে তাকে আমার সঙ্গে। আমার অনুরোধ, তুমি ও বাবা প্যারিসকে বলে দেবে আমি বিয়ে করব না। যদি কখনো করি ত রোমিওকে করব। যদিও জান আমি তাকে ঘৃণা করি, তবু প্যারিসকে কখনই করব না। খুব আহ্লাদের কথা বললে যা হোক।

ক্যাপুলেতপত্নী। ওই তোমার বাবা আসছেন। বলো তাঁকে। উনি কি বলেন শোন, কিভাবে কথাটা নেন দেখ।

ক্যাপুলেত ও ধাত্রীর প্রবেশ

ক্যাপুলেত। সূর্য যখন অস্ত যায় তখন শিশির ঝরে ব্যতাসে। কিন্তু আমার ভাইপোর জীবনসূর্য অস্ত গেলে একেবারে বৃষ্টি ঝরছে। এখন কি করছে মেয়েটা? এখনো কাঁদছে? এখনো জল ঝরছে তার চোখ থেকে? তোমার এই ছোট্ট দেহটার মধ্যে জাহাজ সমুদ্র ঝড়—এই তিনটে বিরাট বস্তুর সমন্বয়

ঘটেছে দেখছি। তোমার চোখদুটোকে দেখে সমুদ্র মনে হচ্ছে; তাতে অশ্রুর জোয়ার ভাটা চলছে সব সময়। তোমার দেহটা হচ্ছে একটা জাহাজ লবনাক্ত অশ্রুর প্লাবনের উপর পাল তুলে চলেছে। তোমার দীর্ঘশ্বাস হচ্ছে ঝড়ের মত। ঝড়ের মতই বিক্ষুব্ধ করে তুলছে তোমার অশ্রুর বেগকে। আবার এই অশ্রুও উদ্রেক করছে দীর্ঘশ্বাসরূপ ঝড়ের। যদি হঠাৎ থামাতে না পার তাহলে ওরা পরস্পরে মিলে তোমার এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দেহটাকে উল্টে দেবে। কী গিন্না, আমাদের ব্যবস্থার কথা ওকে বলেছ?

ক্যাপুলেতপত্নী। হাঁ, বলেছি। কিন্তু ও সেকথা শুনবে না। ও শুধু তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। মরে যাবে তবু ও বিয়ে করবে না।

ক্যাপুলেত। আচ্ছা থাক। আমি গিয়ে দেখছি কেমন না শোনে। সে আমাদের এর জন্য ধন্যবাদ দেয়নি। সে কি এর জন্য গর্বিত নয়? তার মত এক অযোগ্য মেয়ের জন্য আমরা যে এমন যোগ্য ভদ্র বরের যোগাড় করেছি এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করেনা ও?

জুলিয়েত। না, গর্ব অনুভব করতে যাব কেন বাবা? তবে তোমরা এ কাজ করেছ বলে আমি কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। আমি যাকে ঘৃণা করি তার জন্য আমি গর্ববোধ করতে পারি? কিন্তু কেউ যদি আমায় ভালবেসে আমার ঘৃণার পাত্রকে আমার হাতে তুলে দিতে চায় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ হতে পারি।

ক্যাপুলেত। তুই একথা কেমন করে বলতে পারলি? কুতার্কিক কোথাকার এটা কি হচ্ছে? আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, দিচ্ছিনা, অথচ গর্বিত নই? শোন বলি, আমি তোমার ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা চাই না, তোমার গর্বও চাই না। আমি চাই তুমি শুধু আগামী বৃহস্পতিবারের জন্য প্রস্তুত হও, ঐদিন সেন্ট পিটার গীর্জায় প্যারিসের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। না গেলে তোমায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব। দূর হ, শুটকি, প্যাঁচামুখী এ বাড়ি থেকে।

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমাকেও ধিক, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

জুলিয়েত। বাবা, আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, আমার একটা কথা শোন ধৈর্য ধরে।

ক্যাপুলেত। চুলোয় যা, অবাধ্য পাজী মেয়ে। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে

দিচ্ছি, বৃহস্পতিবার গীর্জায় যাবে আর তা যদি না যাও ত তোমার ও মুখ কোনদিন আমায় দেখাবে না। আর কোন কথা নয়, একটা জবাব পর্যন্ত দিতে যেও না। আমার হাতের আঙুলগুলো সুস্থুর করছে তোকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। গিন্নী, ভগবান যখন আমাদের এই সন্তান দান করেছিলেন, আমরা তখন নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ও একাই একশো। এখন দেখছি ওর মত সন্তান পাওয়া কটা অভিশাপ। দুর হ পোড়ারমুখী।

ধাত্রী। ভগবান তার মঙ্গল করুন। ওকে এভাবে গালাগালি করা আপনার অন্যায়।

ক্যাপুলেত। কেন বল দেখি বিজ্ঞ বুড়ী ঠাকরুন? তুমি চুপ কর। তুমি তোমার পরচর্চা নিয়ে থাকগে যাও।

ধাত্রী। কেন, কী এমন আমি অন্যায় বা অপরাধের কথা বলেছি।

ক্যাপুলেত। হে ভগবান

ধাত্রী। কেন, কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না?

ক্যাপুলেত। থাম, বোকার মত বকবক করিস না। ওসব বড় বড় কথা বলবি তোর পরচর্চার আড্ডাখানায় গিয়ে। এখানে নয়।

ক্যাপুলেতপত্নী। তুমি বড্ড বেশী রেগে গেছ।

ক্যাপুলেত। কী বলছ রাগব না? আমাকে পাগল করে দিয়েছে। দিনে, রাতে, কাজের সময় বা অবসর সময়ে, একা বা লোকসঙ্গে যখন যেখানে থেকেছি, আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, আমি কিভাবে ওকে পাত্রস্থ করব। কিন্তু অতি কষ্টে যখন সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, কমবয়সী গুণবান একটি পাত্রকে জোগাড় করলাম, তখন ঐ ছিঁচকাঁদুনে বোকা বদমায়েস হতভাগী মেয়েটা বলে কি না 'আমি এত ছোট যে এখন বিয়ে করব না। ভালবাসতে জানি না। আমাকে ক্ষমা করো।' ঠিক আছে বিয়ে না করলেও ক্ষমা আমি করব, কিন্তু যখানে খুশি গিয়ে তোমায় চড়ে খেতে হবে, এক বাড়িতে তোমাকে নিয়ে আর বাস করব না। এটা ভেবে দেখ, আমি ঠাট্টা করছি না। বৃহস্পতিবার আর দেরী নেই। বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরকে বোঝাও। তুমি আমার কথা শুনবে আমি তোমায় সৎপাত্রে দান করব। আর যদি তা না করো, তাহলে চুলোয় যাও, ভিক্ষা করো, উপোস যাও, না খেতে পেয়ে মর রাজপথে, আমি তোমায়

আমার মেয়ে বলে স্বীকার করব না। আর আমার যা কিছু আছে তা তোমার কাজে কোনদিন লাগতে দেব না। ভাল করে ভেবে দেখ, আমাকে ত্যাগ করো না। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। স্বর্গের যে সব দেবতারা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের সব দুঃখ-বেদনা দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের কি কোন দয়ামায়া নেই ? মা, আমায় এমন করে মেরে ফেলে দিওনা। বিয়েটা অন্ততঃ একমাস কি এক সপ্তা পিছিয়ে দাও। আর তা যদি না পার তাহলে টাইবল্ট যেখানে সমাহিত হয়েছে সেই সমাধিক্ষেত্রেই আমার বাসরশয্যা রচনা করো।

ক্যাপুলেতপত্নী। আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না। আমি কিছু বলব না। তোমার যা খুশি করো, আমার কিছু করার নেই। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। হে ভগবান ! হে ধাইমা ! এ বিয়েটাকে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখা যায় ? মর্ত্যে আমার স্বামী আর উপরে ঈশ্বর। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু সে বিশ্বাসের ফল কেমন করে নেমে আসবে পৃথিবীতে ? তবে কি আমার স্বামী ইহলোক ত্যাগ না করা পর্যন্ত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন না ? ধাইমা, তুমি যা হোক একটা পরামর্শ দাও। অবশ্য এর প্রকৃত উপায় একমাত্র ঈশ্বরই বলে দিতে পারেন, কিন্তু তোমার মুখে কথা নেই কেন ? তুমি একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পার না ?

ধাত্রী। আচ্ছা বলছি : দেখ রোমিও নির্বাসিত। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও সে কোনদিন সাহস করে এসে কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। সে কোনদিন এলেও লুকিয়ে চুপিসারে আসবে। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার মতে তোমার প্যারিসকেই বিয়ে করা উচিত। তাছাড়া প্যারিস যেমন সুন্দর তেমনি ভদ্র। তার তুলনায় রোমিও একটা অসৎ পাগলা লোক। প্যারিসের মত রোমিওর চোখগুলোও সুন্দর ও সবুজাভ নয়। আমি অন্তরের সঙ্গে বলছি, তুমি তোমার এই দ্বিতীয় বিয়েতেই বেশী সুখী হবে। কারণ এটা প্রথমকার বিয়ের থেকে সব দিক দিয়ে ভাল। মনে কর, প্রথম স্বামী মারা গেছে আর বেঁচে থাকলেও তাকে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

জুলিয়েত। তুমি তোমার অন্তর থেকে এ কথা বলছ ?

ধাত্রী। শুধু অন্তর থেকে নয়, আত্মা থেকেও আমার সমস্ত অন্তরাত্মা থেকেই আমি এ কথা বলছি।

জুলিয়েত। ভগবান তোমার ভাল করুন।

ধাত্রী। তার মানে ?

জুলিয়েত। তুমি আমায় চমৎকার সান্ত্বনা দিয়েছ। ভিতরে গিয়ে মাকে বল, আমি আমার বাবার মনে দুঃখ দিয়েছি বলে স্বীকারোক্তি করে পাপস্খালন করতে যাচ্ছি ফ্রায়ার লরেন্সের গীর্জায়।

ধাত্রী। তাহলে খুব ভাল হয়, আমি যাচ্ছি। এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। রে পাপিষ্ঠা বুড়ী শয়তানী, তুই বলে যা, এইভাবে আমার স্বামীকে ত্যাগ করা কি পাপ নয় ? যে মুখে একদিন তার প্রশংসা করেছি সে মুখে তার নিন্দা করা কি পাপ নয় ? শয়তানী, এখন তুই যা, এবার থেকে তুই আর আমি এক হব না কোনদিন। এখন আমি প্রতিকারের জন্য ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় যাচ্ছি। যদি কিছু না হয় তাহলে অন্ততঃ মরতে পারব।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের গীর্জা।

ফ্রায়ার লরেন্স ও কাউণ্টি প্যারিসের প্রবেশ

ফ্রায়ার ল। বৃহস্পতিবার, সময়টা খুবই কম।

প্যারিস। আমার শ্বশুরমশায় ক্যাপুলেত তাই চান। আর আমিও তাঁকে দমাতে চাই না। আমিও তাই চুপ করে বসে নেই।

ফ্রায়ার ল। আপনি বললেন, আপনি পাত্রীর মনের খবর জানেন না এবং সেটা এখন অশোভন। আমি কিন্তু সেটা ভাল বলি না।

প্যারিস। অস্বাভাবিকভাবে সে টাইবল্টের জন্য শোকে কান্নাকাটি করছে। এমত অবস্থায় আমি তার সঙ্গে ভালবাসাবাসির কথা বলার কোন সুযোগই পেলাম না। কোন শোকগ্রস্ত সংসারে প্রেমের কোন অবকাশ নেই। এখন তার বাবা চান না যে সে এতখানি হা হুতাশ করুক শোকে। তার চোখের জল বন্ধ করার জন্য তার বাবাই তার বিয়ের জন্য তাড়াতাড়ি করছেন। একা থাকলে যে দুঃখটা ভারী হয়ে চেপে বসবে তার উপর, অপরের সাহচর্যে সে দুঃখের বোঝাটা হালকা হয়ে যাবে। এখন আপনি কি জানেন কেন ওরা তাড়াতাড়ি করছে ?

ফ্রায়ার ল। (স্বগত) আমি জানি না, দেরি করারই বা কারণ কি—ঐ দেখুন, মেয়েটা আমার আস্তানার দিকেই আসছে।

জুলিয়েতের প্রবেশ

প্যারিস। আমার প্রণয়িনী এবং পত্নী, তোমায় দেখে খুশি হলাম।

জুলিয়েত। আমি যখন আপনার স্ত্রী হব তখন একথা বলবেন।

প্যারিস। কেন প্রিয়তমা তা ত তুমি আগামী বৃহস্পতিবারই হবে।

জুলিয়েত। যা হবার হবে।

ফ্রায়ার ল। এটা ত শাস্ত্রকথা।

প্যারিস। তুমি কি গুরুদেবের কাছে স্বীকারোক্তি করতে এসেছ?

জুলিয়েত। এর উত্তর আমি বলতে চাই যে তার আগে আপনার কাছে আমার স্বীকারোক্তি করা উচিত।

প্যারিস। তুমি যে আমায় ভালবাস, একথা অস্বীকার করো না যেন তাঁর কাছে।

জুলিয়েত। আমি আপনার কাছেই স্বীকার করব যে, আমি তাকে ভালবাসি।

প্যারিস। আমি বিশ্বাস করি তার মত তুমি আমাকেও ভালবাসবে।

জুলিয়েত। যদি তা পারি তাহলে ত খুব ভাল হয়। তাতে লাভ হয় আমারই বেশী। তাহলে আপনার মুখের সামনে সেকথা না বলে পিছনে বলা হবে।

প্যারিস। তোমার মুখ ত এখন চোখের জলে ভিজে।

জুলিয়েত। আমার মুখ ভিজিয়ে চোখের জলের কোন লাভ হবে না। কারণ মুখটা আমার এতই খারাপ যে তাদের কাছে এটা ঘৃণার বস্তু।

প্যারিস। এটা তুমি অন্যায় করছ তোমার মুখের প্রতি যেমন করেছ তোমার চোখের জল।

জুলিয়েত। এটা কোন নিন্দার কথা নয়, সত্যি কথা। কিন্তু যাই হোক আমি আমার মুখের সামনেই বলেছি।

প্যারিস। তোমার নিজের মুখের নিন্দা তুমি নিজেই করেছ।

জুলিয়েত। তা হতে পারে, কারণ এটা আমার নিজের না। এখন কি আপনার সময় হবে গুরুদেব? তা না হলে আমি সন্ধ্যায় প্রার্থনার সময় আসব।

ফ্রায়ার ল। হ্যাঁ, আমার সময় হবে মা। (প্যারিসের প্রতি) আচ্ছা আপনি তাহলে আসুন, আমরা একটু নিভৃতে আলোচনা করতে চাই।

প্যারিস। ভগবান করুন, আমি যেন কারো কোন ধর্মের কাজে বাধা না দিই। বৃহস্পতিবার সকালেই আমি গিয়ে তোমাকে তুলব। তার আগে আপাততঃ বিদায়। এই আমার পবিত্র চুম্বন রইল তোমার প্রতি। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। হে গুরুদেব, দরজা বন্ধ করে দিন, তারপর আমার সঙ্গে কাঁদুন। এ যা দুঃখ, এ দুঃখের কোন প্রতিকার নেই, আশা নেই, সাহায্য নেই।

ফ্রায়ার ল। আমি তোমার দুঃখের কথা আগেই জেনে ফেলেছি। তাতে আমিও দুঃখিত হয়েছি; কিন্তু কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না বুদ্ধি দিয়ে। আমি আরও শুনছি তোমাকে এ বিয়ে করতেই হবে এবং কোন কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এ বিয়েকে। আগামী বৃহস্পতিবার তুমি কাউণ্ট প্যারিসকেই বিয়ে কর।

জুলিয়েত। তাহলে আপনি সেকথা শোনেননি গুরুদেব, শুনলে একথা বলতেন না; বরং তাহলে এ বিপদ কেমন করে নিবারণ করতে পারি সেকথা বলতেন। আপনি আপনার জ্ঞানের দ্বারা যদি এর প্রতিকারের কোন উপায় বলে দিতে না পারেন, তাহলে আমার সংকল্পের সততাকে স্বীকার করে নিন। আমার সংকল্প এই যে আপনি যদি এ বিষয়ে কোন সাহায্য করতে না পারেন তাহলে এই ছুরির আঘাতেই সব কিছুর সমাধান করে ফেলব। ভগবান আমাদের দুটি হৃদয় এক করে দিয়েছেন আর আপনি আমাদের দুটি হাতকে এক করেছেন। কিন্তু রোমিওর সঙ্গে আবদ্ধ এই হাত যদি আবার অন্য কারো হাতের সঙ্গে আবদ্ধ হয় এবং আমার এই অন্তর বিদ্রোহী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে অপরের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তার আগেই আমি আমার হাত আর হৃদয় দুটাকেই হত্যা করব। আপনি আপনার দীর্ঘ দিনের জ্ঞান বিদ্যার আলোকে অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে আমার কি করণীয় সে বিষয়ে কিছু সুপরামর্শ দিন। আর তা না পারলে দেখুন, আপনি আপনার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতার দ্বারা যা পারেননি তা আমার এই ছুরির রক্তাক্ত মধ্যস্থতায় সম্ভব হয়ে উঠবে, আমার মান সম্মানও সব বাঁচবে। আপনি দেরি করবেন না। আমি মরতে চাই। প্রতিকারের যদি কিছু থাকে ত বলুন।

ফ্রায়ার ল। থাম মা, আমি একটা আশা কোন রকমে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু সে পথটা বড় ভয়ঙ্কর। এই বিয়ের ব্যাপারটা ঠেকানোর মত সে

কাজটাও কঠিন। তুমি যদি প্যারিসের সঙ্গে তোমার বিয়েটাকে এড়ানোর জন্য মরতে পার, তাহলে তুমি মৃত্যুর সমান ভয়ঙ্কর এ কাজটাও করতে পার সব লজ্জা থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য। মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মৃত্যুর সঙ্গেই মিতালি করতে হবে তোমায়। যদি পার ত বলি।

জুলিয়েত। প্যারিসকে বিয়ে করার কুকার্য হতে রক্ষা পাবার জন্য আমি দরকার হলে সুউচ্চ দুর্গচূড়া হতে লাফ দিতে পারব, দস্যু বা সর্পসংকুল পথে বা জায়গায় যেতে বা থাকতে পারব, কোন ক্রুদ্ধ ভালুকের সঙ্গে বাঁধা থাকতে পারব অথবা রাত্রিতে কোন অন্ধকার শবগৃহে মাথার খুলি ও অস্থিশয্যা পরে একা শুয়ে থাকতে পারব অথবা সন্থনির্মিত কোন কবরের মধ্যে গিয়ে মৃত লোকের পাশেও শুয়ে থাকতে পারব। যে সব কাজের নাম শুনলে আগে হৃৎকম্প হত এখন সে সব কাজ আমি আমার প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রী হিসাবে আমার প্রেমের বিশ্বস্ততাকে কলঙ্কমুক্ত রাখার জন্য স্বচ্ছন্দে করতে পারব।

ফ্রায়ার ল। ঠিক আছে। এখন বাড়ি যাও। খুশির সঙ্গে প্যারিসকে বিয়ে করতে সম্মত হও। আগামী কাল বুধবার। কাল রাত্রে একা শোবে। তোমার ঘরে ধাইও যেন না শোয়। এই শিশিটা সঙ্গে নিয়ে শোবে। শিশির ভিতরকার তরল মদের মত এই জিনিসটা সব খেয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখবে তোমার শিরায় শিরায় খুব শীতল তন্দ্রালু একটা ভাবের ঢেউ খেলে যাবে। তোমার হৃৎস্পন্দন তার স্বাভাবিক গতিশক্তি হারিয়ে থেমে যাবে। প্রাণের স্বাভাবিক উত্তাপ এমনভাবে চলে যাবে এবং শ্বাস প্রশ্বাস এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে যে সজীবতার কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না তোমার মধ্যে। তোমার ওষ্ঠাধরের সব গোলাপী আভা নিঃশেষে ম্লান হয়ে যাবে। নিমীলিত হয়ে যাবে তোমার নয়নরূপ গবাক্ষ, ঠিক যেমন মৃত্যুতে জীবনের সব আলো নিভে যায়। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মৃত্যুর মত শিথিল শীতল ও কঠিন হয়ে পড়বে এবং ঠিক এইভাবে তোমায় বিয়াল্লিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। তারপর তুমি জেগে উঠবে, যেন মনে হবে দীর্ঘ মধুর এক নিদ্রার গভীর থেকে উঠে এসেছ। এর মধ্যে সকালে যখন বর এসে তোমায় উঠোতে যাবে তখন দেখবে মরে পড়ে আছে। তখন আমাদের দেশের প্রথামত তোমাকে ভাল পোষাক পরিয়ে কফিনে শুইয়ে অনাবৃত অবস্থায় সেই প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া

হবে যেখানে ক্যাপুলেত বংশের মৃতব্যক্তিরা সকলেই সমাহিত হয়ে আছে। তারপর তুমি জেগে ওঠার আগেই আমার চিঠি পেয়ে সব কিছু জেনে রোমিও চলে আসবে। রোমিও ও আমার সামনেই তুমি জেগে উঠবে এবং সেই রাত্রিতে সে তোমায় মাঞ্চুয়া নিয়ে গিয়ে সব লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে তোমায় রক্ষা করবে। অবশ্য যদি কোন ক্রীড়াসুলভ চঞ্চলতা বা নারী-সুলভ ভয় তোমার সাহসকে কমিয়ে দিয়ে একাজে তোমায় প্রতিনিবৃত্ত করতে না পারে।

জুলিয়েত। দিন, দিন গুরুদেব, ভয়ের কথা আর বলবেন না।

ফ্রায়ার ল। ধর। এখন চলে যাও, দৃঢ় ও নির্ভীক হয়ে থাক তোমার সংকল্পে, আমি আমার চিঠি দিয়ে শীগগির একজন লোক পাঠাব মাঞ্চুয়ায় তোমার স্বামীর কাছে।

জুলিয়েত। হে ভগবান! শক্তি দাও এবং শক্তিই আমায় সাহায্য করবে। বিদায় গুরুদেব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাড়ি।

ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্নী, ধাত্রী ও দু তিনজন ভৃত্যের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। যে সব অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদের সকলের নাম এখানে লেখা আছে। (একজন ভৃত্যের প্রস্থান) (অন্য একজন ভৃত্যের প্রতি) দেখ, কুড়িজন সুদক্ষ রাঁধুনির ব্যবস্থা করো।

ভৃত্য। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না হুজুর। এমন রাঁধুনি আনব যে তারা আঙুল চাটবে।

ক্যাপুলেত। সে আবার কি?

ভৃত্য। জানেন না হুজুর, যে রাঁধুনি নিজের আঙুল চাটতে পারে না সে বাজে রাঁধুনি আর আমি তাকে দেখতে পারি না।

ক্যাপুলেত। যাও। (দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান) এবার দেখছি আমাদের অপ্রস্তুত হতে হবে। মেয়েটা কি ফ্রায়ার লরেন্সের কাছে গেছে?

ধাত্রী। হাঁ হুজুর, সান্ত্বনার জন্যে গেছে সেখানে।

ক্যাপুলেত। আমার মনে হয়, লোকটা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মনটাকে তার ভালর দিকে নিয়ে যেতে পারে। মেয়েটা এমন রগচটা একগুঁয়ে আর নচ্ছার ধরনের যে বলার নয়।

জুলিয়েতের প্রবেশ

ধাত্রী। ঐ দেখুন আসছে কোথা থেকে; চোখের দৃষ্টিটা কেমন খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

ক্যাপুলেত। এই যে আমার মাথামোটা মেয়েটা। কিরে, খবর কি! কোথা গিয়েছিলি?

জুলিয়েত। তোমার অবাধ্য হয়ে তোমার কথা না শুনে যে পাপ আমি করেছি স পাপ অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করতে গিয়েছিলাম। গুরুদেব লরেন্স আমায় তোমার কাছে প্রণিপাত হয়ে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন। আমায় ক্ষমা করো বাবা, আমি অনুনয় বিনয় করছি। কথা দিচ্ছি। এখন থেকে তুমি যা বলবে তাই করব। তোমার কথামতই চলব।

ক্যাপুলেত। কে আছিস, কাউন্টি প্যারিসকে ডেকে পাঠা। তাকে এই খবরটা দে। কাল সকালেই ওদের গাঁটছড়াটা বেঁধে দিই।

জুলিয়েত। লরেন্সের গীর্জায় আমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। শালীনতার সীমা বজায় রেখে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি কত ভাল ও প্রিয়তমা স্ত্রী তার হব আমি।

ক্যাপুলেত। শুনে সত্যিই খুশি হলাম। খুব ভাল কথা—উঠে দাঁড়া। ও কি করছিস? ওরে বলছি, কাউন্টিকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। রেভারেণ্ড ফ্রায়ার আমাদের সত্যিই খুব ধার্মিক লোক। আজ সারা শহর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি একাজ না করলে সারা শহরের মুখে চূণকালি পড়ত।

জুলিয়েত। ধাইমা। তুমি একবার আমার সঙ্গে আমার ঘরে যাবে? কাল কোন কোন গয়না পড়লে আমায় মানাবে, সেগুলো বেছে দেবে।

ক্যাপুলেতপত্নী। বৃহস্পতিবারের আগে নয়। এখনো অনেক সময় আছে।

ক্যাপুলেত। যাও ধাই, ওর সঙ্গে যাও। কালই আমরা গীর্জায় যাব।

(জুলিয়েত ও ধাত্রীর প্রস্থান)

ক্যাপুলেতপত্নী। আমরা সব যোগাড় যন্তর কিকরে করে উঠতে পারব তা একবার ভেবে দেখছ? এখন ত সন্ধ্যে হয়ে এল।

ক্যাপুলেত। রেখে দাও তোমার কথা। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি গিন্নী, আমি একা ঘুরে বেড়িয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করব। তুমি জুলিয়েতের কাছে গিয়ে তার সাজগোজ দেখগে। আজ রাতে আমি শোব না। আজ আমি একাই ঘরকন্নার কাজ সারব। কি দেখছ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি

প্যারিসের কাছে নিজে গিয়ে তাকে প্রস্তুত করে তুলব কালকের জন্য। আজ আমার অন্তরটা আশ্চর্যভাবে হালকা হয়ে উঠেছে। সেই খামখেয়ালী মেয়েটা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। জুলিয়েতের কক্ষ।

জুলিয়েত ও ধাত্রীর প্রবেশ

জুলিয়েত। হ্যাঁ, ঐ পোষাকগুলো খুব ভাল। কিন্তু ধাইমা, আজ রাত্রে আমি একা থাকব। কারণ তুমি ভালভাবেই জান, আমি কতবড় পাপ করতে চলেছি। ঈশ্বর যাতে অসন্তুষ্ট না হন তার জন্য আমাকে কতকগুলো ধর্মীয় প্রক্রিয়া করতে হবে।

ক্যাপুলেতপত্নীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমরা এখন কি করছ? আমার সাহায্যের কোন দরকার আছে?

জুলিয়েত। না মা। কালকের জন্য যা যা দরকার আমরা তার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এবার আমায় একা থাকতে দাও। আজ রাতে ধাইমা তোমার কাছে থেকেই তোমায় সাহায্য করুক, কারণ আজ তোমার হাতে অনেক কাজ।

ক্যাপুলেতপত্নী। ঠিক আছে। বিদায় তাহলে। এখন শুয়ে পড়। বিশ্রাম নাও। এখন তোমার বিশ্রামের খুব দরকার।

(ক্যাপুলেতপত্নী ও ধাত্রীর প্রস্থান)

জুলিয়েত। ঈশ্বর জানেন, কখন আবার আমাদের দেখা হবে। সূক্ষ্মশীতল একটা ভয়ের রোমাঞ্চ শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে আমার আর তাতে হিম হয়ে যাচ্ছে আমার প্রাণের উত্তাপ। আমাকে হয়ত আবার ওদের ডাকতে হবে আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্য। ধাইমা—সেই বা এখানে কি করবে? সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা আমায় নিজের হাতেই করতে হবে। এস তবে শিশি, কিন্তু এই ওষুধ যদি কাজ না করে তাহলে কি কাল সকালে আমার বিয়ে সুনিশ্চিত? না না, এটা তা হতে দেবে না। তুমি এখানেই থাক। (ছুরিটি নামিয়ে রেখে) যদি এটা কোন বিষ হয় যা গুরুদেব আমায় মারার জন্য গোপনে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন কারণ তিনি নিজে রোমিওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পর আবার যদি বিয়ে দেন তাহলে তাঁর নাম খারাপ হয়ে যাবে? আমার ভয় হচ্ছে, তাই হবে,

আবার মনে হচ্ছে তা নয়। কারণ তিনি যে ধার্মিক লোক তার পরিচয় আগেই পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি রোমিও আমায় উদ্ধার করতে আসার আগেই কবরের মধ্যে আমি জেগে উঠি সেখানে অবশ্য একটা ভয়ের কথা আছে। যেখানে কোন বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করতে পারে না সেই কবরের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রোমিও আসার আগেই আমি মরে যাব না ত! আবার যদি বেঁচেও থাকি, যে সমাধিক্ষেত্রে শত শত বছর ধরে আমার মৃত পূর্বপুরুষদের কঙ্কাল সমাহিত হয়ে আছে, যার মধ্যে মৃত টাইবল্টের রক্তাক্ত দেহ এখনো অবিকৃত হয়ে চাপা আছে, আমার মৃতবৎ অবস্থার সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর স্থানের ভীষণতাকে কেমন করে সহ্য করব আমি? শুনছি রাত্রির বিশেষ এক সময়ে প্রেতাত্মারা কবর থেকে উঠে পড়ে—আমি নির্দিষ্ট সময়ের আগে জেগে উঠলে সেই প্রেতাত্মাদের দূষিত গন্ধ পেয়ে ও চীৎকার শুনে কী আমি করব যা শুনে জীবিত মানুষ পাগল হয়ে যায়। অকালে জেগে উঠে সেই পরিবেশের মধ্যে আমিই যদি পাগল হয়ে গিয়ে আমার পূর্বপুরুষদের অস্থি নিয়ে খেলা করতে শুরু করে দিই অথবা টাইবল্টের দেহটাকে কফিন থেকে তুলে ফেলি অথবা রাগের মাথায় একটা অস্থিকে লাঠি নিয়ে তাড়া করি? ওকি, আমার মনে হচ্ছে আমার জ্ঞাতিভাই টাইবল্টের প্রেত রোমিওকে খুঁজছে যে রোমিও ওকে হত্যা করেছে। থাম থাম টাইবল্ট, রোমিও, আমি যাচ্ছি। তোমার জন্যই আমি এটা পান করছি। (ওষুধ পান ও শয্যায় পতন)

চতুর্থ দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাড়ি।

ক্যাপুলেতপত্নী ও ধাত্রীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। এই নে চাবিকাঠি ধাই, ধর। আরো কিছু মশলা নিয়ে আয়।

ধাত্রী। ওরা গরমমশলার জন্যে কিছু বাদাম কিচমিচ ও জাফরাণ চাইছে।

ক্যাপুলেতের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। ওরে, তোরা সব ওঠ, উঠে পড়। দ্বিতীয় মোরগ ডাকল। তিনটে বেজে গেছে। লক্ষ্মী এ্যাঞ্জেলিকা, কিছু কষা মাংস দেখ ত, দামের জন্য ভাবতে হবে না।

ধাত্রী। আপনি যান শোনগে ত। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। রাত জেগে একটা অসুখ বাধিয়ে বসবেন।

ক্যাপুলেত। না না, কিছু হবে না। এর আগে কত আজে বাজে কারণে কত রাত আমি জেগেছি, তাতে কখনো কোন অসুখ হয়নি।

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারারাত যেন ইঁদুর ধরে বেড়াচ্ছ। আমি আর তোমাকে তা করতে দিচ্ছি না।

(ক্যাপুলেতপত্নী ও ধাত্রীর প্রস্থান)

ক্যাপুলেত। হিংসা, হিংসা ছাড়া আর কিছুই না।

লোহার শিক, ঝুরি, কাঠ প্রভৃতি সহ তিন চারজন ভৃত্যের প্রবেশ

ওসব কি?

প্রথম ভৃত্য। রান্নার সরঞ্জাম হুজুর, কিন্তু কি তা জানি না।

ক্যাপুলেত। যাই হোক, তাড়াতাড়ি করো। (প্রথম ভৃত্যের প্রস্থান)

শুনছ? আরও শুকনো কাঠ আনো, পিটারকে ডাক, সে দেখিয়ে দেবে কোথায় আছে।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আমিই পারব হুজুর কাঠ খুঁজে নিতে। পিটারকে আর দরকার হবে না। কাঠ কেটে কেটে কোনটা কাঠ আর কোনটা অকাঠ তা আমি চিনি।

ক্যাপুলেত। লোকটা ভালই বলেছে, লোকটার রসিকতাবোধ আছে। তোমার মাথাতেও দেখছি কাঠ ভর্তি আছে। (দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান)

ওহরি, এযে দেখছি সকাল হয়ে গেল। কাউন্টি প্যারিস বলেছে বাজনা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

ঐ এসে গেছে। ধাই, গিন্নী, ধাই কোথা এদিকে এস।

যাও জুলিয়েতকে জাগাও গিয়ে এবং তাকে সাজিয়ে দাও। আমি প্যারিসের সঙ্গে কথা বলছি। তাড়াতাড়ি করো, বর এসে গেছে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। জুলিয়েতের কক্ষ।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। ওমা, ও মেয়ে ওঠ না গো। তাড়াতাড়ি করো। ও বাছা, ও মেয়ে, এখনো ঘুম! ওঠ মা লক্ষ্মী, আমার অন্তরের ধন, বিয়ের কনে! কী, একটা কথাও নেই? পরের রাতে প্যারিস তোমায় ঘুমোতে দেবে না বলে আগেই ঘুমিয়ে তার শোধ তুলে নিচ্ছ? বাবা, কী গভীরভাবেই না ঘুমোচ্ছ। দেখছি তোমাকে নিজের হাতে জাগাতে হবে। ওমা, মা, আচ্ছা, তাহলে কাউন্টি নিজে এসে তোমাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে

যাক, সেই ভালো। সে তোমাকে মজা দেখিয়ে দেবে। জানোনা তাকে? (মশারি তুলে) এ যে দেখছি সাজ পোষাক পরে তৈরি হয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। আর না, আমাকে তাকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। ও মেয়ে, ওমা, একি, হায়, হায়, তোমরা ছুটে এসো গো মেয়ে আর নেই। কি কুক্ষণেই না আমার জন্ম হয়েছিল গো। কোন ওষুধ খেয়ে একাজ করেছে? ও গিন্নীমা, ও কর্তাবাবু। ক্যাপুলেতপত্নীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। গোলমাল কিসের?

ধাত্রী। হায়, কী দুঃখের দিন এল আমাদের!

ক্যাপুলেতপত্নী। ব্যাপার কী?

ধাত্রী। দেখ, দেখ, নিজের চোখে চেয়ে দেখ কী হলো আমাদের।

ক্যাপুলেতপত্নী। হায়, কী হলো আমার! আমার একমাত্র সন্তান, জীবনের জীবন। উঠে চোখ মেলে তাকা। তা না হলে আমিও তোর সঙ্গে মরব। ওরে লোক ডাক। সবাইকে ডাক।

ক্যাপুলেতের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। লজ্জার কথা, জুলিয়েতকে নিয়ে এস। তার বর এসে গেছে।

ধাত্রী। সে আর নেই। সে ইহলোকে আর নেই।

ক্যাপুলেতপত্নী। সর্বনাশ হয়েছে, সে আর নেই নেই, নেই।

ক্যাপুলেত। কই দেখি। সত্যিই ত, তার দেহটা ঠাণ্ডা হিম, রক্তস্রোত থেমে গেছে। হাড়গুলো শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেছে। ফুলের মত সুন্দর মুখখানার উপর অকালকুয়াশার মত মৃত্যু এসে চেপে বসেছে।

ধাত্রী। কী দুর্দিন!

ক্যাপুলেতপত্নী। এমন দুঃসময় আর কখনো আসেনি।

ক্যাপুলেত। মৃত্যু আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন শুধু কান্না ছাড়া আর বলার কিছু নেই।

বাদকদের সঙ্গে ফ্রায়ার লরেন্স ও প্যারিসের প্রবেশ

ফ্রায়ার ল। কই এস সব। কনে গীর্জা যাবার জন্য তৈরি?

ক্যাপুলেত। হ্যাঁ গীর্জা যাবার জন্য তৈরি, কিন্তু কোনদিন আর ফিরে আসবে না। বাবা প্যারিস, গতরাত্রে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়েছে তোমার স্ত্রীকে। তার ফুলের মত জীবনকে নির্জীব করে দিয়েছে। এখন মৃত্যুই

আমার আসল জামাতা। মৃত্যুই আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে। মৃত্যুই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমিও মরে মৃত্যুকেই আমার জীবন ও যথাসর্বস্ব দান করে যাব।

প্যারিস। আজ সকালেই তার মুখ দেখব বলে কত আশা করেছিলাম আমি; কিন্তু শেষে এই মুখ দেখতে হলো?

ক্যাপুলেতপত্নী। এমন অভিশপ্ত পোড়া দিন আর সারা জীবনের মধ্যে কখনো আসেনি। আমার একটামাত্র সন্তান, কত আদরের ও আনন্দের ধন; সেটাকেও মৃত্যু এসে আমার চোখের সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেল।

ধাত্রী। ওমা কী সব্বনাশের দিন এল গো। ঝাঁটা মারো কালা দিনের মুখে।

প্যারিস। আজ জঘন্য ঘৃণ্য নিষ্ঠুর মৃত্যুর দ্বারা আমি প্রতারিত হলাম। মৃত্যুই আমার প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল। হে আমার প্রিয়তমা, আমার জীবন। না এখন আর জীবন না। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র কাম্য।

ক্যাপুলেত। আজ আমরা মৃত্যুসম যন্ত্রণা আর ঘৃণার পাত্র। মৃত্যু, কেন তুমি আমাদের এই উৎসবের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিলে? হা আমার সন্তান! আমার সন্তান আজ নেই, সে এখন মৃত। আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা জীবনের আনন্দেরও অবসান ঘটল।

ফ্রায়ার ল। তোমরা সব চুপ করো। এই সব কান্নাকাটি ও চেঁচামেচির দ্বারা জীবনকে ফিরে পাওয়া যায় না। সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর আর তোমার অংশ ছিল এই সুন্দরী মেয়েটার মধ্যে। এখন গোটাটাই সে ঈশ্বরের হয়ে গেল। মৃত্যুর কবল থেকে তোমার অংশটা তুমি রাখতে পারলে না। কিন্তু ঈশ্বর তার নিজের অংশটা এক অনন্ত জীবনের মধ্যে সংরক্ষিত করে রাখল। আচ্ছা, তুমি ত তার উন্নতি চাইতে। এখন সবচেয়ে উন্নতির যে স্থান সেই স্বর্গে চলে গেছে সে, তবে কাঁদছ কেন? এখন সে সুদুর মেঘমালা পার হয়ে আকাশটাকে পিছু ফেলে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। সন্তানের চরম ও পরম উন্নতি দেখে পাগলের মত কান্নাকাটি করছ, এটা কি তোমাদের সন্তানস্নেহের পরাকাষ্ঠা? এটা মনে রেখো, বিয়ের পর দীর্ঘদিন বেঁচে না থেকে সে যে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল এটাতে তার

ভালই হয়েছে। এখন চোখের জল মোছ। প্রথমত তার দেহের উপর ফুল ছড়াও। তাকে ভাল পোষাক পরিয়ে গীর্জায় নিয়ে চল। আমাদের দুর্বল প্রকৃতির জন্য আমরা মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি। কিন্তু জানবে প্রকৃতির রাজ্যে অশ্রুর একটা মূল্য আছে। অকারণে সে অশ্রু পাত করা উচিত নয়।

ক্যাপুলেত। সব ঘটনা কেমন আশ্চর্যভাবে পাল্টে গেল। আমরা যে উৎসবের আয়োজন করেছিলাম তা এখন পরিণত হলো শেষকৃত্যানুষ্ঠানে। বিয়ের জন্য আনা ফুল গেল মৃতদেহের উপরে। বিয়ের গান বাজনা পরিণত হলো শবযাত্রার বিষন্ন সঙ্গীতে।

ফ্রায়ার। আপনারা ভিতরে যান। লর্ড প্যারিস, আপনিও যান। এই মৃতদেহকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। ঈশ্বর অবশ্য আপনাদের কিছু দুঃখ দিয়েছেন। কিন্তু তার বিধান লঙ্ঘন করে তাঁকে আরো বেশী করে চটাবেন না। (ধাত্রী ও বাদকদল ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

১ম বাদক। বাজনা করে চল চলে যাই আমরা।

ধাত্রী। থাম থাম।

১ম বাদক। তা বটে। আমাদের ত বাজাতেই হবে। তবে শুধু বাজনার সুরটা হবে আলাদা।

পিটারের প্রবেশ

পিটার। ও বাদকদল, বাবারা একবার প্রাণ খুলে বাজাও দেখি।

১ম বাদক। সেকি, প্রাণ খুলে?

পিটার। আমার অন্তর এখন দুঃখে ভরে গেছে। কিছু হালকা আনন্দের সুর বাজিয়ে অন্তরটাকে চাঙ্গা করে তোল ত বাবা।

১ম বাদক। আমরা মানুষ, এখন বাজনার সময় নয়।

পিটার। তাহলে তোমরা বাজাবে না?

১ম বাদক। তুমি কি দেবে আমাদের?

পিটার। টাকা দেব না, তবে আমি দেব রসিকতার জন্য একজন ভাঁড়। আমি তোমাদের মাথায় রাখার জন্য একটা ছুরি দেব।

২য় বাদক। ছুরি নয়, তোমার রসিকতার ছুরি দিলেই হবে।

পিটার। আচ্ছা সঙ্গীতের সুর রূপালি কেন বলতে পার?

১ম বাদক। বাজিয়ে গাইয়েরা রূপোর টাকার জন্যেই গান বাজনা করে তাই।

পিটার। না তাদের স্বরের মধ্যে সোনা নেই বলেই তাদের স্বর রূপোর মত। (প্রস্থান)

২য় বাদক। যাক ওসব কথা। জ্যাক, শবযাত্রার জন্য তৈরি হও। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মাঞ্চুয়ার একটি রাজপথ।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। নিদ্রাকালের মধুর স্বপ্ন যদি সত্য হয় তাহলে আশা করি কিছু সুখবর আসবেই। আজ আমার অন্তরাত্মা তার হৃদয় সিংহাসনে খুব খুশি মনে বসে আছে এবং অকারণ একটা আনন্দ আমাকে যেন শূন্যে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার প্রিয়তমা এসে আমাকে মৃত দেখেছে। আশ্চর্য স্বপ্ন—মৃত লোক ভাবছে এবং বেঁচে উঠে প্রেমাস্পদের চুম্বনে অভিষিক্ত হয়ে প্রেমের সিংহাসনে সম্রাটের মত বসতে চাইছে। বিকম্পিত প্রেমের ছায়াতেই যখন এত আনন্দ তখন আসল প্রেম কতই না মধুর।

রোমিওর ভৃত্য বালথাসারের প্রবেশ

ভেরোনার কোন খবর আছে? কি খবর বালথাসার! ফ্রায়ারের কোন চিঠি আননি? আমার প্রিয়তমা কেমন আছে? আমার বাবা কেমন আছেন? আবার আমি শুধোচ্ছি আমার সুন্দরী জুলিয়েত কেমন আছে? সে ভাল থাকলে আর কোন খারাপকে গ্রাহ্য করি না আমি।

বালথাসার। সে ভালই আছে। আর কিছু খারাপ হতে পারে না। তার দেহটা এখন সমাধির ভিতর ঘুমোচ্ছে আর তার আত্মাটা এখন স্বর্গে দেবদুতের কাছে চলে গেছে। দেখে এলাম তার মৃতদেহটাকে কবরের মধ্যে নামানো হচ্ছে। সেই খবরটা আপনাকে দেবার জন্য ছুটে এসেছি। অপরাধ নেবেন না হুজুর, আপনিই আমায় এ কাজের ভার দিয়ে এসেছিলেন।

রোমিও। সত্যিই কি তাই? তাহলে হে আকাশের যত সব গ্রহ নক্ষত্র, আর আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না, তোমাদের আর ভয় করি না। আমার জন্য কিছু কাগজ কালি আর ডাকের ঘোড়া নিয়ে আয়। আমি আজ রাতেই মাঞ্চুয়া ছেড়ে চলে যাব।

বালথাসার। আমি বলি কি হুজুর, একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার চোখের দৃষ্টি মলিন এবং ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কোন বিপদ ঘটতে পারে।

রোমিও। তোমার ধারণা ভুল। আমি যা বলছি কর। গুরুদেবের কোন চিঠি কি সত্যিই আননি ?

বালথাসার। না হুজুর।

রোমিও। ঠিক আছে তুমি যাও, ঘোড়া যোগাড় করো। আমি তোমার সঙ্গেই যাব। (বালথাসারের প্রস্থান) জুলিয়েত, আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে মিলিত হব আমি। যেমন করে হোক উপায় একটা বার করতেই হবে। হে ক্ষতিকারক ধ্বংসাত্মক বুদ্ধি, হতাশ ও বিপন্ন লোকদের মাথার মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ কর। একজন বৈদ্যের কথা মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে তার কথা লিখে নিয়েছিলাম। তার ভ্রূদুটো আশ্চর্যরকমের মোটা আর ঘন। যত সব শুকনো গাছ গাছড়া তার কাছে। সব সময় বিড় বিড় করে কী সব বলছে। চোখের দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে। অভাবে অনটনে তার দেহটা হাড়কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। তার দোকানে কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত মাছের হাঙরের আর কাছিমের শুকনো চামড়া ঝুলছে। কতকগুলো খালি বাক্স, মাটির সবুজ পাত্র, মরচেধরা ছুরি, শুকনো গোলাপের পাপড়ি আর সূতো ছড়ানো রয়েছে এখানে সেখানে। সেই লোকটার অভাব অনটন দেখে মনে হয়েছিল, যদি কারো মৃত্যুর জন্য বিষের দরকার হয় তাহলে এই লোকটাই তা দিতে পারে। এখন আমার প্রয়োজনের সময় তার কথাই মনে পড়ছে। সে নিশ্চয় আমায় বিষ বিক্রি করবে। আজ রবিবার বলে দোকানটা তার বন্ধ। কই বৈদ্য আছ নাকি ?

বৈদ্যের প্রবেশ

বৈদ্য। কে এত জোরে আমায় ডাকছে ?

রোমিও। এদিকে এসো বাপু। আমি জানি তুমি খুবই গরীব। চল্লিশটা ড়ুকেট (মুদ্রা) তোমায় দিচ্ছি। একপাত্র বিষ তোমায় দিতে হবে। এমন বিষ যেন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যায় আর মৃত্যু হয়। কামানের বুক থেকে যেমন দ্রুত গোলা বেরিয়ে আসে তেমনি দ্রুত যেন বিষপানকারীর বুক থেকে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বৈদ্য। তেমনি মারাত্মক বিষ আমার কাছে আছে। কিন্তু মাঞ্চুয়ার আইন হচ্ছে—এই যে সেই বিষের কথা যে একবার উচ্চারণ করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে, দেওয়া ত দূরের কথা।

রোমিও। তোমার মাথায় কি কিছু নেই ? তুমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ ?

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া তোমার চোখে মুখে। অভাবের পীড়ন তোমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অবজ্ঞা আর বুভুক্ষার চাপে পিঠ তোমার কুঁজো হয়ে পড়েছে। পৃথিবীটা তোমার বন্ধু নয়। পৃথিবীর কোন আইন তোমার অনুকূলে যায়নি। তোমার দারিদ্র্য কেউ ঘোচায়নি। সুতরাং আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে তোমার দারিদ্র্য ঘোচাও।

বৈদ্য। আমার দারিদ্র্য আমায় এটা নিতে বলছে, কিন্তু আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না।

রোমিও। মনে করো, আমি তোমার দারিদ্র্যকেই এটা দিচ্ছি, মনকে নয়।

বৈদ্য। এই নাও এইটা যে কোন তরল জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে খাবে। তোমার গায়ে যদি কুড়িটা মানুষের সমান ক্ষমতা থাকে তাহলেও এটা খাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় যমের বাড়ি যেতেই হবে।

রোমিও। জেনে রেখে, যে বিষ তুমি বিক্রি করতে চাইছিলে না, সে বিষের থেকে টাকা বা সোনা হচ্ছে অনেক খারাপ বিষ। তার তুলনায় তোমার বিষ অনেক ভাল। এই ঘৃণ্য জগতে সোনারূপ বিষ প্রলোভনের জাল বিস্তার করে মানুষের আত্মাকে তিলে তিলে কলুষিত করে হত্যা করে। সেই বিষ আমি তোমায় বিক্রি করেছি, তুমি আমায় কিছুই বিক্রি করনি। যাই হোক, আমি যাচ্ছি। আমি যা তোমায় দিচ্ছি তাই দিয়ে কিছু খাবার কিনে খাও, শরীরটাতে একটু মাংস গজাক। (বিষপাত্রের প্রতি) এসো, না না, তুমি ত বিষ নও, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম। চল আমার সঙ্গে জুলিয়েতের সমাধির ভিতরে। সেখানে আমি তোমায় গ্রহণ করব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। (ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানা)

ফ্রায়ার জনের প্রবেশ

ফ্রায়ার জন। কই দাদা ফ্রায়ার লরেন্স আছ নাকি !

ফ্রায়ার লরেন্সের প্রবেশ

এসো এসো, মাঞ্চুয়া থেকে আসছ ত' কী বলল রোমিও ? অথবা যদি সে কোন চিঠি লিখে দিয়ে থাকে তাহলে তা দাও।

জন। আমার সঙ্গে মাঞ্চুয়া যাবার জন্য একজন লোক খুঁজে পেলাম না আমি সারা শহরের মধ্যে। শহরে এখন দারুণ মহামারী চলছে। যেখানেই বা যে ঘরেই গেলাম আমাকে মহামারীগ্রস্থ অথবা রোগসংক্রামিত কোন লোক

ভেবে সকলেই তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল আমাকে দেখে। সুতরাং মাঞ্চুয়া যাওয়া আর আমার হলো না।

ফ্রায়ার ল। কে তাহলে আমার চিঠি রোমিওর কাছে নিয়ে গিয়েছিল ?

ফ্রায়ার জন। আমি তা পাঠাতে পারিনি দাদা। পাঠাবার কোন লোক পাইনি।

ফ্রায়ার ল। খুবই দুঃখের কথা। জরুরী কথা ছিল। পাঠাতে অবহেলা করে ভাল করনি। এতে ক্ষতি হতে পারে। জন, এখান থেকে গিয়ে তুমি আমায় একটা লোহার রড এনে দাও।

জন। আচ্ছা আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

ফ্রায়ার ল। আমাকে এবার একাই সেই সমাধিক্ষেত্রে যেতে হবে। এখন থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে সুন্দরী জুলিয়েত জেগে উঠবে। জেগে উঠে যদি সে জানতে পারে এইসব ঘটনার কথা রোমিও কিছুই জানে না তাহলে সে বকাবকি করবে। আমি মাঞ্চুয়াতে রোমিওর কাছে আবার চিঠি পাঠাচ্ছি। রোমিও না আসা পর্যন্ত জুলিয়েত জেগে উঠলে তাকে আমার গুহাতেই রেখে দেব। মৃত লোকের সমাধির মধ্যে একটি জীবিত মানুষের দেহ এখনো সমাহিত হয়ে আছে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেরোনা শহর। গীর্জা প্রাঙ্গন।
ক্যাপুলেত পরিবারের সমাধিক্ষেত্র।

মশাল ও ফুলের তোড়াহাতে একজন বালকভৃত্যসহ প্যারিসের প্রবেশ

প্যারিস। আমাকে মশালটা দিয়ে তুমি সরে দাঁড়াও। মশালটা নিবিয়ে দাও, তা নাহলে আমায় লোকে দেখতে পাবে। ঐ ইউ গাছের তলায় তুমি মাটিতে কান পেতে শুয়ে থাক। কবরখানার ফাঁপা মাটিতে কারো পায়ের শব্দ পেলেই শীষ দিয়ে আমায় সংকেত দেবে। দাও, ফুলগুলো আমায় দাও, এবার যাও, যা বললাম করগে।

বালকভৃত্য। (স্বগত) এই কবরখানায় একা থাকতে আমার ভয় করছে। তবু সাহস করে দেখব। (প্রস্থান)

প্যারিস। হে ফুলকুমারী! ফুল দিয়ে কত যত্নে আমি তোমার বাসরশয্যা রচনা করেছিলাম। কিন্তু তা সব ব্যর্থ হলো। আজ তুমি বেছে নিয়েছ ধূলিধুসরিত এক প্রস্তরশয্যা। অবশ্য এই রাত্রির মধ্যে সে পাথর আমি জল দিয়ে ভিজিয়ে দেব। জল না পেলে বেদনাসিক্ত অশ্রু দিয়ে তা সিক্ত করে

দেব। সারারাত ধরে তোমার এই সমাধির উপর চোখের জল ছড়িয়ে যাব আমি। (বালকভৃত্য শীষ দিয়ে সংকেত জানাল)

ছেলেটা সতর্কতামূলক সংকেত জানাল। নিশ্চয়ই কেউ আসছে। কিন্তু এই রাত্রিতে কোন শয়তান একজন বিশ্বস্ত প্রেমিক হিসাবে আমার কর্তব্য-কর্ম ও শেষকৃত্য সম্পাদনে বাধা দেবার জন্য এই দিকেই আসছে। একি আবার সঙ্গে মশাল। হা ভগবান। যাই সরে পড়ি। (প্রস্থান)

মশাল ও লোহার যন্ত্রপাতি হাতে রোমিও ও বালথাসারের প্রবেশ

রোমিও। আমাকে সাবলটা আর ঐ যন্ত্রটা দাও। এই চিঠিটা ধর। সকালে এই চিঠিটা তুমি আমার বাবা আর রাজাকে দেখাবে। আমাকে মশালটা দাও। খুব সাবধান। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখে যাবে ও শুনে যাবে কিন্তু আমার কাজে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করবে না। আমি কবরের ভিতর নামছি প্রথমতঃ আমার প্রিয়তমার মুখটা দেখার জন্য, কিন্তু তার আর একটা প্রধান কারণ হলো তার আঙুল থেকে সেই মূল্যবান আংটিটা নিয়ে আমার এই দুষ্কর কাজের সাহায্যকারীকে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এর পরেও তুমি যদি আমি কি করছি তা দেখার জন্য ফিরে আস তাহলে আমি তোমার দেহটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। তারপর তা সারা কবরখানায় ছড়িয়ে দেব। সময় এবং অবস্থা বিশেষে আমি হয়ে উঠেছি এখন ক্রুদ্ধ সমুদ্র ও ক্ষুধিত বাঘের থেকেও ভয়ঙ্কর এবং নির্মম।

বালথাসার। আমি যাচ্ছি স্যার এবং আপনার কোন অসুবিধা আমি করব না।

রোমিও। তাহলেই সেটা হবে আমার প্রতি বন্ধুত্বের পরিচায়ক। এটা নাও। এটা নিয়ে ভাল করে খেয়ে পরে বাঁচ। বিদায়।

বালথাসার। (স্বগত) ও যাই বলুক, আমি কিন্তু লুকিয়ে সব দেখব। ওর চোখের দৃষ্টিটা দেখে ভয় লাগছে। ওর উদ্দেশ্যটাতেও সন্দেহ হচ্ছে।

(প্রস্থান)

রোমিও। হে ঘৃণ্য গহ্বর। পৃথিবীর কত সুন্দরতম ও প্রিয়তম পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার জঠর। আমি জোর করে তোমার সে জঠরকে খুলবই। (কবরটা খুঁড়ে) আমি তোমার সে জঠরে আরও এক ক্ষুধার-খাদ্য ঢুকিয়ে দেব।

প্যারিস। এ সেই নির্বাসিত উদ্ধত মন্তেগুযুবক যে আমার প্রিয়তমার এক জ্ঞাতিভাইকে খুন করেছিল আর যার মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে আমার এই সুন্দরী প্রিয়তমা প্রাণত্যাগ করেছে। আজ ও নিশ্চয়ই এখানে নির্লজ্জ-ভাবে মৃতদেহগুলোর প্রতি কোন অশালীন আচরণ করতে এসেছে। আমি ওকে বাধা দেব। ওহে দুর্বৃত্ত মন্তেগু, থামাও তোমার এই কুৎসিত কাজ। মৃত্যুর পর কি কারো উপর কোন প্রতিশোধ নিতে আছে? ঘৃণ্য শয়তান, আমি তোমায় বাধা দেবই, আমার কথা শোন, আমার সঙ্গে চল, তোমাকে মরতেই হবে।

রোমিও। মরব বলেই এখানে আমি এসেছি। ওহে শান্তশিষ্ট ছোকরা কেন আমার মত একজন মরিয়া লোককে উত্তেজিত করে তুলছ? যাও, সরে যাও। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, আর একটা পাপ আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিও না। আমাকে রাগিয়ে দিও না। চলে যাও। আমি তোমায় আমার থেকেও ভালবাসি, কারন এখানে আমি নিজেকে হত্যা করার জন্যই এসেছি। এখানে আর থেকো না, চলে যাও। পরে বলবে, একটা পাগলা লোকের দয়ায় তুমি প্রান নিয়ে এখান থেকে পালাতে পেরেছ।

প্যারিস। আমি তোমার ওসব কথায় ভয় করি না। আমি তোমায় একটা দাঁড়কাকের বেশী কিছু বলে গণ্য করি না।

রোমিও। তুমি আমায় এই ভাবে উত্তেজিত করছ। অপরিণামদর্শী ছোকরা, তবে তার প্রতিফল গ্রহণ করো। (প্যারিসের সঙ্গে লড়াই)

বালকভৃত্য। হা ভগবান, ওরা দুজনে লড়াই করছে। দেখি, পাহারাওয়ালাকে গিয়ে ডেকে আনি। (প্রস্থান, প্যারিসের পতন)

প্যারিস। আমি শেষ হয়ে গেলাম। দয়া করে আমাকে জুলিয়েতের সঙ্গে একই কবরে সমাহিত করো।

রোমিও। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই আমি তা করব। তার আগে তোমার মুখটা ভাল করে দেখি। এ হচ্ছে মার্কিউশিওর আত্মীয় সামন্ত-পরিবারজাত কাউন্টি প্যারিস। এর আগে পথে যেতে যেতে আমার লোক এর কথাই বলেছিল না? কিন্তু আমার বেদনার্ত অন্তর সেদিকে কান দেয়নি। সে বলেছিল প্যারিসের জুলিয়েতকে বিয়ে করা উচিত ছিল। সেকি সত্যি সত্যিই তা বলেছিল, না আমি স্বপ্নে তা শুনেছিলাম? অথবা

জুলিয়েতের কথা শুনে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? দাও তোমার হাত দাও। তুমিও আমার মত দুর্ভাগ্যের কবলে কবলিত। তোমাকে আমি বীরের মর্যাদা সহকারে সমাধি দেব। কিন্তু এটা ত একটা সামান্য কবর নয়; এক নিহত যৌবনের সৌন্দর্যে আলোকিত এক পবিত্র গহ্বর। এখানে জুলিয়েত শুয়ে আছে। হে মৃত্যু, তুমি তার মৃত যৌবনের সৌন্দর্যালোকের কাছে পরাভূত। তুমি সরে যাও। (প্যারিসকে সমাহিত করে) অনেক মানুষ মরতে ভয় পায় না, বরং মৃত্যুকালে কেমন যেন এক অকারণ আনন্দের বিদ্যুৎছটায় আলোকিত হয়ে ওঠে তাদের মুখ। লোকে তাই বলে। কিন্তু আমি ত তা, বলতে পারি না। হে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, মৃত্যু তোমার প্রাণের সব মধুটুকুকে নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছে, কিন্তু তোমার দেহসৌন্দর্যকে হরণ করতে পারেনি। অপরাজেয় রয়ে গেছ তুমি মৃত্যুর কাছে। তোমার দেহসৌন্দর্যের দৃত আজও বিদ্যমান তোমার ওষ্ঠ ও গণ্ডদ্বয়ের রক্তিমাভায়। মৃত্যুর কালো পতাকা এখনো সেখানে এগিয়ে যেতে পারেনি। টাইবল্ট, তুমি কি ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছ? তোমার শত্রুর দেহটাকে কেটে দ্বিধাবিভক্ত করা ছাড়া আর কী উপকার তোমার করতে পারি? আমায় ক্ষমা করো ভাই! প্রিয়তমা জুলিয়েত, কেন তোমায় এখনো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে? তবে কি অলীক মৃত্যুও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে? এটাও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে, সেই ঘৃণ্য দানবিক করাল মৃত্যু তোমাকে তার উপপত্নী করার জন্য তোমার দেহসৌন্দর্যকে অম্লান ও অবিকৃত রেখে দিয়েছে? না, আমি কিছুতেই তা ওকে করতে দেব না, ও যাতে তা না করতে পারে তার জন্য আমি তোমার কাছে চিরদিন থাকব। চির অন্ধকারে আবৃত মৃত্যুর এই নৈশ প্রাসাদ থেকে আমি কোন দিন যাব না। তোমার দেহমাংসভোজী নিত্য সহচরী কীটদের সঙ্গে আমিও এখানে থেকে যাব, চিরবিশ্রাম লাভ করব। মর্ত্যজীবনে ক্লান্ত বীতশ্রদ্ধ আমি আর পৃথিবীতে ফিরে যাব না। আমি এখান থেকেই ভাগ্যের পরিহাসকে ব্যর্থ করে দেব। হে আমার চোখ, তুমি শেষবারের মত দেখার সাধ মিটিয়ে নাও, হে আমার বাহু, তোমরা শেষবারের মত আলিঙ্গন করে নাও, হে আমার ওষ্ঠাধর, মৃত্যুর আগে শেষবারের মত একবার চুম্বন করে নাও। এইবার এস আমার বন্ধু। আমাকে নিয়ে চল পথ দেখিয়ে। শৈলশিখর দ্বারা প্রতিহত বিচূর্ণিত

ভগ্নপোতের মত ধ্বংস করে দাও আমার দেহকে। (বিষপান করে) তুমিই হচ্ছ আরোগ্যকারী প্রকৃত বৈদ্য, আমাকে নব জীবন দান করবে; আমাকে আমার প্রিয়তমার কাছে নিয়ে যাবে। আমার প্রিয়তমাকে শেষবারের মত চুম্বন করে আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছি। (পতন)

ফ্রায়ার লরেন্সের লণ্ঠন, কোদাল প্রভৃতিসহ প্রবেশ

ফ্রায়ার লরেন্স। আরও তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আজ রাত্রিতে কতবারই না পথে হোঁচট খেলাম আমি। কে ওখানে?

বালথাসার। আপনারই একজন বন্ধু যে আপনাকে ভালভাবেই জানে।

ফ্রায়ার ল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বল বন্ধু, ঐ যে কবরখানায় মশাল জ্বলছে দেখছি, ওটা কার মশাল আর কেনই বা জ্বলছে?

বালথাসার। ওটা আমার মনিবের যাকে আপনি ভালবাসেন।

ফ্রায়ার ল। কে সে?

বালথাসার। রোমিও।

ফ্রায়ার ল। কতক্ষণ ওখানে আছে ও?

বালথাসার। পুরো আধঘণ্টা।

ফ্রায়ার ল। চল আমার সঙ্গে ঐ কবরখানায়।

বালথাসার। না মশাই আমার সাহস হচ্ছে না। আমার মনিব জানে না আমি এখানে আছি। এখান থেকে চলে না গিয়ে তার কার্যকলাপ দেখলে আমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল।

ফ্রায়ার ল। তাহলে তুমি থাক। আমি একাই যাই। আমার ভয় হচ্ছে। কিছু একটা অঘটনের আশঙ্কা করছি আমি।

বালথাসার। ঐ ইউ গাছের তলায় ঘুমোবার সময় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার মনিব অন্য একটা লোকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাকে মেরে ফেলেছে।

ফ্রায়ার ল। রোমিও! হায় হায়! এই পাথুরে প্রবেশপথে রক্ত কিসের? জনমানবহীন এই শান্তির রাজ্যে দুটো রক্তাক্ত তরবারিই বা কোথা থেকে এল? (সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ) রোমিও, তুমি এত মলিন কেন, একি প্যারিস, তুমিও এখানে? একি তোমার দেহ রক্তাক্ত? হায়, কী কুক্ষণেই না এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলো ঘটে গেল। মেয়েটা নড়ছে।

(জুলিয়েতের জাগরণ)

জুলিয়েত। ও ফ্রায়ার, আমার স্বামী কোথা? আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি কোথায় আছি। আমার রোমিও কোথায়?

(ভিতরে গোলমালের শব্দ)

ফ্রায়ার। আমি কিসের শব্দ শুনছি। মা, ওই ছোঁয়াচে মৃত্যুর গহ্বর থেকে অস্বাভাবিক নিদ্রার কবল থেকে বেরিয়ে এস। অমোঘ অনমনীয় এক বৃহত্তর শক্তি আমাদের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে। এস, চলে এস। তোমার স্বামী তোমার বুকের উপর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, প্যারিসও। পবিত্র ধর্মযাজকের পদে নিযুক্ত করব তোমায়। এখানে আর থেকো না, কোন প্রশ্ন করো না। পাহারাওয়ালা আসছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।

জুলিয়েত। আপনি চলে যান এখান থেকে। আমি যাব না। (ফ্রায়ার লরেন্সের প্রস্থান) এখানে এটা কি? আমার প্রিয়তমের হাতে একটা কাপ? দেখছি বিষই তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, কিন্তু এক ফোঁটাও কি আমার জন্য ফেলে রাখতে নেই? তা হোক, এখনো তোমার ওষ্ঠাধরে কিছু বিষ লেগে আছে, আমি তোমার অধরোষ্ঠ পান করে আমার জ্বালার অবসান ঘটাব। এখনো উত্তপ্ত তোমার ওষ্ঠ। (চুম্বন)

১ম পাহারাওয়ালা। ওহে ছোকরা, কোন দিকে পথটা একটু দেখিয়ে দাও না।

জুলিয়েত। গোলমাল শুনছি। তাহলে আমায় তাড়াতাড়ি করতে হবে। এই যে ছুরি রয়েছে। (রোমিওর ছুরি নিয়ে) এটা তোমার ছুরির খাপ, মরচে ধরে গেছে। যাই হোক, আমাকে মরতে হবেই।

(ছুরি দিয়ে নিজ দেহে আঘাত ও রোমিওর দেহের উপর পতন)

প্যারিসের বালকভৃত্যসহ পাহারাওয়ালার প্রবেশ

বালকভৃত্য। এই সেই জায়গা; ওইখানে মশালও জ্বলছে।

১ম পাহারাওয়ালা। মাটিটা রক্তে ভিজে গেছে! গোটা উঠোনটা ভাল করে খুঁজে দেখ। তোমাদের জনকতক যাও। কাউকে পেলেই আটকে রাখবে। (কয়েকজন পাহারাদারের প্রস্থান)

সত্যিই করুণ দৃশ্য। কাউন্টি প্যারিস মরে পড়ে রয়েছে। জুলিয়েতের গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র মারা গেছে। এই জুলিয়েতকে ত দুদিন আগে কবর দেওয়া হয়েছে। যাও রাজাকে খবর দাও। ক্যাপুলেতদের

খবর দাও। মন্তেগুদের জাগাও। আর জনকতক অনুসন্ধানকার্য চালাও।
(অন্যান্য পাহারাদারদের প্রস্থান)
এই দুঃখজনক ঘটনার স্থানটাই আমরা শুধু দেখছি, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ কোথায় তা এখনো জানতে পারিনি।

বালথাসারের সঙ্গে কয়েকজন পাহারাওয়ালার পুনঃপ্রবেশ।

২য় পাহারাওয়ালা। এ হচ্ছে রোমিওর লোক ; আমরা তাকে কবরখানার উঠোনে দেখতে পেয়েছি।

১ম পাহারাওয়ালা। রাজা না আসা পর্যন্ত ওকে ধরে রাখ।

ফ্রায়ার লরেন্সসহ অন্য একজন পাহারাওয়ালার পুনঃপ্রবেশ।

৩য় পাহারাওয়ালা। এ হচ্ছে ফ্রায়ার, কাঁপছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর কাঁদছে। কোদাল সাবল নিয়ে কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওকে ধরেছি।

১ম পাহারাওয়ালা। বিশেষ সন্দেহের কথা। ওকেও ধরে রাখ।

অনুচরবৃন্দের সঙ্গে রাজার প্রবেশ

রাজা। কী এমন দুর্ঘটনা ঘটল যার জন্য সকাল না হতেই উঠে আসতে হলো ?

(ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্নী ও অন্যান্যদের প্রবেশ)

ক্যাপুলেত। বাইরে চীৎকার কিসের ?

ক্যাপুলেতপত্নী। রাস্তার লোকগুলো, 'রোমিও' 'রোমিও' বলে চেঁচাচ্ছে। কেউ বলছে জুলিয়েত, কেউ আবার বলছে প্যারিস। এই সব বলে চীৎকার করতে করতে আমাদের কবরখানার দিকে ছুটে আসছে।

রাজা। আশঙ্কাটা কিসের ?

১ম পাহারাওয়ালা। হুজুর, এখানে কাউন্টি প্যারিস নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রোমিও মৃত। জুলিয়েত এইমাত্র মারা গেছে।

রাজা। কিকরে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটল তার কারণ অনুসন্ধান করো।

১ম পাহারাওয়ালা। এখানে ফ্রায়ার আর রোমিও নামে একজন মৃত লোককে পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে সাবল কোদাল প্রভৃতি কবর খোঁড়ার কতকগুলো যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে।

ক্যাপুলেত। হা ভগবান। দেখ দেখ, আমাদের মেয়ের গা থেকে কেমন

রক্ত ঝরছে। ছুরির খাপটা রয়েছে মন্তেগুর পিঠের উপর। নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। ভুল করে ও ছুরিটা আমার মেয়ের বুকের ভিতর চালিয়ে দিয়েছে।

ক্যাপুলেতপত্নী। বুড়ো বয়সে এই দৃশ্য দেখে আর আমি বাঁচব না। মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

মন্তেগু ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা। এস মন্তেগু, তোমার সন্তান এবং একমাত্র উত্তরাধিকারীকে পৃথিবী থেকে খুব সকাল সকাল চলে যেতে দেখার জন্যই কি তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠে এসেছ?

মন্তেগু। হায় প্রভু, আমার স্ত্রী আজ রাত্রেই মারা গেছে। আমার পুত্রের নির্বাসনদুঃখ সে সইতে পারেনি। দুঃখে প্রাণত্যাগ করেছে সে। এই বয়সে আর কত দুঃখ ভোগ করতে হবে আমায়?

রাজা। কিছুক্ষণের জন্য চুপ করুন ত। জটিলতার জট খুলে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করতে দিন। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ আমায় জানতে দিন। পরে হয়ত আপনাকেও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। ইতিমধ্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিচার করতে দিন।

ফ্রায়ার ল। আমিই হচ্ছি সবচেয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি, কারণ এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার স্থান ও কাল আমার প্রতিকূল। তবু এখানে আমি দাঁড়িয়ে সব বলছি। আমি যা করেছি তার জন্য একই সঙ্গে আমি নিজেকে অভিযুক্ত ও ধিক্কৃত করছি, আবার অনুতাপ বোধও করছি।

রাজা। তাহলে এ ব্যাপারে তুমি যা জান বল।

ফ্রায়ার ল। যদিও এ কাহিনী দীর্ঘ এবং সকরুণ, তবু আমি খুবই সংক্ষেপে বলব সেকথা। রোমিও মরে পড়ে রয়েছে, সে ছিল জুলিয়েতের স্বামী এবং মৃত জুলিয়েতও ছিল রোমিওর বিশ্বস্ত স্ত্রী। যেদিন টাইবল্টের মৃত্যু হয় সেইদিনই আমি ওদের বিয়ে দিই। টাইবল্টের অকালমৃত্যুর জন্যই রোমিও নির্বাসিত হয় এই শহর থেকে। আর রোমিওর জন্য দুঃখ করত জুলিয়েত, টাইবল্টের জন্য নয়। তার সে দুঃখ দূর করার জন্য তাকে জোর করে প্যারিসের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তার বাবা। তখন সে আমার কাছে এসে এই দ্বিতীয় বিবাহের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপায় খোঁজে। তা না হলে আমার আস্তানাতেই সে মরবে বলে ভয় দেখায় আমায়। বাধ্য হয়ে আমি তাকে এক ঘুমের ওষুধ দিই। সেই ঘুমের ফলে তাকে

মৃত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু যথাসময়েই সে ঘুম ভেঙ্গে যায় সে ওষুধের কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ায়। এর মধ্যে আমি চিঠি লিখে রোমিওর কাছে লোক পাঠাই, সে যাতে কবরখানা থেকে জুলিয়েতকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ফ্রায়ার জন যাকে আমি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সে গতরাতে রোমিওর কাছে না গিয়ে চিঠিখানা ফেরৎ দেয়। তখন আমি একাই কবর থেকে জুলিয়েতকে মুক্ত করে আমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে যাবার জন্য এখানে আসি, কিন্তু তার জেগে ওঠার কয়েকমুহূর্ত আগে এসে দেখি, প্যাবিস আর রোমিও সত্যি সত্যিই মরে পড়ে রয়েছে। জুলিয়েত জেগে উঠলে আমি তাকে কবর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি। ঈশ্বরের বিধানকে নীরবে সহ্য করতে বলি। কিন্তু হঠাৎ গোলমাল শুনে আমি কবরখানা থেকে চলে যাই, তাছাড়া জুলিয়েতও মরিয়া হয়ে বলল, সে কিছুতেই যাবে না। পরে সে আত্মহত্যা করে। এই সব কিছুই আমি জানি। জুলিয়েতের ধাত্রীও ওদের বিয়ের একজন গোপন সাক্ষী। যাই হোক, যদি আমি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে আমার বৃদ্ধ জীবনকে স্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু আগেই বলি দেওয়া হোক আইনের বিধান অনুসারে।

রাজা। আমরা এখনো পর্যন্ত আপনাকে ধার্মিক লোক বলেই জানি। রোমিওর লোক কোথা ? সে কি বলতে পারে এ বিষয়ে ?

বালথাসার। আমি আমার মনিবকে জুলিয়েতের মৃত্যুর কথা জানাই। তখন সে মান্তুয়া থেকে এইখানে এই কবরখানাতেই চলে আসে। তার বাবাকে দেবার জন্য এই চিঠিটা সে আমাদের দেয়। এখানে এসে ওই কবরখানায় ঢোকার সময় আমায় চলে যেতে বলে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওর কার্যকলাপ দেখলে ও আমায় খুন করবে বলে শাসায়।

রাজা। কই, আমাকে চিঠিটা দাও। আমি সেটা ভাল করে দেখব। কাউন্টের লোক কোথায় যে পাহারাওয়ালাদের ডেকেছিল ? আচ্ছা বাপু বলত, তোমার মনিব কেন এখানে এসেছিল ?

বালকভৃত্য। আমার মনিব তার প্রিয়তমার সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য এখানে এসেছিল। এখানে এসে আমায় সরে দাঁড়াতে বলে। আমি তাই করেছিলাম। এমন সময় একজন মশাল হাতে এসে কবর খোলার চেষ্টা করে। তখন আমার মনিব তার উপর মুক্ত তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই দেখে আমি প্রহরীকে ডাকতে যাই।

রাজা। চিঠিতে যা লেখা আছে তা ফ্রায়ারের কথাকেই সমর্থন করে। তাদের প্রেমের গতিপ্রকৃতি, জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ সব চিঠিতে লেখা আছে। চিঠিতে আরও লেখা আছে রোমিও একজন গরীব বৈদ্যের কাছ থেকে এক পাত্র বিষ কিনেছে। পরে সে এখানে তার প্রিয়তমার কাছে মৃত্যুবরণ করার জন্য আসে। কই ক্যাপুলেত মন্তেগুরা কোথায়, কোথায় তাদের শত্রুতা ? দেখ দেখ, তোমাদের পারস্পরিক ঘৃণার পরিণাম তোমরা দেখ। আর তার শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তোমাদের আনন্দের বস্তুকে হত্যা করেছেন। আমিও আমার একজন আত্মীয়কে হারিয়েছি। আমরা সকলেই শাস্তি পেয়েছি তোমাদের পাপের জন্য।

ক্যাপুলেত। ও ভাই মন্তেগু, তোমার হাত দাও। আমার কন্যাদানের প্রতিদান-স্বরূপ এর থেকে বেশী আর কিছু আমি চাইতে পারি না।

মন্তেগু। আমি কিন্তু এর থেকে অনেক বেশী তোমায় দিতে পারি। জুলিয়েতের প্রেমের সততা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী তার এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করব আমি। সারা ভেরোনা শহরে এমন প্রতিমূর্তি এত মর্যাদার সঙ্গে আর কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ক্যাপুলেত। আমাদের পারিবারিক শত্রুতার জন্য প্রাণবলি দিতে হয়েছে যে রোমিওকে সেই রোমিওর প্রতিমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে জুলিয়েতের পাশে।

রাজা। দীর্ঘ বিবাদ আর অশান্তির পর আজকের সকাল নিয়ে এল এক বিষণ্ণ শান্তি ; দুঃখের সূর্য আজ আর মাথা তুলে উঠবে না। যাও সব এখান থেকে। এ ব্যাপারে আরো অনেক কথা বার করতে হবে। এ ব্যাপারে জড়িত কেউ কেউ শাস্তি পাবে আর কেউ কেউ ক্ষমা পাবে। রোমিও জুলিয়েতের কাহিনীর মত এত সকরুণ দুঃখের কাহিনী কখনো শোনা যায়নি। (সকলের প্রস্থান)

এ্যাজ ইউ লাইক ইট

নাটকের চরিত্র

নির্বাসিত ডিউক সিনিয়র
ফ্রেডারিক। নির্বাসিত ডিউকের ভ্রাতা
এ্যামিয়েন্‌স্‌ } নির্বাসিত ডিউকের
জ্যাক } সহচর
লা বো। ডিউক ফ্রেডারিকের সভাসদ
চার্লস। কুস্তিগীর
জ্যাক } স্যার রোলাণ্ড ড্য বয়ের
অর্ল্যাণ্ডো } পুত্রত্রয়
আদম } অলিভারের ভৃত্য
ডেনিস }

টাচস্টোন। বিদূষক
স্যার অলিভার মার্টেক্সট। পাদরি
করিণ } মেষপালক
সিলভিয়াস }
উইলিয়ম।
রোজালিন্দ } নির্বাসিত ডিউকের কন্যা
সিলিয়া। ফ্রেডারিকের কন্যা
ফীবি। মেষপালিকা
অডারী। গ্রাম্যবালিকা
সভাসদ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল: অলিভারের বাসভবন: ফ্রেডারিকের রাজসভা ও আর্ডেনের বনভূমি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অলিভারের বাগানবাড়ি।

অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। আমার যতদূর মনে পড়ছে, আমার বাবা উইলটা করে যান এই ভাবে, আমাকে সেই উইলের মাধ্যমে এক হাজার ক্রাউন দিয়ে যান এবং তুমি জানো, দাদাকে আশীর্বাদ জানিয়ে আমাকে ভালভাবে মানুষ করার ভার দিয়ে যান তার উপর। কিন্তু সেই থেকেই শুরু হয়েছে আমার দুঃখ। আমার ভাই জ্যাককে স্কুলে রেখে পড়াচ্ছে, শোনা গেছে তার পড়াশুনা ভালও হচ্ছে। কিন্তু আমার দিকটা দেখ, সে আমায় গেঁয়ো ভূতের মত বাড়িতে রেখে দিয়েছে, অথবা সত্যি কথা বলতে কি আমার দিকে নজরই দেয় না। আমার মত ভদ্রবংশায় এক ছেলের পক্ষে একে কি তুমি বেঁচে থাকা বলবে? একটা বলদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জীবনযাত্রার তফাৎ কি আছে? আমার থেকে তার ঘোড়াগুলোও ভালভাবে থাকে। ভাল

খাওয়া ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ছাড়াও তাদের চালচলন শিক্ষা দেবার জন্য মোটা টাকা দিয়ে সহিস রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তার আপন ভাই হয়ে একমাত্র খাওয়া পরা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আর এর জন্যে আমি তার আস্তাবলের জন্তুগুলোর থেকে বেশী কৃতজ্ঞতা তাকে জানাতে পারি না। তার উপর প্রকৃতি আমায় যা দিয়েছে দাদা যত্ন না নেওয়ার জন্য তাও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সে পশুদের সঙ্গে আমায় খেতে দেয়, ভাই বলে স্বীকার করতে চায় না এবং উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে আমাকে ভদ্র সমাজের অযোগ্য করে তুলেছে। এইটাই আমাকে সবচেয়ে দুঃখ দেয় আদম। আমার বাবার মত যে মানসিক তেজ আমার মধ্যে রয়েছে তা এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি আর এ সহ্য করব না, যদিও জানি না এর থেকে রেহাই পাবার সঠিক পথ কি।

অলিভারের প্রবেশ

আদম। ঐ আমাদের মালিক আর আপনার ভাই আসছে।

অর্ল্যাণ্ডো। একটু সরে যাও আদম, একটু আড়াল থেকে শুনবে কিভাবে সে আমায় উত্তেজিত করে তোলে।

অলিভার। এখানে কি হচ্ছে ?

অর্ল্যাণ্ডো। কিছুই না, কিছু করতে ত আমায় শেখাওনি।

অলিভার। তাতে তোমার কী এমন ক্ষতি হয়েছে ?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি আমার কুঁড়েমির দ্বারা আমার সহজাত ঈশ্বরদত্ত গুণগুলোকে নষ্ট করতে তোমায় সাহায্য করছি।

অলিভার। খুব হয়েছে। শুধু শুধু ঘুরে না বেড়িয়ে একটা কাজে লেগে গেলে ভাল হয়।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কি তোমার শূয়োর চড়াব আর তাদের সঙ্গে ভূষি খাব ? অমিতব্যয়ীর মত কী এমন অর্থ বা সম্পত্তির অপচয় করেছি যার জন্য আমাকে এই দারিদ্র্য সহ্য করতে হবে ?

অলিভার। জান তুমি কোথায় আছো ?

অর্ল্যাণ্ডো। ভালই জানি। এটা তোমার বাগানবাড়ি।

অলিভার। কার সামনে কথা বলছ তা জান ?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি যার সামনে আছি সে আমায় যতখানি না জানে আমি

তাকে তার চেয়ে ভাল জানি। আমি জানি তুমি আমার বড় ভাই এবং ঠাণ্ডা মাথায় তোমারও এটা জানা উচিত। অবশ্য দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে তুমি বড় বলে পৈত্রিক সম্পত্তির মোটা অংশটা তুমি পাবে, কিন্তু তোমার আমার মধ্যে কুড়িটা ভাই থাকলেও সে প্রথা কখনো আমার পৈত্রিক রক্তকে অস্বীকার করবে না। পিতার রক্ত তোমার দেহে যতটা আছে, আমার দেহেও ঠিক ততটাই আছে। তবে আমি স্বীকার করি যে তুমি আগে জন্মেছ বলে তাঁর ভালবাসা বেশী পেয়েছ আর সেই কারণে আমার কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র।

অলিভার। কী ছোকরা! (আঘাত করল)

অর্ল্যাণ্ডো। যাও যাও দাদা, এবিষয়ে তুমি আমার থেকে অনেক অনভিজ্ঞ।

অলিভার। তুই কি আমায় মারবি নাকি, শয়তান!

অর্ল্যাণ্ডো। আমি শয়তান নই। আমি হচ্ছি স্যার রোলাণ্ড ডু বয়ের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং যে বলে যে তিনি শয়তানের জন্ম দিয়েছেন সে নিজেই একশোবার শয়তান। যদি তুমি আমার বড় ভাই না হতে তাহলে আমি আমার এই হাতখানা তোমার ঘাড়ের উপর থেকে সরাতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার অন্য হাতটা তোমার জিবটা টেনে বার করে আনত। তুমি নিজেকেই নিজে ধিক্কৃত করেছ।

আদম। (এগিয়ে এসে) শান্ত হোন আপনারা। অন্তত: আপনাদের বাবার কথা মনে করে ধৈর্য ধরুন।

অলিভার। আচ্ছা আমাকে যেতে দাও।

অর্ল্যাণ্ডো। না আমার কথার সন্তোষজনক উত্তর না দিলে তোমায় যেতে দেব না। আমার কথা শোন। আমার বাবা তাঁর উইলে আমাকে লেখাপড়া শেখাবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তোমার উপর। কিন্তু তুমি আমার ভদ্রজনোচিত গুণগুলোর বিকাশ ঘটতে না দিয়ে একটা গেঁয়ো চাষী করে তুলেছ। বাবার মানসিক তেজ আমার মধ্যেই বেশী আছে। আমি আর তা সহ্য করব না। সুতরাং এমন কিছু ব্যবস্থা করো যাতে আমি ভদ্র হয়ে উঠতে পারি অথবা পৈত্রিক সম্পত্তির যে অংশ উইলে আমায় দান করা হয়েছে তা আমায় বুঝিয়ে দাও; তাই দিয়ে আমি আমার ভাগ্যান্বেষণে বার হব।

অলিভার। কি করবে? সেই সম্পত্তি ফুরিয়ে গেলে ভিক্ষে করবে? ঠিক

আছে তাই হবে। আমি তোমায় নিয়ে আর কোন ঝামেলা পোয়াতে চাই না। উইল অনুসারে তুমি তোমার অংশ পাবে। এখন আমাকে যেতে দাও।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার নিজের প্রয়োজন মিটে গেলে তোমাকে আর আমি বিরক্ত করব না।

অলিভার। ওর সঙ্গে তুমিও যাও বুড়ো কুকুরটা কোথাকার।

আদম। 'বুড়ো কুকুর'—এইটাই কি আমার পুরস্কার। আমি তোমাদের এখানে কাজ করে বুড়ো হলাম, আমার সব দাঁত পড়ে গেল। আমার পুরনো মালিক স্বর্গলাভ করলেন। তিনি কখনো এ কথা বলতেন না।

(অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রস্থান)

অলিভার। তাই নাকি? আমার উপর বাড়তে চাও? দেখাচ্ছি তোমায় মজা। তোমার সব বদমায়েসিকে ঠাণ্ডা করে দেব, আর এক হাজার ক্রাউনও তোমায় দেব না। ডেনিস!

ডেনিসের প্রবেশ

ডেনিস। আমায় ডাকছেন হুজুর!

অলিভার। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ডিউকের কুস্তিগীর চার্লস আসেনি এখানে?

ডেনিস। হাঁ হুজুর! উনি ত এখানে এসে এই দরজার কাছেই বসে আছেন। উনি ত আপনার কাছে আসার জন্যই অনুমতি চাইছেন।

অলিভার। তাকে ডেকে নিয়ে এস। (ডেনিসের প্রস্থান) এটা খুব ভালই হবে: কুস্তিটা হবে কালই।

চার্লস এর প্রবেশ

চার্লস। নমস্কার হুজুর।

অলিভার। নমস্কার স্যার চার্লস। তারপর, ওখানকার নতুন রাজসভার খবর কি।

চার্লস। নতুন খবর কিছু নেই স্যার, খবর সব পুরনো। বৃদ্ধ ডিউক তার ছোট ভাই বর্তমান ডিউকের দ্বারা নির্বাসিত। আর তিন চার জন লর্ড তাঁর অনুগামী হয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে। তাঁদের সব বিষয়সম্পত্তি নতুন ডিউক আত্মসাৎ করে নিয়েছে; সুতরাং তাঁরা এবার নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরে বেড়াক না যত খুশি।

অলিভার। আচ্ছা বলতে পার ডিউককন্যা রোজালিন্দ কি তার বাবার সঙ্গে নির্বাসনে গেছে ?

চার্লস। আজ্ঞে না। কারণ তার খুড়তুতো বোন অর্থাৎ নতুন ডিউকের মেয়ে তাকে এত ভালবাসে যে সে নির্বাসনে গেলে সেও যাবে, অথবা একা এখানে থাকলে আত্মহত্যা করবে। দুজনে একসঙ্গে ছোট থেকে মানুষ হয়েছে কিনা। ফলে তার কাকাও তাকে তার মেয়ের মতই ভালবাসে। দুজন মেয়ের মধ্যে এমন ভালবাসা দেখাই যায় না।

অলিভার। পুরনো ডিউক কোথায় বাস করছেন এখন ?

চার্লস। লোকে বলে তিনি নাকি এখন আর্ডেনের বনভূমিতে আছেন। অনেক লোক তাঁর সঙ্গে আছেন। ইংলণ্ডের রবিন হুডের মত তাঁরা সেখানে বাস করছেন। লোকে বলছে, বহু ভদ্রবংশীয় যুবক রোজ সেখানে দলে দলে যাচ্ছে এবং অতীতের স্বর্ণযুগের মত সেখানে নিশ্চিন্তভাবে দিনগুলো ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

অলিভার। কী, তুমি কি আগামীকাল নতুন ডিউকের সামনে কুস্তি লড়বে ?

চার্লস। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! আর একটা বিষয় জানাতে এসেছি আপনাকে। আমি গোপনে জানতে পারলাম আপনার ছোট ভাই অর্ল্যাণ্ডো ছদ্মবেশে অর্থাৎ নিজের পরিচয় না দিয়ে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়ার মতলব করছে। আগামীকাল আমি আমার সম্মানের জন্য লড়ছি। কাল যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে সে যদি হাত পা অভগ্ন অবস্থায় আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারে তাহলে বুঝব সে মানুষ। আপনার ভাই বয়সে ছোট, ছেলেমানুষ এবং শুধু আপনার ভালবাসার খাতিরে আমি তাকে ফেলতে পারি না। অথচ আমার নিজের সম্মানের জন্য আমাকে তা করতেই হবে, যদি সে যোগদান করে। তাই আপনার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি আপনাকে ব্যাপারটা জানাতে এলাম। হয় তাকে তার এই আত্মঘাতী অভিলাষ থেকে নিবৃত্ত করুন, না হয় তাকে জানিয়ে দিন এর জন্যে এমন অপমান তাকে ভোগ করতে হবে যে সে তা কখনো ভুলতে পারবে না। আর এটা ঘটবে সম্পূর্ণ তার নিজের দায়িত্বে আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

অলিভার। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। আর তুমি দেখবে এই ভালবাসার প্রতিদান তুমি ঠিকই পাবে। আমিও

আমার ভাইএর মধ্যে এই ধরণের ইচ্ছার পরিচয় পেয়েছি এবং ভিতরে ভিতরে পরোক্ষভাবে তাকে এ ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু সে দৃঢ়সংকল্প। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি চার্লস ও হচ্ছে সারা ফরাসী দেশের মধ্যে সবচেয়ে একগুঁয়ে জেদী ছোকরা। সে হচ্ছে দারুণ উচ্চাভিলাষী ও পরশ্রীকাতর। পরের কোন ভাল গুন দেখলেই তার অনুকরণ করে এবং এমন কি তার আপন ভাই আমার বিরুদ্ধেও সে গোপনে চক্রান্ত করে। সুতরাং তুমি যা খুশি তাই করো। আমি বলছিলাম কি তার আঙুল টাঙুলের পরিবর্তে তার ঘাড়টা একেবারে ভেঙ্গে দাও আর তুমিই একমাত্র তা পারবে। কারণ যদি অল্প কিছু অপমান করে তাকে ছেড়ে দাও আর যদি সে তার শক্তি দিয়ে তোমাকে কায়দা করতে না পারে তাহলে সে তোমার উপর বিষপ্রয়োগ করবে অথবা অন্য কোন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তোমাকে ফাঁদে ফেলবে এবং কোন না কোন উপায়ে সে তোমার জীবন না নেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বে না। একথা বলতে দুঃখে চোখে জল আসছে আমার, তবু তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওর মত শয়তান ওর বয়সী আর একটি ছোকরাও কোথাও জীবিত নেই। সে আমার ভাই আর ভাই হিসেবেই আমি একথা বলছি। যদি আমি ঠিকমত তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করি, তাহলে লজ্জা আর দুঃখে আমার কান্না পাবে আর তুমিও বিস্ময়ে বিমূঢ় ও মলিন হয়ে যাবে।

চার্লস। আমি আপনার কাছে আসতে পারার জন্য অন্তরের সঙ্গে আনন্দিত। যদি সে কাল আসে তাহলে আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেব। যদি সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারে তাহলে আমি আর কখনো কোন পুরস্কারের জন্য কুস্তি লড়ব না। যাই, ভগবান আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

(প্রস্থান)

অলিভার। বিদায় চার্লস। এইবার আমি এই খেলোয়াড়কে উত্তেজিত করে তুলব। আমার মনে হয় এইবার তার জীবনের অবসান হবেই। কেন জানি না আমার সমস্ত অন্তরাত্মা তার মত এত ঘৃণা আর কাউকে করে না। অবশ্য সে শান্ত, কোন দিন স্কুলে না গিয়েও সে বেশ জ্ঞানবিদ্যা অর্জন করেছে। সে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও নীতিবান। মানুষের মধ্যে মানুষ যে সব গুণগুলোকে খুব ভালবাসে সেই গুণগুলোর সবই আছে তার মধ্যে। সুতরাং সবাই তাকে ভালবাসে, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের

লোকেরা তাকে এত ভালবাসে যে আমার কোন গুণের কথা স্বীকারই করে না। কিন্তু আর এ রকম চলতে দিলে হবে না; এই কুস্তিগীর সব কিছুর শেষ করে দেবে। এখন আমার শুধু একমাত্র কাজ হলো ছোকরাকে উত্তেজিত করে তোলা এই কুস্তিতে যোগদান করার জন্য। আর আমিও তা দেখতে যাব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রান্তর।

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

সিলিয়া। রোজালিন্দ, লক্ষ্মী বোন আমার, দয়া করে তুই আমার কথা শোন।

রোজালিন্দ। আমি আমার সাধ্যের অতিরিক্ত হাসিখুশি নিয়ে থাকি। তুমি কি আরো চাও? কিন্তু দেখ, আমি যদি আমার নির্বাসিত বাবার কথা ভুলতে না পারি তাহলে কেমন করে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক আনন্দ উৎসব নিয়ে মেতে থাকি।

সিলিয়া। আমি দেখছি আমি যতখানি ও যতটা গুরুত্বের সঙ্গে তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় তা বাস না। তোমার বাবা নির্বাসিত ডিউক যদি আমার বাবাকে নির্বাসনে পাঠাতেন তাহলেও তুমি ঠিক আমার কাছেই থাকতে। আমি কিন্তু আমার ভালবাসার খাতিরে তোমার বাবাকে আমার বাবার মতই দেখতে পারতাম। তুমিও তা নিশ্চয়ই পার যদি অবশ্য আমার প্রতি তোমার সেই ভালবাসাটা আমার মত ঠিক পথে চালিত হয়।

রোজালিন্দ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার আসল অবস্থার কথা ভুলে ভাগ্যের কথা ভুলে তোমার সুখে সুখী হব।

সিলিয়া। তুমি জান আমি ছাড়া বাবার আর কোন সন্তান নেই; আর হবার কোন আশাও নেই। বাস্তবপক্ষে আমার বাবার মৃত্যুর পর তুমিই তার উত্তরাধিকারিণী হবে। কারণ আজ জোর করে তিনি যা তোমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন আমি তখন তা ভালবেসে দিয়ে দেব তোমায়। আত্মসম্মানবোধ বলে যদি কোন জিনিস থাকে আমার তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই দেব। এ শপথ যদি ভঙ্গ করি তাহলে তুমি আমায় রাক্ষসী বলে ডাকতে পার। সুতরাং লক্ষ্মী বোন আমার ফুর্তি করো।

রোজালিন্দ। এখন থেকে আমি খেলাধুলার কথাই ভাবব। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে কেমন হয়, তুমি কি মনে কর ?

সিলিয়া। হ্যাঁ, তা পড়তে পার। তবে আমার কথা হচ্ছে, খেলাচ্ছলে। কোন লোককেই সত্যি করে ভালবাসবে না। এমন লজ্জা ও সংকোচের ব্যবধান রেখে ভালবাসবে যাতে করে আবার যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পার বেরিয়ে আসতে পার।

রোজালিন্দ। তাহলে আমাদের খেলাটা কি হবে ?

সিলিয়া। আমরা বসে বসে আমাদের গৃহলক্ষ্মী ভাগ্যদেবীকে বিদ্রূপ করতে পারি যাতে তিনি সকলের উপর সমানভাবে তাঁর কৃপা বর্ষণ করতে পারেন।

রোজালিন্দ। আমিও বলি তাই আমরা করব। তাঁর দান নিয়ে ব্যাপক ভাবে অবিচার করা হয় ও যাকে তাকে বাছ বিচার না করেই তাঁর দান তিনি দিয়ে বসেন। অমিত সম্পদশালিনী সেই অন্ধ নারী মেয়েদের ব্যাপারে বেশী ভুল করে থাকেন।

সিলিয়া। সত্যিই তাই। যাদের তিনি সুন্দরী করেন তারা সৎ হয় না। আর যারা সৎ হয় তারা দেখতে ভাল হয় না।

রোজালিন্দ। না, তুমি ভাগ্যদেবীর কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতির কথা বলছ। ভাগ্যদেবীর দান জাগতিক যত সব বস্তুর মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ, সুন্দর অসুন্দর প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

টাচস্টোনের প্রবেশ

সিলিয়া। প্রকৃতি যদি কাউকে রূপ দেয় তাহলে সে রূপ কি কখনো ভাগ্যদেবীর কোপাগ্নিতে পুড়ে ছাই হতে পারে! অদৃষ্টকে পরিহাস করার উপযুক্ত বুদ্ধি বিধাতা আমাদের দিয়েছেন, কিন্তু সে পরিহাসের আনন্দটুকুকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেবার জন্য অদৃষ্ট আবার এই নারেট বোকাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রোজালিন্দ। তা বটে। অদৃষ্টের রহস্যকে ভেদ করা বিধাতার কর্ম নয়। তা না হলে অদৃষ্ট কখনো বিধাতার দেওয়া স্বাভাবিক বুদ্ধিটাকে ব্যর্থ করে দেবার এমন ব্যবস্থা করত না।

সিলিয়া। এটা হয়ত অদৃষ্টের দোষও না, হয়ত এটা বিধাতারই বিধান। এই সব ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধির নেই দেখেই হয়ত বিধাতা সেই

ভোঁতা বুদ্ধিটাকে শান দেবার জন্যেই একে পাঠিয়েছে। কারণ অনেক সময় বোকার বোকামি দিয়ে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে শাণ দিয়ে নিতে হয়। তারপর, ওহে বুদ্ধিমান! কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে?

টাচস্টোন। আসুন মা লক্ষ্মী, আপনার বাবা ডাকছেন আপনাদের।

সিলিয়া। তুমি কি দুতের কাজ করছ নাকি?

টাচস্টোন। আজ্ঞে না, শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে আপনাদের ডাকতে বললেন তাই এসেছি।

রোজালিন্দ। আবার শপথ! তুমি আবার শপথের কথা শিখলে কোথায়?

টাচস্টোন। কোন এক যোদ্ধার কাছে। একবার এক যোদ্ধা খাবার সময় শপথ করে বলেছিল প্যানকেকগুলো খুব ভাল, সরষেটা ছিল খারাপ। কিন্তু আমি জানি সরষেটা ছিল ভাল, কিন্তু কেকগুলো ছিল খারাপ। অথচ লোকটা বেশ শপথ করে গেল।

সিলিয়া। কেমন করে তুমি বুঝলে? তোমার জ্ঞানবুদ্ধির বহর ত খুব বেশী।

রোজালিন্দ। তোমার বুদ্ধির বহরটা একবার দেখাও দেখি।

টাচস্টোন। আপনারা দুজনে আমার সামনে দাঁড়ান। তারপর আপনাদের থুঁতনিতে হাত দিয়ে দাড়ি ধরে শপথ করে বলুন আমি বদমাস। বলুন আমার সুবুদ্ধি নেই।

সিলিয়া। আমাদের দাড়ি! যদি আমাদের দাড়ি থাকত তাহলে আমরা তার নামে শপথ করে বলতাম তুমি একটি আস্ত বদমাস।

টাচস্টোন। আমারও যদি দুষ্টুবুদ্ধি থাকত তাহলে আমি বদমাস হতাম। তোমাদের যা নেই তাই দিয়ে যদি শপথ করো তাহলে তোমাদের সে শপথ হবে মিথ্যা। তেমনি সেই যোদ্ধাটারও মান সম্মান বলে কোন জিনিস ছিল না, অথচ তার সম্মানের নামে মিথ্যা শপথ করেছিল। সম্মান বা মর্যাদাবোধ থাকলে এ শপথ সে কখনই করত না।

সিলিয়া। কিন্তু তুমি কার কথা বলছ?

টাচস্টোন। আমি বলছি এমন একজনের কথা যাকে আপনার বাবা ফ্রেডারিক ভালবাসেন।

সিলিয়া। আমার বাবা যাকে ভালবাসেন তিনি নিশ্চয়ই সম্মানীয় লোক। তাঁর কথা থাক। তা নাহলে তাঁর নামে আজে বাজে কথা বলার দরুণ তোমাকে আবার চাবুক খেতে হবে।

টাচস্টোন। এইটাই ত দুঃখের বিষয়। বুদ্ধিমানরা বোকার মত কাজ করবে, অথচ বোকারা বিজ্ঞের মত কথা বলতে পারবে না।

সিলিয়া। এটা তুমি অবশ্য ঠিক বলেছ। যখন থেকে বোকাদের যে একটু বুদ্ধি আছে সেই মত তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না, বুদ্ধিমানদের বোকামিটা বেড়ে গেছে। এই যে লে বো মশাই আসছেন।

লে বোর প্রবেশ

রোজালিন্দ। মনে হচ্ছে তার মুখে অনেক খবর আছে।

সিলিয়া। পায়রাগুলো যেমন তাদের বাচ্চাদের মুখে খাবার ঢেলে দেয় তেমনি উনিও বোধ হয় সেই খবরের বোঝাটা আমাদের ওপর ঢেলে দেবেন।

রোজালিন্দ। তাহলে আমরা ত খবরের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ব একেবারে।

সিলিয়া। তাতে বরঞ্চ ভালই হবে। এত বেশী খবরের বোঝা থাকলে বাজারে আমাদের দাম বাড়বে। নমস্কার লে বো মশাই, খবর কি?

লে বো। সুন্দরী রাজকুমারী! ভাল খেলা হলো, দেখতে পেলেন না!

সিলিয়া। খেলা! কী ধরণের?

লে বো। কী ধরণের খেলা? কি করে বলব?

রোজালিন্দ। যেমন করে আপনার বুদ্ধি আর অদৃষ্ট বলাবে।

টাচস্টোন। ভাগ্যের বিধান অনুসারেই বলবে।

রোজালিন্দ। আপনার কিন্তু সেই আগেকার চটক আর নেই।

লে বো। আপনারা আমাকে অবাক করলেন। আমি আপনাদের কুস্তি খেলার কথাই বলতাম যে খেলাটি আপনারা দেখতে পেলেন না।

রোজালিন্দ। তাহলেও কিভাবে খেলাটা হয়েছে তা বলতে পারেন।

লে বো। আমি শুধু প্রথমটার কথা বলব। যদি আপনাদের তা ভাল লাগে তাহলে আপনারা শেষটা দেখতে পারেন, কারণ শেষটা এখনো বাকি আছে আর এখানেই সেটা হবে।

সিলিয়া। যেটা হয়ে গেছে মরে গেছে তার কথা বাদ দিন, তাকে কবর দিন।

লে বো। একটা বুড়ো লোক এল, সঙ্গে তার তিনটে ছেলে।

সিলিয়া। আপনার বর্ণনার শুরুটা দেখে আমার এক পুরনো গল্পের কথা মনে পড়ল।

লে বো। তিন জন ছোকরাই খুব যোগ্য। যেমন তাদের চেহারা, তেমনি চমৎকার দেখতে।

রোজালিন্দ। তাদের গলায় একটা করে কাগজ আঁটা : এই সব পুরস্কারের দ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে—

লে বো। এই তিন জন যুবকের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় সেই ডিউকের কুস্তিগীর চার্লসের সঙ্গে লড়ল। কিন্তু চার্লস মুহূর্তের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে তার তিন তিনটে পাঁজরা ভেঙ্গে দিল, এখন তার জীবনের আশাই কম। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুবকেরও এই দশাই ঘটল। ওইখানে তারা পড়ে রয়েছে। তাদের বুড়ো বাবা এমনভাবে কান্নাকাটি করছে যে দর্শকরাও তার সঙ্গে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

রোজালিন্দ। হায়!

টাচস্টোন। কিন্তু মশাই, আপনি যে খেলার কথা বললেন যা এঁরা দেখতে পাননি সে খেলার খবর কি?

লে বো। কেন, এই ত বললাম।

টাচস্টোন। এই বুঝি দিনে দিনে মানুষের বুদ্ধি বেড়েছে। এই আমি প্রথম শুনলাম, মানুষের হাড়-পাঁজরা ভাঙ্গার তামাশা দেখে মেয়েরা আনন্দ পায়।

সিলিয়া। আমিও তোমাকে সমর্থন করি।

রোজালিন্দ। এর পরেও কি কোন মানুষ হাড়ভাঙ্গার শব্দ শুনতে চাইবে? এর পরেও কি কেউ পাঁজরা ভাঙ্গা দেখবে? আচ্ছা ভাই, আমরাও কি কুস্তি দেখব?

লে বো। আপনাদের অবশ্যই দেখতে হবে। যদি আপনারা এখানে থাকেন। কারণ কুস্তিখেলার জন্য এই জায়গাটাই নির্দিষ্ট হয়েছে। আর ওরা খেলার জন্য এখানেই আসছে।

সিলিয়া। ওই নিশ্চয় ওরা আসছে। তাহলে থেকেই যাও, দেখা যাক ব্যাপারটা।

বাদ্য : ডিউক ফ্রেডারিক, সভাসদগণ, অর্ল্যাণ্ডো, চার্লস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডিউক। তাহলে শুরু করো, ছোকরা যখন কোন কথা শুনবে না তখন তার ফল ভোগ করুক।

রোজালিন্দ। ঐ লোকটিই কি?

লে বো। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিলিয়া। হায় হায়। খুবই কম বয়স। তবু ওকে খুব পাকা খেলোয়াড় বলে মনে হচ্ছে।

ডিউক। কী খবর, তোমরাও দেখছি কুস্তি দেখার জন্যে এখানে কখন চলে এসেছ।

রোজালিন্দ। আপনি যদি অনুমতি দেন ত দেখব।

ডিউক। কিন্তু এতে তোমরা কোন আমোদ পাবে না। ছেলেটা বড় একগুঁয়ে। ওর বয়স কম দেখে আমি ওকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার কথা শুনবে না। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ দেখি, যদি কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখতে পার।

সিলিয়া। ওকে একবার এখানে ডেকে আমুন ত মশাই লে বো।

ডিউক। তাই দেখ, আমি এখানে থাকব না। (ডিউক ফ্রেডারিক সবে গেলেন)

লে বো। ও মশাই প্রতিযোগী ছোকরা, রাজকন্যারা আপনাকে একবার ডাকছেন।

অর্ল্যাণ্ডো। সসম্মানে আমি তাঁদের আহ্বান গ্রহণ করছি।

রোজালিন্দ। আপনিই কি চার্লসের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে তাকে আহ্বান জানিয়েছেন?

অর্ল্যাণ্ডো। আজ্ঞে না। সেই বরং সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বেড়ায়। আমি আর পাঁচজনের মত আমার যৌবনের শক্তিটুকু পরীক্ষা করতে এসেছি।

সিলিয়া। আপনার বয়সের তুলনায় আপনার সাহস খুব বেশী। এই লোকটার ক্ষমতার নিষ্ঠুর পরিচয় আপনি দেখেছেন। আপনি যদি নিজের চোখে তা দেখে থাকেন আর নিজের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তা জেনে থাকেন, তাহলে এ শক্তিপরীক্ষায় আপনার ভীত হওয়া উচিত ছিল এবং সমানে সমানে লড়াই করার ব্যবস্থা করতে হত। আপনার নিরাপত্তার জন্যেই আপনাকে এই দুঃসাহসিক কাজে যোগদান করতে নিষেধ করছি।

রোজালিন্দ। আপনি আমাদের কথা রাখুন। এতে আপনার খ্যাতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। এ কুস্তি বন্ধ করে দেবার জন্যে আমরা আবেদন জানাব ডিউকের কাছে।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনাদের এই সব আশঙ্কাপূর্ণ চিন্তার দ্বারা আমায় কষ্ট দেবেন না। আমি স্বীকার করছি, আপনাদের কথা রাখতে না পেরে নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার শক্তি পরীক্ষার সময় আশা করি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আর শুভেচ্ছার মাধুর্য থেকে আমি বঞ্চিত হব না। যদি আমি হেরে যাই তাহলে জানবেন এমন একজন লজ্জিত হবে যে কোনদিন কোন সম্মান পায়নি। আর যদি মরে যাই ত জানবেন এমন একজন মরেছে যে মরতে চেয়েছে। আমার মৃত্যুতে কোন বন্ধুর বুকে ব্যথা বাজবে না। কারণ আমার মৃত্যুতে শোকদুঃখ করার মত কেউ নেই। আমার এই মৃত্যুতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। কারণ পৃথিবীতে আমার বলতে কিছু নেই। আমি শুধু এই পৃথিবীতে এক অবাঞ্ছিত বোঝার মত এমন একটা জায়গা জুড়ে আছি আমি সরে গেলে সে জায়গাটা অন্য কোন যোগ্য লোকের দ্বারা পূরণ হবে।

রোজালিন্দ। আমার ক্ষমতা অতি সামান্য। তবু সেই ক্ষমতা দিয়ে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।

সিলিয়া। আমারও শক্তি থাকলে তাই করতাম।

রোজালিন্দ। তাহলে বিদায়। ভগবান করুন, আপনার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেন সফল হয়।

সিলিয়া। আপনার অন্তরের বাসনা যেন সফল হয়।

চার্লস। কই সেই দুঃসাহসী ছোকরা, পৃথিবীমাতার কোলে শোবার জন্য যে খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি প্রস্তুত স্যার। তবে আমার ইচ্ছাটা কিন্তু অত ছোট নয়।

ডিউক। খেলা এক দফাই চলবে।

চার্লস। না। আপনার প্রথম অনুরোধ যখন ও শোনেনি তখন আর ওকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবেন না হুজুর।

অর্ল্যাণ্ডো। খেলার পরে আমায় ঠাট্টা করতে পারতে, আগে নয়। যাই হোক, এস।

রোজালিন্দ। হে যুবক, শক্তির দেবতা হারকিউলিস তোমার দেহে ভর করুন।

সিলিয়া। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি অদৃশ্যভাবে উড়ে গিয়ে লোকটার পা টা টেনে ধরি। (কুস্তি শুরু হলো)

রোজালিন্দ। চমৎকার। সাবাস যুবক।

সিলিয়া। যদি আমার চোখে বিদ্যুতের গতি থাকত তাহলে কে জিতবে আগেই বলে দিতাম। (চার্লস এর পতন, চারিদিকে হর্ষধ্বনি)

ডিউক। আর না, আর না।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার বিনীত অনুরোধ হুজুর, এখনো আমার কোন শ্বাসকষ্ট হয়নি।

ডিউক। কেমন বোধ করছ চার্লস ?

লে বো। ও কথা বলতে পারছে না হুজুর।

ডিউক। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। তোমার নাম কি যুবক ?

অর্ল্যাণ্ডো। অর্ল্যাণ্ডো হুজুর। স্যার রোলাণ্ড দ্য বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

ডিউক। তুমি যদি অন্য কারো পুত্র হতে তাহলে ভাল হত। তোমার বাবাকে সবাই সম্মান করে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমি তাঁকে এখনো আমার শত্রু বলেই মনে করি। তুমি যদি অন্য কোন বংশের ছেলে হতে তাহলে তোমার আজকের এই বীরত্বপুর্ণ কাজে আমি আরো বেশী খুশি হতাম। যাই হোক, বিদায়। তুমি একজন বার যুবক। তোমার পিতা যদি অন্য কেউ হতেন তাহলে ভাল হত।

(ডিউক, লে বো ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

সিলিয়া। আমি যদি আমার বাবা হতাম তাহলে আমি কি এটা করতে পারতাম ?

অর্ল্যাণ্ডো। স্যার রোলাণ্ড দ্য বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হিসাবে আমি সত্যি গৌরব বোধ করছি। ফ্রেডারিকের পোষ্যপুত্র হিসাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারের পরিবর্তেও এ গৌরব আমি ত্যাগ করতে চাই না।

রোজালিন্দ। আমার বাবা স্যার রোলাণ্ডকে তাঁর নিজের আত্মার মত ভালবাসতেন এবং সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। আগে যদি জানতাম এ যুবক তাঁর পুত্র তাহলে আমার অনুরোধের সঙ্গে অশ্রু মিশিয়ে এই দুঃসাহসিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতাম তাকে।

সিলিয়া। চল বোন। তাকে ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিইগে। বাবার রূঢ় ও ঈর্ষান্বিত আচরণে আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে। এ বিজয়গৌরব আপনার প্রাপ্য। প্রেমের ব্যাপারেও আপনি যদি এইভাবে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেন তাহলে আপনার প্রণয়িনী নিশ্চয়ই সুখী হবেন।

রোজালিন্দ। হে সুজন। (কণ্ঠ হতে হার খুলে অর্ল্যাণ্ডোকে দিয়ে) আমার পক্ষ হতে এ উপহার গ্রহণ করুন। দেবার মত এই সামান্য দান যা ছিল তাই দিলাম। আরো দিতে প্রাণ চাইছে, কিন্তু হাতে ত আর কিছু নেই। আচ্ছা বোন, আমরা কি এবার যেতে পারি ?

সিলিয়া। তাহলে আসি, আমরা বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ হতে।

অর্ল্যাণ্ডো। 'ধন্যবাদ আপনাদের,' একথাটাও কি বলতে পারি না আমি। আমার সব ভাল গুনগুলোই যেন চলে গেছে। যা এখন আমার মধ্যে আছে তা এক প্রাণহীন পাষাণ ছাড়া আর কিছুই না।

রোজালিন্দ। উনি আমাদের ডাকছেন। আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্বেরও পতন ঘটেছে। আপনি কি আমাদের ডাকছিলেন ? শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছুকে আপনি পরাজিত করেছেন।

সিলিয়া। তুমি কি যাবে বোন ?

রোজালিন্দ। আচ্ছা আপনি যান। বিদায়।

(রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রস্থান)

অর্ল্যাণ্ডো। কী এক আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে আমার। মুখে কথা সরছে না। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, তবু সে কত কথাই না বলল। হায় বেচারী অর্ল্যাণ্ডো! তুমি আজ পরাভূত। চার্লস কেন, তার থেকেও দুর্বল কোন প্রাণীর কাছে আজ বশীভূত তুমি।

লে বোর প্রবেশ

লে বো। কিছু মনে করবেন না মশাই। বন্ধু ভেবেই আমি আপনাকে এ স্থান ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও আপনি এখন প্রচুর শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তথাপি ডিউকের মনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তিনি আপনাকে সন্দেহ করছেন। ডিউক বড় খামখেয়ালী। এবার আমার কিছু বলার থেকে আপনি অনুমান করে নিন তিনি কী ধরণের লোক।

অর্ল্যাণ্ডো। আপনাকে সত্যিই ধন্যবাদ। তবে আমার অনুরোধ একটা কথার উত্তর দিন : কুস্তির সময় যে দুটি মেয়ে এখানে ছিল তাদের মধ্যে কে ডিউকের মেয়ে ?

লে বো। আচরণ দেখে যদি বিচার করি তাহলে বলব কেউ তার মেয়ে না। তবে দুজনের মধ্যে যে ছোট সেই হচ্ছে ডিউকের মেয়ে। অন্যটি হলো

নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে। বর্তমান ডিউক তার মেয়েকে সঙ্গ দান করার জন্য তাকে প্রাসাদে রেখে দিয়েছে। আর ডিউককন্যা তাকে নিজের বোনের থেকেও ভালবাসে। তবে একটা কথা বলে রাখছি, সম্প্রতি ডিউক তাঁর এই শান্তশিষ্ট ভাইঝিটির উপর রুষ্ট হয়ে উঠেছেন। তার দোষ এই যে তার গুণের জন্য সবাই তার প্রশংসা করে আর তার নির্বাসিত বাবার কথা ভেবে তাকে দেখে সবাই দুঃখ করে এবং আমি বেশ বুঝতে পারছি ডিউকের এই চাপা হিংসা যে কোন সময়ে হঠাৎ ফেটে পড়তে পারে। আচ্ছা মশাই বিদায়। যদি কখনো এর থেকে ভাল কোন জায়গায় দেখা হয় তখন আমার আরো প্রীতি জানাব, তখন আপনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে আমার।

অর্ল্যাণ্ডো। আপনার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। বিদায়। (লে বোর প্রস্থান) এবার আমায় ধূম থেকে আগুনের মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। হিংস্র অত্যাচারী ডিউকের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে পড়তে হবে অত্যাচারী ভাইএর খপ্পরে। তবে একটা সান্ত্বনা, স্বর্ণপ্রতিমাসম রোজালিন্দের স্মৃতি আমার অন্তরে থাকবে চির জাগরুক। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ।

সিলিয়া ও রোজালিন্দের প্রবেশ

সিলিয়া। কেন বোন! কেন, রোজালিন্দ! প্রেমদেবতার দিব্যি, আর একটিও কথা বলবিনে।

রোজালিন্দ। কথা বলবি কী, কুকুরকে বলার মতও একটা কথা আমার নেই।

সিলিয়া। না ভাই, তোর কথার দাম এত বেশী যে তা কখনো কুকুর বেড়ালের উপর ছুঁড়ে ফেলা যায় না। বরং তার কিছু আমার ওপর ছুঁড়ে ফেল। নে, এবার আমায় যুক্তি দিয়ে কাবু কর ত দেখি।

রোজালিন্দ। তাহলে ত দেখছি দুটি বোনেই হলো ধরাশায়ী। একজন হলো যুক্তির আঘাতে খোঁড়া আর এক বোন হলো যুক্তির অভাবে উন্মত্ত।

সিলিয়া। এ সব কি তোমার পিতার দুঃখে ?

রোজালিন্দ। না, কিছুটা তাঁর জন্যে আর কিছুটা আমার সন্তানের পিতার জন্যে। এই দৈনন্দিন জীবন কী কাঁটায় ভরা সিলিয়া!

সিলিয়া। ওগুলো হচ্ছে চোরকাটা বোন, খেলার ছলে তোমার গায়ে

জড়িয়ে ধরেছে। আমরা বাঁধা পথ ছেড়ে যদি বেপথে চলি তাহলে ওরা আমাদের পরনের পোষাকে আটকে ধরবেই।

রোজালিন্দ। পোষাকে আটকে ধরলে ত আমি তাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু তারা আমার অন্তরে যে বিঁধে গেছে।

সিলিয়া। তাহলে অন্তরের মধ্যেই গেঁথে রাখ।

রোজালিন্দ। তার জন্যে চেষ্টা করব যদি আমি তাকে ডাকলেই পাই।

সিলিয়া। থাক, তোমার প্রেমের সঙ্গে এবার কুস্তি লড়। লড়ে তাকে জয় করো।

রোজালিন্দ। কিন্তু সে যে আমার থেকে বড় কুস্তিগীর।

সিলিয়া। তোমার ওপর আমার শুভেচ্ছা রইল। পড়ে গেলেও আবার চেষ্টা করবে। যাই হোক, এই সব ঠাট্টা তামাশা ছেড়ে কাজের কথায় এস। আচ্ছা এটা কি সম্ভব, হঠাৎ একবার দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্যার রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্রটিকে তুমি ভালবেসে ফেললে?

রোজালিন্দ। আমার বাবা আগেকার ডিউক ওর বাবাকে খুবই ভালবাসতেন।

সিলিয়া। তাই বলে কি তাঁর ছেলেকেও তুই ভালবাসবি? ভালবাসার এই যদি প্রথা হয় তাহলে তাকে আমাকে ঘৃণা করতে হয়, কারণ আমার বাবা তার বাবাকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তা হলেও আমি অর্ল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করি না।

রোজালিন্দ। না, হেই ভাই, তুই যেন আমার মুখ চেয়ে ওকে ঘৃণা করিস না।

সিলিয়া। কেন করব না? সে কি ঘৃণার যোগ্য নয়?

ডিউক ফ্রেডারিক ও সভাসদগণের প্রবেশ

রোজালিন্দ। তাই ত আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। আর ভালবাসছি বলে তুইও যেন ওকে ভালবাসিস। ওই দেখ, ডিউক আসছেন।

সিলিয়া। তাঁর চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে রাগে ভরা।

ডিউক। তাড়াতাড়ি করো রোজালিন্দ, আমার প্রাসাদ থেকে যত তাড়াতাড়ি পার সরে যাও। তাতেই তোমার পক্ষে মঙ্গল।

রোজালিন্দ। আমি কাকাবাবু!

ডিউক। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। আজ হতে দশ দিনের মধ্যে যদি আমার এই

প্রাসাদের কুড়ি মাইলের মধ্যে তোমাকে কোথাও পাওয়া যায় তাহলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।

রোজালিন্দ। ঠিক আছে, তবে আমার অনুরোধ আমার দোষের কথাটা জানতে দিন। নিজের বুদ্ধির খবর যদি আমার অজানা না হয়, যদি আমার নিজের কামনা বাসনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় থাকে, যদি আমি জেগে জেগে স্বপ্ন না দেখি অথবা পাগল হয়ে না যাই, এবং আমি জানি পাগল আমি হইনি—তাহলে হে প্রিয় পিতৃব্য আমার, আমি দূরাগত চিন্তাতেও কোনদিন কোন ক্ষতি করিনি আপনার।

ডিউক। সব বিশ্বাসঘাতকেরাই বলে থাকে একথা। তাদের কথার মধ্য দিয়েই যদি তাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটত তাহলে তারা সবাই স্বর্গীয় সুষমার মতই হত অমলিন আর পবিত্র! কিন্তু আসলে তা নয়। যাক, আর কথায় দরকার নেই, আশা করি এইটুকু বললেই তোমায় যথেষ্ট বলা হবে যে আমি তোমায় আর বিশ্বাস করি না।

রোজালিন্দ। কিন্তু আপনি অবিশ্বাস করলেই ত আমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়ছি না। আমায় বলুন, কিসের উপর ভিত্তি করে এধারণা আপনার হলো?

ডিউক। তুমি তোমার বাবার মেয়ে, এইটাই যথেষ্ট।

রোজালিন্দ। আপনি যখন ডিউকপদ করায়ত্ত করেন তখনও আমি আমার পিতার কন্যা ছিলাম, যখন আপনি আমার পিতাকে নির্বাসিত করেন তখনও আমি তাই ছিলাম। আমার পিতাকে যদি রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করেন তাহলে সে রাজদ্রোহিতা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর সন্তানের মধ্যে বর্তাবে এমন কোন কথা নেই। আর আমাদের বন্ধুবান্ধব ও বাবার হিতৈষী লোকেরা যদি আমাকে রাজদ্রোহিতার জন্য পরামর্শও দেয় তাতে আমার কী আসে যায়? তাছাড়া আমার বাবা ত সত্যি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। সুতরাং দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না, কখনই ভাববেন না আমি গরীব বলে বিশ্বাসঘাতক।

সিলিয়া। আমাকে কিছু বলতে দিন।

ডিউক। হ্যাঁ সিলিয়া, আমরা ওকে তোমার জন্যই এখানে থাকতে দিয়েছিলাম। তা না হলে ওকে ওর বাবার সঙ্গেই চলে যেতে হত।

সিলিয়া। আমি ত আর ওকে রাখার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করিনি,

আপনিই স্বেচ্ছায় ওকে রেখে দিয়েছিলেন। জানি না খুশি বা অনুশোচনা কিসের জন্যে। তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে ওর মূল্য বোঝা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কিন্তু এখন আমি ওকে বুঝি। ও যদি বিশ্বাস-ঘাতক হয়, তাহলে আমিই বা তা হব না কেন? আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘুমোই, একসঙ্গে উঠি; একসঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি এবং একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করি। যখন যেখানে গিয়েছি, জুনোর হংসযুগলের মত একসঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবেই গিয়েছি।

ডিউক। ওর মনটা এত সূক্ষ্ম আর কুটিল যে ওকে বোঝা তোমার সাধ্য নয়। ওর মার্জিত স্বভাব, নীরবতা, ধৈর্য সবই একটা মিথ্যা চতুরালি ছাড়া আর কিছুই না। পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে দেখ, সবাই ওকে করুণা করে, ওর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আসলে ও তোমার সুনামটাই ছিনিয়ে নিয়েছে জনগণের কাছ থেকে। তুমি হচ্ছ বোকা। তুমি বুঝতে পারছ না, ওর অবর্তমানে তোমার রূপগুণের কথা আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাবে। সুতরাং আর কোন কথা বলবে না। তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা আমি জারি করেছি তা হচ্ছে অটল এবং অপরিবর্তনীয়; আমার রাজ্য থেকে ও নির্বাসিত।

সিলিয়া। তাহলে আমার উপরেও অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা জারি করুন। তার সঙ্গ ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

ডিউক। তুমি একটি আস্ত বোকা। শোন ভাইঝি, সব ব্যবস্থা করে ফেল। আমার আদেশ নড়চড় হবার নয়। যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত এখানে থেকে যাও তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

(ডিউক ও সভাসদগণের প্রস্থান)

সিলিয়া। হা আমার হতভাগিনী রোজালিন্দ! কোথায় যাবে তুমি? আমার বাবা কি তোমার বাবা হতে পারে না? তা যদি হয় তাহলে আমার বাবাকে তোমায় দিয়ে তোমার বাবাকে আমি গ্রহণ করব এটা জেনে রেখো, তোমার থেকে আমি কিছু কম দুঃখিত হইনি।

রোজালিন্দ। কিন্তু তোমার থেকে আমার দুঃখের কারণটা বেশী।

সিলিয়া। না, তা নয় বোন। দুঃখ করো না, খুশী হবার চেষ্টা করো। তুমি কি বুঝতে পারছ না, ডিউক আসলে আমাকে অর্থাৎ তাঁর নিজের মেয়েকেই নির্বাসিত করেছেন?

রোজালিন্দ। কিন্তু তা ত তিনি করেননি।

সিলিয়া। তা করেননি? তাহলে বলব রোজালিন্দের মধ্যে সে ভালবাসা নেই যে ভালবাসার বশে তোমাকে ও আমাকে এক ও অভিন্ন বলে ভাবতে শিখেছি আমি। আমরা দুজনে কি তাহলে বিচ্ছিন্ন হব? না, তা কখনই না। আমার বাবা তাঁর মনোমত উত্তরাধিকারী বেছে নিন। সুতরাং এখন এস দুজনে একসঙ্গে বসে চিন্তা করি, কোথায় এবং কিভাবে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি, কাকে বা কি কি সঙ্গে নিতে পারি। নিজের ভার নিজের উপর সব তুলে নিতে দাও না। আমাকে একা ফেলে রেখে সব দুঃখের বোঝা একা বইতে যেও না। এখন এস, যা দুঃখ করার আমরা দুজনে একসঙ্গেই তা করব। এখন বল কি কতদুর পারবে। আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

রোজালিন্দ। কেন, কোথায় তাহলে আমরা যাব?

সিলিয়া। আর্ডেনের বনভূমিতে গিয়ে জ্যাঠামশাইএর খোঁজ করব।

রোজালিন্দ। হায়! আমরা দুজনেই কুমারী মেয়েছেলে। এত দুর পথ যাওয়া আমাদের পক্ষে ত সত্যিই খুব বিপদের কথা হবে। মনে রেখো, দুর্বৃত্তদের কাছে সম্পদের থেকে সৌন্দর্যের প্রলোভন আরো বেশী।

সিলিয়া। আমি ছেঁড়া আর ময়লা পোষাক পরব, মুখে এক রকমের কালি ঝুলি মাখব। তুইও তাই কর। এইভাবে আমরা পথ হাঁটব। তাহলে কেউ আমাদের দিকে তাকাবে না।

রোজালিন্দ। তার থেকে এক কাজ করলে হয় না? যেহেতু আমি সাধারণ মেয়ের থেকে একটু লম্বা, আমি পুরুষের বেশ ধরি। আমার কটিবন্ধে থাকবে একটা কিরীচ আর আমার হাতে থাকবে একটা বর্শা। অনেক কাপুরুষ লোকের মত আমার বাইরে চোখে মুখে একটা যোদ্ধা-যোদ্ধা ভাব থাকলেও আমার অন্তরে থাকবে এক নারীসুলভ শঙ্কা।

সিলিয়া। তুমি পুরুষ সাজলে কি বলে আমি ডাকব?

রোজালিন্দ। জোভের চাকরের যা নাম ছিল আমারও নাম তাই হবে। আমাকে তাই গ্যানিমীড বলে ডাকবি। কিন্তু তোর নাম কি হবে?

সিলিয়া। আমার নাম হবে আমার পোষাকের উপযুক্ত। আর সিলিয়া নয়, এবার হতে আমার নাম হবে এ্যালিয়েনা।

রোজালিন্দ। আচ্ছা বোন, তোর বাবার রাজসভা থেকে যদি আমরা ঐ

বিদূষক ভাঁড়টাকে গোপনে নিয়ে যাই তাহলে ভাল হয় না? ও আমাদের পথকষ্টের মাঝে মাঝে আনন্দ দেবে।

সিলিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, আমি যেখানে যাব ও আমার সঙ্গে যাবে। ওকে নেয়ার ভারটা আমার উপর ছেড়ে দে। চল আমরা সোনাদানা যা—সব সঙ্গে নেবার ঠিক করে নিইগে। তারপর ঠিক করতে হবে আমরা কখন আর কোন পথে রওনা হব যাতে আমরা চলে গেলে ওরা খোঁজ করে না পায়। সুতরাং এখন আমরা এই ভেবে খুশি হব যে নির্বাসন নয়, আমরা লাভ করতে চলেছি মুক্তির এক অফুরন্ত আনন্দ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। আর্ডেনের বনভূমি।

বনবাসীর বেশে ডিউক সিনিয়র, এামিয়েন্‌স্‌ ও
দুই তিন জন লর্ডস্‌ এর প্রবেশ

ডিউক সিনিয়র। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম নির্বাসিত সহচরেরা, বনবাসের এই প্রাচীন জীবনযাত্রা কি নাগরিক জীবনের কৃত্রিম ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক থেকে বেশী মনোহর না? সতত ষড়যন্ত্রপূর্ণ রাজসভা থেকে এই বনভূমি কি কম বিপজ্জনক না? এখানে কোন আদিম প্রলোভনজনিত কোন দণ্ড নেই, ঋতুবৈচিত্র্যগত আবহাওয়ার তারতম্য ছাড়া অন্য কোন কষ্ট নেই এখানে। এমন কি শীতের হিমাক্ত বাতাস যখন আমাদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে দংশন করে তখনও খারাপ লাগে না, তখন শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাসিমুখে বলতে পারি, এটা তোষামোদ না; এরা হচ্ছে আমার প্রকৃত বন্ধু ও পরামর্শদাতা যারা বাস্তব অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমায় প্রকৃত অবস্থার কথা অকপটে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যে কোন দুঃখ বিপদের পরিণামই মধুর। আপাত দৃষ্টিতে যে কোন বিপদকে কুৎসিত এক বিষধর ব্যাঙের মত মনে হলেও ভাল করে দেখলে তার মাথায় দেখা যাবে আশ্চর্য এক অমূল্য মণি। আমাদের বন্য জীবন জনতার কোলাহল থেকে একেবারে মুক্ত। আমরা গাছের মর্মরে ও নদীর কলতানে কত নীতি উপদেশ শুনতে পাই, প্রস্তর ও উপলখণ্ডে দেখতে পাই কত অদৃশ্য ধর্মবাণী আর যখন যেদিকেই তাকাই কিছু না কিছু ভাল দেখতে পাই সব কিছুতে। কোন কিছুর বিনিময়েই এ জীবন পরিবর্তন করতে চাই না আমি।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। ধন্য আপনার মহিমা প্রভু, যে মহিমার দ্বারা আপনি আপনার ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর বিধানকে এক মধুর তাৎপর্য দিয়ে মণ্ডিত করে তুলছেন।

ডিউক সিনিয়র। এস, চল আমরা কিছু হরিণ শিকার করে নিয়ে আসি। তবে এটা ভাবতে মনে ব্যথা পাই যে বনের আদিম অধিবাসী এই সব নির্বোধ প্রাণীগুলো বাইরের লোকেদের দ্বারা তাদের নিজেদের বাসভূমিতে শরবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হবে।

প্রথম লর্ড। তা বটে। বিষাদপ্রবণ জ্যাকও এই নিয়ে দুঃখ করছিল। বলছিল, আপনার ভাই-এর মত আপনিও কম ক্ষতিকারক নন। উনি আপনাকে আপনার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছেন আর আপনি অনেক বনের জন্তুকে আপন স্বার্থের খাতিরে বধ করছেন। আজ আমি আর এ্যামিয়েন্‌স্‌ দুজনে তার অলক্ষ্যে দেখলাম, সে এক প্রাচীন ওক গাছের তলায় শুয়েছিল। গাছটার শিকড়গুলো বনান্তরালবর্তী নদীর তীর পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে একটি নিঃসঙ্গ বনহরিণ ব্যাধের শরে আহত হয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করছিল কোন রকমে পালিয়ে এসে। নদীর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা হরিণটার চোখ থেকে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল নদীর দ্রুত প্রবাহমান জলের উপর। এতে জ্যাক দুঃখে খুব কাতর হয়ে উঠেছিল।

ডিউক। কিন্তু জ্যাক কি বলছিল? এই দৃশ্যটা দেখে কোন নীতিকথা বলেনি?

প্রথম লর্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছিল মানে? কত উপমা দিয়ে বলছিল। প্রথমতঃ নদীর জলের উপর অযথা হরিণটার চোখের জল ঝরে পড়া দেখে বলছিল, 'হায় রে হতভাগ্য মৃগ, জগতের মানুষরা যা করে তুইও তাই করছিস, যাদের বেশী আছে তাদেরকেই দান করছিস অকাতরে; তেলা মাথায় তেল দিচ্ছিস তুই।' তার সুখের পায়রা বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য বলছিল, ঠিকই হয়েছে, দুঃখের দিন এলে বন্ধুরা এমনি করেই পালায়। অদূরে একদল হরিণ সুখে চড়ছিল আর মাঝে মাঝে তার পাশ দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তারা একবার আহত হরিণটাকে চোখে চেয়ে দেখলেও না। তাদের দেখে জ্যাক বলল, বলিষ্ঠ ও মসৃণদেহী নাগরিকবৃন্দ, যাও যাও, তোমরা দূর থেকে তোমাদের এক হতভাগ্য নিঃস্ব ও ভগ্নদেহ সহচরকে দেখে চলে যাচ্ছ! এই ভাবে জ্যাক আমাদের দেশ,

সমাজ, নগর, রাজসভা এবং সমগ্রভাবে মানব জীবনকে তার তীক্ষ্ণ সমালোচনার দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগল। বলল, আমরাও সকলে এক একজন অত্যাচারী পরস্বাপহরণকারী এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আমরা বনে এসে বনের পশুগুলোকে তাদের বাসস্থানেই ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে হত্যা করে চলেছি।

ডিউক। তুমি কি তাকে এই রকম চিন্তান্বিত অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে এসেছ?

দ্বিতীয় লর্ড। হ্যাঁ স্যার, সে যখন ক্রন্দনরত হরিণটির জন্য চোখের জল ফেলছিল আর বিড় বিড় করে বকছিল তখন তাকে সেই অবস্থায় দেখে চলে এসেছি।

ডিউক। আমাকে সে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে চল। তাকে এই রকম রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এই সময় অনেক ভাল নতুন নতুন চিন্তা আর তত্ত্বকথা তার মাথায় গজগজ করে।

তৃতীয় লর্ড। চলুন আপনাকে সোজা সেখানে নিয়ে যাই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ।

ডিউক ফ্রেডারিক ও লর্ডদের প্রবেশ

ডিউক ফ্রেডারিক। এটা কি সম্ভব যে কেউ তাদের দেখেনি? এটা হতেই পারে না। নিশ্চয় আমার রাজসভার কোন কোন শয়তানের সায় আছে এতে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

১ম লর্ড। আমি ত এমন কারো কথা শুনিনি যে তাকে দেখেছে। তার খাসকামরার দাসী ও সহচরীরা তাকে রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে, কিন্তু সকালে উঠে দেখে বিছানা খালি।

২য় লর্ড। স্যার, আপনার রাজসভার যে বিদূষক আপনাকে প্রায়ই হাসাত তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। রাজকুমারীর দাসী হিসপারিয়া বলছিল, সে নাকি আড়ি পেতে আপনার মেয়ে ও ভাইঝিকে কুস্তিগীরের খুব গুণগান করতে শুনেছে যে চার্লসকে হারিয়েছে মল্লযুদ্ধে। হিসপারিয়ার বিশ্বাস, ওরা যেখানেই যাক সেই ছোকরা ওদের সঙ্গ নেবেই।

ডিউক। লোক পাঠাও তার ভাইয়ের কাছে। সেই বিজয়ী বীরকে নিয়ে এস এখানে। যদি সে না থাকে তাহলে তার ভাইকে নিয়ে এস আমার কাছে। আমি তাকে খুঁজে বার করিয়ে তবে ছাড়ব। এটা খুব তাড়াতাড়ি করে

ফেল। এইসব নির্বোধ পলাতকদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সন্ধানকার্য যেন বন্ধ না হয়। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। অলিভারের বাসভবনের সম্মুখস্থ স্থান।

অর্লাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। কে ওখানে?

আদম। কে, ছোটবাবু? আমার ছোট মনিব, সোনা মাণিক আমার। স্যার রোলাণ্ডের স্মৃতির প্রতীক। তুমি এখানে কেন? কেন তুমি এমন গুণবান হতে গেলে? কেন তোমায় লোকে এত ভালবাসে? আর কেনই বা তুমি এত ভদ্র বলিষ্ঠ ও সাহসী? খেয়ালি ডিউকের প্রিয় মল্লবীরকে কেন তুমি হারাতে গেলে? তুমি এখানে আসার আগেই তোমার জয়ের প্রশংসা লোকের মুখে মুখে এখানে এসে গেছে। তুমি কি জান না মনিব, কোন কোন লোকের ভাগ্যে তার গুণরাজিই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়? তোমারও তাই হয়েছে। তোমার পবিত্র চরিত্রগুণই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার সঙ্গে। হায়, কী আশ্চর্যময় এই পৃথিবী! মানুষের গুণমাধুরীই বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ায় তার পক্ষে।

অর্ল্যাণ্ডো। এ কথা বলছ কেন, ব্যাপারটা কি?

আদম। হে হতভাগ্য যুবক, এই বাড়ির দরজার মধ্যে প্রবেশ করো না। তোমার শত্রুতে ভরা এই বাড়ি। তোমার ভাই—না, না, যদিও সে তোমার বাবার পুত্র—না না, আমি তাকে তেমন লোকের ছেলে বলব না—তোমার জয়ের প্রশংসার কথা শুনেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে এই রাত্রিতেই তুমি যে ঘরে থাকবে সেই ঘরে আগুন দিয়ে তোমায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছে। এতে যদি সে ব্যর্থ হয় কোন কারণে তাহলে সে তোমাকে মারার অন্য ফন্দী আঁটবে। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। এই বাড়ি বাড়ি নয়, এটা কশাইখানা। ভয় ও ঘৃণাভরে এ বাড়িকে প্রত্যাখ্যান করো, এর মধ্যে প্রবেশ করো না।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু আদম। কোথায় তুমি আমাকে যেতে বলো?

আদম। যেখানে হোক চলে যাও, মোট কথা এখানে আর এস না।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি কি তাহলে আমায় বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করে বাঁচতে বল? অথবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পথে পথে তরবারি হাতে চুরি ডাকাতি করে হীন জীবন যাপন করতে বল। এ ছাড়া আর কি করে বাঁচব তা ত জানি

না। কিন্তু এ আমি করব না, আর যাই করি। আমি বরং রক্তপিপাসু ভাইএর ঈর্ষার বলি হয়ে বাস করব, তবু ও কাজ আমি পারব না।

আদম। কিন্তু এখানে থাকার মনস্থ তুমি করো না। আমার কাছে পাঁচশো ক্রাউন আছে। তোমার বাবার কাছে চাকরি করার সময় জমিয়ে রেখেছি। আমার অসময়ের ভরণপোষণের সম্বল হিসেবে সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছি। ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে যখন একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ব, যখন বার্ধক্যের চাপে কোন কাজ করতে না পারার জন্যে কেউ আমায় দেখবে না, তখন এটা কাজে লাগবে। আমার সেই সঞ্চয় তুমি নাও। যে ঈশ্বর কাক পক্ষীকে খাদ্য দেন, সামান্য চড়ুই পাখিদের জন্যেও খাবার ব্যবস্থা করেন, সেই ঈশ্বরই হবেন আমার শেষ আশ্রয়স্থল এবং একমাত্র সম্বল। এই হচ্ছে আমার যা কিছু সঞ্চয়। আমি সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমাকে তোমার ভৃত্য হিসেবে গ্রহণ করো। যদিও দেখতে আমায় বুড়ো বলে মনে হচ্ছে তথাপি আমার দেহে বল আর মনে শক্তি আছে। কারণ যৌবনে আমি কখনো উত্তপ্ত ও বুদ্ধিবিনাশকারী সুরা স্পর্শ করিনি। অথবা নির্লজ্জভাবে বারাঙ্গনাদের নিয়ে এমন কোন উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করিনি যা সমস্ত দুর্বলতার মূল। আমার বার্ধক্য হচ্ছে ঋতুর মত আপাত দৃষ্টিতে কুয়াশাচ্ছন্ন; কিন্তু অন্তরটা তার বলিষ্ঠ আর উদার। আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও। তোমার সব কাজে ও দরকারে আমি তরুণ যুবকের মতই খাটব।

অর্ল্যাণ্ডো। হে ভদ্র বৃদ্ধ, তোমাকে দেখে সেই পুরনো পৃথিবীর কথা মনে পড়ছে যেখানে মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটত শুধু কর্তব্যবোধের খাতিরে, টাকার বিনিময়ে নয়। তুমি এ যুগের লোকই না, কারণ এ যুগে মানুষ শুধু অর্থ আর পদোন্নতির জন্যেই কাজ করে এবং তা পেয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে আরও পাবার আকাংখা করে। কিন্তু তুমি তা পারবে না। কিন্তু তুমি এক শুকনো পচনশীল গাছকে অহেতুক ছাঁটাই করছ, যে গাছে তোমার শত যত্ন আর চেষ্টা সত্ত্বেও আর ফুল বা ফল ধরবে না। যাই হোক, এস, আমরা একসঙ্গেই যাব। তোমার যৌবনের সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবার আগেই আমরা একটা ছোটখাটো মাথা গোঁজার মত আস্তানা যোগাড় করে ফেলব।

আদম। চল মনিব। আমি তোমাকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সততা আর আনুগত্যের সঙ্গে অনুসরণ করে যাব। সতের বছর থেকে আমি

এখানে বাস করছি, এখন আমার বয়স হলো আশী, কিন্তু আর না। মানুষ সতের বছর বয়সেই ভাগ্য অন্বেষণে বার হয়, কিন্তু আশী বছর বয়সে সে ক্ষমতা তার থাকে না। তবু প্রভুর ঋণ শোধ করে আমি সুখে মরতে পারব—এ ছাড়া ভাগ্যের কাছে আর আমি কিছুই চাই না।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। গ্যানিমীডবেশী রোজালিন্দ, এ্যালিয়েনাবেশী সিলিয়া ও বিদূষক টাচস্টোনের প্রবেশ

রোজালিন্দ। ও হে জুপিটার, আমার মনটা যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

টাচস্টোন। আমি মনের কথা ভাবি না, আমরা পা দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই।

রোজালিন্দ। আমি পুরুষের বেশ পরে না থাকলে মেয়েদের মত চীৎকার করে কাঁদতে পারতাম। কিন্তু তাতে পুরুষবেশেরই অপমান হবে। আর পুরুষের বেশ যখন পরে রয়েছি তখন সাহস দেখাতেই হবে আর মেয়েদের সান্ত্বনা দিতে হবে। সুতরাং এ্যালিয়েনা, ভেঙ্গে পড়ো না, বুকে সাহস আনো।

সিলিয়া। দয়া করে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাও। আমি আর হাঁটতে পারছি না।

টাচস্টোন। আমার কথা যদি বলো তাহলে বলতে হয় আমি ধরব কি, আমাকে ধরলেই ভাল হয়। তোমাকে বয়ে নিয়ে গেলে আমি আমার সামান্য ক্রসটাকেও আর বইতে পারব না। তোমার থলেতে বোধ হয় আর টাকা নেই।

রোজালিন্দ। এই হচ্ছে আর্ডেনের বনভূমি।

টাচস্টোন। তাই নাকি! আমি তাহলে আর্ডেনে এসে পড়েছি। তাহলে ত আমি আরও বোকা বনে গেছি। আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন ভাল ছিলাম। তবে পথিকদের অবশ্য যে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

কোরিণ ও সিলভিয়াসের প্রবেশ

রোজালিন্দ। দেখ দেখ টাচস্টোন, একজন ছোকরা আর একজন বুড়ো এইদিকে আসছে।

কোরিণ। এই জন্যেই ত সে তোমায় আরও অবজ্ঞা করে।

সিলভিয়াস। ও কোরিণ, তুমি ত জানো আমি তাকে কত ভালবাসি।

কোরিণ। আমি কিছুটা তা বুঝতে পারছি, কারণ আগে একদিন আমিও ভালবেসেছিলাম।

সিলভিয়াস। না কোরিণ, বুড়ো বয়সে তুমি তা বুঝতে পারছ না, যদিও তোমার যৌবনে একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান প্রেমিক হিসেবে দীর্ঘশ্বাস আর হা হুতাশের মধ্য দিয়ে কত বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছ। কিন্তু একটা কথা, যদি তোমার ভালবাসা আমার মতই গভীর হয়ে থাকে, অবশ্য আমার বিশ্বাস আমার মত কেউ কখনো কাউকে ভালবাসেনি—তাহলে বল, সেই ভালবাসার বশে কত হাস্যকর কাজ তুমি করেছ।

কোরিণ। করেছি অজস্র কাজ, কিন্তু সব ভুলে গেছি।

সিলভিয়াস। তুমি তাহলে আমার মত এত আন্তরিকতার সঙ্গে কখনই ভালবাসনি। যদি তোমার অতীতের প্রেমজনিত কোন কাজের কথা মনে না থাকে তাহলে মিথ্যা তোমার ভালবাসা। অথবা তুমি যদি আমার মত বসে বসে তোমার প্রেমাস্পদের গুণগান শুনে না থাক তাহলে তুমি কখনই ভালবাসনি অথবা যদি আমার মত আবেগের বশে হঠাৎ কারো কাছে বসে থাকতে থাকতে পালিয়ে গিয়ে না থাক তাহলে মিথ্যা তোমার ভালবাসা। ও ফিবি, ফিবি, ফিবি! (প্রস্থান)

রোজালিন্দ। হায় হতভাগ্য মেষপালক, তোমার দুঃখের কথা শুনতে গিয়ে আমার নিজের কথাই মনে পড়ে গেল।

টাচস্টোন। আর আমারও তাই মনে পড়ে গেল। আমার মনে পড়ছে, আমি যখন প্রেমে পড়েছিলাম, তখন একবার লড়াই করতে গিয়ে পাথরে আছাড় খেয়ে আমার তরোয়ালটা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। কারণ আমার প্রণয়িণী জেন স্মাইলের কাছে রাত্রিতে গোপনে আসার জন্য আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলাম। আরও মনে পড়ছে আমি একবার তার পোষাকটাকে চুম্বন করেছিলাম। তারপর তার সুন্দর হাতের আঙুল দিয়ে গরুর যে বাঁটগুলো টেনে দুধ দোয়াত সেগুলোর কথাও মনে পড়ছে। আর একবার তার পরিবর্তে দুটো কড়াইশুঁটিকে পেয়ে কত আদর করেছিলাম। তার কাছ থেকে দুটো কড়াইশুঁটি নিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিলাম, এ শুঁটি দুটো তোমার গলার মালায় গেঁথে নিয়ে পরো আর আমার কথা মনে করো। আমাদের মত যারা প্রকৃত প্রেমিক তারা এই ধরণের কত অদ্ভুত কাজই না করে বসে। কিন্তু

যেহেতু এ জগতে সব কিছুই মরণশীল এবং ক্ষণস্থায়ী, সেইহেতু মানুষের সকল প্রেম এবং প্রেমজনিত নির্বোধ কাজও ক্ষণস্থায়ী।

রোজালিন্দ। তোমার যতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি আছে তার থেকে বেশী জ্ঞানের কথা বলে তা খরচ করে দিচ্ছ।

টাচস্টোন। না না, কখনই আমি তা খরচ করব না। তাতে আমার পা দুটো যদি খোঁড়া হয়ে যায় তাও ভাল।

রোজালিন্দ। হা ভগবান, ওই মেষপালকের ভালবাসার আবেগটা ঠিক আমারি মতন।

টাচস্টোন। আমারও মতন। তবে আমার কাছে ওটা বাসি বলে মনে হচ্ছে।

সিলিয়া। আমার কথা রাখো, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ঐ লোকটাকে শুধিয়ে দেখ, টাকা পয়সা বা কিছু সোনাদানার বিনিময়ে কিছু খাবার পাওয়া যাবে কি না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি এবং এখনি হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব।

টাচস্টোন। ও ভাই বোকারাম!

রোজালিন্দ। চুপ করো। তুমি নিজে বোকা বলে সবাইকেই কি তাই ভাব নাকি? ও তোমার সমগোত্রীয় নয়।

কোরিণ। কে ডাকে আমায়?

টাচস্টোন। তোমার চেয়ে যারা ভাল তারা।

কোরিণ। তাহলে ত বুঝতে হবে, তারা খুবই হতভাগ্য।

রোজালিন্দ। দাঁড়াও আমি বলছি। নমস্কার বন্ধু, শোনত একবার।

কোরিণ। নমস্কার। তোমাদের সকলকে নমস্কার।

রোজালিন্দ। আচ্ছা মেষপালক, বলতে পার ভাই, এই মরুভূমির মত জায়গায় সোনা অথবা স্নেহ ভালবাসার বিনিময়ে কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় কি না। এমন একটা জায়গা আমাদের দেখে দাও যেখানে আমরা একটু বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারি। আমাদের সঙ্গের এই কুমারী মেয়ে পথশ্রমে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে মূর্চ্ছিত হয়ে যেতে বসেছে।

কোরিণ। ওর কথা শুনে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার যদি সত্যি সত্যিই কিছু থাকত তাহলে আমি ওর দুঃখ দূর করতাম। কিন্তু আমি অন্য লোকের অধীনে ভেঁড়া চড়ানোর কাজ করি। আমার মনিব

আবার রাগী স্বভাবের। আতিথেয়তা বা সেবাধর্মের দ্বারা স্বর্গলাভের কোন সামান্য বাসনাও তার নেই। তাছাড়া তার বাড়িঘর, মেষপাল, আর তৃণশস্য সব এখন বিক্রি হবে। এখন সেখানে খাবার কিছুই নেই আর মনিবও নেই। এসে দেখ না আমার সঙ্গে; আমার সাধ্যমত তোমাদের আদর আপ্যায়নের অভাব হবে না।

রোজালিন্দ। কে তোমাদের ঐ মেষপাল আর জায়গা জমি কিনতে চায়?

কোরিণ। একটু আগে যে ছোকরাকে দেখেছ, যার কিছু কেনাকাটার কোন বাসনা নেই মনে সে।

রোজালিন্দ। যদি এর মধ্যে কোন কারচুপি না থাকে যদি বোঝ এ সম্পত্তি নির্দোষ তাহলে আমাদের হয়ে তুমি তা কিনে নিতে পার; আমরা দাম দেব।

সিলিয়া। আর আমরা তোমায় বেতন দেব। জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে এবং আমি এখানে স্বেচ্ছায় বসবাস করতে পারি।

কোরিণ। চল আমার সঙ্গে। নিশ্চয়ই এ সব কিছু বিক্রি হবে। টাকা দিয়ে সব কিনে ফেল। যদি তোমরা চাও, এখানকার মাটির প্রকৃতি আর চাষবাসের লাভ ক্ষতির সব বিবরণ নেব। তোমাদের সব কিছু দেখাশোনা করব। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বনভূমির আর এক দিক।

এ্যামিয়েন্‌স্‌, জ্যাক ও অন্যান্যদের প্রবেশ

গান

এ্যামিয়েন্‌স্‌। থাকবে যদি আমার সাথে সবুজ বনের তলে
চলে এস ত্বরা করি সকল কিছু ফেলে।
করবে যাপন সুখের জীবন
পাখির কণ্ঠে করবে কূজন
শত্রু কোথাও পাবে নাক এই বনেরই তলে,
শুধু গ্রীষ্ম শীতের আঘাত পাবে কৌতুকেরই ছলে।

জ্যাক। গাও, আবার গাও।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। মহাশয় জ্যাক, এ গান আপনাকে যে আরও বিষন্ন করে তুলবে।

জ্যাক। তা করুক। আমি বলছি আবার গাও। বেজী যেমন গোটা

ডিমের ভিতর থেকে শাঁসটা শুষে খেয়ে নেয় আমিও তেমনি যে কোন গানের ভিতর থেকে তার বিষাদটুকুকে শোষণ করে নিতে পারি।

এ্যামিয়েন্‌স্। আমার গলাটা মোটা। আমি জানি আমার গান আপনার ভাল লাগবে না।

জ্যাক। আমি ত তোমায় আমাকে খুশি করতে বলছি না, আমি তোমাকে গান গাইতে বলছি। নাও, গাও। আর এক পদ গাও।

এ্যামিয়েন্‌স্। কী গান গাইব মহাশয় জ্যাক?

জ্যাক। কী গান সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। গান হলেই হলো। তুমি গাইবে?

এ্যামিয়েন্‌স্। আমার নিজের ইচ্ছা না থাকলেও আপনার অনুরোধ রাখার জন্যে অন্তত গাইব।

জ্যাক। যদি কাউকে ধন্যবাদ দিই ত তোমাকেই দেব। তবে ধন্যবাদ দেবার ব্যাপারটা হচ্ছে দুই বাঁদর-কুকুরে মুখ শোঁকাশুঁকি। যদি আমাকে কেউ আন্তরিক ধন্যবাদ দেয় ত বুঝতে হবে আমি তাকে নিশ্চয়ই একটা পেনি দিয়েছি, তাই সে ভিক্ষার দানের মত ধন্যবাদ দিলে আমায়। নাও, এখন গান করো, আর যদি তা না করো তাহলে চুপ করে থাক।

এ্যামিয়েন্‌স্। আচ্ছা, আমি গানটা শেষ করব; আপনারা তৈরি হয়ে নিন। ডিউক এখন এই গাছের তলায় এসে খাওয়াদাওয়া করবেন। তিনি সারাদিন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জ্যাক। আর আমি তাঁকে সারাদিন ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমি তাঁর সাহচর্য মোটেই সহ্য করতে পারি না। তাঁর মত আমিও অনেক কথাই ভাবি। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তা নিয়ে বড়াই করি না কখনো। নাও, গান করো।

গান

উপস্থিত সকলে মিলে

সব বাসনা ফেলে এসে সূর্যালোকে শুয়ে
খুশি মনে খাবে দাবে স্বল্প কিছু পেয়ে।
চলে এস ত্বরা করি সকল কিছু ফেলে
শত্রু কোথাও পাবে নাক এই বনেরই তলে
শুধু গ্রীষ্ম শীতের আঘাত পাবে কৌতুকেরি ছলে;

জ্যাক। তোমার এই গানের পদের সঙ্গে মিলিয়ে একটা কবিতা শোনাব তোমায়। গতকাল আমি সেটা নিজে থেকে লিখেছি।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আমি ওটা গানের মত গাইব।

জ্যাক। এটা হচ্ছে এই রকম :

কিন্তু যদি এমনতর হয়
ধনদৌলত ছেড়ে দিয়ে কেউ বা যদি হায়,
ঝোঁকের বশে মানুষ থেকে গাধা হতে চায়,
ডুকাডেম, ডুকাডেম, ডুকাডেম।
আসতে পার আমার কাছে ছুটি দিয়ে কাজে
আস্ত গাধা অনেক পাবে এই বনেরই মাঝে।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আচ্ছা 'ডুকাডেম' জিনিসটা কি ?

জ্যাক। ওটা হচ্ছে বোকাদের এক চক্রের মধ্যে আহ্বান করার এক গ্রীকদেশীয় রীতি। যদি পারি এখন আমি ঘুমোব। আর যদি না পারি ত আমি এখন মিশরের সকল নবজাতকদের নিন্দা করব।

(পৃথক পৃথকভাবে সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। বনভূমি

অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ

আদম। হে আমার প্রিয় মনিব। আর আমি হাঁটতে পারছি না। ক্ষুধায় আমি মৃতপ্রায়। এইখানে আমি শুয়ে পড়ছি। আমার জন্যে কবর তৈরি করুন। বিদায়।

অর্ল্যাণ্ডো। কেন, কী হয়েছে আদম ? আর কিছুক্ষণ কোনরকমে বাঁচ। মনটাকে একটু শান্ত রাখ। এই গভীর বনে যদি কোন হিংস্র জন্তুও পাই তাহলে হয় আমি তার খাদ্য হব অথবা তাকে আমি মেরে নিয়ে আসব তোমার খাদ্যের জন্যে। আসল কথা, তোমার গায়ের শক্তির থেকে মনের শক্তি ভেঙ্গে পড়েছে বেশী। অন্ততঃ আমার খাতিরে একটু খুশি হবার চেষ্টা করো, মৃত্যুকে একটু ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করো। আমি এখনই ফিরে আসছি। যদি আমি কোন খাদ্য নিয়ে না আসতে পারি তাহলে তুমি মরতে পার। আমি কিছু বলব না। কিন্তু যদি তুমি আমি আসার আগেই মরে যাও তাহলে আমার সমস্ত শ্রম তুমি নষ্ট করবে। ঠিক আছে। মুখটা একটু হাসি-হাসি করো, আমি এক্ষুনি আসছি। তবে তুমি ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুয়ে রয়েছ। এস,

আমি তোমায় কোন আশ্রয়ে বহন করে নিয়ে যাই। কিন্তু না খেয়ে তোমায় মরতে দেব না যদি কোন না কোন জীবন্ত প্রাণী এ বনে থাকে। মনটা খুশি-খুশি করো আদম। (উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। বনভূমি।

ভোজের টেবিল পাতা। বনবাসীর বেশে ডিউক সিনিয়র,

এ্যামিয়েন্‌স্‌ ও লর্ডদের প্রবেশ

ডিউক সিনিয়র। আমার মনে হয় সে পশু হয়ে গেছে, আর মানুষ নেই। কারণ মানুষের আকারে কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

১ম লর্ড। স্যার, কিছুক্ষণ আগে ও এইখান থেকে চলে গেল। এখানে সে খুশি মনে একটা গান শুনছিল।

ডিউক। কর্কশ শব্দে গলাটা যার ভরা সেই জ্যাকের যদি গানে রুচি হয় তাহলে জগতে সুর বলে কোন জিনিস থাকবে না। যাও, তাকে খুঁজে আন, বল আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জ্যাকের প্রবেশ

১ম লর্ড। উনি নিজেই এসে আমার শ্রমটা বাঁচিয়ে দিলেন।

ডিউক। কী খবর মহাশয়! কোথায় থাক, বন্ধুরা তোমার দেখাই পায় না। কী ব্যাপার, মুখটা যে হাসি-হাসি দেখছি।

জ্যাক। বোকা, নির্বোধ। একটা নীরেট নির্বোধ লোক দেখলাম বনে। বিচিত্র রঙের পোষাক পরা এক নির্বোধ। জগৎটা সত্যিই খুব দুঃখের। আমি যেমন খেয়ে পরে বেঁচে থাকি, তেমনি আমি এক বোকা লোক দেখলাম যে রোদে শুয়ে শুয়ে সাধু ভাষায় ছন্দোবদ্ধভাবে ভাগ্যদেবীর নিন্দা করছিল। তবু তাকে দেখে মনে হলো বোকা। আমি বললাম, 'নমস্কার মুর্খ মহাশয়' সে তখন বলল, আমাকে দয়া করে আমি সৌভাগ্যবান বা সম্পদশালী না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মূর্খ বলো না। তারপর তার পোষাকের ভিতর থেকে একটা ঘড়ি বার করে তার দিকে মলিন চোখে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, এখন দশটা বাজে। এইভাবে আমরা বেশ বুঝতে পারি কিভাবে জগৎ এগিয়ে চলে। মাত্র এক ঘণ্টা আগে বেলা ন'টা ছিল। আর এক ঘণ্টা পরে আবার এগারোটা বাজবে। এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যাবে আর আমরা এগিয়ে যাব আমাদের নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে। এগিয়ে যাব আমাদের শেষ পতনের পথে। এইভাবেই চলেছে মানবজীবনের কাহিনী। গতিশীল

কালপ্রবাহের উপর তার তত্ত্বকথা শুনে মোরগের মত ডাক ছেড়ে উঠতে মন হলো আমার। মুর্খ যে এত চিন্তাশীল হবে আমি তা ভাবতেই পারিনি। আমি তার ঘড়ির কাছে এক ঘণ্টা ধরে অবিরাম হাসতে লাগলাম। সত্যিই সে একজন মহৎ মুর্খ। যোগ্য মুর্খ। বিচিত্র রঙের পোষাকই তার একমাত্র পরিধান হওয়া উচিত।

ডিউক। কে সে মুর্খ!

জ্যাক। সত্যিই সে যোগ্য মুর্খ। রাজসভায় যে এতদিন ছিল বিদুষক। সে বলল মেয়েরা যদি তরুণী আর খুব সুন্দরী হয় তাহলে সেটা তারা খুব ভালই বোঝে অর্থাৎ সে বিষয়ে তারা খুবই সচেতন থাকে সব সময়। আমার মনে হতো তার মস্তিষ্কটা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে অবশিষ্ট বিস্কুট টুকরোর মতই একেবারে শুকনো। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গার সে নাম করল যে সব জায়গা সে একে একে দেখেছে। এবং এই সব অভিজ্ঞতার স্মৃতির টুকরোগুলো সে এলোমেলোভাবে বলল। আমি যদি সত্যিই তার মত মুর্খ হতাম। তার মত বিচিত্র রঙের এক জামাই হলো এখন আমার একমাত্র আকাংখিত বস্তু।

ডিউক। আচ্ছা তুমি তা পাবে।

জ্যাক। আমার একমাত্র আবেদন, আমি বিজ্ঞের মত যে সব মতামত প্রকাশ করব, আপনি যেন সেগুলো অন্য অর্থে নেবেন না। মুক্ত ও সর্বত্র সঞ্চরণশীল বাতাসের মতই আমায় দিতে হবে অবাধ স্বাধীনতা। যখন মন হবে, মুর্খের মত যে কোন লোকের সমালোচনা করে বেড়াব। এমন কি আমার মুর্খতার ঘায়ে যারা আঘাত পাবে আমার সমালোচনায় যারা রুষ্ট হবে তাদেরও হাসতে হবে। কিন্তু কেনই বা তারা হাসবে তার কারণ সরল রাজপথের মতই সহজ। যখন কোন মুর্খ কোন লোককে আক্রমণ করে বা আঘাত করে জ্ঞানের কথা বলে, তখন সে কথাগুলো এমন বোকার মত বলে যে বুদ্ধিমান না হেসে পারে না সে কথা শুনে। আর যদি তারা না হাসে তাহলে মুর্খরা কটাক্ষমাত্র বুঝতে পারে, সে বুদ্ধিমানের মধ্যে গলদ আছে। যাই হোক, আমাকে সেই বিচিত্ররঙের জামাটা দিন। আর আমার ইচ্ছামত কথা বলার স্বাধীনতা দিন যাতে জগতের যত সব দোষী লোকগুলো ধৈর্য্য ধরে আমার কথা শুনে জগৎটাকে দোষমুক্ত করে তুলতে পারে।

ডিউক। ধিক তোমাকে। আমি বলতে পারি আসলে তুমি কি করবে।

জ্যাক। আমি ভাল ছাড়া কি এমন মন্দ করব শুনি ?

ডিউক। অপরের দোষের বা পাপের সমালোচনা করাই হলো সবচেয়ে বড় পাপ, কারণ মানুষ সাধারণতঃ সমালোচনার ছদ্ম আবরণে নিজের পাপটাকে ঢেকে রেখে উপরে সাধুত্বের ভাণ করে। যেমন ধরো, তুমি একদিন অত্যন্ত উচ্ছৃংখল প্রকৃতির লোক ছিলে। তোমার ইন্দ্রিয় লালসা ছিল অতি তীব্র এবং বর্বর। এখন মুর্খের মত অবাধ কথা বলার স্বাধীনতা পেয়ে পরনিন্দা বা কুৎসা রটনার দ্বারা জগৎটাকে কলঙ্কিত করে তুলবে।

জ্যাক। কে জোর গলায় দর্পভরে বলবে আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছি। আমার সমালোচনাবাক্য সমুদ্রতরঙ্গের মতই সাধারণ-ভাবে সব সময় বয়ে যাবে, অবশেষে তা আপনা আপনিই ফুরিয়ে যাবে। এই শহরের মধ্যে কোন নারী জোর করে বলুক যে আমি তাকে বলেছি সে তার অযোগ্য কুৎসিত দেহে রাজরাণীর মত জমকালো পোষাক পরেছে ? কোন নারী বলতে পারে আমি তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি ? সে ভাববে ইঙ্গিত যদি করে থাকি ত তার কোন প্রতিবেশিনীকেই করেছি। কোন লোককে যদি বলি তার সাহস নেই, সে কাপুরুষ ভীরু তাহলে সে তা জোর গলায় বলতে পারবে না, কারণ সে ভাববে তাতে তার নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তার সম্বন্ধে আমার কথাটা যে সত্যি সেইটাই প্রমাণিত হবে। তাহলে ? তাহলে সে বলুক, আমায় দেখিয়ে দিক, আমি আমার নিন্দার কথা বলে কোথায় তার ক্ষতি করেছি যদি সে দোষ করে থাকে তাহলেই আমার কথা তার বুকে বাজবে আর তার ফলে সে নিজেকে শুধরে নিয়ে ভাল হবে। সুতরাং মালিকানাহীন মুক্তপক্ষ রাজহংসের মতই আমার বিদ্রূপবাক্য সকলের উপর দিয়ে সমানভাবে উড়ে যাবে। কিন্তু ও কে আসছে ?

মুক্ত তরবারি হাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। থাম, কেউ খাবে না।

জ্যাক। না, আমি এখনো খাইনি।

অর্ল্যাণ্ডো। না খাবে না, আমার প্রয়োজন যতক্ষণ না মেটে ততক্ষণ কেউ খাবে না।

জ্যাক। কোথাকার অভদ্রটা এল রে বাবা।

ডিউক। আচ্ছা, হঠাৎ অভাবে পড়ে কি তুমি এমনি দুঃসাহসী হয়ে

উঠেছ ? অথবা ভদ্রতা কাকে বলে জান না বলেই এমনি করে ভদ্র সমাজের আচরণবিধিকে লঙ্ঘন করছ ?

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার প্রথম কথাটাই আমার প্রাণে লেগেছে। নগ্ন বিপদের তীক্ষ্ণ আঘাত আমার ভদ্রতাবোধ নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। তবু জেনে রাখবে আমি সদ্বংশজাত এবং ভদ্রতা বা শিষ্টাচার আমার অজানা নয়। কিন্তু থাম, আমি বলছি, কেউ খাবে না। আমার প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত কেউ একটা ফলে হাত দিলেও তার মৃত্যু অনিবার্য।

ডিউক। কী তুমি চাও? দেখ, জোর করলে যতটা পাবে তার থেকে তোমার শান্ত ও ভদ্র আচরণের দ্বারা অনেক বেশী পাবে আমাদের কাছ থেকে।

অর্ল্যাণ্ডো। ক্ষুধায় আমি মরতে বসেছি, আমাকে কিছু খাবার দাও।

ডিউক। বস এবং খাও। আমাদের ভোজসভায় স্বাগত জানাচ্ছি তোমায়।

অর্ল্যাণ্ডো। এত ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলছেন আপনি। আমি ভেবেছিলাম এই বনে যারা থাকে তারা সবাই বন্য আর বর্বর। তাই আমি আমার মুখের উপর একটা কড়া ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলাম। তবে আপনারা যেই হোন, এই বনের বিষণ্ণ ছায়ায় এই পরিত্যক্ত দুর্গম জায়গায় বাস করে কালের গতিকে অবহেলা করে যাচ্ছেন। যদি কখনো সুখের দিন দেখে থাকেন, যদি কখনো গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে থাকেন অর্থাৎ কোন ধর্মোপদেশ শুনে থাকেন, যদি কোনদিন কোন উদারচেতা ব্যক্তির দ্বারা আহুত ভোজসভায় যোগদান করে থাকেন, যদি কখনো কারো কাছ থেকে করুণা পেয়ে থাকেন আর করুণা কি জিনিস তা জেনে থাকেন এবং কখনো চোখে অশ্রু বিসর্জন করে থাকেন তাহলে আপনাদের সেই সব কথা স্মরণ করে আমি লজ্জা ও নম্রতা অনুভব করছি এবং তরবারি সম্বরণ করছি।

ডিউক। সত্যিই এমন দিন আমাদের ছিল যখন আমরা সুখভোগ করেছি; গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমরা উপাসনা করতেও গিয়েছি; অনেক ভাল ভাল ভোজসভাতেও যোগদান করেছি; করুণা বা অনুকম্পাজনিত অনেক অশ্রুও বিসর্জন করেছি; সুতরাং শান্ত ও ভদ্রভাবে বস। বসে বল, কী তোমার অভাব আর সে অভাবের প্রতিকারের জন্য কীই বা আমরা করতে পারি।

অর্ল্যাণ্ডো। তাহলে একটু অপেক্ষা করুন; একটু পরে খাবেন, এর মধ্যে

আমি উৎকণ্ঠিত মৃগীর মত আমার শিশুকে নিয়ে এসে তার মুখে কিছু খাবার দিই। একজন বৃদ্ধলোক আছে যে শুধু আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার খাতিরে ক্লান্ত ও অবসন্নদেহে বহু পথ আমার সঙ্গে অতিক্রম করেছে। বার্ধক্য ও ক্ষুধায় জর্জরিত সেই বৃদ্ধটির পেট না ভরা পর্যন্ত আমি এক টুকরো খাদ্যও গ্রহণ করব না।

ডিউক। যাও, তাকে নিয়ে এস। তোমরা না আসা পর্যন্ত আমরা এই সব খাবারের কিছুই খরচ করব না।

অর্ল্যাণ্ডো। ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন। (প্রস্থান)

ডিউক। তুমি জান, এই বিরাট বিশ্বজগতে কেবল আমরাই অসুখী নই। আমরা এখানে যে কষ্ট সহ্য করছি তার থেকে কত লোকে কত কষ্ট সহ্য করছে।

জ্যাক। সারা পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ এবং পৃথিবীর সব নরনারীই এক একজন অভিনেতা। এই রঙ্গমঞ্চে তাদের প্রত্যেকেরই প্রবেশ এবং প্রস্থান আছে আপন আপন ভূমিকানুসারে। আবার একই মানুষ অনেক সময়ে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষ জীবনে যে সব ভূমিকা গ্রহণ করে তার সাতটি ক্রমপর্যায় আছে। প্রথম হচ্ছে তার শৈশব, শৈশব অবস্থায় সব মানুষই ধাত্রীর কোলে কান্নাকাটি করে। তারপর ছাত্রজীবনে তারা উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ নিয়ে মন্দগতি শামুকের মত অনিচ্ছার সঙ্গে স্কুলে যায়। তার পরেই প্রেমিকরূপে গরম চুল্লীর মত গরম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর হা হুতাশ করে, তার প্রিয়তমার ললিত ভ্রূভঙ্গি নিয়ে কত সকরুণ কাব্যগাথা লেখে। তারপর শুরু হয় সৈনিক জীবন, এই সময় শ্মশ্রুপূর্ণ মুখে কথায় কথায় শপথ করে, সম্মানের লালসায় প্রায়ই ঈর্ষাকাতর হয়, খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় আর ঝগড়া শুরু করে দেয় যার তার সঙ্গে, সামান্য ক্ষণভঙ্গুর যশের জন্য কামানের গোলার সামনে বুক পেতে দেয়। তারপর সে বসে বিচারকের আসনে, এই সময় পেটে তার ভুঁড়ি জমে পরণে বিচারকের পোষাক, চোখে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা, মুখে সাদাসিদে দাড়ি। এই সময় সে অনেক জ্ঞানের কথা আর নীতি উপদেশ দেয়—এইভাবে সে অভিনয় করে তার জীবনের ষষ্ঠ স্তরের ভূমিকায়। সবশেষে শুরু হয় তার বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব, তার ঘটনাবহুল জীবনের সমস্ত বিস্ময়কর ইতিহাস বিলীন হয়ে যায় এক অর্থহীন বিস্মৃতির গর্ভে। বিলুপ্ত হয়ে যায় তার সকল ইন্দ্রিয় শক্তি।

চক্ষু দন্ত ও আস্বাদনশক্তি সব কিছু হারিয়ে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তার পরণের পোষাক ঢিলে হয়ে যায়, তার চোখের চশমা নাকের উপর এসে পড়ে। সারা পৃথিবীটাকে তার খুবই বড় বলে মনে হয়। তার গলার স্বরটা এই সময় বেশ গাঢ় হয়ে উঠলেও সে প্রায়ই শিশুর মত চেঁচামিচি শুরু করে দেয়। এইভাবে কাটে তার জীবনের শেষ পর্য্যায়।

আদমের সঙ্গে অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

ডিউক। আরে এস এস, তোমার সম্মানিত বোঝাটিকে তোমার স্কন্ধ থেকে নামাও। উনিও আমাদের সঙ্গে খান।

অর্ল্যাণ্ডো। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

আদম। এ ধন্যবাদ দেওয়া তোমার একান্তপক্ষে উচিত। আমিও আমার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই, কিন্তু বলার ক্ষমতা আমার নেই।

ডিউক। এস এস। এখন আর আমি দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে কষ্ট দেব না আপনাকে। ওহে, আমায় কিছু গান শোনাও ত। কই ভাই, একটা গান গাও শুনি।

গান

শীতের বাতাস তুমি, যাও বয়ে যাও
অকৃতজ্ঞ নির্দয় মানুষের মত তুমি নও।
যদিও নিঃশ্বাস তব হিমেল বলয়
অদৃশ্য তোমার দন্ত তীক্ষ্ণ তত নয়।
বল হে হো, হে হো সবুজ বনে যাই
মিছে প্রেম বন্ধুত্ব করো না বড়াই।
হে হো, হে হো করো ঈশ্বরের নাম
এ জীবন অবিমিশ্র সুখ আর আরাম।
হে শীতের বাতাস, তুমি যাও বয়ে যাও
অকৃতজ্ঞ মানুষের মত তুমি নও।
হে হো হে হো, গাও গান গাও
শীতার্ত সুতীক্ষ্ণ তবু,
কৃতঘ্ন বন্ধুর মত সূচীতীক্ষ্ণ নও।

ডিউক। একটু আগে তুমি চুপি চুপি বললে তুমি স্যার রোলাণ্ডের পুত্র, আর আমিও ভাল করে দেখলাম, তোমার চেহারাটার মধ্যে তাঁর ছাপ রয়েছে,

তোমার চোখ মুখ তাঁর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে তুমি সাদরে গৃহীত হবে আমাদের মধ্যে। আমি হচ্ছি সেই ডিউক যে তোমার বাবাকে ভালবাসত। তুমি আমার আস্তানায় গিয়ে তোমার জীবনের সব বৃত্তান্ত খুলে বলবে চল! আর তুমিও তোমার মনিবের মত আমাদের কাছেই থাকবে। ওঁকে হাত দিয়ে ধরে নিয়ে চল। এস করমর্দন করি। চল, তোমার সব কথা খুলে বলবে চল। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রাজপ্রাসাদ।

ডিউক ফ্রেডারিক, অলিভার ও লর্ডদের প্রবেশ

ডিউক। এখনো পর্যন্ত তার দেখা পেলে না। কিন্তু শোন, ও সব চলবে না। আমার মনটা যদি এতটা দয়ায় ভরা না থাকত তাহলে আমি তোমার এই অকর্মণ্যতাকে সহ্য করতে পারতাম না। আমার প্রতিশোধ বাসনাকে অচরিতার্থ রাখার সপক্ষে দেখানো তোমার কোন যুক্তিকেই আমি মানতাম না। কিন্তু দেখ, আর না। যেখানে যেভাবে থাক, তোমার ভাইকে খুঁজে বার কর। এই বারো মাসের মধ্যে তাকে যদি জীবিত অথবা মৃত ধরে আনতে না পার তাহলে আমার রাজ্যে তোমার আর বাস করা চলবে না। তোমার ভাইকে ত্যাগ না করলে স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দখল করে নেওয়া হবে।

অলিভার। এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা কি হুজুরের তাও অজানা নেই। জীবনে আমি আমার ভাইকে কোনদিনের জন্যে ভালবাসিনি।

ডিউক। তুমি হচ্ছ আরও শয়তান। ওকে দরজার বাইরে নিয়ে যাও। আমার উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের বলে দাও, তারা যেন এর জমি জায়গা ও বিষয় সম্পত্তির একটা তালিকা তৈরি করে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। তাকে ঘুরিয়ে আনো, যেতে দিও না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

এক টুকরো কাগজ হাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। আমার প্রণয়কে সাক্ষী রেখে আমার কবিতাপত্রটিকে ওইখানে ওই গাছের উপর ঝুলিয়ে দিই। হে নক্ষত্রের রাণী, অন্ধকার আকাশ হতে তোমার শুচিশুভ্র চোখ মেলে দেখ, যাকে আমি সারাজীবন ধরে খুঁজে

চলেছি আমার সেই প্রিয়তমার নামাঙ্কিত পত্র রেখে দিচ্ছি আমি। হে রোজালিন্দ, এই সব বৃক্ষরাজিই হবে আমার প্রণীত পুস্তক যার প্রতিটি কাণ্ডে খোদিত করে রাখব আমার চিন্তার প্রতিটি কথাকে যাতে এই বনের প্রতিটি পথিক তোমার গৌরবগাথা সর্বত্র দেখতে পায়। নাও নাও, তাড়াতাড়ি করো অর্লাণ্ডো, প্রতিটি বৃক্ষগাত্রে তোমার সেই অনির্বচনীয়া সুন্দরী ও সতী প্রিয়তমার গুণগান খোদাই করে চল। (প্রস্থান)

কোরিণ ও টাচস্টোনের প্রবেশ

কোরিণ। আচ্ছা মশাই টাচস্টোন, আপনার এই গ্রাম্য রাখালের জীবন কেমন লাগছে?

টাচস্টোন। সত্যি বলছি মেষপালক, এক দিক দিয়ে এ জীবন খুবই ভাল। কিন্তু আবার যেহেতু এ জীবন একান্তভাবে গ্রাম্য সেই হেতু তা মোটেই ভাল না। যেহেতু এ জীবন বেশ নির্জন সেইজন্য আমি তা পছন্দ করি; কিন্তু এ জীবন একেবারে ব্যক্তিগত বলে আমার খুব খারাপ লাগে; যেহেতু এ জীবন ছড়িয়ে আছে মাঠে প্রান্তরে সেকারন আমার খুব ভাল লাগে কিন্তু এ জীবন শহর বা রাজসভা থেকে বহু দূরে বলে আমার কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। যেহেতু এ জীবন অর্থহীন সেকারণ আমার মনের সঙ্গে বেশ থাপ খায়; কিন্তু এর মধ্যে কোন প্রাচুর্য নেই বলে আমার ঠিক ভাল লাগে না। আচ্ছা মেষপালক, তোমার কি নিজস্ব কোন জীবনদর্শন আছে?

টাচস্টোন। আমার জীবনদর্শন বলতে অন্য কিছু নেই। আমি শুধু বুঝি যে যে যত বেশী রোগে ভুগে দুর্বল হয় তত অস্বস্তি বোধ করে আর জানি, যে মানুষ অর্থ উপায় আর সন্তোষ ত্যাগ করে সে মানুষ জীবনের তিনটি বন্ধুকেই হারায়। আমি জানি যে বৃষ্টির ধর্ম ভেজানো, আগুনের ধর্ম পোড়ানো, ভাল ফসল খেলে ভেড়ারা মোটা হয় আর সূর্য ডুবলেই রাত্রি হয়। যে স্বাভাবিকভাবে অথবা কলাবিদ্যার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে না, সে হয় ভাগ্যকে দোষ দেয় অথবা সে খুবই বোকা হয়।

টাচস্টোন। এ ধরণের লোক ত স্বভাব-দার্শনিক। এ ধরণের লোক কি রাজসভায় পাওয়া যায়?

কোরিণ। সত্যি সত্যিই না।

টাচস্টোন। তাহলে তুমি নিপাত যাও। তুমি কিছুই জান না।

কোরিণ। না। আমিও তাই মনে করি।

টাচস্টোন। সত্যিই তুমি জাহান্নামে গেছ, ঠিক একপেশে ভাজা পোড়া ডিমের মত।

কোরিণ। কেন, আমি রাজসভায় না যাওয়ার জন্যে আমার জীবনের আধখানা মাটি হয়ে গেল, এই তোমার যুক্তি?

টাচস্টোন। কেন, যদি তুমি কোনদিন রাজসভায় না গিয়ে থাক তাহলে সদ্ব্যবহার কি জিনিস তা বুঝতে পারনি। আর সদ্ব্যবহার না জানলে তোমার ব্যবহার দুষ্ট হতে বাধ্য। দুষ্টুমি বা বদমায়েসি হলো পাপ আর পাপ থেকেই নরক। তোমার অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক।

কোরিণ। মোটেই না টাচস্টোন। দেখ, যারা শহরে বা রাজসভায় ভাল আচরণ করে তারা যে পাড়াগাঁয়ে এসে ভাল আচরণ করবেই এমন কোন কথা নেই; তারা অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে এসে উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তুমি বলেছিলে রাজসভায় তোমরা নমস্কার কর না, তোমরা নাকি পরস্পরের হাত চুম্বন কর। কিন্তু ধর সভাসদ্‌রা যদি মেষপালক হত তাহলে তাদের হাতগুলো নোংরা হত আর সেই নোংরা হাত দিয়ে চুম্বন করা হত না।

টাচস্টোন। আচ্ছা তাহলে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাও।

কোরিণ। কেন, আমরা ভেড়ী আর তাদের ছানাগুলো নিয়ে প্রায়ই নাড়াচাড়া করি আর সেগুলোর গায়ে কেমন তেল তেল ভাব আছে। তাতে আমাদের হাত ভিজে যায়।

টাচস্টোন। তবে আমরা যারা সভাসদ তাদের হাত কি ঘামে না? মানুষের গায়ের ঘাম আর ভেড়ার চর্বিতে তফাৎ কি? মানুষের ঘাম যদি ভাল হয় তাহলে ভেড়ার চর্বিও ভাল হবে। বাজে, সব বাজে। অন্য ভাল প্রমাণ দাও।

কোরিণ। আমরা যারা গেঁয়ো চাষীভূষো মানুষ তাদের হাতগুলো বড় কড়া।

টাচস্টোন। তোমাদের হাত যদি শক্ত হয় তাহলে সে হাতে চুম্বন করলে ঠোঁটে তা সহজেই বোঝা যাবে। না, অন্য প্রমাণ দাও।

কোরিণ। দেখ, অসুস্থ অথবা প্রসূতি ভেড়াদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমাদের হাতে আলকাতরার মত চটচটে কী সব লেগে যায়। তোমরা কি সেই হাত নিয়েই চুম্বন করতে বল? অথচ তোমাদের মত সভাসদদের হাতে সুগন্ধি আতর মাখা থাকে।

টাচস্টোন। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি। বাসি মাংস থেকে যে পোকা হয় সেই পোকা কিলবিল করছে তোমার মাথায়। শোন, আমাদের মত পণ্ডিত লোকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শুধরে নাও। আসলে আলকাতরা থেকে সুগন্ধি আতর খারাপ জিনিস। এই আতর বিড়ালের নোংরা চর্বি থেকে তৈরি হয়। সুতরাং অন্য প্রমাণ দাও।

কোরিণ। মহাশয়, আমি একজন মেহনতী মানুষ। আমি মেহনৎ করে যা রোজগার করি তাতেই পেট ভরাই, তাতেই ভরন পোষন চালাই। কাউকে ঘৃণা করি না, কারো সুখে হিংসা করি না। অন্যের ভাল দেখে সুখী হই, নিজের ক্ষতি হলেও সন্তুষ্ট চিত্তে তা সহ্য করি। আর সবচেয়ে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি তখন যখন দেখি ভেড়ীগুলো চড়ছে আর তাদের বাচ্চাগুলো তাদের দুধ খাচ্ছে।

টাচস্টোন। এটা হচ্ছে তোমাদের আর একটা সরল পাপ। তোমাদের কাজ হচ্ছে একটা ভেড়ীর সঙ্গে একটা ভেড়াকে জুটিয়ে দেওয়া আর তাদের সহবাস থেকে সন্তান উৎপন্ন করিয়ে তার উপর জীবন ধারণ করা। তোমাদের আরো অন্যায় হচ্ছে এক বছরের একটা তরুণী ভেড়ীর সঙ্গে একটা বুড়ো ভেড়াকে জুটিয়ে দেওয়া, যাদের মধ্যে কোনক্রমেই কোন মিল সম্ভব না। এতে যদি তোমার কোন পাপ না হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন মেষপালকেরই পাপ বলে কোন জিনিস থাকবে না। তোমার উদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না।

কোরিণ। এই আমার ছোকরা মনিব গ্যানিমীড অর্থাৎ আমার নতুন মনিব দিদিমণির ভাই আসছে।

একটি কাগজ পড়তে পড়তে রোজালিন্দের প্রবেশ

রোজালিন্দ। পূর্ব থেকে পশ্চিমেতে যেথায় যাবে ভাই
রোজালিন্দের সমতুল্য রত্ন কোথাও নাই।
রোজালিন্দের গুণগাথা বাতাসেতে ভাসে
সারা জগৎ স্তম্ভিত হয় তার সুনামে আর যশে।
সুন্দর কতই ছবি দেখেছি রঙীন
রোজালিন্দের মুখের পাশে মনে হয় হীন।
মনে চিরদিন বেঁচে থাকে যেন রোজালিন্দের কথা
কোনদিন যেন না ভুলি তার গৌরবেরি গাথা।

টাচস্টোন। নাওয়া খাওয়া ঘুমোনর সময় বাদ দিয়ে আট বছর ধরে চেষ্টা করলে এ রকম কবিতা আমিও মিলিয়ে দিতে পারি। এ যেন গয়লানীর হেলতে দুলতে বাজারের পথে এগিয়ে যাওয়া।

রোজালিন্দ। তুমি এখন যাও বোকারাম কোথাকার!

টাচস্টোন। আমার কবিতার নমুনাটা একবার চেখে দেখ কেন:

হরিণ যদি হরিণীরে খোঁজে
সে পাবে তার মনের মত রোজালিন্দের মাঝে।
বিড়াল যদি বিড়ালীরে খোঁজে
সে পাবে তার মনের মত রোজালিন্দের মাঝে।
শীতবস্ত্রে লাইনিং যেমন
শীর্ণদেহা রোজালিন্দও তেমন।
মাঠে মাঠে ফসল কাটে যারা
রোজালিন্দকে বাহকরূপে নিতে পারে ভাড়া।
বাদামের ভেতর যেমন মিষ্টি থাকে আঁটি
রোজালিন্দও তেমনি মিষ্টি আর তেমনি খাঁটি।
কেউ যদি সুগন্ধি মিষ্টি গোলাপ চাও
ভালবাসার কাঁটাসমেত রোজালিন্দকে নাও।

এই হচ্ছে কদমচালে চলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া কবিতার ছন্দ। তুমি আবার এই কবিতার খপ্পরে পড়তে গেলে কেন?

রোজালিন্দ। এখন থাম দেখি। আমি লিখিনি, আমি ওই গাছে এই কবিতাটা ঝোলানো অবস্থায় পেয়েছি।

টাচস্টোন। সত্যিই গাছটার ফল তাহলে খুব খারাপ দেখছি।

রোজালিন্দ। আমি তাহলে এই কবিতাটা তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব। আর তারপর···। তাহলে খুব ভাল ফল ফলবে। ফল অর্ধেক পাকার আগেই তুমি পচে যাবে। আর সেটাই হচ্ছে···ধর্ম।

টাচস্টোন। তুমি অবশ্য তোমার যা বলার বলেছ। তবে ঠিক বলেছ কি বেঠিক বলেছ তা এই বনই বিচার করবে।

একটি লেখা কাগজ হাতে সিলিয়ার প্রবেশ

রোজালিন্দ। চুপ করো, কি পড়তে পড়তে আমার বোন আসছে। সরে যাও।

সিলিয়া। কে বলে এ বন স্তব্ধনিবিড় নির্জন মরুসম
প্রতিটি বৃক্ষে ভাষা দেব আমি কথা কবে অনুপম।
ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মানুষ কতই ভুল যে করে
শৃংখল তার ছোট বড় হয় সারাটি জীবন ধরে।
প্রীতিপ্রণয়ের কত যে শপথ ভেঙ্গে যায় ক্ষণে ক্ষণে
কত বন্ধন টুটে ধায় আর ব্যথা দিয়ে যায় মনে।
তাই লিখে রাখি প্রতি গাছে গাছে রোজালিন্দের নাম
পড়িতে যে জানে পরমার্থ তার নিশ্চয় পরিণাম।
স্বর্গ নিসর্গ দুয়েতে মিলিয়া অনুপম দেহ গড়ে
সকল গুণের গরিমা সুষমা তাহার মাঝেতে ভরে।
ক্লিওপেট্রার তেজস্বিতা শুধু হেলেনের গণ্ডভিত্তি
লুক্রেশিয়ার সতীত্ব আর আটলাণ্টার গতি।
সেরা চোখমুখ বর্ণ সুষমা আনি তিল তিল করি
দেবতারা সবে গড়ে তুলেছে রোজালিন্দ সুন্দরী।
স্বর্গসুষমা চির অমলিন থাকে যেন তার মুখে
তার পায়ে মাথা রেখে যেন আমি মরিতে পারি গো সুখে।

রোজালিন্দ। ওহে বক্তা থাম থাম। এ কি ক্লান্ত প্রেমের সুর কোথা থেকে এনে আমাদের ক্লান্ত কর্ণকুহরে ঢেলে দিচ্ছ! কিন্তু তুমি কি থামতে জান না, আমার সঙ্গে কথা বলতে পার না?

সিলিয়া। বন্ধুগণ এখন যাও ত। রাখাল ভাই তুমি এখন যাও। টাচস্টোন তুমিও যাও।

টাচস্টোন। এস হে রাখাল ভাই, মানে মানে এখন কেটে পড়। মাল পত্তর না থাক কাগজ পত্তর যা আছে তাই নিয়ে সরে পড়ি চল।

(টাচস্টোন ও কোরিণের প্রস্থান)

সিলিয়া। এই সব কবিতা কি তুমি শুনেছ?

রোজালিন্দ। শুনেছি। এর চেয়ে আরও বেশী শুনেছি। তবে কতকগুলো কবিতার চরণের সংখ্যা এত বেশী যে কবিতা তা বইতেই পারছিল না।

সিলিয়া। তাতে কিছু যায় আসে না। কবিতার চরণই কবিতাকে বয়ে নিয়ে যায়।

রোজালিন্দ। তা ত বুঝলাম। কিন্তু চরণগুলো ভাঙা বলে ভাবের সাহায্য ছাড়া নিজেদেরই বইতে পারছিল না। তাই কবিতার মধ্যে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সিলিয়া। কিন্তু তুমি কি শোননি কেমন করে তোমার নাম গাছের ডালে ডালে ঝোলানো হয়েছে আর তার গায়ে গায়ে খোদাই করা হয়েছে? একথা শুনে কি আশ্চর্য হওনি?

রোজালিন্দ। তুই আসার আগেই আমি তা দেখেশুনে আশ্চর্য হয়েছি। এই দেখ, এই কবিতাটা আমি এক তালগাছে ঝোলানো দেখতে পেয়েছি। সেই সুদূর পীথাগোরাসের যুগে আমি যখন ছিলাম সামান্য এক আয়ার-ল্যাণ্ডের ইঁদুর তখন থেকে আমাকে নিয়ে কেউ কখনো এত কবিতা আর লেখেনি। সে সব কথা অবশ্য আমার আর মনে পড়ে না।

সিলিয়া। তোমার কি মনে হয়, কে এ কবিতা লিখেছে?

রোজালিন্দ। নিশ্চয় একজন পুরুষ মানুষ।

সিলিয়া। পুরুষ মানুষ ত বটে, তার সঙ্গে আবার আছে একটা সোনার শিকল যা একদিন তোমার গলায় ঝুলত। একি, তোমার মুখের রং বদলে যাচ্ছে যে।

রোজালিন্দ। কে বল ত দেখি?

সিলিয়া। হা ভগবান! ভূমিকম্পে দুটো পাহাড় উপড়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হতে পারে; কিন্তু দুই বন্ধুর দেখা হয় না। কিন্তু এ কেমন করে হলো!

রোজালিন্দ। না, না। কে তোকে তা বলতেই হবে।

সিলিয়া। কে তা কি করে বলব, তা কি বলা সম্ভব আমার পক্ষে?

রোজালিন্দ। না না বলতেই হবে। আমি কাতরভাবে আবেদন করছি, বল কে একাজ করেছে।

সিলিয়া। ও কী আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য! আরও আশ্চর্য! আবার আশ্চর্য— তাও এত কাণ্ডের পর।

রোজালিন্দ। হা আমার কপাল! তুই কি ভেবেছিস, আমি পুরুষের পোষাক পরে আছি বলে আমার মনটাও পুরুষের মত হয়ে গেছে? এক মুহূর্ত দেরি হওয়া মানে দক্ষিণ সাগর আবিষ্কারের মত মনে হচ্ছে। আমি অনুরোধ করছি, বল কে? মুখে কথা না সরলে তোৎলার মত বল। ছোটমুখ

বোতল থেকে যেমন মদ হয় একবারে পড়ে যায় অথবা মোটেই পড়ে না তেমনি পারিস ত বল আর না পারিস ত একেবারেই বলিস না। এইধার নে ত, তোর মুখের ছিপি খোল, সংবাদসুধা তোর মুখ থেকে পান করি।

সিলিয়া। তার মানে একটা আস্ত মানুষকে তোর পেটের মধ্যে ভরতে চাস ?

রোজালিন্দ। লোকটা কি বিধাতার সৃষ্টি ? কী ধরণের মানুষ ? তার মাথাটা কি টুপী পরার মত অথবা তার চোয়ালটা দাড়ী রাখার মত ?

সিলিয়া। না, তবে তার অল্প একটু দাড়ী আছে।

রোজালিন্দ। লোকটা যদি কৃতজ্ঞ হয় তাহলে ঈশ্বর তাকে আরো দাড়ী দেবেন। কিন্তু লোকটার পরিচয় দিতে যদি তুমি দেরি কর তাহলে ততক্ষণে আরো দাড়ী গজিয়ে যাবে তার মুখে।

সিলিয়া। লোকটা হচ্ছে যুবক অর্ল্যাণ্ডো যে একই সঙ্গে সেই মল্লবীরের পা আর তোমার হৃদয় চূর্ণ করে দিয়েছে।

রোজালিন্দ। না না, এ হচ্ছে নিছক ঠাট্টা। বল না গোমরামুখো ভাল মেয়ে।

সিলিয়া। সত্যি বলছি ভাই, সেই বটে।

রোজালিন্দ। অর্ল্যাণ্ডো ?

সিলিয়া। অর্ল্যাণ্ডো।

রোজালিন্দ। হায় হায়, কী কুক্ষণেই না তার সঙ্গে দেখা হলো। এখন আমি এই পুরুষের পোষাক নিয়ে কি করব ? তোমার সঙ্গে যখন তার দেখা হলো তখন সে কি করছিল ? সে কি বলল ? তাকে কেমন দেখাচ্ছিল ? কোথায় সে যাচ্ছিল ? সে কি আমার কথা শুধোচ্ছিল ? কিভাবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিল ? আবাব তার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হবে ? এক কথায় এই সব প্রশ্নের উত্তব দাও।

সিলিয়া। তাহলে আমায় রাক্ষস গ্যারগানচুয়ার কাছ থেকে মুখ ধার করতে হবে। আমার মত বয়সের মেয়ের যা মুখ তাতে কখনো এক কথায় এত কথার উত্তর দেওয়া যায় না। পুরো উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা, হাঁ বা না বলে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়াও যায় না।

রোজালিন্দ। সে কি জানে আমি এ বনে আছি এবং পুরুষের পোষাক

পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি? সেই কুস্তির দিন যেমন তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল তেমনি তাকে সুন্দর দেখলি ত?

সিলিয়া। প্রেমিকদের প্রেমসংক্রান্ত অজস্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার থেকে অসংখ্য অণু পরমাণু গণে যাওয়া অনেক ভাল। তবে আমি যেভাবে তাকে দেখেছিলাম, সেই কথা শুনেই সন্তুষ্ট থাক। আমি তাকে একটি গাছের তলায় গাছ থেকে হঠাৎ পড়া একটি ফলের মত দেখতে পেয়েছিলাম।

রোজালিন্দ। গাছটা তাহলে জোভের গাছ বলতে হবে যেহেতু তার থেকে এমন অমূল্য ফল পড়ে।

সিলিয়া। আমায় বলতে দাও, আমার কথা শোন মহাশয়া।

রোজালিন্দ। বল, বল।

সিলিয়া। আহত সৈনিকের মত সেই গাছের তলায় সে শুয়ে ছিল।

রোজালিন্দ। যদিও এভাবে তাকে দেখাটা দুঃখের বিষয় তবু যে মাটিতে সে শুয়েছিল সে মাটিটা ধন্য হয়ে গেছে।

সিলিয়া। তোমার মুখ থামাও ত দেখি। তুমি যখন তখন যা তাই বকছ। তাকে আমি শিকারীর বেশে দেখলাম।

রোজালিন্দ। তাহলে ত খুবই দুঃখের কথা; আমার হৃদয়কে সে নিশ্চয় বধ করতে এসেছে ব্যাধের মত।

সিলিয়া। তুমি আমাকে কিন্তু রাগিয়ে তুলছ। আমি এবার যা খুশি বলব তোমায়।

রোজালিন্দ। তুই কি জানিস না, আমি মেয়েছেলে? মুখে কথা এলে বলতেই হবে। যাই হোক, মিষ্টি বোন আমার, বল দেখি।

সিলিয়া। তুমি আমায় আবার বকাচ্ছ। চুপ। ও আসছে না?

অর্ল্যাণ্ডো ও জ্যাকের প্রবেশ

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, সেই। একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়া।

জ্যাক। তোমার সাহচর্য্যের জন্য ধন্যবাদ। তবে বিশ্বাস করো, আমি একা থাকলেই ভাল হত।

অর্ল্যাণ্ডো। আমারও তাই। তবে ভদ্রতার খাতিরেই আমি তোমার সাহচর্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি।

জ্যাক। তুমি তাহলে একাই থাক। আমি চললাম, আমাদের দেখা যত কম হয় ততই ভাল।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও চাই আমাদের মধ্যে যেন আর দেখা না হয়।

জ্যাক। তবে আমার অনুরোধ, তোমার প্রেমের কবিতা ঝুলিয়ে গাছগুলোকে আর নষ্ট করো না।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও অনুরোধ করছি, অনিচ্ছুক মনে পড়ে আমার কবিতাগুলোর মানহানি করো না।

জ্যাক। তোমার প্রেমিকার নাম কি রোজালিন্দ?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

জ্যাক। এ নাম আমার ভাল লাগে না।

অর্ল্যাণ্ডো। তার নামকরণের সময় তোমাকে খুশি করার কথা কারও মনে ছিল না।

জ্যাক। তার স্বভাবটা কেমন?

অর্ল্যাণ্ডো। আমার অন্তরের আকাশের মতই সে উঁচু আর উদার।

জ্যাক। তুমি দেখছি বেশ ভালই উত্তর দিতে পার। আচ্ছা স্বর্ণকারদের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কখনো আলাপ হয়েছে? তাদের আঙ্গুলে কখনো আংটি পরিয়েছ?

অর্ল্যাণ্ডো। না, তবে রঙীন কাপড়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আর আমার মনে হয় তুমিও তাই থেকে তোমার এই প্রশ্ন করার বুদ্ধি পেয়েছ।

জ্যাক। তোমার বুদ্ধি বেশ সূক্ষ্ম দেখছি। মনে হচ্ছে তোমার এ বুদ্ধি যেন আতালান্তার জুতোর গোড়ালি থেকে তৈরি হয়েছে। তুমি কি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসবে? আমরা তাহলে দুজনে এই পৃথিবী আর তার দুঃখ কষ্ট নিয়ে কিছু সমালোচনা করব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কিন্তু এই পৃথিবীর আমি ছাড়া অন্য কোন লোকের কোন নিন্দে করব না, কারণ আমার দোষের কথাই আমি সবচেয়ে ভাল জানি।

জ্যাক। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ এই যে তুমি প্রেমে পড়েছ।

অর্ল্যাণ্ডো। এটা যদি দোষ হয় তাহলে তোমার সবচেয়ে ভাল গুণের বিনিময়েও আমি তা ত্যাগ করব না। আমি আর তোমায় সহ্য করতে পারছি না।

জ্যাক। সত্যি বলছি, আমি এক বোকা লোকের খোঁজ করছিলাম আর ঠিক সেই সময় তোমায় পেয়ে গেলাম।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি যাকে দেখেছ সে নদীর জলে ডুবে গেছে। এখন তুমি নিজের মধ্যে দেখ, তাকে দেখতে পাবে।

জ্যাক। কিন্তু সেখানে ত আমি আমারই ছবি দেখতে পাব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি তোমাকে হয় এক নীরেট বোকা অথবা একজন অপদার্থ ভবঘুরে বলে মনে করি।

জ্যাক। আমি আর তোমার সঙ্গে বৃথা কালক্ষেপ করব না। বিদায় প্রেমিক মহাশয়।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি তোমার চলে যাওয়াতে খুশি গোমরামুখো মহাশয়।

(জ্যাকের প্রস্থান)

রোজালিন্দ। (সিলিয়াকে আড়ালে ডেকে) আমি ওর সঙ্গে উদ্ধত চাকরের মত কথা বলব আর সেই ভাবেই ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করব। শুনছ ও বনবাসী, শুনছ?

অর্ল্যাণ্ডো। হাঁ, হ্যাঁ শুনছি। বল কি বলবে।

রোজালিন্দ। বলছি কি, এখন ক'টা বাজে?

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার শুধোন উচিত এখন বেলা কতটা। বনেতে ঘড়ি নেই। ক'টা বাজে কি করে বলব?

রোজালিন্দ। তাহলে বলব বনেতে কোন প্রেমিকও নেই। তা যদি থাকত তাহলে তার প্রেমাস্পদের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর প্রতিটি ঘণ্টায় আর্তনাদ করে সে ঘড়ির মত অলস সময়ের গতি বলে দিতে পারত।

অর্ল্যাণ্ডো। অলস না বলে দ্রুতগতি কালের কথা বললে না কেন? সেটা কি ঠিক হত না?

রোজালিন্দ। কোনক্রমেই না মশাই। কালের গতি বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের। সময় কার কাছে আস্তে চলে, কার কাছে ছুটে চলে, ঘোড়ার মত কার কাছে কদম চালে চলে আর কার কাছেই বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার বিবরণ তোমায় দেব।

অর্ল্যাণ্ডো। আচ্ছা বলত দেখি, কার কাছে সময় ঘোড়ার মত ছুটে চলে?

রোজালিন্দ। সময় চলে খুব ঢিমে তালে কুমারী মেয়ের কাছে। বিয়ের পাকা কথার দিন আর বিয়ের দিনের মাঝখানে অন্তর্বর্তী কাল সময়টা তার কাছে যেতেই চায় না। সাতটা রাত মনে হয় সাত বছর।

অর্ল্যাণ্ডো। কার কাছে সময় খুব আস্তে চলে?

রোজালিন্দ। যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না আর যে ধনীর বাতের রোগ নেই, দুজনেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না বা পড়তে জানে না সে পুজো করতে গিয়ে ঢুলতে থাকে ঘুমে আর যে ধনীর বাতের রোগ নেই সে আনন্দে দিন কাটায়, কারণ তার কোন রোগযন্ত্রণা নেই। পুরোহিতের অনাবশ্যক বিদ্যার বোঝা নেই বলে সুখী আর ধনীর ঘাড়ে কোন ক্লান্তিকর দারিদ্র্যের বোঝা নেই বলে সে সুখী। দুজনেরই সময় কাটতে চায় না।

অর্ল্যাণ্ডো। আচ্ছা কার কাছে সময় ঘোড়ার মত ছুটে চলে ?

রোজালিন্দ। যে চোর ফাঁসি কাঠের দিকে এগিয়ে যায় তার কাছে। কারণ যদিও সে যথাসম্ভব আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যায় তবু তার মনে হয় সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল আর সে খুব শীগগির পৌঁছে গেল।

অর্ল্যাণ্ডো। আচ্ছা কার কাছে সময় স্থির হয়ে থাকে ?

রোজালিন্দ। ছুটির দিনে উকিল বাবুদের কাছে। তারা শুধু ছুটির দিনে বারবার ঘুমোয়। তবু দিন কাটতে চায় না। সময় কাটতে চায় না। তাদের মনে হয়, সময়টা তাদের বুক চেপে স্থির হয়ে আছে।

অর্ল্যাণ্ডো। কোথায় থাক হে ছোকরা। তুমি তো বেশ সুন্দর।

রোজালিন্দ। এই রাখাল মেয়ে হচ্ছে আমার বোন। এর সঙ্গে এই বনের শেষ প্রান্তে পেটিকোটের পাড়ের মত একটি কুঁড়েতে বাস করি।

অর্ল্যাণ্ডো। এই জায়গাতেই তুমি কি জন্মেছ ?

রোজালিন্দ। আলেয়ার আলোর মত এই বনেতে জন্মে এই বনেতেই বাস করি।

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার উচ্চারণ কিন্তু এই বনের অধিবাসীদের থেকে অনেক মার্জিত।

রোজালিন্দ। অনেকে কিন্তু তাই আমায় বলে। কিন্তু কি করব বল! আমার এক ধার্মিক কাকা আমায় এইভাবে কথা বলতে শেখায়। তিনি যৌবনে শহরে বাস করতেন। রাজসভার আদব কায়দাও জানতেন। সেই রাজসভাতেই তিনি প্রেমে পড়েছিলেন। পরে প্রেমের বিরুদ্ধে অনেক কথা তাঁকে বলতে শুনেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি মেয়ে হয়ে জন্মাইনি। কারন তিনি এই মেয়ে জাতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনে প্রায়ই গালাগালি করতেন।

অর্ল্যাণ্ডো। এই ধরণের অন্তত একটা বড় অভিযোগের কথাও তোমার মনে আছে কি ?

রোজালিন্দ। কোনটাকেই ঠিক প্রধান অভিযোগ বলা যায় না। সব অভিযোগই সমান। প্রত্যেকটা দোষকেই সাংঘাতিক বলে মনে হত আবার পর মুহূর্তেই আর একটা দোষের কথা নিয়ে আসতেন যেটাকে সমান সাংঘাতিক বলে মনে হত।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার অনুরোধ দুই একটা অভিযোগের কথা বল।

রোজালিন্দ। না। যারা দুর্বল তাদের উপর আমার শক্তির অপচয় করব না। একটা লোক এই বনে 'রোজালিন্দ' এই কথাটা গাছে গাছে খোদাই করে গাছগুলোকে নষ্ট করে চলেছে। কখনো কাঁটাগাছের উপর শোকগাথা আবার কখনো বা হথর্নের চারার উপর প্রশস্তিমূলক কবিতা ঝুলিয়ে দেয়। সেই কল্পনাপ্রবণ লোকটার যদি একবার দেখা পেতাম তাহলে তাকে কিছু সৎ পরামর্শ দিতাম। কারণ মনে হচ্ছে তাকে উৎকট প্রেমের ব্যাধিতে ধরেছে।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিই সেই প্রেমার্ত লোক। আমার অনুরোধ, কিছু ওষুধ বাত্‌লে দাও।

রোজালিন্দ। আমার কাকা যে সব লক্ষণ দেখে প্রেমে-পড়া মানুষকে চিনতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার কোনটাই তোমার মধ্যে দেখছি না। প্রেমের কোন লক্ষণের খাঁচাতেই তুমি বন্দী হওনি।

অর্ল্যাণ্ডো। তিনি কোন কোন লক্ষণের কথা বলেছেন শুনি ?

রোজালিন্দ। প্রেমে-পড়া লোকের গালদুটো শুকিয়ে বসে যাবে, কিন্তু তোমার তা দেখছি না; তার চোখ দুটো নীল হয়ে কোটরে ঢুকে যাবে, তাও দেখছি না; তার অন্তর হবে অকুণ্ঠ, তাও তোমার নেই; তার মুখের দাড়ি হবে উস্কোখুস্ক, তাও তোমার দেখছি না; তবে অবশ্য দাড়ির জন্য তোমায় দোষ দিচ্ছি না, কারণ তোমার বয়স খুব কম। তারপর তার মোজা আঁটা থাকবে না; জামা ও দস্তানার বোতাম থাকবে না; জুতোর ফিতে থাকবে না; তার সব কিছুতেই একটা অগোছালো ভাব স্পষ্ট ফুটে বেরোবে। কিন্তু তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। তোমাকে দেখে সাজগোজ করা মার্জিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অপর কাউকে না, তুমি নিজেকেই ভালবাস বেশী।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, সত্যি সত্যিই আমি ভালবাসি। এ-কথাটা তোমায় বোঝাতে পারলে খুশি হতাম।

রোজালিন্দ। আমি বিশ্বাস করব। তার থেকে তুমি যাকে ভালবাস তাকে বরং বিশ্বাস করাও। আর আমার মনে হয় সে বিশ্বাসও করবে। মুখ ফুটে বলতে পারুক আর নাই পারুক। এইভাবেই মেয়েরা অনেক সময় তাদের বিবেকের সঙ্গে করে প্রতারণা। মনের কথা মুখে স্বীকার করে না। কিন্তু সত্যি করে বল, তুমিই কি সেই লোক যে রোজালিন্দের স্তুতিগান সম্বলিত কবিতা লিখে গাছে গাছে ঝুলিয়ে বেড়ায় ?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি রোজালিন্দের শুচিশুভ্র হাতের নামে শপথ করে বলছি ভাই, আমিই সেই লোক।

রোজালিন্দ। কিন্তু তোমার কবিতায় যেভাবে লেখা আছে তুমি সেই ভাবে অর্থাৎ তেমনি গভীরভাবে ভালবাস ত ?

অর্ল্যাণ্ডো। কোন কাব্য বা যুক্তিই আমার ভালবাসাকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারবে না।

রোজালিন্দ। দেখ, প্রেম হচ্ছে নিছক পাগলামি। আর সে পাগলামি সারানোর জন্য একটা অন্ধকার ঘর আর একটা বেত চাই ; এইভাবেই সব পাগলকে সারানো যায়। তবে এসব করেও প্রেমের পাগলামি কেন সারানো যায় না তা জান, তার কারণ হচ্ছে এই যে সবাই ত প্রেমে পড়ে আছে। তাই যারা বেত হাতে পাগলামি দুর কবতে যায় তারা নিজেরাই প্রেমে পড়ে যায়। তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি সৎ পরামর্শের দ্বারা আমি তোমাকে সারিয়ে তুলব।

অর্ল্যাণ্ডো। এর আগে তুমি কাউকে এ রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছ ?

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, একজনকে এবং ঠিক এইভাবে। যে রোগী তাকে ভাবতে হবে আমিই তার প্রেয়সী নায়িকা আর তাকে রোজ একবার করে এসে আমাকে আদর করে ভালবাসার কথা শুনিয়ে যেতে হবে। সেই সময় চন্দ্রিকাবিহ্বল যুবতীর মত ক্ষণে ক্ষণে মনের ভাব বদলাব, কখনো হাসব, কখনো কাঁদব, কখনো অভিমান করব, কখনো শিশুর মত পাগলামি করব, নানা রকমের বায়না ধরব। অর্থাৎ সব আবেগই কিছু কিছু থাকবে, তবে কোন আবেগই সত্যিকারের বা একেবারে খাঁটি হবে না। প্রেমে-পড়া সব ছেলেমেয়েরাই এই রকম করে থাকে। মনে করো, এই তাকে ভালবাসব,

আবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘৃণা করব; এই তাকে আদর করে বরণ করে নেব, আবার একটু পরেই বলব, যাও, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও; কখনো তার জন্যে কাঁদব আবার কখনো তার নামে ঘৃণায় থুথু ফেলব। এইভাবে তাকে প্রেমের পাগলামি থেকে মুক্ত করে সতি কারের পাগলামিতে টেনে এনেছিলাম। তবে অবশ্য এর জন্য জগৎ সংসারের সব কিছু ছেড়ে সাধু সন্ন্যাসীর মত একটা নির্জন জায়গায় থাকতে হবে। এইভাবে তোমাকেও সারিয়ে তুলতে পারি, তোমার মনটাকেও বলিষ্ঠ ভেড়ার হৃৎপিণ্ডের মত এমন নিরোগ করে তুলতে পারি যাতে তার মধ্যে প্রেমের একটা ছিটে ফোঁটাও থাকবে না।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার ও রোগ সারানোর দরকার নেই ভাই।

রোজালিন্দ। আমি তোমাকে ঠিক সারিয়ে তুলব যদি তুমি রোজ আমার কুটিরে এসে আমায় রোজালিন্দ বলে ডাক আর ভালবাসা জানাও।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার প্রেমের নামে শপথ করে বলছি আমি তা করব। তোমার বাসাটা কোথায় বল।

রোজালিন্দ। আমার সঙ্গে চল, আমি তা দেখিয়ে দেব। আর পথে যেতে যেতে বলবে তুমি এই বনে কোথায় থাক। চল, যাবে ত?

অর্ল্যাণ্ডো। নিশ্চয়, প্রাণ খুলে খুশি মনে যাব তোমার সঙ্গে।

রোজালিন্দ। না তুমি আমায় রোজালিন্দ বলে ডাকবে। এস বোন, তুমিও যাবে ত? (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ; পিছনে জ্যাক

টাচস্টোন। এস অদারী, লক্ষ্মী অদারী, আমি তোমাকে তোমার ছাগল এনে দেব। কী অদারী, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ত? আমার এই সাদাসিদে চালচলনে তুমি খুশি ত?

অদারী। তোমার চালচলন? হা ভগবান, সে আবার কী?

টাচস্টোন। এই দেখ, আমি যেমন তুমি আর তোমার যত সাঙ্গপাঙ্গ ছাগল ছানাদের সঙ্গে দিব্যি বাস করছি। ঠিক যেমন লাতিন কবি ওভিদ গথ নামে উপজাতিদের মধ্যে বাস করতেন।

জ্যাক। (স্বগত) উপযুক্ত পাত্র না হলে জ্ঞানের এমনি অপচয়ই হয়।

দেবতা জোভের খড়ো ঘরে বাস করার মত অনুপযুক্ত লোকের মুখে বিদ্যার বা জ্ঞানের কথা মানায় না।

টাচস্টোন। যখন কোন লোকের কবিতা কেউ বোঝে না অথবা কেউ তার বুদ্ধির দাম দেয় না তখন একটা ছোট্ট ঘরে বহু লোককে ঢুকিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে যেমন মারা হয় তেমনি মৃত্যুযন্ত্রণা সে ভোগ করে মনে মনে। ভগবান যদি তোমার মনে একটু কাব্যরসের সঞ্চার করতেন তাহলে বড় ভাল হত।

অদারী। কাব্যরস আবার কি তা ত জানি না। কথা ও কাজের দিক থেকে তা কি ভাল? তা কি সত্যি?

টাচস্টোন। না, মোটেই সত্যি নয়। কারণ যে কাব্য যত বেশী সত্যি বলে মনে হয় তা ততই মিথ্যে, সত্যির ছলনামাত্র। প্রেমিকরা সাধারণতঃ কাব্যচর্চা করে। তবে কবিতায় তারা যেকথা লেখে, প্রেমিক হিসাবে কাজে সেকথা তারা মেনে চলে না।

অদারী। আচ্ছা, তুমি কি তাহলে চাও যে আমি ঈশ্বরের কৃপায় কবি হয়ে উঠি?

টাচস্টোন। হ্যাঁ, সত্যিই আমি তা চাই। তাছাড়া তুমি শপথ করে বলেছ তুমি সৎ। কিন্তু তুমি যদি কবি হতে তাহলে বুঝতাম তুমি ছলনা করছ।

অদারী। তুমি কি চাও না যে আমি সৎ হই?

টাচস্টোন। সত্যিই তা চাই না। তুমি দেখতে খারাপ হলে তা আশা করতাম। কিন্তু সৌন্দর্য আর সততা ত একসঙ্গে পাওয়া যায় না। টকের মধ্যে যেমন চিনি বা মধু আশা করা যায় না তেমনি সুন্দরী মেয়ের মধ্যে সততাকে আশা করা যায় না।

জ্যাক। (স্বগত) একেই বলে আস্ত বোকা।

অদারী। দেখ আমি কিন্তু বাপু সুন্দরী নই; ঈশ্বর আমাকে নিশ্চয় সততা দিয়েছেন।

টাচস্টোন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। নোংরা ডিশে ভাল করে রান্না মাংস দিলে যেমন হয়, কদর্য চেহারার অসতী মেয়ের সততাও ঠিক তেমনি।

অদারী। আমি ত আর অসতী নই, যদিও আমি দেখতে খারাপ। আর এজন্যে আমি বিধাতাকে ধন্যবাদ দিই।

টাচস্টোন। হ্যাঁ, তোমাকে বিধাতা সুন্দরী করে গড়ে তোলেননি এজন্য তাকে

ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তবে পরে অসতী বা চরিত্রদোষে দুষ্ট হতে পার। যা হয় হবে, আমি তোমায় বিয়ে করবই। আর সেইজন্যেই আমি পাশের গাঁয়ের পাদরী স্যার অলিভার মার্টেক্সট্‌কে এইখানে এই বনের মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। তিনিই আমাদের বিয়ে দেবেন।

জ্যাক। (স্বগত) এ বিয়ে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

আদরী। ভগবান আমাদের এত সুখ দেবেন!

টাচস্টোন। তথাস্তু। দেখ, কোন ভীরু প্রকৃতির লোক হলে একাজ করতে গিয়ে মূর্ছা যেত কারণ এখানে না আছে মন্দির গীর্জা, না আছে লোকজন, এখানে আছে শুধু বন আর বনজ জন্তু। কিন্তু হলেই বা, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। পশুর শিং দেখতে খারাপ, কিন্তু তার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। তেমনি বিয়ের বউ দেখতে খারাপ হলেও তার দরকার আছে। বড়বড় জানোয়ারের মত শান্ত হরিণেরও জীবনসঙ্গী আছে। মানুষও একেবারে একা থাকতে পারে না জীবনে। তারও সঙ্গীর দরকার আছে। অবিবাহিত মানুষের নিঃসঙ্গ জীবন কি খুব সুখের? না, মোটেই না। প্রাচীরবেষ্টিত নগর যেমন কোন গাঁয়ের থেকে অনেক ভাল তেমনি কোন অবিবাহিত লোকের শূন্য কপালের থেকে কোন বিবাহিত লোকের কপাল অনেক ভাল। সুতরাং অন্ততঃ আত্মরক্ষার খাতিরে শিং না থাকার চেয়ে শিং থাকা যেমন ভাল, তেমনি বিয়ে না করার থেকে বিয়ে করা অনেক ভাল। এই যে স্যার অলিভার এসে গেছেন।

স্যার অলিভার মার্টেক্সট্‌এর প্রবেশ

স্যার অলিভার মার্টেক্সট্‌, ঠিক সময়েই আপনি এসে পড়েছেন। আপনি কি আমাদের এইখানে এই গাছের তলাতেই বিয়ে দিয়ে দেবেন অথবা আপনার সঙ্গে আমরা আপনার গীর্জায় যাব?

স্যার অলিভার। মেয়েকে সম্প্রদান করার মত এখানে কেউ কি নেই?

টাচস্টোন। আমি তাকে কারো দান হিসাবে নেব না।

স্যার অলিভার। কিন্তু সত্যিই কারো পক্ষ থেকে তাকে সম্প্রদান করতে হবে; তা না হলে এ বিয়ে আইনসিদ্ধ হবে না।

জ্যাক। (আপন মনে) নাও, নাও, আমি ওকে সম্প্রদান করব।

টাচস্টোন। নমস্কার মশাই। কি করছেন, কেমন আছেন? ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন। ভগবান আবার আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার

কাছে। শিশু তার হাতে খেলনা পেলে যেমন তার আনন্দ হয় তেমনি আনন্দ আমার হচ্ছে। বিয়ে দেখার জন্যে উপযুক্ত কাপড় চোপড় পরুন।

জ্যাক। বিবিধ বর্ণধারী বিদুষক, তুমি কি বিয়ে করবে?

টাচস্টোন। বলদের যেমন গাই আছে, ঘোড়ার আছে ঘুড়ী, বাজপাখির আছে মেয়ে বাজপাখি, তেমনি মানুষের মনেও আছে সঙ্গীর সাধ। পায়রারা যেমন ঠোঁট দিয়ে কূজন করে তেমনি মানুষও বিয়ের বাঁধনে না জড়িয়ে থাকতে পারে না।

জ্যাক। কিন্তু তোমার মত লোক ভিখিরির মত এই ঝোপের তলায় বিয়ে করবে? এটা কি শোভা পায়। তুমি বরং গীর্জায় চল, একজন ভাল পুরোহিত নিযুক্ত করো, যে তোমায় বিয়ে জিনিসটা কি তা বুঝিয়ে দেবে। এ পুরোহিতটা কিছু জানে না, এর বিয়ের কাজ করা মানে দুটো কাঠের দেয়ালকে কোন রকমে জোড়াতাপ্পি দেয়া। আলগা কাঠের মত একজন সরে পড়লেই অন্য কাঠ ভাল থাকলেও পরে সরে যেতে বাধ্য।

টাচস্টোন। (স্বগত) আমারও বেশ ইচ্ছা না থাকলেও অন্য লোকের চেয়ে এর হাতে আমার বিয়েটা সারা উচিত। কারণ ও ভাল বিয়ের কাজ জানে না। আর তার ফলে বিয়ের কাজটা ঠিকমত হয়নি এই অজুহাত দেখিয়ে আমি ভবিষ্যতে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারব।

জ্যাক। চল আমার সঙ্গে। তারপর কি করতে হবে বলে দেব।

টাচস্টোন। এস লক্ষ্মী অদারী। বিয়ে আমাদের করতেই হবে। তা না হলে দুঃখে গুমরে মরতে হবে। বিদায় অলিভার মহাশয়। না না,

ও মিষ্টি অলিভার
ও বীর অলিভার
আমায় ফেলে চলে যেও না

কিন্তু—

চলে তোমায় যেতে হবে
সরে তোমায় পড়তেই হবে
তোমার হাতে বিয়ের ফাঁস পরব না।

(জ্যাক, টাচস্টোন ও অদারীর প্রস্থান)

স্যার অলিভার। তাতে আমার বয়ে যাবে! যত সব পাগল নচ্ছার কোথাকার —এরা সবাই আমার ব্যবসাটাকেই নষ্ট করতে চায়। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বনভূমি।

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

রোজালিন্দ। আমার সঙ্গে আর কথা বলো না; আমি এখন কাঁদব।

সিলিয়া। না না, আমার কথা শোন, কেঁদো না। দয়া করে এটা মনে রেখো যে পুরুষ মানুষের চোখে জল কখনো মানায় না।

রোজালিন্দ। কিন্তু তুমি কি মনে করো কাঁদার কোন কারণ আমার নেই?

সিলিয়া। তোমার ইচ্ছাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। সুতরাং ইচ্ছা হলে তুমি কাঁদতে পার।

রোজালিন্দ। তার চুলের রংটা ঠিক না।

সিলিয়া। তার চুল জুডার চুলের থেকে কিছু বেশী বাদামী। আর তার চুম্বন জুডার সন্তানদের মতই বিষাক্ত।

রোজালিন্দ। সত্যিই তার চুলের রংটা ভাল।

সিলিয়া। একেবারে চমৎকার। এমন কি বাদামের রঙের থেকে ভাল।

রোজালিন্দ। আর তার চুম্বন ঈশ্বরের প্রসাদের মতই পবিত্র।

সিলিয়া। সে তার ঠোঁটদুটো এনেছে ডায়েনার কাছ থেকে। তার চুম্বন সত্যিই কোন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর শীতকালীন চুম্বনের মতই পবিত্রতায় হিমশীতল ও সততায় ধর্মাক্ত।

রোজালিন্দ। কিন্তু কেন সে শপথ করে বলল, 'আজ সকালে সে আসবে, অথচ এল না?

সিলিয়া। এল না ত! তার মধ্যে কোন সততাই নেই।

রোজালিন্দ। তুমি কি তাই মনে কর?

সিলিয়া। হ্যাঁ, আমি মনে করি সে পকেটমার নয় আর ঘোড়াচোরও নয়। তবে প্রেমের সততার জন্য অর্থাৎ প্রেমের কথা ভেবে ভেবে তার জ্বালায় অন্তরটা তার ঢাকনা দেয়া শূন্য পানপাত্রের মত অথবা পোকায় খাওয়া বাদামের মত একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে।

রোজালিন্দ। তবে সে কি প্রেমের দিক থেকে খাঁটি না?

সিলিয়া। হ্যাঁ, যখন সে আত্মস্থ থাকে তখন সে অবশ্যই খাঁটি। তবে সে এখন আত্মস্থ নয়।

রোজালিন্দ। কিন্তু তুমি নিজের কানে শুনেছ সে শপথ করে বলেছে সে কত খাঁটি।

সিলিয়া। দেখ, 'ছিল' আর 'হয়' এ দুটো ত এক কথা না। হয়ত আগে সে খাঁটি ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। তাছাড়া প্রেমিকের শপথ মদের কারবারীর কথার থেকে বেশী দামী বা জোরাল নয়। এই দুজনেই মানুষকে ধোকা দিতে ওস্তাদ। তবে অবশ্য অর্ল্যাণ্ডো এই বনেই তোমার বাবা বনবাসী ডিউকের কাছে আছে।

রোজালিন্দ। আমি গতকাল ডিউকের সঙ্গে দেখা করেছি। কিছু কথাবার্তাও কয়েছি। তিনি আমার বংশ পরিচয় জানতে চাইছিলেন। আমি শুধু বললাম আমার বংশ তাঁর বংশের মতই খাঁটি। তাতে তিনি হেসে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে আমায় বিদায় দিলেন। কিন্তু দেখ, এখন এখানে যখন আর্লাণ্ডোর মত লোক রয়েছে তখন সেখানে আমাদের বাবাদের কথা থাক।

সিলিয়া। তা বটে। সতি ই অর্ল্যাণ্ডো একজন বীর পুরুষ বটে। তার লেখা কবিতাগুলোও বীরত্বপূর্ণ, বীরের মত সে কথা বলে, বীরের মতই শপথ করে আর বীরের মতই সে শপথ ভেঙ্গে দেয় এবং তার প্রেমিকার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে পা দিয়ে মাড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। আনাড়ী ঘোড়সওয়ারের মত সে কাৎ হয়ে একপেশেভাবে ঘোড়া চালায়, উদার রাজহাঁসের মত সে নিজের খাবার নিজেই নষ্ট করে দেয়। তবে যৌবনের ধর্মই হচ্ছে এই। যৌবনের তাড়নাতেই মানুষ এই ধরণের বোকামির কাজ করে বসে। ও আবার কে আসে?

কোরিণের প্রবেশ

কোরিণ। দাদাবাবু আর দিদিমণি, আপনারা সেই যে রাখাল আর তার ভালবাসার ব্যাপারে অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন, যে রাখালটাকে সেদিন আমার পাশে ঘাসের উপর বসে বসে তার অহংকারী প্রেমিকার গুণগান করতে শুনেছিলেন—

সিলিয়া। হ্যাঁ, কি হয়েছে তার?

কোরিণ। আপনারা যদি সতিকারের এক জীবন্ত [illegible] দৃশ্য

দেখতে চান ত আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব—একদিকে খাঁটি প্রেমের ভীরু মলিন এক মূর্তি আর একদিকে জলন্ত ঘৃণা আর তীব্র অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এক নারী।

রোজালিন্দ। চল চল, প্রেমিক প্রেমিকার দৃশ্য দেখে প্রেমার্ত লোকরা বেশ কিছু তৃপ্তি বা আনন্দ পায়। আমাদের নিয়ে চল। তুমি যদি বল, তাহলে আমিও যোগ দিতে পারি সে অভিনয়ে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বনভূমির আর একটি দিক।

সিলিভিয়াস ও ফেবির প্রবেশ

সিলভিয়াস। সুন্দরী ফেবি আমার, আমায় ঘৃণা করো না। তুমি আমায় ভালবাস না, একথা বল। কিন্তু অমন নিষ্ঠুরভাবে বা তিক্ততার সঙ্গে বলো না। মৃত্যুর দৃশ্য দেখে দেখে যে ঘাতকের অন্তর একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে, সেও অসহায় আসামীর ঘাড়ে কুঠারাঘাত হানার আগে ক্ষমা চায়। চোখে যার অশ্রুর বদলে রক্তধারা ঝরে সারাজীবন, সেই মমতাহীন নিষ্ঠুর ঘাতকের থেকেও তুমি কি নিষ্ঠুর হতে চাও?

অদূরে রোজালিন্দ, সিলিয়া ও কোরিণের প্রবেশ

ফেবি। আমি কখনই তোমার ঘাতক হতে চাই না। পাছে আমায় দেখলে তুমি ব্যথা পাবে, তাই আমি তোমায় দেখলেই পালিয়ে যাই। তুমি বললে কি না আমার চোখে আছে হত্যার বিভীষিকা! অথচ আমার এই সুন্দর চোখদুটো খুবই নরম আর দুর্বল জিনিস যা সামান্য ধূলিকণার ভয়ে প্রায়ই তার পাতাগুলো বন্ধ করে দেয়। তুমি কি না আমায় বললে অত্যাচারী, কশাই, নরঘাতক! এবার আমি সত্যি সত্যিই রেগে গিয়েছি তোমার উপর এবং আমার দৃষ্টির মধ্যে যদি কোন আঘাত হানার শক্তি থাকে তাহলে তাই দিয়ে আমি তোমায় মেরে ফেলব। এখন তুমি মূর্ছিতের মত মাটিতে পড়ে যাও। যাও। আর তা যদি না পার তাহলে ধিক তোমায়, ধিক! আমার চোখদুটোকে নরঘাতক বলে শুধু শুধু দোষ দিও না। আমার দৃষ্টির আঘাতে তোমার মধ্যে কী আঘাত হয়েছে তা দেখাও। কাঁটা দিয়ে তোমার গাটা চিরে দিলে নিশ্চয়ই একটা ক্ষত হবে অথবা কোন গাছের কাণ্ডে তোমার গা ঘষলে নিশ্চয়ই রক্ত ঝরবে এবং আঘাত লাগবে। আমার দৃষ্টি যদি তোমায় আঘাত দিত তাহলে

তোমার মধ্যেও তেমনি কোন না কোন ক্ষত সৃষ্টি হত। কিন্তু আমি জানি, দৃষ্টির মধ্যে আঘাত হানার কোন শক্তিই নেই।

সিলভিয়াস। আমার প্রিয়তমা ফেবি, সুন্দরী ফেবি। তোমার গাল দুটো কেমন সজীব আর সুন্দর। তোমার মনে যদি একটুও কল্পনাশক্তি থাকে তাহলে তাই দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে, প্রেমের তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর শরে কত অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্ট হয়েছে আমার অন্তরে।

ফেবি। ঠিক আছে, তা আমি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমার কাছে তুমি আসবে না। আর সেদিন যদি কখনো আসে তাহলে আমায় তুমি বিদ্রূপ করতে পার, করুণা করো না। আর সেদিন না আসা পর্যন্ত আমি তোমায় কোনরকম দয়া করব না।

রোজালিন্দ। (এগিয়ে এসে) কেন শুনি? তুমি কার মেয়ে, কে তোমায় জন্ম দিয়েছে যে তুমি এত নীচ হতে পেরেছ? তুমি একটি হতভাগ্য লোককে একই সঙ্গে অপমান করছ আবার তাকে বিদ্রূপ করে আনন্দ পাচ্ছ। তোমার মধ্যে এমন কোন রূপবহ্নি নেই যার আলোকে অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। তবুও কি তুমি রূপের অহঙ্কারে এমন নিষ্করুণ হয়ে উঠবে? কেন, এর মানে কি? আমার পানে এমনভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে সামান্য অতি সাধারণ এক মেয়ে ছাড়া আর কিছু মনে করি না। মনে হচ্ছে মেয়েটা তার দৃষ্টিশর দিয়ে আমার চোখ-দুটোকেও বিঁধতে চাইছে। শোন তবে দর্পিতা মেয়ে, কোন ফল হবে না মিথ্যা আশা করে। তোমার কালো ভ্রূ, রেশমী কালো চুল, চকচকে গাল আমার মনকে ভুলিয়ে তোমার দিকে টলাতে পারবে না। আচ্ছা নির্বোধ মেষপালক, তুমিই বা কেন ওর পিছনে বৃষ্টিবায়ুর পিছু পিছু ছুটে চলা শীতের কুয়াশার মত ছুটে চলেছ? তুমি ঐ মেয়েটার থেকে হাজারগুণে যোগ্য। তোমাদের মত বোকা লোকগুলোর দুর্বলতাই পৃথিবীটাকে ঘৃণিত-অবহেলিত মানুষে ভর্তি করে তুলেছে। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নয়, তোমার স্তুতিবাদের মাধ্যমে নিজেকে দেখেই ও প্রমাদ গণছে; ও নিজে যত না সুন্দর তার থেকে অনেক বেশী সুন্দরী ভাবছে নিজেকে। শত সাজসজ্জাতেও ও তেমন সুন্দরী হয়ে উঠতে পারবে না। শোন নারী, নিজেকে চেন! নিজের যথার্থ পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে কোন এক সৎ লোকের খাঁটি প্রেমের জন্য উপবাস আর উপাসনার মাধ্যমে

প্রার্থনা করো। আমি তোমার ভালর জন্যেই বন্ধুভাবে বলছি, যে কোন বাজারে নিজেকে বিকোবার চেষ্টা করো, কিন্তু জেনে রেখো সব বাজারের চলার মত যোগ্য তুমি নও। লোকটির কাছে ক্ষমা চেয়ে তার দান গ্রহণ করো। মনে রেখো, অহঙ্কার মানুষের অসৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং মেষপালক, একে গ্রহণ করো, চলি বিদায়।

ফেবি। হে সুন্দর যুবা, আমার কাতর অনুরোধ, পুরো একটি বছর ধরে তুমি আমায় ভর্ৎসনা করে চল। ওর ভালবাসার কথার থেকে তোমার রূঢ় তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার কথা আমি অনায়াসে সহ্য করে যাব।

রোজালিন্দ। ও লোকটা মেয়েটার প্রেমে পাগল আর মেয়েটা আমার ক্রুদ্ধ কড়া কথাগুলোর জন্যে আমায় ভালবেসে ফেলেছে। ঠিক আছে, ও যদি তোমার প্রতি বিরূপ হয়ে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানে তাহলে আমি ওকে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করব। কী, কেন তুমি আমার পানে ওভাবে তাকিয়ে আছ ?

ফেবি। তোমার প্রতি আমার কোন কুমতলব নেই।

রোজালিন্দ। আমার কথা শোন, আমার প্রেমে যেন পড়ো না। কারণ মাতাল মানুষের প্রতিশ্রুতির মত আমার সবটাই মিথ্যে। তাছাড়া তোমাকে আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। যদি আমার ঠিকানা জানতে চাও তাহলে জেনে রেখো আমার বাড়ি হচ্ছে ওই অলিভ বনের ধারে। চল বোন, যাবে না ? মেষপালক, ওকে আরো অনুরোধ করো। রাখালমেয়ে, ওকে একটু ভাল করে দেখার চেষ্টা করো। দর্প করো না, যদিও তোমার দর্প ও অহঙ্কারের দ্বারা ও বেচারী এত অপমানিত হয়েছে যে এমন অপমানিত এর আগে পৃথিবীতে আর কেউ হয়নি। এস কোরিণ।

(রোজালিন্দ, সিলিয়া ও কোরিণের প্রস্থান)

ফেবি। জীবন্মৃত হে রাখাল, এখন তোমার প্রেমের শক্তি বুঝতে পেরেছি আমি। প্রথম দর্শনেই যে ভালবাসেনি, যে তার প্রেমাস্পদকে চিনে নিতে পারেনি সে কখনো ভালই বাসেনি।

সিলভিয়াস। কি বললে সুন্দরী ফেবি ?

ফেবি। হা! কি বললে তুমি সিলভিয়াস ?

সিলভিয়াস। লক্ষ্মী সোনা ফেবি আমার !

ফেবি। আমি আমার ব্যবহারের জন্য সত্যিই দুঃখিত সিলভিয়াস।

সিলভিয়াস। দুঃখ বা অনুতাপ যেখানে, সব সমস্যার সমাধান সেখানেই। ভালবাসতে গিয়ে যে দুঃখ আমি পেয়েছি সেই দুঃখে দুঃখী হয়ে তুমিও যদি আমায় ভালবাস তাহলে দেখবে তোমার আমার দুজনের দুঃখই কোথায় চলে গেছে।

ফেবি। আমরা দুজনে পাশাপাশি বাস করি, সেইহেতু তুমি আমার ভালবাসা আগেই পেয়েছ।

সিলভিয়াস। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চাই।

ফেবি। এটা কিন্তু লোভের কথা। সিলভিয়াস, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা করতাম। তবে একেবারে যে ভালবাসতাম না তা নয়। কিন্তু যেহেতু তুমি প্রেমের কথা সুন্দর করে মধুর করে বলতে পার, সেকারণে তোমার সাহচার্য আগে আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও এখন আমি তা সহ্য করব। আমি তোমাকে একটা কাজও দেব। তবে এ কাজের জন্যে তুমি একমাত্র আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু কিন্তু পাবে না বা চাইবে না।

সিলভিয়াস। আমার প্রেম এতই পবিত্র ও পূর্ণ যে আমি শুধু তোমার কাছে একটুখানি কৃপা ছাড়া আর কিছুই চাই না। তোমার সেই কৃপাটুকুকেই আমি আমার জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করব। মাঝে মাঝে তোমার অধরঝরা একটুখানি মিষ্টি হাসির সুধা পেলেই তাই দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব আমি আমার সারাজীবন।

ফেবি। কিন্তু আগে যে ছোকরাটি আমার সঙ্গে কথা বলছিল তুমি তাকে চেন?

সিলভিয়াস। ভাল করে চিনি না, তবে প্রায়ই তাকে দেখি। এক বুড়ো চাষার জোত জমি বাস্তু সব কিনেছে।

ফেবি। তার কথা জানতে চাইছি বলে ভেবো না যেন তাকে আমি ভালবাসি। ছোকরাটা বড় রাগী। তবে খুব ভাল কথা বলতে পারে। কিন্তু কথায় আমার কি কাজ? তবে কোন কথা আমাদের মুগ্ধ করে তখনি, যখন সে কথা যে বলে তাকে যদি আমাদের দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু লোকটা সত্যিই অহঙ্কারী, তবু তাকে বেশ মানিয়ে যায়। তাকে মনে হয় আদর্শ পুরুষ। তার মধ্যে সবচেয়ে দেখার জিনিস হচ্ছে তার গায়ের রং। তার চোখ দুটো এত সুন্দর যে তার মুখের কথায় মনে কোন ক্ষত হতে না হতেই তার চোখের দৃষ্টির মিষ্টি প্রলেপে তা সেরে যায়। সে খুব একটা লম্বা

নয়, তবে বয়সের অনুপাতে লম্বাই বলতে হবে। তার পা চলনসই, তবে ভাল। তার ঠোঁটদুটো গালের থেকে বেশী লালাভ। তার গাল আর ঠোঁটের রঙের মধ্যে তফাৎ কতটুকু জান? আসল ঘোর লাল আর রেশমী কাপড়ে মেশানো লালের মধ্যে যে তফাৎ। আমার মত খুঁটিয়ে তাকে যদি দেখে তাহলে অনেক মেয়েই তাকে ভালবেসে ফেলবে সিলভিয়াস। কিন্তু আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি তাকে ভালবাসিও না, আমি তাকে ঘৃণাও করি না। বরং তাকে ভালবাসার থেকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ কোন অধিকারে সে আমায় ভৎর্সনা করতে আসে? সে বলেছে আমার চোখ কালো আমার চুলও কালো; এখন আমার মনে হচ্ছে তবু সে আমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগছে কেন আমি সেকথার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিইনি। নাই বা দিলাম, দিতে ভুলে গেছি বলেই য আর কখনো দিতে নেই তা ত নয়। আমি তাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মেশানো ভাষায় একটা চিঠি লিখব আর সেই চিঠিটা তুমি নিয়ে যাবে তার কাছে: বুঝলে সিলভিয়াস?

সিলভিয়াস। সানন্দে তা নিয়ে যাব ফেবি।

ফেবি। আমি তাকে সরাসরি লিখব। আমার মাথায় আর অন্তরে অনেক কথাই গুমরে মরছে। আমার ভাষা খুবই তিক্ত, আমি কোন দিক দিয়েই তাকে ছাড়ব না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি।

রোজালিন্দ, সিলিয়া ও জ্যাকের প্রবেশ

জ্যাক। শোন ছোকরা, আমি তোমার সঙ্গে বেশ একটু নিবিড়ভাবে আলাপ করতে চাই।

রোজালিন্দ। লোকে বলে তুমি নাকি দুঃখবাদী বিষাদপ্রবণ লোক।

জ্যাক। হ্যাঁ ঠিক তাই। হাসির থেকে বিষাদকেই আমি বেশী ভালবাসি।

রোজালিন্দ। কোন না কোন বিষয়ে যারা খুব বাড়াবাড়ি করে তারাই লোকচক্ষে ঘৃণার পাত্র। আধুনিক যুগের চরিত্র সমালোচনার মাপকাঠিতে তারা নিন্দিত ও ধিকৃত।

জ্যাক। কেন, চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে থাকা ঢের ভাল।

রোজালিন্দ। তা যদি হয় তাহলে নিষ্প্রাণ পাষাণের একটা স্তম্ভ হওয়াই ভাল।

জ্যাক। দেখ, আমি বিষাদপ্রবণ ঠিক, কিন্তু আমার বিষাদ পণ্ডিতের বিষাদ নয়, পরের তত্ত্বানুশীলন থেকে যার উৎপত্তি; আমার বিষাদ গায়ক বাদকের বিষাদও নয়, যা নিছক খামখেয়ালী; আমার বিষাদ শয়তানদের বিষাদও নয়, যার নাম অহঙ্কার; সৈনিকের বিষাদের মানে হচ্ছে উচ্চাভিলাষ, আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ উকিলদের বিষাদ নয়, যার নাম হলো কূটনীতি; যে বিষাদ কোন সুন্দরী মহিলার রূপলাবণ্যকে বাড়িয়ে তোলে সে বিষাদও আমার না। আমার এই সব বিভিন্ন ধরণের বিষাদ মিলিয়ে যা হয় তা হলো প্রেমিকদের বিষাদ—আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ হচ্ছে আমার নিজস্ব সৃষ্টি; বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন উপাদান থেকে তিল তিল করে নিয়ে তা গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এটা বিভিন্ন দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার মানসিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। নিবিড় আত্মচিন্তাজনিত এক অদ্ভুত বিষাদ সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে আমার মনটাকে।

রোজালিন্দ। তুমি একজন পরিব্রাজক। তাহলে, তোমার বিষণ্ন হওয়ার মত যথেষ্ট কারন আছে। আমার মনে হচ্ছে পরের দেশ দেখার জন্যে তুমি নিজের জায়গা জমি বেচে ফেলেছ আর তার ফলে হয়েছে, দেখেছ অনেক কিছু, কিন্তু আসলে কিছুই পাওনি। তার ফলে চোখ দুটোই শুধু তোমার সমৃদ্ধ হয়েছে, হাত দুটো রয়ে গেছে নিঃস্ব, একেবারে রিক্ত।

জ্যাক। হ্যাঁ, সত্যিই আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

রোজালিন্দ। আর এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছ যা তোমাকে বিষাদপ্রবণ করে তুলেছে। এ ধরণের বিষাদজনক অভিজ্ঞতা বা ভ্রমণের থেকে আমি বরং কোন নির্বোধ লোকের সাহচর্যে কিছু আনন্দ পেতে চাই।

অর্ল্যাণ্ডো। সুপ্রভাত ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ।

জ্যাক। না, ঈশ্বর করুন তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বল।

রোজালিন্দ। এখন তুমি দয়া করে যাও পরিব্রাজক মহাশয়। অদ্ভুত পোষাক পরে মুখ ভার করে বেড়াও আর নিজের দেশের ভাল সব কিছুর নিন্দা করো, নিজের দেশকে ঘৃণা করো; আর তোমাকে পাঠানোর জন্যে ঈশ্বরকে

গাল দিয়ে বেড়াও। তা যদি না করো তাহলে বলব তুমি গণ্ডোলা হ্রদে সাঁতার কাটনি, তাহলে বলব বৃথাই তোমার দেশভ্রমণ।

(জ্যাকের প্রস্থান)

কী, কেমন আছ অর্ল্যাণ্ডো? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এই তুমি প্রেমিক! আমার সঙ্গে যদি এইভাবে ছলনা করো ত আমার চোখের সামনে আর কখনো তুমি এস না।

অর্ল্যাণ্ডো। সুন্দরী রোজালিন্দ! যে সময়ে আসব বলেছিলাম তার থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি।

রোজালিন্দ। কী বলছ, প্রেমের ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ কি কম ব্যাপার! কেউ যদি এক মিনিটকে হাজার ভাগ করে সেই হাজার ভাগের এক ভাগ দেরি করে প্রেমের ক্ষেত্রে তাহলে আমি জোর গলায় বলব, প্রেমের দেবতা শুধু তার কাঁধটা একটু চাপড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে এক ফোঁটা প্রেমও নেই।

অর্ল্যাণ্ডো। ক্ষমা করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। না না, তুমি যদি এমন ঢিমে প্রকৃতির বা মন্দগতি হও তাহলে আমার সামনে এস না, আমি বরং শামুকের সঙ্গে ভালবাসা করব।

অর্ল্যাণ্ডো। শামুকের সঙ্গে?

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, শামুকের সঙ্গে। শামুক খুব আস্তে চললেও সে তার ঘরবাড়ি সব কিছু তার মাথার ভিতর বয়ে নিয়ে চলে। আমার মতে তোমার থেকে সে ভাল। মেয়েরা এমনি প্রেমিকই চায়। তা ছাড়া শামুক যেখানে যায় তার ভাগ্যকেও বয়ে নিয়ে চলে।

অর্ল্যাণ্ডো। সে আবার কি?

রোজালিন্দ। কেন তার শিং। বিয়ের পর তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় তোমরাও এ শিংএর অভাব বোধ কর। এই শিং দিয়ে শামুক এক দিকে তার সম্পদকে রক্ষা করে চলে, অন্য দিকে সে স্ত্রীর কটুবাক্য থেকে রক্ষা করে নিজেকে।

অর্ল্যাণ্ডো। গুণই মানুষের শিং। আমার রোজালিন্দ গুণবতী মেয়ে।

রোজালিন্দ। আর আমিই তোমার রোজালিন্দ।

সিলিয়া। ও তোমাকে রোজালিন্দ বলে খুশি হয়। কিন্তু ওর আসল রোজালিন্দ তোমার থেকে ভাল।

রোজালিন্দ। এস, প্রেমের কথা শোনাও। এখন আমি খোশ মেজাজে আছি। এখন যা চাইবে তাই দেব। আচ্ছা, আমি যদি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হতাম, তাহলে তুমি এখন কি বলতে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কিছু বলার আগে তাকে প্রথমে চুম্বন করতাম।

রোজালিন্দ। না না চুম্বন না করে প্রথমে কথা বলা উচিত। কথা বলতে বলতে যখন তোমার সব কথা ফুরিয়ে যাবে একমাত্র তখুনি তুমি চুম্বন করতে পার। অনেক ভাল বাগ্মী কথা ফুরিয়ে গেলে থুথু ফেলে, তেমনি প্রেমিকেরাও প্রেমের কথা ফুরিয়ে গেলে—ভগবান যেন আমাদের বেলায় তা না করেন, চুম্বন করে তার ফাঁক সহজে পূরণ করার চেষ্টা করে।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু যদি চুম্বন না করতে দেয়?

রোজালিন্দ। তাহলে তুমি তাকে অনুনয় বিনয় করবে। আর সেইখানেই আবার শুরু হবে নুতন প্রসঙ্গ।

অর্ল্যাণ্ডো। প্রিয়তমার সামনে কোন প্রেমিকের কথা কখনো ফুরোয় না।

রোজালিন্দ। এই ত আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ, কিন্তু তোমার কথা ফুরিয়ে গেছে বলেই কোন কথা বলতে পারছ না। তা না হলে বলব আমার বুদ্ধি কম, বুদ্ধির থেকে আমার সততা আরো উঁচু স্তরের।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার আবেদনের কি হলো?

রোজালিন্দ। তোমার পোষাকের কথা বলছ না, বলছ আবেদনের কথা? আচ্ছা আমি কি তোমার রোজালিন্দ নই?

অর্ল্যাণ্ডো। তোমায় রোজালিন্দ বলতে আমি কিন্তু আনন্দ পাই, কারণ আমি তখন তার কথা বলতে পারি।

রোজালিন্দ। আচ্ছা তবে শোন, আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হিসাবে বলছি আমি তোমায় চাই না।

অর্ল্যাণ্ডো। তাহলে আমিও নিজের দায়িত্বে বলছি আমি মরব।

রোজালিন্দ। মরবে যদি আমমোক্তারনামা দিয়ে মরো। পৃথিবীর বয়স দুই [illegible]

[illegible]

ফেলেছিল, কিন্তু [illegible]

শহীদ বলা হয়। লেণ্ডার [illegible]

সন্ন্যাসিনী হয়েছিল তথাপি সে মরত

রাত্রিতে গরম সহ্য করতে না পেরে হেলিসপয়েণ্টে চান করতে গিয়ে ডুবে যেত। অথচ কাহিনীকার বা ইতিহাস লেখকেরা বললেন, এ হিরো সেণ্টসের হিরো। কিন্তু একথা সর্বৈব মিথ্যা। যুগে যুগে অনেক মানুষ মরেছে আর তাদের মৃতদেহগুলো পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, কিন্তু নিছক প্রেমের জন্যে কেউ মরেনি।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কখনো এই ধরণের মনোভাবাপন্ন রোজালিন্দকে পেতে চাই না। কারণ তার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি আমি সহ্য করতে পারবনা। আমি তাহলে মরে যাব।

রোজালিন্দ। রোজালিন্দ কখনো তার হাত দিয়ে একটা মাছিও মারতে পারবে না। মানুষ ত দুরের কথা। থাক ও কথা, এবার আমি সত্যিকারের খুব ভাল মেজাজের রোজালিন্দ হব। এখন বল কি তুমি চাও। যা চাইবে তাই দেব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি শুধু চাই তুমি আমায় ভালবাস রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসব। শুক্রবার শনিবার এবং সব দিন।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি আমায় গ্রহণ করবে ত ?

রোজালিন্দ। তোমাকে ত বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কুড়িটা অর্ল্যাণ্ডো।

অর্ল্যাণ্ডো। কি বললে তুমি ?

রোজালিন্দ। তুমি কি সৎ নও ?

অর্ল্যাণ্ডো আমি আশা করি আমি সৎ।

রোজালিন্দ। আচ্ছা, মানুষ ভাল জিনিস ত অনেক বেশী করে পেতে চায়। সুতরাং তুমি যদি ভাল হও তাহলে আমিও অনেক অর্ল্যাণ্ডো পেতে চাইব। এস বোন। তুমি হবে আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের দুজনের বিয়ে দেবে। অর্ল্যাণ্ডো, তোমার হাত দাও। তুমি কি বল বোন ?

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও অনুরোধ করছি, আমাদের বিয়ে দিয়ে দাও।

রোজালিন্দ। তা যদি হয় তাহলে নিষ্প্রাণ পাষাণের একটা স্তম্ভ হওয়াই ভাল।

জ্যাক। দেখ, আমি বিষাদপ্রবণ ঠিক, কিন্তু আমার বিষাদ পণ্ডিতের বিষাদ নয়, পরের তত্ত্বানুশীলন থেকে যার উৎপত্তি; আমার বিষাদ গায়ক বাদকের বিষাদও নয়, যা নিছক খামখেয়ালী; আমার বিষাদ শয়তানদের বিষাদও নয়, যার নাম অহঙ্কার; সৈনিকের বিষাদের মানে হচ্ছে উচ্চাভিলাষ, আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ উকিলদের বিষাদ নয়, যার নাম হলো কূটনীতি; যে বিষাদ কোন সুন্দরী মহিলার রূপলাবণ্যকে বাড়িয়ে তোলে সে বিষাদও আমার না। আমার এই সব বিভিন্ন ধরণের বিষাদ মিলিয়ে যা হয় তা হলো প্রেমিকদের বিষাদ—আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ হচ্ছে আমার নিজস্ব সৃষ্টি; বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন উপাদান থেকে তিল তিল করে নিয়ে তা গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এটা বিভিন্ন দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার মানসিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। নিবিড় আত্মচিন্তাজনিত এক অদ্ভুত বিষাদ সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে আমার মনটাকে।

রোজালিন্দ। তুমি একজন পরিব্রাজক। তাহলে, তোমার বিষণ্ণ হওয়ার মত যথেষ্ট কারন আছে। আমার মনে হচ্ছে পরের দেশ দেখার জন্যে তুমি নিজের জায়গা জমি বেচে ফেলেছ আর তার ফলে হয়েছে, দেখেছ অনেক কিছু, কিন্তু আসলে কিছুই পাওনি। তার ফলে চোখ দুটোই শুধু তোমার সমৃদ্ধ হয়েছে, হাত দুটো রয়ে গেছে নিঃস্ব, একেবারে রিক্ত।

জ্যাক। হ্যাঁ, সত্যিই আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

অর্লাণ্ডোর প্রবেশ

রোজালিন্দ। আর এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছ যা তোমাকে বিষাদপ্রবণ করে তুলেছে। এ ধরণের বিষাদজনক অভিজ্ঞতা বা ভ্রমণের থেকে আমি বরং কোন নির্বোধ লোকের সাহচর্যে কিছু আনন্দ পেতে চাই।

অর্ল্যাণ্ডো। সুপ্রভাত ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ।

জ্যাক। না, ঈশ্বর করুন তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বল।

রোজালিন্দ। এখন তুমি দয়া করে যাও পরিব্রাজক মহাশয়। অদ্ভুত পোষাক পরে মুখ ভার করে বেড়াও আর নিজের দেশের ভাল সব কিছুর নিন্দা করো, নিজের দেশকে ঘৃণা করো; আর তোমাকে পাঠানোর জন্যে ঈশ্বরকে

গাল দিয়ে বেড়াও। তা যদি না করো তাহলে বলব তুমি গণ্ডোলা হ্রদে সাঁতার কাটনি, তাহলে বলব বৃথাই তোমার দেশভ্রমণ।

(জ্যাকের প্রস্থান)

কী, কেমন আছ অর্ল্যাণ্ডো ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? এই তুমি প্রেমিক ! আমার সঙ্গে যদি এইভাবে ছলনা করো ত আমার চোখের সামনে আর কখনো তুমি এস না।

অর্ল্যাণ্ডো। সুন্দরী রোজালিন্দ ! যে সময়ে আসব বলেছিলাম তার থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি।

রোজালিন্দ। কী বলছ, প্রেমের ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ কি কম ব্যাপার ! কেউ যদি এক মিনিটকে হাজার ভাগ করে সেই হাজার ভাগের এক ভাগ দেরি করে প্রেমের ক্ষেত্রে তাহলে আমি জোর গলায় বলব, প্রেমের দেবতা শুধু তার কাঁধটা একটু চাপড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে এক ফোঁটা প্রেমও নেই।

অর্ল্যাণ্ডো। ক্ষমা করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। না না, তুমি যদি এমন ঢিমে প্রকৃতির বা মন্দগতি হও তাহলে আমার সামনে এস না, আমি বরং শামুকের সঙ্গে ভালবাসা করব।

অর্ল্যাণ্ডো। শামুকের সঙ্গে ?

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, শামুকের সঙ্গে। শামুক খুব আস্তে চললেও সে তার ঘরবাড়ি সব কিছু তার মাথার ভিতর বয়ে নিয়ে চলে। আমার মতে তোমার থেকে সে ভাল। মেয়েরা এমনি প্রেমিকই চায়। তা ছাড়া শামুক যেখানে যায় তার ভাগ্যকেও বয়ে নিয়ে চলে।

অর্ল্যাণ্ডো। সে আবার কি ?

রোজালিন্দ। কেন তার শিং। বিয়ের পর তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় তোমরাও এ শিংএর অভাব বোধ কর। এই শিং দিয়ে শামুক এক দিকে তার সম্পদকে রক্ষা করে চলে, অন্য দিকে সে স্ত্রীর কটুবাক্য থেকে রক্ষা করে নিজেকে।

অর্ল্যাণ্ডো। গুণই মানুষের শিং। আমার রোজালিন্দ গুণবতী মেয়ে।

রোজালিন্দ। আর আমিই তোমার রোজালিন্দ।

সিলিয়া। ও তোমাকে রোজালিন্দ বলে খুশি হয়। কিন্তু ওর আসল রোজালিন্দ তোমার থেকে ভাল।

রোজালিন্দ। এস, প্রেমের কথা শোনাও। এখন আমি খোশ মেজাজে আছি। এখন যা চাইবে তাই দেব। আচ্ছা, আমি যদি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হতাম, তাহলে তুমি এখন কি বলতে ?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কিছু বলার আগে তাকে প্রথমে চুম্বন করতাম।

রোজালিন্দ। না না চুম্বন না করে প্রথমে কথা বলা উচিত। কথা বলতে বলতে যখন তোমার সব কথা ফুরিয়ে যাবে একমাত্র তখুনি তুমি চুম্বন করতে পার। অনেক ভাল বাগ্মী কথা ফুরিয়ে গেলে থুথু ফেলে, তেমনি প্রেমিকেরাও প্রেমের কথা ফুরিয়ে গেলে—ভগবান যেন আমাদের বেলায় তা না করেন, চুম্বন করে তার ফাঁক সহজে পূরণ করার চেষ্টা করে।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু যদি চুম্বন না করতে দেয় ?

রোজালিন্দ। তাহলে তুমি তাকে অনুনয় বিনয় করবে। আর সেইখানেই আবার শুরু হবে নুতন প্রসঙ্গ।

অর্ল্যাণ্ডো। প্রিয়তমার সামনে কোন প্রেমিকের কথা কখনো ফুরোয় না।

রোজালিন্দ। এই ত আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ, কিন্তু তোমার কথা ফুরিয়ে গেছে বলেই কোন কথা বলতে পারছ না। তা না হলে বলব আমার বুদ্ধি কম, বুদ্ধির থেকে আমার সততা আরো উঁচু স্তরের।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার আবেদনের কি হলো ?

রোজালিন্দ। তোমার পোষাকের কথা বলছ না, বলছ আবেদনের কথা ? আচ্ছা আমি কি তোমার রোজালিন্দ নই ?

অর্ল্যাণ্ডো। তোমায় রোজালিন্দ বলতে আমি কিন্তু আনন্দ পাই, কারণ আমি তখন তার কথা বলতে পারি।

রোজালিন্দ। আচ্ছা তবে শোন, আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হিসাবে বলছি আমি তোমায় চাই না।

অর্ল্যাণ্ডো। তাহলে আমিও নিজের দায়িত্বে বলছি আমি মরব।

রোজালিন্দ। মরবে যদি আমমোক্তারনামা দিয়ে মরো। পৃথিবীর বয়স দুই হাজার বছর। কিন্ত এই দীর্ঘ দুই হাজার বছরের মধ্যে একটি লোকও নিছক প্রেমের খাতিরে মরেনি, ট্রয়লাস তার মাথাটা লাঠির আঘাতে ফাটিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তবু তাকে প্রেমের আদর্শ বলা হয়। লেণ্ডার আরো অনেক দিন বাঁচতে পারত। হিরো যদিও সন্ন্যাসিনী হয়েছিল তথাপি সে মরত না যদি না সে কোন এক গ্রীষ্মের

রাত্রিতে গরম সহ্য করতে না পেরে হেলিসপন্টে চান করতে গিয়ে ডুবে যেত। অথচ কাহিনীকার বা ইতিহাস লেখকেরা বললেন, এ হিরো সেণ্টসের হিরো। কিন্তু একথা সর্বৈব মিথ্যা। যুগে যুগে অনেক মানুষ মরেছে আর তাদের মৃতদেহগুলো পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, কিন্তু নিছক প্রেমের জন্যে কেউ মরেনি।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কখনো এই ধরণের মনোভাবাপন্ন রোজালিন্দকে পেতে চাই না। কারণ তার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি আমি সহ্য করতে পারবনা। আমি তাহলে মরে যাব।

রোজালিন্দ। রোজালিন্দ কখনো তার হাত দিয়ে একটা মাছিও মারতে পারবে না। মানুষ ত দূরের কথা। যাক ও কথা, এবার আমি সত্যিকারের খুব ভাল মেজাজের রোজালিন্দ হব। এখন বল কি তুমি চাও। যা চাইবে তাই দেব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি শুধু চাই তুমি আমায় ভালবাস রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসব। শুক্রবার শনিবার এবং সব দিন।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি আমায় গ্রহণ করবে ত ?

রোজালিন্দ। তোমাকে ত বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কুড়িটা অর্ল্যাণ্ডো।

অর্ল্যাণ্ডো। কি বললে তুমি ?

রোজালিন্দ। তুমি কি সৎ নও ?

অর্ল্যাণ্ডো আমি আশা করি আমি সৎ।

রোজালিন্দ। আচ্ছা, মানুষ ভাল জিনিস ত অনেক বেশী করে পেতে চায়। সুতরাং তুমি যদি ভাল হও তাহলে আমিও অনেক অর্ল্যাণ্ডো পেতে চাইব। এস বোন। তুমি হবে আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের দুজনের বিয়ে দেবে। অর্ল্যাণ্ডো, তোমার হাত দাও। তুমি কি বল বোন ?

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও অনুরোধ করছি, আমাদের বিয়ে দিয়ে দাও।

সিলিয়া। আমি মন্ত্র জানি না।

রোজালিন্দ। তুমি এইভাবে শুরু করবে—তুমি কি অর্ল্যাণ্ডো—

সিলিয়া। ঠিক আছে, তোমরা তৈরি হও। আচ্ছা অর্ল্যাণ্ডো, তুমি কি রোজালিন্দকে তোমার পত্নীরূপে পেতে চাও ?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, আমি পেতে চাই।

রোজালিন্দ। কিন্তু কবে ?

অর্ল্যাণ্ডো। কেন, এখনি ; যে মুহূর্তে তুমি আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে।

রোজালিন্দ। তাহলে তোমায় বলতে হবে, 'আমি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম রোজালিন্দ।'

অর্ল্যাণ্ডো। আমি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। আমি তোমার পক্ষের কর্তাব্যক্তি ও পুরোহিতকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তা আর চাই না—আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করছি অর্ল্যাণ্ডো। পুরোহিতের মন্দির থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আরো বেশী জোরে চলে এবং মেয়েমানুষের মন তার কাজের থেকে বেশী জোরে ছোটে।

অর্ল্যাণ্ডো। মানুষের সব চিন্তাই দ্রুতগামী। তাদের যেন ডানা আছে।

রোজালিন্দ। এখন বল, তাকে পাবার পর কতদিন ধরে তাকে জীবনে ধরে রাখবে ?

অর্ল্যাণ্ডো। সারা জীবন এবং আর একদিন।

রোজালিন্দ। তার থেকে সারাজীবন কথাটা বাদ দিয়ে বল শুধু 'একদিন'। না না অর্ল্যাণ্ডো, মানুষ বিয়ের আগে যখন প্রেমের কথা বলে তখন তাদের এপ্রিল মাসের বসন্ত বাতাসের মত উচ্ছল মনে হয়। কিন্তু বিয়ের পরেই তারা হয়ে যায় ডিসেম্বর মাসের শীতের বাতাসের মত জড়তাপূর্ণ। আর মেয়েরাও বিয়ের আগে মে মাসের গ্রীষ্মের আকাশের মত দেখায়, কিন্তু বিয়ের পর সে আকাশের রং যায় বদলে। দেখ, মোরগ যেমন তার মুরগীকে সব সময় চোখে চোখে রাখে বিয়ের পর আমিও তেমনি তার থেকেও ঈর্ষাকাতর হব, বৃষ্টিকাতর তোতাপাখির থেকেও আমি চীৎকার করব, বনমানুষের থেকেও আমার দাঁত হবে ধারাল আর বাঁদরের থেকেও আমি হব লোভী। তুমি যখন খুশিমনে থাকবে আমি তখন ঝর্ণাতীরবর্তিনী ডায়েনার মত অকারণে কাঁদব, আবার যখন তুমি ঘুমোতে চাইবে তখন হায়েনার মত অট্টহাসি হাসব।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু আমার রোজালিন্দ কি তাই করবে ?

রোজালিন্দ। আমি আমার জীবনের বিনিময়ে শপথ করে বলছি সেও তাই করবে।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী।

রোজালিন্দ। বুদ্ধি না থাকলে সে ত এসব করতেই পারত না। যার যত বেশী বুদ্ধি থাকে, সে-ই তত খেয়ালী ও স্বাধীন প্রকৃতির হয়। মেয়েদের বুদ্ধি এত বেশী যে যদি সে বুদ্ধিকে দরজা দিয়ে ভাল করে আটকে রাখ তাহলে ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে, বাক্সের মধ্যে যদি বন্ধ করে রাখ, তাহলেও ফুটো করে পালিয়ে যাবে। ঘরে যেভাবেই বন্ধ করে রাখ না কেন, চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে তা পালিয়ে যাবে।

অর্ল্যাণ্ডো। কোন লোকের যদি এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকে তাহলে সে নিশ্চয় এত বুদ্ধি কোথায় রাখবে ?

রোজালিন্দ। না, না, বুদ্ধিটা যাতে খুব বেশী না বাড়ে তার জন্যে তোমাকে আগে হতেই তা দমন করতে হবে, তা না হলে কোনদিন দেখবে তোমার স্ত্রীর বুদ্ধি তোমার কোন প্রতিবেশীর বিছানায় গিয়ে ঢুকেছে।

অর্ল্যাণ্ডো। তাই যদি হয় তাহলে কোন বুদ্ধি দিয়ে সে তার এই বুদ্ধির কাজের অজুহাত দেখাবে ?

রোজালিন্দ। কেন, সে বলবে সে তোমাকে সেখানে খুঁজতে গিয়েছিল। তার মুখে যতক্ষন জিব থাকবে ততক্ষণ তাব মুখে কোন উত্তরের অভাব হবে না। যে তার নিজের দোষটাকে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে না পারবে সে যেন নিজের হাতে কোনদিন ছেলে মানুষ না করে, কারণ সে তাহলে বোকার মতই সন্তান প্রসব করে যাবে।

অর্ল্যাণ্ডো। মাত্র দুঘণ্টার জন্য আমি একবার তোমায় ছেড়ে যাব রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। হায় প্রিয়তম, দুঘণ্টা তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।

অর্ল্যাণ্ডো। দুটোর সময় আমায় ডিউকের ভোজসভায় যোগদান করতে হবে, তারপর আবার তোমার কাছে চলে আসব।

রোজালিন্দ। যা খুশি তোমার করো। আমি জানতাম তুমি এইরকম করবে। আমার বন্ধুরা এইরকম বলেছিল, আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। বুঝেছিলাম তোষামোদের সুরে তুমি মিথ্যে প্রেমের কথা শোনাচ্ছ। আসলে তুমি আমায় ফেলে চলে যেতে চাইছ, এর থেকে মৃত্যুও ভাল। বেলা দুটোর সময় ফিরবে বললে ?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। আমার দিব্যি করে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো অথবা একঘণ্টার এক মিনিট পরে আস তাহলে আমি তোমাকে সবচেয়ে সকরুণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং ব্যর্থ প্রেমিক বলে মনে করব। মনে করব তুমি যাকে রোজালিন্দ বল তুমি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং আমার সমালোচনার কথা মনে রেখে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি মেনে চলার চেষ্টা করবে।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি আমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হলে যেমন তোমার কথা মানতাম তোমার কথা তার থেকে কম কিছু মানব না। সুতরাং বিদায়।

রোজালিন্দ। ঠিক আছে, এসব ব্যাপারে সময়ই হচ্ছে একমাত্র বিচারক। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার সততা সময়কেই বিচার করে দেখতে দাও। বিদায়। (অর্ল্যাণ্ডোর প্রস্থান)

সিলিয়া। তুমি তোমার এই সব প্রেমের কচকচিতে আমাদের নারীজাতির অপমান করেছ। তুমি তোমার পুরুষের পোষাক মাথায় তুলে সারা জগৎকে বলে দাও যে, পাখি তার নিজের বাসাকেই কলুষিত করেছে অর্থাৎ তুমি নারী হয়ে নারীজাতির অপমান করেছ।

রোজালিন্দ। সুন্দরী বোন আমার, লক্ষীসোনা বোন আমার, তুমি জান না কত গভীর আমার ভালবাসা ; কিন্তু সেটা ঠিক বোঝানো যাবে না। কারণ আমার প্রেম হচ্ছে পর্তুগাল উপসাগরের মত এমনই অতলান্তিক যে তার গভীরতাটা ঠিক মাপা যাবে না।

সিলিয়া। অথবা এমনও হতে পারে। তোমার ভালবাসার তল নেই বলেই হয়ত তা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।

রোজালিন্দ। না ; ভেনাসের সেই অবৈধ দুষ্টু সন্তান, ক্রোধ আর উন্মত্ততা হতে যার জন্ম, যে নিজে মন্দ বলে সকলের দৃষ্টিকেই কলুষিত করে তোলে— সেই অন্ধ প্রেমের ঠাকুরকেই বিচার করে দেখতে দাও, কত গভীর আমার ভালবাসা। আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি এ্যালিয়েনা, অর্ল্যাণ্ডোকে চোখের আড়াল করে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। তার চেয়ে বরং সে না আসা পর্যন্ত কোন একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলব আর হা হুতাশ করব।

সিলিয়া। আর আমি ঘুমোব। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি

জ্যাক্ ও বনবাসীর বেশে সভাসদগণের প্রবেশ

জ্যাক। কে এই হরিণটাকে মেরেছে?

জনৈক সভাসদ। আমি মেরেছি মশাই।

জ্যাক। তাহলে ওকে রোমের বিজয়ী বীরের সম্মান দিয়ে ডিউকের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করি। আর এই বিজয় গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ওর মাথার উপর হরিণের শিং জুটোকে বসিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। আচ্ছা বনবাসী, তোমরা এমন কোন গান জান না যা যুদ্ধজয়ের পর গাওয়া হয়?

সভাসদ। আজ্ঞে হাঁ, জানি বৈকি।

জ্যাক। গাও না। তা যেমনই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যত খুশি জোরে চেঁচালেই চলবে।

গান

মারল যে হরিণ তাকে দাওগো উপহার,
মৃগচর্ম মাথায় শিং হবে কেমন বাহার
তাকে দাওগো উপহার।
তারে গায়ে দাও মৃগচর্ম মাথায় শিং দাও
গানের মালা গলায় দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যাও।
ও বীর মশাই শিং পরতে লজ্জা করো না
এ শিং নিতে আদিম পুরুষ লজ্জা পেত না।
শিং শিং করো নাক ঘৃণার কথা নয়
বাপ ঠাকুর্দারা এ শিং নিয়ে পেত যে অভয়।

তৃতীয় দৃশ্য। বন

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

রোজালিন্দ। নাও এখন কি বলবে এবার বল। এখনো কি দুঘণ্টা কাটেনি? কী হলো, অর্লাণ্ডো এলনা ত!

সিলিয়া। আমি বলতে পারি অন্তরে পবিত্র ভালবাসা, মনে উত্তপ্ত চিন্তা আর হাতে তীর ধনুক নিয়ে সে বেমালুম ঘুমিয়ে গেছে। দেখ, কে আবার এদিকে আসছে।

সিলভিয়াসের প্রবেশ

সিলভিয়াস। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে যুবক। আমার

মজী ফেবি তোমাকে এই চিঠিটা দেবার জন্য আমায় পাঠিয়েছে। অবশ্য এ চিঠির মধ্যে কি আছে তা আমি জানি না, তবে এ চিঠি লেখার সময় তার কুটিল ভ্রূভঙ্গি আর তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে যথেষ্ট রাগের কথা আছে। তবে আমায় ক্ষমা করো, আমি একজন নির্দোষ দূত ছাড়া আর কিছুই না।

রোজালিন্দ। এ চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য নিজেই চমকে উঠে বেগে পালিয়ে যাবে। শোন সকলে, এই চিঠিতে সে লিখেছে আমি দেখতে সুন্দর নই, আমি ভদ্রতা জানি না, আমি নাকি অহঙ্কারী আর সেইজন্য সে আমায় ভালবাসতে পারে না, অত্যাশ্চর্য ফিনিক্সের মত ভালবাসার মানুষের যতই অভাব হোক না কেন। তার এই চিঠি দেখে আমার মেজাজ গেছে চটে। কেন, সে কি ভেবেছে তার ভালবাসারূপ খরগোসের পিছনে আমি শিকারীর মত ছুটে চলেছি। কেন সে এ চিঠি আমায় লিখতে গেল? আচ্ছা রাখাল, আমার ত মনে হচ্ছে এ তোমারি চক্রান্ত।

সিলিভিয়াস। না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। চিঠিতে কি লেখা আছে আমি জানিই না। চিঠিটা ফেবির লেখা।

রোজালিন্দ। আসল কথায় এস। তুমি হচ্ছ একেবারে বোকা, প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বাছ বিচার না করেই শেষ সীমায় চলে গেছ। আমি দেখেছি তার হাতের চামড়াটা খুব মোটা আর তামাটে রঙের। আমি ত প্রথমে ভেবেছিলাম হাতে সে তার পুরনো দস্তানা পরেছে, কিন্তু পরে দেখলাম, এটা তার হাত। তার হাতগুলো ঠিক পাকা গিন্নীর মত। যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ চিঠি তার লেখা নয়, এটা নিশ্চয় কোন পুরুষের পরিকল্পনা আর পুরুষ মানুষেরই হাতের লেখা।

সিলভিয়াস। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, এটা ফেবির হাতের লেখা।

রোজালিন্দ। এ চিঠির ভাষা যেমনি কর্কশ বা অভদ্র তেমনিই নিষ্ঠুর। ঠিক যেন যুদ্ধে আহ্বান জানানো হয়েছে। খৃষ্টানবিরোধী তুর্কীদের মত সে আমার বিরোধিতা করেছে। মেয়েরা সাধারণতঃ শান্ত ও ঠাণ্ডা মাথার হয়, এমন ভয়ঙ্কর রকমের অভদ্র কথা তারা মনে আনতেই পারে না। কথাগুলো উপর থেকে যাই মনে হোক না কেন, মনের উপর একথার প্রভাব ইথিওপিয়াবাসীর মতই কালো। তুমি কি শুনবে চিঠিটা?

সিলভিয়াস। না না, তোমাকে আর পড়তে হবে না। আমি এখনো এর কিছুই শুনিনি, তবে ফেবি মেয়েটা যে নিষ্ঠুর একথা অনেক শুনেছি।

রোজালিন্দ। সেই ফেবি আমাকে লিখল! দেখ দেখ, সেই নিষ্ঠুর মেয়েটা কেমন লিখেছে : (পড়তে শুরু করল)

স্বর্গের দেবতা তুমি রাখালের বেশে নেমে এলে
কুমারীর চিত্ত এক অগ্নিদাহে দগ্ধ করি দিলে।

আচ্ছা, এইভাবে কোন মেয়ে কোন পুরুষের নিন্দে করতে পারে?

সিলভিয়াস। এটাকে তুমি নিন্দে বলছ?

রোজালিন্দ। দেবত্ব পরিহার করি শেষে
বাসনা এতই তোমার মানবকন্যার চিত্তনাশে?
এমন নিন্দে এমন দোষারোপ কখনো শুনেছ?
কত মানুষের প্রেমকটাক্ষ সয়ে গেছি অবিরল
কিন্তু আমায় টলাতে পারেনি রয়ে গেছি অবিকল।
আমাকে আবার পশু বলতে চয়েছে!
চিত্তে যদি এত প্রেম জাগে তব শুধু আঁখিবিষে
প্রীতিনম্র দৃষ্টিশরে তব
কী মধুর পরিণাম হত অবশেষে!
ভৎসনা শুনে যদি এত ভালবাসি,
মধুর বচনে হত কী আনন্দরাশি।
এই প্রেমপত্র যে বয়ে নিয়ে যাবে
জানে না সে
মোর চিত্ত তব প্রেমে চিরদিন শুধু ভরে রবে।
তার হাতে বলে দিও হে যুবা সুজন,
আমার প্রেমেরে করো গ্রহণ অথবা বর্জন।
আমার প্রেমেরে যদি করগো বর্জন
মৃত্যুকে ভালবেসে করিব বরণ।

সিলভিয়াস। একে তুমি ভৎসনা বা নিন্দে বল?

সিলিয়া। হায় হায়, মেষপালক!

রোজালিন্দ। তুমি যাকে করুণা করছ, ও করুণার মোটেই যোগ্য নয়। আচ্ছা রাখাল, তুমি এই ধরণের মেয়েকে এর পরেও ভালবাসবে। ও

তোমাকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কতকগুলো মিথ্যে সুর বাজিয়ে যাবে আর তুমি তা সহ্য করবে! না না, কখনই এটা সহ্য করা উচিত না। আচ্ছা তোমার যা খুশি করগে। কারণ আমি দেখছি প্রেম তোমায় বশীভূত করে এক পোষা সাপে পরিণত করে তুলেছে। তাকে গিয়ে বলগে, যদি সে আমায় ভালবাসে তাহলে সে যেন আমার প্রতি তার সেই ভালবাসা তোমাকে দান করে। আর তা যদি না করে তাহলে আমি একমাত্র তোমার অনুরোধ ছাড়া কখনো তার মুখদর্শন করব না। যদি তুমি প্রকৃত প্রেমিক হও তাহলে আর কোন কথা না বলে আমার কথামত কাজ করো, এখানে আরো লোক আসছে।

(সিলভিয়াসের প্রস্থান)

অলিভারের প্রবেশ

অলিভার। নমস্কার হে ভদ্র সুজন। বলতে পার, এই বনের উপান্তে অলিভকুঞ্জে ঘেরা কোথায় একটি কুটির আছে?

সিলিয়া। এখান থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে নিম্নভূমিতে এক কলস্বরা নদী পাবে; তার পারে ঘন ঝাউবন। তার বাঁ দিক ধরে কিছু দূর গেলেই পাবে সে কুটীর। কিন্তু এখন ত সে কুটীর বন্ধ, এখন সেখানে কেউ নেই।

অলিভার। মুখের কথা থেকে চোখের যদি কোন লাভ হয় অর্থাৎ মুখের কথায় যে নির্দেশ পেয়েছি তা চোখে দেখা বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই। দেহের বর্ণনা থেকে তোমাদের চিনবার চেষ্টা করি। তাদের বয়স পোষাক আশাকের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হচ্ছে এইরকম: ছেলেটি সুন্দর, একটা নারীসুলভ ভাব আছে চেহারার মধ্যে, দেখে মনে হবে পূর্ণযুবতী বিবাহযোগ্যা কন্যা, আর তার সাথী মেয়েটি তার থেকে একটু মাথায় ছোট, গায়ের রংটা একটু বেশী তামাটে। আচ্ছা, আমি যে ঘরের কথা শুধোচ্ছিলাম তুমিই কি সে ঘরের মালিক নও?

সিলিয়া। তুমি যখন প্রশ্ন করেছ তখন মিথ্যে বলব না, আমরা দুজনেই তার মালিক।

অলিভার। অর্লাণ্ডো আমায় তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আর যে যুবককে সে রোজালিন্দ বলে ডাকে তাকে সে এই রক্তমাখা রুমালটা দিতে বলেছে।

রোজালিন্দ। আমিই সেই যুবক। কিন্তু এর মানে আমরা কি করে বুঝব?

অলিভার। এটা আমার পক্ষে সত্যিই বেশ কিছুটা লজ্জার বিষয়। যখন জানতে পারবে আমি কে, কেন এবং কিভাবে এখানে এলাম এবং কোথায় এই রুমাল রক্তাক্ত হলো তখন তোমরা হয়ত আমাকেই লজ্জা দেবে।

সিলিয়া। আমি বলছি, তুমি তা বল।

অলিভার। অর্ল্যাণ্ডো যখন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন সে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। তিক্ত মধুর কল্পনা মনে ভাঁজতে ভাঁজতে সে বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ পথের পাশে চোখ মেলে দেখে এক প্রকাণ্ড বুড়ো ওক গাছ যার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখাগুলোতে সুদীর্ঘকালের বার্ধক্যের জন্য শ্যাওলা ধরে গেছে এবং যার মাথার উপরটা শুকিয়ে পাতা ঝরে গেছে, তার তলায় চুলদাড়িওয়ালা অপরিচ্ছন্ন একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর তার ঘাড়ের কাছে একটা সবুজ চকচকে সাপ ফণা দোলাচ্ছে আর লোকটা মুখ খুললেই তাকে ছোবল মারবে বলে সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু হঠাৎ অর্ল্যাণ্ডোকে দেখতে পেয়েই সাপটা একটা ঝোপের মধ্যে চলে গেল। সেই ঝোপের মাঝখানে আবার একটা সিংহী ছিল দুই থাবা পেতে, মাটিতে মাথা রেখে বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ঘুমন্ত লোকটা কখন জাগবে তার অপেক্ষা করছিল। কারণ সিংহদের এমনই একটা রাজকীয় মেজাজ আছে যার জন্য তারা মৃতের মত দেখতে কোন প্রাণীকে শিকার করে না। এই দৃশ্য দেখে অর্ল্যাণ্ডো লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে লোকটা তার ভাই, তার বড় ভাই।

সিলিয়া। হাঁ, হাঁ, আমরা তাকে সেই ভাইএর কথা অবশ্য বলতে শুনেছি। কিন্তু লোকটা এমনই অস্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠুর যে তার তুলনা পাওয়াই যায় না।

অলিভার। তার বলার কোন দোষ নেই, সে ঠিকই বলেছে। আমিও জানি লোকটা সত্যিই অস্বাভাবিক।

রোজালিন্দ। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডোর খবর কি? সে কি লোকটাকে সেই ক্ষুধার্ত সিংহীর মুখে একা ফেলে রেখে চলে এসেছে?

অলিভার। দু দুবার সে তাকে ফেলে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যে দয়া প্রতিশোধবাসনার থেকে সব সময়েই মহত্তর, যে সভাবসিদ্ধ উদারতা বাস্তব অবস্থার চাপের নাগালের অনেক উর্ধে, সেই দয়া আর উদারতাই তাকে সিংহীটার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। তবে সিংহীটাও খুব তাড়া-

তাড়ি জখম হয়ে পড়ে। তাদের লড়াইয়ের শব্দে আমি গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠি।

সিলিয়া। তুমিই কি তার ভাই ?

রোজালিন্ড। তোমাকেই সে কি উদ্ধার করেছে ?

সিলিয়া। তুমিই কি এর আগে তাকে কতবার খুন করার চক্রান্ত করেছিলে ?

অলিভার। আমিই অবশ্য সেই লোক; তবে সে হচ্ছে আগেকার আমি, এখনকার আমি নয়। এখন একথা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে আমি আগে ওই ধরণের লোক ছিলাম বটে কিন্তু এখন আমি একেবারে পাল্টে গেছি, এখন আমি এক নতুন ও মধুর জীবনের আস্বাদ পেয়েছি।

রোজালিন্ড। কিন্তু রুমালটা রক্তাক্ত হলো কি করে ?

অলিভার। একে একে বলছি। দুই ভাইএর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জল ঝরতে লাগল দুজনের চোখে। আমি তাকে কেমন করে এই বনে এসেছি তা সংক্ষেপে বললাম। অবিরল অশ্রুধারায় পরিপ্লাত হয়ে উঠল আমার প্রতিটি কথা। তারপর সে আমায় নিয়ে গেল ডিউকের কাছে। তিনি কিছু খাদ্য আর পোষাক দিয়ে আপ্যায়ন করলেন আমায়। ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে আমাদের দুই ভাইকে এক করে বেঁধে দিলেন তিনি। তারপর অর্ল্যাণ্ডো আমায় নিয়ে গেল তার গুহাতে। সেখানে গায়ের জামা খুলতেই দেখা গেল তার বাহু থেকে খানিকটা মাংস সিংহীটা ছিঁড়ে নিয়েছে; সমস্তক্ষণ তাই রক্ত ঝরছিল। এরপর সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল এবং মূর্ছার মাঝেই সে রোজালিন্দের নাম করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে সুস্থ করে তুললাম, তার হাতটা বেঁধে দিলাম। আরও কিছুক্ষণ পর তার বুকের হৃৎপিণ্ডটা একটু সুস্থ সবল হয়ে উঠলে সে আমায় এখানে পাঠাল আপনাদের পুরোপুরি সব ঘটনাটা জানাবার জন্যে। আপনাদের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই কিনা তাই সব কিছু খুলে বললাম। এবার আশা করি আপনারা তাকে তার ভঙ্গ প্রতিশ্রুতির জন্য ক্ষমা করবেন। আর এই জন্য সে যাকে খেলাচ্ছলে রোজালিন্ড বলে তাকে সেই রাখাল যুবককে তারই রক্তে ভেজা এই রুমালটা দেবার জন্যে দিয়েছে। (রোজালিন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

সিলিয়া। কি হলো, গ্যানিমীড ! গ্যানিমীড কথা বলো।

অলিভার। রক্ত দেখলে অনেকেই মূর্ছা যায়।

সিলিয়া। এ ছাড়াও এর মধ্যে আরো ব্যাপার আছে। গ্যানিমীড বোন আমার।

অলিভার। দেখ, দেখ, সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

রোজালিন্দ। আমায় ঘরে নিয়ে গেলে ভাল হত।

সিলিয়া। আমরা তোমাকে ঘরেই নিয়ে যাব। আমার অনুরোধ আপনি দয়া করে ওর হাতটা একবার ধরুন।

অলিভার। মনটাকে চাঙ্গা করে তোল যুবক। তুমি একজন পুরুষ মানুষ। কিন্তু মনে তোমার পুরুষোচিত তেজ কোথায়?

রোজালিন্দ। হাঁ, আমি স্বীকার করছি. আমার মনে সে তেজ নেই। কিন্তু যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে আমি বেশ নিখুঁতভাবে ভান করেছিলাম। তোমার ভাইকে গিয়ে বলবে কেমন চমৎকারভাবে আমি মূর্ছার ভান করেছিলাম। হাঃ হাঃ হাঃ।

অলিভার। না না, এটাকে কখনই মূর্ছার ভান বলে না। তোমার চোখ মুখ দেখে বেশ বোঝা যায় তার প্রতি তোমার সহানুভূতি একেবারে খাঁটি।

রোজালিন্দ। না না, আমি বলছি এটা ভান।

অলিভার। ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এবার বেশ শক্ত হয়ে ভান করে পুরুষের মত পুরুষ হও।

রোজালিন্দ। তাই না হয় করছি। কিন্তু রাত্রির মত অন্তত: যদি নারী হতাম ত ভাল হত।

সিলিয়া। এই যে তোর মুখ ক্রমশই মলিন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা মশাই, আপনিও দয়া করে আমাদের বাড়ির দিকে চলুন। আমাদের সঙ্গে চলুন।

অলিভার। হাঁ, আমি যাব কারণ রোজালিন্দ, তুমি আমার ভাইকে ক্ষমা করেছ কিনা সে খবরটা তাকে গিয়ে দিতে হবে।

রোজালিন্দ। উত্তর একটা যাহোক দেব। তবে তোমাকে আমার মিনতি, তোমার ভাইকে যেন আমার ভান করার কথাটা ভালভাবে বুঝিয়ে বলো। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে? তাহলে এস। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি।

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ

টাচস্টোন। ধৈর্য ধরো, লক্ষ্মী অদারী, আমরা বিয়ে করার অনেক সময় পাব।

অদারী। আমার মনে হয়, বুড়ো লোকটা যাই বলুক না কেন, পুরোহিতটা ভাল ছিল।

টাচস্টোন। না অদারী, অলিভার লোকটা দুষ্ট প্রকৃতির। মার্টেক্সট্‌ সত্যিই বদমায়েস। কিন্তু অদারী, এই বনেতে একটা ছোকরা আছে যে তোমার ওপর তার দাবি জানাচ্ছে।

অদারী। ও, আমি জানি কে, আসলে আমার প্রতি তার কোন আগ্রহই নেই। তুমি যার কথা বলছ সে এখানেই আসছে।

উইলিয়মের প্রবেশ

টাচস্টোন। মদ আর মাংস পেলে যেমন হয় কোন ভাঁড়ের দেখা পেলে তেমনি আমার মনে হয়। আমি সত্যি করে বলছি, আমাদের যাদের বুদ্ধি আছে তারা তাড়াতাড়ি যে কোন কথার জবাব দিতে পারে। আমরা মানুষকে দেখলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবই, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না।

উইলিয়ম। কেমন, ভাল আছ ত অদারী!

অদারী। ঈশ্বরের কৃপায় আশা করি তুমিও ভাল আছ উইলিয়ম।

উইলিয়ম। মহাশয়, আপনাকে নমস্কার।

টাচস্টোন। নমস্কার বন্ধু। তবে শীগগির তোমার মাথায় ঢাকা দাও। ঢাকা দাও না সত্যি বলছি, কথা শোন, মাথা আঢাকা রেখো না। তোমার বয়স কত হলো?

উইলিয়ম। পঁচিশ বছর।

টাচস্টোন। বয়সটা ঠিকই উপযুক্ত। তোমার নাম উইলিয়ম না?

উইলিয়ম। আমার নাম উইলিয়ম।

টাচস্টোন। তোমার নামটাও ভাল। তোমার জন্ম কি এই বনেই হয়েছে?

উইলিয়ম। আজ্ঞে হাঁ, ঈশ্বরকে এজন্য ধন্যবাদ।

টাচস্টোন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাঃ খাসা উত্তর ত। তোমরা কি ধনী লোক?

উইলিয়ম। আজ্ঞে ধনী মানে, একরকম।

টাচস্টোন। একরকম। বেশ ভাল, খুব ভাল। তবে পুরোপুরি ধনী নয় বলে একেবারে ভালও বলা যায় না। কারণ ওরা একরকম ধনী। তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে?

উইলিয়ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ভালই বুদ্ধি আছে।

টাচস্টোন। কেন তুমি ভাল বললে। আমার একটা প্রবাদবাক্য মনে পড়ে গেল, একমাত্র বোকারাই মনে করে তারা জ্ঞানী, কিন্তু যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা নিজেদের বোকা বোকা ভাবে। এক নাস্তিক দার্শনিক ছিলেন, তাঁর আঙুর খাবার ইচ্ছে হলেই তাঁর মুখ হাঁ করতেন আর মুখে আঙুরটা পুরে দিতেন। তার মানে তিনি বলতেন আঙুরের জন্ম হয়েছে তাকে খাবার জন্যে আর ঠোঁটের ধর্ম হচ্ছে হাঁ করা। তুমি কি এই কুমারী মেয়েটিকে ভালবাস?

উইলিয়ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভালবাসি।

টাচস্টোন। দাও, তোমার হাত দাও। তুমি কি লেখাপড়া শিখেছ?

উইলিয়ম। আজ্ঞে না।

টাচস্টোন। তাহলে আমার কাছে শেখ। কোন কিছু চাওয়া মানেই পাওয়া নয়। আর একদিকে পাওয়া মানেই আর একদিকে না পাওয়া। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিতে বলে, পেয়ালা থেকে গ্লাসে পানীয় জল ঢাললে গ্লাসটা ভর্তি হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালাটা খালি হয়। তার মানে একই সঙ্গে একই জিনিসকে দুজনে পেতে পারে না। সব পণ্ডিতরাই বলে থাকেন, অহং মানেই তিনি। এখন দেখ, তুমি অহং নও, আর তিনিও নও। আমি হচ্ছি অহং, সুতরাং আমিই তিনি।

উইলিয়ম। কে তিনি?

টাচস্টোন। সেই তিনি যিনি নারীকে বিয়ে করবেন। সুতরাং মূর্খ মশাই কেটে পড়ুন। মোটা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় এই মেয়েটির সাহচর্য ত্যাগ করো, আর তোমাদের ভাষায় যার মানে হলো মেয়েটির সঙ্গ ছাড়ো। সব মিলিয়ে আসল কথা হলো, এই মেয়েটির সঙ্গ ছাড়ো আর যদি না ছাড়ো ত তুমি বিনষ্ট হয়েছ। যাতে আরো ভাল করে বুঝতে পার তার জন্য বলতে হয় তুমি মরবে। তার মানে আমি তোমাকে হত্যা করব, সরিয়ে ফেলব পৃথিবী থেকে, তোমার জীবনকে মৃত্যুতে পরিণত করব, তোমার স্বাধীনতাকে পরিণত করব বন্ধনে। আমি তোমায় বিষ প্রয়োগ করব অথবা লাঠিঘায়া প্রহার করব অথবা কোন ইস্পাতের ছুরি দিয়ে তোমায় খতম করব। তোমার সঙ্গে ঝগড়ার খাতিরে তর্ক করব, তর্কে পরাস্ত করব। একটা দুটো নয়, আমি তোমায় দেড়শো উপায়ে মারব। সুতরাং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সরে পড়।

অদারী। তাই কর লক্ষ্মী উইলিয়ম।

উইলিয়ম। ভগবান আপনাদের সুখী করুন। (প্রস্থান)

কোরিণের প্রবেশ

কোরিণ। আমাদের দাদাবাবু আর দিদিমণি তোমায় ডাকছে।

টাচস্টোন। চল চল, পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল অদারী। যাচ্ছি যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

অর্ল্যাণ্ডো ও অলিভারের প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। এই সামান্য পরিচয়ে ও আলাপেই তাকে তোমার ভাল লেগে গেল—এটা কি সম্ভব? দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভালবেসে ফেললে? আর ভালবাসা মানেই তাকে প্রেমের কথা শোনানো, তার সম্মতি আদায় করা। তুমি কি সত্যিই তাকে পাবার জন্য চেষ্টা করবে?

অলিভার। দেখ, আমাদের স্বল্প পরিচয় থেকে তার প্রতি আমার কামনার তীব্রতা, তার সম্মতি এবং আমাদের আকস্মিক প্রেমবিনিময়—এসব বিষয়ে কোন প্রশ্ন করো না। শুধু আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল আমি এ্যালিয়েনাকে ভালবাসি; আবার তার সঙ্গে এক কণ্ঠে বল, সে আমায় ভালবাসে। আমাদের দুজনের কথায় সায় দিয়ে বল, আমরা দুজনে যেন চিরদিনের জন্য সুখভোগ করে যেতে পারি। এতে তোমারও ভাল হবে। কারণ আমার পিতা স্যার রোলাণ্ড তাঁর উইলে বাড়ি ঘর ও যে সব বিষয় সম্পত্তির উল্লেখ করে গেছেন তা সব আমি তোমায় দিয়ে দেব আর আমি চিরকাল এই বনেই রাখালদের মত থেকে যাব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি মত দিলাম। কালই তোমাদের বিয়ে হয়ে যাক। এ বিয়েতে আমি ডিউক আর তাঁর সঙ্গীদের নিমন্ত্রণ করব। তুমি গিয়ে এ্যালিয়েনার সঙ্গে বোঝাপড়া করো। এখানে আবার ঐ দেখ, আমার রোজালিন্দ আসছে।

রোজালিন্দের প্রবেশ

রোজালিন্দ। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন দাদা।

অলিভার। নমস্কার ভাই। (প্রস্থান)

রোজালিন্দ। ও আমার প্রাণের বন্ধু অর্ল্যাণ্ডো, তোমার বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে মনে।

অর্ল্যাণ্ডো। না, না, না বুক নয়ত, আমার হাত।

রোজালিন্দ। আমি ভেবেছিলাম সিংহের থাবায় তোমার বুকটা আহত হয়েছে।

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ আহত হয়েছে বটে তবে তা সিংহের থাবায় নয়, কোন এক নারীর দৃষ্টি শরে।

রোজালিন্দ। তোমার ভাই তোমাকে বলেছে তোমার রক্তমাখা রুমাল দেখে আমি কেমন মূর্চ্ছার ভান করেছিলাম?

অর্ল্যাণ্ডো। হাঁ বলেছে। কিন্তু তার থেকে আরো বিস্ময়ের কারণ আছে।

রোজালিন্দ। আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ। না না, সত্যিই এটা আশ্চর্যের কথা। সবচেয়ে দ্রুত আর আকস্মিক ব্যাপার হলো দুটো ভেড়ার মারামারি আর সীজারের রাজ্যজয়। সীজার দাম্ভিক্তি করে বলতেন, 'আমি এসেছি, আমি দেখেছি, আমি জয় করেছি।' এদের প্রেমের ঘটনাটাও ঠিক এমনি দ্রুত আর এমনি আকস্মিক। তোমার ভাই আর আমার বোন দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে দুজনের পানে নিবিড় ভাবে তাকিয়েছে, তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসেছে, ভালবাসতে না বাসতে দুজনে দুজনের বিরহে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণ জানতে চেয়েছে আর কারণ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছে। এইভাবে তারা ধীরে ধীরে প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে বিয়ের সুউচ্চ স্তরে উঠে গেছে। তারা প্রেমের কোপে পড়ে গেছে এবং তারা মিলবেই। লাঠির আঘাতেও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

অর্ল্যাণ্ডো। ওদের কালই বিয়ে হবে এবং ডিউককে ডেকে এনে ওদের বিয়ে দেওয়াব। কিন্তু অপরের চোখ দিয়ে সুখকে দেখা যে কত দুঃখের তা যদি বুঝতে! আগামী কাল যতই ভাবব, আমার ভাই তার আকাঙ্খিত বস্তুকে পেয়ে কত সুখী হয়েছে, ততই আরো দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত হব আমি।

রোজালিন্দ। কেন, কাল আমিও তোমার রোজালিন্দকে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

অর্ল্যাণ্ডো। দেখ, শুধু একটা মানুষের কথা ভেবে ভেবে আর বাঁচতে পারি না।

রোজালিন্দ। আমি আর তাহলে তোমায় বৃথা কথা বলিয়ে ক্লান্ত করব না। তুমি জেনে রাখ এখন আমি সত্যিই কাজের কথা বলছি। আমি জানি তুমি ভদ্র ও সৎ মনোভাবাপন্ন। তুমি আমায় ভালভাবেই জান, সুতরাং নতুন করে তুমি আমার বুদ্ধির পরিচয় পাবে অথবা তুমি আমায় আরো বেশী করে শ্রদ্ধা করবে—এজন্য কিন্তু আমি একথা বলছি না। আমি শুধু তোমার ভাল করতে চাই এবং তার প্রতিদানে আমাকে কিছুই দিতে হবে না। তবে বিশ্বাস করো, আমি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি। আমার বয়স যখন তিন তখন থেকে এক ওস্তাদ যাদুকরের কাছে আমি যাদুবিদ্যা শিখে আসছি। লোকটা এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, অথচ খারাপ নয়। সেই বিদ্যার বলে বলছি, যদি তুমি তোমার রোজালিন্দকে সমস্ত অন্তর দিয়ে নিবিড়ভাবে ভালবাস, তোমার হাবভাব দেখে যা মনে হয়, তাহলে কাল তোমার ভাই-এর সঙ্গে এালিয়েনার যখন বিয়ে হবে তখন রোজালিন্দকে তুমিও বিয়ে করতে পারবে। আমি জানি ভাগ্যের বিধানে আজ সে কি অবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং তোমার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে কাল তাকে সশরীরে নিরাপদে তোমার চোখের সামনে হাজির করানো আমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না।

অর্লাণ্ডো। ঠাট্টা করছ না ত? একথা সত্যি করে বলছ ত?

রোজালিন্দ। যদিও আমি নিজেকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়েছি তথাপি যে জীবন আমি সবচেয়ে ভালবাসি আমার সেই জীবনের নামে শপথ করে বলছি, একথা সত্য। সুতরাং ভাল পোষাক পরো, বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করো, কারণ যদি তুমি চাও তাহলে কাল তোমার সঙ্গে রোজালিন্দের বিয়ে হবেই।

সিলভিয়াস ও ফেবির প্রবেশ

ওই দেখ, এখানে আবার আমার একজন প্রেমিকা আর সেই প্রেমিকার একজন প্রেমিক আসছে।

ফেবি। আচ্ছা যুবক, আমি যে চিঠিটা তোমায় লিখেছিলাম, সেটা তুমি অপরকে দেখিয়ে আমার প্রতি অন্যায় করেছ।

রোজালিন্দ। যদি তা করে থাকি আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি ইচ্ছা করেই তোমার প্রতি অভদ্র ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করেছি। একজন

বিশ্বস্ত রাখাল তোমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসে; তার দিকে তাকাও, তাকে ভালবাস, সে তোমার আরাধনা করেছে তোমায় পাবার জন্য।

ফেবি। লক্ষ্মী রাখাল, ভালবাসা কি জিনিস তা এই ছোকরাকে বুঝিয়ে দাও।

সিলভিয়াস। ভালবাসা মানেই শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজল ফেলা। ফেবির জন্যে আমি তাই করে চলেছি।

ফেবি। আমিও গ্যানিমীডের জন্যে তাই করেছি।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও রোজালিন্দের জন্যে তাই করে চলেছি।

রোজালিন্দ। আমি কিন্তু কোন নারীর জন্যে তা করছি না।

সিলভিয়াস। ভালবাসা মানেই অকৃত্রিম বিশ্বাস আর অক্লান্ত সেবা। ফেবির জন্যে সে বিশ্বাস আর সেবায় পরিপূর্ণ আমার অন্তর।

ফেবি। গ্যানিমীডের জন্য আমার অন্তরও তাই।

অর্ল্যাণ্ডো। রোজালিন্দের জন্যে আমারও সেই অবস্থা।

রোজালিন্দ। কোন নারীকেই আমার দেবার কিছু নেই।

সিলভিয়াস। প্রেম হচ্ছে স্বপ্ন দিয়ে রচনা করা অফুরন্ত কামনা বাসনা দিয়ে গড়া এক বস্তু। প্রেম শুধু আরাধনা, একনিষ্ঠ কর্তব্যপালন, ধৈর্য অধৈর্যমেশা শুধু এক নম্রতা, তিতিক্ষা, পবিত্রতা আর শুধুই বশ্যতা। ফেবির প্রতি সেই প্রেমে ভরা আছে আমার অন্তর।

ফেবি। গ্যানিমীডের প্রতি সেই প্রেম আমার অন্তরে।

অর্ল্যাণ্ডো। রোজালিন্দের জন্য আমারও সেই অবস্থা।

রোজালিন্দ। কোন নারীর জন্য আমি কিন্তু কোন প্রেম অনুভব করি না।

ফেবি। (রোজালিন্দের প্রতি) তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

সিলভিয়াস। তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

অর্ল্যাণ্ডো। তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

রোজালিন্দ। তুমিও আমায় একথা বলছ কেন, তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি বলছি তাকে যে এখানে নেই আর যে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

রোজালিন্দ। যাক দোহাই তোমাদের আর এসব কথা তুলো না। এ যেন চাঁদের পানে তাকিয়ে আইরিশ নেকড়েদের অবুঝ চীৎকার। (সিলভিয়াসের প্রতি) আমি সাধ্যমত তোমায় সাহায্য করব। (ফেবির প্রতি) যদি পারি ত তোমায় ভালবাসব। কাল আমার সঙ্গে তোমরা সবাই মিলে দেখা করবে। (ফেবির প্রতি) যদি আমি কোন নারীকে বিয়ে করি তাহলে কাল আমি তোমায় বিয়ে করব। (অর্লাণ্ডোর প্রতি) যদি কখনো আমি কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করে থাকি তাহলে কাল তোমায় সন্তুষ্ট করব। (সিলভিয়াসের প্রতি) কাল আমি তোমায় সন্তুষ্ট করব, অবশ্য যদি তোমার কামনার ধন পেলে সন্তুষ্ট হও। (অর্লাণ্ডোর প্রতি) যেহেতু তুমি রোজালিন্দকে ভালবাস, কাল দেখা করো। (সিলভিয়াসের প্রতি) যেহেতু তুমি ফেবিকে ভালবাস দেখা করো। আর যেহেতু আমি কোন নারীকেই ভালবাসি না আমিও মিলিত হব। সুতরাং এখন বিদায়। তোমরা সব যাও, আমার যা বলার বলে দিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ

টাচস্টোন। কাল আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের দিন।

অদারী। কাল আমাদের বিয়ে হবে। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি এ বিয়ে চাই। আর কোন নারীর পক্ষে ঘরসংসার করতে চাওয়া খারাপ কিছু না। নির্বাসিত ডিউকের দুজন লোক এদিকে আসছে।

দুজন ভৃত্যের প্রবেশ

প্রথম ভৃত্য। দেখা হয়ে গেল ভালই হলো মশাই।

টাচস্টোন। সত্যিই ভাল হলো। বস বস, একটা গান করো।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আমরা আপনার জন্যেই এসেছি। আপনি আমাদের দুজনের মাঝখানে বসুন।

১ম ভৃত্য। আমরা কি হাত দিয়ে তালি বাজাবো না চেঁচাবো? থুথু ফেলব না কি বলব আমাদের গলাটা আজ খারাপ। যারা বাজে গায়ক, যাদের গলা খারাপ তারা সাধারণতঃ গানের আগে এই সব ভূমিকা করে থাকে।

২য় ভৃত্য। ঠিক আছে শোন শোন, একই সঙ্গে চড়ে-খাওয়া দুটো বেদের মত আমরা দুজনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাই।

গান

এক যে ছিল প্রেমিক কিশোর প্রেমিকা কিশোরী
তাদের মুখে ছিল সকল সময় হাসির ছড়াছড়ি।
সবুজ ক্ষেতের বুকে বুকে
তারা পথ চলত হাসিমুখে
ক্ষেপা ফাগুন ছড়িয়ে দিত প্রেমের মাধুরী
হা হা হা, হি হি হি আহা মরি মরি।
মাঠের চাষী থাকত শুয়ে যবের ক্ষেতের ধারে
প্রেমিক যেত মনের সুখে নীরব অভিসারে।
ভুলে যেত সকল কথা
সকল দুখ আর সকল ব্যথা
ভাসত সুখে নিরবধি এই কথাটি স্মরি
আহা জীবন যেন ফুলের মতন স্বপন-মঞ্জরি।
সবার চেয়ে আনন্দময় প্রেমিকযুগল ভাবে
মলয়পবন-রথে চড়ে ফাগুন আসে যবে।
এক যে ছিল প্রেমিক কিশোর প্রেমিকা কিশোরী
তাদের মুখে ছিল সকল সময় হাসির ছড়াছড়ি।
হা হা হা, হি হি হি. আহা মরি মরি॥

টাচস্টোন। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের গানের বাণীতে এমন কিছু বড় কথাবস্তু নেই, আবার সুরটাও মোটেই ভাল নয়।

১ম ভৃত্য। আপনি বুঝতে পারেননি মশাই। ঠিক সময়ে ধরেছি আর ছেড়েছি। একটুও তাল নষ্ট করিনি।

টাচস্টোন। তাই হলো। এই রকম বাজে গান শোনা মানেই সময় নষ্ট করা, তার উপর আবার তাল গণতে যাব! ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমাদের গলাটা একটু ভাল করো।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বনভূমি

ডিউক সিনিয়র, এ্যামিয়েন্‌স্‌, জ্যাক, অর্লাণ্ডো, অলিভার ও সিলিয়ার প্রবেশ

ডিউক। তুমি কি মনে কর অর্ল্যাণ্ডো ছোকরাটা যা যা বলেছে তা সব পারবে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কখনো বিশ্বাস করি, আবার কখনো বিশ্বাস করি না। ভয়ার্ত মানুষ যেমন কখনো আশা করে আবার কখনো বা ভয়ে কাতর হয়, আমারও ঠিক তেমনি অবস্থা।

রোজালিন্দ, সিলভিয়াস ও ফেবির প্রবেশ

রোজালিন্দ। একটু থামুন, ধৈর্য ধরুন, আমি আমার কথা রাখছি। আচ্ছা আপনি নাকি বলেছেন যদি আমি রোজালিন্দকে এখানে আনতে পারি আপনি তাহলে তাকে অর্ল্যাণ্ডোকে সমর্পণ করবেন।

ডিউক। হ্যাঁ, আমি তা করব এবং আমার রাজ্য থাকলে আমার মেয়ের সঙ্গে তাকে তাও দিতাম।

রোজালিন্দ। আর তুমিও নাকি বলেছ, আমি তাকে আনলে তুমি তাকে গ্রহণ করবে?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, জগতের সমস্ত রাজ্যের রাজা হলেও আমি তাকে গ্রহণ করব।

রোজালিন্দ। (ফেবির প্রতি) আর তুমি নাকি বলেছ আমি ইচ্ছা করলে তুমি আমায় বিয়ে করবে?

ফেবি। হ্যাঁ, ঠিক পরের মুহূর্তে মরে গেলেও আমি তোমাকে বিয়ে করব।

রোজালিন্দ। কিন্তু যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করো কোন কারণে তাহলে কিন্তু এই বিশ্বস্ত রাখালকে তোমার স্বামীত্বে বরণ করতে হবে।

ফেবি। তাই অবশ্য কথা হয়েছে।

রোজালিন্দ। তুমি নাকি বলেছ সে চাইলে তুমি ফেবিকে গ্রহণ করবে?

সিলভিয়াস। তাকে পাওয়ার পর মৃত্যুকেও যদি বরণ করতে হয় তাতেও আমি রাজী আছি।

রোজালিন্দ। আমি এই সব সমস্যার সমাধান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। হে ডিউক, কন্যাদান করে আপনি আপনার কথা রাখুন, অর্ল্যাণ্ডো তুমি তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করে কথা রাখো। ফেবি, আমি বিয়ে না করলে বা আমাকে তুমি বিয়ে করতে না চাইলে এই রাখালকে বিয়ে করবে বলে যে কথা দিয়েছ সে কথা রাখো. সিলভিয়াস, আমাকে সে বিয়ে করতে না

চাইলে তুমি ফেবিকে বিয়ে করবে বলে যে কথা দিয়েছ সে কথা রাখবে। তোমাদের সকলের সব সংশয় নিরসন করার জন্য আমি এখান থেকে একবার যাচ্ছি। (রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রস্থান)

ডিউক। এই রাখাল যুবকের মধ্যে আমার মেয়ের চেহারার কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছি।

অর্ল্যাণ্ডো। স্যার, আমি যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ভেবেছিলাম ও বোধ হয় আপনার মেয়ের আপন ভাই। কিন্তু স্যার, ও এই বনেই জন্মেছে এবং যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, ওর এক কাকার কাছে যাদুবিদ্যা শিখেছে। এই বনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ওদের জীবন।

টাচস্টোন ও অদ্রীর প্রবেশ

জ্যাক। সমস্যার জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আর একজোড়া দম্পতি আমাদের এই সমাধানের তীর দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন দুটি অদ্ভুত জন্তু যদিও লোকে বলে ওরা ভাঁড়।

টাচস্টোন। আপনাদের সকলকে নমস্কার।

জ্যাক। স্যার, ওকে আহ্বান করুন। বিচিত্র মনোভাবের এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বনে আমার প্রায়ই দেখা হত। ও নাকি বলে ও একদিন রাজসভার সভাসদ ছিল।

টাচস্টোন। আমার এ কথায় যদি কেউ সন্দেহ করে ত আমার কাছে নিয়ে আসুন, আমি তাকে শুধরে দেব। আমি একটি অন্ততঃ ভাল নাচ নেচেছি, আমি এক ভদ্রমহিলার স্তুতিগান করেছি, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কূটনীতির খেলা খেলেছি, আবার শত্রুর সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার করেছি, আমি তিন তিনজন দর্জিকে অপ্রস্তুত করেছি। আমি চারটি ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছি এবং একটা ঝগড়ায় লড়াই করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

জ্যাক। কেমন করে তুমি ঝগড়া করেছিলে?

টাচস্টোন। আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে দেখা হতেই বুঝতাম ঝগড়াটা হচ্ছে সপ্তম কারণ নিয়ে।

জ্যাক। সপ্তম কারণ আবার কি? স্যার, লোকটিকে পছন্দ করুন।

ডিউক। লোকটিকে আমার খুবই ভাল লেগেছে।

টাচস্টোন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন স্যার, আপনাকেও আমার পছন্দ হয়েছে। অন্যান্য গ্রাম্য প্রণয়ী যুগলের মাঝে আমিও এখানে এসেছি বিয়ের

শপথবাক্য উচ্চারণ করতে। মানুষ সাধারণতঃ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরে রক্তের তাড়নায় সে বন্ধন নিজেই ছিন্ন করে। দরকার হলে আমিও তাই করব, আমার প্রতিশ্রুতি আমি নিজেই ভাঙব। যাই হোক স্যার, এই বেচারী কুমারী মেয়েটিকে দেখতে খারাপ হলেও এ আমার নিজস্ব, যাকে অন্য কেউ গ্রহণ করবে না তাকে গ্রহণ করার জন্য আমার অদ্ভুত খেয়াল হয়েছে। নোংরা শুক্তির মাঝে যেমন মুক্তা থাকে তেমনি অনেক সময় কুরূপ মানুষের মাঝেও অমূল্য সততা বাস করে।

ডিউক। লোকটি ভাল কথা বেশ তাড়াতাড়ি বলতে পারে।

টাচস্টোন। চাটুকারী ভাঁড়দের কাছে এই কথার রোগ বড় মধুর স্যার।

জ্যাক। কিন্তু সপ্তম কারণের ব্যাপারটা কি? আর সপ্তম কারণ দিয়ে কি করেই বা ঝগড়া করলে?

টাচস্টোন। সাতবার একটা মিথ্যে কথা হাতবদল করা হয়েছিল। তোমার দেহটা একটু ভাল করে ঢেকে রাখো অদ্রারী। হ্যাঁ এইভাবে স্যার। কোন এক সভাসদের দাড়ির ছাট আমার ভাল লাগেনি। তিনি আমার জবাবে বললেন, আমার মতে তাঁর দাড়ি ঠিক ছাটা না হলেও তাঁর মনে হচ্ছে ঠিকই ছাটা হয়েছে। একেই বলা হয় ভদ্র জবাব। এর পরেও আমি যদি বলতাম ঠিক ছাটা হয়নি তাহলে তিনি যদি বলতেন তিনি নিজেকে খুশি করার জন্যই ওইভাবে ছেঁটেছেন তাহলে সেটা হত বিনীত জবাব। এর পরেও যদি বলতাম ঠিক হয়নি তাহলে তিনি তর্কে আমার বিচারশক্তিকে পরাস্ত করতেন এবং সেটা হত ক্রুদ্ধ জবাব। এর পর আমি ঠিক হয়নি বললে তিনি যদি উত্তর করতেন আমি সত্য কথা বলছি না তাহলে সেটা হত বীরের জবাব। তারপর আমি ওকথা বললে উনি বলতেন আমি মিথ্যা বলছি এবং সেটা হত বিবাদী জবাব এবং এইভাবে আমরা চলে যেতাম ঘটনাচক্রজনিত মিথ্যা থেকে প্রত্যক্ষ মিথ্যার প্রসঙ্গে।

জ্যাক। আর কতবার বলেছিলে যে তার দাড়ির ছাট ঠিক হয়নি?

টাচস্টোন। ঘটনাচক্রজনিত মিথ্যার পর আমি আর এগোতে সাহস করিনি আর তিনিও আমায় প্রত্যক্ষ মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে সাহস পাননি। যাই হোক আমরা তাড়াতাড়ি করে সরে পড়েছিলাম।

জ্যাক। তুমি কি মিথ্যার শ্রেণীবিভাগটা ঠিকমত সাজিয়ে দিতে পার?

টাচস্টোন। আপনাদের ভদ্র আচরণ শেখার জন্য বই আছে, আমাদেরও

তেমনি ঝগড়া শেখার জন্য বই আছে। আর সেইমতই আমরা ঝগড়া করি। প্রথমে হলো ভদ্র মিথ্যা, তারপর হলো বিনীত মিথ্যা, তৃতীয় হলো ক্রুদ্ধ মিথ্যা, চতুর্থ বীরের বা অহংকারী মিথ্যা, পঞ্চম হলো বিবাদী মিথ্যা, ষষ্ঠ হলো ঘটনাচক্রজনিত মিথ্যা, সপ্তম হলো প্রত্যক্ষ মিথ্যা, একমাত্র প্রত্যক্ষ মিথ্যা ছাড়া আর সব মিথ্যাকেই আপনি এড়িয়ে চলতে পারেন। তবে এই প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট মিথ্যাকেও আপনি 'যদি' এই কথাটা দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেন। আমি জানি সাত জন বিচারক কোন এক ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারেনি। কিন্তু বাদী বিবাদীরা যখন মিলিত হলো তখন তাদের একজন এক 'যদির' আমদানি করল। অর্থাৎ বলল, যদি তুমি ওকথা বলে থাক তাহলে আমিও একথা বলছি। এইভাবে ঝগড়ার অবসান হলো এবং তারা করমর্দন করে 'ভাই ভাই' বলে চলে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদির মধ্যে অনেক গুণ আছে. এই 'যদি'ই প্রকৃত শান্তি স্থাপনকারী।

জ্যাক। স্যার, সত্যিই লোকটি বিরল বুদ্ধির অধিকারী। তবু ও পেশায় হলো ভাঁড়।

ডিউক। ওর নির্বুদ্ধিতাকে ও এক মায়াময় ঘোড়ার মত ব্যবহার করে এবং সেই ঘোড়ার ভিতর থেকে ও বুদ্ধির শানিত বাণ নিক্ষেপ করে।

হাইমেন, রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

গান

হাইমেন। আনন্দ তুফান জাগে স্বর্গের নন্দন কাননে
হিংসা ভুলে মানুষ যবে ধরা দেয় প্রীতির বন্ধনে।
ডিউক, তোমার কন্যাকে আজ এনেছি তোমার পাশে
স্বর্গ হতে এনেছি তাকে অনেক দিনের শেষে।
যার অন্তরে বাঁধা আছে অন্তর তাহার
তারই হাতে দাওগো সঁপে কন্যারে তোমার।

রোজালিন্দ। (ডিউকের প্রতি) আপনার চরণে আজ আমি সঁপে দিলাম নিজেকে। কারণ আমি আপনারই। (অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি) আমি তোমার কাছে আমার প্রাণ মন সমর্পণ করলাম, কারণ আমি তোমারি।

ডিউক। চোখে যা দেখেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমারি কন্যা।

অর্লাণ্ডো। যা দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমার রোজালিন্দ।

ফেবি। আমার দৃষ্টি আর তোমার অবয়ব যদি সত্য হয় তাহলে আমার প্রেমকে বিদায়।

রোজালিন্দ। আপনি যদি আমার পিতা না হন তাহলে আমার পিতাই নেই। তুমি যদি আমার সেই মনের মানুষ না হও তাহলে আমার কোন স্বামীই নেই। আর তুমি যেহেতু সেই ফেবি সেই হেতু কোন মেয়েমানুষকে বিয়ে করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

হাইমেন। সব চুপ করো। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এবার আমার শেষ কথা বলি। কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল তোমাদের চোখের সামনে। আট আটজন যুবক যুবতী এসে এই হাইমেনের কাছে আবদ্ধ হলো বিয়ের বন্ধনে। তবে তোমাদের এই বন্ধনের মধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে তাহলে যেন তোমরা কেউ কারো প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ো না কোনদিন। তোমরা যেন পরস্পরের অন্তরে অন্তরে চিরদিনের জন্য বাঁধা থেকো। মেয়েরা, যেন চিরদিন অবিচল থেকো স্বামীপ্রেমে। আবার পুরুষরা, তোমরা যেন কোনদিনের জন্য অন্য কোন নারীর স্পর্শে তোমাদের পবিত্র দাম্পত্যশয্যাকে কলুষিত করো না। তোমাদের যদি কারো পরস্পরের কাছ থেকে জানার কিছু থাকে তাহলে প্রশ্নের দ্বারা তা জেনে নিতে পার। এর ফলে আপন বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গিয়ে পরস্পরের পরিচয় আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে পরস্পরের কাছে। মনে রেখো, তোমাদের সব কাজ শেষ করে তোমাদের পবিত্র বিবাহোৎসবের জয়গান গাইছে হাইমেন।

গান

বিবাহবন্ধন জেনো দৈব ভূষণ
সংসার পবিত্র হয় দাম্পত্য শয়নে।
প্রতি গাঁয়ে জনপদে যেখানেই যায়
বিবাহের জয়গান হাইমেন গায়।
বিবাহেই সুখ আর অপার সম্মান
বিবাহ না করে যারা পশুর সমান

ডিউক। আমার স্নেহের ভাইঝি, কাছে আয়। রোজালিন্দ মা আমার, তুইও কাছে আয়।

ফেবি। (সিলভিয়াসের প্রতি) আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না।

এখন আমি তোমায় গ্রহণ করব ; তুমি আমার। তোমার স্বপ্ন ও বিশ্বস্ততা সত্য করে তুলেছে তোমার প্রেমকে।

জ্যাক দ্য বয়ের প্রবেশ

জ্যাক দ্য বয়। দয়া করে আমায় দু একটা কথা বলতে দিন। আমি হচ্ছি স্যার রোলাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। আপনাদের এই উৎসব ও আনন্দ সমাগমের মাঝে আমি কিছু সুসংবাদ এনেছি। ডিউক ফ্রেডারিক যখন শুনলেন, দিনের পর দিন রাজ্যের বহু যোগ্যতাসম্পন্ন গণ্যমান্য লোক এই বনভূমিতে এসে ভীড় করছেন নির্বাসিত ডিউকের পাশে, দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে নির্বাসিত ডিউকের সম্মান, তখন তিনি এক বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে এই বনভূমির এক প্রান্তে এসে হাজির হলেন নির্বাসিত ডিউককে হত্যা করার জন্য। কিন্তু এই বনপ্রান্তে সহসা এক প্রবীণ সাধকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর চরিত্রে। তিনি হয়ে উঠলেন অন্য মানুষ। তিনি শুধু তাঁর বর্তমানের কুটিল সংকল্পই ত্যাগ করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও রাজ্য ত্যাগ করে পূর্ণ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর রাজ-মুকুট মাথা হতে খুলে দিলেন তাঁর নির্বাসিত ভাইএর জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত ডিউকের যে সব সঙ্গীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাও ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই সত্য সংবাদ বয়ে আনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে আমায়।

ডিউক। স্বাগত যুবক! তুমি তোমার ভাইএর বিয়ের সময় এসে খুবই ভাল করেছ। একদিন অর্ল্যাণ্ডো আর আমি দুজনেই ছিলাম হতভাগ্য। কিন্তু আজও অর্ল্যাণ্ডো তার জমিজায়গা থেকে বঞ্চিত আছে আর আমি বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে আমার জমিদারি ফিরে পেয়েছি। এখন আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে। যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এই বনের মাঝে কত দুঃখের দিন আর রাত্রি কাটিয়েছে তাদের প্রত্যেককে তাদের আপন আপন সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে যথাযথভাবে তাদের পাওনা গণ্ডা ভাগ করে দিতে হবে। তবে ইতিমধ্যে তোমরা তোমাদের হারানো সম্মান ফিরে পেয়েছ বলে বিচলিত হয়ে পড়ো না। আপাততঃ সে সব কথা ভুলে গিয়ে গ্রাম্য চাষীর মত সরল আনন্দ উৎসবে গা ভাসিয়ে দাও। গান বাজনা করো। বর-কনেরা, নাচতে থাক। আনন্দে উত্তাল হয়ে নাচতে থাক।

জ্যাক। আচ্ছা স্যার, দয়া করে একটা কথার উত্তর দেবেন? আপনি যা

বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে ডিউক তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজকীয় জীবন ও রাজসভা ত্যাগ করে বৈরাগ্যধর্ম গ্রহণ করেছেন। এটা কি সত্যি?

জ্যাক দ্য বয়। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি তাই করেছেন।

জ্যাক। তাহলে আমিও তাঁর মত তাই করব। এই সব কুসঙ্গ ত্যাগ করে আমি চলে যাব সেইখানে, যেখানে অনেক কিছু জানবার ও শোনবার আছে। (ডিউকের প্রতি) আপনি আপনার সম্মান ও গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোন। আপনার ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন গুণাবলী প্রমাণ করে দিয়েছে আপনি সে সম্মানের ও গৌরবের যোগ্য। অর্লাণ্ডোর প্রতি তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে লাভ করো। প্রেমে তোমার বিশ্বস্ততা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। (অলিভারের প্রতি) তুমি তোমার দেশে তোমার প্রেমাস্পদকে নিয়ে ফিরে যাও। বহু মিত্রশক্তিসহ সুখে শান্তিতে বাস করো (সিলভিয়াসের প্রতি) তুমিও দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দীর্ঘ দিন ধরে দাম্পত্য সুখ উপভোগ করো। (টাচস্টোনের প্রতি) তোমার ভাগ্যে আছে শুধু ঝগড়া আর তর্ক। তোমার প্রেমের তরীর আয়ুষ্কাল হলো মাত্র দুমাস। তোমরা সবাই আনন্দ উৎসব করো। আমার কিন্তু ওসব নাচগান চলবে না।

ডিউক। জ্যাক, থাক থাক, যেও না।

জ্যাক। থেকে কি করব, আমি ত আপনাদের নাচ গান দেখতে পারব না। আপনারা যা কিছু করবেন আপনারা চলে গেলে পর তা আমি জানব।

(প্রস্থান)

ডিউক। নাও নাও, চালাও। আমরা এবার অনুষ্ঠান শুরু করব। আশা করি এই সব অনুষ্ঠান আনন্দের মধ্য দিয়েই শেষ হবে। (নৃত্য ও সকলের প্রস্থান)

উপসংহার

রোজালিন্দ। নাটকের শেষে নায়িকার মুখে উপসংহার টানার কোন রীতি নেই। কিন্তু তাই যদি হয় নাটকের প্রারম্ভে নায়কের মুখে প্রস্তাবনা আরও অশোভন। ভাল মদের যদি খড়ের চাকনির প্রয়োজন না হয় তাহলে ভাল নাটকের শেষে উপসংহারেরও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তবু যেমন ভাল মদের বোতল খড়জড়ানো থাকে তেমনি ভাল নাটকের শেষে ভাল উপসংহার জোড়া থাকলে তা আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তাহলে আমি কে বলুন ত—আমি উপসংহারের জন্যও আসিনি, অথবা ভাল নাটকের সপক্ষে কোন কিছু বলতেও আসিনি। আমার বেশভূষা এমনি যে

আমায় কোনমতে ভিখারিণী বলে মনে হবে না; সুতরাং ভিক্ষা করা আমায় সাজবে না। আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের মুগ্ধ করা আর এই উদ্দেশ্যেই আমি মেয়েদের নিয়ে শুরু করব আমার কথা। ওগো মেয়েদের দল, তোমাদের মনের মানুষদের প্রতি যে ভালবাসা অনুভব করো তার খাতিরে আমি বলছি এই নাটকের যতটুকু তোমাদের ভাল লাগে ততটুকুই উপভোগ করো। আর পুরুষদেরও বলছি, তোমাদের প্রিয়তমাদের প্রতি যে পরিমাণ ভালবাসা তোমরা অনুভব করো—আর মুখের হাসি দেখে মনে হয় তোমরা তাদের মোটেই ঘৃণা কর না—সেই ভালবাসার খাতিরে তোমরা সবাই মিলে এক-জোট দেখলে নাটকটি ভাল লাগবে তোমাদের। আমি যদি নারী হতাম, তাহলে যাদের মুখে বেশ ভাল আমার পছন্দমত দাড়ি আছে, যাদের গায়ের রং ভাল আর যাদের নিঃশ্বাস আমার মোটামুটি খারাপ লাগে না তাদের আমি চুম্বন করতাম। তবে আমার বিশ্বাস, এখানে যত জনের মুখে সুন্দর দাড়ি আছে, যাদের মুখশ্রী সুন্দর আর যাদের নিঃশ্বাস সুগন্ধি ও মিষ্ট সেই সব ভদ্রমহোদয়গণ আমার অভিবাদন গ্রহণ করে আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাবেন।

কমেডি অফ এরারস্

নাটকের চরিত্র

সলিনাস। এফিয়াসের ডিউক
ইজিয়ন। সিরাকিউজের সওদাগর
এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাস | সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস | যমজ ভ্রাতা ও ইজিয়নের সন্তান
এফিয়াসের ড্রোমিও | সিরাকিউজের ড্রোমিও | যমজ ভ্রাতা ও এ্যান্টিফোলাসদ্বয়ের ভৃত্য
বালথাজার। জনৈক ব্যবসায়ী
এ্যাঞ্জেলো। জনৈক স্বর্ণকার
প্রথম সওদাগর | সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাসের বন্ধু
দ্বিতীয় সওদাগর। এঞ্জেলোর মহাজন
পিঞ্চ। জনৈক বিদ্যালয় শিক্ষক
এমিলিয়া। ইজিয়নের স্ত্রী, এফিসাসে মঠাধ্যক্ষা
আড্রিয়ানা। এফিয়াসবাসী এ্যান্টিফোলাসের স্ত্রী
লুসিয়ানা। আড্রিয়ানার বোন
লিউস। আড্রিয়ানার ভৃত্য
জনৈক সভাসদ, জেলরক্ষক,
অফিসার ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : এফিয়াস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ মধ্যস্থিত একটি প্রশস্ত ঘর

এফিয়াসের ডিউক, ইজিয়ন, সিরাকিউজের সওদাগর, জেলরক্ষক, অফিসার, ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ইজিয়ন। আপনি আপনার কর্তব্যকর্ম করে চলুন সলিনাস। আমার পতনকে ত্বরান্বিত করুন। মৃত্যুদণ্ড দান করে আমার সকল দুঃখের অবসান ঘটান।

ডিউক। সিরাকিউজনিবাসী সওদাগর। আর বলো না। আমি কোন পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হয়ে আইন ভঙ্গ করছি না। সম্প্রতি তোমাদের দেশের ডিউকের প্রবল ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ হতে যে শত্রুতা ও অনৈক্যের উদ্ভব হয়েছে দুই দেশের মধ্যে, তার জন্য আমাদের ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি থেকে কোন দয়া বা মায়া মমতাই আশা করতে পার না। তোমাদের ডিউকের সেই ক্রোধের

বলি হয়ে আমাদের দেশের কত বড় বড় সওদাগরকে উপযুক্ত রক্ষাকারীর অভাবে রক্ত দান করতে বাধ্য হয়েছে। এই দুই বিক্ষুব্ধ দেশের পারস্পরিক শত্রুতার জন্য দুই দেশের ধর্মসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়েছে, এক দেশের গাড়ি, ঘোড়া অন্য কোন দেশের শহরে প্রবেশ করবে না। আরও ঠিক হয়েছে, যদি এফিসাসের নাগরিককে সিরাকিউজের বাজারে বা মেলায় দেখা যায় অথবা কোন সিরাকিউজবাসী এফিয়াসের উপসাগরে আসে তাহলে তার সব মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে ডিউকের জিম্মায় থাকবে এবং এক হাজার মার্ক জরিমানা দিলে তাকে তার মাল ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি তা না দিতে চায় তাহলে তার প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু তোমার যে মাল আছে তার দাম খুব জোর একশো মার্কের বেশী হবে না। সুতরাং আইনের বিধান অনুসারে তুমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ঈজিয়ন। তবুও এটা আমার সান্ত্বনা। আপনার রায় দান শেষ হলে এবং সূর্য অস্ত গেলে আমার সব দুঃখের অবসান হবে।

ডিউক। আচ্ছা সিরাকিউজবাসী, তুমি সংক্ষেপে বলত কেন তুমি তোমার স্বদেশ ত্যাগ করে শত্রুদেশ এফিয়াসে এসেছ?

ঈজিয়ন। আমার সেই অকথ্য দুঃখের কথা ব্যক্ত করার থেকে বেশী কষ্টকর কাজ আর কিছুই হতে পারে না। তবে সে কথায় সারা পৃথিবী জানতে পারবে আমার জীবনের শোচনীয় পরিণতি আমার কোন দুষ্কর্ম বা অপরাধ থেকে ঘটেনি, ঘটেছে প্রকৃতির মধ্যস্থতায়। সিরাকিউজেই আমার জন্ম হয় এবং সেখানেই এক নারীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমরা সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রীর একমাত্র দুঃখ ছিল আমার সাহচর্য সে সব সময় পেত না। প্রায়ই আমাকে এপিড্যামনামের পথে সমুদ্রযাত্রা করতে হত এবং এই সামুদ্রিক বাণিজ্যের দ্বারা আমাদের ধনসম্পদ ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। আমার এজেন্টের মৃত্যুর পর মালপত্র ও কাজ কারবার দেখাশোনার জন্য প্রায়ই আমায় আমার স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হত, তবে আমার অনুপস্থিতির কাল কখনো পুরো ছয় মাস হত না। দীর্ঘ দিন পর তার কাছে যখনই যেতাম তার নারীসুলভ মধুর শাস্তির কৃত্রিম ভয়ে আমি যেন তার সামনে কাঁপতে থাকতাম। একবার বাড়ি আসার সময় তাকে নিয়ে গেলাম আমার কর্মস্থলে। অল্প দিনের মধ্যেই দুটি সুদর্শন পুত্র সন্তানের জননী হলো আমার স্ত্রী। সে খুশি হলো। সবচেয়ে

আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, ছেলে দুটি এমন একই রকমের দেখতে হলো যে একমাত্র তাদের নাম ছাড়া তাদের চেনার আর কোন উপায় ছিল না। আমার স্ত্রীর যেখানে প্রসব হয় সেখানে ঠিক সেই সময়ে আর একজন নারী দুটি যমজ সন্তান প্রসব করে। ছেলে দুটির পিতামাতা অতিশয় গরীব বলে আমি ছেলে দুটিকে কিনে বাড়িতে নিয়ে আসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, ওরা একটু বড় হয়ে আমার ছেলেদের দেখাশোনা করবে। আমার স্ত্রী সন্তানলাভের গর্বে ও আনন্দে কিছুদিন পর বাড়ি ফেরার জন্য রোজ আমার কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অনিচ্ছার সঙ্গে আমিও সম্মত হলাম। কিন্তু হায়! জাহাজে ওঠার কিছু পরেই এপিড্যামনাম মাত্র মাইল দুই দূরে যেতেই বাতাসে ঝড়ের আশঙ্কা পাওয়া গেল। জীবনের আশা ক্রমশই দূরে যেতে লাগল। আকাশে যেটুকু আলো অবশিষ্ট ছিল তাতে যা দেখলাম বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের মৃত্যু আসন্ন। আমাদের শঙ্কা আর সংশয় বেশ বেড়ে গেল। অবশ্য আমি একা থাকলে এ মৃত্যু আনন্দে বরণ করতে পারতাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর অবিরাম ক্রন্দন আর শিশুদের ভয়ার্ত চীৎকার (ভয়ের বস্তু সম্পর্কে যাদের কোন ধারণাই নেই) শুনে আমাদের মৃত্যু যাতে বিলম্বিত হয় এজন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। আর কোন উপায় ছিল না। নাবিকরা তাদের নিরাপত্তার জন্য জাহাজ ছেড়ে নৌকো করে চলে গেছে, সেই নিমজ্জমান জাহাজে একা রয়ে গেলাম আমরা। আমার স্ত্রীর আগ্রহ আমাদের শেষ সন্তানের প্রতি বেশী থাকার জন্য তিনি তাকে-জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন ঠিক যেমন সাধারণতঃ ঝড় ঝঞ্ঝাতে সমুদ্রযাত্রীরা করে থাকেন। আমাদের সেই সন্তানের কাছে আমার কিনে আনা সেই যমজ ছেলে দুটির একটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমার প্রথম সন্তানের ভার ছিল আমার উপর। এইভাবে ছেলেগুলোকে বাঁধার পর আমরা মাস্তুলটার দুদিকে নিজেদের বেঁধে ফেললাম আর আমরা দুজনেই আমাদের দৃষ্টি স্থির-ভাবে নিবদ্ধ করে রাখলাম ছেলেদের উপর। কোন চালক ছিল না; স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে লাগল আমাদের জাহাজ। আমাদের মনে হলো যেন কোরিন্থের পথে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল আমাদের জাহাজটা। অবশেষে এতক্ষণ যে কুয়াশা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সূর্য উঠতে সে কুয়াশা অপসৃত হলো। সূর্যের সেই আলোতে আমরা দেখলাম

বেশ শান্ত হয়ে উঠেছে সমুদ্রের বুক। আমরা আরো দেখলাম দূরে দুটো জাহাজ আমাদের দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। মনে হলো একটা জাহাজ আসছে কোরিনথ থেকে আর একটা আসছে এপিড্যামনাম থেকে। কিন্তু জাহাজ দুটো আমাদের কাছে আসার আগেই—না না আর আমাকে সে কথা বলার জন্য অনুরোধ করবেন না। আর না, অতীতের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার টুকরোগুলোকে জড়ো করা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ডিউক। না না বলে চলো, হে বয়োপ্রবীণ, হঠাৎ তোমার বর্ণনা থামিও না। কারণ আমরা তোমার অপরাধ মার্জনা করতে না পারলেও তোমার প্রতি কিছু দয়া দেখাতে পারি।

ঈজিয়ন। দেবতারা আমার অপরাধ মার্জনা করলে তাঁরা আমাদের প্রতি নির্দয় একথা আর বলতাম না। সেই জাহাজ দুটো আমাদের কাছে এসে আমাদের উদ্ধার করার আগেই একটা গুপ্ত শৈলের আঘাতে আমাদের অসহায় জাহাজটা ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম পরস্পরের কাছ থেকে; সুখ দুঃখ যা কিছু সব সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল আমাদের দুজনের মধ্যে। আমার স্ত্রী জাহাজের যে অংশটায় ছিল সেটা ঝড় আর বাতাসের টানে মুহূর্তমধ্যে ভেসে গেল; পরে আমরা দেখতে পেলাম কোরিনথের কনকতক জেলে তাদের নৌকাতে তাদের চাপিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে আমরা সেই ভাঙ্গা জাহাজে সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর অবশেষে একটা জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করল। জাহাজের কর্তৃপক্ষ যখন আমার পরিচয় জানতে পারল তখন তারা খুশি হয়ে আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানাল। এই উদ্ধারকারী জাহাজটা জেলেদের নৌকাটাকে ধরে ফেলে আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারত, কিন্তু জাহাজের গতিটা খুব মন্দ ছিল বলে তা পারল না। সুতরাং জাহাজটা আবার বাড়ির দিকে ফিরে চলল। এইভাবে আমি আমার সুখের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আর আমার নিজের জীবনের চরমতম দুঃখ আর দুর্ঘটনার সকরুণ কাহিনী বলার জন্য আজও পর্যন্ত বেঁচে রইলাম।

ডিউক। আচ্ছা, যাদের জন্য তুমি দুঃখ করছ আজ পর্যন্ত তারা কোথায় আছে বা তাদের জীবনে কি কি ঘটেছে সে বৃত্তান্ত সব খুলে বল ত।

ঈজিয়ন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র আর সেই কিনে আনা যমজ ভাই-এর একটি আমার ভাগে পড়ে আর বাকি দুজন চলে যায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আমার

কনিষ্ঠ পুত্র যে আমার কাছে একমাত্র আদরের ধন আঠারো বছর বয়সে পদার্পণ করে তার ভাইকে দেখার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করল। যমজ ছেলে দুটির যে একটি আমার ছেলের কাছ থেকে তার দেখাশোনা করত সেও তার ভাইএর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সেই দুর্ঘটনার সময়। আমার ছেলে বলল ওরা দুজনে তার ভাই-এর অর্থাৎ আমার বড় ছেলের খোঁজে বেরোবে। যমজ ছেলে দুটির নাম কিন্তু ছিল একই। যদিও আমার কাছে এই ছেলেই ছিল চোখের মণি যাকে আমি না দেখে থাকতে পারতাম না, তথাপি আমার আর একটি সন্তান আমার আর একটি ভালবাসার ধনকে পাব বলে একটি সন্তানকে ছাড়তে কষ্ট সত্ত্বেও রাজী হলাম। কিন্তু তার পর থেকে তাদেরও দেখা নেই। ফলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম তাদের খোঁজে। পাঁচ পাঁচটি বছর আমি কাটিয়েছি সুদূর গ্রীসে, ঘুরে বেড়িয়েছি আমি এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে, তারপর স্বদেশে ফেরার পথে অবশেষে এফিসাসে এসে হাজির হই। জানি তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু মন মানে না। মনে হয় যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই খোঁজ করে দেখি, কোন জনপদ যেন খুঁজতে বাকি রেখে না দিই। এইখানেই শেষ হলো আমার জীবন কাহিনী। এবার আমি মরতেই চাই, আমার সময়োচিত মৃত্যুর জন্য আমি সুখী। আমার সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ভ্রমণের পর এবং মৃত্যুর আগে যদি একবার জানতে পারতাম তারা যেখানেই থাক বেঁচে আছে তাহলে আজ আমি সুখে মরতে পারতাম।

ডিউক। হতভাগ্য ঈজিয়ন, ভাগ্যদেবী তোমার উপর এমন চরমতম দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। এখন বিশ্বাস করো, আমার দেশের প্রচলিত আইন, আমার পদমর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ণ না করে আমি তোমার সপক্ষে ওকালতি করব। যদিও তুমি ইতিপূর্বেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছ, যদিও বিচারের রায় একবার দেওয়া হয়ে গেলে আর তা ফেরানো যায় না, যদিও এর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে তথাপি আমি তোমার ব্যাপারে কি করতে পারি না পারি তা দেখব। তাই আজকের মত তোমায় সময় দেব যাতে করে তুমি কোন পরোপকারী লোকের কাছ থেকে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে পার। এই এফিসাস শহরে তোমার যত বন্ধু বা জানাশোনা লোক আছে সকলের কাছে গিয়ে তুমি অনুরোধ করো, ধার চাও যাতে করে জরিমানার টাকাটা দিয়ে দিতে পার। আর একান্তই যদি তা

যোগাড় করতে না পার তাহলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতেই হবে। জেলরক্ষক, একে তোমাদের জেল-হাজতে নিয়ে যাও।

জেলরক্ষক। যাচ্ছি হুজুর।

ঈজিয়ন। কোন আশা নেই, কিছুই হবে না এতে। জীবনের যে পরিণতি আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে সেই পরিণতিকে শুধু কিছুটা বিলম্বিত করে দেবে অসহায় ঈজিয়ন।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বাজার।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস, সিরাকিউজের ড্রোমিও ও প্রথম সওদাগরের প্রবেশ

প্রথম সওদাগর। তাহলে তুমি বলছ তোমার বাড়ি এপিড্যামনাম। তা না হলে তোমার মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এই আজই সিরাকিউজের এক ব্যবসায়ী এখানে আসার জন্য ধরা পড়েছে, এই শহরের প্রচলিত আইন অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে না পারার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। আজ সূর্য অস্ত যাবার আগেই তার মৃত্যু হবে। তোমার জন্যে এই টাকাটা আমি আগে হতেই রেখে দিয়েছি।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস। ড্রোমিও, তুমি এই টাকাটা নিয়ে যেখানে গ্রীক পুরাণের অর্ধনরাশ্ব মূর্তি আছে এবং যেখানে আমরা বাসা নিয়েছি সেইখানে চলে যাও। আমি সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে। আমি যেতে না যেতেই দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমি শহরের হাবভাব, ঘর বাড়ি ও ব্যবসায়ীদের ধরন ধারণ একটু ঘুরে দেখব। তারপর পান্থশালায় আমার বাসাতে ফিরে আমি ঘুমোব। কারণ দীর্ঘদিন শ্রমে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যাও তুমি।

সিরাকিউজের ড্রোমিও। তোমার কথা শুনে অনেক লোকই বুঝতে পারবে তুমি কোথাকার লোক। ঠিক আছে, নিজের পরিচয় দেবার এই ধরণের একটা ভাল উপায় নিয়ে যেখানে যাবে যাও। (প্রস্থান)

এ্যান্টিফোলাস : সি। লোকটা পাজী হলেও খুব বিশ্বাসী স্যার। প্রায়ই যখন আমি দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়ি তখন ও হাসিঠাট্টার মাধ্যমে আমার ভারী মনটাকে হালকা করে তোলে। কী, তুমিও কি আমার সঙ্গে শহরে বেড়াতে যাবে এবং তারপর হোটেলে গিয়ে আমার সঙ্গে খাবে ?

১ম সওদাগর। কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে আমার আবার আগে থেকেই

নেমন্তন্ন আছে ও ওদের কাছ থেকে কিছু উপকার পাবার আশা আছে। আমায় ক্ষমা করো ভাই। বরং বেলা পাঁচটার সময় তোমার সঙ্গে বাজারে আমি দেখা করবই। তারপর রাত্রিতে তুমি বিছানায় না শোয়া পর্যন্ত তোমার কাছে থাকব। এখন আমার বিশেষ কাজ আছে বলেই তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি।

এ্যান্টি: সি। তাহলে এখনকার মত বিদায়। তাহলে একাই আমি শহরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াব।

১ম সওদাগর: নিজের খুশিমত ঘুরে বেড়ানোই ভাল। (প্রস্থান)

এ্যান্টি: সি। যে আমায় খুশিমত ঘুরে বেড়ানোর পরামর্শ দেবে সে কিন্তু জানে না, আমার আকাঙ্খিত বস্তুকে না পেলে পরে আমি খুশি হতে পারব না। আমি হচ্ছি এই জগৎরূপ মহাসমুদ্রে এক বিন্দু জলের মত, যে আর এক বিন্দু জলের জন্য খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। কৌতুহলের বশে বিশাল জনারণ্যে অদৃশ্য অবস্থায় মিশিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। এইভাবে আমি আমার মা ভাইকে খুঁজে পাবার জন্য তাদের অনুসন্ধানের মধ্যে হারিয়ে দিচ্ছি নিজেকে।

এফিসাসের ড্রোমিওর প্রবেশ

এই আমার দিন গণনা করার আসল লোক এসে গেছে। কি খবর? কি রকম এত তাড়াতাড়ি তুমি এসে গেলে?

ড্রোমিও: এ। তাড়াতাড়ি ফিরেছি? আমার ত বরং আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাতি পুড়ছে, শিক কাবাব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ঘড়িতে রাত বারোটা বাজছে। আমার গিন্নীমা একদিন রাঁধা মাংস ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার জন্য রাগে খুব গরম হয়ে গিয়েছিল আর আমার গালের উপর চড় মেরে বলেছিল, তুমি ঠিক সময়ে বাড়ি না আসার জন্যে মাংস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তোমার খিদে নেই বলেই তুমি বাড়ি আসনি, আর তুমি উপবাস ভঙ্গ করেছ বলেই তোমার খিদে নেই; কিন্তু আমরা উপবাস বা উপাসনা কাকে বলে তা জানি না বলে তোমার দেরি হওয়ার জন্যে সবাই খুব দুঃখিত।

এ্যান্টি: সি। তোমার বাচালতা থামাও ত। আমার কথার জবাব দাও। যে টাকা আমি তোমায় দিয়েছিলাম তা কোথায় রেখে এসেছ?

ড্রোমিও: এ। ও—সেই ছ পেনি যা গতবার আমাকে গিন্নীমার

ঘোড়ার লাগামের চামড়া কেনার জন্য দেওয়া হয়েছিল ? তা আমি মুচিকে দিয়েছি, আমার কাছে রাখিনি।

এ্যান্টি : সি। দেখ, আমি হাসির ছলে একথা বলছি না। আমার এখন সে মনের অবস্থা নেই। এখন তামাশা না করে সত্যি করে বল, টাকাটা কোথায় ? আমরা বিদেশী, এই অপরিচিত জায়গায় কোন সাহসে তা তুমি হাতছাড়া করলে ?

ড্রোমিও : এ। আমি বুঝতে পারছি খাবার আগে ঠাট্টা করছেন আপনি। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য গিন্নীমা আমায় পাঠিয়েছেন। আপনি যদি না যান তাহলে আমাকে যা তাই বলবেন। আপনার দোষের জন্যে আমার উপর ঝাল ঝাড়বেন। তবে আমি জানি আমার মত আপনার ক্ষিদে পেলেই আপনি নিজেই চলে যাবেন। কোন ঘড়ি বা দূতের দরকার হবে না।

এ্যান্টি : সি। শোন ড্রোমিও, এ সময়ে এই ঠাট্টার কোন মানে হয় ? এ ঠাট্টা অন্য দিন আনন্দের সময়ে করো। আমি যে টাকা তোমাকে রাখতে দিয়েছিলাম, সে টাকা কোথায় ?

ড্রোমিও : এ। আমাকে স্যার ? আমাকে ত আপনি কোন টাকা রাখতে দেননি।

এ্যান্টি : সি। এস ত দেখি বদমাস কোথাকার, তোমার যত সব বোকামিকে ঠিক করে দিচ্ছি। এখন বল, এই টাকার ভার তুমি কার হাতে ছেড়ে দিলে ?

ড্রোমিও : এ। যে কাজের ভার আমায় দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে বাজার থেকে আপনাকে বাড়ি ফিনিক্সে খাবার জন্য নিয়ে যাওয়া। গিন্নীমা তাঁর বোনের সঙ্গে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এ্যান্টি : সি। দেখ আমি একজন খৃষ্টান। ধর্মের নামে বল, কোন নিরাপদ জায়গায় আমার টাকা রেখেছ। তা না বললে যে মাথা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে অসময়ে চাতুরী খেলছ সেই মাথা তোমার ভেঙ্গে দেব। আমি তোমাকে যে এক হাজার মার্ক (ইতালীয় মুদ্রা) দিয়েছি তা কোথায় ?

ড্রোমিও : এ। আপনার হাতের কিছু চিহ্ন আমার মাথার ওপর আছে, আমার গিন্নীমার হাতের কিছু দাগ আমার ঘাড়ের ওপর আছে। কিন্তু আপনাদের দুজনের সব মিলিয়েও এক হাজার মার্ক বা দাগ নেই। আমি

যদি সেই মার্ক বা দাগ আপনাদের ফিরিয়ে দিই তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই তা ধৈর্য ধরে সহ্য করবেন না।

এাণ্টি : সি। তোমার গিন্নীমার দাগ? কোন গিন্নীমার কথা বলছ ক্রীতদাস কোথাকার? তোমার আবার গিন্নীমা কোথায়?

ড্রোমিও : এ। আপনার স্ত্রী, আমার গিন্নীমা ফিনিক্সের বাড়িতে আপনি খেতে না যাওয়া পর্যন্ত না খেয়ে বসে আছেন। তিনি আপনাকে শীগগির করে যেতে বলেছেন।

এাণ্টি : সি। কী, আমি বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমার মুখের সামনে আমার কথা অমান্য করবে? দেখাচ্ছি মজা, পাজী কোথাকার।

(প্রহার করতে লাগল)

ড্রোমিও : এ। এর মানে কি স্যার? ভগবানের নামে বলছি, মারবেন না। যদি আপনি মার বন্ধ না করেন তাহলে আমি পালাব। (প্রস্থান)

এাণ্টি : সি। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই কৌশল বা চাতুরীর দ্বারা শয়তানটা আমার টাকাটা মেরে দিয়েছে। লোকে বলে এই শহরটা বদমাস লোকে ভরা। কত যাদুকর চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, কত যাদুকর মানুষকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে, কত ডাইনী মানুষের আত্মা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আর দেহটাকে বিকৃত করে দেয়। কত ছদ্মবেশী প্রতারক, কত বাচাল ছলনাকারী, কত পাপাত্মা সর্বদা কুকর্মের জন্য অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা যদি হয়, আমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাই। এখন সেই অর্থনরাখা মূর্তির কাছে গিয়ে সেই শয়তানটার খোঁজ করব। আমার খুব ভয় হচ্ছে। আমার টাকাটা নিরাপদে নেই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এফিসাসের এাণ্টিফোলাসের বাড়ি।

আড্রিয়ানা ও তার বোনের প্রবেশ

আড্রিয়ানা। আমার স্বামী বা চাকরটা কেউ ফিরে এল না। চাকরটাকে আমি তার মনিবকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনার জন্য পাঠালাম। লুসিয়ানা, এখন ত নিশ্চয় দুটো বাজে।

লুসিয়ানা। হয়ত কোন ব্যবসায়ী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছে আর তাই তিনি বাজার থেকে সোজা সেখানে খেতে গেছেন। চল আমরা আর অপেক্ষা না করে খেয়ে নিই। পুরুষদের ত সব সময় ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা

আছে। সময়ই হচ্ছে তাদের আসল প্রভু। সময়ের তাড়নাতেই তারা যাওয়া আসা করে। তা যদি হয়, তাহলে তোমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে বোন।

আদ্রিয়ানা। আমাদের থেকে তাদের স্বাধীনতা কেন বেশী হবে?

লুসিয়ানা। কারণ তাদের কর্মক্ষেত্র বাড়ির বাইরে প্রসারিত।

আদ্রিয়ানা। দেখ, যখন আমি তার কাছে এ নিয়ে কথা বলতে যাই তখন সে রেগে যায়।

লুসিয়ানা। তবু জেনে রেখো, সে তোমার ইচ্ছার লাগাম।

আদ্রিয়ানা। একমাত্র গাধা ছাড়া এমন লাগাম আর কেউ হবে না।

লুসিয়ানা। দেখ, পৃথিবীতে সব কিছুরই লাগাম আছে। সম্পূর্ণরূপে বল্গাবিহীন অবাধ স্বাধীনতার পরিণাম দুঃখময় হতে বাধ্য। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ, মাটি, সমুদ্র সব কিছুরই সীমা আছে। ঈশ্বরের কাছে সব কিছুই পরাধীন। পশু, পাখি মাছ—যত সব নিকৃষ্ট প্রাণীই পুরুষদের অধীন এবং তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের থেকে উচ্চতর প্রাণী যে মানুষ পৃথিবীর মাটি জল বন সমুদ্র পশু পাখি সব কিছুর উপর প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব করে, যাদের বোধশক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, যারা পশু পাখি ও মাছের থেকে সব দিক দিয়ে বড়, সেই মানুষও আবার তাদের নারীদের প্রভু এবং স্বামী। সুতরাং তোমার ইচ্ছাকেও তার অধীনস্থ করে চল।

আদ্রিয়ানা। এই দাসত্বের ভয়েই তুমি বিয়ে করনি?

লুসিয়ানা। তা নয়, বিরক্তিকর দাম্পত্যশয্যার জন্য।

আদ্রিয়ানা। কিন্তু বিয়ের পর তুমি যথেষ্ট স্বাধীনভাবে চলতে পার।

লুসিয়ানা। দেখ যাকেই ভালবাসি না কেন, ভালবাসার আগে শিখতে হবে আমার বশ্যতা।

আদ্রিয়ানা। কিন্তু তোমার স্বামী যদি আবার অন্য কোন জায়গায় প্রেম করতে শুরু করে?

লুসিয়ানা। সে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি সহ্য করব।

আদ্রিয়ানা। খুব অবিচলিত ধৈর্যের কথা বললে। এতে ত আশ্চর্যের কিছু নেই। যাদের অন্য কোন উপায় নেই তারা দুর্বল ও সহিষ্ণু হতে বাধ্য। দুঃখ বিপদে জর্জরিত কোন হতভাগ্য ব্যক্তিকে কান্নাকাটি করতে

দেখলে আমরা তাকে শান্ত হতে বা ধৈর্য ধরতে বলি। কিন্তু আমরা নিজেরা যখন অনুরূপ বিপদ আর বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত হই তখন আমরা চিৎকার করতে থাকি, অভিযোগ অনুযোগে ফেটে পড়ি। সুতরাং কোন নির্মম জীবনসাথীকে নিয়ে তোমার দুঃখ করার কিছু নেই বলেই এমন করে বৃথা ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি নিজের জীবনে পরে এই ধরণের অবস্থার মধ্যে পড়ো তাহলে দেখবে তোমার মত যে ধৈর্যের পরামর্শ দিচ্ছ সে ধৈর্য তোমার মধ্যেই নেই।

লুসিয়ানা। ঠিক আছে, একদিন অন্ততঃ তোমার কথা পরীক্ষার জন্য আমি বিয়ে করব। এই তোমার লোক এসে গেছে। তোমার স্বামীও ঠিক নিকটেই আসছেন।

এফিসাসের ড্রোমিও প্রবেশ

আদ্রিয়ানা। কী তোমার গজকচ্ছপ মনিব প্রভু আসছেন

ড্রোমিও : এ। না না তিনি আমায় দু হাত করে মারতে লাগলেন। আমার কানদুটো দেখেই তা বুঝতে পারবেন।

আদ্রিয়ানা। বলত তার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছিল? তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছ?

ড্রোমিও : এ। তাঁর মন কেমন তা আমার কানের উপর বলে দিয়েছেন। তার হাতের কথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মনের কথা বুঝতে পারিনি।

লুসিয়ানা। ও এমন ভাবে কথাগুলো বলছে যে তুমি তার থেকে কিছু বুঝতেই পারবে না।

ড্রোমিও : এ। কিন্তু তিনি আমায় এমন স্পষ্ট করে মেরেছিলেন যে আমি তার আঘাত বেশই অনুভব করতে পেরেছিলাম। কিন্তু কেন মেরেছিলেন তা বুঝতে পারিনি।

আদ্রিয়ানা। কিন্তু দয়া করে বলতো উনি কি বাড়ি আসছেন? এখন ত বেশ বুঝছি তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুবই খুশি করতে চান।

ড্রোমিও : এ। হ্যাঁ গিন্নীমা, নিশ্চয় আমার মনিব শিং-পাগল হয়ে গেছেন।

আদ্রিয়ানা। শিং-পাগল! সে আবার কি রে শয়তান?

ড্রোমিও : এ। আমি বলছি না যে তিনি ঠাট্টা করে পাগলামি করছেন। উনি সত্যি সত্যিই বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন। কারণ আমি যখন ওঁকে খাবার জন্যে বাড়ি আসতে বললাম, উনি আমার কাছে এক হাজার মার্ক চাইলেন।

আমি বললাম, 'এখন খাবার সময়', উনি বললেন, 'আমার টাকা!' 'আপনার মাংস পুড়ে যাচ্ছে' আমি বললাম, উনি বললেন, 'আমার টাকা। আমি তোমাকে যে এক হাজার মার্ক দিয়েছি তা কোথায় শয়তান?' আমি বললাম, 'আপনার শিক কাবাব পুড়ে গেছে' উনি বললেন, 'আমার টাকা।' আমি বললাম, 'গিন্নীমা আপনার জন্যে বসে আছেন', উনি বললেন, 'চুলোয় যাক তোমার গিন্নীমা, আমি চিনি না তোমার গিন্নীমাকে, চলে যাও তোমার গিন্নীমার কাছে।'

লুসিয়ানা। একথা উনি বললেন?

ড্রোমিও: এ। আমার মনিব তাই বললেন। তিনি আরও বললেন, আমি বাড়ি জানি না, স্ত্রী জানি না, গিন্নী জানি না। তবু আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, পরিশেষে তিনি আমায় সেখানে প্রহার করলেন।

আদ্রিয়ানা। আবার যাও হতভাগা, তাঁকে বাড়ি নিয়ে এস।

ড্রোমিও: এ। আবার যাব আর নতুন করে মার খেয়ে বাড়ি ফিরে আসব? ভগবানের নামে বলছি, অন্য কোন লোককে পাঠান।

আদ্রিয়ানা। যাও বলছি, তা না হলে তোমার মাথাটা ভেঙ্গে দেব।

ড্রোমিও: এ। উনি তাহলে মারতে মারতে আমার নতুন ক্রশটাকেও ভেঙ্গে দেবেন। আপনার ও আমার মাঝখানে নিশ্চয় আর একটা অলৌকিক মাথা গজাবে।

আদ্রিয়ানা। যাও বলছি বাচাল চাষা কোথাকার। তোমার মনিবকে বাড়ি নিয়ে এস।

ড্রোমিও: এ। আমি ফুটবলের মত আমার দিকে ও আপনার দিকে সব দিকেই গোল? আপনি এখান থেকে লাথি মেরে ওখানে পাঠিয়ে দিলেন, আর ওখান থেকে লাথি মেরে উনি এখানে পাঠিয়ে দিলেন। আর যদি আমি আপনাদের এখানে কাজ করি ত আপনি আমাকে চামড়ার খাপের মধ্যে পুরে রেখে দেবেন। (প্রস্থান)

লুসিয়ানা। তোমার চোখে মুখে বেশ অধৈর্য ফুটে উঠেছে।

আদ্রিয়ানা। তাঁর সাহচর্যের মহিমা আমার সব অধৈর্য দূর করে দেবে। তাঁর সানন্দ দৃষ্টির একটুখানি মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য বুভুক্ষিত হয়ে রয়েছে আমার অন্তর। পার্থিব কালের কুটিল গতি কি আমার গণ্ডভিত্তি হতে সেই মোহপ্রসারী সৌন্দর্যকে অপহৃত করে ফেলেছে? তাহলে কাল

নয়, সে সৌন্দর্যের তিনিই অপচয় ঘটিয়েছেন। আমার কথাবার্তা কি একঘেঁয়ে মনে হচ্ছে ? আমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে ? যদি আমার বুদ্ধি আর কথাবার্তার তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর নির্দয়তাই নষ্ট করে দিয়েছে সে তীক্ষ্ণতা। তাঁর নিষ্ঠুর খেয়ালী প্রেমই আমার অন্তরের সব কিছুকে মর্মরপ্রস্তরের মত কঠিন করে তুলেছে, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আমার গুণ ও সৌন্দর্যের সকল আবরণকে। কারণ একমাত্র তিনিই ত আমার এই দেহমনের একমাত্র অধীশ্বর। আমার দেহ মনের মধ্যে যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তিনিই তার জন্য একমাত্র দায়ী। আমার স বিকৃতির কারণ হচ্ছে তিনিই। তাঁর মুগ্ধ চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার সৌন্দর্যের সকল ক্ষয় ক্ষতি এক মুহূর্তে পূরণ করে দেবে। তবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল হরিণের মত সে কোন বেড়া মানে না। বাড়িতে শুধু খেতে আসে, খেয়েই পালিয়ে যায়। আমি যেন বাসি হয়ে গেছি পুরানো হয়ে গেছি তার কাছে।

লুসিয়ানা। একি আত্মঘাতী ঈর্ষা। ওটা দূর করে ফেল মন থেকে।

আড্রিয়ানা। একমাত্র হৃদয়হীন মূর্খরাই এ অন্যায়ের কথাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে। আমি জানি তার দৃষ্টিভ্রমর অন্য ফুলের মাঝে এক নতুন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। তা না হলে সে এখন আসবে না কেন ? বোন, তুমি জান, সে আমায় অক্ষয় বন্ধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সে বন্ধন কি তার প্রেমকে বেঁধে রাখতে পারল ? সে বন্ধন কি তার দাম্পত্যশয্যার প্রতি বিশ্বস্ততাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারল ? দেখা যায় কত উজ্জ্বল চকচকে রঙ তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সোনাকে কত লোকে স্পর্শ করলেও তার সৌন্দর্য চির অম্লান থাকে। যদি কোন লোকের সত্যিকারের সুনাম বা গুণ থাকে তাহলে মিথ্যা আর দুর্নীতির অপবাদের দ্বারা সে লাঞ্ছিত হয় না। আমার সৌন্দর্য যদি তার চোখের দৃষ্টিকে আর মুগ্ধ করতে না পারে আমি তাহলে আমার ক্ষতির জন্য কাঁদব আর কাঁদতে কাঁদতেই প্রাণ বিসর্জন দেব।

লুসিয়ানা। এইভাবে কত বোকাই না স্বেচ্ছায় উন্মত্ত ঈর্ষার দাসত্ব করে থাকে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বাজার।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাসের প্রবেশ

এ্যান্টি : সি। যে টাকা আমি ড্রোমিওকে দিয়েছিলাম তা আমার হোটেলে

ঠিকভাবে নিরাপদে রাখা আছে। আর সে সাবধানী অনুগত ভৃত্য হিসাবে আমাকে খুঁজে বার করতে গেছে। বাড়িওয়ালার বিবরণ আর সময় গণনা করে দেখা গেল আমি ড্রোমিওকে এখান থেকে বাজারে পাঠানোর পর থেকে আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি। এই যে ও আসছে।

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ

এখন কেমন স্যার, তোমার রসিকতা শেষ হয়েছে? তুমি কি কোন প্রেমাহত ব্যক্তির মত আবার ঠাট্টা করবে আমার সঙ্গে? তুমি নাকি কোন টাকা নাওনি? তোমার গিন্নীমা আমায় খাবার জন্যে নাকি বাড়ি যেতে বলেছে? আমার বাড়ি ফিনিক্সে? তুমি কি পাগল হয়েছিলে? তা না হলে এমন পাগলের মত আমার প্রতিটি কথার উত্তর দিতে না।

ড্রোমিও : সি। কিসের উত্তর স্যার? কখন আমি এমন কথা বলেছি?

এ্যান্টি : সি। এই ত এখনি, এখানে আর এখনো আধ ঘণ্টা হয়নি।

ড্রোমিও : সি। আমাকে টাকা দিয়ে আপনি সেন্টরে পাঠাবার পর আপনার সঙ্গে আর আমার দেখাই হয়নি।

এ্যান্টি : সি। শয়তান, তুমি টাকার কথাটা একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দিয়েছিলে আর একজন গিন্নীমা আর খাবার কথা বলছিলে। যার জন্য মনে হয় তুমি ভাবছিলে আমি রেগে গেছি।

ড্রোমিও : সি। আপনাকে এই রকম খুশি মনে দেখে সত্যিই আমি আনন্দিত; কিন্তু কেন আপনি ঠাট্টা করছেন? দয়া করে আমায় বলুন।

এ্যান্টি : সি। কী, তুমি আমার সামনে আমার কথা অমান্য করে উপহাস করছ আমায়? মনে ভাবছ আমি ঠাট্টা করছি তোমার সঙ্গে? এই নাও তার প্রতিফল, এই নাও। (প্রহার করতে লাগল)

ড্রোমিও : সি। মারবেন না স্যার, ভগবানের নামে বলছি। এবার বুঝছি আপনার ঠাট্টা সত্যি। কি কারণে আমাকে মারলেন স্যার?

এ্যান্টি : সি। এই কারণে যে তুমি আমার ভালমানুষীর সুযোগ নিচ্ছ। কোন কোন সময়ে আমি তোমাকে ভাঁড় হিসাবে দেখি এবং কিছু ঠাট্টা তামাশার কথা বলি তোমার সঙ্গে। কিন্তু তুমি আমার ভালবাসাকে নিয়েও উপহাস করো এবং আমার চিন্তা ভাবনার সময়েও ঠাট্টা তামাশা করো। মনে রেখো, একমাত্র সূর্য যখন কিরণ দেয় ঠিক তখনি পতঙ্গরা খেলা করে,

লাফালাফি করে, কিন্তু সূর্যের রশ্মিজাল মেঘে বা অন্ধকারে ঢাকা পড়লে গর্তে ঢুকে পড়ে সব পতঙ্গের দল। যদি তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে চাও তাহলে আমার মনের অবস্থাটা আগে জানবে। আমার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে তোমার ব্যবহারটাকে। তা না হলে এমনি করে মার খাবে।

ড্রোমিও : সি। কিন্তু স্যার, দয়া করে বলুন, কেন আমায় মারলেন?

এ্যান্টি : সি। তুমি কি তা জান না?

ড্রোমিও : সি। না স্যার, শুধু এইটুকু জানি যে আপনি আমাকে মেরেছেন।

এ্যান্টি : সি। আমি কি তোমাকে তা বলব?

ড্রোমিও : সি। হাঁ স্যার, কেন এবং কিসের থেকে কারণ পেলেন। লোকে বলে কারণ থাকলেই তার উৎপত্তি থাকবে। কারণ থাকলেই থাকবে কিসের থেকে।

এ্যান্টি : সি। প্রথমতঃ আমার কথা অমান্য করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ পর পর দুবার তুমি মিথ্যা বলে রাগিয়ে দিয়েছ আমায়।

ড্রোমিও : সি। বিনা কারণে এমনি করে কি আর কোন লোক মার খেয়েছে? যখন আপনার 'কেন' আর 'কিসের থেকে' কোনটাতেই কোন যুক্তি নেই তখন আমাকে মারার মধ্যেও কোন যুক্তি আছে কি? যাই হোক, ধন্যবাদ স্যার।

এ্যান্টি : সি। ধন্যবাদ! কিসের জন্য?

ড্রোমিও : সি। ধন্যবাদ এইজন্যে যে আপনি আমাকে কিছু না করার জন্যেই কিছু দিয়েছেন।

এ্যান্টি : সি। ঠিক আছে, এর জন্যে পরে আমি ক্ষতিপূরণ দেব। কিছু করার জন্যে তোমাকে কিছুই দেব না। যাই হোক, এখন বলতে পার, খাবারের সময় হয়েছে?

ড্রোমিও : সি। হাঁ, মাংসটা বলছে যে আমাদের খাও।

এ্যান্টি : সি। সে আবার কি?

ড্রোমিও : সি। কী আবার? কিছু না দড়ি।

এ্যান্টি : সি। তাহলে ত তা খুবই শুকনো হবে।

ড্রোমিও : সি। তাহলে খাবেন না কিছু।

এ্যাণ্টি : সি। তাহলে আসলে কী তুমি বলতে চাও? তোমার যুক্তিটা কি?

ড্রোমিও : সি। আমি চাই আপনাকে রাগাতে আর আমাকে দিয়ে আর একগাছি দড়ি কিনে আনাতে।

এ্যাণ্টি : সি। ঠিক আছে, আমার কথাটা কি বুঝলে? এইভাবে সময় বুঝে ঠাট্টা করতে শেখ। সব জিনিসেরই একটা সময় আছে।

ড্রোমিও : সি। আপনি তখন রেগে যাবার আগে একথা আমি স্বীকার করিনি।

এ্যাণ্টি : সি। কেন, কোন নিয়ম বা যুক্তিতে?

ড্রোমিও : সি। কেন আর, নিয়মটা ত খুবই সোজা। আমাদের পরম পিতা মহাকালের মাথা টাকের মতই এ নিয়ম সহজ এবং সরল।

এ্যাণ্টি : সি। এর মানেটা শুনতে পারি কি?

ড্রোমিও : সি। দেখুন, কোন লোকের মাথায় স্বাভাবিক ভাবেই যদি অকালে চুল উঠে গিয়ে টাক পড়ে যায় তাহলে নতুন করে আর সে চুল গজাতে পারে না।

এ্যাণ্টি : সি। বাসনা তেল বা অন্য কোন উপায়ে সে চুল ফিরে পেতে পারে না।

ড্রোমিও : সি। হ্যা পারে; পরচুলা কিনে আর তার মানেই অন্য কোন লোকের মাথার চুল কেড়ে নিয়ে।

এ্যাণ্টি : সি। আচ্ছা, যে চুল এত তাড়াতাড়ি গজিয়ে ওঠে বেড়ে ওঠে আপনা আপনি, মাঝে মাঝে কাল সে চুল নিয়ে এত কৃপণতা করে কেন?

ড্রোমিও : সি। কারন বিধাতা বেশী চুল দিয়েছেন পশুকে। আর মানুষকে যেমন চুল কম দিয়েছেন তেমনি তার চুলের অভাবটাকে বুদ্ধি দিয়ে পূরণ করে দিয়েছেন।

এ্যাণ্টি : সি। কিন্তু তবে এক একজন লোকের যে বুদ্ধির থেকে চুলের পরিমাণ অনেক বেশী হয়?

ড্রোমিও : সি। যাদের চুল বেশী আর বুদ্ধি কম তারা যদি বুদ্ধি পেতে চায় তাহলে তাদের চুল হারাতে হবে। দুটো জিনিস একসঙ্গে পাবে না।

এ্যাণ্টি : সি। তাহলে তোমার কথা হলো, যাদের বেশী চুল আছে তারা বিনা বুদ্ধিতেই যাবতীয় কাজকর্ম করে।

ড্রোমিও : সি। যে যত তাড়াতাড়ি বুদ্ধি পেতে চায় তাকে তত তাড়াতাড়ি

চুল হারাতে হবে। অবশ্য এতে তার কোন অসুবিধা হয় না আর সে খুশি হয়েই তা হারায়।

এ্যান্টি : সি। কিন্তু তার কারণ কি।

ড্রোমিও : সি। তার কারণ হলো দুটো, আর কারণ দুটো বেশ বলিষ্ঠও বটে।

এ্যান্টি : সি। বলিষ্ঠ কন বললে, অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ কর।

ড্রোমিও : সি। তাহলে নিশ্চিত কারণ বলতে পারি।

এ্যান্টি : সি। এরকম একটা মিথ্যে ব্যাপারে নিশ্চিত কথাটাও আনা উচিত না।

ড্রোমিও : সি। তাহলে বলতে হয় স্থির এবং নির্ভুল কারণ।

এ্যান্টি : সি। আচ্ছা, এবার তার নাম বল।

ড্রোমিও : সি। দুটো কারণে তারা খুশি মনেই চুল হারাতে চায়। একটা হলো, তাদের চুল কাটার খরচটা বেঁচে যায় আর একটা হলো খাবার সময় কোন খাদ্যের উপর চুল পড়ার ভয় থাকে না।

এ্যান্টি : সি। এই সব কথার মধ্য দিয়ে তুমি একটা কথাই প্রমাণ করতে চাইছ আর সে কথা হলো এই যে পৃথিবীতে সব জিনিস কালের নিয়ম মেনে চলে না। অনেক জিনিসই সময় বিচার করে চলে না।

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ, ঠিক তাই স্যার। কারণ কোন কালই অকালে অথচ স্বাভাবিক ভাবে হারিয়ে যাওয়া চুলকে উদ্ধার করতে পারে না।

এ্যান্টি : সি। কেন সময়মত চেষ্টা করলে হারানো চুল ফিরে পাওয়া যায় না সে বিষয়ে তোমার যুক্তি তেমন অর্থপূর্ণ নয়।

ড্রোমিও : সি। ঠিক আছে, এবার তা আমি সংশোধন করে নিচ্ছি। আসলে কি জানেন? কাল নিজেই হচ্ছে টাক মাথা, তাই সে চায় একে একে সব লোকের চুল উঠে যাক মাথা হতে। পৃথিবী শেষ হবার সময় তাহলে সব মানুষই টাক মাথা অবস্থায় কালের অনুসরণ করবে।

এ্যান্টি : সি। আমি জানতাম তোমার সিদ্ধান্তটাও এমনি টাক মাথার হবে অর্থাৎ অতি সরলীকৃত হবে। কিন্তু চুপ, অদূরে কে যেন আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করছে।

আদ্রিয়ানা ও লুসিয়ানার প্রবেশ

আদ্রিয়ানা। হায় হায় এ্যান্টিফোলাস, তুমি আমাকে দেখে মুখখানা কেমন

অদ্ভুত করছ আর ভ্রূকুটি করছ! নিশ্চয় অন্য কোন মেয়ে তোমার মন কেড়ে নিয়েছে। আমি আর আড্রিয়ানা নই, আমি তোমার স্ত্রীও নই। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন তুমি নিজে থেকে শপথ করে বলতে, আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা না বলতাম, যদি তোমার প্রতি আমার প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ না করতাম, যদি তোমায় স্পর্শ না করতাম তাহলে কোন গান বা কথা তোমার কানে ভাল লাগত না; কোন বস্তু তোমার চোখে ভাল লাগত না বা কোন স্পর্শ তোমার হাতে সুখকর মনে হত না। আমি নিজের হাতে মাংস ভাগ করে না দিলে তোমার মাংস খেয়ে সুখ হত না। কিন্তু কিকরে এমন হলো, আমার প্রিয়তম স্বামী, কিকরে তুমি এমনভাবে নিজেকে আমূল বদলে ফেললে? শুধু আমার কথা বললাম না। বললাম, তুমি নিজের সঙ্গেই নিজে বিরোধিতা করছ। একদিন তুমি আমি ত একই ছিলাম। একদিন আমি ছিলাম তোমার অবিভাজ্য ও অভিন্ন অংশ, তোমার আত্মার থেকে প্রেয় ও শ্রেয়। তোমার থেকে আমাকে এমনভাবে ছিন্ন করে দিও না। কোন সমুদ্রে এক বিন্দু জল ফেলে দিলে সব জলের সঙ্গে এক হয়ে তা মিশে যায়, তখন তুমি তোমার হাতে ফেলে দেওয়া সেই জলবিন্দুকে আমিশ্রিত ও অবিকল অবস্থায় সমগ্র সমুদ্র হতে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পার না। তেমনি তোমাতে আমাতে এমন অভিন্নভাবে মিশে আছি যে আমার থেকে তুমি তোমার নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পার না আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আমাকেও নিতে হবে। আচ্ছা, যদি তুমি শোন, আমি দুশ্চরিত্রা হয়ে গিয়েছি তাহলে মনে কেমন তোমার আঘাত লাগবে, যদি শোন তোমাকে উৎসর্গ করা আমার এ দেহ কোন দুর্বৃত্তের দ্বারা কলুষিত হয়েছে তাহলে তোমার কেমন লাগবে? তুমি কি তাহলে আমার গায়ে থুথু দিয়ে আমাকে ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দেবে না? তুমি কি আমার মুখের সামনে স্বামী নাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার কলুষিত হাত থেকে বিয়ের আংটিটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলবে না এবং বিবাহ বিচ্ছেদের শপথ করবে না? আমি জানি তুমি তা করবে; সুতরাং তাই তুমি করো। জেনে রাখ, ব্যভিচারের কলঙ্কে আমিও কলঙ্কিত হয়ে উঠেছি। কামনার কলুষ আমার রক্তের সঙ্গেও মিশে গেছে। আমরা যদি দুজনে এক এবং অভিন্ন হই তাহলে তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করলে তোমার দেহের বিষ আমার মধ্যেও সংক্রামিত হবে, তোমার ছোঁয়া লেগে আমিও কলুষিত হয়ে উঠব। সুতরাং

ও সব বাদ দিয়ে তোমার দাম্পত্যশয্যার প্রতি বিশ্বস্ত থাক। তাহলে আমিও অকলঙ্কিত হয়ে যাই আর তোমার সম্মানও অক্ষুন্ন থাকে।

এ্যান্টি: সি। হে সুন্দরী, আপনি কি এসব কথা আমায় বলছেন? আমি ত আপনাকে চিনি না। এই এফিয়াস শহরে আমি এসেছি মাত্র দু-ঘণ্টা আগে। আমি যেমন আপনাদের শহরের কোথায় কি আছে তা জানি না তেমনি আপনার কোন কথাও বুঝতে পারছি না। আমার যেটুকু বুদ্ধি আছে তা দিয়ে আপনার প্রতিটি কথাকে চিরে চিরে বিচার করে দেখেও কোন কথার মানে বুঝতে পারছি না।

লুসিয়ানা। ধিক জামাইবাবু! আপনি কি ভেবেছেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়াটাই বদলে গেছে এক মুহূর্তে। কখন থেকে আপনি আমার দিদির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে শুরু করেছেন? সে আপনাকে খাবার জন্য ড্রোমিওকে ডাকতে পাঠিয়েছিল।

এ্যান্টি: সি। ড্রোমিওকে?

ড্রোমিও: সি। আমাকে?

আড্রিয়ানা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে। আর তুমি তার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে এই কথাই বলেছিলে যে সে তোমায় প্রহার করল আর মারধর করে বলে দিল যে আমি আর তার স্ত্রী নই, আমার বাড়ি এখন তার বাড়ি নয়।

এ্যান্টি: সি। আচ্ছা তুমি কি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলে? তাহলে তোমাদের সঙ্গে কি ধরণের কথাবার্তা হয়েছিল বল।

ড্রোমিও: সি। আমি স্যার! আমি এর আগে একে চোখেই দেখিনি।

এ্যান্টি: সি। তুমি হচ্ছ একটি শয়তান। তুমি শয়তানের মতই মিছে কথা বলছ। বাজারে তুমি তাঁর এই সব কথাই আমায় বলেছিলে।

ড্রোমিও: সি। আমি সারা জীবনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি।

এ্যান্টি: সি। তাহলে কি করে উনি আমাদের নাম জানতে পারলেন যদি কেউ না বলে থাকে?

আড্রিয়ানা। তোমার কেনা গোলামের সঙ্গে এমন করে ভাঁড়ামি করতে তোমার ব্যক্তিত্বে বাধছে না? আমাকে রাগিয়ে তুলতে তুমি কি তাকে উত্তেজিত করে তুলছ না? আমার কাছ থেকে তোমার চলে যাওয়াটা যদি আমার অন্যায় হয় তাহলে সে অন্যায়টা তোমার ঘৃণা দিয়ে আরও বাড়িয়ে দিও না। এস এস, তোমার হাতের দস্তানায় আমি একটা কথা বেঁধে দিই।

তুমি হচ্ছ আমার স্বামী এক বলিষ্ঠ এল্‌ম গাছ আর আমি হচ্ছি আঙ্গুরলতা। তোমাকে অবলম্বন করে আমি জড়িয়ে ধরে আছি। তোমার পুরুষোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আমার নারীসুলভ কোমলতা। তোমার দুর্বলতা বা মানসিক চঞ্চলতার সুযোগ নিয়ে যদি কোন উদ্ধত আইভি লতা অথবা কোন অলস শ্যাওলা তোমার ডালপালার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে সেটা খুবই খারাপ কাজ হবে।

এ্যান্টি : সি। আমাকেই সে বললে এত কথা। তার কথার বিষয়বস্তু আমাকেও বিচলিত করে তুলেছে। স্বপ্নের মধ্যে কি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল? অথবা আমি কি এখনই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি আর তার এইসব কথা শুনছি? যে কোন ভ্রান্তি আমার- চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হতে দিচ্ছে না? আমি এই নিশ্চিত অনিশ্চয়তাকে ঠিক না জানা পর্যন্ত এই ভ্রান্তিকেই পোষণ করে যাব।

লুসিয়ানা। যাও ড্রোমিও, চাকরদের খাবার দিতে বলগে।

ড্রোমিও : সি। আমি আমার ক্রশ ছুঁয়ে শপথ করে বলছি, এটা ঠিক কোন রূপকথার দেশ। আমরা যত সব পেঁচা আর প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি। তাদের কথা না শুনলে তারা আমাদের প্রাণবায়ু শুষে নেবে অথবা চিমটি কেটে মেরে ফেলবে।

লুসিয়ানা। কেন তুমি আপন মনে বিড়বিড় করে বকছ? কেন তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না? এই ড্রোমিও, তুমি হচ্ছ একটা কুঁড়ে পুরুষ মৌমাছি। একটা শামুক, কেঁচো, একটা মাতাল।

ড্রোমিও : সি। আচ্ছা স্যার, আমি একেবারে বদলে গেছি। নয় কি?

এ্যান্টি : সি। আমার মনে হচ্ছে মনের দিক থেকে তুমি বদলে গেছ। আর আমারও তাই হয়েছে।

ড্রোমিও : সি। না দাদাবাবু, দেহ এবং মন দুদিক থেকেই বদলে গেছি।

এ্যান্টি : সি। কিন্তু তোমার নিজস্ব দেহের আকারটা ত ঠিক রয়েছে।

ড্রোমিও : সি। না আমি একটা বাঁদর হয়ে গেছি।

লুসিয়ানা। বাঁদর না, তুমি গাধাতে পরিণত হয়েছ।

ড্রোমিও : সি। তাই বটে; আমি গাধা আর আমার পিঠে চড়ে সে আমায় চালাচ্ছে আর আমি ঘাস খেতে চাইছি। আমি ত গাধা বটেই। আমি গাধা না হলে সে কি করে আমায় চিনবে আর আমিই বা কি করে তাকে চিনব।

আদ্রিয়ানা। চল চল, আর আমি বোকা সেজে দাঁড়িয়ে থাকব না। চাকর মনিব দুজনেই যখন আমার দুঃখের কথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে আমি তখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে কাঁদব না। এস, এস, খাবে চল। ড্রোমিও, দরজায় পাহারা দেবে। স্বামী, আজ আমি তোমার সঙ্গে উপরে খাব। দেখবে কত ঠাট্টা রসিকতা করব তোমার সঙ্গে। শোন, যদি কেউ তোমার মনিবের খোঁজ করে তাহলে বলবে তোমার মনিব খাচ্ছেন, কোন প্রাণী যেন সেখানে না ঢোকে। চল বোন। ড্রোমিও, ঠিক মত কাজ করবে।

এ্যাণ্টি: সি। আমি কি মর্ত্যে আছি না স্বর্গে আছি? নাকি নরকে? আমি কি ঘুমিয়ে আছি না জেগে আছি? আমি পাগল হয়ে গেছি না সুস্থ মস্তিষ্কে আছি? তারা যা বলবে আমি এখন তাই বলব। তারা যা বলবে তাই করে যাব। এক রহস্যময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এক অপরিচিত পৃথিবীর পথে।

ড্রোমিও: সি। দাদাবাবু, আমি কি সদরে দারোয়ানের কাজ করব?

আদ্রিয়ানা। হ্যাঁ, কাউকে ঢুকতে দেবে না। তাহলে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব।

লুসিয়ানা। চল চল, এ্যাণ্টিফোলাস, আজ আমাদের খেতে প্রচুর দেরি হয়ে গেল। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এফিয়াসের এ্যাণ্টিফোলাসের বাড়ির সম্মুখভাগ।

এফিয়াসের এ্যাণ্টিফোলাস, এফিয়াসের ড্রোমিও, এ্যাঞ্জেলো ও বালথাজারের প্রবেশ

এ্যাণ্টি: এ। নমস্কার এ্যাঞ্জেলো, তুমি আমাদের ক্ষমা করবে। আমি দেরি করে বাড়ি ফিরলে আমার স্ত্রী খুব রেগে যায়। বলে আমি নাকি তোমার দোকানে বসে বসে তার গয়না তৈরি দেখি। আগামীকাল তুমি যেন তার গয়নাটা নিয়ে এস। এই দেখ, এই শয়তানটার কাজ দেখেছ, এ আবার আমার মুখের সামনে বলছে, বাজারে ওর সঙ্গে আমার নাকি দেখা হয়েছিল, ওকে নাকি মেরেছিলাম। আর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চেয়েছিলাম ওর কাছে, আমি নাকি আমার বাড়িঘর ও স্ত্রীকে অস্বীকার করেছিলাম। মাতাল কোথাকার, বলি এ সব কথার মানে কি?

ড্রোমিও : এ। যা খুশি আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি যা জানার তা জানি। আমি হাড়ে হাড়ে জানি যে আপনি আমায় বাজারে মেরেছিলেন, আপনার হাতের ঘুঁষি খেয়ে আমার গায়ের চামড়ায় কালসিটে দাগ পড়ে গেছে। আমার গায়ের চামড়ার ওপর আপনার হাতের লেখা দেখে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আমার মনের কথা কি।

এ্যান্টি : এ। আমি মনে করি তুমি একটি গাধা।

ড্রোমিও : এ। তাই হোক। যে আঘাত যে অন্যায় আমি নীরবে সহ্য করেছি তাতে আমাকে গাধা বলেই মনে হবে। আপনি তাহলে এবার হতে দুরে দুরে থাকবেন এবং গাধার প্রতি সতর্ক থাকবেন।

এ্যান্টি : এ। মহামান্য বালথাজার, আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ভগবান আমাদের আনন্দ দান করুন। আমার শুভেচ্ছা যেন পুরণ হয় আর আপনার এখানে আসা যেন সার্থক হয়।

বালথাজার। আমার মনে হচ্ছে আপনার ভোজের উপকরণ সস্তা, কিন্তু অভ্যর্থনা বা আদর আপ্যায়ন খুবই আন্তরিক যা সচরাচর মোটেই পাওয়া যায় না।

এ্যান্টি : এ। কিন্তু বালথাজার, টেবিলভর্তি সমস্ত অভ্যর্থনা দিয়েও ত একডিশ ভাত মাংস বা মাছ তৈরি করতে পারা যায় না।

বালথাজার। ভাত মাংস খুবই সুলভ ; সব জায়গাতেই তা পাওয়া যায়।

এ্যান্টি : এ। কিন্তু অভ্যর্থনা ত আরও সুলভ। কারণ অভ্যর্থনা মানেই ত শুধু কথা।

বালথাজার। অল্পস্বল্প হৈ চৈ আর প্রচুর আন্তরিক অভ্যর্থনার দ্বারাই কোন আনন্দভোজ সার্থক হয়।

এ্যান্টি : এ। কৃপণ গৃহকর্তা এবং উদার অতিথির কাছে একথা সত্যি। আমার ভোজের উপকরণ যদিও সামান্য তবু তা সানন্দে গ্রহণ করুন। এতে যেটুকু আনন্দ পাবার পাব। কিন্তু থামুন, আমার বাড়ির দরজাটা ভিতর থেকে তালাবন্ধ। যাও, তুমি গিয়ে খুলে দিতে বল।

ড্রোমিও : এ। এই কে আছিস সব, ব্রিজেট, ডি মেরিয়ান, সিসলি, মিনিয়ন, গিবল।

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) মমি, মল্ট হর্স, কেপন, ইডিয়ট, হয় তুমি চলে যাও অথবা বাইরে চুপ করে বসে থাক। নিশ্চয় তুমি কোন ঝগড়াটে

মেয়েছেলে, তা না হলে এত গালাগালি করবে কেন ? মনে হচ্ছে তুমি একাই একশো। যেই হও এখন চলে যাও।

ড্রোমিও : এ। একি আমাদের দারোয়ানের আবার হলো কি। আমাদের মনিব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) যেখান থেকে উনি এসেছেন সেখানেই ফিরে যেতে বল। ঠাণ্ডায় হাঁটাহাঁটি করে ওঁর সর্দি করে যাক।

এ্যান্টি : এ। ভিতর থেকে কে কথা বলছে ? কে আছ, দরজা খোল।

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) ঠিক আছে স্যার, আমি বলব কখন, আর আপনি বলবেন কোথা থেকে।

এ্যান্টি : এ। কোথা থেকে ? আমি খেতে এসেছি। এখনো পর্যন্ত আমি খাইনি।

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) আজ এখানে আর খাওয়া হবে না, পরে আবার ক্ষিদে পেলে আসবেন।

এ্যান্টি : এ। কে তুমি যে আমার নিজের বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ?

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) উপস্থিত আমি এ বাড়ির দারোয়ান স্যার। আমার নাম ড্রোমিও।

ড্রোমিও : এ। ও শয়তান, তুমি আমার চাকরি আর নাম দুটোই চুরি করে নিয়েছ ? অবশ্য চাকরিতে আমি কোনদিন কোন সম্মান পাইনি আর আমার নামেতে শুধু দোষ পেয়েছি। তুমি যদি আজ আমার জায়গা দখল করে ড্রোমিও হয়ে যাও তাহলে তোমার নাম পাল্টাতে হবে আর তাহলে তোমার নাম হওয়া উচিত গাধা।

ভিতরে লিউসের প্রবেশ

লিউস। (ভিতর থেকে) বাইরে গোলমাল কিসের ড্রোমিও ? দরজার বাইরে কারা ?

ড্রোমিও : এ। লিউস, আমার মনিবকে ভিতরে যেতে দাও।

লিউস। (ভিতর থেকে) না, তাঁর আসতে বড় দেরি হয়ে গেছে। একথা তাঁকে বলে দাও।

ড্রোমিও : এ। হা ভগবান, আমার হাসি পাচ্ছে। আপনাকে একটা প্রবাদবাক্য শোনাতে ইচ্ছে করছে।

লিউস তোমরা কখন এলে বলবে কি ?

ড্রোমিও : সি। তোমার নাম যদি লিউস হয় তাহলে নামের উপযুক্ত কথাই বলেছ।

এ্যান্টি : এ। শুনছ পাজীরা সব ? আমাদের ঢুকতে দেবে কি বাড়ির ভিতর ?

লিউস। (ভিতর থেকে) একথা আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম।

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) তুমি ত বলেই দিয়েছ, না।

ড্রোমিও : এ। ঠিক আছে, আসুন, আমরা দরজায় ঘা দিই। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দেওয়াই বিধেয়।

এ্যান্টি : এ। ভূত কোথাকার, আমাদের ঢুকতে দাও।

লিউস। কিন্তু কেন কার জন্যে বলতে পারেন ?

ড্রোমিও : এ। মনিব, আসুন, আমরা জোরে ঘা দিই।

লিউস। ঠিক আছে ঘা দিতে দিতে হাত ব্যথা করুক।

এ্যান্টি : এ। একবার যদি আমি দরজাটা ঘা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারি তাহলে তোমরা কেঁদে কুল পাবে না।

লিউস (ভিতর থেকে) কী দরকার এসব করার ?

ভিতরে আদ্রিয়ানার প্রবেশ

আদ্রিয়ানা। (ভিতরে) দরজার বাইরে কে, কে এত গোলমাল শুরু করেছে ?

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে) সত্যি করে বলছি আপনাদের শহরটা দুষ্টু ছেলেতে ভরা।

এ্যান্টি : এ। তুমি কি ভিতরেই আছ প্রিয়তমা ? তোমার তাহলে আরো আগেই আসা উচিত ছিল।

আদ্রিয়ানা। কী, তোমার স্ত্রী, বদমাস জুয়োচোর কোথাকার। দরজা থেকে বেরিয়ে যাও।

ড্রোমিও : এ। যদি একবার ভিতরে কষ্ট করে ঢুকতে পারেন স্যার, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এ্যাঞ্জেলো। এ যা দেখছি এতে আনন্দ বা অভ্যর্থনা কিছুই পাব না।

বালথাজার। দুইএর কোনটা ভাল এ তর্ক করতে করতে দুটোকেই ত্যাগ করতে হলো।

ড্রোমিও : এ। ওঁরা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে বলুন।

এ্যান্টি : এ। একটা গোলমাল কিছু হয়েছে যার জন্যে আমরা ভিতরে ঢুকতে পাচ্ছি না।

ড্রোমিও : এ। আপনি যদি একথা বলেন তাহলে বুঝতে হবে এটা আপনার দুর্বলতা। আপনি এখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর বাড়িতে আপনার জন্য খাবার গরম করা রয়েছে। একথা শুনে যে কোন লোকের মাথা গরম হয়ে যাবে। এ যেন একটা পুরুষ হরিণ কিনে আবার বেচে দেওয়া।

এ্যান্টি : এ। যাও, যা হোক একটা কিছু নিয়ে এস। আমি দরজাটা ভেঙ্গে ফেলব।

ড্রোমিও : সি। কোন কিছু ভাঙ্গলেই আমি আপনার শয়তান লোকটার মাথা ভেঙ্গে ফেলব।

ড্রোমিও : এ। ও যা বলে বলুক স্যার। কথা ত বাতাসের মতই হালকা। ও আপনার সঙ্গে যতই কথা কাটাকাটি করুক, আপনি দরজাটা ভেঙ্গে ফেলুন। আপনি সামনের ভাঙ্গলে ও পিছন থেকে ভাঙ্গতে পারবে না।

ড্রোমিও : সি। বোঝা যাচ্ছে, তুমিই দরজাটা ভাঙ্গতে চাইছ। দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

ড্রোমিও : এ। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি বেরিয়ে যাও। আমাদের ঢুকতে দাও বলছি।

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ, তোমাদের ঢুকতে দেব তখনি যখন মুরগীর পালক গজাবে আর মাছের পাখনা গজাবে।

এ্যান্টি : এ। এবার আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলব, যাও, একটা সাঁড়াশী নিয়ে এস। একটা লোহার সাঁড়াশী নিয়ে এস।

বালথাজার। একটু ধৈর্য ধরুন স্যার। এ কাজ করতে যাবেন না। এতে আপনার নামযশ ক্ষুণ্ণ হবে। এতে আপনার নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীর সম্মানের উপর সন্দেহ প্রকাশ করা হবে। আপনার স্ত্রীর বয়স, শালীনতাবোধ, জ্ঞান ও গুণগরিমা সম্বন্ধে আপনার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে। এবং তাই দিয়ে আপনার বোঝা উচিত, উনি যে একাজ করছেন এর পিছনে নিশ্চয়ই

কোন কারণ আছে, যে কারণ আপনি এখন জানেন না। তাঁকে সন্দেহ করবেন না স্যার। সময় হলে তিনি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবেন কেন তিনি আপনাকে ঢুকতে না দিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। আমার কথা শুনুন। এখন ধৈর্য সহকারে এখান থেকে চলে যান। এখন টাইগার হোটেলে গিয়ে আমরা সবাই ভোজনপর্ব সারি। বরং সন্ধ্যের সময় আপনি একা এসে জানবেন কেন উনি সহসা এমন রূঢ় হলেন আপনার প্রতি। যদি আপনি এখন জোর করে এই দিনের বেলায় দরজা ভাঙেন তাহলে চারিদিকে নানা কুৎসা রটনা হবে এ নিয়ে। সেই কুৎসা আবার সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হলে আপনার এত দিনের সম্মানের ক্ষতি হবে এবং আপনার মৃত্যুর পরেও এই কলঙ্ক থেকে যাবে। মানুষের নিন্দা বা অসম্মান তার মৃত্যুর পর সন্তান সন্ততির উপরেও বর্তায়। পিতামাতার অপমানে ছেলেদেরও অপমান হয়।

এ্যান্টি : এ। ঠিক আছে, আপনার কথাই শুনব। আমি নীরবে প্রস্থান করব। তবে একটা কথা। এই সব কিছু সত্বেও এবং যদিও এখন আনন্দ করার মত কিছু নেই, তবু আমি বলব আমি একটা মেয়েকে জানি। সে খুব ভাল মেয়ে, সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী, খুব ভাল কথাবার্তা বলতে পারে। খুব রাগী আবার খুব শান্ত। আমরা তার ঘরেই মধ্যাহ্ন ভোজন করব। আমি আমার স্ত্রীর কথা বলছি। তবে হ্যাঁ, আমি একথাও বলছি অনেক সময় অকারণে সে আমায় ভর্ৎসনা করেছে। তবু আমি তার কাছেই মধ্যাহ্ন ভোজন করব। (এ্যাঞ্জেলোর প্রতি) আপনি একবার বাড়ি যান, সেখান থেকে সেই সোনার হারটা নিয়ে আসুন। এতক্ষণে সেটা ঠিকই তৈরি হয়ে গেছে। নিয়ে আসুন। সেই হারটা আমি আমার স্ত্রীকে দেব। এমনি দেব। যান, তাড়াতাড়ি করুন। যখন এই কাঠের দরজাটা দিয়ে আমাকে ঢুকতে দেবেনা, তখন আমি অন্য জায়গায় ঘা দেব, দেখি খোলে কিনা। এটা আমার প্রপেনটাইমের বাড়িতে আমাকে দেবেন।

এ্যাঞ্জেলো। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আমি হারটা ওখানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে দেব।

এ্যান্টি : এ। তাই করুন। এই ঠাট্টা তামাশার ব্যাপারে আমার কিছু খরচ হবে আর কি! (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাসের
বাড়ির সম্মুখভাগ।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে লুসিয়ানার প্রবেশ

লুসিয়ানা। এটা কি সম্ভব যে আপনি স্বামীর কর্তব্যকর্ম ভুলে গেছেন? এটা কি সম্ভব এ্যান্টিফোলাস, যে আপনার প্রেমের নবীন বসন্তের দিনে আপনার প্রেমের সব উৎস হারিয়ে গেছে? প্রেমের সৌধ কি গড়া হতে না হতেই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে নিঃশেষে? যদি আপনি আমার বোনকে তার ধনসম্পদের জন্যই বিয়ে করে থাকেন তাহলেও আপনি তার প্রতি অন্ততঃ একটু সদয় ব্যবহার করুন। আর যদি আপনি অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত হন তাহলে সে ব্যাপারটা গোপনে চালিয়ে যান। এখানে অন্ততঃ আপনি মিথ্যা প্রেমের ভান করে যান। এক অন্ধ নিবিড়তা দিয়ে আপনার মিথ্যা প্রেমকে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করুন যাতে আমার বোন আপনার চোখ মুখ দেখে তা জানতে না পারে। আপনি যেন মুখ ফুটে আপনার লজ্জার কথাটা প্রকাশ না করেন। আপনার দৃষ্টি হবে শান্ত, কথাবার্তা হবে সুন্দর, অথচ আচরণের মধ্যে থাকবে চাপা এক বিদ্রোহের সুর। পোষাকই হচ্ছে পাপরূপী পুণ্যের দূত। সুতরাং অন্তরে আপনার যত কলুষই থাক, বাইরে আপনার চেহারার মধ্যে একটা ভাল ভাব ফুটিয়ে তুলুন। পবিত্র সাধুর বেশে পাপকে পুষে রাখুন। গোপনে মিথ্যাচরণ করে যান। তাঁকে জানিয়ে সেটা লাভ কি। যারা কাঁচা চোর তারাই নিজেদের কৃতিত্বের কথা নিয়ে বাইরে বড়াই করে বেড়ায়। যদি কোন অন্যায় হয়েও থাকে তাহলে আপন শয্যাসঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাদ করে আর চোখে মুখে তা প্রকাশ করে সে অন্যায়কে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। লজ্জার একটা সুনাম আছে। অবশ্য এই সুনামটা সত্যিকারের না। কিন্তু তা হলেও এই লজ্জার আবরণের দ্বারা সত্যি সত্যিই অনেক কিছু ঢাকা যায় যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় লজ্জাটাকে। কথায় প্রকাশ করে খারাপ কাজকে আরও খারাপ করেই তোলা হয়। হায় নারী, উপরে নিষ্ঠার ভান করে আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য কর যে তোমরা আমাদের ভালবাস; কিন্তু সত্যি সত্যিই ভালবাস না। অপরকে ভালবেসে যখন বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করো তখন আমাদের প্রতি ভালবাসার মিথ্যা ভান করে শুধু তোমাদের হাতের সামান্য দস্তানা দিয়েই খুশি রাখতে চাও। যদি আমরা

স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ হই কখনো তাহলে তোমরা আমাদের কৌশলে ঘুরিয়ে ফেল। যাই হোক, আপনি যান ভাই। আর একবার গিয়ে চেষ্টা করুন। আমার বোনকে গিয়ে শান্ত করুন, খুশি করুন, তাঁকে স্ত্রী বলে ডাকুন। অনেক সময় নিজে একটু হার মানা ভাল, মিষ্টি তোষামোদের দ্বারা অনেক সময় অনেক বিবাদীকে জয় করা যায়।

এ্যান্টি : সি। হায় সুন্দরী নারী—তোমার মহিমা আজও বুঝতে পারলাম না। কোন আশ্চর্যজনক কারণে তুমি আমার সুনামের উপর এতখানি আঘাত হানলে তাও তুমি তোমার জ্ঞান ও মহিমার দ্বারা জানালে না। এই বিশ্বসৃষ্টির অনেক রহস্যই যেমন বিধাতা আমাদের জানান না, তেমনি তোমরাও তোমাদের জীবনের অনেক রহস্যই আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করো না। হে প্রিয়তমা নারী, কিভাবে তোমাদের কথা ভাবতে হয় বা কিভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা আমাকে শিখিয়ে দাও। ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতার দ্বারা আচ্ছন্ন আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সামনে তোমার কথার রহস্যাচ্ছন্ন অর্থকে অপাবৃত করো। আমার অন্তরাত্মা যখন তোমার কাছে সত্যি সত্যিই ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে, কেন তবে তাকে এক অজানা প্রান্তরে দিশাহারা করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ? তুমি কি সত্যিকারের মানবী নও, তুমি কি দেবী? দেবতার মতই কি ভাঙ্গাগড়ার ক্ষমতা তোমার আছে? তা যদি থাকে, তাহলে আমাকেও তুমি নতুন করে গড়ে তোল তোমার মনের মত করে। নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেব আমি তোমার মধুর শক্তির কাছে। তবে আমি আমিই এবং একটা কথা আমি ভালভাবেই জানি, তোমার যে বোন আমার জন্য কান্নাকাটি করে, সেই ক্রন্দসী নারী আমার স্ত্রী নয়। তার প্রতি আমার কোন আনুগত্য নেই। আমি তোমার কাছে পরিস্কার অস্বীকার করছি, এ বিষয়ে তোমার কোন অনুরোধ আমি রাখতে পারব না। তোমার বোনের চোখের জলের গভীরে আমায় ডুবতে বলো না। নিজে তুমি গান কর আমি তা ভালবেসে শুনব। তোমার সোনালি চুলের ঢেউ ছড়িয়ে দাও, আমি তাতে শুয়ে থাকব আর গৌরবের সঙ্গে ভাবব তাতে যদি আমার মৃত্যুদণ্ড হয় সে মৃত্যুতে আমার অনেক লাভ। সে যদি ডোবে তাহলে আমার হালকা প্রেমও তার মধ্যে ডুবে থাক।

লুসিয়ানা। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? কী সব যুক্তির কথা বলছ?

এ্যাণ্টি : সি। পাগল হইনি। কেমন করে প্রেমের একজন সাথী পেয়ে গেলাম সেই কথাই ভাবছি।

লুসিয়ানা। এটা তোমার চোখের চাউনির দোষ।

এ্যাণ্টি : সি। পাশে সূর্য থাকতে তোমার চোখের আয়নার মধ্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেওয়ার দোষ।

লুসিয়ানা। যেখানে খুশি তুমি তাকাতে পার। তাতে তোমার দৃষ্টিটা আরও পরিস্কার হবে।

এ্যাণ্টি : সি। আর সেই দৃষ্টিশক্তি দিয়ে সে তার মনের মানুষকে চিনে নেবে। তাই না প্রিয়তমা ?

লুসিয়ানা। কেন তুমি আমায় প্রিয়তমা বলছ? আমার বোনকে ঐ নামে ডাক।

এ্যাণ্টি : সি। তোমার বোনের বোনকে ডাকব।

লুসিয়ানা। না না, আমার বোনকে।

এ্যাণ্টি : সি। না। আমি তোমাকেই চাই। যে তুমি আমার আত্মার সবচেয়ে উত্তম অংশ, আমার চোখের মণি, আমার অন্তরের অন্তরতম, আমার ক্ষুধার খাদ্য, আমার ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমার আশা আকাংখার একমাত্র প্রাণবস্তু। আমার সারা পৃথিবীর স্বর্গ, আর আমার স্বর্গের অমৃত-প্রতিমা।

লুসিয়ানা। তোমার এই সব কিছুই হচ্ছে আমার বোন আর তা যদি না হয় তাহলে কেউ তা নয়।

এ্যাণ্টি : সি। কেন, তোমাকেই তোমার বোন মনে কর না কেন। তোমাকেই তোমার বোন বলে ভাব না কেন, কারণ আমি ত তোমাকেই ভালবাসি। তোমাকে নিয়েই আমি সারা জীবন কাটাতে চাই। তোমার যখন কোন স্বামী নেই আর আমারও কোন স্ত্রী নেই তাহলে তোমার হাত দাও না কেন, আমি তা গ্রহণ করি।

লুসিয়ানা। থাম থাম মশাই, ধীরে। আমি আমার বোনকে ডেকে নিয়ে এসে তার সম্মতিটা নিয়ে নিই। (প্রস্থান)

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ

এ্যাণ্টি : সি। কী খবর! এখন কেমন আছ ড্রোমিও? এত জোরে ছুটে পালাচ্ছ কেন ?

ড্রোমিও : সি। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন স্যার ? আমি কি ড্রোমিও ? আমি কি সেই আপনার লোক ? আমি কি সেই আমি ?

এ্যান্টি : সি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ড্রোমিও। তুমি আমার লোক আর তুমি হচ্ছ সেই তুমি।

ড্রোমিও : সি। আমি হচ্ছি একটা গাধা, একজন নারীর পুরুষ এবং তারপর আমার আমি।

এ্যান্টি : সি। কোন মেয়ের লোক তুমি আর কতটুকুই বা তোমার তুমি ?

ড্রোমিও : সি। আমার মধ্যে আমি বলে আর কিছু নেই। সবই একটি মেয়ের অধিকারে। যে নারী আমায় দাবি করছে, যে নারী আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। যে নারী আমায় একান্তভাবে পেতে চাইছে।

এ্যান্টি : সি। কি ধরণের দাবি সে করছে তোমার উপর ?

ড্রোমিও : সি। বলছি স্যার। আপনি আপনার ঘোড়ার উপর যে স্বত্বের দাবি করেন, সেও আমাকে তেমনি পশুর মত পেতে চায়। শুধু তাই নয়, আমি যেন সত্যি সত্যিই একটা পশু হয়ে গেছি আর সে নিজেও একটা পশু বলেই আমার উপর দাবি জানাতে চায়।

এ্যান্টি : সি। কে সে ?

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ, মেয়ে বটে, তার দেহটা সত্যিই দেখার মত, শ্রদ্ধা করার মত। 'শ্রদ্ধেয় মহাশয়' একথা না বলে কোন লোক তার সঙ্গে কথাই বলতে পারবে না। তবে দুঃখের বিষয়, আমার ভাগ্যটা খারাপ, কারণ আমি রোগা বলে তার সঙ্গে ঠিক আমার মিল বা সাজন্ত হবে না, কারণ সে আশ্চর্য রকমের মোটা মেয়েছেলে। সুতরাং তার সঙ্গে আমার এ বিয়ে হলে বিয়েটা খুবই মোটা বিয়ে হবে।

এ্যান্টি : সি। মোটা বিয়ে কেন বললে ?

ড্রোমিও : সি। বলছি স্যার। সে হচ্ছে রান্নাঘরের মেয়ে, রান্নাই তার কাজ বলে তার গোটা দেহটাই যেন চর্বিতে ভরা আর তাই তেল চুকচুক করছে অঙ্গে। আমি বুঝতে পারছি না কেন তার চর্বির তেল দিয়ে একটা বাতি জ্বালানো হবে না আর তার সেই বাতির আলোতে পথ দেখে কেন আমি দূরে পালিয়ে যাব না তার কাছ থেকে। আমি জোর গলায় বলতে পারি তার গায়ে যা চর্বির তেল আছে তা যদি তার কম্বল তোয়ালেতে ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পোল্যাণ্ডের একটা গোটা দুরন্ত শীত হার মেনে যাবে

তার কাছে। এই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যদি সে বাঁচে তাহলে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও সে আরও একসপ্তা বেশী জলতে থাকবে বাত্তি হয়ে।

এ্যাণ্টি : সি। তার গায়ের রংটা কেমন ?

ড্রোমিও : সি। আমার জুতোর মতই কালো। তবে আমার এই জুতোর মত অতটা চকচকে না তার মুখটা। কারণ তার মুখটা সব সময় ঘামে ভিজে থাকে বলে বড় নোংরা।

এ্যাণ্টি : সি। ওটা এমন কিছু দোষের না। জল দিয়ে ধুলেই সে দোষ কেটে যাবে।

ড্রোমিও : সি। না স্যার, এ ময়লা তার দেহের অনুপরমাণুতে ঢুকে গেছে; নোয়ার সেই অলৌকিক জলপ্লাবনও এ ময়লা ধুয়ে ফেলতে পারবে না।

এ্যাণ্টি : সি। তার নাম কি ?

ড্রোমিও : সি। নেল স্যার। ও এত মোটা আর তার পাছা এত মোটা যে মাপাই যায় না। মাপলে তিন কোয়ার্টার হবে।

এ্যাণ্টি : সি। চওড়ায় কতটা হবে ?

ড্রোমিও : সি। লম্বায় চওড়ায় একেবারে সব একাকার। পৃথিবীর মতই তার দেহটা গোল। তার মধ্যেই মনে হয় পৃথিবীর সব দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে।

এ্যাণ্টি : সি। আচ্ছা তার দেহের কোন অংশে আয়ারল্যাণ্ড আছে বলতে পার ?

ড্রোমিও : সি। পারি স্যার। তার পাছায়।

এ্যাণ্টি : সি। স্কটল্যাণ্ড কোথায় ?

ড্রোমিও : সি। কেন তার হাতের তালুতে যা বন্ধ্যা জমির মতই শুকনো আর তামাটে।

এ্যাণ্টি : সি। ফরাসী দেশ কোথায় ?

ড্রোমিও : সি। তার কপালে। যে কপালটা চুলের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে চুলগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে।

এ্যাণ্টি : সি। ইংল্যাণ্ড কোথায় ?

ড্রোমিও : সি। ইংল্যাণ্ডের তুষারশুভ্র পাহাড়ের খোঁজ করে তার দেহের কোথাও তা আমি দেখতে পাইনি। কারণ তার দেহে সাদা বলে কিছু

ও নেই। সবই কালো। তবে আমার মনে হয় ইংল্যাণ্ড আছে তার থুতনিতে। কারণ তার মুখগহ্বরটাকে ইংলিশ চ্যানেল ধরতে পারি যার একদিকে ইংল্যাণ্ড আর একদিকে ফ্রান্স।

এ্যান্টি : সি। স্পেন কোথায় ?

ড্রোমিও : সি। তাও খুঁজে পাইনি। তবে মনে হয় সে দেশ আছে তার গরম নিঃশ্বাসের মধ্যে।

এ্যান্টি : সি। আমেরিকা আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কোথায় ?

ড্রোমিও। হাঁ স্যার। আমেরিকা আছে তার নাকের উপরে। নাকের চারদিক কত মণিমুক্তোর গয়নায় শোভিত। এত গয়না যে নিঃশ্বাস বার হতে কষ্ট হয়। দেখে মনে হয় যেন ক্রুদ্ধ স্পেন আমেরিকার বিরুদ্ধে তার রণতরী পাঠিয়েছে, তার নাকটাকে ধ্বংস করার জন্য।

এ্যান্টি : সি। বেলজিয়াম আর নেদারল্যাণ্ড কোথায় ?

ড্রোমিও। আমি স্যার এত নিচে তাকাইনি। আমার শেষ কথা হলো, এই পরিশ্রমী ও দৈবশক্তিসম্পন্না নারীটি আমার উপর তার দাবি জানিয়েছে। আমাকে 'ড্রোমিও' নাম ধরে ডেকেছে। আমার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে আছে বলে শপথ করেছে। আমার দেহের কোথায় কোন গোপন চিহ্ন আছে তাও আমায় বলেছে। যেমন আমার কাঁধে একটা দাগ আছে, আমার ঘাড়ে একটা ক্ষত আছে, বাঁ হাতে একটা বড় আঁচিল আছে। এই সব শুনে ঠিক যেমন ডাইনি দেখলে লোকে ছুটে পালায় তেমনি আমিও তার কাছ থেকে পালাচ্ছি। আমার বুকে যদি বিশ্বাস বলে কোন বস্তু না থাকে আর আমার অন্তরটা যদি ইস্পাত দিয়ে তৈরি না হয় তাহলে সে আমায় ঠিক লেজকাটা কুকুরে রূপান্তরিত করেছে এবং আমাকে একটা চাকায় বেঁধে ঘোরাচ্ছে।

এ্যান্টি : সি। যাও এখনি তুমি রাস্তায় চলে যাও। যদি বন্দর থেকে একটা জাহাজও ছাড়ে তাহলে আমি আজ রাত্রে আর এ শহরে থাকছি না। কোন জাহাজ ছাড়ার খবর পেলেই তুমি বাজারে চলে আসবে। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাজারেই পায়চারি করব। যদি এখানে আমরা কাউকে না চেনা সত্ত্বেও এখানকার সবাই আমাদের চিনে থাকে তাহলে এখানে আমাদের আর না থেকে পাততাড়ি গোটানোই ভাল।

ড্রোমিও : সি। ভালুক দেখলে মানুষ যেমন প্রাণভয়ে পালায় আমিও

তেমনি এমন একটি মেয়ের ভয়ে পালাচ্ছি যে আমার স্ত্রী হতে চায়।

(প্রস্থান)

এ্যাণ্টি : সি। এখানে শুধু ডাইনি ছাড়া আর কেউ থাকে না; সুতরাং এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। যে আমাকে স্বামী বলে ডাকছে তাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে গিয়ে ঘৃণায় ভরে উঠছে আমার অন্তর। কিন্তু তার সুন্দরী বোনের চেহারা আর কথাবার্তা এমনি মনোমুগ্ধকর এবং সে এমন কতকগুলো গুণের অধিকারিণী যে, আমার অনিচ্ছা সত্বেও মন আমার তাকে চাইছে। কিন্তু পাছে তার কাছে ধরা দিয়ে নিজের সঙ্গেই নিজে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে ফেলি, সেজন্য আমি আমার সেই জলপরীর গানে আর কান দেব না।

সোনার হার হাতে এ্যাঞ্জেলোর প্রবেশ

এ্যাঞ্জেলো। মাননীয় এ্যাণ্টিফোলাস।

এ্যাণ্টি : সি। হ্যাঁ, আমার নাম তাই বটে।

এ্যাঞ্জেলো। আমি তা জানি স্যার। এই সেই হার। আমি এটা প্রপেনটাইমেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু এটা গড়া তখন শেষ হয়নি বলে আসতে আমার দেরি হয়ে গেল।

এ্যাণ্টি : সি। তুমি কি চাও, এটা নিয়ে আমি কি করব?

এ্যাঞ্জেলো। কেন স্যার, এটা পেয়ে আপনি খুশি হবেন, এটা আপনার জন্যই আমি তৈরি করেছি।

এ্যাণ্টি : সি। আমার জন্য তৈরি করেছেন? আমি এ ধরণের কথা ত বলিনি।

এ্যাঞ্জেলো। একবার নয়, দুবার নয়, বিশবার আপনি একথা বলেছেন। এটা নিয়ে আপনি বাড়ি যান, আপনার স্ত্রীকে এটা দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করুন। নৈশভোজনের সময় আপনার কাছে গিয়ে আমি কিছু টাকা নিয়ে আসব।

এ্যাণ্টি : সি। আমি বলছি স্যার, টাকাটা আপনি এখনি নিয়ে নিন। কারণ তখন এই হার বা টাকা কোনটাই পাবেন না।

এ্যাঞ্জেলো। আপনি বেশ মজার লোক স্যার। আচ্ছা বিদায়। (প্রস্থান)

এ্যাণ্টি : সি। আমি যে এটা নিয়ে কি করব বা কি ভাবব তা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি এত ভাল সোনার হার যদি কেউ

যেচে দেয় তাহলে সেটা নিতে অস্বীকার করার মত বোকা কেউ নেই। আমি দেখছি রাস্তায় যখন এত ভাল একটা সোনার হার পাওয়া গেল তখন আর এখানে থেকে লাভ নেই। আমি এখন বাজারে গিয়ে ড্রোমিওর জন্য অপেক্ষা করব। বন্দর থেকে কোন জাহাজ ছাড়লেই চলে যাব।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বারোয়ারীতলা।

দ্বিতীয় সওদাগর, এ্যাঞ্জেলো ও একজন অফিসারের প্রবেশ

২য় সওদাগর। তুমি জান পেন্টিকস্টের সময় থেকে টাকাটা তোমার কাছে পড়ে আছে। তখন থেকে আমি তোমাকে বেশী চাইনি। এখনও চাইতাম না। কিন্তু আমায় এখন পারস্যের পথে পাড়ি দিতে হবে। আমার এই সমুদ্রযাত্রার জন্য লোকজন চাই, টাকা চাই। সুতরাং আমার টাকাটা মিটিয়ে দাও। তা না হলে আমি তোমাকে এই অফিসারের কাছে অভিযুক্ত করব।

এ্যাঞ্জেলো। ঠিক যে পরিমাণ টাকা তুমি আমার কাছে পাবে সেই পরিমাণ টাকা আমিও এ্যান্টিফোলাসের কাছে পাব। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার একটু আগেই সে আমার কাছ থেকে সোনার হারটা নিয়েছে। বেলা পাঁচটার সময় আমি টাকা পাব। চাও ত আমার সঙ্গে সেখানেই চল। আমি তোমায় টাকা দিয়ে বণ্ডমুক্ত হব।

এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাস ও এফিয়াসের ড্রোমিওর প্রবেশ

অফিসার। সে কষ্ট আর আপনাদের করতে হবে না। ঐ দেখুন উনি আসছেন।

এ্যান্টি: এ। আমি যাচ্ছি স্বর্ণকারের বাড়ি আর তুমি গিয়ে একগাছি সরু দড়ি কিনে নিয়ে এস। আমি সেই দড়িগাছটা আমার স্ত্রী আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপহার দেব আমাকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে দরজায় তালাবন্ধ করে রাখার জন্য। কিন্তু থাম, ঐত স্যাকরাকে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা তুমি যাও। একগাছা দড়ি কিনে বাড়িতে নিয়ে যাবে।

ড্রোমিও: এ। এক বছরে আমি হাজার পাউণ্ডের জিনিস কিনি আর মাত্র এক গাছি দড়ি কিনব এখন!

এ্যান্টি: এ। যে লোক তোমায় বিশ্বাস করবে তার বেশ দশা হবে ত।

আমি তোমাকে হারটা নিয়ে আসতে বললাম। কিন্তু স্বর্ণকার বা সোনার হার কোনটাই এল না। তুমি হয়ত ভেবেছিলে সোনার শিকল দিয়ে বাঁধলে আমাদের ভালবাসাটা স্থায়ী হবে, তাই আসনি।

এ্যাঞ্জেলো। তুমি ঠাট্টা করছ। এই দেখ হিসাব, সবচেয়ে বেশী ক্যারেটের সোনা দিয়ে তোমার হারের ওজন কত দাঁড়িয়েছে। এর নতুন ফ্যাশন আর পালিশ করতে আরও তিন ডুকেট বেশী খরচ হয়েছে। এই ভদ্রলোকের কাছে আমি ঋণী। টাকাটা এখনি দিয়ে দাও। উনি আবার সমুদ্রযাত্রা করবেন এবং আমার টাকাটার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এ্যান্টি : এ। এখন আমার কাছে এত টাকা নেই। তাছাড়া এখন শহরে আমার কিছু কাজ আছে। আচ্ছা ভাই, তুমি এই অতিথিকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাও আর তোমার সঙ্গে হারটাও নিয়ে যাও। আমার স্ত্রীকে এটা টাকা দিয়ে কিনে নিতে বল। তার রসিদ দেবে। তোমরা যেতে যেতে আমিও বোধ হয় পৌঁছে যাব।

এ্যাঞ্জেলো। তুমি কি তাহলে হারটা তার কাছে নিজেই নিয়ে যাবে ?

এ্যান্টি : এ। না। তুমিই সেটা নিয়ে যাও, আমার ফিরতে যদিই দেরি হয়ে যায়।

এ্যাঞ্জেলো। ঠিক আছে, আমিই তা নিয়ে যাব। কিন্তু হারটা তোমার কাছেই আছে ত ?

এ্যান্টি : এ। আমার কাছে না থাকলে তোমার কাছে নিশ্চয়ই থাকবে। আর তা না থাকলে তোমাকে টাকা না নিয়েই ফিরে যেতে হবে।

এ্যাঞ্জেলো। না না, শোন শোন, আমাকে হারটা দিয়ে দাও। এখন বাতাস আর সমুদ্রজল দুটোই শান্ত আর অনুকূল। শুধু শুধু আমার জন্যেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই ভদ্রলোক যেতে পাচ্ছেন না।

এ্যান্টি : এ। হা ভগবান! তুমি কি ভাবছ এই কৌতুক দিয়ে তোমার প্রপেন-টাইমে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ক্ষতিপূরণ করবে ? তুমি হারটা না আনার জন্য আমি তোমায় বকব কোথা না শয়তানের মত তুমিই ঝগড়া করতে শুরু করেছ !

২য় সওদাগর। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। নাও নাও, টাকা দাও।

এ্যাঞ্জেলো। শুনতে পাচ্ছো ত কেমন উনি হারটার জন্য আমাকেই তাগাদা দিচ্ছেন।

এ্যাণ্টি : এ। কেন, হারটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে টাকা নিয়ে এস।

এ্যাঞ্জেলো। শোন শোন, তুমি জান, এটা আমি তোমায় দিয়েছি একটু আগে। হয় হারটা পাঠিয়ে দাও অথবা কোন প্রাপ্তিস্বীকার করে কিছু একটা লিখে দাও।

এ্যাণ্টি : এ। তুমি এখনো ঠাট্টা করছ? বই কোথায় তোমার হার? আমাকে দেখাও ত।

২য় সওদাগর। (এ্যাণ্টিফোলাসকে) আমার কাজ আছে, এই সব খেলা দেখলে আমার কিছু লাভ হবে না।. আপনি বলুন স্যার, আমার কথার জবাব দেবেন না কি? তা না হলে ওকে আমি অফিসারের হাতে তুলে দেব।

এ্যাণ্টি : এ। আমি আপনাকে জবাব দেব! কোন কথার জবাব?

এ্যাঞ্জেলো। হারটার জন্য যে টাকা আমি তোমার কাছে পাই তার জবাব।

এ্যাণ্টি : এ। আমি তোমার কাছ থেকে হার না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে কোন টাকাই পাও না।

এ্যাঞ্জেলো। তুমি জান আমি তোমাকে হারটা আধ ঘণ্টা আগে দিয়েছি।

অ্যাণ্টি : এ। না তুমি আমাকে তা দাওনি। তুমি মিছে করে একথা বলছ।

এ্যাঞ্জেলো। তুমি একথা অস্বীকার করে আমার উপর অন্যায় করছ। ভেবে দেখ, এতে আমার নাম খারাপ হয়ে যাবে।

২য় সওদাগর। ঠিক আছে, অফিসার, আমার আবেদনক্রমে একে গ্রেপ্তার করুন।

অফিসার। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করে ডিউকের নামে অভিযুক্ত করলাম। আমায় অনুসরণ করুন।

এ্যাঞ্জেলো। এতে আমার যশ মান সব ক্ষুণ্ণ হলো। হয় টাকাটা আমায় দিতে রাজী হয়ে যাও অথবা আমি এই অফিসার দিয়ে তোমায় গ্রেপ্তার করাব।

এ্যাণ্টি : এ। আমি যে টাকা তোমার কাছে ধারি না সেই টাকা দিতে রাজী হব? ঠিক আছে গ্রেপ্তার করো আমায় যদি সাহস থাকে।

এ্যাঞ্জেলো। এই আপনার ফী। একে গ্রেপ্তার করুন অফিসার। আমার

নিজের ভাইও যদি এমনি করে আমায় প্রকাশ্যে অপমান করত তাহলে তাকেও আমি ছাড়তাম না।

অফিসার। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম স্যার। শুনছেন ত উনি অভিযোগ করছেন।

এ্যান্টি: এ। আমি জামীন দিতে না পারা পর্যন্ত আপনার কথা মেনে চলব। কিন্তু আমি বলে রাখছি এ্যাঞ্জেলো, এর প্রতিফল তোমায় একদিন এমন দাম দিয়ে কিনতে হবে যে দাম দিয়ে তুমি তোমার দোকানের সব দামী ধাতুগুলো কিনেছ।

এ্যাঞ্জেলো। যাও যাও, এফিয়াসে আমি আইন আর তার বিচার ঠিকই পাব। এখন বেশ বুঝতে পারছি। তোমার লজ্জাজনক কুখ্যাত কুকর্ম সম্পর্কে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ

ড্রোমিও: সি। দাদাবাবু এপিডামনামের একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দরে। তার মালিক এলেই জাহাজটা ছাড়বে। আমি ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। এখন বাতাসটা বেশ অনুকূল আছে। এখন জাহাজটা শুধু তার মালিক আর আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এ্যান্টি: এ। এ কি! লোকটা পাগল নাকি? কী, ভেড়ার মত চেঁচাচ্ছ কেন? এপিডামনামের কোন জাহাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে?

ড্রোমিও: সি। আপনি ত আমাকে একটা জাহাজ ভাড়া করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এ্যান্টি: সি। মাতাল ক্রীতদাস কোথাকার! আমি তোমাকে দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম আর তা কি জন্যে তাও বলে দিয়েছিলাম।

ড্রোমিও: সি। আপনি আমাকে দড়ি—আপনি আমায় বন্দরে পাঠিয়েছিলেন জাহাজের জন্যে।

এ্যান্টি: এ। পরে অবসর সময়ে আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করব এবং আমার কথা যে আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয় তা কানে ধরে শিখিয়ে দেব। এখন তুমি আড্রিয়ানার কাছে যাও, সোজা সেখানে চলে যাও শয়তান। এই চাবিটা তাকে দাওগে, বলগে দেরাজের মধ্যে তুর্কী জরির কাজ করা রুমালে টাকার থলে আছে; সেটা যেন পাঠিয়ে দেয়। তাকে বলগে, আমি গ্রেপ্তার হয়েছি। সেই টাকা দিয়ে আমায় জামীনে

খালাস করতে হবে। যাও, চলে যাও। চলুন অফিসার, আমায় কারাগারে নিয়ে চলুন। টাকা না আসা পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব।

(ড্রোমিও ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ড্রোমিও : সি। আদ্রিয়ানার কাছে। যেখানে আমরা মধ্যাহ্নভোজন সেরেছিলাম, যেখানে দোসাবেল আমায় স্বামীরূপে দাবি করেছিল। সে কিন্তু এত মোটা যে আমি তার দেহটা হাত দিয়ে ধরে, বেষ্টন করতে পারব না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে আমায় যেতেই হবে। কারণ মনিবদের মনের ইচ্ছা চাকরদের পুরণ করতেই হবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাসের বাড়ি।

আদ্রিয়ানা ও লুসিয়ানার প্রবেশ

আদ্রিয়ানা। আচ্ছা লুসিয়ানা, সে কি তোমায় এতখানি লোভ দেখিয়েছিল? তুমি কি তার চোখেমুখে কোন গাম্ভীর্য দেখেছিলে? তার কথা বলার মধ্যে কি তেমন কোন গুরুত্ব দেখেছিলে? বল হ্যাঁ, কি না। তাকে কিরকম দেখাচ্ছিল? ম্লান না লাল? বিষণ্ণ অথবা আনন্দিত? এক্ষেত্রে কি তুমি দেখলে, তার অন্তরের উল্কা মুখে কতখানি ফুটে বেরিয়েছে?

লুসিয়ানা। প্রথমে সে তার উপর তোমার কোন অধিকার আছে সেকথা অস্বীকার করল।

আদ্রিয়ানা। সে বলতে চেয়েছে সে আমাকে বিয়ে করেনি, এতে তার প্রতি বিরক্তি আমার আরো বেড়ে গেছে।

লুসিয়ানা। তারপর সে শপথ করে বলল সে এখানে বিদেশী।

আদ্রিয়ানা। একদিক দিয়ে সে ঠিকই বলেছে।

লুসিয়ানা। তারপর আমি তোমার কথা তার কাছে বললাম।

আদ্রিয়ানা। তখন সে কি বলল?

লুসিয়ানা। তখন তোমার প্রতি তার যে ভালবাসার জন্যে আমি প্রার্থনা করলাম আমার প্রতি সেই ভালবাসার জন্য সে আমায় প্রার্থনা করল।

আদ্রিয়ানা। সে কিভাবে তোমার ভালবাসা চাইল?

লুসিয়ানা। মানুষের যে কোন প্রকৃত আবেদনে যে সব কথা থাকে সেই সব কথা দিয়ে। প্রথমে সে আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করল, তারপর আমার কথাবার্তার।

আড্রিয়ানা। তুমি কি তার সঙ্গে খুব সুন্দর করে কথা বলেছিলে ?

লুসিয়ানা। ধৈর্য ধরো, আমি তোমায় অনুরোধ করছি।

আড্রিয়ানা। না, আমি ধৈর্য ধরতে পারব না। নিজেকে আর আমি ধরে রাখতে পারছি না। আমার অন্তর কিছু বলতে না চাইলেও আমার জিব তার ইচ্ছামত কথা না বলে ছাড়বে না। ও হচ্ছে বিকৃতদেহ, বুড়ো, ওর মুখটা দেখতে ভীষণ খারাপ, ওর দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোই খারাপ। লোকটা বোকা, বদমাস, নির্দয় ; ওর দেহ মন দুটোই খারাপ।

লুসিয়ানা। লোকটা যদি তাই হয় তাহলে কে তার জন্যে ঈর্ষা করবে বোন। কোন খারাপ জিনিস যদি হারিয়ে যায় তাহলে তার জন্যে কি কেউ শোক করে ?

আড্রিয়ানা। হ্যাঁ, আমি তা বলছি বটে। তবে মুখে আমি যাই বলি না কেন, মনে আমি তাকে আরও ভাল বলেই জানি। যে প্রেমপাখি বাসা ছেড়ে দূরে উড়ে যাচ্ছে তার জন্যে অন্তর আমার কাঁদছে, মুখে তাকে আমি যতই অভিশাপ দিই না কেন।

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ

ড্রোমিও : সি। যান যান—দেরাজ, টাকার থলে, যান যান দয়া করে যান, তাড়াতাড়ি করুন।

লুসিয়ানা। কি ব্যাপার, তুমি যে হাঁপিয়ে উঠেছ ?

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ, জোর ছুটে হাঁপিয়ে উঠেছি।

আড্রিয়ানা। তোমার মনিব কোথায় ড্রোমিও, তিনি ভাল আছেন ত ?

ড্রোমিও : সি। না। নরকের চেয়েও তিনি খারাপ হয়ে গেছেন। একটা শয়তান একা তাঁকে পেয়ে বসেছে যার অন্তরটা ইস্পাতের মত কঠিন বোতাম দিয়ে আঁটা। সে একটা আস্ত শয়তান, এক মায়াবী পরী, নিষ্ঠুর, তার ব্যবহার অতিশয় কর্কশ। সে উপর থেকে কাঁধ চাপড়ায়, বন্ধুত্বের ভান করে, একটা ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুর যে এগিয়ে যায় আবার পিছু হটে, সে এমনি লোক যে বিচার না করেই লোককে নরকে নিয়ে যায়।

আড্রিয়ানা। কেন, কি হয়েছে ?

ড্রোমিও : সি। আমি ব্যাপারটা ঠিক জানি না। তবু জানি যে তিনি একটা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আড্রিয়ানা। সে কি, উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন ? কার অভিযোগে ?

ড্রোমিও : সি। কার আবেদনে বা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন আমি তা জানি না, কিন্তু কোন না কোন একটা আবেদন বা অভিযোগক্রমে উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। যাই হোক, ওঁর দেরাজে যে টাকা আছে সেই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে আপনি তাঁকে মুক্ত করতে চান ?

আদ্রিয়ানা। যাও বোন, টাকাটা এনে দাও। (লুসিয়ানার প্রস্থান) ঘটনাটায় খুবই আশ্চর্য বোধ করছি আমি। আমি জানলাম না কিছু, অথচ তিনি ঋণে জড়িয়ে পড়লেন। আচ্ছা বলতে পার তিনি কি ঋণের বন্ধকীর জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ?

ড্রোমিও : সি। না কোন বন্ধকী না, তার থেকেও শক্ত জিনিস। উনি একটা হারের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। আপনি কি সেকথার কিছু শোনেননি ?

আদ্রিয়ানা। কী বললে ? হার ?

ড্রোমিও : সি। না না ঘণ্টা। আমি দুটোর সময় তাঁর কাছ থেকে এসেছি আর এখন একটা বাজে।

আদ্রিয়ানা। সময় ঘুরে আসে একথা ত কখনো শুনিনি !

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ হ্যাঁ আসে, যদি কোন চলমান সময়ের মুহূর্ত বা ঘণ্টা কোন পুলিশ সার্জেন্টকে দেখে তাহলে ভয়ে তা টলতে টলতে ফিরে আসে।

আদ্রিয়ানা। তুমি এমনভাবে মজার যুক্তি দেখাচ্ছ যাতে করে মনে হবে সময় নিজেই যেন ঋণ করেছে।

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। সময় সবচেয়ে ঋণী। ঋণ করে করে সে দেউলে হয়ে গেছে। সে এত বেশী ঋণ করে বসে আছে যে তা শোধ করার তার ক্ষমতা নেই। শুধু তাই নয়। সময় বা কাল আবার চোরও বটে। আপনি কি শোনেননি, কাল দিন রাত কত বস্তু চুরি করে নিয়ে যায়। তাই যদি হয়, সে যদি ঋণ আর চুরি দুটোই করে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে পুলিশ সার্জেন্ট ধরতে আসবে আর তাহলে তাকে এক ঘণ্টা ঘুরে আসতেই হবে।

টাকার থলে হাতে লুসিয়ানার পুনঃপ্রবেশ

আদ্রিয়ানা। যাও ড্রোমিও, এই টাকাটা নিয়ে সোজা চলে যাও। তোমার মনিবকে এখনি মুক্ত করে নিয়ে এস। এস বোন। এখন আমার কিন্তু খুব অহঙ্কার হচ্ছে। এখন আমার এই অহঙ্কারই হচ্ছে একমাত্র

সান্ত্বনা। এ অহঙ্কার একই সঙ্গে মনের মধ্যে ক্ষত করে আবার তার উপর প্রলেপ দিয়ে দেয়। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বাজার।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাসের প্রবেশ

এ্যান্টি : সি। এই শহরে এমন কোন লোকই দেখছি না যে আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার না করছে, যেন আমি তাদের কত দিনের অতি পরিচিত বন্ধু। আবার প্রত্যেকেই আমার নাম ধরে ডাকছে। কেউ আমায় টাকা দিচ্ছে, কেউ আমায় নিমন্ত্রণ করছে, কেউ আমায় দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে, কেউ আবার আমার কাছে পণ্যদ্রব্য কেনার কথা বলছে। এইমাত্র ত একটা দর্জি আমাকে তার দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল সেখানে সে আমার জন্য কোথা থেকে ভাল সিল্ক কিনে এনেছে এবং আমার জামার মাপও নিয়ে নিল। নিশ্চয় এরা কোন যাদু জানে এবং এই গোটা শহরটাতেই যত সব যাদুকর বাস করে।

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ

ড্রোমিও : সি। মালিক, এই হচ্ছে সেই টাকা যার জন্যে আমায় আপনি পাঠিয়েছিলেন। কী ব্যাপার, আপনি কি এমনিতেই বৃদ্ধ আদমের করুণা পেয়ে গেলেন অর্থাৎ তাকে আপনি নতুনরূপে নতুন পোষাকে পেয়ে গেলেন ?

এ্যান্টি : সি। কোন টাকার কথা বলছ ? আর কোন আদমের কথাই বা বলছ ?

ড্রোমিও : সি। স্বর্গের আদমের কথা বলছি না, আমি বলছি নরকের আদমের কথা, যে আদম কারারক্ষকের কাজ করে, যে আদম সেই অমিতব্যয়ী ছোকরার জন্য কাটা বাছুরটার-চামড়া পড়ে থাকে, যে আপনার পিছু পিছু এসে শয়তানের মত আপনার সব স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে গেল।

এ্যান্টি : সি। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

ড্রোমিও : সি। বুঝতে পারছেন না ? এটা ত খুব সহজ কথা। সেই যে চামড়ার বেল্টপরা পিতলের তকমা আঁটা লোকটা, ভদ্রলোকদের বিচারের সময় যে অপমানের কথা বলে তাঁদের চোখে জল আনে, যে যত সব বিপন্ন মানুষদের উপর মামলার বোঝা চাপিয়ে দেয় আর তার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর পীড়ন করে।

এ্যাণ্টি : সি। ও, তুমি অফিসারের কথা বলছ ?

ড্রোমিও : সি। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি সেই পুলিশ সার্জেণ্টের কথা, যে কোন লোককে তার ঋণের শর্তভঙ্গে উপযুক্ত প্রতিফল দেয়, যে ভাবে সব লোকই কাজকর্ম ফেলে কুঁড়ে মানুষের মত বিছানায় যাচ্ছে আর ঋণ করছে।

এ্যাণ্টি : সি। ঠিক আছে, এবার তোমার ভাঁড়ামিটা একটু থামাবে ? এখন বল, কোন জাহাজ রাতে ছাড়ছে ? আমরা কি এখান থেকে চলে যেতে পারি ?

ড্রোমিও : সি। কেন স্যার, আমি ত এক ঘণ্টা আগেই খবর এনে দিয়েছিলাম আজ রাত্রেই একটা জাহাজ ছাড়ছে। কিন্তু তখন সেই সার্জেণ্টটার জন্য আপনি দেরি করে ফেললেন। এই হচ্ছে টাকা অর্থাৎ দেবদূত যা আপনাকে মুক্ত করবে।

এ্যাণ্টি : সি। ওর মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, আর আমারও মাথার ঠিক নেই। আমরা যেন এক মায়ার রাজ্যে বিচরণ করছি। একমাত্র কোন দৈবশক্তি ছাড়া আমাদের কেউ মুক্ত করতে পারবে না এখান থেকে।

বারবণিতার প্রবেশ

বারবণিতা। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হলো এ্যাণ্টিফোলাস। আমি দেখছি, তুমি তাহলে সেই স্যাকরার দেখা পেয়ে গেছ। যে হারটা তুমি আমায় দেবার কথা বলেছিলে এটা কি সেই হার ?

এ্যাণ্টি : সি। শয়তান কোথাকার ! চলে যাও। আমি বলছি চলে যাও, আমাকে আর প্রলুব্ধ করো না।

ড্রোমিও : সি। দাদাবাবু, এই মহিলা কি শয়তান ?

এ্যাণ্টি : সি। হ্যাঁ, এ হচ্ছে শয়তান।

ড্রোমিও : সি। না, শয়তানের থেকে আরও খারাপ, শয়তানের মা ; কিন্তু ও এক চটুল রমণীর রূপ ধরে এসেছে। শাস্ত্রে লেখা আছে, ওরা দেবদূতের আলোর মত মানুষের কাছে ছলনা করতে আসে। কিন্তু সব আলোরই উৎপত্তি হচ্ছে আগুন থেকে। সুতরাং ওই চটুল হালকা প্রকৃতির রমণীর ভিতরে নিশ্চয় আগুন আছে। ওর কাছে আপনি যাবেন না।

বারবণিতা। তুমি আর তোমার লোক—তোমরা দুজনেই বেশ মজার লোক। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে ? সেখানেই আমরা খেয়ে নেব।

ড্রোমিও। দাদাবাবু, যদি আপনি ওর সঙ্গে বসে খান তাহলে চামচে করে মাংস খাবেন আর লম্বা চামচের কথা বলবেন।

এ্যান্টি : সি : কেন ওকথা বলছ ড্রোমিও ?

ড্রোমিও : সি। যারা শয়তানের সঙ্গে বসে খায় তাদের লম্বা চামচের দরকার হয়।

এ্যান্টি : সি। বলছি, চলে যাও শয়তানী। কেন তুমি নৈশভোজনের কথা বলছ ? তোমরা সবাই হচ্ছ যাদুকরী। আমি বলছি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও।

বারবণিতা। দুপুরে খাওয়ার সময় তুমি আমার কাছ থেকে যে আংটিটা নিয়েছিলে সেটা তাহলে দিয়ে দাও। অথবা সেই হীরের আংটিটার বিনিময়ে আমাকে ওই সোনার হারটা দিয়ে দাও। তাহলে আমি আর কোন ঝামেলা না করে চলে যাব।

ড্রোমিও : সি। কোন কোন শয়তান মানুষের নখের কাটা অংশটা চায়, কখনো চায় একফোঁটা রক্ত, একগোছা চুল, একটা কাঁটা, একট বাদাম অথবা চেরী ফল। কিন্তু এই শয়তানটা আরও লোভী ; সে একটা সোনার হার চায়। দাদাবাবু, খুব সাবধান। যদি আপনি ওটা দিয়ে দেন তাহলে ওই হারটা নাড়িয়েই ও আমাদের ভয় দেখাবে।

বারবণিতা। আমি আবার অনুরোধ করছি স্যার, হয় আমার আংটি দিন আর না হলে আমায় সোনার হারটা দিন। আশা করি আপনি আমাকে এভাবে ঠকাবেন না।

এ্যান্টি : সি। বেরিয়ে যাও ডাইনি কোথাকার। চলে এস ড্রোমিও। চল আমরা চলে যাই ! (এ্যান্টি : সি ও ড্রোমিও : সি-এর প্রস্থান)

বারবণিতা। এখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি, এান্টিফোলাস পাগল হয়ে গেছে। তা না হলে ও কখনই নিজেকে এমন করে ছোট করত না। সে আমার কাছ থেকে একটা আংটি নিয়েছে যার দাম চল্লিশ ডুকেট আর সেই আংটিটার বদলে আমায় একটা হার দেবে বলেছিল। এখন সে কোনটার কথাই স্বীকার করছে না। এর একমাত্র কারন আমি যতদুর বুঝছি, সে পাগল হয়ে গেছে। বর্তমানের এ ঘটনা ছাড়াও দুপুরে খাওয়ার সময় সে এক অদ্ভুত কথা বলেছিল, বলেছিল তার বাড়ির দরজা বন্ধ বলে সে নাকি বাড়ি ঢুকতে পারেনি। এমনও হবে তার স্ত্রী তার পাগলামির

কথা জেনেই ইচ্ছে করেই তাকে ঢুকতে না দেবার জন্যে দরজা বন্ধ করে রেখেছে। এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে তার বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রীকে একথা বলা। বলব সে পাগল হয়ে গেছে এবং উন্মাদ অবস্থায় আমার বাড়ি ঢুকে আমার আংটিটা জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে। এই পথই আমার পক্ষে ঠিক হবে। চল্লিশটা ডুকেট আমার পক্ষে যথেষ্ট আর আমি তা হারাতে পারি না। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। রাজপথ।

একজন অফিসারসহ এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাসের প্রবেশ

এ্যান্টি : এ। ভয় করবেন না, আমি পালিয়ে যাব না। আমি যাবার আগে আমার বিশ্রামের জন্য আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেব। আমার স্ত্রী আজ মনের খেয়ালে আছে এবং আমার পাঠানো দূতকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি গ্রেপ্তার হয়েছি একথা শুনে তার কানে খটকা লাগবে।

এফিয়াসের ড্রোমিওর প্রবেশ

এই যে আমার লোক এসে গেছে। আমার মনে হয় ও টাকা নিয়ে এসেছে। কি খবর! আমি যা তোমায় আনতে পাঠিয়েছিলাম তা এনেছ ত?

ড্রোমিও : এ। এই নিন। এর দামটা দিয়ে দেবেন।

এ্যান্টি : এ। কিন্তু টাকা কোথায়?

ড্রোমিও : এ। কেন স্যার, আমি ত টাকা দিয়ে দড়ি কিনেছি।

এ্যান্টি : এ। কী, একটা দড়ির জন্য পাঁচশো ডুকেট খরচ হলো? শয়তান!

ড্রোমিও : এ। আমি আপনাকে হিসেব দিয়ে বুঝিয়ে দেব স্যার কি দরে কিনেছি।

এ্যান্টি : এ। আমি তোমায় কেন এটা আনতে বলেছিলাম?

ড্রোমিও : এ। দড়ি নিয়ে লোকে যা করে সেইজন্যে স্যার। আর আমি সেই জন্যেই এটা নিয়ে এসেছি।

এ্যান্টি : এ। আর আমি সেইজন্যেই তোমাকে অভ্যর্থনা জানাব।

(প্রহার করতে লাগল)

অফিসার। আপনি ধৈর্য ধরুন, শান্ত হোন স্যার।

ড্রোমিও : এ। না, আমাকেই শান্ত হতে হবে, কারণ আমিই বিপদে পড়েছি।

অফিসার। নাও, তুমি এখন চুপ করো। জিবটা তোমার সংযত করো।

ড্রোমিও। ওঁর হাতটা সংযত করতে বলুন।

এ্যাণ্টি : এ। পাজী নচ্ছার, নির্বোধ শয়তান।

ড্রোমিও : এ। আমার যদি কোন বোধশক্তি বা চেতনা না থাকত তাহলে আমি আপনার মার অনুভব করতে পারতাম না স্যার।

এ্যাণ্টি : এ। তুমি শুধু মার ছাড়া কিছুই বুঝতে পার না। সুতরাং তুমি একটি গাধা।

ড্রোমিও : এ। হ্যাঁ আমি গাধাই বটে। আমার লম্বা কানগুলোর জন্যে আমায় গাধা বলতে পারেন। আমি আমার জন্মের পর থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কাজ করে আসছি, কিন্তু এই কাজের জন্য একমাত্র মার ছাড়া আর কিছুই পাইনি তাঁর কাছ থেকে। যখন আমার শীত লাগে তখন উনি আমায় মেরে ঠাণ্ডা করে দেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লে উনি আমায় মেরে জাগিয়ে দেন, আবার বসলেও উনি মেরে উঠিয়ে দেন। উনি আমায় ঘর থেকে মেরে বাইরে বার করে দেন, আবার ঘরে ফেরার সময় মার দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করেন। ভিখিরিরা যেমন তাদের ছেলেকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়, আমি তেমনি ওঁর মার সর্বত্র বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আর আমার মনে হয় আমি খোঁড়া হয়ে পড়লেও ওঁর মার খেতে খেতেই বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে।

আদ্রিয়ানা, লুসিয়ানা, বারবণিতা ও পিঞ্চ নামে একজন
স্কুল শিক্ষকের প্রবেশ

এ্যাণ্টি : এ। এখন যাও যাও। ঐ আমার স্ত্রী আসছে।

ড্রোমিও : এ। গিন্নীমা, আপনি আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক হোন। তা নাহলে আমি তোতাপাখির মত ভবিষ্যদ্বাণী করছি আপনার ভাগ্যে গলায় দড়ি আছে।

এ্যাণ্টি : এ। এখনো তুমি বকবে? (প্রহার করল)

বারবণিতা। এখন কি বলবে বল, তোমার স্বামী পাগল হয়ে যায়নি?

আদ্রিয়ানা। তার অভদ্রতা দেখে ত তাই মনে হচ্ছে। ডাক্তার পিঞ্চ, আপনি নাকি মন্ত্রদ্বারা পাগলামি সারাতে পারেন। আপনি তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিন। আমি আপনাকে খুশি করে দেব তার জন্যে।

লুসিয়ানা। ওঁর চোখগুলো কেমন আগুনের মত লাল আর তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে।

বারবণিতা। রাগের আবেগে কেমন উনি কাঁপছেন।

পিঞ্চ। আপনার হাতটা একবার দেখতে দিন, আমি নাড়ীর গতিটা পরীক্ষা করব।

এ্যান্টি : এ। এই নাও হাত, তবে এই হাত দিয়ে আমি তোমার কান পরীক্ষা করব। (কান মলে দিল)

পিঞ্চ। আমি জোর গলায় বলছি, ওঁর দেহের মধ্যে শয়তান ঢুকেছে। আমি প্রার্থনার দ্বারা তাকে দেহছাড়া করবই, আমি স্বর্গের সমস্ত সাধুদের নামে তোমায় যেতে বলছি শয়তান, তুমি তোমার অন্ধকার ডেরায় চলে যাও।

এ্যান্টি : এ। থাম থাম যাদুকর, আমি পাগল হইনি।

আড্রিয়ানা। সে কি, তুমি পাগল হওনি? হায় হায়!

এ্যান্টি : এ। আমি নই, পাগল হয়েছ তুমি। এরা কি তোমার রূপের খরিদ্দার? এই সব সঙ্গীই কি আজ আমার বাড়িতে তোমার সঙ্গে ভোজসভায় ফুর্তি করেছে, যখন আমি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছি, যখন আমার দরজা বন্ধ রেখে আমায় বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

আড্রিয়ানা। ও আমার স্বামী! ভগবান জানেন, তুমি আজ বাড়িতেই খেয়েছ। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? এই প্রকাশ্য লজ্জা আর নিন্দাটাকে কেন তুমি এড়িয়ে বেড়াচ্ছ?

এ্যান্টি : এ। বাড়িতে খেয়েছি? শয়তানের মত তুমি কি বলছ?

ড্রোমিও : এ। স্যার, সত্যি কথা বলতে কি, আপনি বাড়িতে খাননি।

এ্যান্টি : এ। আমার বাড়ির দরজাতে কি ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল না? আর আমি কি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম না?

ড্রোমিও : এ। হ্যাঁ ত, দরজা তখন বন্ধ ছিল আর আপনিও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এ্যান্টি : এ। আমার স্ত্রী নিজে কি আমায় সেখানে অপমান করেনি?

ড্রোমিও : এ। এর মধ্যে কোন মিথ্যা নেই, উনি আপনাকে অপমান করেছিলেন।

এ্যান্টি : এ। ওর রাঁধুনি কি আমায় অপমান আর উপহাস করেনি?

ড্রোমিও : এ। নিশ্চয় স্যার। ওর রাঁধুনি আপনাকে অপমান করেছিল।

এ্যান্টি : এ। আমি কি রাগের মাথায় সেখান থেকে চলে আসিনি?

ড্রোমিও : এ। সত্যি স্যার, আপনি তাই করেছিলেন। আপনার রাগের চিহ্ন আমার হাতের উপর এখনো আছে।

আদ্রিয়ানা। এত সব বৈপরীত্য থেকে তাকে মুক্ত করা কি সম্ভব ?

পিঞ্চ। শয়তানটা ওর শিরায় শিরায় ঢুকে পড়েছে। এতে কোন লজ্জা নেই। এসব শয়তানের কাজ। শয়তানই ওর মেজাজটাকে বিগড়ে দিয়েছে।

এ্যান্টি : এ। তুমিই স্বর্ণকারকে দিয়ে আমায় গ্রেপ্তার করিয়েছ।

আদ্রিয়ানা। হায়, আমি তোমায় ছাড়াবার জন্য ড্রোমিওকে দিয়ে টাকা পাঠালাম। ড্রোমিও ত টাকাটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এল।

ড্রোমিও। আমাকে দিয়ে টাকা পাঠিয়েছেন ? আপনি হয়ত আপনার আন্তরিকতা আর শুভেচ্ছা পাঠাতে পারেন, কিন্তু টাকাকড়ি কিছুই তো পাঠাননি।

এ্যান্টি : এ। তুমি ওর কাছে টাকা আনতে যাওনি ?

আদ্রিয়ানা। হ্যাঁ, ও আমার কাছে এসেছিল আর আমি টাকা দিয়েছিলাম।

লুসিয়ানা। আমি সাক্ষী আছি। আমার সামনে একে টাকা দেওয়া হয়েছে।

ড্রোমিও : এ। ঈশ্বর আর দড়ির দোকানদার সাক্ষী আছে, আমাকে একগাছা দড়ি আনতে পাঠানো হয়েছিল।

পিঞ্চ। গিন্নীমা, আমি ত দেখছি, মনিব আর চাকর দুজনকেই শয়তানে ধরেছে। আমি ওদের চোখ দেখে বুঝতে পারছি। ওদের চোখগুলো কেমন মলিন হয়ে গেছে। এখন ওঁদের বেঁধে নিয়ে গিয়ে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ভরে রেখে দিতে হবে।

এ্যান্টি : এ। এখন বল, কেন দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিলে আর কেনই বা আমার লোককে টাকা দিতে অস্বীকার করেছ ?

আদ্রিয়ানা। না স্বামী, আমি দরজায় তালা দিয়ে তোমায় বাইরে দাঁড করিয়ে রাখিনি।

ড্রোমিও। না মনিব, আমি ওঁর কাছ থেকে কোন টাকা পাইনি, তবে হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি, সদর দরজায় তালা লাগানো ছিল।

আদ্রিয়ানা। ছলনাময় শয়তান কোথাকার, তোমার দুটো কথাই সব মিথ্যা।

এ্যান্টি : এ। ছলনাময়ী বারবণিতা, তোমার সবটাই মিথ্যা। তোমার

গোটা দেহটাই এখন আমার মধ্যে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করছে। কিন্তু আমি আমার হাতের এই নখ দিয়ে তোমার চোখ দুটো উপড়ে দেব যাতে তুমি আর কোন ছলচাতুরী আমার সঙ্গে খেলতে না পার।

পিঞ্চ। কই কে আছ, আরও লোক চাই। ওর মধ্যের শয়তানটা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে।

তিন চারজন লোকের প্রবেশ

লুসিয়ানা। আহা বেচারাকে কেমন মলিন দেখাচ্ছে।

এ্যান্টি: এ। কী, তোমরা কি আমায় হত্যা করবে? জেলরক্ষক, আমি আপনার বন্দী। আপনি কি ওদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করবেন না?

অফিসার। যেতে দাও; উনি আমার বন্দী। তোমরা এখন ওকে বাঁধতে পারবে না।

পিঞ্চ। যাও ঐ লোকটাকে বেঁধে ফেল। (ড্রোমিওকে বেঁধে ফেলল)

আড্রিয়ানা। কি করবেন মশাই রাগী অফিসার? একটা হতভাগ্য লোক বেচারা নিজেই নিজের ক্ষতি করে কষ্ট পাচ্ছে আর আপনি তাই দেখে মজা পাচ্ছেন?

অফিসার। উনি আমার বন্দী। যদি আমি ওঁকে যেতে দিই তাহলে উনি যে ঋণের দায়ে দায়ী তা আমাকে শোধ করতে হবে।

আড্রিয়ানা। আমি যাবার আগে সে ঋণের টাকা শোধ করে যাব। তাঁর মহাজনের কাছে আমায় নিয়ে চলুন আর কি করে ঋণ হলো বলুন। আমি তা দিয়ে দেব। ডাক্তার, ওঁকে আপনি নিরাপদে বাড়ি নিয়ে চলুন। হায় কী দুঃসময়েই না পড়েছি।

এ্যান্টি: এ। হায় হতভাগিনী বেশ্যা!

ড্রোমিও: এ। মনিব, আমি আপনার জন্য বাঁধা পড়লাম, এই দেখুন।

এ্যান্টি: এ। চুলোয় যাও শয়তান, তুমিই আমাকে পাগল করে তুলেছ।

ড্রোমিও: এ। শুধু শুধু আপনিও বাঁধা পড়বেন? কেন উন্মাদের মত 'শয়তান' 'শয়তান' বলে চীৎকার করুন।

লুসিয়ানা। হা ভগবান! ওরা কেমন হালকাভাবে কথা বলছে দুজনে। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন।

আড্রিয়ানা। যাও ওদের নিয়ে যাও। চল বোন আমার সঙ্গে।

(আড্রিয়ানা, লুসিয়ানা, অফিসার ও বারবণিতা ছাড়া সকলের প্রস্থান)

এবার বলুন, কার আবেদনক্রমে উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন ?

অফিসার। এ্যাঞ্জেলো নামে একজন স্বর্ণকার ; আপনি তাকে চেনেন ?

আদ্রিয়ানা। আমি লোকটাকে চিনি। কত টাকার ঋণ ?

অফিসার। দুশো ডুকেট।

আদ্রিয়ানা। কি করে এত টাকা বাকি পড়ল তা বলুন।

অফিসার। আপনার স্বামী ওঁর কাছ থেকে একটা সোনার হার নিয়েছিলেন তার দরুণ বাকি আছে।

আদ্রিয়ানা। তিনি আমার জন্য হারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু হার নেননি।

বারবণিতা। আজ আপনার স্বামী রাগে উন্মত্ত অবস্থায় আমার বাড়ি গিয়ে আমার একটা আংটি নিয়ে এসেছে। আমি এইমাত্র ওর হাতের আঙুলে আংটিটা দেখলাম। ওঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে ওঁর হাতে একটা হারও দেখি।

আদ্রিয়ানা। তা হতে পারে ; কিন্তু আমি হারটা দেখিনি। চলুন জেলরক্ষক, সেই স্বর্ণকারের কাছে আমায় নিয়ে চলুন। আমি আসল সত্যটা জানতে চাই।

মুক্ত তরবারি হাতে সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস ও সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ

লুসিয়ানা। হা ভগবান ! ওরা আবার পালিয়ে এসেছে।

আদ্রিয়ানা। আবার মুক্ততরবারি নিয়ে আসছে। আরও লোকের দরকার, ওদের আবার বাঁধতে হবে।

অফিসার। পালিয়ে যান, ওরা আমাদের হত্যা করবে।

(সিরাকিউজের এ্যান্টি : ও ড্রোমিও ছাড়া সকলের দ্রুত পলায়ন)

এ্যান্টি : সি। এখন দেখছি, এই সব ডাইনীগুলো তরবারি দেখলেই ভয়ে পালায়।

ড্রোমিও : সি। যে আপনার স্ত্রী হতে চায় সে এখন পালিয়ে গেল।

এ্যান্টি : সি। চল আমাদের পান্থশালায়। আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদে গিয়ে জাহাজে উঠি।

ড্রোমিও। আজকের রাতটা থেকে যান। তারা আমাদের কোন ক্ষতিই করবে না। আপনি দেখছেন না ওরা আমাদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে,

আমাদের টাকাকড়ি দেয়, আমার মনে হয় ওরা খুব ভাল লোক। পাহাড়-প্রমাণ মাংসওয়ালা সেই মেয়েটা আমায় বিয়ে করতে না চাইলে আমিও এখানে থেকে যেতাম; তাতে যদি আমায় ডাইনি হয়ে যেতে হয় তাও ভাল।

এ্যান্টি: সি। আমি আজ রাত্রে আর থাকব না। কোন কিছুর বিনিময়েই না। সুতরাং চল আমাদের সব মালপত্র জাহাজে তুলবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রাজপথের একাংশ।

দ্বিতীয় সওদাগর ও এ্যাঞ্জেলোর প্রবেশ

এ্যাঞ্জেলো। আমি সত্যিই দুঃখিত যে আমার জন্য তোমার যাওয়া হলো না। কিন্তু আমি সত্যি বলছি সে আমার কাছ থেকে হারটা নেয়নি বলে অস্বীকার করছে।

২য় সওদাগর। শহরে লোকটার মান খাতির কেমন আছে?

এ্যাঞ্জেলো। লোকটার মান খাতির প্রচুর মশাই। ওঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সবাই ভালবাসে, ওর এক কথায় আমি একদিন কত টাকা পেয়েছি। ওর মত প্রতিষ্ঠাবান ও যশস্বী লোক সারা শহরে আর একজনও নেই।

২য় সওদাগর। আস্তে বল। আমার মনে হয় ওরা আমাদের সব কথা শুনছে।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিওর প্রবেশ

এ্যাঞ্জেলো। তাই ত। সেই হারটা যেটা উনি বারবার অস্বীকার করেছেন পাননি বলে সেটা ওঁর গলাতেই রয়েছে। এই যে স্যার, আসুন আসুন, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব। মাননীয় এ্যান্টিফোলাস, আমি আপনার ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবতেই পারিনি, এতখানি লজ্জা আর অপমানের মধ্যে আপনি আমায় ফেলবেন। আর এতে আপনার দুর্নামও কম হয়নি। আপনি শপথ করে তখন এই হারটা পাননি বললেন অথচ এটা আপনি এখন পরে রয়েছেন প্রকাশ্যে। এর জন্যে অভিযোগ, কারাবরণ, লজ্জা ত আপনি ভোগ করেছেন। তার উপর এই ভদ্রলোকের প্রতিও আপনি অন্যায় করেছেন। কারণ তখন আমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি না হলে উনি আজই সমুদ্রযাত্রা করতেন। এই হারটা আপনি আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন, এটা এখন অস্বীকার করতে পারেন?

এ্যান্টি : সি। হ্যাঁ, আমি পেয়েছিলাম, আমি একথা ত কখনো অস্বীকার করিনি।

২য় সওদাগর। হ্যাঁ স্যার, আপনি তা অস্বীকার করেছিলেন এবং শপথ করে বলেছিলেন।

এ্যান্টি : সি। কে আমার সেকথা শুনেছে ?

২য় সাওদাগর। শুনেছে আমার এই কান। বুঝলে ? ছি, ছি, ধিক তোমাকে ! কি করে তুমি বেঁচে আছ, রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, লজ্জা করছে না ?

এ্যান্টি : সি। তুমি একটা শয়তানের মত মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করছ আমায়। আমি এখনি তোমাদের হাত থেকে আমার সততা ও সম্মান রক্ষা করব। সাহস থাকে ত দাঁড়িয়ে থাক।

২য় সওদাগর। হ্যাঁ আমি এই ত দাঁড়িয়ে আছি এবং তোমার মত শয়তানকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। (দুজনেই তরবারি বার করল)

আদ্রিয়ানা, লুসিয়ানা, বারবণিতা ও অন্যান্যদের প্রবেশ

আদ্রিয়ানা। দাঁড়ান, ওকে মারবেন না। ভগবানের নামে বলছি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ ওর কাছে গিয়ে তরবারিটা কেড়ে নিন। তারপর ওকে ও ড্রোমিওকে বেঁধে আমাদের বাড়ি নিয়ে যান।

ড্রোমিও : সি। পালিয়ে চলুন মনিব, পালিয়ে চলুন। এটা হচ্ছে একটা মঠ। এর ভিতরে চলুন। (উভয়ের পলায়ন)

মঠবাসিনীর প্রবেশ

মঠবাসিনী। শান্ত হও তোমরা। কোথা হতে কিজন্য এখানে ভিড় করেছ তোমরা ?

আদ্রিয়ানা। এখানে আমার উন্মাদ স্বামী প্রবেশ করেছেন। তাঁকে পাবার জন্য আমি ঢুকেছি। তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। দয়া করে আমাদের দু একজনকে এর ভিতরে ঢুকে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যেতে দিন।

এ্যাঞ্জেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি ওর মাথার ঠিক নেই।

২য় সওদাগর। আমি না জেনে তরবারি বার করেছিলাম; এজন্য আমি দুঃখিত।

মঠবাসিনী। কতদিন ধরে ওর এ রকম অবস্থা হয়েছে ?

আদ্রিয়ানা। এই সপ্তায় উনি এই রকম হয়েছেন। আগে কিন্তু উনি এমন ছিলেন না। কিন্তু আজ বিকালের মত উনি কখনো এতখানি রাগে ও উন্মত্ততায় ফেটে পড়েননি।

মঠবাসিনী। আচ্ছা, জাহাজডুবিতে কি ওর অনেক সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি? উনি কি কোন প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে সমাহিত করেননি? কোন অবৈধ প্রেমের জন্য ওঁর দুচোখের দৃষ্টি কি বুভুক্ষিত হয়নি? সাধারণতঃ যৌবনে মানুষের চোখ চারিদিকে স্বাধীনভাবে তাকাতে গিয়ে এই রকম অনেক ভুল করে থাকে। আমি যা যা বললাম এর মধ্যে উনি কোন দুঃখে দুঃখী বা কোন অপরাধে অপরাধী?

আদ্রিয়ানা। একমাত্র শেষের দোষটা ছাড়া আর কোন দোষে দোষী না। কোন গোপন প্রেমই তাঁকে বাড়ি থেকে প্রায়ই বাইরে টেনে নিয়ে যেত।

মঠাধ্যক্ষা। এ বিষয়ে আগেই তাঁর মতলবটা ধরা তোমাদের উচিত ছিল।

আদ্রিয়ানা। কেন, আমি তাই ত করেছি।

মঠাধ্যক্ষা। হাঁ, ধরতে পেরেছ, কিন্তু তেমন কড়া হতে পারনি।

আদ্রিয়ানা। আমার শালীনতা বজায় রেখে যতখানি সম্ভব কড়া হয়েছি।

মঠাধ্যক্ষা। যেটুকু কড়াভাবে শাসন করেছ তা গোপনেই হয়ত করেছ।

আদ্রিয়ানা। শুধু গোপনে না, পাঁচজনের সামনেও করেছি।

মঠাধ্যক্ষা। করেছ, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

আদ্রিয়ানা। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আমার তাড়নায় সে ঘুমোতে পারত না। খাবার সময় আমার কথার জালায় সে ভাল করে খেতে পারত না। যখন একা থাকত তখন আমার কথা না ভেবে পারত না। সে যখন পাঁচজনের সঙ্গে থাকত তখনও আমি আমার সতর্ক দৃষ্টির দ্বারা তাকে অনুশাসন করতাম। তবুও আমি প্রায়ই তাকে বলতাম কাজটা খারাপ করছে সে।

মঠাধ্যক্ষা। এখন বোঝা যাচ্ছে তোমার এই সব কাজের জন্যেই লোকটা পাগল হয়ে গেছে। ঈর্ষান্বিতা নারীর কলহকণ্টকিত বাক্‌বাণ পাগলা কুকুরের দাঁতের থেকেও বেশী বিষাক্ত। মনে হচ্ছে তোমার নিন্দার জন্যেই তার ঘুম ব্যাহত হত, আর ভাল ঘুম হত না বলেই তার মাথা হালকা হয়ে গেছে। আবার শুনছি তুমি তোমার তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার মশলা মিশিয়ে

দিতে তার খাবারের মধ্যে, ফলে সে শান্তিতে খেতে পারত না আর শান্তিতে ভাল করে না খেলে হজম হয় না। খাদ্য ভাল হজম না হওয়ার জন্য ক্রোধাগ্নিজনিত উত্তাপ সৃষ্টি হল তার মনে। আর এই ক্রোধের উত্তাপ পাগলামির লক্ষণ ছাড়া আর কি? তুমি বলছ তোমার ঝগড়ার জন্য তার খেলাধূলাও ব্যাহত হত। মধুর আমোদ প্রমোদ যদি কোন মানুষের জীবনে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মানুষ খামখেয়ালী ও বিষাদপ্রবণ হতে বাধ্য; সে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছেও এক নীরস ও সান্ত্বনাহীন হতাশার বস্তু হয়ে ওঠে এবং তার থেকে নানারকমের রাগ রোষ প্রভৃতি জীবনবিমুখ অশান্তির সৃষ্টি হয়। কারো যদি খাওয়া, খেলাধুলা ও জীবনীশক্তিপ্রদায়িনী বিশ্রামের ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটে তাহলে মানুষ কেন পশুও তাতে পাগল হয়ে ওঠে। ফলতঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমার ঈর্ষাজনিত ক্ষোভই তোমার স্বামীকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে তুলেছে।

লুসিয়ানা। যখন সে দুর্ব্যবহার করত, উন্মত্ত আচরণের দ্বারা নিজেকে ছোট করত তখনও কিন্তু আমার বোন তাকে মৃদু ও ভদ্রভাবেই ভৎ´সনা করত। আচ্ছা বোন, এই সব তিরস্কার কেন তুমি নীরবে সহ্য করছ? এই কথার জবাব দাও।

আদ্রিয়ানা। কী আর জবাব দেব? উনি আমার ভৎ´সনার জন্য আমাকেই ভৎ´সনা করছেন। যাও তোমরা, মঠের ভিতরে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেল।

মঠাধ্যক্ষা। না। একটা প্রাণীও মঠস্থিত আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পাবে না।

আদ্রিয়ানা। আপনি তাহলে আপনার লোকজন দিয়েই আমার স্বামীকে বাইরে এনে দিন।

মঠাধ্যক্ষা। না, তাও হবে না. উনি এটা পবিত্র স্থান বলেই এখানে প্রবেশ করেছেন। আমি ওঁকে এখন তোমার হাত থেকে ওঁকে রক্ষা করব। যতক্ষণ ওঁর জ্ঞান বুদ্ধি ফিরিয়ে আনতে না পারি ততক্ষণ উনি এখানেই থাকবেন। আর তা যদি না পারি তাহলে বৃথাই সব শ্রম নষ্ট হবে।

আদ্রিয়ানা। ধাত্রীরূপে আমি আমার স্বামীর সেবা করতে চাই, তাঁর দুর্বলতার জন্য উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করতে চাই; এটা আমার কর্তব্য। এতে অন্য কারো সাহায্য চাই না আমি। সুতরাং আমার স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দিন।

মঠাধ্যক্ষা। শান্ত হও। পুষ্টিকর সিরাপ, ওষুধপত্র, উপাসনা প্রভৃতি এ রোগ সারানোর যে সব পরীক্ষিত উপায় আমার জানা আছে তার সবগুলি ওঁকে সারিয়ে তোলার জন্য প্রয়োগ না করে ওঁকে আমি এখান থেকে এক পাও যেতে দেব না। এটা আমার ধর্মীয় শপথের একটা অংশ, আমার জীবনের এক পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং ওঁকে আমার কাছে রেখে তুমি এখান থেকে চলে যাও।

আদ্রিয়ানা। আমি আমার স্বামীকে এখানে রেখে এখান থেকে যাব না। স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজটা কি আপনাদের মত ধর্মীয় লোকদের পক্ষে শোভা পায়?

মঠাধ্যক্ষা। শান্ত হয়ে চলে যাও, তুমি এখন তাঁকে পাবে না। (প্রস্থান)

লুসিয়ানা। এই অপমানের জন্য ডিউকের কাছে অভিযোগ করো।

আদ্রিয়ানা। এস, আমরা সেখানেই যাই। আমি সটান তাঁর পায়ে পড়ব এবং কিছুতেই উঠব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার চোখের জল আর কাতর আবেদনে বাধ্য হয়ে তিনি নিজে এসে আমার স্বামীকে মুক্ত করেন এই মঠ থেকে।

২য় সওদাগর। এদিকে বেলা ত পাচটা বেজে গেল। আর যেতে হবে না। আমার ত মনে হচ্ছে ডিউক নিজেই সশরীরে এই দিকে এই মঠের পশ্চাদ্বর্তী মৃত্যু আর বিষাদাকীর্ণ বধ্যভূমির পথে আসছেন।

এ্যাঞ্জেলো। কিন্তু কি কারণে?

২য় সওদাগর। একজন শ্রদ্ধেয় সিরাকিউজবাসী সওদাগর দুর্ভাগ্যক্রমে এই শহরে এসে পড়ার ফলে এখানকার প্রচলিত আইন অনুসারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। ডিউক তাঁর প্রকাশ্য ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবেন।

এ্যাঞ্জেলো। দেখি কোথায় যান। আমরাও তাঁর মৃত্যু দেখব।

লুসিয়ানা। ডিউক এই মঠের পাশ দিয়ে চলে যাবেন, তখন তাঁর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করো।

অনুচরবর্গসহ ডিউক, অনাবৃতমস্তক ঈজিয়ন, ঘাতক ও অন্যান্য অফিসারদের প্রবেশ

ডিউক। তথাপি একথাটা একবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করো, যদি কোন বন্ধু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই ব্যক্তির জন্য টাকাটা দিয়ে দেয় তাহলে তার আর মৃত্যু হবে না। আমরা শুধু তার জন্য এইটুকু করতে পারি।

আদ্রিয়ানা। হে পবিত্র ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক মহামান্য ডিউক, অন্যায়কারিণী এই মঠাধ্যক্ষার বিরুদ্ধে আমি বিচার চাই।

ডিউক। তিনি ধর্মাত্মা ও পুণ্যবতী নারী, তিনি তোমার কোন অন্যায় করতে পারেন না।

আদ্রিয়ানা। দয়া করে শুনুন হুজুর, এ্যাণ্টিফোলাস হচ্ছেন আমার স্বামী যাকে আমি বিয়ে করে নিজেকে ও আমার যথাসর্বস্ব দান করি এবং আপনি তা জানেন। আজ আমার সেই স্বামীর মধ্যে হঠাৎ উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায়। দেখা যায় উন্মাদ অবস্থায় আমার স্বামী মরিয়া হয়ে রাজপথে ছুটে যাচ্ছেন আর তাঁর পিছনে একজন মহাজনও মরিয়া হয়ে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে আমার স্বামী নাকি যার তার বাড়িতে ঢুকে তাদের আংটি, মণি-মুক্তো প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস ইচ্ছামত জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নগর-বাসীদের বিরক্তি উৎপাদনও করেছেন। একবার আমি তাঁকে বেঁধে ঘরে পাঠিয়ে দিই এবং যখন আমি নিজে কোথায় কোথায় তিনি কার কি ক্ষতি করেছেন বা কি নিয়েছেন তা তদন্ত করে দেখতে যাই তখন হঠাৎ তিনি রক্ষীদের কাছ থেকে জোর করে পালিয়ে আসেন এবং তাঁর নিজস্ব ভৃত্যটিও পাগল হয়ে যায়। তখন তাঁরা দুজনেই রাগে আগুন হয়ে মুক্ত তরবারি হাতে আমাদের দেখতে পেয়ে উন্মত্তভাবে আমাদের আক্রমণ করে আমাদের তাড়া করতে থাকেন। তখন আমরা আরো লোকজন যোগাড় করে তাঁদের আবার বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করতে তাঁরা এই মঠের ভিতর পালিয়ে যান। আমরা সেখানে গিয়ে তাঁদের ধরতে গেলে মঠাধ্যক্ষা আমাদের সামনে দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি আমাদের আমার স্বামীকে আনার জন্য ভিতরে ঢুকতেও দেবেন না অথবা তিনি তাঁকে পাঠিয়েও দেবেন না যাতে আমরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি। সুতরাং মহামান্য ডিউক, আপনি আমার স্বামীকে ওখান থেকে আনিয়ে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

ডিউক। তোমার স্বামী আমার হয়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছেন এবং আমারই মধ্যস্থতায় তুমি তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করেছ। আমি তাঁর জন্য যথাসাধ্য নিশ্চয়ই করব। আচ্ছা, কিছু লোক মঠের দরজায় করাঘাত করো, মঠাধ্যক্ষাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস। কিছু করার আগে তাঁর কাছে ব্যাপারটা যাচাই করে নিই।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। গিন্নীমা, পালান, পালান, পালিয়ে যান গিন্নীমা। পালিয়ে আত্মরক্ষা করুন। আমার মনিব আর তাঁর লোক ছাড়া পেয়ে একজন ঝিকে খুব মেরে ডাক্তার পিঞ্চকে বেঁধে ফেলেছেন। তারপর তার দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। দাড়িটা পুড়তে থাকলে তাঁরা আবার বালতি বালতি জল ঢালতে থাকেন সে আগুন নিবিয়ে ফেলার জন্য। আমার মনিব যখন ডাক্তারকে এই অবস্থায় ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে থাবেন তখন তাঁর লোকটা কাঁচি দিয়ে তাঁর চুল কেটে দিয়ে তাঁকে ভাঁড় বানিয়ে দেয়। আপনি যদি এখন সাহায্য না পাঠান তাহলে হয়ত তাঁরা ডাক্তারকে মেরে ফেলবে।

আদ্রিয়ানা। থাম থাম, বোকা কোথাকার। তোমার মনিব আর তাঁর লোক এখানেই আছেন। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

দূত। গিন্নীমা, আমি আমার জীবনের বিনিময়ে বলছি একথা সত্যি। আমি ব্যাপারটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে এখানে ছুটে আসি; এখনো আমি হাঁপ ছাড়িনি। তিনি শুধু আপনার নাম চীৎকার করে বলছেন আর শপথ করছেন, একবার যদি তিনি আপনাকে পান তাহলে আপনার মুখখানাকে পুড়িয়ে বিকৃত করে দেবেন। ভিতরে (চীৎকারের শব্দ) ঐ শুনুন, আমি তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি। আপনি পালান গিন্নীমা।

ডিউক। আমার কাছে এসে দাঁড়াও, কোন ভয় নেই। এখানে সশস্ত্র রক্ষী আছে।

আদ্রিয়ানা। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমার স্বামী! দেখুন দেখুন, উনি কি অদৃশ্যভাবে উড়ে যাতায়াত করেন? এইমাত্র আমরা তাঁকে এই মঠের ভিতর আশ্রয় নিতে দেখলাম, আবার এখনি তিনি আমাদের বাড়িতে চলে গেছেন। মানুষ কোন যুক্তি বা চিন্তার দ্বারাই একথা বুঝতে পারে না।

এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাস ও এফিয়াসের ড্রোমিওর প্রবেশ

এ্যান্টি: এ। বিচার, বিচার চাই মহামান্য ডিউক। আমাকে ন্যায়বিচার দান করুন। আপনার মান সম্মান রক্ষার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে কত যুদ্ধ করেছি, আপনার জীবন রক্ষার জন্য কত আঘাতের ক্ষত সহ্য করেছি, কত রক্তপাত করেছি আমি আপনার জন্য। আজ সেই সব কিছুর বিনিময়ে আমি বিচার চাই।

ঈজিয়ন। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আমি আমার পুত্র এ্যান্টিফোলাস আর ড্রোমিওকে দেখছি।

এ্যান্টি : এ। যে নারী এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই নারীর বিরুদ্ধে আমি বিচার প্রার্থনা করি মাননীয় যুবরাজ। যে নারীকে আপনিই একদিন আমায় স্ত্রীরূপে দান করেন, সেই নারীই আজ আমায় গালিগালাজ ও অপমান করে আমায় আঘাত পর্যন্ত করে। আজ যে অন্যায় আমার উপর করেছে তা কল্পনাও করা যায় না।

ডিউক। বলুন, কি করতে হবে আমায়। কী ধরণের বিচার আপনি চান ?

এ্যান্টি : এ। বলব কি মহামান্য ডিউক, আজই সে আমার সামনে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমায় বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যত সব উচ্ছৃংখল প্রকৃতির লোকদের ভোজসভায় আপ্যায়ন করেছে।

ডিউক। সত্যিই এটা ভয়ঙ্কর অন্যায়।

আদ্রিয়ানা। না হুজুর। আমি আমার স্বামী আর আমার বোন একসঙ্গে আজ খাই। সুতরাং উনি এক মিথ্যা অপবাদ আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

লুসিয়ানা। যদি কোনদিন আমি দিনের বেলায় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি এবং রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমি বলব আমার বোন যা বলছে সব সত্যি।

ঈজিয়ন। মিথ্যাবাদী নারী! তোমরা দুজনেই মিথ্যা বলছ। এ ব্যাপারে তথাকথিত পাগল লোকের অভিযোগই সত্য।

এ্যান্টি : এ। মহাশয়। যা যা ঘটেছে আমি তাই বললাম। আমি মদের নেশাতে এ কথা বলিনি অথবা ক্রুদ্ধ বিরক্তির তাড়নাতেও একথা বলিনি। যদিও অবশ্য যে অন্যায় আমি সহ্য করেছি সে অন্যায় যে কোন জ্ঞানবান ও বিজ্ঞ লোককেই পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এই নারী মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সদর দরজায় তালা দিয়ে রেখে আমায় বাড়ি ঢুকতে দেয়নি। ঐ যে স্বর্ণকার দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে না থাকেন তাহলে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারতেন, কারণ উনি সে সময় আমার কাছেই ছিলেন। সেখান থেকেই উনি একটা হার আনার জন্য আমার কাছ থেকে চলে যান এবং বলে যান প্রপেনটাইম

হোটেলে উনি হারটা আমায় এনে দেবেন। সেই হোটেলে আমি আর বালথাজার মধ্যাহ্নভোজন করি। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলেও উনি আসছেন না দেখে আমি তাঁকে খুঁজতে বার হই। পথে তাকে দেখতে পাই এবং তাঁর সঙ্গে ঐ ভদ্রলোককেও দেখতে পাই। সেখানে এই মিথ্যাবাদী স্বর্ণকার মিথ্যা শপথের সঙ্গে বলে যে আমি ওর কাছ থেকে আজই হারটা নিয়েছি। কিন্তু ভগবান জানেন, হারটা আমি চোখে দেখিইনি। আর এইজন্য উনি আমায় অফিসার দিয়ে গ্রেপ্তার করান। আমি তাঁর আদেশ মেনে নিয়ে আমার একজন লোককে বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য পাঠাই। সে ফিরে না আসায় আমি অফিসারকে নিয়ে আমার বাড়ি যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই পথে আমার স্ত্রী, তার বোন আর জনকতক লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে ছিল পিঞ্চ নামে বুভুক্ষুর মত দেখতে রোগা চেহারার একটা লোক। লোকটা একই সঙ্গে জ্যোতিষী আর যাদুগিরি করে, লোকটা খুবই অভাবী, তার চোখগুলো কোটরাগত আর খুব তীক্ষ্ণ, দেখে মনে হয় লোকটা জীবন্মৃত। এই পাজী লোকটা আবার ডাক্তার বলে নিজেকে চালায় অনেক ক্ষেত্রে। লোকটা আমার চোখে চোখ দিয়ে তাকিয়ে আর হাতের নাড়ী টিপে চীৎকার করে বলল, আমাকে ভূতে পেয়েছে, আমাকে শয়তানে পেয়েছে। তখন এরা সকলে মিলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমাকে বেঁধে ফেলল; তারপর এখান থেকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিচেরতলার একটা ছোট্ট অন্ধকার কুটরির মধ্যে আমাকে আর আমার লোকটাকে একসঙ্গে বেঁধে রেখে দিল। তারপর আমি আমার দাঁত দিয়ে বাঁধন কেটে কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করে এইমাত্র এখানে পালিয়ে এসে আপনার দেখা পেয়ে যাই। এখন আমার আপনার কাছে বিনীত নিবেদন, আমাকে স্ত্রীর অহেতুক ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ আর এই গভীর লজ্জার হাত থেকে আমায় রক্ষা করে আমায় উপযুক্ত ন্যায় বিচার দান করুন। আমার মনস্কামনা পূরণ করুন।

এ্যাঞ্জেলো। হুজুর, আমি ওঁর হয়ে সাক্ষ্য দিয়ে শুধু এই কথাই বলতে পারি যে উনি আজ বাড়িতে খাননি এবং সদর দরজায় তালাবন্ধ করে রেখে ওকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ডিউক। কিন্তু হারটা কি উনি আপনার কাছ থেকে নিয়েছিলেন?

এ্যাঞ্জেলো। হ্যাঁ হুজুর। এখানে যখন উনি প্রথম ছুটে আসেন তখন এখানকার এই সব লোক ওঁর গলায় হারটা দেখেছিল।

২য় সওদাগর। তাছাড়া বাজারে আপনি এবিষয়ে প্রথমে অস্বীকার এবং পরে নিজের কানে বলতে শুনেছি যে আপনি হারটা পেয়েছেন। আর এই মিথ্যা কথা বলার জন্যই আমি তরবারি বার করে আপনাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। তার পরেই আপনি এই মঠের ভিতর পালিয়ে যান। আর সেখান থেকে আমার মনে হয় কোন ঐন্দ্রজালিক উপায়ে আপনি এখানে পালিয়ে এসেছেন।

এ্যান্টি : এ। আমি কখনই এই মঠের দেয়ালের ভিতরে ঢুকিনি আর আপনি কখনো আমাকে লক্ষ্য করে তরবারিও বার করেননি। আমি হারটা চোখে একবারও দেখিনি। সুতরাং ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। এই সমস্ত মিথ্যার বোঝা আমার ঘাড়ে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ডিউক। এ অভিযোগ সত্যিই খুব কঠিন। আমার মনে হচ্ছে তোমরা সকলেই কোন মায়াবিনীপ্রদত্ত পানপাত্র হতে অলৌকিক মদ্য পান করেছ। যদি তোমরা ওঁকে এখানেই বেঁধে রাখতে তাহলে উনি এখানেই থাকতেন। যদি উনি পাগল হতেন তাহলে এমন ঠাণ্ডা মাথায় কখনো এভাবে উনি নিজের জন্য আবেদন নিবেদন করতে পারতেন না। তোমরা বলছ উনি বাড়িতেই মধ্যাহ্ন ভোজন করেছেন, কিন্তু স্বর্ণকার সেকথা অস্বীকার করছেন। (ড্রোমিও : এ এর প্রতি) আচ্ছা, তুমি কি বল ?

ড্রোমিও : এ। উনি প্রপেনটাইম হোটেলে এই মেয়েটির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছেন।

বারবণিতা। হ্যাঁ উনি আমার সঙ্গেই খেয়েছিলেন এবং আমার হাত থেকে আমার ঐ আংটিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

এ্যান্টি : এ। হ্যাঁ, একথা সত্যি হুজুর। এই আংটিটা আমি ওর কাছ থেকে নিয়েছিলাম।

ডিউক। (বারবণিতার প্রতি) আচ্ছা তুমি কি ওকে এই মঠের ভিতরে ঢুকতে দেখেছিলে ?

বারবণিতা। হ্যাঁ হুজুর। এই যেমন আপনাকে দেখছি ঠিক তেমনি ওকে এই মঠের মধ্যে ঢুকতে দেখেছিলাম।

ডিউক। সবই অদ্ভুত। যাও মঠাধ্যক্ষাকে ডেকে নিয়ে এস। আমার মনে হচ্ছে তোমরা সবাই বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ।

(একজনের মঠের দিকে গমন)

ঈজিয়ন। মহামান্য ডিউক, আমায় একটা কথা বলতে দিন দয়া করে। আমি হয়ত একজন বন্ধুকে পেয়েছি যিনি টাকা দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করবেন।

ডিউক। মুক্ত কণ্ঠে বলুন সিরাকিউজনিবাসী বণিক, আপনি কার কথা বলতে চান।

ঈজিয়ন। আচ্ছা স্যার, আপনার নাম কি এ্যান্টিফোলাস নয় এবং এই লোকটি কি আপনার ক্রীতদাস ড্রোমিও নয়?

ড্রোমিও : এ। একঘণ্টা আগে আমি ওর বন্দী ক্রীতদাস ছিলাম। এখন উনিই আমার সব বন্ধন দাঁত দিয়ে কেটে দিয়েছেন। এখনো অবশ্য আমি ওরই লোক আছি, তবে মুক্ত। স্বাধীন ক্রীতদাস।

ঈজিয়ন। আশা করি আপনারা দুজনেই আমাকে চিনতে পারছেন।

ড্রোমিও : এ। আমরা সব ভুলে গেছি স্যার। এখন আপনাকেই চিনে নিতে হবে আমাদের। একটু আগে আপনার মত আমরাও বাঁধা ছিলাম। আচ্ছা, আপনি ডাক্তার পিঞ্চের রোগী নন ত?

ঈজিয়ন। আপনি আমার দিকে অমন অদ্ভুত ভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি ত আমাকে ভালভাবেই জানেন।

এ্যান্টি : এ। আমি এখন ছাড়া এর আগে জীবনে কখনো আপনাকে দেখিনি।

ঈজিয়ন। আপনি আমাকে দেখার পর থেকে দুঃখ কষ্টের অনেক ঝড় বয়ে গেছে আমার দেহের উপর দিয়ে, অনেক বদলে গেছি আমি। অনেক দুশ্চিন্তা কালের বিকৃত হাত দিয়ে অনেক বিকৃতির রেখা এঁকে দিয়েছে আমার মুখের উপর। কিন্তু বল, তোমরা কি আমার গলার স্বর শুনেও চিনতে পারছ না?

এ্যান্টি : এ। না তাতেও না।

ঈজিয়ন। ড্রোমিও. তুমিও না?

ড্রোমিও : এ। না স্যার, বিশ্বাস করুন, আমিও না।

ঈজিয়ন। আমি কিন্তু নিশ্চয় করে বলতে পারি তুমি আমায় চিনতে পারছ।

ড্রোমিও ঃ এ। না স্যার, আমিও নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনাকে আমি চিনতে পারছি না। আর যদি কোন লোক কোন কথা অস্বীকার করে, তাহলে তাকে আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

ঈজিয়ন। আমার কণ্ঠস্বর শুনেও আমায় চিনতে পারছ না! হে মহাকাল, তুমি আমার জিহ্বাকে কি এমনই খণ্ড বিখণ্ড ও বিকল করে দিয়েছ যে সেই জিহ্বা হতে উচ্চারিত কোন শব্দ আমার একমাত্র সন্তানও বুঝতে পারে না? যদিও গাছ থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া অজস্র শীতের তুষারকণায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমার বার্ধক্যজর্জরিত মুখখানা, জমাট বেঁধে গেছে আমার শিরার সমস্ত হিমশীতল রক্ত, তথাপি আমার জীবনের সর্বব্যাপী অন্ধকারের মাঝেও আমার স্মৃতির প্রদীপ হতে বিচ্ছুরিত কিছু ক্ষীণ আলো আজও অবশিষ্ট আছে, আজও অবশিষ্ট আছে আমার বধির কর্ণকুহরের কিছু শ্রবণশক্তি—আর এই সব কিছুর সাহায্যে আজ আমি অভ্রান্তভাবে বলতে পারি যে তুমিই আমার পুত্র এ্যান্টিফোলাস।

এ্যান্টি ঃ এ। আমি আমার পিতাকে জীবনে কখনো দেখিনি।

ঈজিয়ন। আজ হতে সাত বছর আগে সিরাকিউজ শহরে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সেকথা তুমি জান বৎস, কিন্তু আজ আমার বিপদের দিনে আমাকে পিতা বলে স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছ তুমি।

এ্যান্টি ঃ এ। ডিউক এবং এই শহরের যারা আমায় চেনেন তাঁরা জানেন একথা সত্য নয়। আমি জীবনে কখনো সিরাকিউজ যাইনি বা তা দেখিনি।

ডিউক। হে সিরাকিউজনিবাসী বণিক, আমি তোমাকে বলছি আমি কুড়ি বছর ধরে এ্যান্টিফোলাসকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি: এই কুড়ি বছরের মধ্যে সিরাকিউজ যায়নি। আমার মনে হচ্ছে বার্ধক্য আর বিপদের বশবর্তী হয়ে এঁর প্রতি তোমার অন্ধ অপত্যস্নেহ প্রদর্শন করছ।

সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিওসহ মঠাধ্যক্ষার প্রবেশ

মঠাধ্যক্ষা। মহামান্য ডিউক, দেখুন কত অন্যায় আর অবিচার করা হয়েছে এই লোকটার উপর। (সকলেই দেখার জন্য সমবেত হলো)

ডিউক। এই দুইজন লোকের মধ্যে একজন আর একজনের ভূত আর এই দুইজন লোকের মধ্যেও দুজনই দেখতে একরকম। এদের মধ্যে কে আসল লোক আর কেই বা তার ভূত? কে তা বলে দিতে পারে?

ড্রোমিও : সি। আমিই হচ্ছি স্যার আসল ড্রোমিও, ওকে চলে যেতে বলুন।

ড্রোমিও : এ। আমিই হচ্ছি স্যার আসল ড্রোমিও, আমাকেই এখানে থাকতে দিন।

এ্যান্টি : সি। আপনিই কি ঈজিয়ন নন? অথবা তাঁর প্রেতাত্মা?

ড্রোমিও : সি। হে আমার বৃদ্ধ মনিব, কে আপনাকে বেঁধে রেখেছে এখানে?

মঠাধ্যক্ষা। যেই তাঁকে বেঁধে থাক আমি সে বাঁধন থেকে মুক্ত করব। আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাব তাঁর মধ্যে। বল বৃদ্ধ ঈজিয়ন, তুমি কি সেই লোক নও, যার এমিলিয়া নামে এক স্ত্রী ছিল? তোমার সেই স্ত্রী একবারে দুইটি সন্তান প্রসব করেছিল। বল বল, তুমি সেই ঈজিয়ন কিনা আমিও সেই এমিলিয়া কি না?

ঈজিয়ন। যদি আমি স্বপ্ন দেখে না থাকি তাহলে তুমিই সেই এমিলিয়া। যদি তুমি সেই এমিলিয়া হও তাহলে বল আমাদের যে পুত্রটি তোমার সঙ্গে সেই বিপজ্জনক ভেলায় ভেসে গিয়েছিল সে কোথায়?

মঠাধ্যক্ষা। এপিড্যামনামের লোকেরা আমি আমার এক পুত্র আর যমজ ড্রোমিও ভ্রাতার একজনকে উদ্ধার করে। পরে কালক্রমে কোরিন্‌থের অসভ্য জেলেরা জোর করে আমার পুত্র আর ড্রোমিওকে কেড়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। আমাকে তারা এপিড্যামনামেই রেখে যায়। তারপর তাদের কি হয়েছে বলতে পারব না। আমার অবস্থা ত তুমি দেখতেই পাচ্ছ।

ডিউক। এবার এখান থেকেই শুরু হচ্ছে তার জীবনের কাহিনীর আদি পর্ব। এই দুইজন এ্যান্টিফোলাস দেখতে একেবারে এক রকম আর এই দুইজন ড্রোমিও তারাও দেখতে একই রকমের। এঁরাই হলেন এই দুটি সন্তানের জনক জননী; সমুদ্রে সেই জাহাজডুবির সময় এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান পরস্পরের কাছ থেকে। বহুদিন পর আবার ঘটনাক্রমে মিলন হলো তাঁদের। এ্যান্টিফোলাস, তুমি কি প্রথমে কোরিনথ্‌ থেকে এসেছ?

এ্যান্টি : সি। না স্যার, আমি না; আমি এসেছি সিরাকিউজ থেকে।

ডিউক। ঠিক আছে, তোমরা দুজনে সরে গিয়ে পৃথকভাবে দাঁড়াও। তা না হলে আমি বুঝতে পারব না, গুলিয়ে যাবে।

এ্যাণ্টি : এ। আমিই কোরিনথ্ থেকে এসেছি হুজুর।

ড্রোমিও : এ। আমিও তাঁর সঙ্গে এসেছি হুজুর।

এ্যাণ্টি : এ। আপনার কাকা সেই প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ডিউক মেনাফন আমায় এখানে এনেছিলেন।

আদ্রিয়ানা। তোমাদের দুজনের কে আজ আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছে ?

এ্যাণ্টি : সি। আমি।

আদ্রিয়ানা। তুমি কি আমার স্বামী নও ?

এ্যাণ্টি : এ। না, এটা আমি বেশই বলতে পারি।

এ্যাণ্টি : সি। না যে আমিও সেটা বলতে পারি, তবু উনি আমায় ওঁর স্বামী বলেছিলেন এবং এই সুন্দরী ভদ্রমহিলা ওঁর বোন আমাকে তাঁর ভগ্নিপতি বলেছিলেন। (লুসিয়ানার প্রতি) আমি তখন আপনাকে কি বলেছিলাম ? যা দেখছি আর শুনছি তা যদি স্বপ্ন না হয় তাহলে আমাদের ভুল সংশোধনের অনেক সুযোগ পাব আমরা।

এ্যাঞ্জেলো। ওইটা আমার হার স্যার, আপনি যেটা আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

এ্যাণ্টি : সি। আমিও মনে করি তাই হবে, আমি এটা অস্বীকার করছি না।

এ্যাণ্টি : এ। আর আপনি আমায় এই হারের জন্য গ্রেপ্তার করেছিলেন।

এ্যাঞ্জেলো। হ্যাঁ, তা আমি করেছিলাম, আমি তা আর অস্বীকার করছি না।

আদ্রিয়ানা। আমি তোমাকে ড্রোমিওকে দিয়ে তোমার জামীন হবার জন্য টাকা পাঠিয়েছিলাম। সে টাকা হয়ত তোমায় এনে দেয়নি।

ড্রোমিও : এ। না, আমাকে দিয়ে নয়।

এ্যাণ্টি : সি। এই টাকার থলেটা আমি আপনার কাছে থেকে পেয়েছিলাম আর আমার লোক ড্রোমিও আমাকে এটা এনে দিয়েছিল। এখন দেখছি প্রায়ই একজনের লোকের সঙ্গে আর একজনের দেখা হয়ে গেছে, আমাকে সে বলে আর তাকে আমি বলে মনে করেছে সবাই আর এর থেকেই উৎপত্তি হয়েছে যত সব ভুল ভ্রান্তির।

এ্যাণ্টি : এ। এই টাকা আমি আমার পিতার মুক্তির জন্য বাঁধা রাখছি।

ডিউক। তার আর দরকার হবে না, আপনার পিতা প্রাণদণ্ড হতে মুক্তি পাবেন।

বারবণিতা। আমার মশাই হীরের আংটিটা দিয়ে দিন।

এ্যান্টি : এ। এই নাও, আমাদের এই সানন্দ মিলনের জন্য তোমায় ধন্যবাদ।

মঠাধ্যক্ষা। মহা মহিমাময় ডিউক, দয়া করে একটু কষ্ট করে মঠের ভিতরে গিয়ে আমাদের জীবনের ভাগ্য পরিবর্তনের সব কথা শুনুন। আর আপনারা যাঁরা এখানে রয়েছেন, যারা একদিনের ভুলের জন্য অনেক কষ্ট অন্যায়ভাবে সহ্য করেছেন তাঁরাও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা তাঁদের সকলকেই আপ্যায়নে ভালভাবে পরিতৃপ্ত করব। আমি তাঁদের সকলকে আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি। শোন ছেলেরা, তেত্রিশ বছর ধরে আমি তোমাদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছি। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নিবিড় দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত ছিল আমার হৃদয়। ডিউক, আমার স্বামী, ছেলেরা এবং তাদের সহচরদের আমার সঙ্গে গিয়ে এক আনন্দভোজে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করছি আমি।

ডিউক। আমি সানন্দে সে সভায় যোগদান করতে রাজী আছি।

(সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিও আর এফিয়াসের
এ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিও ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

ড্রোমিও : সি। আচ্ছা দাদাবাবু, জাহাজ থেকে আপনার মালপত্র কি নামিয়ে নিয়ে আসব ?

এ্যান্টি : এ। ড্রোমিও, আমার কোন মালপত্র আবার জাহাজে চাপিয়েছ ?

ড্রোমিও : সি। আপনার যে সব মালপত্র সেণ্টরে পান্থশালায় ছিল সেই সব।

এ্যান্টি : সি। ও আমাকে বলছে। আমি তোমার মনিব ড্রোমিও। এখন চল আমাদের সঙ্গে। ওসব পরে দেখা যাবে। এখন তোমার ভাইকে আলিঙ্গন করো। আনন্দ করো তার সঙ্গে। (এ্যান্টি : সি ও এ্যান্টি : এ এর প্রস্থান)

ড্রোমিও : সি। তোমার মনিবের বাড়িতে একজন মোটা বান্ধবী আছে তোমায় যে আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আমাকে প্রায় খেয়ে ফেলছিল তোমার জন্যে। রান্নার সঙ্গে আমাকেও প্রায় সিদ্ধ করে ফেলছিল। এবার সে আমার বৌদি হবে, স্ত্রী নয়।

ড্রোমিও : এ। আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার আয়না ; তোমার মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাব আমার সুন্দর যৌবনসমৃদ্ধ মুখখানা। চল, তাদের ভোজ দেখতে ভিতরে যাবে কি ?

ড্রোমিও : সি। আমি যাব না। তুমি আমার বড় ভাই। তুমি যাও।

ড্রোমিও : এ। সেও ত বটে। তাহলে কি করে আমরা যাব ?

ড্রোমিও : সি। বড়দের কাছ থেকে আমরা প্রসাদ পাব। তার আগে তুমি আগে আগে চল।

ড্রোমিও : এ। না না এইভাবে দেখ, আমরা এই পরস্পরে ভাইরূপে একসঙ্গে এই পৃথিবীতে এসেছিলাম। অতএব আমরা এই ভাবে দুজনে হাত ধরাধরি করে যাব ; আগে পরে নয়। (সকলের প্রস্থান)

প্রেমিকের অনুযোগ

(A Lover's Complaint)

একটি পাহাড়ের শূন্য গহ্বরে যেখানে
পার্শ্ববর্তী এক উপত্যকা হতে আগত
এক সকরুণ কাহিনীর প্রতিটি কথা ধ্বনিত
প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল এক অবিকল বাঙ্ময়তায়,
সেই বিষাদবিধুর কাহিনী শোনার জন্য শুয়ে পড়লাম সেখানে।
বহুদিন আগে এক ছিল চঞ্চলা কুমারী মেয়ে যে মলিন বেশে
প্রায়ই ঘুরে বেড়াতো পাহাড়ে পর্বতে।

কখনো কাগজ ছিঁড়ে কখনো আংটি ভেঙ্গে হা হুতাশ করে
আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশে বাতাসে ব্যক্ত করে যেত
তার সকরুণ দুঃখের অব্যক্ত বেদনাকে।
তার মাথায় ছিল একটা খড়ের টুপী যা তার মুখখানাকে
রক্ষা করে যেত জলন্ত সূর্যের তাপ থেকে।

তার মুখখানাকে দেখলে বেশ বোঝা যেত সে ছিল একদিন সুন্দরী,
নিষ্ঠুর কাল তার সৌন্দর্যের সবটুকুকে আজও হরণ করতে পারেনি।
তার অবলুপ্তপ্রায় রূপলাবণ্যের কিছু মৃত ভগ্নাংশ আজও রয়ে গেছে
তার পোড়-খাওয়া তামাটে মুখখানার ভাঁজে ভাঁজে।
বিধাতার রুদ্ররোষে পিষ্ট তার বয়সের ভগ্ন জানালায়
পলাতক সৌন্দর্যেরা আজও উঁকি মারে মাঝে মাঝে
পালিয়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলের মত।

মাঝে মাঝে একটা রুমাল চেপে ধরত সে তার মুখের উপর।
সুদীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত দুঃখবেদনার পাষাণ যেত গলে জল হয়ে;
লবনাক্ত এক বিশাল প্লাবন নেমে আসত তার দুচোখে।
তার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া দৃষ্টির ধুসর কুয়াশা
ভেদ করে সামনে ফুটে উঠত কতকগুলো একদা সুখী মানুষের রেশমী ছবি
কিন্তু ছোট বড় সেই রেশমী ছবিগুলোকে সে দেখেও দেখত না।
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দূরের আকাশে চাঁদ সূর্যির দেশে
মুখ তুলে তাকাল সে; কখনো সে কোন কিছুর দিকে তাকাত না।
তার অদৃশ্য মন আর শূন্য অশরীরী দৃষ্টি এক হয়ে যেত মিলে মিশে।
চুলগুলোর উপর বিশেষ কোন যত্ন নিত না সে।
তবু সেই অযত্নসাধিত অবিন্যস্ত চুলগুলো খুব শক্ত করে
বাধা না থাকলেও খুব একটা আলগাভাবেও থাকত না ছড়িয়ে।
তার মাথার টুপীটার তলা ও পাশ দিয়ে দুই একটা চুলের গোছা
এসে পড়ত তার গালের উপর। দেখে মনে হত
তার অবহেলার অফুরন্ত অবকাশে তার শিথিল বাঁধন ছিঁড়ে
মুক্তি খুঁজছে তার চুলগুলো।

অনেক কিছুই সে সংগ্রহ করে আনত আশপাশের জায়গা থেকে।
হলুদ রং, স্ফটিক শিলা, মালার গুটি; কিন্তু সেগুলো
সব সে একে একে ফেলে দিত নদীর জলে
যার কিছু প্রয়োজন নেই সেই ক্রন্দসী নদীর প্রভূত জলরাশিকে
সে যেন অনেক কিছু দান করছে অবিমৃষ্যকারী দাতার মত,

যেমন কোন খেয়ালী রাজা নিঃস্ব ভিখারীর কাতর আবেদনে
সাড়া না দিয়ে দেয় তাকেই যার অনেক আছে।
এমনি করে সে তার অনেক কিছু জিনিস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত,
পরীক্ষা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত অথবা ছিঁড়ে খুঁড়ে
ভাসিয়ে দিত নদীর জলে। এমনি করে সে একবার ভেঙ্গে দিয়েছিল
তার সোনার আংটিটাকে, নদীর তলায় পাঁকে আটকে গিয়েছিল সেটা।
আগেকার চিঠিগুলো ছিঁড়ে দেবার পরও আবার পেয়েছিল
রক্তের অক্ষরে লেখা কতকগুলো চিঠি,
আশ্চর্য যত্ন আর গোপনতার সঙ্গে আঁটা কতকগুলো চিঠি।
সে চিঠিগুলোকে সে কখনো চুম্বন করত সাদরে;
ভিজিয়ে দিত চোখে জল, আবার কখনো ছিঁড়ে ফেলত ঘৃণাভরে।
আর চীৎকার করে বলত, মিথ্যা, সব মিথ্যা, কোন সত্যতা নেই এ রক্তে।
রক্তের বদলে কালো কালি দিয়ে লিখলে বরং ভাল হত এ চিঠি—
এই বলে চিঠির অক্ষরগুলো সব ছিঁড়ে ফেলে খুশি হত সে।

কোন এক ধার্মিক গ্রাম্য লোক যে গরু চরাত
সেই উপত্যকার সবুজ বুকে, মাঝে মাঝে সেই
প্রেমার্ত কুমারীটির মাঝে নাগরিকাসুলভ আবেগের অভিব্যক্তি দেখে
দিনে দিনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তার দিকে। তারপর একদিন
নিঃশব্দে এসে বসে তার পাশে, সহানুভূতির সঙ্গে জানতে চায় সে
সে সেই মেয়েটির দুঃখের যত সব কথা ও কাহিনী।
লোকটির বয়স হয়েছিল, কোন তরল অসংযত কৌতুহল ছিল না তার মধ্যে।
সে শুধু তার অভিজ্ঞতাসুলভ মমতা দিয়ে উপশম ঘটাতে চেয়েছিল
তার দুঃখের আবেগের, প্রলেপ দিতে চেয়েছিল তার হৃদয়ের ক্ষততে।

আর তা বুঝতে পেরে মেয়েটি বলল, 'পিতা, আমাকে দেখে
যতটা বয়স আমার মনে হচ্ছে ততটা বয়স আমার হয়নি।
কাল নয়, দুঃখের কুলিশ প্রভাবেই জর্জরিত হয়ে উঠেছি আমি।
যদি আমি আর কাউকে ভাল না বেসে শুধু নিজেকে নিয়ে
থাকতে পারতাম, শুধু কেন্দ্রগত আত্মরতির উপাসনা করে যেতাম,

তাহলে ফোটা ফুলের মতই রূপের পাপড়ি মেলে
আজও বসে থাকতাম আমি।

কিন্তু ধিক ধিক আমাকে !
যৌবনসুলভ এক সুখের লালসায় ভুল করেছিলাম আমি ;
আপাতদৃষ্ট মিথ্যা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল আমার কুমারী হৃদয়।
প্রেমহীন এক প্রেমের সৌধ খুঁজে পেয়েছিলাম তার দেহের মধ্যে।
রেশমের মত নরম তার বাদামী চুলের কিছু অবাধ্য চূর্ণ
ছড়িয়ে পড়েছিল তার রক্তিম অধরোষ্ঠের উপর।
ভাললাগার সঙ্গে সঙ্গেই ভালবাসা ; তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে
মুগ্ধ না হয়ে পারে না কারো হৃদয় মন।
কারণ তার মুখখানা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত
স্বর্গীয় সুষমার এক উদার দীপ্তি নেমে এসে
এক অফুরন্ত মাধুর্যে ছড়িয়ে পড়েছে সে মুখের উপর।
তার থুতনিটার উপর ছিল এক পুরুষোচিত দৃঢ়তা ;
তার গায়ের চামড়াটা ছিল নবজন্ম ও নবযৌবনসমৃদ্ধ
সেই রূপকথার ফিনিক্স পাখির মসৃণ পালকের মত
মেদুর আর উজ্জ্বল, কিন্তু তার মুখখানা ছিল আরো সুন্দর।
তবে তার সে মুখ দেখে এক মধুর সংশয়ের দোলায়
দুলত আমাদের মনটা। প্রশ্ন জাগত, আরো কিছু সুন্দর
আছে কি তার মধ্যে ?

তার কণ্ঠে ছিল নারীসুলভ এক মেদুরতা আর মাধুর্য
অথচ কোন জড়তা বা কুণ্ঠার কাঁটা ছিল না সে কণ্ঠে।
তার কণ্ঠ ছিল অবাধ মধুর অথচ পৌরুষদীপ্ত।
যদি কোন লোকের অন্যায় দেখে সে রেগে যেত
তাহলে গ্রীষ্মের বাতাসের মত একই সঙ্গে সে হয়ে উঠত
শীতল অথচ প্রবলতায় অপ্রতিরোধ্য।
যৌবনসুলভ কিছু ঔদ্ধত্য আর মিথ্যা অহঙ্কার
ছিল তার আচরণের মধ্যে ; তবু তা খারাপ লাগত না।

সে খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারত
তার সুন্দর আরবী ঘোড়াটাকে দেখে মনে হত
ঘোড়াটাও যেন তার প্রভুর গর্বে গর্বিত হয়ে উঠেছে
আর সেই গর্বের কণা ছড়িয়ে চলেছে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপে।
প্রশ্ন জাগত মনে, এই ভাল ঘোড়াটাই কি
তার জীবনের উন্নতির মূল অথবা তার প্রশিক্ষণবশতই
এমন ভাল হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা।
কিন্তু শীঘ্রই পাওয়া যেত এর উত্তর :
আসলে সে ছিল নিজেই খুব ভাল।
তার সকল আচরণের মধ্যেই ছিল এমন এক সজীবতা
সৌন্দর্য আর সুষমা যে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
সকল বস্তু ও সকল প্রাণীই সুন্দর ও সজীব হয়ে উঠত
তার আশ্চর্য প্রভাবে। যে কোন সুন্দর বস্তুই
সুন্দরতর হয়ে উঠত যেন তার স্পর্শে।

তার বাকচাতুর্য ছিল অসাধারণ।
যে কোন বিতর্ককালে যে কোন গভীর ও জটিল প্রশ্নের
উত্তর দিতে পারত সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা
আর বলিষ্ঠ যুক্তির সঙ্গে। প্রাণবন্ত সে যুক্তির বলে
ক্রন্দনরত কোন লোককে হাসাতে পারত সে,
আবার মুহূর্তে কান্নায় আকুল করে তুলতে পারত কোন মানুষকে।
তার আশ্চর্যজনক বাকচাতুর্যের বিবিধ কৌশলপ্রয়োগে
মানুষের যে কোন আবেগের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে পারত সে।
ছোট বড় নারী পুরুষ ছেলে বুড়ো সব মানুষের
অন্তরের সিংহাসনে অবিসম্বাদিত সম্রাটের মতই
অধিষ্ঠিত হয়েছিল সে ; প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায়
তাকেই স্মরণ করত সবাই অমিত শ্রদ্ধার সঙ্গে।
সকলেরই মুখে ঘুরত কেবল তার কথা,
যে কোন জিনিস কারো কাছে চাইতে না চাইতেই পেয়ে যেত
তার ইচ্ছা অপ্রতিবাদে অকুণ্ঠভাবে মেনে নিত সকলে।

অনেকে আবার তার ছবি যোগাড় করে টাঙ্গিয়ে রাখত ঘরে।
ছবিতে তার মোহপ্রসারী চেহারা দেখে
মুগ্ধ করত তাদের চোখকে, তৃপ্ত করত তাদের মনকে,
যেমন বহু নির্বোধ লোক বিদেশে বেড়াতে গিয়ে
তার ভূমিপ্রান্তর ও সৌধমালাসমন্বিত বহিরঙ্গ দেখেই
ভুলে যায়, আনন্দ পায় ; কিন্তু সেই সব বস্তুর আসল
মালিকের কথা ভাবে না।
তেমনি অনেক মেয়ে জীবনে কখনো তার কোন হাত
একবার স্পর্শ না করেও তার অন্তরের রাণীরূপে
ভাবত নিজেদের, ভাবত নিতান্ত নির্বোধের মত।

আর আমি ?
প্রথম দিকে আমার অন্তরাত্মা ছিল স্বাধীন, তাব মোহময় প্রভাবের
পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য ; আমি ছিলাম অপরাজেয় তার পক্ষে।
কিন্তু বেশী দিন এভাবে থাকতে পারলাম না আমি।
তার অগ্রপ্রসারী উদ্ধত যৌবনের অপার কৌশলের কাছে
তার উগ্রমধুর ক্ষমতার কাছে ধরা দিতে নিজেকে সঁপে দিতে
বাধ্য হলাম আমি। আমার অখণ্ড হৃদয়ের সমস্ত প্রেম
নিঃশেষে আকর্ষণ করে নিল সে
আর আমি আমার কুমারী জীবনের অনাঘ্রাত অস্ফূট ফুলটিকে
পুজার উপচারের মত সাজিয়ে দিলাম তার চরণে।
তবু কিন্তু আর পাঁচজন অবুঝ মেয়ের মত একেবারে বিলিয়ে
দিলাম না নিজেকে, চাওয়া মাত্রই ঢলে পড়লাম না তার বুকে।
এক নিরাপদ ব্যবধান মাঝখানে বজায় রেখে রক্ষা কবে
যেতে লাগলাম আমার সম্মান আর সতীত্বকে।
অভিজ্ঞতার আলোকরশ্মি দিয়ে চিরে চিরে বিচার করে
দেখতে লাগলাম তার বহুপ্রচারিত প্রেমের মণিরত্নগুলিকে।

কিন্তু হায় ! যে ভাগ্যবিড়ম্বিত, কতদিন সে
দুর্ভাগ্যের কবল থেকে দুরে রাখতে পারে নিজেকে ?

অথবা বিপরীত দৃষ্টান্তের বাঁধ দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে
রাখতে পারে তার কামনার উত্তাল বন্যাকে ?
আমরা কোন প্রবল ক্রোধের আবেগ থেকে
সৎ পরামর্শের দ্বারা কি বাঁচিয়ে রাখতে পারি আমাদের বুদ্ধিকে ?
পরিণামে জীবনবিনাশিনী ও বিষতুল্য জেনেও ক্ষুধার সময়
অনেক খাদ্যকেই গ্রহণ করি আমরা স্বেচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতায়।
হে ক্ষুধা, বুদ্ধিবিনাশকারী অপরিণামদর্শী ক্ষুধা,
মানুষের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি হতে তুমি কত দূরে !
বিচক্ষণ যুক্তির কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও
কুখাদ্য গ্রহণ করে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আন তুমি।

আমিও যে বুঝতে পারিনি তা নয়।
আমিও তখন বেশই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা মিথ্যা।
তার শঠতা আর চাতুর্যের স্বরূপটাকে ধরতেও পেরেছিলাম।
কোন কোন বাগানে সে তার কামনার চারাকে
বপন করেছে অর্থাৎ কোথায় সে কি করেছে তা আমি জানতাম।
ছলনার সুন্দর আবরণে তার হাসিটা কেমন ঢাকা
তাও বুঝতে পেরেছিলাম ; তার শপথের কোন দাম নেই
তাও জানতাম। তার সকল চিন্তা, চরিত্র, কথা, কর্ম
তার কৃত্রিম অপকৌশলের অনৃত প্রকারভেদমাত্র,
তার ব্যভিচারী অন্তরের যেন এক একটি অবৈধ সন্তান—
তাও জানতে পেরেছিলাম।
আর এই সব জানাশোনার ফলেই
অবরুদ্ধ নগরীর মত আমি আমার কৌমার্যকে
রক্ষা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে আমার খুব কাছে এসে পড়ল
আমার প্রতিরোধ ভেঙ্গে, এসে বলল, 'হে সুন্দরী কুমারী,
আমার শপথবাক্যে ভয় পেও না, কারণ যে কথা আজ
তোমাকে বলতে এসেছি সে কথা আমি কাউকে বলিনি
এর আগে ; অনেক দুঃখ কষ্ট পাওয়া আমার এই জীবনযৌবনের
প্রতি সুপ্রসন্ন হও তুমি। দূরে পালিয়ে যেও না শঙ্কায়।

আমার এই কৌমার্য-জীবনের প্রেমের ভোজসভায় কাউকে আহ্বান
করিনি এর আগে; যে ভুল আমায় এর আগে করতে দেখেছ
সে ভুল হচ্ছে রক্তের ভুল, রক্তের অন্ধ উত্তাপজনিত ভুল।
সে ভুল আমার ভালবাসার ভুল নয়, আমার মনের ভুল নয়।
এ ভুলের ব্যাপারে আমরা উভয়পক্ষই সমান দোষে দোষী।
আর সে ভুলের জন্য লজ্জা ও তিরস্কারে অভিসিক্ত হয়েছি আমরা।

কিন্তু জেনে রেখো সুন্দরী,
যে সব নারীদের সাহচর্যে আমি এসেছি এর আগে
তাদের কারো রূপবহ্নির উদ্দীপিত শিখায় এমনভাবে
উত্তপ্ত হয়নি আমার অন্তর; আজ তোমার প্রতি
যে প্রেমবোধ আমার মধ্যে জেগেছে তার এক কণাও জাগেনি এর আগে,
এমনভাবে কখনো মুগ্ধ হইনি আমি, এতদিন শুধু তাদের নিয়ে ফূর্তিই
করে এসেছি. আমার মন রয়ে গিয়েছিল অক্ষত;
তাদের অন্তরগুলোকে বন্দী করে সম্রাটের মত শাসন
করে এসেছি দোর্দণ্ড প্রতাপে; অথচ আমার নিজের অন্তর ছিল স্বাধীন।'

সে আরও বলল, 'দেখ দেখ সুন্দরী, আশাহত প্রেমিকারা
কত শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছে আমায়, পাঠিয়েছে কত মণি মুক্তো
হৃদয়ের রক্তে লাল কত অমূল্য ধাতু; তাদের শঙ্কা আর
শালীনতামেশা এই সব উপহারের সঙ্গে কত স্তুতিবাক্যের সঙ্গে
তারা বোঝাতে চেয়েছে, তারা আমায় অকুণ্ঠভাবে
দান করেছে তাদের দুঃখ আর লজ্জা, মান আর সম্মান।
আপাত-অসম্মত অনেক নারীহৃদয় বাইরে যুদ্ধ ঘোষণা করেও
অন্তরে স্বীকার করেছে আমার বন্দীত্বকে।
অশ্রুসিক্ত কত অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করতে বলেছে
তাদের কেশগন্ধিসুবাসিত সেই সব মণিমুক্তাবলীকে।
সঙ্গে সঙ্গে কত সুললিত কাব্য দ্বারা গুণগান করেছে
সেই সব রত্নরাজির। স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছে প্রতিটি রত্নের।
বলেছে, এটি হচ্ছে হীরে—এ ধাতু সুন্দর অথচ কঠিন।

কঠিন সৌন্দর্যে অথবা সুন্দর কাঠিন্যের মাঝে আছে
এর যা কিছু ঐশ্বর্য ; এই হচ্ছে গাঢ় সবুজ পান্না
যার সজীব অথচ নম্রমেদুর দ্যুতি মানুষের দুর্বল দৃষ্টিশক্তিকে
শক্তি দান করে ; তারপর আছে এক স্বর্গীয় বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল চুণী।
এমনি কত ধনরত্ন ; প্রতিটি রত্নকেই আপন আপন
বিশেষ চিত্তাবস্থা অনুসারে দেখে মনে হবে কেউ হাসছে
কেউ কাঁদছে। অথচ প্রতিটি রত্নই ছিল তাদের প্রেমের
উত্তাপে উত্তপ্ত, আবার তাদের আশাহত বেদনায় স্নিগ্ধ।
আমি সেগুলো অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিনি ; তবু সেগুলো
যেন তোমারি জন্যে আজও রেখে দিয়েছি।
আমার অন্তরের বেদীমূলে তারা যে সব অর্ঘ্য
সাজিয়ে দিয়েছিল, আমার দেবীরূপে সে অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো।
তোমার প্রসারিত বাহুবল্লরীর নিঃশব্দ শুভ্রতা
আমার সকল প্রশংসাকে উপহাস করে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করছে।
আমার সকল উপমাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।
হে দেবী, আমাকে তোমার অনুগত দাসে পরিণত করো।
আমি আমার সমস্ত কর্মশক্তি দিয়ে তামিল করে যাব
তোমার সমস্ত আদেশ। প্রেম নিবেদনের এ-রীতি
আমায় শিখিয়েছে একজন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী।
যাকে একদিন অনেক ধনিকপুত্র কামনা করেছিল,
কিন্তু কারো আবেদনে সাড়া না দিয়ে এমন একজনকে চেয়েছিল
যাকে পায়নি, কোনক্রমেই পায়নি ; আর পায়নি বলেই
সব আশা ছেড়ে দিয়ে চিরন্তন ঈশ্বরপ্রেমে
কাটিয়ে দিতে চায় তার সারাজীবন।

কিন্তু বল সুন্দরী, বল প্রিয়তমা,
সযত্নবেষ্টিত ও বহু আকাংখিত বস্তুকে আয়ত্ত না করে
ছেড়ে যাওয়াটা কত দুঃখের কত কষ্টের। রণক্ষেত্র হতে
রণে ভঙ্গ দিয়ে সহসা পালিয়ে গেলে (যুদ্ধের সব গৌরব বিনষ্ট হয় না কি ?)
তুমি আমায় ক্ষমা করো সুন্দরী আর আমার বিশ্বাস,

এ ক্ষমা আমি পাবই। যে মুহূর্তে ঘটনাক্রমে আমি
তোমার সংস্পর্শে আসি, তোমার চোখে চোখ রাখি
সেই মুহূর্তেই অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে পড় তুমি।
আমার প্রেমের দুর্বার নিবিড়তা তোমার নীতিবোধকে দেবে
শিথিল করে, প্রলুব্ধ করে তুলবে তোমার নির্লোভ নারীসত্তাকে।

স্বীকার করি আমার থেকে তুমি আরও শক্তিমতী,
তবু আমার শক্তির বেগকেও অস্বীকার করতে পার না।
আমার দুর্বার প্রেমের ঝর্ণা হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে
তোমার বিশাল সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে,
তোমার জয়ের গৌরবে হয়েছে গৌরবান্বিত।
মনে রেখো সুন্দরী, আমার এই শক্তি দিয়েই
আমি একদিন কোন সন্ন্যাসিনীর হিমশীতল
হৃদয়ের কঠিনতাকে বিগলিত করেছিলাম,
ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত তার জীবনকে ফিরিয়ে নিতে
বাধ্য করেছিলাম।

হে প্রেম, তোমার আশ্চর্যভাবে অনিবারণীয়
শক্তির কাছে কোন ধর্মীয় শপথের সত্যতা জয়ী হতে
পারে না, কোন নীতি উপদেশের বাঁধ বাধা সৃষ্টি
করতে পারে না। যদি তুমি কোন হৃদয়
অনুপ্রেরণার আগুনে প্রজ্জ্বলিত করো তাহলে
তার সামনে অর্থ, অভিভাবকভীতি, যশ মান প্রভৃতি
সব চিন্তাভাবনার বাধা এক অতিতুচ্ছ শীতলতায়
ম্লান হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায়।
প্রেম হচ্ছে সকল তিক্ততার মাঝে পরম মাধুর্য,
বেদনাব মাঝে আনন্দ, সকল লজ্জাভয়ের মহৌষধ।
আজ আমি আমার অন্তরে তোমার প্রতি যে প্রেম
অনুভব করছি সে প্রেম সার্থক হবে তথাপি যখন তুমি
বুঝতে পারবে আমার প্রেমার্ত অন্তরের ব্যথা.
শুনতে পাবে আমার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের আর্তনাদ।'

এই বলে সে তার অশ্রুসজল চোখদুটো
নামিয়ে ফেলল আমার মুখের উপর থেকে, সে চোখদুটো
এতক্ষণ আমারই মুখের উপর ছিল নিবদ্ধ। মনে হলো
তার গালের উপর দিয়ে দুটো নদী বয়ে যাচ্ছে
যার স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারা চকচক করছিল সুন্দরভাবে।
হায় পিতা, সামান্য এক বিন্দু অশ্রুর মধ্যে যে এত যাদু আছে
তা জানতাম না। যে অশ্রুর প্লাবনে ভেসে যায় দুটি চোখ,
এমন কোন প্রস্তরকঠিন অন্তর নেই যা বিগলিত হয় না সে প্লাবনে,
এমন কোন হিমশীতল উদাসীন অন্তর নেই যা তপ্ত হয় না
সেই অশ্রু বর্ষণকারীর তপ্ত অন্তরের ছোঁয়ায়। যদিও তার
সে প্রেমের আবেগ ছিল একান্তভাবে কৃত্রিম এবং ছলাকুশলী,
তথাপি সে আবেগেই বিগলিত হয়ে গিয়েছিল
আমার সমস্ত যুক্তিবোধ, তার সেই অশ্রুধারায় ভেসে গিয়েছিল আমার
শুচিশুভ্র সতীত্বের সমস্ত রক্ষাকবচ,
আমার যত কিছু কুণ্ঠা সংকোচ আর ভয়ভীতি আর নীতিবোধ।

তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেঁদেছিলাম,
কিন্তু আমার অশ্রু ছিল পবিত্র, আমার কৌমার্যশুভ্র
অন্তরের দরবিগলিত ধারা আর তার অশ্রুতে ছিল
বিষ; ছলনাময় কপট হৃদয়ের এক তরলিত উদ্‌গার।
তার সব কিছুই ছিল ছলনা, এক বিরাট ছলনা।
তার তপ্ত লজ্জা, কুঞ্চিত শিহরণ, শীতল অশ্রুজল,
—সব কিছুই মিথ্যা, ঘোর মিথ্যা।
যে কোন নারী তার সংস্পর্শে এসেছে
কেউ তার উদ্ধত লালসার কুটিল কবল থেকে পরিত্রাণ পায়নি।
উপরে এক ছদ্ম মহিমার মিষ্টি আবরণ দিয়ে
তার অন্তরের নগ্ন শয়তানটাকে এমনভাবে ঢেকে রাখত
যে উপর থেকে কেউ তা বুঝতে পারত না।
কারণ অন্তরে যা অনুভব করত বাইরে
প্রচার করত ঠিক তার উল্টো।

অন্তরে এক বিষাদকে পুষে রেখে বাইরে সে আনন্দ করত।
অন্তরে কোন নারীর সতীত্ব হরণের গোপন অভিপ্রায় নিয়ে
বাইরে সে প্রশংসা করত সতীত্ব আর শালীনতার।

আমার মত এক সরলপ্রাণা, যুবতী কিকরে
আত্মরক্ষা করতে পারে সেই সর্বগ্রাসী প্রেমের ছলনা থেকে ?
সুতরাং আমি বাধ্য হয়েছিলাম তার-কবলে ধরা দিতে।
কিন্তু হায়! আমি বার হবার পথ ত জানি না,
জানি না এখন আমি কি করব।
তার সেই বক্কিম গণ্ডদ্বয়ের কৃত্রিম উত্তাপ,
তার শূন্য অন্তরাকাশ হতে বিচ্ছুরিত মিথ্যা দটল বজ্র,
তার কপট দীর্ঘশ্বাস—এই সব যত কিছু
ছলনাময় আবেগের কৃত্রিম আবেদন দিয়ে সে কি
আবার আমায় ভুলাবে, আবার আমার সঙ্গে
ছলনা করবে ? আমি কি আবার ধরা দেব
তার সেই জলজ্যান্ত মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে ?

প্রেমিক তীর্থযাত্রী

(Passionate Pilgrim)

১

আমার প্রিয়তমা যখন শপথ করে বলে,
সম্পূর্ণরূপে সত্য তার প্রেম, তখন আমি
তা বিশ্বাস না করে পারি না, যদিও জানি
সে মিথ্যা বলছে। কারণ তা না হলে
সে হয়ত ভাবতে পারে আমি একেবারেই
অনভিজ্ঞযৌবন, ছলনার রাজ্যে একেবারেই অচল।

আমার বয়স যৌবনোত্তীর্ণ হয়ে গেলেও আমার মনে হয়
সে যেন আমায় আজও যুবক ভাবে,
কিন্তু সে ধারণা আমার ভুল। কারণ সে নিজের ছাড়া
কোন কথাই আমার ভাবে না। সে বলে
সে পূর্ণযৌবনা, কিন্তু আমি যৌবনোত্তীর্ণ এ কথা বলে না কেন ?
তবু তার সব মিথ্যা কথাকে নীরব হাসির দ্বারা সমর্থন
করি আমি, কারণ ছলনামধুর এক বাঙ্ময়তাই ত প্রেমের ধর্ম।
মানুষ বেশী বয়সেও ভালবাসে, শুধু তার বয়সের কথাটা
চায় না শুনতে বা কাউকে শোনাতে।
এইভাবে আমার বয়স প্রায়ই ছলনার খেলা খেলে
আমার প্রেমের সঙ্গে, তাই আমি আর কাউকে ভাল
না বেসে নিজেকেই শুধু ভালবাসি ;
আমার ছলনার তীব্রতাটাকে শান্ত করি।

২

আমার মধ্যে আছে যেন দুটি প্রেম দুটি আত্মা—
আছে আশা আর হতাশা আমার সকল ইচ্ছার
মূলে বসে কাজ করে যায়। আমার এই দ্বিধাবিভক্ত
আত্মার একটি হচ্ছে এক সুন্দর সত্যসিদ্ধ পুরুষ
আর একটি হলো ছলনারঙীন এক মায়াবিনী নারী
যে তার সেই মিথ্যাচপল সৌন্দর্যের অহঙ্কার দিয়ে
আমার সেই সত্যসুন্দর পুরুষকে প্রলুব্ধ করে চলে।
তার সেই প্রলোভনে আমার সে পুরুষ ধরা দেয় কি না,
তার সেই দুষ্ট প্ররোচনায় আমার দেবোপম সে পুরুষ
মাঝে মাঝে শয়তানে পরিণত হয় কি না,
তা আমি ঠিক বলতে পারব না আর এ বিষয়ে
আমার সন্দেহ রয়ে যাবে চিরদিন।
এ সন্দেহের ভয়ঙ্কর দোলায় মনটা আমার দুলতে থাকবে
ততদিন যতদিন পর্যন্ত না আমার শয়তানী আত্মাটা
আমার সেই সত্যসুন্দর পুরুষটাকে নিঃশেষে
গ্রাস করে না ফেলবে, তার লালসার

লালা দিয়ে তাকে আত্মসাৎ করে না ফেলবে।

৩

তোমার দু চোখের স্বর্গীয় সুষমার যে অলঙ্কার
স্তব্ধবাক করে দেয় সারা পৃথিবীকে,
সেই অলঙ্কার আর ঐশ্বর্যই আমাকে
প্ররোচিত করেছিল এই মিথ্যা শপথে। সে শপথ
আমি অবশ্য ভেঙ্গে ফেলেছি,
কিন্তু কোন শাস্তি দিও না তার জন্য, কারণ
আমার পার্থিব শপথ ত তোমার মধ্যস্থিত
সেই পার্থিব মানবীর জন্য ;
স্বর্গীয় প্রেমের দ্যুতিতে সমৃদ্ধ যে দেবতাত্মা
তোমার মধ্যে আছে তাকে কিন্তু স্পর্শ করতে পারেনি
আমার এই তরল শপথভঙ্গের বায়বীয় ভ্রান্তি।
আমার পার্থিব অসম্মান কোনদিন ক্ষুণ্ণ করতে
পারবে না তোমার অপার্থিব সম্মান আর সুষমার
পবিত্র চিরন্তনতাকে। মানুষের যে কোন মৌখিক
শপথ বা প্রতিশ্রুতি ত সামান্য বাষ্প মাত্র
যা সূর্যালোকের দ্বারা শোষিত ও অভিগ্রস্ত হয়ে যায় নিঃশেষে।
হে আমার সুন্দরতমা জীবনসূর্য! সূর্য যেমন পৃথিবীর
সকল বাষ্পকে গ্রাস করে, আমার সকল শপথের বাষ্পও
তেমনি ত তোমার মধ্যেই হয়েছে কেন্দ্রীভূত।
তাহলে আমার শপথভঙ্গের দোষ কোথায়? আমি ত বরং
আমার ভগ্নতরল শপথের বাষ্পীভূত রূপের মাধ্যমে
চলে যাব তোমার স্বর্গলোকে, তোমার সূর্যসন্নিভ
মহাপ্রেমের অলৌকিক আলোকবন্যায় অভিস্নাত হয়ে উঠব আমি।

৪

হে সুন্দরী মধুর সাইথিরিয়া,
সজীব সুন্দর আর চিরন্তন। এ্যাডনিসকে নিয়ে
তুমি বসেছিলে সেই প্রবহমান নদীর ধারে।
চিরআরাধ্যা সৌন্দর্যের রাণী হয়েও তুমি কত

কাতর আবেদনভরা দৃষ্টি দিয়ে নিরন্তর তুষ্ট করতে
চাইছিলে তরুণ এ্যাডনিসকে।
কত সুললিত কাহিনীর দ্বারা তৃপ্ত করেছিলে তার কর্ণকুহরকে,
কত মধুর অঙ্গভঙ্গির দ্বারা বিদ্ধ করতে চেয়েছিলে তার চোখকে,
কত মেদুর স্পর্শের দ্বারা জয় করতে চেয়েছিলে
তার উদাসীন অন্তর ; কিন্তু সে তার অপরিণত মনের
তরল অহঙ্কারের তাড়নায় প্রত্যাখ্যান করেছিল তোমার সব দানকে।
শুধু এক মৃদুহাস্যমধুর উপহাসের দ্বারা
এড়িয়ে গিয়েছিল তোমাকে এক ছলনাময় স্বীকৃতির
ভাণ করে। অবশেষে তুমি শেষ উপায়স্বরূপ
তাকে আলিঙ্গন করেছিলে তার দেহমন দুটোকেই
একসঙ্গে আয়ত্ত করার জন্য ;
কিন্তু হায় !
তোমার দেহমনের বন্ধনের সব নিবিড়তাকে মুহূর্তে
ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, কোন প্রতিদান না দিয়েই
চলে গেল সে তোমার এতগুলি দানের মর্যাদাকে
দলিত নিষ্পেষিত করে।

৫

যদি আমার প্রেমিকা আমাকে ত্যাগ করে চলে যায়
তাহলে কার কাছে আমি প্রেমের শপথ জানাব ?
তার রূপসৌন্দর্যে আমার ছিল অগাধ বিশ্বাস,
কিন্তু জানি না সে কেন আমাতে বিশ্বাস রাখতে পারেনি।
আমাকে তুমি ত্যাগ করলেও চিরদিন অক্ষত থাকবে
তোমার প্রতি আমার বিশ্বস্ততা ; আমার প্রেমবোধের
চিরসবুজ লতা সহকারসহ জড়িত ব্রততীর মত জড়িয়ে থাকবে
তোমার উন্নতশীর্ষ কায়াবৃক্ষটিকে। তোমার চোখের দৃষ্টির
গভীরে আমি খুঁজে পেতে চেয়েছি আমার অন্তরের আনন্দকে।
আমার জ্ঞানের গরিমা আর আত্মার আলো দিয়ে
তোমার প্রেমের সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি,
প্রশংসা করতে চেয়েছি তোমার অমূল্য গুণাবলীকে।

তোমার চোখে দেবরাজ জোভের বিদ্যুৎ,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি বজ্রের ধ্বনি ; অথচ অগ্নির পরিবর্তে
সে বিদ্যুতে দেখেছি এক স্নিগ্ধ আলো, বজ্রের ধ্বনিতে
শুনেছি এক মধুরতম সঙ্গীত। কারণ তোমার সবটাই স্বর্গীয়।
হে স্বর্গীয় অমৃত প্রতিমা, তুমি আমার মত এক সামান্য
মানব প্রেমিককে ভালবেসো না, আমার পার্থিব বাকশক্তির দ্বারা
তোমার ঐশ্বরিক প্রেমের মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয় কখনো।

৬

তখনও সূর্যতাপে শুকিয়ে যায়নি সকালের সব শিশির,
তখনও গরুর পাল শীতল ছায়ার সন্ধানে আশ্রয় নেয়নি
ঝোপেঝাড়ে, যখন প্রত্যাখ্যাতা প্রেমিকা
সাইথিরিয়া নদীর ধারে ছায়াশীতল এক নির্জনে
বসে বসে বিলাপ করছিল এ্যাডনিসের জন্য।
সেদিন ছিল নিদাঘের কোন এক তাপক্লিষ্ট দিন
কিন্তু সাইথিরিয়ার অন্তর ছিল এ্যাডনিসের
প্রত্যাশায় তপ্ত। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই
স্নানের উদ্দেশ্যে এ্যাডনিস এসে নগ্ন দেহে দাঁড়াল সেই
নদীর ধারে। তীক্ষ্ণ সূর্যরশ্মি কিরণ দিচ্ছিল
তার উপর তির্যকভাবে, কিন্তু সাইথিরিয়ার
আশাহত দৃষ্টি ছিল আরও তীক্ষ্ণ।
এ্যাডনিস একবার শুধু চকিতে তাকাল
সাইথিরিয়ার পানে, কিন্তু কোন কথা বলল না
বা কোন মধুর শপথের দ্বারা শান্ত করল না
তার তাপিত অন্তরকে।
তখন সাইথিরিয়া শুধু বলল, হে প্রিয়তম,
আমি যদি এই নদীর জলপ্রবাহ হতাম তাহলে
কেমন ধন্য হয়ে উঠতাম তোমার আবক্ষ স্পর্শের
নিবিড়তম মাধুর্যে।

৭

আমার প্রেমাস্পদ হচ্ছে খুবই সুন্দরী, কিন্তু চপলা।

কপোতের মত শান্ত আর স্নিগ্ধ, কিন্তু স্থিতধী বা বিশ্বাসযোগ্যা নয়।
আয়নার কাচের থেকেও উজ্জ্বল, কিন্তু সে কাচের
মতই ক্ষণভঙ্গুর। মোমের থেকেও নরম
আবার পুরোন লোহার মতই মরচেধরা সে।
বুদ্ধির কোন তীক্ষ্ণতা নেই তার মধ্যে।
তার মত সৌন্দর্য কারো নেই, আবার তার মত
অসত্য আর কেউ হতে পারে না।
কতবার সে আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শপথ করেছে,
আমায় তুষ্ট করার জন্য কত করুণমধুর কাহিনী সে বলেছে,
তবু পরে দেখা গেছে তার সমস্ত বিশ্বাস, শপথ আর অশ্রুজল
মিথ্যা, একেবারে ভ্রান্তিকর।
অগ্নিসংযুক্ত তৃণের মতই তার প্রেম ছিল অকিঞ্চিৎকর,
ভস্মীভূত তৃণের মতই মুহূর্তে ফুরিয়ে গিয়েছিল তার প্রেম
নিজের হাতে গড়ে নিজেই ভেঙ্গে দিয়েছিল সে তার প্রেমের
দুর্বল কাঠামোটাকে। এইভাবে তার
তরল সৌন্দর্যের বেগবান চপলতায় কোন প্রেমের শপথই
টিকতে পারেনি, দাঁড়াতে পারেনি।

৮

যদি বাণী এবং সুরের মধ্যে কোন ঐক্য থাকে
যদি তারা ভাইবোনের মত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে
এবং তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য তাদের থাকাও উচিত,
আর তা যদি হয় তাহলে তোমার আমার বন্ধনও
হবে অবিচ্ছেদ্যভাবে মহান, কারণ তুমি যখন
এদের মধ্যে একটিকে ভালবাস, আমি ভালবাসি অন্যটিকে।
তোমার প্রিয়বস্তু ডোল্যাণ্ডের বাঁশি যার স্বর্গীয় সুরঝঙ্কার
আত্মহারা করে তোলে প্রতিটি মানুষকে;
আর আমি ভালবাসি স্পেন্সারের কাব্যসৌন্দর্য,
তাঁর বাণীর অপরিসীম সুষমা আর অলঙ্কার।
আমি ভালবাসি বাণী, তুমি ভালবাস সুর।
কবিরা বলেন, একে অন্যকে ভিত্তি করে

স্বর্গ রচনা করেছে মাটির এই মর্ত্যভূমির মাঝে ;
একে অন্যের দেবতা ; হে প্রিয়তমা,
দুইএর অমৃত দিয়ে গড়া যেন তোমার প্রতিমা।

৯

কোন এক সুন্দর সোনালি সকালে
একটি সুউচ্চ খাড়াই পাহাড়ের নির্জন চূড়ায়
গিয়ে দাঁড়াল প্রেমের ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তার দুগ্ধফেননিভ কপোতের থেকেও মলিন ও বিবর্ণ
হয়ে গিয়েছিল সে তার প্রেমাস্পদ এ্যাডনিসের জন্য।
এমন সময় সেখানে এল উদ্দাম এবং অহঙ্কারী এ্যাডনিস,
তার সঙ্গে ছিল শিকারী কুকুর আর শিঙ্গা।
প্রেমের রাণী চটুলা এক রমণীর মত তার সামনে
গিয়ে বলল, সে যেন এদিকে শিকারে না আসে।
সে বলল এ্যাডনিসকে, আমি একবার এখানে
একজন সুন্দর যুবাকে বর্শা হাতে শিকার করতে
দেখেছিলাম। একটি শূকরের জানুতে সে
করেছিল গভীর এক ক্ষত।
এই বলে প্রেম ও সৌন্দর্যের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী
নিজের অনাবৃত উরুদেশটা এ্যাডনিসকে দেখিয়ে বলল,
এই দেখ, ঠিক এইখানে গভীরভাবে ক্ষত করেছিল সে।
এ্যাডনিস আশ্চর্য হয়ে দেখল, সত্যি সত্যিই
সেখানে রয়েছে একাধিক ক্ষত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে
লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল তার মুখখানা আর সেই
লজ্জারক্ত অবস্থায় প্রেমের সেই সুন্দরী নারীকে
সেইখানে একা ফেলে কোন কথা না বলে
চলে গেল, দ্রুত চলে গেল সে
সেই পাহাড় আর অরণ্যের রাজ্য থেকে।

১০

হে সুন্দর গোলাপ, হে মধুর গোলাপ
কেন তুমি অকালে বৃন্তচ্যুত হয়ে শুকিয়ে যাও ?

বসন্ত শেষ না হতেই কেন তুমি ঝরে যাও ?
মৃত্যুর তীক্ষ্ণ হস্তদ্বারা অকালে কেন তুমি নিহত হও ?
ঝড়ের নিষ্ঠুর প্রহারে বৃক্ষচ্যুত কচি কিশলয়ের মতই
তোমার সৌন্দর্যের এই অকালমৃত্যু সত্যিই বড় বেদনাদায়ক।
হে নিহত গোলাপ, হে সুন্দর গোলাপ।
তোমার জন্য আজ আমার চোখে জল ঝরছে,
অথচ এ অশ্রুর ত কোন কারণ নেই
আমার কাছ থেকে জীবনে কোনদিন তুমি কিছুই চাওনি,
তবু তুমি আমার প্রত্যাশার অতীত অনেক কিছু রেখে গেছ।
আমি ত তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনি।
আমি শুধু তোমার কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করি।
হে নিহত গোলাপ, সুন্দর গোলাপ,
তোমার সৌন্দর্যময় ক্ষণলীলায়িত জীবনের বুকভরা
প্রেমের অতৃপ্তিটুকু আমায় দিয়ে যেও
যাতে আমি জন্ম জন্ম ধরে এই তৃপ্তিহীন
প্রেমের চিরন্তনতার দ্বারা জীবন ও সৌন্দর্যের সমস্ত
মরণশীলতাকে জয় করতে পারি।

১১

একদিন এক গাছের শীতল ছায়ায়
সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস বসেছিল তরুণ এ্যাডনিসের পাশে।
ভেনাস তাকে বলল, কেমন করে একবার
যুদ্ধের দেবতা মার্স তার প্রণয়প্রার্থনা করতে আসে।
ভেনাস আরও বলল চিরতরুণ যুবা এ্যাডনিসকে,
'এইভাবে আমার সেই যুদ্ধদেবতা আলিঙ্গন করে।'
এই কথা বলতে বলতে গভীর আশ্লেষে তার বাহু দ্বারা
এ্যাডনিসকে জড়িয়ে ধরল চাতুর্যময়ী ভেনাস।
অর্থাৎ এই সব মধুর রসশৃঙ্গার এ্যাডনিসও
যেন তার উপর প্রয়োগ করে এই তার ইচ্ছা।
ভেনাস আবার বলল, 'এই ভাবে মার্স আমার
ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাডনিসের
রক্তপ্রবালের মত ঠোঁট দুটো নিজের ঠোঁট দিয়ে
চেপে ধরল ভেনাস।
কিন্তু হায়!
একবার নিঃশ্বাস ছেড়ে আর এক নিঃশ্বাস ফেলতে
না ফেলতে তার সমস্ত প্রেমময় প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে
পালিয়ে গেল এ্যাডনিস, ভেনাসের মত নারীকে
হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে পাওয়ার অর্থ ও আনন্দকে
উপভোগ না করেই চলে গেল এ্যাডনিস।

১২

বার্ধক্য আর যৌবন কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারে না।
যৌবন চির আনন্দময়; বার্ধক্য চির দুশ্চিন্তাময়।
যৌবন হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন মধুর উষাকাল;
আর বার্ধক্য হচ্ছে জড়তাপূর্ণ শীতের দুঃসহ আবহাওয়া।
যৌবন সতত ক্রীড়াচপল; কিন্তু বার্ধক্যের প্রাণশক্তি
খুবই ক্ষীণ; যৌবন হচ্ছে সতত উত্তপ্ত
সতত দুঃসাহসিক, বার্ধক্য হচ্ছে সতত দুর্বল
আর হিমশীতল। যৌবন হচ্ছে দুর্বার, অশান্ত;
বার্ধক্য হচ্ছে সব সময়েই শান্ত এবং সহজে ধরা দেয়।
বার্ধক্যকে আমি ঘৃণা করি; যৌবনকে আমি বরণ করি।
হে আমার প্রেম, চিরযৌবনসমৃদ্ধ প্রেম
বার্ধক্য যেন তোমার সীমানার মধ্যে কখনো প্রবেশ না করে।
হে কালের রাখাল! বিদায় তোমাকে, বিদায়।
আমার যৌবনের উপর কখনো খবরদারি করতে এস না তুমি।

১৩

সব সৌন্দর্যের মধ্যেই আছে
ব্যর্থতা আর ক্ষণস্থায়িত্বের সংশয়; কারণ
যে কোন সৌন্দর্যের বহিরঙ্গের উজ্জলতা
ম্লান হয়ে যায় সহসা; সহসা ভেঙ্গে যাওয়া
ঠুনকো কাচের মত, ফুটতে না ফুটতে

কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত বড় ক্ষণস্থায়ী
যে কোন সৌন্দর্য। বড় তাড়াতাড়ি তা শুকিয়ে যায়।
বড় তাড়াতাড়ি তা ঝরে যায়, ম্লান হয়ে যায়।
কোন হারানো জিনিসকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না,
কোন মলিন কাঁচকে যেমন ঘষলেও তা আর উজ্জ্বল হয় না,
শুকিয়ে যাওয়া ফুল মাটিতে ঝরে গেলে যেমন
তা আর বৃন্তে পুনরধিষ্ঠিত হয় না,
তেমনি সৌন্দর্য একবার কলঙ্কময় অথবা
কোন কারণে ম্লান হয়ে গেলে তাকে তার
সেই পুরানো গৌরবের রাজ্যে আর ফিরিয়ে
আনা যায় না। সকরুণ বিলাপ,
সাজসজ্জা বা শরীরচর্চা কোন কিছুই সফল হয় না।

১৪

আমার নির্বাসনকালে সে আমায় কোন এক
রাত্রিকালে বিদায় দিয়ে বলল, তুমি বিশ্রাম করো।
কিন্তু মনেতে তখন আমার ত কোন বিশ্রাম ছিল না।
কোন এক কেবিনে গিয়ে আমরা একসঙ্গে খেলাম।
কিন্তু দুঃখ আর আশঙ্কায় আমি ভাল করে
খেতে পারলাম না। সে বলল, 'আবার কাল এস।'
তারপর আমার পানে তাকিয়ে এক মিষ্টি
হাসি হাসল—সে হাসি ঘৃণার না ভালবাসার
তা আমি বুঝতে পারলাম না। হয়ত সে
আমার নির্বাসনকে উপহাসের চোখে দেখছে
অথবা হয়ত সে আমায় দুরে ঠেলে দিতে চাইছে।
ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেল অন্ধকার স্বপ্নময় রাত্রি।
পুর্ব দিগন্তের স্বচ্ছ আলোকে স্বাগত জানাল আমার চোখ।
ফিলোমেল পাখি ডাকছিল গাছের ডালে।
রাত্রির কুয়াশা আর অন্ধকার অপসৃত হবার
সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে সন্দেহের কঠিন
অন্ধকারটা কোথায় চলে গেল। একটা কথা মনে হলো,

মনে যদি কোন কুঅভিসন্ধি থাকবে তাহলে
কেন তবে সে আমার দুঃখে গভীর দীর্ঘশ্বাস
ফেলে আগামী কাল আবার আসতে বলল ?
একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে
আমার সকল দুঃখ সান্ত্বনায় পরিণত হলো ;
দুঃখ সত্ত্বেও কিছুটা শান্তি পেলাম মনে।
সময় এখন শেষ হতে চাইছে না অথচ
সে যদি রাত্রিতে আমার পাশে থাকত তাহলে
কোনদিকে কত তাড়াতাড়ি কেটে যেত সময়টা।
তবু রাত্রি রাত্রি ; উজ্জ্বল সূর্যালোককে
স্বাগত জানাতে হবেই আমাকে। যে পর্যাপ্ত সূর্যালোক
গাছে গাছে ফুল ফোটায়, পাখির কণ্ঠে গান আনে
রাত্রির আঁধারকে দূর করে দেয়, সে সূর্যালোক আমার
সকল দুঃখকে দূর করুক। হে রাত্রি তুমি,
তাড়াতাড়ি সরে পড় ;
উজ্জ্বল দিবালোকের মধ্যে তুমি বিলীন হয়ে যাও।

১৫

সে ছিল কোন সম্ভ্রান্ত লর্ডের মেয়ে—
তিন মেয়ের মধ্যে একজন।
সে এক অতিসুন্দর ইংরাজ যুবকের প্রতি
হয়ে পড়েছিল প্রেমাসক্ত।
দীর্ঘ দিন ধরে সংশয়াকীর্ণ এক যুদ্ধ চলল
দুই প্রেমের মধ্যে। মেয়েটি ছিল অহঙ্কারী
আর সেই বীর নাইটটি ছিল দুর্বলমনা।
এই প্রেমদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শান্তি
পাচ্ছিল না কারোরই মন। অথচ কেউ কাউকে
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও পারছিল না।
কেউ অভ্রান্তভাবে জয়লাভও করতে পারছিল না।
ক্ষতি ছাড়া লাভ ছিল না কোন পক্ষে।
অবশেষে সেই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে

কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত বড় ক্ষণস্থায়ী
যে কোন সৌন্দর্য। বড় তাড়াতাড়ি তা শুকিয়ে যায়।
বড় তাড়াতাড়ি তা ঝরে যায়, ম্লান হয়ে যায়।
কোন হারানো জিনিসকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না,
কোন মলিন কাঁচকে যেমন ঘষলেও তা আর উজ্জ্বল হয় না,
শুকিয়ে যাওয়া ফুল মাটিতে ঝরে গেলে যেমন
তা আর বৃন্তে পুনরধিষ্ঠিত হয় না,
তেমনি সৌন্দর্য একবার কলঙ্কময় অথবা
কোন কারণে ম্লান হয়ে গেলে তাকে তার
সেই পুরানো গৌরবের রাজ্যে আর ফিরিয়ে
আনা যায় না। সকরুণ বিলাপ,
সাজসজ্জা বা শরীরচর্চা কোন কিছুই সফল হয় না।

১৪

আমার নির্বাসনকালে সে আমায় কোন এক
রাত্রিকালে বিদায় দিয়ে বলল, তুমি বিশ্রাম করো।
কিন্তু মনেতে তখন আমার ত কোন বিশ্রাম ছিল না।
কোন এক কেবিনে গিয়ে আমরা একসঙ্গে খেলাম।
কিন্তু দুঃখ আর আশঙ্কায় আমি ভাল করে
খেতে পারলাম না। সে বলল, 'আবার কাল এস।'
তারপর আমার পানে তাকিয়ে এক মিষ্টি
হাসি হাসল—সে হাসি ঘৃণার না ভালবাসার
তা আমি বুঝতে পারলাম না। হয়ত সে
আমার নির্বাসনকে উপহাসের চোখে দেখছে
অথবা হয়ত সে আমায় দূরে ঠেলে দিতে চাইছে।
ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেল অন্ধকার স্বপ্নময় রাত্রি।
পূর্ব দিগন্তের স্বচ্ছ আলোকে স্বাগত জানাল আমার চোখ।
ফিলোমেল পাখি ডাকছিল গাছের ডালে।
রাত্রির কুয়াশা আর অন্ধকার অপসৃত হবার
সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে সন্দেহের কঠিন
অন্ধকারটা কোথায় চলে গেল। একটা কথা মনে হলো,

মনে যদি কোন কুঅভিসন্ধি থাকবে তাহলে
কেন তবে সে আমার দুঃখে গভীর দীর্ঘশ্বাস
ফেলে আগামী কাল আবার আসতে বলল ?
একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে
আমার সকল দুঃখ সান্ত্বনায় পরিণত হলো ;
দুঃখ সত্ত্বেও কিছুটা শান্তি পেলাম মনে।
সময় এখন শেষ হতে চাইছে না অথচ
সে যদি রাত্রিতে আমার পাশে থাকত তাহলে
কোনদিকে কত তাড়াতাড়ি কেটে যেত সময়টা।
তবু রাত্রি রাত্রি ; উজ্জ্বল সূর্যালোককে
স্বাগত জানাতে হবেই আমাকে। যে পর্যাপ্ত সূর্যালোক
গাছে গাছে ফুল ফোটায়, পাখির কণ্ঠে গান আনে
রাত্রির আঁধারকে দূর করে দেয়, সে সূর্যালোক আমার
সকল দুঃখকে দুর করুক। হে রাত্রি তুমি,
তাড়াতাড়ি সরে পড় ;
উজ্জ্বল দিবালোকের মধ্যে তুমি বিলীন হয়ে যাও।

১৫

সে ছিল কোন সম্ভ্রান্ত লর্ডের মেয়ে—
তিন মেয়ের মধ্যে একজন।
সে এক অতিসুন্দর ইংরাজ যুবকের প্রতি
হয়ে পড়েছিল প্রেমাসক্ত।
দীর্ঘ দিন ধরে সংশয়াকীর্ণ এক যুদ্ধ চলল
দুই প্রেমের মধ্যে। মেয়েটি ছিল অহঙ্কারী
আর সেই বীর নাইটটি ছিল দুর্বলমনা।
এই প্রেমদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শান্তি
পাচ্ছিল না কারোরই মন। অথচ কেউ কাউকে
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও পারছিল না।
কেউ অভ্রান্তভাবে জয়লাভও করতে পারছিল না।
ক্ষতি ছাড়া লাভ ছিল না কোন পক্ষে।
অবশেষে সেই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে

বীর নাইটই হলো আহত ও পরাজিত,
সেই ছলনাময়ী নারীর অসংখ্য
কলাকৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে
পারল না সেই বীর নাইট।
পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে নারীকে
চিরদিনের মত বিদায় দিল নাইট। বুঝল,
যার জন্য এতদিন পাগল হয়েছিল সে, আসলে সে কিছুই না।
এইভাবে দীর্ঘ যুদ্ধের শেষে তার কামনার বনে
হারিয়ে যাওয়া আত্মার সম্পদকে খুঁজে পেল সে।
আর আমাব কথাটিও গেল ফুরিয়ে।

১৬

হায় দিন, সোনালি বসন্ত দিন,
প্রেমের প্রকৃষ্ট সময় ;
এমনি এক সোনালি বসন্ত দিনে প্রেমের উজ্জ্বল অনুকূল পরিবেশে
প্রেমের একটি সুন্দর কুঁড়ি ফুটে উঠে
খেয়ালী বাতাসের দোলায় দুলছিল।
সেই প্রেমের চারাগাছটার ভেলভেটের মত নরম আর মসৃণ
পাতার ফাঁক দিয়ে পথ করে নিয়ে
বেশ দিব্যি খেলে বেড়াচ্ছিল খেয়ালী অদৃশ্য বাতাস।
মৃত্যুভয়ে ভীত প্রেমিক চাইছিল অনন্ত স্বর্গসুখ,
এই উজ্জ্বল অনুকূল পরিবেশে চাইছিল তার প্রেমকে
চিরন্তন করে রাখতে।
অবশেষে প্রেমিক তার সদ্যফুল্ল সুন্দর প্রেমকে
সম্বোধন করে বলল, হায় প্রেম, আমিও যদি
ওই দুরন্ত বাতাসের মত তোমার গালদুটোতে হাত বুলিয়ে দিতে
পারতাম ; দুরন্ত ও নির্মম যৌবনের মত আমিও যদি
তোমাকে বৃন্তচ্যুত করে তোমার সমস্ত সৌন্দর্যরসটুকুকে নিঃশেষে
পান করতে পারতাম! কিন্তু আমি ত তা পারব না,
কারণ আমি শপথ করেছি। যে প্রেমের খাতিরে
দেবতা জোভ স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যের মানুষে পরিণত হতে পারতেন,

যে প্রেমের খাতিরে সুন্দরী জুনো কালো ইথিওপিয়াবাসীতে
পরিণত হতে পারতেন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে, আমিও সেই প্রেমের নামে
শপথ করেছি প্রিয়তমা, তোমাকে বৃন্তচ্যুত করব না কোনদিন,
কোনদিন পার্থিব ভোগের কলুষে কলুষিত করব না তোমার দেহকে ;
শুধু দূর থেকে শুধু এক অনতিক্রম্য ব্যবধানের এপার থেকে
উপলব্ধি করে যাব তোমার প্রেমের অপার্থিব মহিমাকে।

১৭

আমার ভেড়ারা ভাল করে খাচ্ছে না,
আমার ভেড়ারা ভাল করে ছুটছে না,
আমার ভেড়ীরা বাচ্চা দিচ্ছে না,
আমার কপাল বড় মন্দ ;

আমার প্রেম আর বাঁচছে না
প্রেমেতে আমার বিশ্বাস আর রাখতে পারছি না,
অথচ এর সঙ্গত কারণও খুঁজে পাচ্ছি না
আমার কপাল সত্যিই বড় মন্দ।
অতীতের সুখের দিন সব আমি ভুলতে বসেছি
আমার প্রেমিকার প্রেম আমি হারিয়ে ফেলেছি
যেখানে তার প্রেম ছিল দৃঢ়বদ্ধ, যে প্রেমে তার ছিল অগাধ বিশ্বাস
সেখানে সে প্রেমে সে টেনে দিয়েছে এক অপরিবর্তনীয় ইতি,
স্থানুর মত অচল অটল আর অনড় এক ইতি।
ধিক ধিক আমার ভাগ্যের অভিশপ্ত ভ্রূকুটিকে।
হায় প্রেম ! এখন একটা জিনিস আমি ভালভাবেই বুঝছি,
প্রেমে অবিশ্বস্ততা পুরুষদের থেকে নারীদের মধ্যেই বেশী।
ভয়কে আমি ঘৃণা করি,
তবু আমার শোকার্ত অন্ধকার হৃদয়ে কোন আশার আলো দেখছি না
প্রেম আমায় পরিত্যাগ করে পালিয়েছে একা ফেলে—
একথা ভাবতে গিয়ে রক্ত ঝরছে আমার বেদনার্ত হৃদয়ে,
বিষাক্ত বোধ হচ্ছে সমগ্র জগৎ ও জীবন,
স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে জীবনের গতি।

আমার রাখালের বাঁশিতে আর কোন সুর বাজছে না,
শীতকালীন ঘণ্টায় শুনতে পাচ্ছি মৃত্যুর বারতা,
আমার যে সব প্রিয় কুকুরগুলো আনন্দে খেলা করে
বেড়াত সব সময়, আজ তারা আমার সকরুণ অবস্থা দেখে
দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর আর্তনাদ করছে দুঃখে।
অসংখ্য রক্তাক্ত পরাহত সৈনিকের মত আজ তাদের
দীর্ঘশ্বাস আর আর্তনাদের শব্দগুলো নির্মম মাটিতে
আছাড় খেয়ে পড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে নিরন্তর।
জলের ফোয়ারা বেরোচ্ছে না কোন কূপ থেকে,
কোন মিষ্টি গান গাইছে না পাখিরা,
আর তেমন সবুজ দেখাচ্ছে না গাছের পাতাগুলোকে ;
পালের গরুগুলো যেন কাঁদছে
ভেড়াগুলো যেন ঝিমোচ্ছে,
মাছগুলো জলাশয়ে তেমন আর লাফিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে না।
যে সব সহজ সরল আনন্দ আমাদের মত গরীব চাষীদের
নিত্যসঙ্গী, যে সব সান্ধ্য আড্ডা কত আনন্দ দিত আমাদের
আজ তা সব বন্ধ হয়ে গেছে ;
কারণ আমি আমার প্রেমাস্পদকে হারিয়েছি,
আজ আমার জীবনে প্রেম মৃত, সম্পূর্ণরূপে মৃত।
হে সুন্দরী, আজ তোমায় বিদায়,
আসল কথা অল্পে সুখ, সহজ সরল সন্তোষ তুমি চাওনি কোনদিন
আর এইটাই হলো আমাদেব বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ।
হায় বেচারী কোরিডন,
সারাজাবন তোমায় একা থাকতে হবে
কোন দিন কোন সাহায্যের আর আশা নেই
তোমার এই বন্ধ্যা নির্জন জীবনে।

১৮

কোন এক হরিণীকে সহসা শরবিদ্ধ করার মত
দৃষ্টি দিয়ে তোমার প্রেমাস্পদকে বেছে নেবার সঙ্গে সঙ্গে
যুক্তিবোধকে প্রাধান্য দেবে কল্পনার উপর,

বিবাহিত যৌবনোত্তীর্ণ ও বিজ্ঞ কোন লোকের কাছ থেকে
পরামর্শ নেবে ; সেইমত কাজ করবে।

যখন তুমি তোমার প্রেমিকার কাছে
তোমার প্রেমের কথা শোনাতে আসবে তখন
কথার কৌশল আর বুদ্ধি দিয়ে শাণিত করো না
তোমার জিবটাকে ; তাহলে তোমার প্রেমাস্পদ
তার মধ্যে পাবে সূক্ষ্ম চাতুর্য আর ছলনার অবাঞ্ছিত গন্ধ—
মনে রেখো, খঞ্জ লোক যখন তখন পথচলা থামাতে চায়—
আর সন্দিগ্ধ লোক সব সময় সুযোগ খোঁজে যাতে তাতে।
তা না করে তাকে সরাসরি পরিষ্কার করে বলবে
তুমি তাকে ভালবাস আর তার প্রতিদানে
তুমিও চাও তার ভালবাসা।
তোমার জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করে চলবে
তার ইচ্ছানুসারে, যদি তার রূপ গুণের প্রশংসা করার
কোন সুযোগ পাও তাহলে সে সুযোগ কখনই ছাড়বে না।
একটি বুলেটের আঘাতে যেমন কত নগর সৌধ ধ্বসে যেতে পারে
তেমনি অনেক সময় ছোট্ট একটি কথার সোনালি মিষ্টি আঘাতেও
ভূমিস্যাৎ হতে পারে কত কঠিন হৃদয়ের উদ্ধত ইমারৎ।
সব সময় প্রতিটি আচরণে ও কথাবার্তায় বিশ্বাস বজায় রেখে যাবে।
তোমার যে কোন আবেদন ঝরে পড়ে যেন
তোমার হৃদয়ের অকৃত্রিম নম্রতা আর সততা।
যদি তোমার প্রেমাস্পদের মধ্যে কোন অমার্জনীয় অন্যায়
না দেখতে পাও তাহলে তোমার প্রেমে অবিচল থেকো চিরদিন।
সে তোমাকে কোন জিনিস কখনো দিতে না চাইলেও
তুমি তোমার স্বাভাবিক উদারতাকে ত্যাগ করবে না,
কখনো অস্বীকার করবে না কোন কিছু দিতে।
যদি কোনদিন কোন কারণে তার ভ্রূকুটিতে
ঝরে পড়ে ঘৃণার আগুন, তাহলে ভয় পেয়ে দূরে পালিও না।
কারণ বেশীক্ষণ তার এ ভাব থাকবে না। দিন গিয়ে

রাত্রি আসতে না আসতেই তার তপ্ত চোখে নেমে আসবে
স্নিগ্ধ সজল এক মেঘচ্ছায়া, শীতল অনুশোচনা দেখা দেবে তার মনে
ফলে গভীরতর ও মধুরতর হবে তোমাদের নৈশ মিলন,
দ্বিগুণীকৃত হবে সে মিলনের আনন্দ।
আবার যদি কখনো বা সে নামে কঠোর শক্তি পরীক্ষায়
তোমার কোন কথা কোন আবেদন না মেনে ঝগড়া করে যায় শুধু
তাহলেও যেন ভয় পেও না, তার অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তি
একদিন না একদিন আত্মসমর্পণ করবেই তোমার কাছে।
মনে রেখো, মেয়েরা যদি পুরুষদের মত
সমান শক্তিমান হত তাহলে কোনদিনই তারা
আত্মসমর্পণ করত না কোন পুরুষের কাছে।
নারীদের যত কিছু ছলনার কাঠিন্য বা কলাকৌশলগত চাতুর্য
তা শুধু তাদের উপরকার আচরণে,
জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গে; কিন্তু অন্তরটা
তাদের খুবই দুর্বল সতত সমর্পণেচ্ছু। তাই বলা হয়,
মেয়েদের কোন 'না'ই না নয় অর্থাৎ তারা কখনই
অচল অটল থাকতে পারে না তাদের প্রতিরোধাত্মক অনমনীয়তায়।
মেয়েরা শুধু চেষ্টার দ্বারা পাপের দিক থেকেই
সমকক্ষ হতে পারে পুরুষদের, পুণ্যের দিক দিয়ে নয়।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে পুণ্যবোধ আসে পুরুষের জীবনে
মেয়েদের মধ্যে তা এলে কিন্তু খুবই ভাল হত।
দাম্পত্য জীবন শত মধুর হলেও প্রেমের চুম্বন শত আনন্দময় হলেও
একটি নারী একজনকে ছেড়ে সহজেই বিয়ে করতে পারে আর একজনকে।
কিন্তু থাম থাম, অনেক বেশী কথা বলা হয়ে গেল
মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার প্রণয়িণী এসব শুনতে পেলে
রেগে যাবে, তাদের মনের ও জীবনের গোপন দুর্বলতার কথা
বাইরে প্রকাশ করেছি বলে আরক্ত হয়ে উঠবে লজ্জায়।

১৯

আমার প্রেমাস্পদরূপে আমার অঙ্গে অঙ্গে
সব সময় জড়িয়ে থাক, কোথাও যেওনা আমায় ছেড়ে।

তুমি কাছে থাকলে আমাদের যৌথ প্রেমের অমিত শক্তি দিয়ে
জগতের সব আনন্দকে করায়ত্ত করব আমরা।
সমস্ত পাহাড় প্রান্তর উপত্যকা নম্রমধুর এক আনুগত্যে
বশ্যতা স্বীকার করবে আমাদের।
আমরা তখন ইচ্ছামত বসব ঐ পাহাড়টার চূড়াটার ওপর
সেখান থেকে রাখালদের ভেড়া চড়ানো দেখব,
কখনো বসব ঐ অগভীর ছোট্ট কলোচ্ছলা নদীটার গা ঘেঁষে
যার পতনশীল ঝর্ণাধারাগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে
পাখিরা গান গেয়ে যায় মনের আনন্দে।
ওইখানে ওই গাছের তলায় কুসুমশয্যা রচনা করব আমরা
অসংখ্য কোমলাঙ্গী ফুলের সুগন্ধি মেদুরতায়
বড় সুখকর হয়ে উঠবে আমাদের সে কুসুমশয্যা।
কত পাতা আর ফুল দিয়ে অলঙ্কার রচনা করে
পরাব তোমায় সাদরে। কত প্রবাল পাথর আর
আইভি ফুল ও মার্টেল পাতা নিয়ে খেলা করব আমরা।
এই সব ফুল জল পাখি পাতা আর তৃণশয্যার রাজ্য
যদি তুমি ভালবাস, এই সরল সহজ আনন্দ
যদি তোমার কাম্য হয় তাহলে
আমার প্রেমাস্পদরূপে আমার কাছে থেকে যাও প্রিয়তমা।
তাহলে আমায় ছেড়ে যেন আর কোথাও যেওনা।

প্রেমিকার উত্তর

যদি প্রেম আর পৃথিবীর বয়স আরও অনেক কাঁচা হত,
যদি প্রতিটি চাষী বা রাখালের প্রতিটি কথায় সত্য থাকত,
তাহলে জীবন ও জগতের এই সরল আনন্দ মুগ্ধ করত আমায়;
তাহলে তোমার প্রেমাস্পদরূপে তোমার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে
থাকতে পারতাম আমি।

২০

সেদিন ছিল বসন্তকালের একটি আনন্দোচ্ছল দিন
শীতল মধুর এক কুঞ্জছায়াতলে হরিণরা
মনের আনন্দে লাফালাফি করছিল আর পাখিরা গান করছিল।

আনন্দের মধু ঝরে পড়ছিল যখন চারদিকের এই
গাছপালা আর ফুলপাখির রাজ্যে তখন
সাথীহারা একটি নাইটিঙ্গেল পাখি একা একা
বড় করুণ স্বরে গান গাইছিল।
বিরহবেদনায় পরিকীর্ণ তার গানের স্বরে ছিল
ব্যর্থ প্রেমের এক তীক্ষ্ণ অভিযোগ।
সে গান শুনে কেউ ব্যথাহত না হয়ে পারে না।
তার সেই ব্যথার গান শুনে
আমার অন্তরের ব্যথার কথাটাও মনে পড়ে গেল মুহূর্তে।
সমবেদনার স্বরে বললাম, বৃথা তোমার এ বিলাপ
কেউ শুনবে না তোমার এ ব্যথার কথা।
চেতনাহীন বৃক্ষ শুনতে পারবে না তোমার কথা,
হৃদয়হীন ভালুক সহানুভূতি জানাতে পারবে না তোমার দুঃখে,
রাজা পাণ্ডিয়ন মারা গেছে অনেক আগেই
আর আপন গানের স্বরে মশগুল পাখিরা তোমার গানের
কথা বুঝবে না। তাই যদি হয় তাহলে
এস এক নিবিড়তম দুঃখবোধের মাধ্যমে মিলিত হই আমরা দুজনে।
আমরা দুজনে বুঝি দুজনের কথা। ভাগ্যবিড়ম্বিত দুটি প্রাণ
এক হয়ে সংগ্রাম করুক চপলমতি ভাগ্যের বিরুদ্ধে।
বাতাসের মত হালকা কথার ফানুস দিয়ে যারা তোমায়
তোষামোদ করে তারা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়।
যতক্ষণ তোমার প্রচুর খরচ করার মত অর্থসঙ্গতি থাকবে
ততদিন তারা তোমার বন্ধুত্বের ভান করবে
কিন্তু তোমার অভাবের সময় কেউ তোমায়
সাহায্য করবে না কোন কিছু দিয়ে।
যদি তুমি অমিতব্যয়ী হও
তাহলে তারা তোমায় বলবে উদারচেতা
এবং নানারকম স্তুতিবাক্য দিয়ে প্রীত করবে তোমায়।
বলবে, 'হায়, ও যদি রাজসম্পদের অধিকারী হত।'
যদি তুমি কোন অন্যায় করে বস

তাহলে তারা তোমায় সৎ পরামর্শ না দিয়ে
আরও প্রলুব্ধ করবে সে অন্যায়ে।
যদি তুমি কোন নারীর প্রতি আসক্ত হও
তাহলে তারা কত মনগড়া শাস্ত্রবাক্য দিয়ে
সমর্থন করবে সে অবৈধ আসক্তিকে।
কিন্তু একবার যদি ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হন তোমার প্রতি,
তাহলে কিন্তু আর তারা গুণগান করবে না তোমার ;
আর মিশবে না তোমার সঙ্গে।
তোমার অসময়ে ও বিপদে যে তোমায় সাহায্য করবে
সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু। তোমার দুঃখে সে হবে দুঃখী ;
তোমার জাগরণে সে ত্যাগ করবে তার নিদ্রাসুখ ;
তোমার অভাবে সে সাহায্য করবে তোমায় ;
চোখের জল ফেলবে সে তোমার দুঃখে।
এইভাবে চিনবে কারা প্রকৃত বন্ধু।
এইভাবে দেখবে যারা প্রকৃত বন্ধু,
যারা মিষ্টি তোষামোদের ছদ্মবেশে তোমার শত্রু নয়,
তারা তোমার যে কোন দুঃখের অংশ গ্রহণ করবে ;
তোমার দুঃখে দুঃখী হবে আর তোমার সুখে সুখী।

ভেনাস ও এ্যাডনিস
(Venus and Adonis)

যথাবিহিত সম্মানের সহিত সাদাম্পটনের আর্ল ও টিচফিল্ডের ব্যারণ মাননীয় হেনরি রিওথেসলিকে উৎসর্গ করিলাম।

মান্যবরেষু,

আপনার নিকট আমার এই কবিতার অমার্জিত ছত্রগুলি উৎসর্গ করিয়া জানি না কত অপরাধই না করিতেছি। আমার মত একজন দুর্বল লোকের পক্ষে এরূপ গুরুভার বহন করিবার কাজে অগ্রসর হইতে যাওয়ার জন্য

জগতের লোক কিরূপ সমালোচনা করিবে তাহাও জানি না। তবে যদি ইহা আপনাকে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিব এবং আরও কঠোরতর শ্রমের দ্বারা আপনাকে সম্মানিত করিবার যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব। কিন্তু আপনার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও আমার কবি-কল্পনার এই প্রথম সৃষ্টি যদি ব্যর্থ ও বিকৃত রূপ লাভ করে তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইব এবং নিষ্ফল হইবার ভয়ে ভবিষ্যতে কাব্যকলার উষর ক্ষেত্রটিকে সর্বপ্রযত্নে কর্ষণ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিব। আপনার অন্তরের তৃপ্তিসাধন ও সমালোচনার জন্য আমার এই দানটিকে আপনার হস্তে তুলিয়া দিয়া আপনার ও জগৎবাসীর সদুত্তরের প্রত্যাশায় রহিলাম।

উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ার

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে ;
ঈষৎ নীলাভ মুখজ্যোতিমণ্ডিত তরুণ সূর্যদেব
ক্রন্দসী প্রেমিকা উষার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে সবেমাত্র,
এমন সময় গোলাপী আভায় দ্যোতিত গণ্ডদ্বয়সমন্বিত
মুখখানা নিয়ে দুরন্ত এ্যাডনিস লুকোচুরি খেলছিল
তার প্রেমার্থিণী নায়িকা ভেনাসের সঙ্গে। এমনি করে মাঝে মাঝে
প্রেমশিকারের এক আশ্চর্য খেলা খেলে এ্যাডনিস,
অথচ সে প্রেমকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও
অবজ্ঞা অনীহা আর উপহাসের মধ্য দিয়ে উড়িয়ে দেয় তা নিঃশেষে
দুর্বলমনা ভেনাস তার কাছে ধরা দেবার জন্যই যেন
দূরে ছুটে পালিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আবার কখনো বা
প্রেমোদ্ধত দুঃসাহসী নায়িকার মত কত শত আব্‌দার করে তার কাছে।
সেদিন ভেনাসই প্রথমে শুরু করল তার কথা।
প্রেমস্তুতির এক মধুর বিন্যাসে তার প্রতিটি কথাকে
বিন্যস্ত করে সে বলল, তুমি আমার থেকে তিনগুণ
বেশী সুন্দর, এ রাজ্যের যে কোন ফুলের থেকে তুমি বেশী সুষমামণ্ডিত।
মোট কথা তুমি অতুলনীয়ভাবে মধুর, অতুলনীয়ভাবে সুন্দর ;
সুন্দর তুমি যে কোন জলপরীর থেকে, যে কোন মানুষের থেকে ;

তুমি গোলাপের থেকে বেশী লাল, কপোতের থেকে শুভ্রতর।
জগতের সকল সৌন্দর্যের হে প্রাণপুরুষ,
তোমার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সারা জগৎ পতিত হবে
মৃত্যুর অতল গর্ভে।
হে মূর্তিমান মধুর বিস্ময়,
তোমার বল্গাবিধৃত অশ্বের গর্বিত মাথাটাকে সংযত করে
নেমে এস আমার কাছে, আমার কাছে এসে বস,
যদি এটুকু অন্ততঃ করো তাহলে আমার অজস্র গোপনমধুর
কথার ফুল থেকে অনেক মধু পান করতে পারবে তুমি।
এখানে কোন সাপ বা সাপের গর্জন নেই। নেই কোন হিংস্রতা,
এখানে আছে শুধু অবাধ অফুরন্ত প্রেম
আমি শুধু অসংখ্য প্রেমের চুম্বনের দ্বারা
সিক্ত করে দেব তোমার সারা অঙ্গ।

বারবার চুম্বনসিক্ত হলেও ঘৃণিত তৃপ্তির কোন অবসাদ
নেমে আসবে না তোমার অধরোষ্ঠে ; বরং শত প্রাচুর্য সত্ত্বেও
তারা হয়ে উঠবে আশ্চর্যভাবে বুভুক্ষু,
অনন্ত বৈচিত্র্যপিপাসায় তারা হয়ে উঠবে আশ্চর্যভাবে ম্লান
অতৃপ্ত কামনার তাপে রক্তাভ ; আর তারা ভাববে
দশ বিশটা চুম্বন যেন মাত্র একটা, সারাটা দিন মাত্র একটা ঘণ্টা।
কালহরণকারী আমাদের সেই প্রেম-প্রেম খেলার উদার উন্মুক্ত
পথ দিয়ে গ্রীষ্মের অলস দিনটা কোন দিকে কিভাবে চলে যাবে
তা আমরা বুঝতেই পারব না।
এত কথা সত্ত্বেও তার ঘোড়া থেকে নামল না এ্যাডনিস।
তাই তার কথা থামিয়ে ঘর্মাক্তকলেবর এ্যাডনিসের হাতের তালুটা
ধরে ফেলল ভেনাস। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলল,
এ হাত হচ্ছে তার জীবনের জীবন, সকল অশান্তির শান্তি,
স্বর্গের দেবীদেরও বহু আকাংখিত বস্তু।

এই কথা বলে দুর্জয় কামনার অপরিসীম শক্তিতে বলীয়সি হয়ে
ভেনাস একটা জোর টান দিয়ে এ্যাডনিসকে নামিয়ে ফেলল

তার ঘোড়া থেকে। তারপর একহাতে চেপে ধরল ঘোড়ার লাগাম
আর এক হাতে জড়িয়ে ধরল লজ্জারক্ত এ্যাডনিসকে।
লজ্জায় আরক্ত আর কুয়াশাশীতল কামনায় নিরুত্তাপ
এ্যাডনিসের অন্তরে তখন কোন ক্রীড়াসুলভ প্রবৃত্তি ছিল না,
ছিল না কোন ক্ষুধার তীব্রতা, ছিল শুধু এক নীরস ঘৃণা
একান্ত অবাঞ্ছিতকে পাওয়ার কিছু ব্যক্ত আর কিছু অব্যক্ত বিরক্তি।
তবু কিন্তু তাকে ছাড়ল না ভেনাস।
এ্যাডনিসের ঘোড়ার লাগামটাকে বেঁধে দিল একটা গাছের সঙ্গে
তারপর এমনভাবে ধরে ফেলল এ্যাডনিসকে যাতে
সে আর পালাতে না পারে। এইভাবে তার কামনাকে
জয় করতে না পারলেও এ্যাডনিসের দেহটাকে জয় করে ফেলল ভেনাস
এ্যাডনিসের গালদুটোতে টোকা দিতেই ভ্রূকুটিকুটিল ভঙ্গিতে
ভেনাসকে ভর্ৎসনা করতে গেল এ্যাডনিস।
কিন্তু হায়, কোন কথা বলার আগেই তার ঠোঁটদুটোকে
নিজের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল নির্মম আসক্তিতে;
চুম্বন করতে করতে বলল হৃতবাক এ্যাডনিসকে,
'যদি তুমি আমাকে তিরস্কার করো তাহলে তোমার
এই ঠোঁটদুটোকে কোনদিন খুলতে দেব না,
এক নিষ্ঠুর নিবিড় চুম্বনবন্ধনে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ
করে রেখে দেব তোমার অধরোষ্ঠ দুটিকে।
স্তব্ধবাক এ্যাডনিস লজ্জা আর ঘৃণার আগুনে যতই পুড়তে থাকে
যতই লাল হয়ে উঠতে থাকে তার গাল দুটো
ততই তার আপন অশ্রুর শীতলতা দিয়ে
রক্তলাল সে গালদুটোর সমস্ত উত্তাপকে দূর করে দেবার
চেষ্টা করে ভেনাস। আবার পরক্ষণেই তার
দীর্ঘশ্বাসের বাতাস আর সোনালি চুলের শুষ্কতা দিয়ে
শুকিয়ে দেয় এ্যাডনিসের ভিজে গাল দুটোকে।
উত্তপ্ত অভিযোগের সুরে বলে এ্যাডনিস,
ভেনাসের এ ঔদ্ধত্য অশালীন অবাঞ্ছিত এবং সে আরও বলে,
তার চুম্বনের তীক্ষ্ণতা দিয়ে মানুষকে হত্যা করতে চায় ভেনাস।

এটা কিন্তু ভেনাসের ভারী অন্যায়।
এ্যাডনিস আরও বলে, ভেনাস যেন কোন ক্ষুধিত ঈগল,
যে তার শাণিত নখ আর ঠোঁট দিয়ে
তার করায়ত্ত শিকারের সমস্ত হাড় মাংসকে ছিঁড়েখুঁড়ে
গিলে খেতে চায়; তার শিকারের বস্তু পালিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত
অথবা শিকারের দেহটাকে সম্পূর্নরূপে গ্রাস না করা পর্যন্ত
সে ছাড়বে না।
তবু কিন্তু এ্যাডনিসকে ছাড়ে না ভেনাস,
কান দেয় না তার শানিত বাক্যবাণে, উপরন্তু
তার ভ্রূ, গাল আর চিবুকটাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয় ভেনাস।
একটি চুম্বন শেষ হতে না হতে শুরু হয় আর একটি চুম্বন।
এইভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ্যাডনিস হাঁপাতে হাঁপাতে
শুয়ে পড়তে বাধ্য হয় ভেনাসের পাশে।
এ্যাডনিসের ঘৃণাতপ্ত নাসারন্ধ্র হতে দ্রুত উৎসারিত
প্রতিটি গরম নিঃশ্বাসকেও শোষণ করে নেয় ভেনাস।
বলে, স্বর্গীয় সুষমায় আর্দ্র এ নিঃশ্বাসের বাষ্প।
বলে, এ্যাডনিসের গাল দুটো যদি হত এক মনোরম পুষ্পোদ্যান
তাহলে সে তা সিক্ত করে দিত তার অবিরাম অশ্রুবৃষ্টির দ্বারা।
পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত ভেনাসের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে
শুয়ে ছিল এ্যাডনিস। অকৃত্রিম লজ্জা আর সশঙ্ক প্রতিরোধ
ক্রমশই এক রক্তাভ উত্তাপে উত্তপ্ত করে তোলে এ্যাডনিসকে
আর সেই উত্তাপে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে তার চোখ মুখের লাবণ্য।
শূন্য নদীবুকে ঝরে পড়া বৃষ্টিজলের মত
এ্যাডনিসের প্রেমহীন শুকনো বুকে প্রেমের কুল ছাপানো
বন্যা আনার চেষ্টা করে ভেনাস।
কখনো কাতর অনুনয় কখনো বা সকরুণ প্রেমের কত কাহিনী
ঢেলে দেয় তার ক্লান্ত কর্ণকুহরে।
ভেনাস যেন এ্যাডনিসকে ভাল না বেসে ছাড়বে না,
এ্যাডনিসের কাছ থেকে ভালবাসা আদায় না করে ছাড়বে না।
তা যদি না হত তাহলে ক্রোধের আগুনে

পুড়ে পুড়ে যতই ভস্মধূসর হয়ে ওঠে এ্যাডনিস
ততই অশ্রুশীতল ও অশ্রুমেদুর হয়ে উঠত না ভেনাস,
তার অবিরাম অশ্রুবৃষ্টির দ্বারা তার গাল দুটোকে
ভিজিয়ে দিত না এমন করে, ভেনাসের একটিমাত্র চুম্বনের জন্য
নিজের অজস্র চুম্বন এমন অকাতরে ব্যয় করত না।

অবশেষে তা দিতে রাজি হয় এ্যাডনিস।
একটি মধুর চুম্বনের দ্বারা ভেনাসের সব ঋণ
শোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।
কিন্তু হায়, ভেনাস তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠার
সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এ্যাডনিস।
তার নিষ্ঠুর অনীহা আর বিবর্ণ বিরাগে ক্রমশই
কাতর হয়ে ওঠে ভেনাস, নিদাঘতপ্ত পথিকের
দুঃসহ তৃষ্ণাও নিন্দিত হয়ে ওঠে তা প্রেমতৃষ্ণার কাছে।
সুগভীর শীতল জলে অবগাহন করেও অতৃপ্ত তৃষ্ণার বুকভরা আগুনে
জলতে থাকে ভেনাস ; আকাঙ্খিত বস্তুকে হাতে পেয়েও
হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে পারে না তাকে।
অবশেষে ক্ষুণ্ণ হয়ে ভেনাস বলে, হায় নিষ্ঠুর কিশোর,
মাত্র একটি চুম্বন ভিক্ষা করলাম তোমার কাছে,
কিন্তু তুমি তাও দিলে না! কেন, কিসের এই সংকোচ?
কিসের দ্বিধা, কিসের কুণ্ঠা? আমার কি কোন মূল্য নেই?
একদিন আমারও কাছে এমনি করে প্রেম নিবেদন করেছিল
যুদ্ধের দেবতা ; অন্তহীন বিজয় গৌরবে চিরগৌরবান্বিত
সেই বীরপুরুষের হৃদয়কে ক্রীতদাসের মত
বন্দী করে রেখেছিলাম আমার হাতের মধ্যে।
আজ আমি তোমার কাছে যা ভিক্ষা করছি
একদিন সেও তাই নতজানু হয়ে ভিক্ষা করেছিল আমার কাছে।
সে তখন তার অতুলনীয় সামরিক কৃতিত্বের
প্রবলতম অহঙ্কার ত্যাগ করে আমার পদতলে
অকুণ্ঠভাবে সমর্পণ করেছিল তার অপরাজেয় অস্ত্ররাজি।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

ওথেলো, দি মুর অফ ভেনিস

নাটকের চরিত্র

ভেনিসের ডিউক।

ব্রাবানশিও, একজন সিনেটর ও ডেসডিমোনার পিতা।

অন্যান্য সিনেটারেরা।

গ্র্যাশিয়ানো, ব্রাবানশিওর ভাই।

লোডোভিকো, ব্রাবানশিওর আত্মীয়।

ওথেলো, ভেনিসে কর্মরত একজন মুর।

ক্যাসিও, ওথেলোর লেফটন্যান্ট বা সহকর্মী।

ইয়াগো, ওথেলোর অধীনস্থ কর্মচারি একজন খল।

রোডারিগো, ভেনিসের একজন ভদ্রলোক।

মোণ্টাগো, সাইপ্রাসের গভর্নর।

ক্লাউন, ওথেলোর ভৃত্য।

ডেসডিমোনা, ব্রাবানশিওর কন্যা ও ওথেলোর স্ত্রী।

এমিলিয়া, ইয়াগোর স্ত্রী।

বিয়াঙ্কা, ক্যাসিওর প্রণয়িনী।

সাইপ্রাসের ভদ্রমহোদয়গণ, নাবিক, অফিসার, দূত, প্রহরী ও বিভিন্ন কর্মচারি।

দৃশ্যস্থল : ভেনিস : সাইপ্রাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

রোডারিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ

রোডারিগো। যাঃ, একথা কথখনো আমায় বলো না। এটা তোমার আমার প্রতি নির্দয়তার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই না। দেখ ইয়াগো, যাকে আমি এতখানি বিশ্বাস করতাম, সেই তুমি একথা জেনেও আমায় বলনি।

ইয়াগো। কী মুস্কিল! তুমি ত আমার কথা শুনবে না। যদি আমি

এই ধরনের কথা স্বপ্নেও ভেবে থাকি তাহলে তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ঘৃণা করতে পার।

রোডারিগো। তুমি আমায় বলেছিলে যে তুমি তাকে ঘৃণা করো।

ইয়াগো। নিশ্চয় করি, যদি না করে থাকি ত তুমি আমায় ঘৃণা করতে পার। কেন করব না বলতে পার? এই শহরের তিনজন প্রধান প্রধান ব্যক্তি আমাকে তার লেফটন্যান্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং আমি জানি এ পদের সম্পূর্ণরূপে আমি যোগ্য। কিন্তু তিনি, যিনি শুধু অহঙ্কার আর স্বার্থ ছাড়া কিছু জানেন না, সেই তিনি সবার সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের বেশ কিছু বড় বড কথা শুনিয়ে অবশেষে বললেন, 'আমি আমার অফিসার আগেই বেছে নিয়েছি।' অথচ অফিসার লোকটি কে জান? মাইকেল ক্যাসিও নামে ফ্লোরেন্সের একজন লোক যিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন সব সময়, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা কি জিনিস তা জানেন না, যাঁর সৈনিকত্ব মানে শুধু কথার কচকচি, কোন বীরত্বের কাজ নয়, সেই তিনিই হলেন তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। আর আমি যার সামরিক বীরত্বের নিদর্শন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন রোডস্‌, সাইপ্রাস ও আরও কত জায়গায়, সেই আমাকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো আর কোন কর্মদক্ষতা দেখাবার সুযোগ না দিয়েই। সেই ক্যাসিও কালক্রমে হবে তাঁর লেফ্‌টন্যান্ট আর আমি ঐ মুরের অধীনস্থ চাকরই রয়ে যাব চিরদিন।

রোডারিগো। ভগবানের নাম করে বলছি, আমি হলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতাম।

ইয়াগো। কোন উপায় নেই। কী করতে বল, আজকাল পদোন্নতি ঠিক পর্যায়ক্রমে গুণ বা যোগ্যতার মাধ্যমে হয় না, হয় চিঠি আর ব্যক্তিগত ভালবাসা বা মায়ামমতার মাধ্যমে। এবার বল ত দেখি, বিচার করে বলো, আমি কোনক্রমে ঐ মুরকে ভালবাসতে পারি কি না?

রোডারিগো। আমি হলে ওর কথা শুনতামই না।

ইয়াগো। থাম থাম। যাচ্ছ কোথা, আমি তার হুকুম এমনি তামিল করছি না। আমি করছি তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। আমরা সবাই মনিব হতে পারি না আর সব মনিবই তার চাকরদের কাছ থেকে সমান যোগ্যতা পেতে পারে না। তুমি দেখবে, এমন অনেক কর্তব্যপরায়ণ আজ্ঞাবহ দাস আছে যারা তাদের মনিবের গাধার মত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুখ বুজে

সততার সঙ্গে দাসত্ব করে যায়। আবার এক শ্রেণীর চাকর আছে দেখবে, যারা উপরে উপরে কর্তব্যপরায়ণতার ভাণ করে চলে কিন্তু তাদের অন্তরটা থাকে নিজের কাছে বাঁধা, স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। এই শ্রেণীর চাকরেরাই ভাল আর আমিও এদেরই একজন হতে চাই। তুমি যেমন রোডারিগো আছ, তেমনি আমিও আমিই থাকতে চাই। ধরো যদি আমি মুর হতাম তাহলে যেমন আমি ইয়াগো হতে পারতাম না, তেমনি এখন আমি ইয়াগো থেকেও অন্য কিছু হতে পারি না। উপরে উপরে তার হুকুম তামিল করেও আসলে আমি নিজেই নিজের প্রভু রয়ে যাব। কোন কর্তব্যবোধ বা ভালবাসার তাগিদে আমি কাজ করে যাব না; আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই ধরণের একটা ভাব দেখিয়ে যাব। যদিও আমি এখন কিছু জানতে দেব না, যদিও আমার আসল উদ্দেশ্যসাধনের দিকে মন রেখে বাইরের কাজকর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে এমন এক কপট কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়ে যাব, তবু বেশীদিন এভাবে চলব না। অল্প দিনের ভিতরেই আমার আসল রূপ প্রকাশ করব। দেখিয়ে দেব, আপাত আমি আর আসল আমি এক নয়।

রোডারিগো। ঐ ঠোঁটমোটা লোকটা কী সৌভাগ্যেরই না অধিকারী! অবশ্য যদি এটা চালিয়ে যেতে পারে।

ইয়াগো। ওর বাবাকে ডেকে তোল। তাকে জাগাও; তার আনন্দটাকে নষ্ট করে দাও। রাস্তায় তার নাম ধরে চীৎকার করো। তার আত্মীয় স্বজনের মনগুলোকে বিষিয়ে দাও। আর যদিও সে ভাল স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশে বাস করে তথাপি সেখানে অসংখ্য মাছির মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দাও। যদিও তার জীবনের আনন্দের কারণটাকে একেবারে দূর করা যাবে না তথাপি বিষাদ আর বিতৃষ্ণার ছায়া দিয়ে সে আনন্দের রংটাকে বেশ কিছুটা ম্লান করে দাও।

রোডারিগো। এই যে মেয়েটার বাবার বাড়ি এসে গেছে। আমি চীৎকার করে ডাকব।

ইয়াগো। কোন রাত্রির অসতর্ক মুহূর্তে কোন জনবহুল শহরে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড হলে লোকে যেমন প্রকম্পিত আর্তনাদে ফেটে পড়ে, তুমিও তেমনি গলা ফাটিয়ে আর্ত চীৎকারে কাঁপিয়ে তুলবে চারদিক।

রোডারিগো। কই, ব্রাবানশিও আছেন! ও মশাই ব্রাবানশিও, বাড়ি আছেন?

ইয়াগো। জেগে উঠুন। ও মশাই ব্রাবানশিও। চোর, চোর, চোর।

আপনার বাড়ির ভিতর খোঁজ করে দেখুন আপনার মেয়ে ও টাকাকড়ি ঠিক আছে কি না। চোর, চোর, চোর।

জানালার ধারে ব্রাবানশিও এসে হাজির হলেন।

ব্রাবানশিও। এই ধরনের ভয়ঙ্কর ডাকাডাকির কারণ কি? ব্যাপার কী?

রোডারিগো। আপনার বাড়ির সব লোক কি ভিতরে আছে?

ইয়াগো। আপনার বাড়ির দরজাগুলো ঠিকমত তালাবন্ধ আছে ত?

ব্রাবানশিও। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন আপনারা করছেন?

ইয়াগো। ভগবানের মার স্যার। আপনার চুরি হয়ে গেছে। লজ্জার বিষয় শীগগির গাউন পরে নেমে আসুন। আপনার হৃদয় ফেটে যাবে জানতে পারলে। আপনার আত্মার আধখানাই চলে গেছে। এখনি ঠিক এই মুহূর্তে একটা বুড়ো কালো ভেড়া এসে আপনার একটা সাদা ভেড়ীর শালীনতা নষ্ট করেছে। উঠুন উঠুন। ঘণ্টা বাজিয়ে শহরের ঘুমন্ত লোককে জাগান। তা নাহলে শয়তানটা আপনাকে বোকা বানিয়ে সর্বনাশ করবে আপনার। আমি বলছি, উঠুন উঠুন।

ব্রাবানশিও। ব্যাপার কী? আপনাদের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

রোডারিগো। মাননীয় ব্রাবানশিও, আপনি আমার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছেন, আমি কে?

ব্রাবানশিও। না, আপনি কে?

রোডারিগো। আমার নাম হচ্ছে রোডারিগো।

ব্রাবানশিও। মোটেই স্বাগত জানাতে পারলাম না। আমি আগেই বারণ করে দিয়েছি, তুমি আমার বাড়ির দিকে আসবে না। পরিষ্কারভাবে আমি বলে দিয়েছি, আমার মেয়েকে কোনদিনই তোমার হাতে দেব না। কিন্তু একথা জেনেও তুমি নৈশভোজন ও পানের আতিশয্যে উন্মত্ত হয়ে হিংসাত্মক বীরত্ব দেখাতে আমার শান্তি ভঙ্গ করতে এসেছ।

রোডারিগো। স্যার, স্যার, স্যার—

ব্রাবানশিও। আমি যে জায়গায় বাস করি এবং আমার যে শক্তি আছে তাতে তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

রোডারিগো। ধৈর্য ধরুন স্যার।

ব্রাবানশিও। তোমরা চুরির কথা কি বলছিলে? মনে রাখবে এ ভেনিস শহর। আমার বাড়ি পাড়াগাঁয়ের কোন নির্জন জায়গায় নয়।

রোডারিগো। বিচক্ষণ ব্রাবানশিও। শুনুন, অত্যন্ত সরল এবং পবিত্র অন্তঃকরণে আমি আপনার কাছে এসেছি।

ইয়াগো। ভগবানের নাম করে বলছি স্যার। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি দেখছি এমনি একজন লোক যিনি শয়তান যদি নিষেধ করে ত ভগবানের নাম করবেন না। আমরা আপনার উপকারের জন্যেই এসেছি। অথচ আপনি আমাদের দুর্বৃত্ত ভেবে আমাদের কথা না শুনে একটা মায়াবী ঘোড়ার কাছে আপনার কন্যাকে বিলিয়ে দিয়েছেন আর সেই ঘোড়াটাকে পরম আত্মীয় ভেবে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আপনার প্রকৃত আত্মীয় ও ভদ্রসন্তানদের বাধানিষেধ উড়িয়ে দিচ্ছেন।

ব্রাবানশিও। তুমি কী ধরণের পাজী বদমায়েস আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ইয়াগো। আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী এবং এই কথাই বলতে এসেছি যে আপনার মেয়ে সেই মুরটার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

ব্রাবানশিও। তুমি একটি আস্ত শয়তান।

ইয়াগো। আপনি একজন মাননীয় সিনেটার।

ব্রাবানশিও। আচ্ছা রোডারিগো, আমি তোমায় চিনি। তুমি ব্যাপারটা খুলে বল।

রোডারিগো। আমি যা জানি অবশ্যই সব বলব। কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনি কি জেনে শুনে এই অসময়ে রাত্রিকালে আপনার সুন্দরী কন্যাকে ভেনিসের ক্যানেলে একটি প্রমোদতরীর উপর একজন উচ্ছৃংখল মুরের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে ঠেলে দিয়েছেন? এ বিষয়ে কি আপনার সম্মতি আছে? যদি তা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আপনার প্রতি অযথা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অন্যায় করেছি। কিন্তু যদি আপনি তা না জেনে থাকেন অর্থাৎ এ ব্যাপারে আপনার কোন সম্মতি না থাকে তাহলে বুঝব আপনিই অকারণে আমাদের ভৎসনা করেছেন। এটা মনেও ভাববেন না যে, আমি আপনার সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করতে এসেছি। ভদ্রতাজ্ঞান আমার যথেষ্টই আছে। আপনার মেয়েকে যদি আপনি এ বিষয়ে সম্মতি না দিয়ে থাকেন তাহলে সে বিদ্রোহিণীর মত কাজ করেছে। যার চালচুলো বা স্থায়ী বাসস্থান নেই এমন একজন উচ্ছৃংখল প্রকৃতির বিদেশীর কাছে তার সকল ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বুদ্ধি, বিবেক, কর্তব্যবোধ সব বিলিয়ে দিয়ে সত্যিই ভুল করেছে সে। আপনি সোজাসুজি ভাল করে জানুন, এই মুহূর্তে আপনার এই বাড়ির ভিতর সে তার ঘরে আছে

কি না। যদি আপনাকে কোনভাবে প্রতারিত করে থাকি তাহলে এই রাজ্যের আইন অনুসারে বিচার করে আমায় শাস্তি দিন।

ব্রাবানশিও। কই কে আছ, ঘণ্টা বাজাও, আমাকে একটা বাতি দাও। আমার লোকজনকে সব ডাকো। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত এই দুর্ঘটনার কথাটা ভাবতেও আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আলো, আলো নিয়ে এস।

(উপরতলার জানালা হতে প্রস্থান)

ইয়াগো। আমার কিন্তু ভাই এখানে আর থাকা চলে না; আমি বিদায় নিচ্ছি। আমার এখানে থাকা মানেই মুরের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা। এ রাজ্যের ব্যাপার আমি বুঝি। যদিও এ ব্যাপারটা মুরের নামটা কিছুটা খারাপ করবে এবং তাকে কিছুটা ঘা দেবে তবু আমাদের সরকার ওকে একেবারে ছাড়তে পারবে না। কারণ সাইপ্রাস যুদ্ধে ও যা করেছে তার তুলনা নেই এ রাজ্যে। এ রাজ্যে ওর সমকক্ষ কেউ নেই। ওর সমপরিমাণ কৃতিত্ব দেখিয়ে ওর অবর্তমানে কাজ চালাবার কেউ নেই। এইজন্যেই যদিও আমি তাকে নরকের মতই ঘৃণা করি, তবু বর্তমানে বৃহত্তর প্রয়োজনের খাতিরে ওপরে ওপরে তার প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে যাব। অবশ্য এটা এক ভালবাসার মিথ্যা ভাণ ছাড়া আর কিছুই না। তুমি এখান থেকে সোজা সেই পান্থনিবাসে চলে যাবে যেখানে ও থাকে। আমি ওইখানেই ওর কাছে থাকব। এখন বিদায়।

নীচে মশালহাতে কয়েকজন ভৃত্য ও নৈশ পোষাক পরিহিত ব্রাবানশিওর প্রবেশ।

ব্রাবানশিও। এটা একটা জঘন্য ব্যাপার হলেও সত্যি। সত্যিই সে নেই। এখন আমার সময় সত্যিই খুব খারাপ যাচ্ছে, আমার ভাগ্যে এখন তিক্ততা আর বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নেই। আচ্ছা রোডারিগো, কোথায় তাকে দেখেছ বলছ? হা আমার মুখপোড়া মেয়ে!—কী বললে, সে মুরের সঙ্গে রয়েছে?—আর যেন কেউ কখনো কোন মেয়ের পিতা না হয়। আচ্ছা তুমি কেমন করে জানলে যে সে-ই বটে। হায়, হায়, আমি যা আগে ভেবেছিলাম তা সব ভুল। আচ্ছা সে তোমায় কি বলল?—আমায় একটা বাতি দাও বলছি না? আচ্ছা, ওদের বিয়ে কি হয়ে গেছে?

রোডারিগো। সত্যিই হয়ে গেছে। যতদুর আমার মনে হয় তারা এখন বিবাহিত।

ব্রাবানশিও। হা ভগবান! কিকবে সে বাইবে গেল? আমার যে রক্ত তাব দেহেব শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে সে রক্ত কেমন করে বিদ্রোহ করল, কেমন কবে বিশ্বাসঘাতকতা করল। পৃথিবীর পিতারা, তোমরা আর কোনদিন তোমাদের মেয়ের মনকে বিশ্বাস করো না। তাদের উপরকার কাজ দেখে তাদের মনকে বিচার করো না। আচ্ছা রোডারিগো, এমন কোন মন্ত্রের কথা জান যা দিয়ে কোন কুমারী মেয়ের উদ্ধত অসংযত যৌবনের সব ঐশ্বর্যকে নষ্ট কবে দিতে পারা যায়? এ ধরণের কোন কিছু তোমার পড়া আছে?

রোডারিগো। হ্যাঁ, আমি তা জানি।

ব্রাবানশিও। আমার ভাইকে ডাক। তোমরা সব এক এক দিকে চলে যাও। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। বুঝলে? যেখানে গেলে তাকে আর মুরটাকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে সেখানে যেমন করে হোক যেতেই হবে।

রোডারিগো। আমি তাকে খুঁজে বার করতে পারি, তবে অবশ্য যদি আপনি আমার সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষী দেন এবং আপনিও আমার সঙ্গে যান।

ব্রাবানশিও। দয়া করে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। প্রতিটি বাড়ি আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজব। সে অধিকার আমার আছে। কই, অস্ত্র নিয়ে এস। নৈশ পাহারাদারদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশেষ অফিসারকে ডেকে আনো। চল রোডারিগো। সত্যিই তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমার কষ্টের একদিন উপযুক্ত দাম দেবই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেনিস। অন্য একটি রাজপথ

ওথেলো, ইয়াগো ও মশালহাতে কয়েকজন পার্শ্বচরের প্রবেশ

ইয়াগো। যদিও যুদ্ধে বহু লোক মেরেছি তবু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে লোক খুন করতে আমার বিবেকে বাধে। এই সব কাজ করতে অনেক সময় আমি উপযুক্ত মনের জোর পাই না। কি বলব, নয় দশবার এইখানে আমার মনে হয়েছে ওর পাঁজরার ভিতরে আমূল ছুরিটা বসিয়ে দিই।

ওথেলো। দাওনি ভালই হয়েছে।

ইয়াগো। কিন্তু সে আপনার সম্মানে আঘাত দিয়ে এমন সব বাজে বাজে কথা বলে আমায় উত্তেজিত করে চলছিল যে আমার মধ্যে কিছুটা বিবেকবুদ্ধি ছিল বলেই অতি কষ্টে আমি তা সহ্য করতে পেরেছিলাম। কিন্তু স্যার, আমি একটা কথা শুধোচ্ছি, আপনাদের বিয়েটা কি হয়ে গেছে? তবে এ বিষয়ে আপনি

নিশ্চিত থাকুন যে, লোকসমাজে ওর যথেষ্ট খাতির আছে, ওর প্রভাব-প্রতিপত্তি ডিউকের থেকে দ্বিগুণ। ও আপনাদের বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে অথবা আইনের সাহায্য নিয়ে কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে তার ওপর।

ওথেলো। ওঁর যা খুশি ওঁকে করতে দাও। আমি ডিউককে যে সেবা দান করেছি তা ওর অভিযোগকে একেবারে স্তব্ধ করে দেবে। অবশ্য তখন আমায় জানতে হবে আমি যে বড়াই করেছি তা কতখানি সত্যি অর্থাৎ ডিউক আমায় কতটা সম্মান দান করতে চান। তারপর আমি আমার কথা বলব। আমিও রাজপরিবারের ছেলে। তার ওপর আজ আমি যে সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ করেছি তা আমার এই দোষের দ্বারা কিছুটা কলুষিত হতে পারে। তবে জেনে রেখো ইয়াগো. আমি সুন্দরী শান্ত ডেসডিমোনাকে ভালবাসি বলেই সেই ভালবাসার খাতিরে আমার অবাধ অনলমুক্ত স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারব না। আমার সীমাহীন সমুদ্রপিপাসাকে খর্ব ও ক্ষুন্ন করতে পারব না।

ক্যাসিও ও মশালহাতে অফিসারদের প্রবেশ

দেখ ত কিসের আলো আসছে।

ইয়াগো। এরা হচ্ছে সেই ক্রুদ্ধ পিতা আর তার লোকজন। আপনার এখন সরে যাওয়া উচিত।

ওথেলো। না, আমি তা যাব না। আমাকে দেখা দিতেই হবে। আমার নিষ্পাপ অন্তঃকরণ আর পদমর্যাদার দিক থেকে সেটাই হবে ঠিক কাজ। এরা কি তারাই?

ইয়াগো। আমি ভেনাসের নামে শপথ করে বলছি, এরা তারাই।

ওথেলো। আমার প্রিয়তম সহকর্মী এবং ডিউকের অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দ, আপনাদের সকলকে নৈশ শুভেচ্ছা জানাই। কি সংবাদ?

ক্যাসিও। ডিউক আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এখনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি চান আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোন।

ওথেলো। ব্যাপারটা কি বলুন ত! আপনি কি মনে করেন?

ক্যাসিও। আমার যতদুর মনে হয় সাইপ্রাস থেকে খবর এসেছে। ব্যাপারটা খুবই উত্তপ্ত বলে মনে হয়, নৌবাহিনীর দপ্তর থেকে বারো জন বার্তাবহ দূতকে পর পর পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রদূতরা ডিউকের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করছেন। আপনাকে তাই তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছে। আপনাকে বাড়িতে

পাওয়া না গেলে যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল সিনেট থেকে।

ওথেলো। ভালই হয়েছে আমাকে আপনারা এখানেই পেয়েছেন। যাই হোক, এখানে আর আমি একটা কথাও ব্যয় না করে এখনি আপনাদের সঙ্গে ওখানে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ক্যাসিও। আচ্ছা, বন্ধু, আজ মুর এ সময়ে এখানে কেন?

ইয়াগো। বিশ্বাস করো, আজ রাত্রে সে এমন এক কাজ করেছে যদি তা আইনতঃ প্রমাণ হয় তাহলে ওর দফা রফা হয়ে যাবে।

ক্যাসিও। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

ইয়াগো। সে বিয়ে করেছে।

ক্যাসিও। কাকে?

ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ

ইয়াগো। কাকে বিয়ে করেছে—আসুন সেনাপতি সাহেব, আপনি তাহলে যাবেন?

ওথেলো। তোমার সঙ্গেই যাব।

মশাল ও অস্ত্রহাতে কয়েকজন অফিসারসহ ব্রাবানসিও ও রোডারিগোর প্রবেশ

ক্যাসিও। এখানে আর একজন আপনার খোঁজ করতে আসছে।

ইয়াগো। ইনিই হচ্ছেন ব্রাবানশিও। সেনাপতিসাহেব, ভাল কথা বলছি, আপনি সাবধান হোন। ওঁর উদ্দেশ্য ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

ওথেলো। কে বটে, ওইখানেই দাঁড়াও।

রোডারিগো। মহাশয়, ইনিই হচ্ছেন সেই মুর।

ব্রাবানসিও। জাহান্নামে যাক, চোর কোথাকার।

(উভয়পক্ষেই তরবারি বার করল)

ইয়াগো। আপনি রোডারিগো না? আসুন, আমি আপনার সঙ্গে লড়ব।

ওথেলো। আপনাদের চকচকে তরোয়ালগুলো সব ঢুকিয়ে রাখুন। কারণ অকালে চলে গেলে ওগুলোতে শিশির পরে মরচে ধরবে। নমস্কার সিগনিওর, আপনি অস্ত্র ধারণ করে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না এসে নিজের বয়সের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

ব্রাবানসিও। বদমাস চোর কোথাকার। কোথায় আমার মেয়েকে লুকিয়ে

রেখেছ ? তুমি নিশ্চয়ই যাদু জান। যাদুর মায়ায় তাকে ভুলিয়ে রেখেছ। কারণ আমি অনেক ভেবে এ ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজে পাইনি। যদি সে এইভাবে মায়াজালে আবদ্ধ না হত তাহলে তার মত সুন্দরী মেয়ে কখনো তোমার মত একটা লোকের পোড়-খাওয়া কালো বুকে ঢলে পড়ে সাধারণের কাছে উপহাসের পাত্রী হত না। এ কাজ সে করেছে, ভয়ে, সুখের জন্য করেনি। আমি যা বলছি ঠিক কি না পৃথিবীর লোক বিচার করুক। কোন দৈব ওষুধ বা ধাতুর দ্বারা তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তার সুকুমার যৌবনকে কলুষিত করেছ ; তার স্বাধীন ইচ্ছার গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছ। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে এবং এ নিয়ে আমি বিচার প্রার্থনা করব। একজন দুষ্টমতি যাদুকর হিসাবে অভিযুক্ত করব তোমায়। আপাততঃ ওকে তোমরা গ্রেপ্তার করো। যদি ও বাধা দেয় তাহলে যেমন করে হোক ওকে আঘাত করে করায়ত্ত করো।

ওথেলো। থাম, থাম, তোমরা হাত তুলো না। উভয়পক্ষই নিবৃত্ত হও। লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে কারো সাহায্যের দরকার হবে না, আমি একাই তা ভাল পারব। এখন বলুন, আপনার এই অভিযোগের উত্তর দিতে কোথায় আমায় যেতে হবে।

ব্রাবানশিও। জেল হাজতে। আদালতে তোমার বিচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে।

ওথেলো। যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই ? কিন্তু তাহলে ডিউককে কি করে সন্তুষ্ট করা যায় ? তাঁর লোক এখনো আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যসংক্রান্ত কোন জরুরী কাজের জন্য এখনি আমায় নিয়ে যাবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছেন।

প্রথম অফিসার। আপনি ঠিকই বলেছেন সিগনিয়র। ডিউক সভায় বসেছেন এবং সেখানে আপনার মহামান্য উপস্থিতির জন্য আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাবানশিও। সেকি! ডিউক সভায় বসেছেন! এই রাত্রিকালে! যাই হোক তাকে নিয়ে যাও। তবে আমার কাজটাও কম জরুরী না। ডিউক নিজে বা রাজ্যের যে কোন লোক এ ব্যাপারটাকে পরের ভেবে উড়িয়ে দিতে পারবে না, প্রত্যেকেই নিজের মত করে দেখে তার প্রতিকারের চেষ্টা করবে। যদি এ ধরণের অন্যায় কাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে যত সব ক্রীতদাস আর নাস্তিকরাই একদিন আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে উঠবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। সভাকক্ষ।

একটি আলোকিত টেবিলের চারপাশে পার্শ্বচরসহ ডিউক ও সিনেটারদের প্রবেশ।

ডিউক। এই খবরটার মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্যে তাদের বাহবা দেওয়া যায়।

প্রথম সিনেটার। আমার চিঠিতে বলে একশো সাতটি রণতরী। ওদের বিবরণের মধ্যে কোন সমতা নেই।

ডিউক। আমার চিঠিতে বলে একশো চল্লিশটি।

দ্বিতীয় সিনেটার। আমার চিঠিতে বলে দুশো। যদিও তাদের হিসেব ঠিক না, এবং এ সব ক্ষেত্রে হিসেবে প্রায়ই এ রকম গরমিল হয়, তবু একদল তুর্কী যুদ্ধজাহাজ যে সাইপ্রাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু সব খবরেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ডিউক। না, এটা এখন বিচার করে দেখতে হবে। আমি হঠাৎ কোন ভুল করে বসতে চাই না। যদিও আতঙ্কের কিছুটা কারণ রয়েছে।

নাবিক। (ভিতর থেকে) কই কে আছেন ? কেউ আছেন ?

নাবিকের প্রবেশ

অফিসার। নৌবাহিনী হতে একজন দুত এসেছে।

ডিউক। কী ব্যাপার ?

নাবিক। তুর্কীদের রণপ্রস্তুতি এখন রোড্‌স্‌এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। সিগনিয়ার এঞ্জেলো আমায় এই খবরটা জানাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

ডিউক। হঠাৎ এই পরিবর্তনের মানে কিছু বুঝতে পারছেন ?

প্রথম সিনেটার। এটা হতেই পারে না। কোন কারণেই এটা হতে পারে না। এটা শুধু আমাদের ধোঁকা দেবার একটা ছল মাত্র। আমরা যদি ভেবে দেখি রোড্‌স্‌এর থেকে সাইপ্রাসের প্রয়োজন তুর্কীদের কাছে কত বেশী, তাহলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারব। তাছাড়া আর একটা চিন্তা করলে প্রশ্নটা সহজ হয়ে উঠবে আরও। রোড্‌স্‌ এখন যেভাবে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত তাতে তাকে জয় করা তুর্কীদের বর্তমানের এই সামরিক প্রস্তুতির দ্বারা সম্ভব না। তুর্কীরা এতটা বোকা না যে, তারা যেটা সবচেয়ে আগে দরকার সেটা ছেড়ে সবচেয়ে শেষেরটা ধরতে যাবে, সহজলভ্য সাইপ্রাসকে ছেড়ে তারা বৃথা এক নিষ্ফল বিপদের ঝুঁকি নিতে যাবে।

অফিসার। এই যে আরও খবর আছে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহামহিমান্বিত তুর্কীরা এখন রোড্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তারা পৌঁছতে না পৌঁছতে আরও একদল জাহাজ গিয়ে হাজির হবে।

প্রথম সিনেটার। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। আচ্ছা, কতগুলো জাহাজ মনে হবে?

দূত। তিরিশটা জাহাজ। এখন তারা ফেরার পথে পরিষ্কার সাইপ্রাসের পথে তাদের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আপনার বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্মচারি সিগনিয়র মন্তানো এ খবরটা আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে অনুরোধ করেছেন।

ডিউক। এখন তাহলে সাইপ্রাসই ওদের লক্ষ্য। আচ্ছা মার্কাস লুসিজ কি এখন শহরে নেই?

প্রথম সিনেটার। এখন তিনি শহরে।

ডিউক। আমাদের পক্ষ থেকে তাকে লিখে দিন, যত তাড়াতাড়ি পারেন তিনি যেন চলে আসেন।

ব্রাবানশিও, ওথেলো, ইয়াগো রোডারিগো ও কয়েকজন অফিসারের প্রবেশ।

প্রথম সিনেটার। ব্রাবানশিও আর আমাদের বীর মুর এসে পড়েছেন।

ডিউক। আসুন বীরশ্রেষ্ঠ ওথেলো, আমরা সরাসরি আপনাকে আমাদের সাধারণ শত্রু তুর্কীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে চাই। (ব্রাবানশিওর প্রতি) আসুন সিগনিয়র। আজকের রাত্রিতে আপনার পরামর্শ আর সাহায্যের অভাব অনুভব করছিলাম।

ব্রাবানশিও। আমিও আপনার পরামর্শ এবং সাহায্য চাই মহামান্য ডিউক। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বা আমার ওখানকার কেউ এই সব জরুরী ব্যাপারের কথা জানে না। আমাকে কেউ ঘুম থেকে ডেকে বলেওনি। তাছাড়া এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে এমনই এক অসহ্য দুঃখে ভুগছি যে তাতে অন্যান্য দুঃখের কথা বা সাধারণভাবে দেশের কথা সব আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

ডিউক। কেন, সে দুঃখটা কী?

ব্রাবানশিও। আমার মেয়ে! হায় হায়, আমার মেয়ে।

সকলে। মারা গেছে?

ব্রাবানশিও। অন্ততঃ আমার কাছে সে মৃত। মাউন্তেব্যাঙ্ক থেকে সংগৃহীত ও আনীত কোন ওষধির বলে সে আমার কাছ থেকে অপহৃত কলুষিত ও কলঙ্কিত। স্বভাবতঃ তার বিচারবুদ্ধি বা বোধশক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। সুতরাং যাদু ছাড়া তাকে স্বাভাবিকভাবে কখনই খারাপ করা যেত না।

ডিউক। সে যেই হোক না কেন, যে এই অন্যায় কাজ করেছে, যে অন্যায়ভাবে আপনার মেয়েকে তার নিজের কাছ থেকে ও আপনার কাছ থেকে ভুলিয়ে এনেছে ছিনিয়ে এনেছে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। ভয়ঙ্কর আইনশাস্ত্রের পাতায় অক্ষরে অক্ষরে এ বিষয়ে কি লেখা আছে তা আপনি নিজে পড়ে দেখতে পারেন। আচ্ছা, আপনার বাড়িতে ত উপযুক্ত রক্ষী ছিল।

ব্রাবানশিও। আপনার দয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এই সেই লোক, এই মুর যাকে রাজ্যের এক বিশেষ কাজের জন্য এখানে আনা হয়েছে।

সকলে। আমরা সবাই এজন্য দুঃখিত।

ডিউক। (ওথেলোর প্রতি) আপনার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু বলার আছে?

ওথেলো। মহামান্য শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রবৃন্দ, আমার প্রিয় ও মহান মালিকবৃন্দ! আমি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি একথা সত্য। আর একথাও সত্য যে আমি তাকে বিয়ে করেছি। তবে আমার যা কিছু অপরাধ তার পরিধি শুধু এইখানেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী কিছু না। হয়ত আমি আমার কথাবার্তায় কিছুটা রূঢ় হয়ে পড়েছি, শান্তির সুললিত বাণীর হয়ত কিছুটা অভাব ঘটছে আমার কথায়; কারণ সাত সাতটি বছর ধরে আমার এই দুটি বাহু শুধু যুদ্ধ করে এসেছে। তাঁবু-খাটানো যুদ্ধের মাঠে অবিরাম অবিচ্ছিন্নভাবে কেটেছে আমার জীবনের এতগুলি বছর। ফলে আমি শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের বিপদ আপদ ছাড়া এই বিশাল জগতের আর কোন কথাই জানি না। তবু যদি আপনারা দয়া করে ধৈর্য সহকারে শোনেন, তাহলে আমার প্রেমকাহিনীর গোটা ব্যাপারটাই আমি অমার্জিত ও মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করব আপনাদের কাছে। তারপর বিচার করে দেখবেন, কি ওষধি, কি যাদু বা কোন মন্ত্র আমি প্রয়োগ করেছি ওঁর মেয়েকে লাভ করার জন্যে।

ব্রাবানশিও। ভেবে দেখুন, একটি মেয়ে যে মোটেই সাহসী নয়, যে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, যে এতদূর লজ্জাশীলা যে অকারণে নিজে নিজেই লজ্জায় মুষড়ে পড়ে। সেই মেয়ে তার বয়সের সীমা ডিঙিয়ে তার দেশীয় প্রথা আর স্বভাবের

বাইরে এমন একজনকে বিয়ে করল যার দিকে তাকাতে একদিন সে ভয় পেত। নিশ্চয় তার বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা হয়েছে, নিশ্চয় কোন নারকীয় কৌশলের দ্বারা তাকে এই স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু কেন তা করা হবে? সুতরাং আমি সমস্ত দায়িত্বের সঙ্গে একথা বারবার বলছি যে, নিশ্চয়ই রক্তের উপর কার্যকরী কোন শক্তিশালী ওষুধের অথবা কোন জঘন্য মন্ত্রের দ্বারা তাকে ও আয়ত্ত করেছে।

ডিউক। দায়িত্বের সঙ্গে কোন কথা বলাটাই প্রমাণ হতে পারে না কোন কিছুর। কতকগুলো দুর্বল সাদৃশ্য থেকে আপনি ওঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা আপাততঃ আনুমানিক এবং ব্যাপক ও খোলাখুলিভাবে ভাল করে পরীক্ষা না করে এ অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না।

প্রথম সিনেটার। কিন্তু ওথেলোকেও বলতে দেওয়া উচিত। আপনি বলুন, আপনি কি পরোক্ষ ও বাধ্যতামূলকভাবে অথবা কোন বিষক্রিয়ার দ্বারা এই তরুণী কুমারীর ভালবাসাকে আয়ত্ব করেছেন? অথবা যা সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আত্মার কাছে আত্মার এক নিবেদনের মাধ্যমে তার প্রেম আকর্ষণ করেছেন?

ওথেলো। আপনাদের নিকট আমার কাতর আবেদন, পান্থনিবাস হতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসুন। আমার সম্বন্ধে তাঁর পিতার সামনে সব কথা তাঁকে বলতে দিন। যদি তাঁর বিবরণের মধ্যে আমার সম্বন্ধে অন্যায় বা আপত্তিকর কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে যে পদমর্যাদা আমায় দান করেছেন, যে বিশ্বাস আমার উপর স্থাপন করেছেন তা সব কেড়ে নেবেন আমার কাছ থেকে উপরন্তু আমার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন।

ডিউক। ডেসডিমোনাকে এখানে নিয়ে এস।

ওথেলো। বন্ধু তুমি ভালভাবেই জান, সে কোথায় আছে। সুতরাং ওদের দেখিয়ে নিয়ে যাও।

(ইয়াগো ও কয়েকজন অনুচরের প্রস্থান)

যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি আসেন ততক্ষণ আমি ঈশ্বরের নামে যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমি আপনাদের সামনে বলে যাব কেমন করে আমরা দুজনে এই প্রেমসম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম।

ডিউক। আপনি তা বলুন ওথেলো।

ওথেলো। ওঁর পিতা আমাকে স্নেহ করতেন এবং প্রায়ই বাড়িতে নিমন্ত্রণ

করতেন। উনি প্রায়ই দিনের পর দিন আমার পুরোন জীবনের কথা শুনতে চাইতেন। আর আমি সুদূর বাল্য হতে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সব কথা বলতাম। উনি শুনতে চাইতেন কত সব যুদ্ধ, অবরোধ, ভাগ্যের আশ্চর্য উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর আমি কাটিয়েছি। কখনো আমি বলতাম আমার যত সব বিপদ আর দুর্ঘটনার কথা, বলতাম কেমন করে কত মারাত্মক বিপদ থেকে মরতে মরতে কোনঃকমে বেঁচে গেছি, অনমনীয় শত্রুর হাতে ধরা পড়ে ক্রীতদাসের মত বিক্রীত হয়েছি, পরে আবার ছাড়া পেয়ে পথ চলতে শুরু করেছি ; আবার কখনো বা বলতাম কত সব আকাশচুম্বী পাহাড় পর্বত, সুবিশাল মরুভূমি আর বড় বড় গুহার কথা ; বলতে বলতে আমিও যেন নেশায় জড়িয়ে পড়তাম। আরও বলতাম ভয়ঙ্কর মানুষখেকো আর সেই সব অদ্ভুত মানুষদের কথা যাদের ঘাড়ের নিচে মাথা গজায়। এই সব কথা শুনতে ডেসডিমোনা খুব ভালবাসত। বাড়িতে কোন কাজ থাকলে মাঝে মাঝে তাকে উঠে যেতে হত, কিন্তু কাজটা তাড়াতাড়ি সেরেই আবার এসে বসত আর লুব্ধ কর্ণকুহর দিয়ে আমার কথাগুলোকে গিলে খেত। এই সব দেখে সময় বুঝে একদিন তার এক কাতর ও আন্তরিক অনুরোধে সম্মত হয়ে আমার যৌবনের বিভিন্ন দুরবস্থার কথা বেশ বিস্তারিতভাবে প্রাণ দিয়ে বললাম। দুঃখের কথা বললেই তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। আমার দুঃখের কাহিনী শেষ হয়ে গেলে সে কতকগুলো গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত। বারবার বলত, এটা সত্যিই বিস্ময়কর, খুব বিস্ময়কর, এটা সত্যিই খুব দুঃখের, খুবই সকরুণ, এসব কথা না শুনলেই বরং ভাল হত। তবু সে শুনতে চাইত। সে ইচ্ছা প্রকাশ করত, ঈশ্বর তাকেও আমার মত এমনি বিপদে ফেললে ভাল হত। তার কোন প্রিয়জনকে এমনি করে গল্প বলা শেখাতে সে আমায় অনুরোধ করত মাঝে মাঝে। তার এই কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি আরও গল্প বলতাম। সে ভালবেসেছিল আমার জীবনের যত সব অতিক্রান্ত দুঃখ ও বিপদকে। আর আমি ভালবেসেছিলাম আমার দুঃখের প্রতি তার অখণ্ড অন্তরের অকৃত্রিম সমবেদনাকে। এটাই হচ্ছে একমাত্র যাদু যা আমি প্রয়োগ করেছি তার উপর। এই যে উনি এসে গেছেন, এবার ওঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করুন।

ডেসডিমোনা, ইয়াগো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডিউক। আমার ত মনে হয় ওথেলোর এই কাহিনী আমার মেয়েকেও

অভিভূত করবে। আচ্ছা ব্রাবানশিও, এবার ব্যাপারটা ভালভাবে নিষ্পত্তি করে ফেল। মানুষ খালি হাতের থেকে অনেক সময় ভাঙ্গা অস্ত্রও ব্যবহার করে।

ব্রাবানশিও। মহামান্য ডিউক, এবার ওর কথা শুনুন। যদি এই অন্যায় প্রেমসম্পর্কের মধ্যে আমার মেয়ের অর্ধেক তৎপরতা থাকে, যদি আমি অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে থাকি মুরের উপর, তাহলে আমার শিরশ্ছেদের আদেশ দিতে পারেন। এবার এস ত মেয়ে। আচ্ছা, এখানে যে সব ভদ্রলোক উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কার বশ্যতা তুমি সবচেয়ে বেশী স্বীকার করো?

ডেসডিমোনা। হে আমার পিতা! আমি দেখছি এখানে আমার কর্তব্য-বোধ দ্বিধাবিভক্ত। আপনি আমার পিতা; আমার জীবন এবং শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আপনার কাছে চিরঋণে আবদ্ধ। আমি যে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছি তাতে আপনাকে উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য আমি। এখনো পর্যন্ত আপনি আমার পিতা এবং আমার সকল কর্তব্যের প্রাণবস্তু। কিন্তু এখানে আমার স্বামীও রয়েছেন। যে পরিমাণ কর্তব্য মা আপনার প্রতি পালন করে এসেছেন, আমিও সেই পরিমাণ কর্তব্যই আমার স্বামী এই মুরের প্রতি পালন করতে চাই।

ব্রাবানসিও। হা ভগবান আমি গেলাম! আমার সর্বনাশ হলো। মহামান্য ডিউক, দয়া করে আপনি রাজকার্য সংক্রান্ত কথাবার্তা বলুন। আমি দত্তকপুত্র বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করব সে ভাল, তবু আমার সন্তান, যেন আর কখনো না হয়। মুর, তুমি এদিকে এস। এতদিন আমার যে অমূল্য রত্ন তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম নিবিড়তম আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে আজ সেই রত্নই আমি অন্তরের সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আমার আর সন্তান নেই। এখন তোমায় এড়িয়ে গেলে আমার দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। তাতে আমি আরও কষ্ট পাব। আমার কাজ এবার শেষ হয়েছে মহামান্য ডিউক।

ডিউক। এবার আমার বিচারের রায় দিতে দিন, যে রায় আমার মনে হয় এই প্রেমিকযুগলকে আপনার সপক্ষে আসতে সহায়তা করবে। যার কোন প্রতিকার নেই তার জন্য দুঃখ করেও লাভ নেই। অতীত ক্ষতির জন্য বিলাপ করা মানেই আবার নতুন করে ক্ষতিকে ডেকে আনা। যে ধনকে রাখা যাবে না তার ক্ষতিকে সহজভাবে সহ্য করতেই হবে; তাহলে সেই ক্ষতির

গুরুত্ব অনেকখানি কমে যাবে। চোর আমাদের কোন বস্তু চুরি করে নিয়ে গেলে আমরা যদি হাসিমুখে তা সহ্য করতে পারি তাহলে সেই চোরই উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে, তার চুরি করার গুরুত্ব অনেক কমে যায়। কিন্তু আমরা যদি অপহৃত বস্তুর জন্য দুঃখ করি তাহলে আমরা তার দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করি, নিজেদেরই মনোবলকে নষ্ট করে ফেলি।

ব্রাবানশিও। তাহলে তুর্কীরা আমাদের কাছ থেকে সাইপ্রাস নিয়ে নিক। আমরা হাসিমুখে সে ক্ষতি সহ্য করব, সে ক্ষতিকে ক্ষতি বলে মনেই করব না। কিন্তু দণ্ড আর দুঃখকে নীরবে সহ্য করা মানেই ধৈর্যের কাছ থেকে কিছু ধার করে তা দুঃখকে দান করা। আপনার এই কথাগুলো এমনই দ্ব্যর্থবোধক যে তা মিষ্ট বা বিষাক্ত দুইই মনে হতে পারে। কিন্তু কথা কথা। তার দ্বারা কখনো মানুষের অন্তরের ক্ষত সারে না। আমি বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনি এবার রাজ্যবিষয়ক কথাবার্তা বলুন।

ডিউক। তুর্কীরা বিরাট সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে সাইপ্রাসের দিকে এগিয়ে আসছে। ওথেলো, ওদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালভাবেই জানেন। ওখানে আমাদের সামরিক সাজসজ্জারও প্রচুর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জনমত আপনাকে সেখানে পাঠাতে চায়, অবশ্য এ জনমত আপনার বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীর ফলাফল থেকেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং আপনি সেখানে চলে যান, এই বিরাট বিপদসঙ্কুল অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে আপনি আপনার নবলব্ধ সৌভাগ্যকে আরও গৌরবান্বিত করে তুলুন।

ওথেলো। মহামান্য সিনেটারগণ, নিষ্ঠুর ভাগ্য আমার জীবনকে এমনই ভাবে গড়ে তুলেছে যে যুদ্ধই আমার জীবনের সঙ্গী, সমরক্ষেত্রই হয়ে উঠেছে আমার শয্যা। তবে আমি স্বীকার করছি, যে কোন দুঃখকষ্টের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে পেতে আমার বেশী সময় লাগে না। বর্তমানে আপনাদের এই তুর্কীবিরোধী যুদ্ধে আমি যোগদান করছি। তবে আপনাদের রাষ্ট্রের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমার স্ত্রীর উপযুক্ত বাসস্থানের যেন ব্যবস্থা করা হয় আমার অবর্তমানে।

ডিউক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে উনি ওঁর পিতার কাছেই থাকতে পারেন।

ব্রাবানশিও। আমি তা চাই না।

ওথেলো। আমিও তা চাই না।

ডেসডিমোনা। আমিও তা চাই না। আমি সেখানে থাকব না। বাবার চোখের সামনে আমি এখন থাকলে তাঁর অস্বস্তিকর চিন্তা বেড়ে যাবে। মহামান্য ডিউক, আমার সব কথা কান দিয়ে শুনে আমার একটি সাধারণ সরল ইচ্ছাকে সমর্থন দান করুন।

ডিউক। কী তুমি বলতে চাও ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। আমি আমার সুখ সম্পদের সৌভাগ্যকে উপেক্ষা করে মুরকে ভালবেসেছি তা জগতের সবাই জানে। আমার স্বামীর গুণাবলীর দ্বারাই আমার অন্তরাত্মা বিমুগ্ধ। তাঁর সম্মান সাহস আর বীরত্বের কাছেই আমি আমার আত্মার ও জীবনের সমস্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে উৎসর্গ করেছি। কিন্তু আজ যদি আমার স্বামী যুদ্ধে চলে যান আর আমি একা শান্তির সামান্য কীট হয়ে ঘরে থেকে যাই তাহলে আমার গুণমুগ্ধ প্রেম এবং অন্তরাত্মা অনেকখানি বঞ্চিত হবে নিঃস্ব হবে। তাঁর অনুপস্থিতিকালে আমিও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু দিন গণে যাব। সুতরাং আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে দিন।

ওথেলো। এবার আপনি আপনার রায় দিন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি এমন কোন রায় চাই না যাতে আমার আপন স্বার্থের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়। তবে ব্যাপারটা আমি তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু যদি কেউ মনে করে থাকেন আমার স্ত্রী কাছে থাকলে আমার যুদ্ধকার্যে বিঘ্ন ঘটবে, তাঁরা ভুল করবেন। প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যদি নির্মম খেলার ছলে আমার কর্ম ও চিন্তার উৎসগুলি বন্ধ করে দিতেন তাহলে কখনই আমি জীবনে এত বিপর্যয় এত প্রতিকূল অবস্থা জয় করতে পারতাম না। তাহলে আমার স্ত্রী আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়ে রান্না ঘরে আমায় ভরে রেখে দিত, আমার সব সম্মান ভূমিসাৎ করে দিত।

ডিউক। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী থাকবেন না যাবেন সেটা আপনারা দুজনে ঘরোয়া-ভাবে ঠিক করুন। তবে ব্যাপারটা খুবই জরুরী। যা কিছু করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে। আপনাকে আজ রাত্রেই রওনা হতে হবে।

ডেসডিমোনা। আজ রাত্রেই!

ডিউক। হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

ওথেলো। আমি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে যেতে রাজী আছি।

ডিউক। সকাল ন'টায় আবার আমাদের এখানে দেখা হবে। ওথেলো,

আপনি আপনার মনোনীত একজন অফিসারকে এখানে রেখে যান যিনি আমাদের এখানকার খবরাখবর আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন, যিনি আপনার গুণ ও সম্মানের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে চলতে পারবেন।

ওথেলো। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার এই সহকর্মীই হচ্ছেন সেই অফিসার। ইনি সৎ এবং বিশ্বাসী। এঁরই তত্ত্বাবধানে আমি আমার স্ত্রীকে রেখে যাচ্ছি। বাকি জরুরী খবরাখবর আপনি পাঠাবেন।

ডিউক। তাই হোক। তাহলে এখন বিদায়। (ব্রাবানশিওর প্রতি) মাননীয় সিগনিয়র, যদি গুণের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব না থাকে তাহলে আপনার জামাতা কালো হলেও যথেষ্ট সুন্দর।

প্রথম সিনেটার। বিদায় সাহসী মুর। ডেসডিমোনাকে ভাল করে দেখবেন।

ব্রাবানশিও। আচ্ছা মুর, যদি তোমার চোখ থাকে ত ভাল করে লক্ষ্য রাখবে, কারণ যে তার পিতার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে সে তোমার সঙ্গেও প্রতারণা করতে পারে। (সিনেটার ও অফিসারগণসহ ডিউকের প্রস্থান)

ওথেলো। তার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করছে আমার সমগ্র জীবন। সাধু ইয়াগো, আমি আমার ডেসডিমোনাকে তোমার কাছেই রেখে যাব। আমার অনুরোধ তোমার স্ত্রীই তার দেখাশোনা করবে আর তুমি তাদের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখবে। সুন্দরী ডেসডিমোনা, মাত্র আর এক ঘণ্টা বাকি আছে, এর মধ্যে আমায় পার্থিব ও প্রেমগত সব ব্যাপার সারতে হবে তোমার সঙ্গে। উপায় নেই। কালের নির্দেশকে অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হবে।

(ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান)

রোডারিগো। ইয়াগো!

ইয়াগো। মহানহৃদয় বন্ধু, কী বলছ দাদা?

রোডারিগো। এখন আমি কি করব, তোমার মতে?

ইয়াগো। কেন, বিছানায় গিয়ে ঘুমোবে।

রোডারিগো। আমি জলে ডুবে মরব, কারও কথা শুনব না।

ইয়াগো। যদি তুমি তা করো, তাহলে আমি এর পর কখনো তোমায় ভালবাসব না। একথা তুমি কোন দুঃখে বললে?

রোডারিগো। জীবন যখন শুধু যন্ত্রণা, তখন বাঁচা মানেই বোকামি। সে যন্ত্রণার হাত থেকে একমাত্র মৃত্যুই আমাদের বাঁচাতে পারে, মৃত্যুই তখন একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে।

ইয়াগো। ও শয়তান! দেখ, আমি আটাশ বছর ধরে জীবনকে দেখে আসছি। আমি জীবনের ভাল মন্দ লাভ ক্ষতি কাকে বলে জানি। আমি কিন্তু এমন একটি মানুষকেও দেখিনি যে নিজেকে ভালবাসে। যে নিজেকে ভালবাসে সে কখনো আর কারো ভালবাসার জন্যে মরতে যায় না। আমি যদি কখনো একটা মুরগীর ভালবাসার জন্যে ডুবে মরব বলি, তাহলে আমাকে মানুষের পরিবর্তে বেবুন বলে ডাকবে।

রোডারিগো। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমি স্বীকার করছি এটা আমার পক্ষে লজ্জার কথা, কিন্তু আমার গুণের মধ্যে এমন কোন জোর নেই যার দ্বারা এ দোষটা আমি দূর করতে পারি।

ইয়াগো। গুণ? দূর! ও সব গুণটুন কিছু না। আমরা যা হবার তা এমনিতেই হই। আমাদের দেহটা হচ্ছে আমাদের বাগান আর আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে সে বাগানের মালী। সেই বাগানে কে কি ধরনের গাছ পুঁতবে, কে কতখানি পরিশ্রমের সার দিয়ে সে গাছকে বড় করে তুলতে পারবে তারই উপর নির্ভর করবে বাগানের ফলন। সেটা নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছা আর ক্ষমতার উপর। মালী যদি অলস হয় তাহলে গোটা বাগানটাই হয়ে উঠবে বন্ধ্যা। আমাদের জীবনে দেখবে দুটো দিক আছে—যুক্তি আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এই দুটো দিকের মধ্যে যদি ভারসাম্য না থাকে তাহলে রক্তের উচ্ছ্বাস আর আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির নীচতা ও মত্ততা আমাদের জীবনকে নিয়ে যাবে পদে পদে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। কিন্তু উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা আমাদের জীবনের যত সব বিক্ষুব্ধ আবেগ, দেহগত ক্ষুধা আর অসংযত কামনা বাসনাকে শান্ত ও শীতল করতে হবে। আমি দেখছি তুমি ভালবাসাকে মনে ভাব শুচিশুভ্র একটি ফুলের কুঁড়ি।

রোডারিগো। না, তা কেন হবে?

ইয়াগো। আসলে ভালবাসা হলো রক্তের কামনা, ইচ্ছা এক উচ্ছৃঙ্খল অভিপ্রকাশ। দেখ, প্রকৃত মানুষ হবার চেষ্টা করো। ডুবে মরবে? কেন, বিড়াল আর অন্ধ কুকুরছানাগুলোকে ডুবিয়ে মার। আমি তোমার বন্ধু হিসেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এই বন্ধুত্বের বন্ধনের দৃঢ়তা কোনদিন শিথিল হবে না। বন্ধু হিসেবে এখনই আমি তোমার সবচেয়ে বেশী ভাল করতে পারি। এখন কিছু টকা জমাও ত। তারপর মুখে দাড়ি রেখে প্রতীক্ষা করে চল। আমি বলছি, টাকা সঞ্চয় করো। বেশীদিন ডেসডিমোনা মুরটার প্রতি তার ভাল-

বাসাকে ধরে রাখতে পারবে না আর মুরটা নিজেও তা পারবে না। এখন শুধু টাকা জমিয়ে চল। মেয়েটা প্রথমে শুরুতে খুব জারিজুরি করেছিল, পরিশেষে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য। টাকা জমাও। মুরগুলোর মতিগতি চিরদিন স্থির থাকে না, ওরা বড় পরিবর্তনশীল; যত পার টাকা জমাও। যে খাদ্য এখন তার কাছে সুস্বাদু বলে মনে হচ্ছে, এত সুস্বাদু যে তার লোভে পঙ্গপাল ছুটে আসছে তার কাছে, দুদিন পরে সে খাদ্য তেঁতো ওষুধের মত বিস্বাদ মনে হবে। যৌবনটা চলে গেলেই মেয়েটার পরিবর্তন হবে। লোকটার দেহের দ্বারা ও নিজে চরম দেহগত তৃপ্তি পেলেই নিজের ভুল ও বুঝতে পারবে। সুতরাং এখন থেকে কিছু সঞ্চয় করে চল। নিজেকে যদি ধিক্কার দিতে চাও তাহলে না ডুবে অন্যভাবে তা করতে পার। যতদূর সম্ভব টাকা কর দেখি, যদি ভ্রান্তিসুলভ একজন বর্বর উপজাতির সঙ্গে আমার যথেষ্ট পার্থক্য থেকে থাকে, যদি ভেনিসের একজন মার্জিত সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোক বলে আমায় স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমি বলছি তুমি মেয়েটাকে একদিন উপভোগ করবেই। সুতরাং টাকা জমাও। তুমি ডুবে মরবে? না, না তা কখনই হবে না। তার দুঃখে তার বিরহে ডুবে না মরে বরং তাকে পাওয়ার আনন্দের আতিশয্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলগে যাও।

রোডারিগো। যদি আমি ব্যাপারটার উপর নির্ভর করি তাহলে তুমি কি তাড়াতাড়ি আমার আশা পূরণের ব্যবস্থা করে দিতে পার।

ইয়াগো। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে। যাও টাকা জমাও গে। আমি তোমায় এর আগে বারবার বলেছি, আবার বলছি, মুরটাকে আমি দেখতে পারি না, আমি তাকে ঘৃণা করি। আমার যা কারণ তোমারও সেই কারণ। দুটো কারণই আন্তরিক এবং যুক্তিপূর্ণ। সুতরাং এস আমরা দুজনে যৌথ প্রচেষ্টায় মুরের উপর প্রতিশোধ নিই। কালের গর্ভে এমন অনেক ঘটনা আছে যা কালক্রমে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। যাও, টাকা জমাওগে। আগামী কাল আবার এ বিষয়ে আলোচনা হবে। এখন বিদায়।

রোডারিগো। সকালে কোথায় আমাদের দেখা হবে?

ইয়াগো। আমার বাড়িতে।

রোডারিগো। আমি ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

ইয়াগো। যাও বিদায়। শুনছ রোডারিগো?

রোডারিগো। কি বলছ ?

ইয়াগো। আর যেন ডুবে মরতে যেও না। শুনলে ?

রোডারিগো। আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার সে আমি আর নেই।

ইয়াগো। যাও, বিদায়। প্রচুর টাকা জমাবে।

রোডারিগো। আমি আমার সব জমিজমা বিক্রি করব।

(প্রস্থান)

ইয়াগো। এইভাবে আমি একটা বোকা লোককে দিয়ে আমার কিছু রোজগারের পথ করে নিলাম। কোন কিছু লাভ না থাকলে শুধু শুধু ওই বোকা লোকটার কাছে আমার অর্জিত জ্ঞান বিদ্যার অপচয় করা মানেই বেনার বনে মুক্তো ছড়ানো। আমি মুরকে ঘৃণা করি। এখন বাইরে পাঁচজনে বলছে আমার অফিসের কাজকর্ম আমার বাড়িতেই স্বাধীনভাবে করার ব্যবস্থা করেছে মুর। জানি না কতদুর তা সত্যি। তবে এখনও আমার সন্দেহ আছে এবং আমাকে নিশ্চিত হতে হবে এ বিষয়ে। এখন অবশ্য সে আমাকে ভালভাবেই বশ করেছে। তবে আমি আমার উদ্দেশ্যমত ঠিকই কাজ করে যাব। এখন দেখি কি কতদুর করতে পারি। ক্যাসিওই হচ্ছে এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক। তার পদ আমাব লাভ করতে হলে এবং আমার উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে আমায় দুদিক থেকে চাতুরী খেলতে হবে। কিন্তু কেমন করে সেইটেই হল কথা। আচ্ছা দেখা যাক। কিছুকাল পরে এই বলে ওথেলোর কানটাকে ভারী করে তুলতে হবে যে সে তার স্ত্রীব প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত। তারপর এমন একটা লোককে খুঁজে বার করতে হবে যাকে সে সন্দেহ করতে পারে এবং যার দ্বারা তার স্ত্রীর বিশ্বস্ততা নষ্ট হতে পারে। মুরটা বেশ খোলাখুলি স্বভাবের, মনে খল কপটতা কিছু নেই। সব লোককে ও সৎ ভেবে বিশ্বাস করে। ওকে গাধাব মত নাকে ধরে ঘোরানো যেতে পারে। পরিকল্পনাটা প্রায় হয়েই গেছে। নরক আর অন্ধকারের মধ্যে যার জন্ম সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটাকে ধীরে ধীরে বাইরে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। একটি সমুদ্র বন্দর।

দুইজন ভদ্রলোকসহ সাইপ্রাসের গভর্নর মোঁতানোর প্রবেশ

মোঁতানো। এই অন্তরীপ হতে সমুদ্রে কি দেখছেন ?

১ম ভদ্রলোক। কিছুই না। দেখছি কেবল তরঙ্গায়িত বিশাল জলরাশি। আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে কোন জাহাজের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না।

মোঁতানো। আমার মনে হয় ঝড়ের গর্জনটা স্থলের উপরেই বেশী। এর আগের কোন ঝড়ে আমাদের দুর্গপ্রাকার এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই ঝড়ের প্রকোপটা সমুদ্রেও যদি এমনি হয় তাহলে জাহাজের হাড় পাঁজরা ত দূরের কথা, পাহাড় পর্যন্ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। এর ফল কীই বা আমরা আশা করতে পারি।

২য় ভদ্রলোক। তুর্কী রণতরীগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ওইসব ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জাহাজগুলো শূন্য উপকূলভাগে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে আর অসংখ্য বায়ুতাড়িত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা পর্বতপ্রমাণ স্পর্ধায় যেন আকাশের মেঘগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে উন্মত্ত ঢেউগুলো যেন সুদূর মেরুপ্রদেশের দিগন্তবর্তী কোন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জলের অঞ্জলি দিচ্ছে। ঝড়ের এই ধ্বংসলীলা দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

মোঁতানো। তুর্কী রণতরীগুলো যদি নোঙর করতে না পায়, যদি কোন আশ্রয় না পায় তাহলে তারা নিশ্চয় ডুবে যাবে। তারা এ আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ

৩য় ভদ্রলোক। খবর আছে। তোমাদের যুদ্ধের দফা ত শেষ। এই ঝড় একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তুর্কীদের। তাদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। ভেনিসের একটি জাহাজের লোকেরা নিজের চোখে দেখেছে তুর্কীদের জাহাজগুলো কিভাবে ভেঙ্গে চুরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মোঁতানো। কিন্তু কেমন করে! এটা কি সত্যি?

৩য় ভদ্রলোক। জাহাজটা ত এসে গেছে এখানে। নোঙর করা হয়েছে, নাম 'ভেরোনেসা' বীর মুর ওথেলোর সহকর্মী মাইকেল ক্যাসিও তীরে এসে উঠেছেন। মুর অবশ্য এখনও সমুদ্রে আছেন। তিনি সাইপ্রাসের পক্ষে এ যুদ্ধে যোগদান করতে এসেছেন।

মোঁতানো। এতে সত্যিই আমি আনন্দিত। ওখানকার গভর্নর সত্যিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

৩য় ভদ্রলোক। তুর্কীদের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে ক্যাসিও সুখবর আনলেও তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কারণ ভয়ঙ্কর ঝড়ে তাঁরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; তাই তিনি মুরের নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

মোঁতানো। ঈশ্বর যেন তাঁকে নিরাপদে রাখেন। তিনি এর আগেও আমাদের পক্ষে কাজ করেছেন। যুদ্ধের কাজ তিনি খুব ভাল জানেন। চল আমরা এখন সমুদ্রকূলে যাই। বীর ওথেলোর জাহাজটার দিকে নজর রাখিগে। এখন সমুদ্রের নীল আর আকাশের নীল একাকার হয়ে গেলেও সেই অস্পষ্টতার মাঝে জাহাজটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

৩য় ভদ্রলোক। চলুন তাই যাই। প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করছি।

ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। সমরকুশলী এই দ্বীপপুঞ্জের বীর যোদ্ধাগণ, ধন্যবাদ। আমাদের মুরের পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে তিনি যেন রক্ষা পান।

মোঁতানো। তাঁর জাহাজটা ভাল ত?

ক্যাসিও। হ্যাঁ, তাঁর জাহাজের কাঠগুলো খুবই শক্ত আর চালকও খুবই দক্ষ। সুতরাং আমি আশা করছি, নিশ্চয়ই তাঁরা ভাল আছেন, মৃত্যুর কবলে পড়েননি। (ভিতরে, 'জাহাজ' 'জাহাজ' বলে চীৎকার)

জনৈক দূতের প্রবেশ

ক্যাসিও। গোলমাল কিসের?

দূত। গোটা শহর খালি। সব লোক সমুদ্রের কূলে গিয়ে হাজির হয়েছে। 'জাহাজ' 'জাহাজ' বলে চীৎকার করছে।

ক্যাসিও। আমার আশা এবার বোধহয় সত্যি হতে চলেছে। (তোপধ্বনি)

২য় ভদ্রলোক। মনে হয় আমাদের বন্ধু এসে গেছেন। তাঁরই সৌজন্যে এই তোপধ্বনি।

ক্যাসিও। দয়া করে বাইরে গিয়ে একটু দেখুন এবং আমাদের সত্য খবরটা দিন, কে এল।

২য় ভদ্রলোক। যাচ্ছি।

মোঁতানো। আচ্ছা বন্ধু, আপনাদের সেনাপতির কি বিয়ে হয়েছে?

ক্যাসিও। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী। তিনি এমনই

এক সৌন্দর্যের খনিকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করেছেন যার রূপসৌন্দর্য অবর্ণনীয়, যার প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ

তাহলে কে এল ?

২য় ভদ্রলোক। ইয়াগো নামে এক সেনাপতি মুরের সহকর্মী।

ক্যাসিও। খুব তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবেই ওঁরা এসে পড়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে দুরন্ত ঝড়, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, গর্জনশীল বাতাস, সমুচ্চ পাহাড়, পুঞ্জীভূত বালুকারাশি—এদেরও সৌন্দর্যবোধ আছে আর সেই সৌন্দর্যবোধের তাড়নায় এরা এদের স্বভাবসুলভ ধ্বংসক্রিয়ার কথা ভুলে গিয়ে অসামান্যা সুন্দরী ডেসডিমোনার পথকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করে তুলেছে।

মোঁতানো। কে সে ?

ক্যাসিও। যাঁর কথা একটু আগে বলছিলাম, আমাদের ক্যাপ্টেনের ক্যাপ্টেন, যিনি এতদিন ইয়াগোর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ওঁর কথা চিন্তা করতে না করতেই উনি নিজে এখানে এসে গেলেন। হে দেবতা জোভ, দয়া করে ওথেলোকে রক্ষা করো, তুমি তোমার নিজের জোড়াল নিঃশ্বাস দিয়ে তার জাহাজটাকে গতি দাও, যাতে সে জাহাজটা ওখানকার প্রভূত উপকার সাধন করতে পারে, যাতে তিনি অবিলম্বে তার উদ্বিগ্নমনা ডেসডিমোনার বাহুলগ্ন হতে পারেন, আমাদের শীতল হয়ে থাকা উদ্যমকে আবার উত্তপ্ত করে তুলতে পারেন এবং সারা সাইপ্রাসকে দুশ্চিন্তার কবল থেকে বাঁচাতে পারেন।

ডেসডিমোনা, ইয়াগো, এমিলিয়া, রোডারিগো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

দেখ, দেখ, আমাদের নবাগত জাহাজের প্রকৃত সম্পদ সশরীরে এখানে উপস্থিত। সাইপ্রাসের অধিবাসীবৃন্দ, নতজানু হয়ে অভ্যর্থনা করো এই নারীকে। স্বাগতম দেবী। ঈশ্বরের অকৃপণ কৃপা বর্ষিত হোক আপনার উপর।

ডেসডিমোনা। ধন্যবাদ বীর ক্যাসিও, এখন আমার স্বামীর খবর কি ?

ক্যাসিও। তিনি এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছাননি। কিছু খবরও পাইনি। তবে মনে হয় তিনি ভালই আছেন এবং খুব শীগ্‌গির এসে পড়বেন।

ডেসডিমোনা। কিন্তু আমার যে ভয় হচ্ছে। কেমন করে আপনারা ছাড়াছাড়ি হলেন ?

ক্যাসিও। আকাশ ও সমুদ্রের তুমুল ঝগড়াই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল।

(ভিতরে 'জাহাজ' 'জাহাজ' বলে চীৎকার)

শুনুন, নিশ্চয়ই জাহাজ দেখা গেছে। (তোপধ্বনি)

২য় ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই আমাদের কোন বন্ধুবরকে পেয়ে তারা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

ক্যাসিও। কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হচ্ছে। তবে একবার ব্যাপারটা দেখুন ত। (২য় ভদ্রলোকের প্রস্থান) (এমিলিয়ার প্রতি) আসুন আসুন। আমি আমার স্বভাবসুলভ কায়দায় ওঁর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করছি বলে তুমি যেন কিছু মনে করো না। আমি এইভাবে সৌজন্য প্রকাশ করে থাকি।

(এমিলিয়াকে চুম্বন)

ইয়াগো। উনি যতটা আমায় ওঁর জিব দান করেন ততটা ঠোঁট আপনাকে দেবেন কি ?

ডেসডিমোনা। না, উনি মোটেই ঝগড়াটে নন, মোটেই বেশী কথা বলেন না।

ইয়াগো। আমি তা জানি। তবে আমি আমাদের মাননীয়া লেডির সামনে সত্যি করে বলছি, আমি ঘুমোবার সময় বিছানায় গিয়ে দেখেছি উনি মুখে কোন কথা না বললেও মনে মনে চিন্তা করেন তখন। আর ওঁর সেই সোচ্চার চিন্তা দিয়ে আমায় ভর্ৎসনা করেন।

এমিলিয়া। তুমি শুধু শুধু একথা বলছ।

ইয়াগো। থাম, থাম। তোমরা হচ্ছ ঘরের বাইরে ছবির মত, বৈঠকখানা ঘরে ঘণ্টা, রান্না ঘরে বনবিড়াল, একটু রুষ্ট হলেই শয়তান আর আঘাত পেলেই সাধু ; ঘরকন্না করতে গিয়ে খেলা করো আর ঘুমোতে গিয়ে ঘরকন্না করো।

ডেসডিমোনা। এটা কিন্তু আপনার অহেতুক নিন্দা ছাড়া আর কিছুই না।

ইয়াগো। আমি যা বলছি সব সত্যি ; তা না হলে আমায় তুর্কী বলবেন। আপনারা বিছানায় গিয়ে ঘরকন্যা করেন আর বিছানা থেকে জেগে খেলা করেন।

এমিলিয়া। তুমি আমার প্রশংসা কখনই করবে না।

ইয়াগো। না, আমাকে তা করতে বলো না।

ডেসডিমোনা। যদি আপনাকে আমার প্রশংসা করতে হয় তাহলে কি লিখবেন ?

ইয়াগো। দয়া করে আমাকে তা করতে বলবেন না। কারণ সমালোচনা করাই হলো আমার কাজ।

ডেসডিমোনা। আচ্ছা এবার কাজের কথায় আসা যাক। কেউ কি বন্দরে দেখতে গেছে ?

ইয়াগো। হ্যাঁ ম্যাডাম।

ডেসডিমোনা। আমার মনে সুখ নেই। কিন্তু মনটাকে আমি কিছুক্ষণ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমার আসল ভাবটাকে চেপে রাখতে চাই। এবার কেমন করে আমার প্রশংসা করবেন ?

ইয়াগো। আচ্ছা তা করছি। তবে এটা আমার নিজস্ব উদ্ভাবন। পাখি ধরার ফাঁদ থেকে যেমন আস্তে আস্তে আঠা বেরিয়ে আসে তেমনি মাথা থেকে সাক্ষাৎ জ্ঞানবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যেন আঁকপাঁক করতে করতে বেরিয়ে আসেন। যদি সে দেবী একই সঙ্গে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী হন তাহলে তার ফল হয় বুদ্ধি আর সৌন্দর্য। একটি হলো ভোক্তা আর অন্যটি হলো ভোগ্যা।

ডেসডিমোনা। ভালই ত বললেন। কিন্তু যদি তিনি বুদ্ধিমতী অথচ দেখতে কালো হন ?

ইয়াগো। বুদ্ধিমতি অথচ কালো হলে তিনি এমন একজন সাদা লোককে অবশ্যই খুঁজে নেবেন যে তার কালোর উপযুক্ত জবাব দেবে।

ডেসডিমোনা। এটা কিন্তু নিন্দার কথা হলো। খুব খারাপ কথা।

এমিলিয়া। যদি তিনি সুন্দরী অথচ বুদ্ধিহীনা হন ?

ইয়াগো। তা কখনো হতেই পারে না। সুন্দরীরা কখনই বোকা হয় না। যত বোকাই হোক, ঠিক তার লোক জুটে যাবে, ঠিক তার সন্তান সন্ততি থেকে যাবে।

ডেসডিমোনা। কিন্তু যারা বোকা আর বদমাস তাদের আপনি কি বলবেন ?

ইয়াগো। একই লোক কখনই বোকা আর বদমাস হতে পারে না। বোকারা অনেক সময় ভাঁড়ামি করে, জ্ঞানী লোকদের মতই বাজে কথা বলে রসিকতা করে।

ডেসডিমোনা। এ হচ্ছে এক বিরাট অজ্ঞতা যা খারাপকে ভাল বলে প্রশংসা করে। আচ্ছা, যে নারী সত্যি সত্যি ভাল, যে হিংসাকে জয় করে গুণের দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তাকে আপনি কি বলে প্রশংসা করবেন।

ইয়াগো। আমি প্রশংসা করব সেই নারীকে যে সুন্দরী কিন্তু অহঙ্কারী নয়, যার জিব আছে কিন্তু যে বেশী কথা বলে না, যার সোনাদানা আছে প্রচুর কিন্তু সে সম্পর্কে কোন উল্লাস নেই ; ক্রোধ আছে কিন্তু কোন প্রতিশোধ-বাসনা নেই, যার বুদ্ধির কোন অভাব নেই, যে চিন্তা করতে পারে, কিন্তু মনের

কথা কাউকে খুলে বলে না, যার পিছনে অনেক প্রণয়ী ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সে নিজে একবারও পিছন ফিরে কারো পানে তাকায় না। যদি মানুষ হতে হয় এমনি মানুষই হতে হয়।

ডেসডিমোনা। ওঁর সিদ্ধান্তটা একেবারে দুর্বল এবং অর্থহীন। এমিলিয়া, উনি তোমার স্বামী হলেও ওঁর কথা তুমি শুনো না। আপনি কি মনে করেন ক্যাসিও, উনি কি উদার অথচ অধার্মিক পরামর্শদাতা নন?

ক্যাসিও। এমনি উনি ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলছেন ম্যাডাম। উনি পাণ্ডিত্য থেকে যুদ্ধটাই ভাল বোঝেন।

ইয়াগো। (স্বগত) ক্যাসিও ওঁর হাতের তালুটা ধরে কথা বলছে। আবার ফিস ফিস করে কথা বলছে। ভালই হচ্ছে। ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ হলেও ক্যাসিওর মত বড় ধুরন্ধর মাছিও এ ফাঁদে আটকে যেতে পারে। আবার ওর দিকে চেয়ে হাসা হচ্ছে। বেশ বেশ হাস, আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। এই ছল চাতুরীর খেলা খেলতে গিয়ে যদি তোমার লেফটন্যান্টের চাকরি চলে যায় ত যাক না, তুমি ত দিব্যি তোমার তিনটি আঙুল বারবার চুম্বন করে ওর প্রতি সৌজন্য জানাচ্ছ। আঙুলগুলো আবার ঠোঁটে ঠেকাচ্ছ? ওটা কি ইন্‌জেকশানের সিরিঞ্জ? (জয়ঢাকের শব্দ)

নিশ্চয়ই মুর। আমি তার জয়ঢাকের শব্দ জানি।

ক্যাসিও। হাঁা, সত্যিই তাই।

ডেসডিমোনা। চলুন আমরা তাকে অভ্যর্থনা করি।

ক্যাসিও। দেখ, কোথায় উনি আসছেন।

(ওথেলো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ওথেলো। হে আমার সুন্দরী বীরাঙ্গনা!

ডেসডিমোনা। হে আমার প্রিয়তম ওথেলো।

ওথেলো। তোমাকে এখানে আসার আগে পৌঁছতে দেখে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময় অনুভব না করে পারছি না। হে আমার আত্মার আনন্দ, প্রতিটি ঝড়ের পর যেন এমনি শান্তি নেমে আসে। প্রতিটি বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার পর যদি এমনি করে তোমার দেখা পাওয়া যায় তাহলে সে যাত্রাই যেন আমার নিত্যসঙ্গী হয়। আমার কেবলি ভয় হচ্ছে, আজ আমার আত্মা যে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছে সে আনন্দের তুলনা আর কি ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে জুটবে?

ডেসডিমোনা। আর কিছু হোক না হোক এটা ত নিশ্চিত যে আমাদের ভালবাসা আর আনন্দ বেড়ে চলবে দিনে দিনে।

ওথেলো। মঙ্গলময় ঈশ্বর যেন তাই করেন। তবে আমার মনে হয় এ আনন্দ অপরিসীম। এতখানি আনন্দ আর কখনো পাওয়া যাবে না। আজকের এই আনন্দই, প্রাণভরে আমরা উপভোগ করি। এর পর যত ঝগড়া পারব আমরা দুজনে করব। (পরস্পর চুম্বন করল)

ইয়াগো। (স্বগত) এবার তোমরা ঠিক কথাই বললে। আমি এমন ফাঁদ পাতব যাতে উপর থেকে কিছু বুঝতে পারবে না।

ওথেলো। এখন প্রাসাদে চল। খবর দাও, যুদ্ধ শেষ। তুর্কীরা সব ডুবে মরেছে। এ দ্বীপের লোকেরা সব কেমন আছে? ডেসডিমোনা, তোমাকে ওরা ভালভাবেই বরণ করে নেবে। আমি ওদের কাছে যথেষ্ট ভালবাসা পেয়েছি। আচ্ছা ভাই ইয়াগো, আমার মালপত্রগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে এনে ঐ দুর্গের উপরে তুলুন। উনিও খুব ভাল লোক। এস ডেসডিমোনা. সাইপ্রাসে আবার আমাদের দেখা হলো।

(ইয়াগো ও রোডারিগো ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ইয়াগো। (একজন গমনোন্মুখ ব্যক্তিকে ডেকে) তুমি বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করছ? (রোডারিগোর প্রতি) এদিকে এস। তোমার সাহস আছে? লোকে বলে প্রেমে পড়লে অনেক খারাপ লোকও ভাল হয়ে যায়—আমার কথা শোন। আজ রাত্রে আমাদের লেফ্‌টন্যাণ্ট পাহারাদারদের উপর নজর রাখবে। ডেসডিমোনা সরাসরি তার প্রেমে পড়েছে।

রোডারিগো। তার প্রেমে? কেন এটা কখনই সম্ভব না।

ইয়াগো। তোমার আঙ্গুলগুলো এইভাবে রাখ তারপর তোমার আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর ত। আমার কথা শোন। মুরটার কাছ থেকে যত সব আজেবাজে মিথ্যে কাহিনীগুলো শুনে মেয়েটা প্রথমে তাকে ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু এটা তুমি মনে করো না যে, শুধু কথার কচকচির জন্য মেয়েটা এখনও তাকে ভালবেসে যাবে। যে চোখ দিয়ে একদিন মুরটাকে দেখেছিল সে চোখ এখন নিশ্চয়ই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে; এখন শয়তান-টাকে দেখে কোন আনন্দই পায় না। খেলতে খেলতে রক্তে যখন ক্লান্তি বা ঝিমুনি আসে, তখন নতুন করে তাকে উত্তেজিত করতে হয়, নতুন করে তার ক্ষুধায় তৃপ্তি যোগাতে হয়! সৌন্দর্য, সহানুভূতি, নতুন নতুন চালচলন, আদব-

কায়দা ওইগুলোই হলো সে ক্ষুধার খাদ্য আর এগুলোর কোনটাই মুরের নেই। এই সব সুযোগ সুবিধা না পেয়ে তার সুকুমার সৌন্দর্যানুভূতি আহত ও অপমানিত বোধ করবে, অসন্তোষ প্রকাশ করবে এবং পরিশেষে মুরটাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। স্বভাবতই মেয়েটা তখন আর কাউকে পছন্দ করবে। তা যদি হয় তাহলে সেদিক দিয়ে ক্যাসিওর দাবিই এই সৌভাগ্যলাভে সবচেয়ে বেশী। লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান হলেও খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। তার গোপন ভালাবাসাটাকে বেশ ভদ্রভাবে কায়দা করে হাবে-ভাবে প্রকাশ করতে পারে। সে ছাড়া আর কেউ নেই। সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন একটা মস্ত জুয়াচোর যে সুযোগ বুঝে কোপ মারতে পারে সে সুযোগও ঠিক খুঁজে নিতে পারে। সুযোগ খুঁজে নেবার চোখ থাকা চাই, সুযোগ কখনো আপনা থেকে আসে না হাতের মুঠোর মধ্যে। তাছাড়া শয়তানটা দেখতে ভাল, বয়স কম, কাঁচা বুদ্ধির এক তরুণী মেয়েছেল যা যা চায় তা সবই আছে ওর মধ্যে। লোকটা ভয়ঙ্কর রকমের শয়তান আর এর মধ্যেই মেয়েটার মনে ধরে গেছে লোকটাকে।

রোডারিগো। আমি ত মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু দেখিনি। আমার তা বিশ্বাস হয় না। এখন সে সব দিক দিয়ে খুব ভাল অবস্থায় আছে। সব দিক থেকে সুখে আছে।

ইয়াগো। ধাঃ। খুব সুখে আছে! খুব ভাল আছে! হ্যাঁ, সে যে মদ খায় তা আঙ্গুরের তৈরি এবং তা ভাল। সে যে পুডিং খায় তাও ভাল। কিন্তু তাকে সুখ বলে না। সে যদি সুখী হত, তার ভাগ্যে সুখ থাকলে সে মুরকে ভালবাসত না। সেদিন তুমি ক্যাসিওর হাতের তালুটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখনি? সেদিন লক্ষ্য করনি?

রোডারিগো। হ্যাঁ, দেখেছি; কিন্তু ওটা একটা সৌজন্য ছাড়া আর কিছুই না।

ইয়াগো। আরে কি বলছ? হাতটা নিয়ে বেশ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ওটা হচ্ছে ওর অন্তরের কামনা আর কুমতলবের অস্পষ্ট সূচনা আর ভূমিকা। ওদের ঠোঁটদুটো পরস্পরের এত কাছাকাছি হয়েছিল যে ওদের নিঃশ্বাসগুলো মিশে যাচ্ছিল একে অন্যের মধ্যে। রোডারিগো তুমি জান না। এর মধ্যে শয়তানি চিন্তা আছে। এই সব আনুষঙ্গিক ছোটখাটো কাজগুলোর মধ্য দিয়েই প্রেম গড়ে ওঠে। যাকগে, আমি যা বলছি শোন। আমি তোমাকে ভেনিস থেকে এনেছি। আজকের রাতটা একটু লক্ষ্য করো, আজকের রাতের

পাহারার ভারটা আমি তোমার উপরেই দেব। ক্যাসিও তোমায় চেনে না, আমি অবশ্য তোমার কাছাকাছিই থাকব। আচ্ছা, কোন না কোন ভাবে ক্যাসিওকে রাগিয়ে তুলতে পার? হয় চেঁচিয়ে জোরে কথা বলে অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যখন যে কোনভাবে সুযোগ বুঝে তাকে রাগিয়ে তুলতে পার?

রোডারিগো। আচ্ছা।

ইয়াগো। ও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় এবং ওর লাঠি দিয়ে হয়ত তোমায় মেরেও বসতে পারে। যাই হোক, যাতে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তাই করবে। আর তার জন্যে আমি সাইপ্রাসের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলব আর তার ফলে ক্যাসিওকে সরিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং এইভাবে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে অল্প পথ হাঁটতে হবে। এইভাবে তোমার পথের মোটা বাধাটা সরে যাবে, যেটা না সরলে তোমার সৌভাগ্যলাভের কোন উপায়ই থাকবে না।

রোডারিগো। যদি এতে কোন সুযোগের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই করব।

ইয়াগো। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে দুর্গে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এখন জাহাজ থেকে ওর মালগুলো নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা বিদায়।

রোডারিগো। আচ্ছা বিদায়। (প্রস্থান)

ইয়াগো। ক্যাসিও ডেসডিমোনাকে ভালবাসে, সেটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং সহজ কথা। কিন্তু ডেসডিমোনা যে মুরকে ভালবাসে, এটা সত্যিই বিশেষ প্রশংসার কথা। অবশ্য আমি তাকে দেখতে না পারলেও প্রেমিক হিসেবে মুর সত্যিই যোগ্য। তার ভালবাসা মহৎ অচঞ্চল এবং দৃঢ়সংবদ্ধ। স্বামী হিসেবে তার যোগ্যতার পরিচয় ডেসডিমোনা নিশ্চয়ই পাবে। এখন আবার আমিও ডেসডিমোনাকে ভালবাসি। ঠিক যে কামনার বশবর্তী হয়ে তা নয়, এমনি ঘটনাক্রমে এই পাপে জড়িয়ে পড়েছি। অবশ্য কিছুটা প্রতিশোধ বাসনা থেকেও বটে। কারণ আমার বিশ্বাস মুর আমারই পদটা দখল করে বসেছে। এই চিন্তাটা এক বিষাক্ত ধাতুর মত আমার অন্তরের ভিতরটাতে আঁচড় কাটছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর স্ত্রীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি অথবা এক প্রবল ঈর্ষা জাগাতে পারি ওর মনের মধ্যে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না। এমন ঈর্ষা ওর মনে জাগিয়ে তুলব যা কোন যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা দূর করা

যাবে না আর তা করতে ভেনিস থেকে নিয়ে আসা এই বোকা লোকটাকে কাজে লাগিয়েছি। মাইকেল ক্যাসিওকে প্রথমে তুলে ধরব, তারপর ওকে অপমানিত করব মুরের কাছে, কারণ আমার ভয় ক্যাসিও-ও আমাকে ল্যাং মারতে পারে। মুরকে এইভাবে এমন করে গাধা বানাব যে সে যেন আমায় ভালবাসতে, ধন্যবাদ দিতে ও পুরস্কৃত করতে বাধ্য হয়। আমি তার সংসারের সুখশান্তি এমনভাবে নষ্ট করব যে সে যেন পাগলের মত হয়ে যায়। এখন অবশ্য সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ; তবে কোন দুষ্ট পরিকল্পনার কাজ শুরু না হলে ত তার আসল চেহারাটা দেখা যায় না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। রাজপথ।

একটি ঘোষণাপত্র হাতে ওথেলোর একজন প্রহরীর প্রবেশ
পিছনে অনুসরণকারী জনতা

প্রহরী। আমাদের মহান বীর সেনাপতি ওথেলোর ইচ্ছানুসারে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করা হইতেছে। এই ঘোষণাপত্রটি একটি জাতীয় সুসংবাদকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। সে সংবাদটি হইতেছে এই যে, তুর্কী রণতরীর সমূহ বিনাশ সাইপ্রাসের জনগণের নিকট আনিয়া দিয়াছে এক অভূতপূর্ব বিজয় গৌরব। ঘোষণায় তাই বলা হইতেছে দেশের প্রতিটি নাগরিক পান ভোজন, বাজি পোড়ানো, নৃত্যগীত প্রভৃতি যে কোনভাবে আপন আপন খুশিমত তাহাদের বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিতে পারিবে। এই সুখবর ব্যতীত আর একটি সংবাদের কথাও এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে। তাহা হইল, আমাদের সেনাপতির বিবাহোৎসব এবং এই উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত অফিস খোলা থাকিবে এবং সেখানে বেলা পাঁচটা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত সকলেই আনন্দোৎসব করিতে পারিবেন। ঈশ্বর সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জের জনগণের এবং আমাদের মহান সেনানায়ক ওথেলোর মঙ্গল সাধন করুন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো, ডেসডিমোনা, ক্যাসিও ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ওথেলো। দেখবেন মাইকেল, আজ রাত্রে পাহারার দিকে নজর রাখবেন। নির্দিষ্ট সময়ের বেশী যেন কেউ উৎসব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে।

ক্যাসিও। কি করতে হবে না হবে ইয়াগোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখব।

ওথেলো। ইয়াগো সত্যিই খুব সৎ লোক। আচ্ছা মাইকেল বিদায়! কাল সকালে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলব। (ডেসডিমোনার প্রতি) এবার এস প্রিয়তমা, কোন জিনিস কিনলেই ত হলো না, তার ফল ত ভোগ করা চাই। সেই ফলভোগ এখনো হয়নি। তোমার আমার পরিপূর্ণ মিলন এখনো পর্যন্ত হয়নি। আচ্ছা বিদায় ক্যাসিও।

(ক্যাসিও ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

ইয়াগোর প্রবেশ

ক্যাসিও। এস ইয়াগো। এবার আমাদের পাহারা শুরু করে দেওয়া উচিত।

ইয়াগো। এখন নয় লেফটন্যান্ট। এখন দশটাও বাজেনি। আমাদের সেনাপতি তাঁর পত্নীপ্রেমের জন্যই আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এখনো অবশ্য তাঁরা নৈশ প্রেমোচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেননি। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই দেবতার উপভোগ্য।

ক্যাসিও। সত্যিই উনি পরমা সুন্দরী।

ইয়াগো। আমি বলছি, ওর মধ্যে ক্রীড়াসুলভ ছেলেমানুষীর একটা ভাবও আছে।

ক্যাসিও। মেয়ে হিসাবে উনি সূক্ষ্ম এবং সজীব।

ইয়াগো। চোখগুলো কেমন দেখেছ? দেখলেই কথা বলার ইচ্ছা হয়।

ক্যাসিও। চোখগুলো ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। তবু কিন্তু শান্ত আর শালীনতাপূর্ণ।

ইয়াগো। তার কথা শুনলেই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে না কি?

ক্যাসিও। সব দিক দিয়ে উনি পূর্ণতার প্রতীক।

ইয়াগো। যাই হোক, ওরা সুখে রাত্রি যাপন করুক। এখন এস, আমার কাছে কিছু ভাল মদ আছে। বাইরে সাইপ্রাসের কিছু উচ্চবংশজাত ভদ্রলোক আছেন যাঁদের চেহারা কালো ওথেলোর চেহারাটার একেবারে বিপরীত।

ক্যাসিও। আজ নয় ভাই ইয়াগো। আজ আমার মাথাটা মদ খাওয়ার উপযুক্ত নয়। দয়া করে অন্তত: সৌজন্যের খাতিরে অন্য কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করো।

ইয়াগো। ওঁরা আমাদের বন্ধু—অন্তত: এক কাপ খাবে। তারপর আমিই তোমার হয়ে খাব।

ক্যাসিও। আজ রাত্রে আমি এক কাপ এর আগেই খেয়েছি এবং তাও

কৌশলে আমায় খাওয়ানো হয়েছিল। কিন্তু তার ফল কেমন হয়েছে দেখ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শরীরটাই দুর্বল। তাই আর কোন দুর্বলতার ঝুঁকি নিতে পারি না।

ইয়াগো। কী বলছ, এটা উৎসবের রাত। ভদ্রলোকের ছেলেরা একটু আনন্দ করতে চাইছে।

ক্যাসিও। কোথায় তাঁরা?

ইয়াগো। এই ত দরজার কাছেই। আমি বলছি তুমি তাঁদের ডেকে নিয়ে এস।

ক্যাসিও। যাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। (প্রস্থান)

ইয়াগো। আগেই কিছু খেয়েছে এবং আর এক কাপ যদি তাকে কোনরকমে খাওয়াতে পারি তাহলে আমার স্ত্রীর কুকুরটার মতই ও ঝগড়াটে হয়ে উঠবে। আর আমাদের বোকা রোডারিগোটা ডেসডিমোনার প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে যে কোন অন্যায় কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সে ঠিক লক্ষ্য রাখছে। সাইপ্রাসের আর তিনজন লোককেও মদ খাইয়ে বশ করেছি; তারাও লক্ষ্য রাখছে। এই সব পাগলদের দলে ভিড়িয়ে ক্যাসিওকে দিয়ে এমন কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে হবে যাতে সাইপ্রাসের লোক খুব রেগে যায় তার উপর—এই যে ওরা দেখছি এসে গেছে।

মোঁতানো, কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভৃত্যসহ ক্যাসিওর পুনঃপ্রবেশ

এখন যা ভেবেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে আমার আশার নৌকো ঠিক উপযুক্ত বাতাস আর অনুকূল স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাবে।

ক্যাসিও। হা ভগবান, ওরা আমায় বেশ ত মাতিয়ে তুলল।

মোঁতানো। শোন আমার কথা, আর একটু দেখ। আমি একজন সৈনিক।

ইয়াগো। কিছু মদ আছে? (গান করতে শুরু করল)

ক্যানাকিন ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক,
ক্যানাকিন ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক।
সৈনিকরাও মানুষ
মানুষের জীবন হচ্ছে একটা ফানুস।
অতএব সৈনিকদের দাও কিছু ড্রিঙ্ক।

কই রে, আমাকে কিছু মদ দে।

ক্যাসিও। হা ভগবান, বেশ ভাল গান ত।

ইয়াগো। এ গান আমি শিখেছি ইংল্যাণ্ডে। সেখানকার লোকেরা খুব ভাল মদ খেতে পারে। তোমার জার্মান বা হল্যাণ্ডের লোক! যাঃ, মদ্যপানের ব্যাপারে ইংরেজদের কাছে কিছুই না।

ক্যাসিও। মদ্যপানে তোমার ইংরেজরা এতই সুদক্ষ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, ইংরেজরা মদ খাবে। খেতে খেতে ঘেমে উঠবে। কিন্তু কিছুই করবে না, আর পাত্র ভরতে না ভরতে বমি করে ফেলবে।

ক্যাসিও। আসুন, আমরা আমাদের জেনারেলের স্বাস্থ্য পান করি।

মোঁতানো। আমিও তাই চাই লেফ্‌টন্যাণ্ট।

ইয়াগো। (গান করতে লাগল) হে মধুর ইংল্যাণ্ড!

রাজা ষ্টীফেন ছিলেন একজন মহান লর্ড;
মাত্র একটা ভুলের জন্যে তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর রাজমুকুট।
মাত্র দু পেনিও তাঁর কাছে ছিল ভীষণ প্রিয়।
তিনি ছিলেন উচ্চবংশজাত সন্তান;
তোমরা হচ্ছ তাঁর তুলনায় নীচবংশোদ্ভূত।
কখনো গর্ব করো না, গর্ব করো না
গর্বই খর্ব করে দেশকে;
অতএব খুব কমদামী পোষাক পরবে।

মদ। কিছু মদ দাও ত হে।

ক্যাসিও। বাঃ, এ গানটা দেখছি আগেরটা থেকে ভাল।

ইয়াগো। আবো শুনতে চাও?

ক্যাসিও। না। যারা কোন কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আমি তাদের অযোগ্য বলে মনে করি। মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, তিনি সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। যে সব আত্মা মৃত্যুর পর মুক্তি পায় তারাও ওখানে যায়, যারা মুক্তি না পায় তারাও যায়।

ইয়াগো। একথা সত্যি লেফ্‌টন্যাণ্ট।

ক্যাসিও। আমার দিক থেকে বলতে পারি আমি আমাদের সেনাপতির উপর কোন অন্যায় করব না, কোন ভাল লোকের উপরেই না। ঈশ্বর আমায় নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।

ইয়াগো। আমিও ঠিক তোমার মতই করব লেফ্‌টন্যাণ্ট। আমিও তোমার মত মুক্তি পেতে চাই।

ক্যাসিও। আমার আগে? লেফটন্যান্টের আগে তার সহকর্মী কখনো মুক্তি পেতে পারে না। যাক, এ বিষয়ে আর কোন কথা হবে না। এখন আমাদের কথায় এস। ঈশ্বর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করুন। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার কাজের কথা বলুন। একথা মনেও ভাববেন না যে আমি মদ খেয়েছি। এই ত আমি বেশ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি এবং কথা বলতে পারছি।

সকলে। খুব ভালভাবে।

ক্যাসিও। কেন, এই ত বেশ ভালভাবে। আপনারা মোটেই ভাববেন না, আমি মদ খেয়েছি। (প্রস্থান)

মোঁতানো। আপনারা সবাই প্ল্যাটফরমে চলুন। পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইয়াগো। লোকটাকে দেখলেন, এই একটু আগে চলে গেল। লোকটা সৈনিক হিসেবে সত্যিই এমন যোগ্য যে সীজারের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্য পরিচালনা করতে পারত। কিন্তু নিজের দোষটাই শুধু বড় করে দেখে। ওর গুণের মধ্যে যেন ছুটো বড় সংক্রান্তি আছে। তাই সে গুণের বিকাশ হয় না। আমার ভয় হয়, ওর এই মানসিক দুর্বলতার সময়ে যে বিশ্বাস ওথেলো ওর ওপর স্থাপন করেছে সে বিশ্বাস ও রাখতে পারবে না। আর তার ফলে এ দ্বীপের ক্ষতি হবে।

মোঁতানো। উনি প্রায়ই এইভাবে থাকেন?

ইয়াগো। ঘুমোবার আগে রোজই এই অবস্থায় থাকেন। মদের নেশা ওঁর বিছানার দোলনাটা না দোলালে উনি চোখে সর্ষেফুল দেখেন।

মোঁতানো। আমাদের জেনারেলকে এটা মনে করিয়ে দিলে ভাল হত। উনি বোধহয় এসব দেখেন না, অথবা ওঁর নিজের স্বভাবটা খুবই ভাল বলে উনি ক্যাসিওর উপর থেকে শুধু ভাল গুণটাই দেখেন। দোষটা দেখেন না। এটা কি ঠিক নয়?

রোডারিগোর প্রবেশ

ইয়াগো। (রোডারিগোকে আড়ালে ডেকে) কী খবর রোডারিগো! আমি বলছি, তুমি এখন লেফ্‌টন্যান্টের কাছে যাও। যাও!

(রোডারিগোর প্রস্থান)

মোঁতানো। এটা কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের সদাশয় মুর এইরকম দুর্বল প্রকৃতির মানুষকে সহকর্মী হিসেবে নিয়ে এখানকার শাসনভার হাতে নিয়েছেন। আমার মনে হয় এটা তাঁকে বলা ভাল।

ইয়াগো। কিন্তু আমি তা বলতে পারি না, এই সুন্দর দ্বীপকে আমি যতই ভালবাসি না কেন। আমি ক্যাসিওকে ভালবাসি এবং তাকে দোষমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাব।

(ভিতরে 'সাহায্য করো' 'বাঁচাও' বলে চীৎকার)

শুনুন শুনুন। কিসের গোলমাল।

রোডারিগোর পশ্চাদনুসরণকারী ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। নিপাত যাও, দুর্বৃত্ত কোথাকার। রাস্কেল।

মোঁতানো। কী ব্যাপার লেফটন্যান্ট ?

ক্যাসিও। একটা পাজী বদমাস আমাকে শেখাবে কিনা আমার কর্তব্য ! এমন মার দেব যে ভুলতে পারবে না।

রোডারিগো। মারবে ?

ক্যাসিও। আবার কথা বলছিস পাজী বদমাস কোথাকার !

(আঘাত করল)

মোঁতানো। মারবেন না মাননীয় লেফটন্যান্ট, আমার অনুরোধ, নিবৃত্ত হোন।

ক্যাসিও। আমাকে আমার মতে চলতে দিন। তা না হলে আমি আপনার মাথাটাও ভেঙ্গে দেব।

মোঁতানো। আরে যাও যাও, মাতাল কোথাকার।

ক্যাসিও। মাতাল ! (লড়াই করতে লাগল)

ইয়াগো। (রোডারিগোকে আড়ালে ডেকে) পালাও পালাও। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ বলে চীৎকার করে সবাইকে জানাও।

(রোডারিগোর প্রস্থান)

মাননীয় লেফ্টন্যান্ট এমন করবেন না। আপনারা শান্ত হোন। কই কে আছ ছুটে এস। এখানে নিশ্চয়ই পাহারার ভাল ব্যবস্থা আছে।

(ঘণ্টার শব্দ হলো)

কে ঘণ্টা বাজাল ? কই কে আছ ? গোটা শহরটা জেগে উঠবে। আপনি থামুন লেফ্টন্যান্ট, পরে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে এ নিয়ে।

ওথেলো ও অস্ত্রহাতে কয়েকজন ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ

ওথেলো। এখানে কি হচ্ছে ?

মোঁতানো। ঈশ্বরের অভিশাপ। রক্ত ঝরছে আমার গা দিয়ে। মারাত্মকভাবে আমি আহত। উনিও মরছেন।

ওথেলো। বাঁচতে চান ত সব থামুন।

ইয়াগো। লেফ্‌টন্যাণ্ট, মোঁতানো আপনারা—সব থামুন। আপনারা কি স্থান কাল ও কর্তব্যের কথা একেবারে ভুলে গেছেন? জেনারেল আপনাদের থামতে বলছেন। আপনাদের লজ্জা থাকে ত থামুন।

ওথেলো। কিসের থেকে ব্যাপারটার উদ্ভব হলো? আমরা কি সবাই তুর্কী হয়ে গেলাম? এমন কি তুর্কীরাও যা করে না তাই করতে চলেছি? খৃষ্টিয় লজ্জাবোধ বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে এই বর্বরোচিত ঝগড়া থামান। এর পর রাগের মাথায় যে অস্ত্রচালনা করবে অথবা একটু নড়বে সে মরবে। ওই ভয়ঙ্কর ঘণ্টাধ্বনিটা থামাও। এতে সমগ্র দীপপুঞ্জের লোক অযথা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। কী ব্যাপার বলুন ত। সৎ ইয়াগো দেখছি দুঃখে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন। ইয়াগো, আপনি বলুন ত, কে প্রথমে শুরু করে? আমি আপনাকে ভালবাসি, সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি আপনাকে এই ভারটুকু দিচ্ছি।

ইয়াগো। আমি জানি না। এইমাত্র বন্ধুরা সব বরকনের মত গলায় গলায় ভাবে ভালবাসায় জড়িয়ে ছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে কী যে হয়ে গেল! যেন কোন দুষ্টগ্রহ ওদের মাথায় কুমতলব ঢুকিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা তরবারি বার করে একে অন্যের বুক লক্ষ্য করে আঘাত করতে ছুটল। এক রক্তক্ষয়ী বিরোধিতায় ফেটে পড়ল। এই অদ্ভুত ঘটনার ঠিক শুরু কোথায় আমি বলতে পারছি না। এই গৌরবময় ঘটনাস্থলের কিছুটা কাছে এসে পড়ায় আমার পা দুটোতে এমন আঘাত লেগেছে যে আমি তা হারাতে চলেছি।

ওথেলো। আচ্ছা মাইকেল, কি করে ঘটনাটা ঘটল? আপনি কি সবকিছু ভুলে গেলেন?

ক্যাসিও। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কথা বলতে পারছি না। যোগ্য বীর মোঁতানো, আপনার আরও ভদ্র হওয়া উচিত ছিল। আপনি যুবক হলেও আপনার গাম্ভীর্যপুর্ণ শান্তস্বভাবের কথা দেশের সবাই জানে। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের মুখে মুখে আপনার সুনাম। কী এমন ঘটল যার জন্য আপনি আপনার খ্যাতির কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আপনার নামটাকে সামান্য নৈশ মাতালদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন? আমার কথার উত্তর দিন।

মোঁতানো। সুযোগ্য ওথেলো, আমি বিপজ্জনকভাবে আহত। আপনার অফিসার ইয়াগোই আপনাকে সব কথা জানাতে পারে। এখন আমি কথা বলতে পারছি না যার জন্য আমার আরও খারাপ লাগছে। আমি যা জানি তা হলো এই : আমি জানি না, এই রাত্রিতে আমি কি এমন বলেছি বা করেছি। বিপদের সময় কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা অন্যায় বা পাপ হয় কিনা আমি তা জানি না।

ওথেলো। এখন দেখছি ঈশ্বরের নামে আমাকে নিজেকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য আবেগে আমার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি হাত তুলি তাহলে আপনাদের মৃত্যু অবধারিত। এখন আমায় জানতে দাও, কে এই অন্যায় কাজ শুরু করেছে। যার অপরাধ প্রমাণিত হবে সে আমার যমজ ভাই হলেও আমায় হারাবে। কতদূর স্পর্ধা তার! যুদ্ধরত একটা শহর, শহরের লোকরা এমনিতেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে রয়েছে। এই সময় রাত্রিকালে আমায় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ঝগড়া মেটাতে হবে এবং লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে! এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। ইয়াগো, কে প্রথমে শুরু করেছিল?

মোঁতানো। যদিও কিছুটা আপনি মার্জিত এবং কর্তব্যপরায়ণ, তথাপি আপনি ঠিক সৈনিক নন। আপনি আসল সত্যটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে বলবেন।

ইয়াগো। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জড়াবেন না। আমার জিবটা মুখ থেকে খসে যাবে সেও ভাল; তবু আমি সেই জিব দিয়ে মাইকেল ক্যাসিও সম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা বলতে পারব না। তবুও আমি সত্য কথা বলার চেষ্টা করব অবশ্য তাঁকে কোন আঘাত না করে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, মাননীয় জেনারেল! মোঁতানো আর আমাতে কথা বলছিলাম; তখন হঠাৎ একটা লোক সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে করতে ছুটে এল; তার পিছনে দেখি মুক্ত তরবারি হাতে ক্যাসিও ছুটে আসছে তাকে মারার জন্য। তখন এই ভদ্রলোক ওদের মাঝখানে গিয়ে ক্যাসিওকে থামতে অনুনয় বিনয় করলেন। আমিও তাঁকে থামবার জন্য বললাম। ভাবলাম ওদের ঝগড়া ঝাঁটিতে শহরের লোক যাতে সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য ওদের থামানো দরকার। কিন্তু ক্যাসিও আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে এগিয়ে এসে বড় বড় কথা বলতে লাগল আর তার পরই অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ আর ক্যাসিওর লম্ফঝম্ফ যা এর আগে কখনো আমি দেখিনি। একটু পরে দেখি দুজনে খুব কাছাকাছি এসে মারামারিতে মেতে

উঠেছে এবং এইভাবেই আপনিও ওদের দেখেন এবং ছাড়িয়ে দেন। এর থেকে আর বেশী কিছু জানি না। তবে কি জানেন? মানুষ মানুষ। অনেক সময় খুব ভাল লোকও রাগে সব কিছু ভুলে যায়। যদিও ক্যাসিও ওঁর প্রতি কিছুটা অন্যায় করে ফেলেছেন, তবু আমার মনে হয়, উনি রাগের মাথাতেই ওর হিতাকাংখী এমন একজনকে আঘাত করে ফেলেছেন। রাগের মাথায় অনেকেই তা করে। তথাপি এটাও বুঝতে হবে, ক্যাসিও যাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল এবং যে পালিয়ে গেছে সে নিশ্চয় এমন কোন অপমানজনক কিছু করেছে যা ক্যাসিওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে।

ওথেলো। আমি জানি ইয়াগো, আপনি আপনার ক্ষমতা আর ভালবাসার খাতিরে ঘটনাটাকে খুব কায়দা করে সতর্কতার সঙ্গে গুছিয়ে বললেন। ক্যাসিওর অপরাধের গুরুত্বটা কিছু লঘু করে তুললেন। ক্যাসিও, আমি আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু আপনি আর আমার অফিসার পদে থাকতে পারবেন না।

পরিচারিকাসহ ডেসডিমোনার পুনঃপ্রবেশ

দেখ আমার প্রিয়তমা আবার রেগে না যায়। আমি তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরব।

ডেসডিমোনা। কী ব্যাপার, প্রিয়তমে।

ওথেলো। এখন সব ঠাণ্ডা। চল আমরা বিছানায় যাই। (মেঁাতানোর প্রতি) আপনার আঘাতের চিকিৎসা আমাকেই করতে হবে দেখছি। এই, এঁকে এখান থেকে নিয়ে যাও। (মেঁাতানোকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো) ইয়াগো, ভাল করে শহরটার দিকে নজর রাখুন। এই ঝগড়ার জন্য যারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তাদের শান্ত করুন। এস ডেসডিমোনা। সৈনিকের জীবনই এই। এমনি সব বিবাদ বিসম্বাদের দ্বারা প্রায়ই বিঘ্নিত হয় তাদের সুখনিদ্রা।

(ইয়াগো ও ক্যাসিও ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

ইয়াগো। লেফ্‌টন্যান্ট, আপনি কি খুব আহত হয়েছেন?

ক্যাসিও। আমার আঘাত সমস্ত চিকিৎসার অতীত।

ইয়াগো। ঈশ্বরের কৃপায় তা যেন না হয়।

ক্যাসিও। যশ, যশ, যশ। আমি আমার যশ সুনাম সব হারালাম। আমার জীবনের একটি অমর অংশ আমি হারিয়ে ফেললাম চিরতরে, যা রয়ে গেল তা শুধু পশুত্ব। ইয়াগো, আমার যশ, আমার মান।

ইয়াগো। দেখ, যেহেতু আমি সৎ লোক, আমি ভেবেছিলাম, তুমি কোন দৈহিক আঘাত পেয়েছ। তোমার যশের থেকে সে আঘাতের তবু একটা মানে হত। দেখ, যশ কথাটাই একটা মিথ্যা বস্তু। এই যশ অনেকে বিনা গুণেই পেয়ে যায় আর বিনা কারণেই হারিয়ে ফেলে। তুমি তোমার যশ হারিয়েছ বলে সকলের কাছে যদি খেদ না করো তাহলে তোমার যশ কিছুতেই হারাতে পারে না। কী ভাবছ ভাই, জেনারেলের মন পাবার অনেক উপায় আছে। তুমি ত সবেমাত্র তাঁর মেজাজের সঙ্গে পরিচিত হলে। এ শাস্তি উনি দিয়েছেন নীতিগতভাবে, কোন হিংসাভাব থেকে নয়। মানুষ দেখবে অনেক সময় ঝিকে মেরে বউকে শেখায়, তার শান্ত নিরীহ কুকুরটাকে প্রহার করে বিক্ষুব্ধ সিংহটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে।

ক্যাসিও। এত বড় একজন সেনাপতির অধীনে আমার মত একজন তুচ্ছ মাতাল এবং বিচারবুদ্ধিহীন লোকের অফিসার হিসেবে কাজ করা মানে তাকে ঠকানো; তার থেকে এইভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলিত হওয়া ঢের ভাল। ছিঃ, মদ খেয়ে ভুল বকা, তারপর ঝগড়া মারামারি। তারপর নিজের ছায়ার সঙ্গেই হয়ত কথাকাটাকাটি। হে মদের অদৃশ্য দেবতা! যদি তোমার অন্য কোন নাম না থাকে ত ভাল, আমি তোমায় শয়তান বলে ডাকব।

ইয়াগো। কে সে যার পিছনে তলোয়াল নিয়ে ছুটছিলে? সে তোমার কী বা করেছিল?

ক্যাসিও। আমি জানি না।

ইয়াগো। সেটা কি সম্ভব?

ক্যাসিও। আমার মনে পড়ছে শুধু একতাল ঘটনার কথা। কিন্তু কোন কিছু স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না। তবে একটা ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু কিসের থেকে সে ঝগড়া হলো তা বলতে পারব না। হা ভগবান, একি তোমার লীলা! মানুষের মুখের মধ্যে শত্রু থেকে তার মস্তিষ্কের সব বুদ্ধি কেড়ে নেবে। আনন্দ উৎসব করতে গিয়ে আমরা নিজেদের পশুতে পরিণত করে তুলব।

ইয়াগো। এখন ত দেখছি তুমি ভাল হয়ে গেছ। কিন্তু কি করে তুমি ভাল হয়ে উঠলে?

ক্যাসিও। মাতলামির শয়তান চলে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে ক্রোধের

শয়তান। একটার পর একটা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আর তা ভেবে আমি নিজের তুচ্ছতার কথা স্বীকার না করে পারছি না।

ইয়াগো। তুমি দেখছি, এক কঠোর নীতিবাদী হয়ে উঠেছ। দেশের স্থান কাল অবস্থার কথা বিচার করে বলব আজ এ ধরণের ঘটনা না ঘটাই উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু ঘটে গেছে, এটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করো।

ক্যাসিও। আমি তাঁকে আমার পদে আমাকে পুনর্বহাল করার জন্য অনুরোধ করব। তিনি হয়ত তখন বলবেন, আমি একজন মাতাল। আমার যদি হায়েড্রার মত অসংখ্য মাথা আর মুখ থাকত তাহলেও কি একবার উত্তর দিতে পারতাম? এখন ভদ্র হতে হলে বোকার মত চুপ করে থাকতে হবে, তারপর জানোয়ার হতে হবে। কী আশ্চর্য। প্রতিটি অসংযত পানপাত্র মানেই দুঃখজনক, আর তার উপাদানের মধ্যে আছে আস্ত এক একটি শয়তান।

ইয়াগো। রেখে দাও তোমার কথা। মদ যদি ভাল হয় আর ঠিকমত ব্যবহার করা যায় তাহলে তা কখনই ক্ষতি করে না। দেখ লেফ্‌টন্যাণ্ট সাহেব। আর কিন্তু মদের নিন্দে করো না। তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি।

ক্যাসিও। আমি তা ভালভাবেই স্বীকার করি স্যার। আমি নিজেও তাই ভাবি।

ইয়াগো। তুমি অথবা যে কোন লোক কোন এক বিশেষ সময়ে মাতাল হয়ে উঠতে পারে। এখন তুমি কি করবে আমি তাই বলছি। এখন আমাদের জেনারেলের স্ত্রীই হচ্ছে আসল জেনারেল। আমি একথা এই জন্যে বললাম যে, আমাদের জেনারেল তাঁর স্ত্রীর গুণ ও মহিমা চিন্তার মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন একেবারে। সুতরাং তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে খোলাখুলিভাবে সবকিছু স্বীকার করো। তোমার চাকরি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো। ওঁর স্বভাবটা এমনই দয়ালু সহানুভূতিশীল এবং ভাল যে কারো অনুরোধের থেকে বেশী ভাল না করাটাকেই যেন দোষের বলে মনে করেন। আমার মনে হয় এইভাবে তোমার ও তাঁর স্বামীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটলধরা ভালবাসাটা আবার আরও জোরাল হয়ে উঠবে আগের থেকে।

ক্যাসিও। তুমি ভাল পরামর্শই দিয়েছ।

ইয়াগো। তুমি ঠিকই ধরেছ। যাই হোক এখন বিদায়। আমাকে আবার পাহারায় যেতে হবে।

ক্যাসিও। বিদায় ইয়াগো। (প্রস্থান)

ইয়াগো। কে আমায় বলে আমি শয়তানের মত কাজ করছি। পরামর্শ দিতে যখন পয়সা লাগে না তখন আমি সৎ পরামর্শই দিই এবং আমি যা বলেছি সেইটাই মুরের মন জয় করার একমাত্র পথ। কোন ভাল কাজে ডেসডিমোনাকে রাজী করানো খুবই সহজ হবে। জল মাটি হাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর মতই সে সরল সহজলভ্য এবং ফলপ্রসূ। সেই ডেসডিমোনার দ্বারাই মুরকে জয় করতে হবে। ওথেলোর দুর্বল মনটা তার স্ত্রীর ভালবাসার কাছে এমনভাবে বাঁধা আছে যাতে তার স্ত্রী তার সেই মনটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে, তার প্রয়োজনমত খেয়ালমত ভাঙ্গতে বা গড়তে পারে। এমন কি তার নামটাও বদলে দিতে পারে। ক্যাসিওর ভালর জন্যে আমি যে তাকে এই পরামর্শ দিলাম এটা কি শয়তানের কাজ? অবশ্য এটাও হতে পারে, নারকীয় এক বাসনাকে আমি স্বর্গীয় সুষমার দ্বারা ঢেকে রেখেছি। আমার মত অনেক শয়তানই তাদের কৃষ্ণকুটিল পাপটাকে প্রকাশ করার আগে উপরে আপাতমধুর একটা স্বর্গীয় সুষমার ভাব দেখায়। এই সৎ নির্বোধ লোকটা যখন তার হারানো সৌভাগ্য পুনরুদ্ধাবের জন্য ডেসডিমোনাকে ধরবে আর ডেসডিমোনা তার স্বামীর কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করবে ঠিক তখনই আমি ওথেলোর কানে ঢেলে দেব সেই চরম বিষ। বলব ডেসডিমোনা নিজের দেহগত কামনাকে চরিতার্থ করার জন্যই লোকটাকে ক্ষমা করতে বলছে। এইভাবে পরের ভাল করতে গিয়ে ডেসডিমোনা তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা হারাবে, তার সব গুণ দোষে পরিণত করে তুলবে, তার আপন সততার সুতোয় সে এমনই জাল তৈরি করে ফেলবে যে জালে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।

রোডারিগোর প্রবেশ

কি খবর রোডারিগো, তুমি এখানে?

রোডারিগো। আমি এখানে কারো পিছনে ধাওয়া করে আসিনি, এসেছি তাড়া খেয়ে। আমার টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে। কাল রাত্রিতে আবার এক জায়গায় মার খেয়েছি। জানি না কপালে আরো কত না কষ্ট আছে। টাকা নেই, তবু শুধু হাতেই মনে করছি আবার ভেনিসে ফিরে যাব।

ইয়াগো। যাদের ধৈর্য বলে কোন জিনিস নেই তাদের মত হতভাগ্য আর

কেউ নেই। যে কোন আঘাতই ধীরে ধীরে সারে। দেখ, আমরা কাজ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, বাহু দিয়ে নয়। আর সব বুদ্ধিরই ফল পাওয়া যায় দেরিতে। ক্যাসিও তোমাকে মেরেছে আর সেই অল্প আঘাতের জন্যে তুমি ক্যাসিওকে গালাগালি করেছ। যে ফল আগে ধরে সেই ফলই আগে পাকে—এইটাই দুনিয়ার রীতি। তুমি এখন সন্তুষ্ট হবার চেষ্টা করো, এখন সকাল বেলা। হাতে কাজ আর মনে আনন্দ থাকলে সময়টা দেখবে কোন দিকে কেটে যায়। এখন তোমার বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করগে। এখন যাও বলছি, পরে সব কিছু জানতে পারবে। (রোডারিগোর প্রস্থান)

এখন দুটো কাজ আমায় করতে হবে। আমার স্ত্রীকে দিয়ে ক্যাসিওর জন্য ডেসডিমোনার কাছে বলাতে হবে। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব কি বলতে হবে। আর আমাকে একটা কাজ করতে হবে। এখন মুরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কিছুকালের জন্য। তারপর এমন সময়ে হঠাৎ তাকে নিয়ে আসতে হবে যখন সে দেখবে ক্যাসিও তার স্ত্রীর কাছে অনুনয় বিনয় করছে। এই হচ্ছে একমাত্র পথ। কুঁড়েমি করে বা দেরি করে পরিকল্পনাটাকে নষ্ট করে দিলে চলবে না। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

গায়ক ও বাদ্যকারদের সঙ্গে ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। এইখানে বাজাও তোমরা। আমি তোমাদের মজুরি দেব। জেনারেলকে বিদায় দেবার জন্য অল্প কিছুক্ষণ বাজাবে। (গীতবাদ্য)

ভাঁড়ের প্রবেশ

ভাঁড়। ওহে বাজিয়েরা, শোন শোন. তোমরা তোমাদের যন্ত্রগুলো কি নেপল্‌স থেকে এনেছ? এত জোর আওয়াজ।

১ম বাদ্যকার। কেন স্যার?

ভাঁড়। এইগুলোকেই কি বাঁশি বলে?

১ম বাদ্যকার। হ্যাঁ স্যার।

ভাঁড়। কিন্তু সেই সব বাঁশির পিছনে একটা লেজের মত কি ঝোলে।

১ম বাদ্যকার। লেজের মত কি ঝোলে?

ভাঁড়। আমি অনেক বাঁশি দেখেছি যার লেজ আছে। যাই হোক, এই নাও

তোমাদের টাকা। তোমাদের বাজনা জেনারেলের এতই ভাল লেগেছে যে তিনি চান আর যেন তোমরা না বাজাও। আর গোলমাল করে লাভ নেই।

১ম বাদ্যকার। আচ্ছা স্যার, আর বাজাব না।

ভাঁড়। অবশ্য যদি তোমাদের এমন কোন বাজনা থাকে যার কোন শব্দ কানে শুনতে পাওয়া যাবে না তাহলে তোমরা বাজাতে পার। তবে আমাদের জেনারেল নাকি গান বাজনা তত ভালবাসেন না।

১ম বাদ্যকার। কিন্তু সে ধরনের বাজনা ত নেই স্যার।

ভাঁড়। তাহলে ব্যাগের মধ্যে বাজনাগুলো ঢুকিয়ে কেটে পড়। যাও চলে যাও। (বাদ্যকারদের প্রস্থান)

ক্যাসিও। শুনছ বন্ধু! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

ভাঁড়। আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধুর কথা না।

ক্যাসিও। এই সামান্য এক টুকরো সোনা আছে তোমার জন্যে। যে ভদ্রমহিলা জেনারেলের স্ত্রীর দেখাশোনা করেন তিনি একটু পরে এলেই তাঁকে বলবে ক্যাসিও নামে এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে অল্প কিছু কথা বলতে চান। তুমি কি এটা পারবে?

ভাঁড়। যদি তিনি এদিকে আসেন তাহলে আমি তাঁকে জানাব।

ক্যাসিও। এটা যেন করো ভাই।

ইয়াগোর প্রবেশ

তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ ইয়াগো।

ইয়াগো। তুমি সেই থেকে ঘুমোওনি?

ক্যাসিও। তোমার কাছ থেকে আসতে না আসতেই ত সকাল হয়ে গেল। আমি আবার একটা সাহসের কাজ করেছি ইয়াগো। আমি তোমার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তাঁর কাছে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন মহিয়সী ডেসডিমোনার কাছে আমার একবার যাবার ব্যবস্থা করে দেন।

ইয়াগো। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। যাতে তোমাদের আলোচনাটা আরো খোলাখুলি হতে পারে সেজন্য মুরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবারও একটা মতলব খাটিয়েছি।

ক্যাসিও। তোমাকে এজন্য অশেষ ধন্যবাদ (ইয়াগোর প্রস্থান) সারা ফ্লোরেন্সের মধ্যে এমন সৎ এবং দয়ালু লোক আমি কোথাও কখনো দেখিনি।

এমিলিয়ার প্রবেশ

এমিলিয়া। সুপ্রভাত লেফ্‌টন্যাণ্ট। দেরি হয়ে গেল বলে আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু জেনে রাখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। জেনারেল আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে এই বিষয়েই এখন কথা হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী আপনার জন্য বিশেষ করে বলছেন। মুর বলছেন, সাইপ্রাসে তাঁর সুনামের উপর যথেষ্ট আঘাত করেছেন, যার ফলে জ্ঞানতঃ তিনি আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করে পারছেন না। কিন্তু তিনি আবার এটাও বলেছেন যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং সময়-মত একটু সুযোগ পেলেই আপনাকে আবার ঢুকিয়ে নেবেন, আর কোন কিছু বলার দরকার হবে না।

ক্যাসিও। তবু আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, অবশ্য যদি আপনি এটা উপযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে নির্জনে ডেসডিমোনার সঙ্গে আমার একবার কথা বলার সুযোগ করে দিন।

এমিলিয়া। আচ্ছা আপনি আসুন। আমি বলে দেব কখন এবং কোথায় আপনি তাঁর কাছে আপনার অন্তরের সব কথা অবাধে বলতে পারবেন।

ক্যাসিও। আমি আপনার কাছে বিশেষভাবে বাধিত রইলাম। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস দুর্গ।

ওথেলো, ইয়াগো ও কয়েকজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

ওথেলো। এই চিঠিগুলো কাউকে দিয়ে সিনেটে পাঠিয়ে দাও। পরে আমায় জানাবে কি হলো। আমি আপনার কাজ করে যাব।

ইয়াগো। আচ্ছা স্যার, আমি তাই করব।

ওথেলো। এই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাটাই আমি একবার দেখতে পাব কি ?

ভদ্র মহোদয়গণ। অবশ্যই স্যার। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের বাগানবাড়ি।

ডেসডিমোনা, ক্যাসিও ও এমিলিয়ার প্রবেশ

ডেসডিমোনা। আপনি আশ্বস্ত থাকুন ক্যাসিও, আমি আমার যথাসাধ্য আপনার জন্য করব।

এমিলিয়া। হ্যাঁ মা, দয়া করে তা করবেন। আমার স্বামী এজন্য খুবই দুঃখ করছেন। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন তাঁর নিজের।

ডেসডিমোনা। তা বটে। উনি খুবই সৎ লোক। আপনি মনে কিছুমাত্র সন্দেহ

রাখবেন না ক্যাসিও, আমি আপনাকে ও আমার স্বামীকে আবার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করব ঠিক আগেকার মতই।

ক্যাসিও। হে উদার মহিয়সী নারী, যে কোন অবস্থাতেই মাইকেল ক্যাসিও চিরদিন আপনার দাস হয়ে থাকবে।

ডেসডিমোনা। আমি তা জানি। ধন্যবাদ। আপনি আমার স্বামীকে দীর্ঘদিন জানেন এবং ভালবাসেন। আপনিও জেনে রাখবেন তিনি আপনার কাছ থেকে বেশী দূরে নেই। আপনাদের মাঝখানে রয়েছে শুধু একটুখানি নীতিগত ব্যবধান।

ক্যাসিও। কিন্তু ম্যাডাম, এ নীতি ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আমি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে এবং আমার শূণ্যপদ কারো দ্বারা পূরণ হয়ে গেলে জেনারেল হয়ত আমার ভালবাসা ও সেবার কথা একেবারেই ভুলে যাবেন।

ডেসডিমোনা। না না, এ বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। যদি আমি একবার বন্ধুত্বের শপথ করি, তাহলে আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। আপনার কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীকে একবারও শান্তি দেব না। তাঁর সমস্ত কাজ ও চিন্তার মধ্যে ক্যাসিওর কথাটা মিশিয়ে দেব। সুতরাং আপনি খুশি হোন। আমি আপনার কাজের জন্য দরকার হলে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করব জানবেন।

ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ

এমিলিয়া। ম্যাডাম, উনি এসে গেছেন।

ক্যাসিও। ম্যাডাম, আমি তাহলে চলি।

ডেসডিমোনা। কেন, আপনি থাকুন, দেখুন আমি কি বলি।

ক্যাসিও। আজ্ঞে না, এখন না। এখন আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি এবং আমি এখন থাকলে আমারই কাজের ক্ষতি হবে।

ডেসডিমোনা। আচ্ছা, যা ভাল বোঝেন করুন। (ক্যাসিওর প্রস্থান)

ইয়াগো। আমি এটা পছন্দ করি না।

ওথেলো। কী বললে?

ইয়াগো। কিছু না স্যার, আর যদি কিছু বলে থাকি ত আমি নিজেই কি তা জানি না

ওথেলো। আচ্ছা, ক্যাসিও এইমাত্র আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চলে গেল, না?

ইয়াগো। ক্যাসিও! আমার ত তা মনে হয় না। আমি ভাবতে পারছি

না যে ক্যাসিও আপনাকে আসতে দেখে এমনি করে অপরাধীর মত সঙ্কুচিত ভাবে চলে যাবে।

ওথেলো। হ্যাঁ সে-ই বটে।

ডেসডিমোনা। কেমন আছ প্রিয়তমে? আমি এইমাত্র একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ভদ্রলোক তোমার অসন্তোষের জন্য খুব দুঃখ পাচ্ছে।

ওথেলো। তুমি কার কথা বলছ?

ডেসডিমোনা। তোমার লেফ্‌টন্যাণ্ট ক্যাসিও। প্রিয়তম, আমি আমার সমস্ত শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুরোধ করছি আপনি তাঁকে ফিরিয়ে নিন। আপনার প্রতি ওঁর ভালবাসায় যদি কোন ত্রুটি ঘটে থাকে তাহলে সেটা হয়েছে অজ্ঞতার জন্য, কোন ছল চাতুরীর জন্য নয়। তাঁর মুখের মধ্যে যথেষ্ট সততার পরিচয় পেয়েছি। আমি অনুরোধ করছি তাঁকে ফিরিয়ে নিন।

ওথেলো। উনিই কি এখন এখান থেকে চলে গেলেন?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ, খুব কাতরভাবে। উনি দুঃখের ভারে এমনই ভারাক্রান্ত যে যাবার সময় আমাকেও কিছুটা তার ভাগ দিয়ে গেলেন যার জন্য আমিও এখন কষ্ট পাচ্ছি। প্রিয়তম, ওকে আপনি ফিরিয়ে নিন।

ওথেলো। এখন না, প্রিয়তমা ডেসডিমোনা। পরে অন্য কোন সময়ে।

ডেসডিমোনা। অল্পদিনের মধ্যে কি?

ওথেলো। তোমার জন্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তা করব।

ডেসডিমোনা। আজ রাত্রেই নৈশভোজনের সময় কি?

ওথেলো। না, আজ রাতে না।

ডেসডিমোনা। তাহলে আগামী কাল মধ্যাহ্নভোজনের সময়?

ওথেলো। কাল আমি ঘরে যাব না। দুর্গে ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ডেসডিমোনা। তাহলে কাল রাত্রে, অথবা মঙ্গলবার দুপুরে বা রাত্রে অথবা বুধবার সকালে। দয়া করে কোন সময় সেটা নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু তিন দিনের বেশী দেরী করো না। আমার বিশ্বাস, সে এখন অনুতপ্ত। আমার মনে হয় সে কিছুটা অন্যায় করলেও যুদ্ধের পটভূমিকায় এই ধরণের ব্যক্তিগত অন্যায় উপেক্ষা করে চলা উচিত। সে কখন আসবে? বল, ওথেলো, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে কিছু করতে বল তাহলে আমি কি তা অস্বীকার করতে পারি অথবা এইভাবে তা নিয়ে টালবাহানা করতে

পারি? মাইকেল ক্যাসিও তোমাকে কতবার অনুরোধ করেছে, ও সত্যিই তোমাকে শ্রদ্ধা করে। আমি তোমার সম্বন্ধে তিক্ত কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি তোমার পক্ষ নিচ্ছেন। আমাদের এমিলিয়ার খাতিরেও ওঁর জন্য কিছু করা উচিত।

ওথেলো। আর না। তাকে যখন খুশি আসতে বল। তোমাকে আমার না দেওয়ার কিছুই নেই।

ডেসডিমোনা। এটা কোন বরদানের ব্যাপার না। এটা এমনি একটা অনুরোধ, যেমন আমি তোমায় দস্তানা পরার জন্য খাবার জন্য অথবা তোমার নিজের কোন কিছু সম্বন্ধে অনুরোধ করে থাকি। তবে অবশ্য যদি তোমার প্রেমসংক্রান্ত কোন বিষয়ে অনুরোধ করি তাহলে সে অনুরোধ রক্ষা করা সত্যিই এক কঠিন আর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ওথেলো। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। তবে আমার একটা অনুরোধ, আমাকে কিছুটা ভাবতে সময় দাও।

ডেসডিমোনা। আমি কি তোমায় তা না দিতে পারি? কখনই না। আচ্ছা বিদায় প্রিয়তম।

ওথেলো। বিদায় ডেসডিমোনা। আমি তোমার কাছে সোজা চলে আসব।

ডেসডিমোনা। এস এমিলিয়া। তোমার যা খুশি বল। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান)

ওথেলো। চমৎকার অভিনয়! একটা শূন্যতা অনুভব করছি অন্তরে। তবু আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ তোমাকে ভালবাসতে না পারলে অন্তরে ঝড় বইতে থাকে।

ইয়াগো। স্যার।

ওথেলো। কি বলছ ইয়াগো?

ইয়াগো। ক্যাসিও কি আপনাদের পুর্ব প্রেমের কথা জানত?

ওথেলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে সব জানত। কিন্তু কেন এ কথা বললে?

ইয়াগো। এমনি আমার আত্মতুষ্টির জন্য, অন্য কিছু না।

ওথেলো। ও কথা কেন ভাবলে ইয়াগো?

ইয়াগো। আমার মনে হয় ওঁর সঙ্গে ক্যাসিওর আগে থেকে পরিচয় ছিল না।

ওথেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে যেত।

ইয়াগো। তাই নাকি!

ওথেলো। হ্যাঁ তাই। এর মধ্যে তুমি কিছু অন্যায় বুঝতে পারলে? লোকটা কি সৎ?

ইয়াগো। কি বললেন স্যার, সৎ?

ওথেলো। সৎ? হাঁ সৎ।

ইয়াগো। আমি তা জানি না স্যার।

ওথেলো। তুমি কি মনে কর?

ইয়াগো। মনে করা?

ওথেলো। হ্যাঁ স্যার, মনে করা। হা ভগবান, আমার প্রতিটি কথার ও শুধু প্রতিধ্বনি করছে। মনে হচ্ছে ওর মনের ভিতর যেন কোন ভয়ঙ্কর একটা শয়তান লুকিয়ে আছে আর ও সেটা দেখাতে ভয় পাচ্ছে। তুমি নিশ্চয় কিছু বলতে চাও। যখন ক্যাসিও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে উঠে যায় তখন 'তুমি পছন্দ করো না' এই ধরণের একটা কথা তোমায় বলতে শুনেছিলাম। কি তুমি পছন্দ করোনি? আবার যখন আমি বললাম, ও আমাদের প্রেমকাহিনীর গোটা ব্যাপারটা জানত এবং আমার পরামর্শদাতা ছিল তখন তুমি বললে 'তাই নাকি'? এবং তাই বলে তুমি তোমার ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করলে। যেন তোমার মাথার মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা গোপন চিন্তা আবদ্ধ হয়ে আছে। যদি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস তাহলে তোমার আপন ভাবনার কথা খুলে বল।

ইয়াগো। আমি আপনাকে ভালবাসি আপনি তা জানেন স্যার।

ওথেলো। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। যেহেতু আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস আর তুমি সৎ এবং প্রতিটি কথা বলার আগে তুমি ভেবে ওজন করে যাচাই করে দেখ, সেই হেতুই মাঝে মাঝে থামলে আমার ভয় করছিল। যারা অবিশ্বস্ত ভণ্ড তারাই এই ধরণের চাতুরী খেলে; কিন্তু যারা সৎ এবং খাঁটি তাদের অন্তর কখনো কোন আবেগের দ্বারা শাসিত হয় না।

ইয়াগো। মাইকেল ক্যাসিও সম্বন্ধে জোর করে বলতে পারি সে সৎ লোক।

ওথেলো। আমিও তাই মনে করি।

ইয়াগো। মানুষকে উপর থেকে দেখে যা মনে হয় তাই দেখেই ত বিচার করতে হবে। যদি তাতে কিছু বোঝা না যায় তাহলে কিছুই বিচার করা চলবে না।

ওথেলো। হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।

ইয়াগো। তবে আবার কি, আমি মনে করি ক্যাসিও সৎ।

ওথেলো। না, এর মধ্যে আরও কথা আছে। আমার অনুরোধ, তুমি কি ভাবছ আমায় বল। তুমি যা ভাবছ সে কথা শত খারাপ হলেও তুমি তা স্পষ্ট করে খুলে বল।

ইয়াগো। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন স্যার। যদিও আমি আপনার কাছে কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা, তবু চিন্তার দিক থেকে আমি স্বাধীন। চিন্তার কথা বলা না বলা বিষয়ে ক্রীতদাসদেরও স্বাধীনতা আছে। ওগুলোকে আপনি খারাপ বা মিথ্যে বলছেন কেন? এমন কোন প্রাসাদ আছে যেখানে কোন না কোন খারাপ জিনিস প্রবেশ না করে? এমন কোন পবিত্র বুক আছে যেখানে নোংরা বা কুৎসিৎ চিন্তা প্রবেশ না করে? বৈধ বা নীতিগত চিন্তার মধ্যেও অবৈধ অনেক কিছু অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে।

ওথেলো। যদি আমাকে তোমার চিন্তার কথা খুলে না বল, তাহলে বুঝব ইয়াগো তুমি তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছ।

ইয়াগো। কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি স্বীকার করছি, যদিও ঘটনাচক্রে আমি কিছু খারাপ অনুমান করে ফেলেছি, তবু আবার এও স্বীকার করছি যে এটা আমার স্বভাবের দোষও হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে অনেক সময় এমন কতকগুলো জিনিসকে দোষের বলে মনে করি যা সত্যি সত্যিই দোষের না। সুতরাং আমার এই অস্পষ্ট অনুমান এবং বিক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত পর্য্যবেক্ষণ থেকে আপনি জ্ঞানবান লোক হয়ে কিছু মনে করবেন না, এগুলোকে কোন গুরুত্ব দেবেন না।

ওথেলো। কি তুমি বলতে চাও?

ইয়াগো। কোন নর বা নারীর জীবনে সুনাম হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রত্ন স্যার। যখন কেউ আমার টাকা পয়সা চুরি করে, সে চুরিটা কিছুই না। কারণ টাকা পয়সা যে কোন সময়ে যে কোন লোকের কাছে যাওয়া আসা করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি আমার সুনাম নিয়ে নেয় তাহলে সে তাতে লাভবান হয় না, কিন্তু আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই।

ওথেলো। ভগবানের নাম করে বলছি আমি তোমার আসল চিন্তার কথা জানতে চাই।

ইয়াগো। কিছুতেই না। আমার অন্তরটা যদি আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যায় তাহলেও পারবেন না, আর আমার অন্তর আমার মধ্যে থাকলে ত জানতে পারবেনই না।

ওথেলো। হাঃ।

ইয়াগো। ঈর্ষা বড় খারাপ জিনিস স্যাব। ঈর্ষার কাছ থেকে দূরে থাকুন, সাবধান হোন। এই নীলচোখো দানবটা মানুষকে প্রতারিত করে জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট করে দেয়। যে যাকে ঈর্ষা করে সে তাকে ভালবাসতে পারে না, আবার ভাল না বেসেও পারে না। তাকে সন্দেহ করে আবার জোর করে ভালও বাসে।

ওথেলো। হে দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

ইয়াগো। যারা গরীব অথচ সন্তুষ্টচিত্ত তারা একদিকে প্রকৃত ধনী। কিন্তু যে ধনী গরীব হবে বলে সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত সে হচ্ছে ধনী হয়েও গরীব। দেখো ভগবান, কোন মানুষ যেন ঈর্ষার খপ্পরে না পড়ে।

ওথেলো। না, তা কেন। তুমি কি ভাবছ আমি সারাজীবন এই ঈর্ষা বহন করে যাব? প্রতিটি ঋতুতে নতুন নতুন সংশয় আমার সেই ঈর্ষাকে সমৃদ্ধ করে যাবে? না, একবার সংশয় মানেই সংকল্প। আমাকে তুমি এবার ছাগল বলে ভাববে যদি আমি অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই সব আনুমানিক উড়ো খবরে কান দিই। কেউ যদি বলে আমার স্ত্রী খুব সুন্দরী, মানুষের সঙ্গ ভালবাসে, মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসে, মুখরা নয়, নাচগান ও খেলাধুলা করতে পারে, আমি তাহলে মোটেই ঈর্ষান্বিত হব না। গুণ বলে যখন একটা বস্তু আছে তখন আমার স্ত্রীর থেকে হয়ত আরও গুণবতী মেয়ে আছে। আমার যেটুকু ক্ষুদ্র বুদ্ধি আছে তার থেকে বিন্দুমাত্র কোন সংশয়ের আশংকা তার বিদ্রোহ সম্পর্কে আমি করতে পারব না। তার দেহে সৌন্দর্য আছে এবং সে আমায় পছন্দ করে বিয়ে করেছে। না ইয়াগো, সন্দেহ করার আগে আমি ভাল করে দেখব। যা আমি সন্দেহ করব তা আমাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে হবে। সেই প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমি তখন শুধু একটা পথই ধরতে পারব—ভালবাসা না হয় ঈর্ষা।

ইয়াগো। এতে আমিও খুশি। কারণ এখন আমি যে ভালবাসা ও কর্তব্য-

বোধের বাঁধনে আমি আপনার সঙ্গে জড়িয়ে আছি সে ভালবাসা ও কর্তব্যের পরিচয় আরো খোলাখুলিভাবে আমি দিতে পারব। যেহেতু আমি বলতে বাধ্য, আমি যা বলছি শুনুন। অবশ্য আমি এখন প্রমাণের কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি আপনার স্ত্রীর উপর নজর রাখবেন, ক্যাসিওর সঙ্গে তার আচরণ ও সম্পর্কটার দিকেও লক্ষ্য করবেন। ঠিক ঈর্ষান্বিত নয়, আবার নিশ্চিন্তও নয়—এই রকম একটা ভাব দেখাবেন। আমি চাই না, আপনার প্রাণখোলা মহৎ স্বভাব আপনারই অত্যধিক উদারতার দ্বারা পরে প্রতারিত হোক। তবে আমি আমাদের দেশের রীতি নীতি ত জানি। সেখানকার মেয়েরা এমন অনেক কুৎসিত ঠাট্টা ইয়ারকি করে যার কথা তারা ঈশ্বরকে বলতে পারে, তবু তাদের স্বামীকে বলতে পারে না। তাদের বিবেকে এই বলে যে, সব কিছুই করো, কিন্তু গোপনে করো।

ওথেলো। তাই নাকি?

ইয়াগো। আপনাকে বিয়ে করে সে তার বাবাকে ঠকিয়েছে। আর একটা কথা দেখুন, যখন সে আপনার চোখমুখের দিকে তাকাতে ভয় করত তখনই সে আপনার চোখমুখকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছে।

ওথেলো। হাঁ, সে তাই করেছিল।

ইয়াগো। আচ্ছা ভেবে দেখুন। এত অল্প বয়সে সে তার বাবার চোখে এমনভাবে ধুলো দিয়েছিল যে তার বাবা ভেবেছিল যাদু। কিন্তু আমি সত্যিই দোষ করে ফেলেছি। আমি আপনাকে বেশী ভালবেসে ফেলেছি অর্থাৎ বেশী কথা বলে ফেলেছি, সেজন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ওথেলো। আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ইয়াগো। আমার মনে হচ্ছে, এই সব কথাবার্তায় আপনি কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন।

ওথেলো। মোটেই না, মোটেই না।

ইয়াগো। আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি যা যা বললাম আপনি আশা করি তা ভেবে দেখবেন, তবে আমি দেখছি আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার অনুরোধ আমার কথাটার সঙ্গে অন্য সব স্থূল ব্যাপার জড়িয়ে দেবেন না অথবা সন্দেহ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্যও জুড়ে দেবেন না তার সঙ্গে।

ওথেলো। না, আমি তা করব না।

ইয়াগো। যদি তা করেন তাহলে আমার কথাটা এমন এক ভয়ঙ্কর সাফল্য লাভ করবে যা আমার চিন্তা কল্পনা করতেও পারেনি। ক্যাসিও আমার যোগ্য বন্ধু। কিন্তু স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

ওথেলো। না না, বেশী বিচলিত ত হয়ে পড়িনি। ডেসডিমোনা সৎ একথা না ভেবে আমি পারছি না।

ইয়াগো। ঈশ্বরের কৃপায়, উনি দীর্ঘ দিন সৎ থাকুন এবং আপনিও দীর্ঘদিন তাই ভাবুন।

ওথেলো। কিন্তু তার প্রকৃতি নিজে নিজেই কতখানি ভুল করে বসেছে দেখ।

ইয়াগো। সেইটাই ত হলো কথা—। কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি একটু সাহসের সঙ্গে বলছি। তার নিজের দেশের নিজস্ব জাতি জ্ঞাতির তরফ থেকে কত প্রস্তাব তার কাছে এসেছিল। আমরা ত প্রকৃতিগত এই মিলগুলোই দেখি। অবশ্য এ বিষয়ে কোন কটাক্ষ করছি না। দুর! দুর! এটা একটা বাজে চিন্তা। এ ধরণের পার্থিব স্থুল বিষয়ে মিলের ইচ্ছা কুৎসিত এবং দুর্গন্ধময়। অমিল হলেই যে তা খারাপ এবং অস্বাভাবিক হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন—আমি স্পষ্ট করে তার কথা বলতে পারছি না। তবে অবশ্য আমার ভয় হচ্ছে, ওঁর দেশের প্রথা ও রীতি নীতির সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নিতে ওঁর বিচারবুদ্ধি হয়ত ব্যর্থ হবে এবং পরে ওঁকে অনুতাপ করতে হবে।

ওথেলো। এখন বিদায়। যদি আরো কিছু দেখতে পাও ত আমায় জানাবে। তোমার স্ত্রীকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলবে। এবার তুমি যাও ইয়াগো।

ইয়াগো। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি স্যার। (যেতে যেতে)

ওথেলো। কেন আমি বিয়ে করেছি? এই সৎ লোকটা নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখে এবং অনেক কিছু জানে। যা বলে যা প্রকাশ করে তার থেকে ও অনেক বেশী জানে।

ইয়াগো। (ঘুরে এসে) আচ্ছা স্যার, আমি বলছিলাম কি, ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশী দুর গড়াবেন না। কালের উপর ছেড়ে দিন। কালক্রমে যা হবার ঠিক হবে। অবশ্য যদিও ক্যাসিওকে তার পদে পুনর্বহাল করা উচিত এবং এ বিষয়ে সে খুবই যোগ্য তথাপি আপনি যদি তাকে কিছুদিন বাইরে রাখতে চান, তাহলেও তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তার সঙ্গতির উপরেও নজর রাখতে হবে। এটাও দেখতে হবে আপনার স্ত্রী যাতে ওকে আপ্যায়ণ করতে গিয়ে

মোটা রকমের কিছু দিয়ে না দেয়। এর উপর অনেক কিছু নিভর করছে। ইতিমধ্যে আমি ত শুধু ভয়ে ভয়েই থাকব। এত বড় একটা ব্যাপারকে আমি ভয় না করে পারছি না। তবে হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীকে যেন অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে ছেড়ে রেখে দেবেন। আমি আপনার সম্মান কামনা করি। (প্রস্থান)

ওথেলো। লোকটা সত্যিই খুব সৎ এবং মানুষের গুণাগুন ও আচরণ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে। একদিন তার পায়ের প্রতিটি নুপুরধ্বনি আমার অন্তরের বীণার তারে ঝঙ্কার তুলত। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে তিতবিরক্ত করে তুলি ও তাহলে বাতাসে উড়ে যাবে। একেবারে ভাগ্যের শিকার হয়ে উঠবে। অবশ্য আমার চেহারাটা কালো এবং আমার কথাবার্তার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ নেই যা শ্বেতকায়দের আছে অথবা আমার বয়সও একটু বেশী হয়ে গেছে—কিন্তু এসবে এমন কিছু যায় আসে না। আসলে ওর মনটা চলে গেছে, আমার সঙ্গে বাঁধা নেই, আমি প্রতারিত। এখন শুধু তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোন সান্ত্বনা আমার নেই। হে বিবাহের অভিশাপ, আমরা এই সব দুর্বলমনা মেয়েগুলোকে বিবাহের পর আমাদের বলে প্রচার করে থাকি; কিন্তু তাদের ক্ষুধার তল খুঁজে পাই না। আমি এক বিষাক্ত ব্যাঙের মত নরকের অন্ধকারে দুষিত বাষ্প খেয়ে বেঁচে থাকব তবু আমি যাকে ভালবাসি অপরের দ্বারা ভুক্ত আমার সেই প্রেমাস্পদের মনের এক সামান্য কোণে অবহেলার পাত্র হয়ে থাকতে পারব না। অনেক বড় বড় লোকেও এই ধরণের দুশ্চিন্তার কবলে পড়ে থাকেন। মেয়ে বলে ওরা কতকগুলো বেশী সুযোগ সুবিধা পায় আর সেগুলোর ওরা যথেচ্ছ অপব্যবহার করে থাকে। অমোঘ মৃত্যুর মত এক অপরিহার্য নিয়তির কবলে পড়ে গেছি আমরা। আমরা শুধু দ্রুত ধংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। কেউ রক্ষা করতে পারবে না আমাদের। ঐ যে ও আবার কোথায় যাচ্ছে।

ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ

যদি ও অবিশ্বস্ত ও অসতী হয় তাহলে জগতে বিশ্বস্ততা বা সতীত্ব বলে কোন জিনিসই নেই। তাহলে ঈশ্বরই মিথ্যা হবে। আমি তা বিশ্বাস করি না।

ডেসডিমোনা। কী ব্যাপার ওথেলো? তোমার খাবার তৈরি, তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত। তাঁরা তোমার জন্য বসে আছেন।

ওথেলো। দোষটা আমারই।

ডেসডিমোনা। অমন ক্ষীণভাবে কথা বলছ কেন তুমি? তুমি কি অসুস্থ?

ওথেলো। আমার কপালটার এইখানে ব্যথা হচ্ছে।

ডেসডিমোনা। আমার মনে হয় রাত জেগে পাহারা দেওয়ার জন্যই এমনি হয়েছে। দাঁড়াও এ জায়গাটা বেঁধে দিই। এমনি ভাল হয়ে যাবে।

(ওথেলো তার রুমালটা বার করে দিল আর ডেসডিমোনা তাই দিয়ে বেঁধে দিল)

ওথেলো। তোমার রুমালটা খুব ছোট। চল আমরা ভেতরে যাই আমরা একটু নির্জনে থাকতে চাই।

ডেসডিমোনা। তোমার শরীরটা ভাল নেই বলে সত্যিই আমি দুঃখিত।

(ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান)

এমিলিয়া। এই রুমালটা পাওয়া গেছে বলে আমি সত্যিই খুশি। এটার সঙ্গে মুরের প্রথম স্মৃতি জড়িত। আমার খামখেয়ালী স্বামী বোধ হয় একশোবার এটাকে চুরি করার জন্য বলেছিল। কিন্তু এই রুমালটা ওদের প্রথম প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন বলে মেয়েটা এটাকে এত ভালবাসে যে সব সময় এটাকে কাছে কাছে রাখে, এটাকে চুম্বন করে, এর সঙ্গে কথা বলে আর মুরও এটাকে যত্ন করে রেখে দিতে বলেছিল। যাক্ বাবা, এটা আমি পেয়ে গেছি এবং এটা আমি ইয়াগোকে দিয়ে দেব। সে এটা দিয়ে কি করবে তা একমাত্র ভগবান জানেন, আমার জানা সম্ভব না। আমি শুধু তার খেয়াল খুশিকে চরিতার্থ করে যাই।

ইয়াগোর পুনঃপ্রবেশ

ইয়াগো। এখানে এখন তুমি কি করছ ?

এমিলিয়া। আমাকে বকো! এই দেখ তোমার জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েছি।

ইয়াগো। তুমি আমাকে জিনিস দেবে ? নিশ্চয় সেটা একটা সাধারণ জিনিস।

এমিলিয়া। হ্যাঁ।

ইয়াগো। স্ত্রী বোকা হলে স্বামীর বড় জ্বালা।

এমিলিয়া। এই কথা! আমি যদি তোমাকে সেই রুমালটা দিই তাহলে তুমি আমায় কি দেবে ?

ইয়াগো। কোন রুমালটা ?

এমিলিয়া। কোন রুমালটা ? কেন, যেটা মুর প্রথমে ডেসডিমোনাকে দিয়েছিল, যেটা কতবার তুমি আমায় চুরি করতে বলেছিলে।

ইয়াগো। তুমি সেটা সত্যিই তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছ ?

এমিলিয়া। না, মিছে কথা বলব কেন। অসাবধানে তার হাত থেকে পড়ে গেছে। আর আমি সুযোগ বুঝে তা কুড়িয়ে নিয়েছি। এই দেখ।

ইয়াগো। বাঃ, বেশ ভাল মেয়ে। দাও আমাকে।

এমিলিয়া। এটা নিয়ে তুমি কি করবে ? এত আগ্রহের সঙ্গে এটা আমায় চুরি করতেই বা বললে কেন ?

ইয়াগো। তোমার সে খবরে দরকার কি ? (রুমালটা ছিনিয়ে নিতে নিতে)

এমিলিয়া। যদি কোন বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ দরকার না থাকে তাহলে আমায় ওটা ফিরে দাও। আহা বেচারী, এটা না পেয়ে হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

ইয়াগো। তুমি স্বীকার করবে না। এটার দরকার আছে। তুমি এখন যাও। (এমিলিয়ার প্রস্থান)

আমি এবার ক্যাসিওর বাসায় এই রুমালটা ফেলে আসব। তারপর মুরটাকে নিয়ে গিয়ে তা দেখাব। যে সব জিনিসগুলো হালকা বাতাসের মতই তুচ্ছ, ঈর্ষাগ্রস্ত মনের কাছে সেগুলো ধর্মশাস্ত্রের কথার মত অভ্রান্ত প্রমাণ বলে মনে হয়। আমার বিষ ত মুরের মনে ক্রিয়া করতে শুরু করে দিয়েছে। উগ্র ভয়ঙ্কর আত্মগুরিমাই স্বভাবতঃ বিষ আর যার ক্রিয়া প্রথমে বুঝতে পারা না গেলেও পরে রক্তের মধ্যে কাজ করে, সালফারের খনির মত জলতে থাকে।

ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ

দেখ, এই বোধ হয় এসে গেল। পাপি অথবা মান্দ্রাগোরা গাছের শিকড় অথবা পৃথিবীর কোন সিরাপই আগের মত মিষ্টি গভীর ঘুম তোমায় দিতে পারবে না। কোন ওষুধই না।

ওথেলো। হা, হা। আমার কাছে মিথ্যে। একেবারে মিথ্যে।

ইয়াগো। আবার কেন জেনারেল ? ওসব কথা এখন থাক।

ওথেলো। তুমি এখন যাও। তুমি আমার পথ চলা শুরু করে দিয়েছ। আমি জোর করে বলতে পারি একটুখানি জানার থেকে কিছু না জেনে প্রতারিত হওয়া ঢের ভাল।

ইয়াগো। একথা কেন বললেন স্যার !

ওথেলো। তার গোপন কামনার কোন মুহূর্ত সম্বন্ধে কী আমি জানি ? আমি তা দেখিনি, তার কথা ভাবিনি ; সুতরাং সেটা আমার কোন ক্ষতি করেনি। আমি আগের রাতে ভাল করে খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, নিশ্চিন্তভাবে হাসিখুশির

সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি তার ঠোঁটে ক্যাসিওর চুম্বনের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। যদি কারো কোন জিনিস চুরি যায় আর সে যদি তা জানতে না পারে তাহলে তাকে তা জানতে দেওয়া উচিত না। তাহলে সেটা তার কাছে চুরি বলে মনেই হবে না।

ইয়াগো। আপনার মুখ থেকে একথা শুনে আমি দুঃখিত।

ওথেলো। যদি আমাদের সেনাবাহিনীর সকলেই তার দেহ ভোগ করে তার আস্বাদন লাভ করত, অথচ আমি তার কিছুই জানতাম না তাহলে আমি সুখেই থাকতাম। হে আমার মনের প্রশান্তি, হে আমার সুখ সন্তোষ বিদায় তোমাদের। সুসজ্জিত সৈন্যসম্ভারসমন্বিত হে যুদ্ধ বিদায়। যে যুদ্ধ উচ্চাভিলাষকে দেয় সবচেয়ে বড় গুণের মর্যাদা সে যুদ্ধকে বিদায়। অশ্বের হ্রেষারব, কর্ণবিদারক উত্তেজক রণবাদ্য, বিপুল জাঁকজমক, উড্ডীন রাজপতাকা, অপরিসীম উত্তেজনা আর গর্ববোধ—একটা গৌরবময় যুদ্ধের যা কিছু অঙ্গ সব বিদায়। এ সবই তুচ্ছ মরণশীল। অমর অবিনশ্বর যুদ্ধদেবতা জোভের অস্ত্রচালনারই এক হীন অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই না। বিদায়! ওথেলোর সমরপিপাসার এই হলো চির অবসান।

ইয়াগো। এটা কি আপনার পক্ষে সম্ভব স্যার?

ওথেলো। শয়তান! আমার স্ত্রী খারাপ এটা তোমাকে নিশ্চয় প্রমাণ করতে হবে (ইয়াগোর গলা ধরে) এটা তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো। আমাকে চাক্ষুষ-প্রমাণ দিতে হবে। এইভাবে আমার জাগ্রত ক্রোধকে শান্ত করতে না পার ত বুঝব তুমি মানুষ নও, মানুষের আত্মা তোমার মধ্যে নেই, তোমার কুকুর হয়ে জন্মানোই উচিত ছিল।

ইয়াগো। এতদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা?

ওথেলো। আমাকে নিজের চোখে তা দেখিয়ে দাও অথবা প্রমাণ করো যে, সন্দেহ করার মত কোন ছিদ্র তার চরিত্রে নেই। অথবা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।

ইয়াগো। শান্ত হোন স্যার।

ওথেলো। যদি এইভাবে তার নিন্দে করে আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাও তাহলে আর কখনো প্রার্থনা করো না। সমস্ত অনুশোচনা ত্যাগ করে বিভীষিকার উপর বিভীষিকার স্তূপ জমিয়ে চল। এমন কাজ করো যাতে সমস্ত জগৎ বিস্মিত হয়। ঈশ্বরের চোখে পর্যন্ত জল আসে। কারণ তুমি যা যা করেছ তার থেকে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না।

ইয়াগো। হে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করো। আপনি কি মানুষ ? আপনার মধ্যে কি আত্মা বা বোধশক্তি বলে কোন জিনিস নেই ? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি এক হতভাগ্য নির্বোধের মত আপনার সততার মত গুণটাকে দোষে পরিণত করে তুলছেন। হে ভয়ঙ্কর জগৎ ! তোমরা সাক্ষী থাক, এ জগতে সৎ ও খোলাখুলি হওয়াও নিরাপদ নয়। আপনাকে ধন্যবাদ এতে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হলো। আর আমি কোন বন্ধুকে ভালবাসব না, কারণ ভালবাসাটা হচ্ছে অপরাধ।

ওথেলো। না না থাম ! তোমার সৎ হওয়াই উচিত।

ইয়াগো। না, আমার জ্ঞানী হওয়া উচিত, কারণ সততা হচ্ছে এমনই এক নির্বুদ্ধিতা যা যার জন্য সে খাটে তাকেই হারায়।

ওথেলো। আমি সত্যি বলছি একবার মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী সৎ, আবার মনে হচ্ছে সৎ নয়। একবার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক, আবার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক না। আসল কথা আমি কিছু প্রমাণ চাই। তার নাম যা একদিন ছিল সুন্দরী ডায়েনার মুখের মতই সুন্দর আর সজীব এখন তা আমার মুখের মতই কালো হয়ে উঠেছে কেন ? যদি একবার আমি প্রমাণ দ্বারা তৃপ্ত হই তাহলে আমি দড়ি, ছুরি, বিষ, আগুন অথবা শ্বাসরোধকারী জলস্রোত কোন কিছুর আমি ভয় করি না।

ইয়াগো। আমি দেখছি স্যার, আপনি আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আমিই এ আবেগ সঞ্চার করেছি আপনার মধ্যে এজন্য আমি এখন অনুতপ্ত। তবে আপনি কি তৃপ্ত হতে চান ?

ওথেলো। চাই মানে ? তৃপ্ত হব।

ইয়াগো। কিন্তু কেমন করে স্যার, আপনি কি তাকে সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন দেখে সেই দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে চান ?

ওথেলো। আমি চাই মৃত্যু আর ধ্বংস।

ইয়াগো। এটা কিন্তু খুবই কঠিন কাজ। এই মরণশীল চোখ ত নিজের মৃত্যু বা চূড়ান্ত ধ্বংসকে দেখতে পায় না, কিন্তু আমি কীই বা বলব ! কোথায় পাব আপনার আকাংখিত তৃপ্তি ? আপনার পক্ষে সেটা দেখা অসম্ভব। যদি সে প্রমাণ ছাগলের মত সুন্দর আর শক্তিশালী হয় অথবা বাঁদরের মত গরম হয় বা গর্বিত নেকড়ের মত লবণাক্ত হয় অথবা মাতাল নির্বোধের মত স্থূল হয় তাহলে কি করবেন ? তবু আমি বলছি, আমার যে সব জোরাল ঘটনা এবং অভিযোগ

আছে তা আপনাকে সরাসরি সত্যের দরজার কাছে নিয়ে যাবে, আপনাকে চূড়ান্ত তৃপ্তি দান করবে।

ওথেলো। হ্যাঁ, সে যে আমার প্রতি বিশ্বস্ত নয় এ বিষয়ে আমায় জীবন্ত যুক্তি প্রমাণ দাও।

ইয়াগো। এ কাজ আমি কিন্তু পছন্দ করি না। তবু এ ব্যাপারে যখন নির্বোধ সততা আর ভালবাসার বশবর্তী হয়ে এতটা এগিয়েছি তখন আমায় শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে। এরি মধ্যে একরাত আমি ক্যাসিওর কাছে শুয়েছিলাম। একটা দাঁত ওঠার জন্য আমি ঘুমোতে পারিনি সে রাতে। এক ধরণের মানুষ আছে যাদের অন্তরটা খুব ঢিলে এবং ঘুমের সময় সব কথা অনর্গল বলে ফেলে। ক্যাসিও হচ্ছে সেই ধরণের মানুষ। আমি তাকে ঘুমের ঘোরে বলতে শুনলাম, প্রিয়তমা ডেসডিমোনা. আমাদের আরও সজাগ সচেতন হতে হবে, লোকচক্ষু হতে লুকিয়ে রাখতে হবে আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা। তারপর আমার হাতটা ধরে মোচড় দিয়ে বলল, মিষ্টি সোনা আমার! তারপর আমার ঠোঁটে জোর চুম্বন করল. মনে হলো আমার ঠোঁটটাকে গোড়াসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলবে। তারপর তার পাটা আমার উরুর উপর চাপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আবার আমায় চুম্বন করল এবং বলল, অভিশপ্ত ভাগ্য তোমায় মুরকে দান করল।

ওথেলো। ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!

ইয়াগো। অবশ্য এটা ওর স্বপ্ন।

ওথেলো। কিন্তু স্বপ্ন হলেও এ সব হলো আগেকার কাজেরই প্রতিচ্ছবি।

ইয়াগো। এটা কিন্তু আপনার এক কুটিল সন্দেহ। তবে অবশ্য এটা স্বপ্ন হলেও অন্যান্য ক্ষীণ প্রমাণগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করতে পারে।

ওথেলো। আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

ইয়াগো। না, স্থিরপ্রজ্ঞ হবার চেষ্টা করুন। এখনো পর্যন্ত আমরা কোন কাজের প্রমাণ পাইনি। উনি সৎও হতে পারেন। একটা কথা আমায় আপনি বলুন: আপনার স্ত্রীর কাছে মাঝে গোলাপজামের ছাপ দেওয়া একটা রুমাল দেখেননি?

ওথেলো। আমি এই ধরণের রুমাল একটা ওকে দিয়েছি। এটা আমার প্রথম দান।

ইয়াগো। আমি অবশ্য তা জানি না। তবে এই ধরণের একটা রুমাল দিয়ে—

এবং সেটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর, আজ আমি ক্যাশিওকে তার দাড়ি মুছতে দেখেছিলাম।

ওথেলো। সত্যিই কি তাই—

ইয়াগো। রুমাল যদি সত্যিই আপনার স্ত্রীর হয় তাহলে সেটা নিশ্চয় অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে।

ওথেলো। হায়, আমার যদি চল্লিশ হাজার জীবন থাকত। কারণ আমার একটা মাত্র জীবন খুবই দুর্বল, তা দিয়ে কখনো এতবড় একটা বিরাট অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। এখন দেখছি ব্যাপারটা সত্যি। দেখ ইয়াগো। এবার আমি আমার সমস্ত প্রেম আকাশে উড়িয়ে দিলাম। সব শেষ। হে আমার প্রতিশোধবাসনা, নরকের গভীর থেকে উঠে এস, হে আমার প্রেম, তুমি তোমার অন্তরের সিংহাসন আর মাথার মুকুট অত্যাচারী নির্মম ঘৃণার হাতে ছেড়ে দাও।

ইয়াগো। তবু আপনি সন্তুষ্টচিত্ত হোন।

ওথেলো। আমি রক্ত চাই। রক্ত, রক্ত, রক্ত।

ইয়াগো। আমি চাই ধৈর্য। আপনি ধৈর্য ধরুন। আপনার মনের পরিবর্তন হতে পারে।

ওথেলো। কখনই না ইয়াগো। বাল্টিক সাগরের হিমশীতল শৈত্যপ্রবাহ যেমন চিরদিন সামনে এগিয়ে চলে কোনদিন ভাটা পড়ে না সে প্রবাহে, তেমনি আমার রক্তাক্ত প্রতিশোধবাসনা শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পিছন ফিরে কোনদিন তাকাবে না বা প্রেমের কথা বলবে না; উপযুক্ত প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তা ক্ষান্ত বা শান্ত হবে না। নতজানু হয়ে এখন ঐ মর্মরপ্রস্তরনির্মিত দেবতার সামনে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি শপথবাক্য উচ্চারণ করব।

ইয়াগো। (নতজানু হয়ে) এখন উঠবেন না। হে প্রজ্জ্বলিত আলোকমালা, হে আমার চতুর্দিকের জল মাটি বাতাস ও অগ্নি, তোমরা সাক্ষী রইলে, তোমরা দেখ ইয়াগো তার সমগ্র অন্তর, শ্রম এবং বুদ্ধি ওথেলোর সেবায় উৎসর্গ করল। এখন সে যা আমায় আদেশ করবে শত খারাপ কাজ হলেও আমি তা পালন করে যাব।

(দুজনেই উঠে দাঁড়াল)

ওথেলো। তোমার ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ। উদার অকৃপণ স্বীকৃতিও

দিলাম তার সঙ্গে। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তুমি ক্যাসিওকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

ইয়াগো। আপনার অনুরোধে নিশ্চয়ই তাকে মারা হবে। আমার বন্ধু ত একরকম প্রায় মরেই আছে। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে মারবেন না; তাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

ওথেলো। ধিক তাকে ধিক। এখন তুমি আমার সঙ্গে একটু দূরে চল। ঐ সুন্দর শয়তানটার মৃত্যুর জন্য এখন তাড়াতাড়ি আমার একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। এখন থেকে তুমিই হবে আমার লেফ্‌টন্যান্ট।

ইয়াগো। আমি চিরদিনের জন্য আপনার। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। সাইপ্রাস দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও ভাঁড়ের প্রবেশ

ডেসডিমোনা। আচ্ছা লেফ্‌টন্যান্ট ক্যাসিও কোথায় থাকেন জান?

ভাঁড়। আমি বলতে পারব না সে কোথায় থাকে।

ডেসডিমোনা। কেন?

ভাঁড়। কারণ সে একজন সৈনিক। কোন সৈনিক কোথায় থাকে একথা বলা মানে তাকে অপমান করা।

ডেসডিমোনা। যাও, তার বাসাটা খুঁজে বার করো।

ভাঁড়। আমি কোথায় থাকি বলতে পারি কিন্তু সে কোথায় থাকে তা বলতে পারব না।

ডেসডিমোনা। এর কি কোন উপায় নেই?

ভাঁড়। আমি তার বাসা কোথায় জানি। সুতরাং কোথায় সে থাকে সেকথা বলা মানেই আমার এই গলা দিয়ে মিথ্যে কথা বলা হয়।

ডেসডিমোনা। তুমি কি তাঁকে খুঁজে বার করে একটা খবর দিতে পারবে?

ভাঁড়। আমি তার জন্য জগতের সব লোককে প্রশ্ন করব।

ডেসডিমোনা। যাও তাঁকে খুঁজে বার করো। তাঁকে বলো আমি আমার স্বামীর মত করিয়েছি। আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাঁড়। এটা করা অবশ্য এমন কিছু নয়; মানুষের বুদ্ধির সীমার মধ্যেই পড়ে। সুতরাং চেষ্টা করে দেখতে পারি। (প্রস্থান)

ডেসডিমোনা। আমি আমার রুমালটা কোথায় হারালাম এমিলিয়া?

এমিলিয়া। আমি ত তা জানি না ম্যাডাম।

ডেসডিমোনা। বিশ্বাস করো। মণি মুক্তো ভরা আমার ব্যাগটা হারালে ক্ষতি ছিল না। আমার স্বামী মুর অবশ্য সত্যিই উদারচেতা, ঈর্ষান্বিত লোকের মনের মত নীচতা ওঁর মনে নেই। কিন্তু এটা অন্য যে কোন মনের পক্ষে সন্দেহ বা দুশ্চিন্তার কারণ।

এমিলিয়া। তিনি কি ঈর্ষান্বিত নন?

ডেসডিমোনা। কে, উনি? আমার মনে হয়, যে সূর্যের দেশে উনি জন্মেছেন সেই সূর্য এই ধরণের সব কুচিন্তা কেড়ে নিয়েছে।

ওথেলোর প্রবেশ

এমিলিয়া। দেখুন, উনি হয়ত এ দিকেই আসছেন।

ডেসডিমোনা। ক্যাসিওকে ওঁর কাছে না ডাকা পর্যন্ত আজ আমি ওকে ছাড়ব না। কেমন আছ প্রিয়তম?

ওথেলো। ভাল প্রিয়তমা। (স্বগত) ভাণ করা সত্যিই কঠিন। তুমি কেমন আছ ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। ভাল।

ওথেলো। তোমার হাতটা দাও। তোমার হাতটা ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে।

ডেসডিমোনা। কিন্তু এ হাত এখনও পর্যন্ত দুঃখ বা জরার পরিচয় পায়নি।

ওথেলো। এর থেকে বোঝা যায় তোমার অন্তরটা উদার। কিন্তু তোমার হাতটা যেহেতু উত্তপ্ত আর আর্দ্র, তোমার অবাধ স্বাধীনতাটাকে খর্ব করতে হবে, উপবাস, প্রার্থনা, কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কিছুদিন চলতে হবে। কারণ এখানে একটা ঘর্মাক্ত কলেবর ক্ষুদে শয়তান আছে যা অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তোমার হাতটা সত্যিই খুব ভাল এবং সরল।

ডেসডিমোনা। একথা তুমি কেন বলছ? এই হাত দিয়েই আমি আমার অন্তর তোমাকে দান করেছি।

ওথেলো। তাই ত বলছি উদার হাত। প্রাচীন কালে লোক আগে অন্তর দিত তারপর হাত দিত বিয়েতে। এখনকার কালে লোকে হাত দেয়, কিন্তু অন্তর দেয় না।

ডেসডিমোনা। আমি এসব জানি না। এখন তোমার প্রতিশ্রুতির কথাটা মনে করিয়ে দিই।

ওথেলো। প্রতিশ্রুতি কিসের?

ডেসডিমোনা। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি ক্যাসিওকে ডেকে পাঠিয়েছি।

ওথেলো। আমি বড় রাতে কষ্ট পাচ্ছি। তোমার রুমালটা একবার দাও ত।

ডেসডিমোনা। এই নাও।

ওথেলো। আমি যেটা তোমায় দিয়েছিলাম সেইটা।

ডেসডিমোনা। সেটা ত এখন আমার কাছে নেই।

ওথেলো। এটা ত অন্যায়। সেই রুমালটা একজন মিশরবাসী আমার মাকে দিয়েছিল। আমার মা যাদু জানত। সেই রুমালটা যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকত তিনি লোকের মুখ দেখে তাদের মনের চিন্তা বলে দিতে পারতেন। এই রুমালটার জোরে তিনি অমায়িকভাবে আমার বাবাকে তার প্রেমের কাছে বশীভূত করতে পারতেন। কিন্তু রুমালটা যদি হারিয়ে যেত অথবা কাউকে দিতেন তাহলেই বাবা ঘৃণা করতে শুরু করত মাকে। বাবার মন আবার অন্য মেয়ের প্রতি ঘুর-ঘুর করত। মা তাঁর মৃত্যুকালে এই রুমালটা আমায় দিয়ে যান। বলে যান, তোমার বিয়ে হলে তোমার স্ত্রীকে এটা দিও। আমি তাই তোমাকে দিয়েছিলাম। এটার ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। এটাকে চোখের মণি করে রাখতে বলেছিলাম। বলেছিলাম এটা হারালে বা কাউকে দিলে এমন ক্ষতি হবে যে ক্ষতির কোন তুলনা থাকবে না।

ডেসডিমোনা। ওটা কি সম্ভব?

ওথেলো। এটা সত্যি। এই রুমালটার বুনোনের মধ্যে যাদু আছে। একজন জ্যোতিষ এটা সেলাই করেছিল নির্দিষ্ট সময় ও তিথির মধ্যে। যে কীটের লালা থেকে এর সিল্ক উৎপন্ন হয়েছিল সেই কীটগুলোর মাথায় জ্যোতি ছিল। কুমারী মেয়েদের কবরখানা বা মমি থেকে এটাকে রাঙিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

ডেসডিমোনা। এটা সত্যি?

ওথেলো। খাঁটি সত্যি। সুতরাং ভাল করে খুঁজে দেখ।

ডেসডিমোনা। তা যদি হয় তাহলে ভগবান এটা কোনদিন না দেখালেই ভাল করতেন।

ওথেলো। হাঃ। কি কারণে একথা বললে?

ডেসডিমোনা। তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন? তুমি কথা বলতে বলতে চমকে উঠছ এবং খুব তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে বলছ।

ওথেলো। ওটা কি সত্যিই হারিয়ে গেছে?

ডেসডিমোনা না হারায়নি। তবে কোথায় আছে তা জানি না

ওথেলো। কেমন করে তা জানলে ?

ডেসডিমোনা। আমি বলছি এটা হারায়নি।

ওথেলো। তাহলে নিয়ে এস, আমাকে দেখাও।

ডেসডিমোনা। কেন, আমি তা ঠিকই পারি, তবে এখন পারছি না। মনে হচ্ছে আমাকে আমার দাবি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার এটা একটা কৌশল। আমার অনুরোধ, ক্যাসিওকে তুমি আবার কাজে নিযুক্ত করে নাও।

ওথেলো। তুমি আমার রুমালটা নিয়ে এস। আমার মন মেজাজ ভাল নেই।

ডেসডিমোনা। শোন শোন। তুমি এমন সুযোগ্য লোক আর পাবে না।

ওথেলো। কিন্তু আমার রুমাল ?

ডেসডিমোনা। আমার অনুরোধ ক্যাসিওর কথা বল।

ওথেলো। রুমাল।

ডেসডিমোনা। ক্যাসিও হচ্ছে এমনই একজন লোক যে সারাজীবন তোমাকে ভালবেসে এসেছে, তোমার দুঃখ বিপদে অংশগ্রহণ করে এসেছে—

ওথেলো। রুমাল।

ডেসডিমোনা। আমার বিশ্বাস দোষটা তোমারি।

ওথেলো। নিপাত যাও। (প্রস্থান)

এমিলিয়া। ভদ্রলোককে দেখে ঈর্ষাগ্রস্ত মনে হয় না ?

ডেসডিমোনা। এর আগে এমন ত কখনো দেখিনি। নিশ্চয়ই তাহলে রুমালটার মধ্যে কোন যাদু আছে। এটা হারানোতে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

এমিলিয়া। একটা কি দুটো বছরও কোন লোককে একভাবে ভাল দেখি না। তারা যেন সবাই ঠিক পাকস্থলী আর আমরা তাদের খাদ্য। ক্ষুধার সময় ওরা আমাদের খায়, পেট ভর্তি হয়ে গেলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ক্যাসিও ও ইয়াগোর প্রবেশ

ঐ আমার স্বামী আর ক্যাসিও আসছেন।

ইয়াগো। আর কোন উপায় নেই। তাকে এটা করতেই হবে। যাও তাঁর কাছে বারবার অনুরোধ করগে।

ডেসডিমোনা। কেমন আছেন ক্যাসিও ? কী খবর ?

ক্যাসিও। ম্যাডাম, আমার সেই আবেদনটা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কোন না কোন সঙ্গত উপায়ে আমাকে আমার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। যাঁকে অন্তর দিয়ে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর ভালবাসা লাভে আবার যেন ধন্য হই। তবে আর দেরি করলে চলবে না। কিন্তু যদি আমার অপরাধটা এতই মারাত্মক হয় যে অতীতের যোগ্যতা, বর্তমানের অনুশোচনা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গুণাবলী কোন কিছুর দ্বারাই তার স্খালন হওয়া এবং তাঁর ক্ষমা বা ভালবাসা পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব না, তাহলে সেটা আমায় জানিয়ে দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল হয়। তাহলে আমি নিজে নিজেই কোন সান্ত্বনা খাড়া করে নেব। অন্য কোন পথ অবলম্বন করে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব।

ডেসডিমোনা। হায় ক্যাসিও! আপনার জন্য ওকালতি করা এখন ঠিক হবে না। আমার স্বামী এখন আর সে স্বামী নেই। আমি জানি না কিভাবে তিনি এমন করে বদলে গেলেন। আমায় ক্ষমা করুন। আমি প্রতিটি পবিত্র দেবতার নামে বলছি, আমি আপনার জন্য খোলাখুলিভাবে বারবার বলতে গিয়ে আমি আমার স্বামীর বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছি। এখন কিছুকালের জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমি যা পারি তা করব। আমার সাধ্যের চেয়ে বেশী এবার চেষ্টা করব। আশাকরি এতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

ইয়াগো। উনি কি রেগে আছেন ?

এমিলিয়া। উনি এইমাত্র এখান থেকে খুব অশান্ত চিত্তে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়াগো। উনি কি রাগতে পারেন ? নিশ্চয়ই তাহলে এ রাগটা ক্ষণিকের। আমি গিয়ে দেখছি। যদি তিনি সত্যি সত্যিই রেগে থাকেন তাহলে সে রাগের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

ডেসডিমোনা। তাই যান। (ইয়াগোর প্রস্থান)

আমার মনে হয় রাজ্যের কোন ব্যাপার হবে। হয় ভেনিস থেকে কোন খবর এসেছে অথবা এখানে সাইপ্রাসে কোন গোপন চক্রান্তের কোন কিছু তাঁর সামনে প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে তাঁর সরল অন্তঃকরণটা হঠাৎ জটিল হয়ে উঠেছে। আর ঠিক এই সব সময়ে মানুষ বড় বড় লক্ষ্য থেকে সরে এসে তুচ্ছ ছোট-খাটো জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে। তাই হয়। আমাদের হাতের সামান্য একটা আঙ্গুলে ব্যথা হলে সে ব্যথা শরীরের অন্যান্য ভাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও

ছড়িয়ে যায়। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষ দেবতা নয় আর চিরদিন যে সে একভাবে থাকবে তারও কোন কথা নেই। সত্যিই আমার কপালে কষ্ট আছে। এমিলিয়া, আমি যুদ্ধের ব্যাপার কিছু জানি না। রাজকার্যও জানি না। তবে আমার প্রতি তাঁর অবিচারের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হলো, নিশ্চয় উনি মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

এমিলিয়া। আমিও বলছি, নিশ্চয় কোন রাজকার্য সংক্রান্ত ব্যাপার। আপনার সম্বন্ধে কোন ঈর্ষা বা খারাপ ধারণা নয়।

ডেসডিমোনা। হায় হায়! আমি তাকে প্রকৃত কারণটা খুলে বলিনি।

এমিলিয়া। কিন্তু ঈর্ষাগ্রস্ত লোকের অন্তর কোন কারণ দ্বারা তৃপ্ত বা শান্ত হয় না। কারণ কোন কারণের জন্য তারা ত ঈর্ষাগ্রস্ত হয় না। ঈর্ষার খাতিরেই ঈর্ষাগ্রস্ত হয়। ঈর্ষা এমনই এক ভয়ঙ্কর বস্তু যা নিজে নিজেই জন্মলাভ করে। কোন কিছুর দ্বারা না।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর যেন দয়া করে সেই ভয়ঙ্কর বস্তুকে ওথেলোর মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

এমিলিয়া। ঈশ্বর আপনার মনস্কামনা পূরণ করুন।

ডেসডিমোনা। দেখি উনি কোথায় গেলেন। ক্যাসিও, আপনি এখন যান। আমি যদি তাঁকে ভাল অবস্থায় দেখি তাহলে আপনার আবেদনের কথা বলব। যতদূর সম্ভব সে আবেদনকে সফল করে তোলার চেষ্টা করব।

ক্যাসিও। যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম।

(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান)

বিয়াঙ্কার প্রবেশ

বিয়াঙ্কা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বন্ধু ক্যাসিও।

ক্যাসিও। কি জন্য দেশ থেকে তুমি এলে? সুন্দরী বিয়াঙ্কা, আমি ত তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। কেমন করে তুমি নিজেই চলে এলে?

বিয়াঙ্কা। আর আমি এদিকে তোমার বাসায় যাচ্ছিলাম। কী ব্যাপার তোমার! এক সপ্তা তোমার দেখা নেই। সাত দিন সাত রাত, একশো আটষট্টি ঘণ্টা, সোজা কথা! শুধু ক্লান্তির সঙ্গে দিন গণে যাওয়া।

ক্যাসিও। ক্ষমা করো বিয়াঙ্কা। আমিও খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সময়টা কাটিয়েছি। তবে আমি খুব শীগগির এই অনুপস্থিতির অবসান ঘটাব প্রিয়তমা।

(ডেসডিমোনার রুমালটা দিয়ে) রুমাল থেকে কাজটা বার করে নিতে পারবে?

বিয়াঙ্কা। ও ক্যাসিও, এটা কোথা থেকে পেলে? এটা নিশ্চয় কোন বান্ধবীর ভালবাসার চিহ্ন। এবার আমি তোমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির একটা কারণ অনুভব করতে পারছি। তাহলে এই হয়েছে অবশেষে? বাঃ বাঃ।

ক্যাসিও। বান্ধবীর কাছে যাব! তোমার দাঁতে ঠিক শয়তান আছে তা না হলে তুমি এই কুৎসিত সন্দেহ করতে না যে এ রুমাল আমার কোন মেয়েবন্ধু তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দিয়েছে। বিশ্বাস করো বিয়াঙ্কা তা নয়।

বিয়াঙ্কা। তাহলে কার ওটা?

ক্যাসিও। আমি তা জানি না। এটা আমি আমার ঘরে পেয়েছি। কেউ এটা দাবি করার আগে আমি এই রুমালের কাজটা নকল করে নিতে চাই। এইটা নিয়ে তা করে দাও দেখি। তারপর এখনকার মত চলে যাও।

বিয়াঙ্কা। চলে যাব কেন?

ক্যাসিও। আমি জেনারেলের কাছে কর্তব্যরত অবস্থায় আছি। আমি চাই না নতুন করে তিনি আমার কোন দোষ খুঁজে পান অর্থাৎ কোন মেয়ের সঙ্গে আমায় তিনি দেখে ফেলুন।

বিয়াঙ্কা। কেন, কেন তুমি ওকথা বললে বল।

ক্যাসিও। আমি তোমাকে ভালবাসি না বলে যে এ কথা বললাম তা ভেবো না।

বিয়াঙ্কা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বটে, তুমি আমায় ভালবাস না বলেই একথা বলেছ। যাই হোক, তুমি আমায় আমার পথে কিছুটা এগিয়ে দেবে এবং রাত্রিতে কখন তোমার দেখা পাওয়া যাবে বলবে?

ক্যাসিও। আমি কিন্তু বেশী দূর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। কারণ এখানে আমি কাজে নিযুক্ত আছি। তবে আমি খুব শীগগির তোমার কাছে চলে যাব।

বিয়াঙ্কা। সেই ভাল। অবস্থা বিশেষে অবশ্যই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ

ইয়াগো। আপনি কি তাই ভাবেন?

ওথেলো। ভাবি মানে, তুমি কি বলছ ইয়াগো ?

ইয়াগো। কি ভাবছেন, গোপন চুম্বনের কথা ?

ওথেলো। অবৈধ চুম্বন।

ইয়াগো। অথবা এমনও হতে পারে, আপনার স্ত্রী তাঁর বন্ধুবরের সঙ্গে এক বিছানায় উলঙ্গ অবস্থায় এক ঘণ্টা বা তার বেশী সময় কাটিয়েছেন। এটাতে আপনি কোন ক্ষতিবোধ করেন না ?

ওথেলো। উলঙ্গ অবস্থায় এক বিছানায় তবু তাতে ক্ষতি নেই, কী বলছ ইয়াগো ? এ যে ভণ্ডামিতে শয়তানকেও হার মানানো। তারা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে, অথচ বাইরে দেখাচ্ছে তারা খুব ভাল। তারা মনে হয় তাদের এই কাজের দ্বারা একই সঙ্গে শয়তান ও ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করছে।

ইয়াগো। এটা এমন কিছু না। এটা এমনি এক পদস্খলন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে রুমাল নিয়ে। আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটা রুমাল দিই—

ওথেলো। তাহলে কি ?

ইয়াগো। কী আবার, তাহলে সে রুমাল তার নিজস্ব। তাহলে সে রুমাল সে যাকে খুশি দিয়ে দিতে পারে।

ওথেলো। কিন্তু মনে রেখো, সে তার নিজের সম্মান ত রক্ষা করবে। সে সম্মান ত সে বিলিয়ে দিতে পারে না। তাও কি সে দিয়ে দিতে পাবে বলছ ?

ইয়াগো। তাঁর সম্মান হচ্ছে এমনই একটা গুণ যা চোখে দেখা যায় না। এই আছে এই নেই। কিন্তু রুমালটার জন্যেই—

ওথেলো। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ওটার কথা ভুলে থাকলে ভাল থাকতাম। খুশি থাকতাম। তুমি বললে আর আমার মনে পড়ে গেল কথাটা। শোন, অভিশপ্ত রোগগ্রস্ত বাড়ির মাথার উপর যেমন দাঁড়কাক ঘুর ঘুর করে তেমনি কথাটা আমার মনের উপর বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। লোকটা সত্যিই আমার রুমালটা তাহলে পেয়েছে।

ইয়াগো। তাতে কি হলো ?

ওথেলো। এটা মোটেই ভাল না।

ইয়াগো। আমি যদি বলি আমি তাকে আপনার প্রতি অন্যায় করতে দেখেছি বা অন্যায় কথা বলতে শুনেছি, যদি বলি লোকটা কোন এক নারীর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে নিজের একগুঁয়ে আবেদনের মাধ্যমে বেশ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে তাহলে কি বলবেন ?

ওথেলো। সে কি বলেছে ?

ইয়াগো। বিশ্বাস করুন, সে বলেছে স্যার। তবে বেশী কিছু না।

ওথেলো। সে কি কিছু বলেছে ?

ইয়াগো। বলেছে যে সে করেছে—কিন্তু কি করেছে তা জানি না।

ওথেলো। কি, কি বললে ?

ইয়াগো। শুয়েছে—

ওথেলো। কার কাছে শুয়েছে ?

ইয়াগো। তার কাছে শুয়েছে, তার উপরে শুয়েছে, আপনার যা খুশি বলতে পারেন।

ওথেলো। তার সঙ্গে শুয়েছে—তার উপরে শুয়েছে ? তার উপরে শুয়েছে বললে তার সম্বন্ধে মিথ্যে বলা হবে। তার চেয়ে বলো তার সঙ্গে শুয়েছে। মরুকগে। সেইটাই ভাল। রুমাল, স্বীকারোক্তি—রুমাল। প্রথমে দোষ স্বীকার করে ফাঁসি যাবে—না প্রথমে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হবে তারপর সব স্বীকার করবে। আমার ত কাঁপুনি আসছে। প্রকৃতি কোন আভাস না দিয়ে কোন শিক্ষা না দিয়ে কখনই এত রূঢ় বা রুষ্ট হতে পারে না আমার প্রতি। এত নির্মম হতে পারে না। সামান্য কতকগুলো কথা। কতকগুলো মাত্র কথা আমার নাক কান ঠোঁট সব এইভাবে কাঁপিয়ে তুলছে। সেটা কি সম্ভব ? ও শয়তান, স্বীকার করো, রুমাল। (মুর্ছিত হয়ে পড়ল)

ইয়াগো। লাগ্ লাগ্ লেগে যা ভেস্কি, আমার ভেস্কি কাজ কর। বোকাগুলো সহজ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এইভাবেই ধরা পড়ে। কত নির্দোষ সতী সাধ্বী মেয়ে এইভাবে তীব্র ভর্ৎসনার বস্তু হয়। কি হলো, স্যার, ওথেলো।

ক্যাসিওর প্রবেশ

কেমন আছ ক্যাসিও ?

ক্যাসিও। কী হলো ?

ইয়াগো। আমাদের প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। এই নিয়ে দুবার হলো। গতকাল একবার এমনি হয়েছিল।

ক্যাসিও। বুকের কাছটা একটু মালিশ করো।

ইয়াগো। না না, ভয়ের কিছু নেই। ধীরে ধীরে সেরে উঠবে। না সারলে মুখ দিয়ে একবার ফেনা ভাঙবে এবং জোর ভুল বকতে শুরু করবে। এই দেখ নড়ছে। তুমি একটু কিছুক্ষণের জন্য সরে যাবে ? উনি শীগ্‌গির সেরে

উঠবেন। উনি চলে গেলে আমি তোমার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলব। (ক্যাসিওর প্রস্থান) কী জেনারেল! আপনি নিজের মাথায় নিজেই আঘাত লাগালেন?

ওথেলো। তুমি কি আমায় উপহাস করছ?

ইয়াগো। আমি আপনাকে উপহাস করছি? ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, না। আমার কথা হচ্ছে আপনি ভাগ্যের সব বিধান মানুষের মত সহ্য করবেন কি না?

ওথেলো। শৃঙ্গধারী না হলেও মানুষ হচ্ছে একটা জন্তু আর দানব।

ইয়াগো। এই জনবহুল শহরে তাহলে বহু জন্তু আর দানব আছে।

ওথেলো। সে কি স্বীকার করেছে?

ইয়াগো। স্যার, মানুষের মত দৃঢ়তার সঙ্গে সব কিছু সহ্য করুন। যদি আপনি মনে করেন প্রত্যেকটি দাড়িবিশিষ্ট লোকেরই একজন করে প্রেমিকা আছে তাহলে আপনি শুধু শুধু মনোকষ্ট পাবেন। এমন অসংখ্য লোক আছে যারা রাত্রিতে পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ শয্যায় শয়ন করে আর একথা তারা অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা হলো আলাদা। আপনার স্ত্রী নিশ্চিন্ত আরামশয্যায় এক পরপুরুষকে চুম্বন করে এক নারকীয় নির্মম শয়তানির পরিচয় দেবে অথচ আপনি তাকে সতীসাধ্বী বলে মনে করবেন। না, না, আমাকে একবার ভাল করে জানতে দিন। আমি ভাল করে জেনে দেখি, তার আসল রূপটা কি।

ওথেলো। সত্যিই তুমি ঠিক বলেছ। জ্ঞানবানের মত কথা বলেছ।

ইয়াগো। আপনি একবার সরে দাঁড়ান। ধৈর্য ধরে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। একটু আগে আপনি যখন দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যেটা আপনার মত লোকের পক্ষে মোটেই সাজে না। সেই সময় এখানে একবার ক্যাসিও এসেছিল। আপনার মূর্ছার অন্য কারণ বলে আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি। তাকে একটু পরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছি। সেও আসবে বলেছে। আপনি একটু লুকিয়ে থাকুন। আড়ালে থেকে আপনি ওর মুখের প্রতিটি রেখার উপর ফুটে ওঠা বিরক্তি ও ঘৃণার ভাবটা লক্ষ্য করবেন। কোথায় কেমন করে কত আগে এবং কখন সে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং হবে সেকথা আমি তার মুখ থেকে বার করে নেব। আপনি শুধু তার হাবভাবটা লক্ষ্য করবেন। তবে একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন।

তা নাহলে বুঝব আপনি আর মানুষ নেই, হয়ে উঠেছেন ক্রোধসর্বস্ব এক বিকৃত বস্তু।

ওথেলো। শুনছ ইয়াগো, আমি বিশেষ কৌশলের সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকব। শুনছ পাজী কোথাকার।

ইয়াগো। তা না হয় বুঝলাম। তবে কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। আপনি সরে যাবেন কি না? (ওথেলো আড়ালে সরে গেল) আমি এবার ক্যাসিওকে বিয়াঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করব। বিয়াঙ্কা হচ্ছে এমনই এক মেয়ে যে নিজেকে বিক্রি করে নিজের খাওয়া পরা যোগাড় করে। এই ধরণের মেয়েরা অনেককে ঠকিয়ে শেষে একজনের কাছে বাঁধা থাকে। বিয়াঙ্কার কথা সে শুনলেই হাসি থামাতে পারবে না।

ক্যাসিওর প্রবেশ

এই এসে পড়েছে ক্যাসিও। তার হাসি দেখে পাগল হয়ে যাবে ওথেলো। তার অকারণ ভিত্তিহীন ঈর্ষা ক্যাসিওর হাসি তার হাবভাব আর হালকা আচরণগুলোকে খারাপ অর্থে ব্যাখ্যা করবে। কী খবর লেফটন্যাণ্ট!

ক্যাসিও। খুবই খারাপ। তুমি আশা দিয়েছ কিন্তু সে আশা পূরণ না হওয়ায় আমি ত মরতে বসেছি।

ইয়াগো। ডেসডিমোনাকে ভাল করে ধর। ঠিক হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা যদি তোমার বিয়াঙ্কার হাতে থাকত তাহলে কখন হয়ে যেত।

ক্যাসিও। হায় আমার কপাল। একটা বাজে মেয়েছেলে।

ওথেলো। দেখ দেখ, কেমন হাসতে শুরু করেছে এর মধ্যেই।

ইয়াগো। এতদূর ভালবাসতে আমি কোন মেয়েকে এর আগে দেখিনি।

ক্যাসিও। হায় আমার ভালবাসা! আমার ত বিশ্বাস হয় না।

ওথেলো। এখন ও আলতোভাবে অস্বীকার করছে এবং হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে।

ইয়াগো। শুনছ ক্যাসিও?

ওথেলো। এখন ও আবার ওকে ধরেছে তাকে বলার জন্যে। বেশ বেশ। বল। বলে যাও।

ইয়াগো। সে বাইরে বলে বেড়াচ্ছে যে তুমি তাকে বিয়ে করবে। তুমি কি সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে চাও?

ক্যাসিও। হা, হা, হা।

ওথেলো। তুমি যে দিগ্বিজয়ী রোমানের মত কাণ্ড করছ। তুমি কি বিশ্বজয় করলে নাকি ?

ক্যাসিও। আমি তাকে বিয়ে করব! পাত্রীটি ত বেশ। আমার বুদ্ধি অতটা খারাপ না। তার কিছুটা মূল্য দিও। হা, হা, হা।

ওথেলো। বাবা, এতদুর। মানুষ কিছু লাভ করলেই খুশিতে হাসাহাসি করে এমনি করে।

ইয়াগো। সকলেই বলাবলি করছে যে তুমি তাকে বিয়ে করছ।

ক্যাসিও। সত্যি করে বল।

ইয়াগো। সত্যি না হলে আমাকে শয়তান বলে ডাকবে।

ওথেলো। বাঃ তুমি আমায় বেশ ঠকিয়েছ। আচ্ছা।

ক্যাসিও। এটা হচ্ছে বাঁদরানীটার কীর্তি। ওই বলে বেড়িয়েছে আমি তাকে বিয়ে করব। আমি কিছু বলিনি। আমার প্রতি ভালবাসার বশে আর আমাকে তোষামোদ করার জন্যেই ও বিয়ের কথা বলে বেড়াচ্ছে।

ওথেলো। ইয়াগো ঠিকই আলোকপাত করছে ব্যাপারটার উপর। এবার, সে আসল কাহিনীটা শুরু করছে।

ক্যাসিও। একটু আগেই সে এখানে এসেছিল। সে আমাকে সব জায়গায় অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। আর একদিন সমুদ্রের ধারে আমি এক ভেনিসবাসীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ মেয়েটা এসে আমার গলায় হাতটা জড়িয়ে আমার উপর ঢলে পড়ল।

ওথেলো। 'আমার, প্রিয়তম ক্যাসিও' এই কথাটা নিশ্চয় বলেছিল। ও যা বলছে তাতে মনে হচ্ছে।

ক্যাসিও। আমার গলা ধরে কখনো ঝুলতে লাগল গড়াতে লাগল কখনো কাঁদতে লাগল, কখনো টানাটানি করতে লাগল।

ওথেলো। এবার সে বলছে কেমন করে সে ওকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কুকুরটার সঙ্গে তোমাকে আর মিশতে দেব না।

ক্যাসিও। আমি তার সঙ্গ ছাড়বই।

বিয়াঙ্কার প্রবেশ

ইয়াগো। আমার সামনেই ছাড়বে ? ওই দেখ সে এসে পড়েছে।

ক্যাসিও। এ যে দেখছি অন্য মানুষ। আবার সুগন্ধি জিনিস মেখেছে। তুমি আমার পিছনে পিছনে কেন ঘুরছ ?

বিয়াঙ্কা। আমি কেন, শয়তান আর শয়তানী ঘুরুক তোমার পিছনে। একটু আগে আমায় যে রুমালটা দিয়েছিলে তাতে কি হবে? আমি নিয়েই বোকা বনে গিয়েছি। ওটার সব কাজটা আমায় তুলে নিতে হবে। তোমার ঘরে রুমালটা কে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তা তুমি জান না? এটা নিশ্চয়ই কোন ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন হবে। আর আমাকে তার কাজটা তুলে নিতে হবে? তোমার কোন পেয়ারের লোককে দাওগে। যেখান থেকেই পাও না কেন, আমি ওকাজ পারব না।

ক্যাসিও। কেমন আছ প্রিয়তমা বিয়াঙ্কা? কেমন আছ?

ওথেলো। হা ভগবান, আমার রুমালটা হবে।

বিয়াঙ্কা। আজ রাত্রে আমার কাছে এসে খাবে ত? যদি তা না আস ত তারপর সময় পেলেই আসবে। (প্রস্থান)

ইয়াগো। যাও যাও, তার পিছু পিছু যাও।

ক্যাসিও। সত্যিই আমার যাওয়া উচিত ওর সঙ্গে। তা না হলে পথে পথে আমার নিন্দে করে বেড়াবে।

ইয়াগো। আজ রাতে কি ওখানে খাবে?

ক্যাসিও। বিশ্বাস করো, ইচ্ছা ত তাই আছে।

ইয়াগো। আমিও তোমার সঙ্গে ঐ সময় দেখা করতে পারি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ক্যাসিও। আমি বলছি তুমি আসবে।

ইয়াগো। যাও, আর কিছু বলো না কাউকে।

ওথেলো। (সামনে বেরিয়ে এসে) আমি কেমন করে ওকে হত্যা করব ইয়াগো?

ইয়াগো। দোষ করে আবার কেমন করে হাসাহাসি করছিল দেখছিলেন?

ওথেলো। হায় ইয়াগো!

ইয়াগো। আপনি কি রুমালটা দেখেছিলেন?

ওথেলো। ও রুমালটা কি আমার?

ইয়াগো। হ্যাঁ, আপনারই। ওটা আবার মেয়েটাকে উপহার দিয়েছে। তার মানে আপনার স্ত্রী একে দিয়েছেন আর ও আবার এই মেয়েটাকে দিয়েছে।

ওথেলো। আমার মনে হচ্ছে ন'বছর ধরে আমি ওকে ধীরে ধীরে খুন করি। ও ভাল মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে।

ইয়াগো না, আপনি ওসব ভুলে যান।

ওথেলো। আজ রাতের মধ্যে ও শেষ হয়ে যাবে, ও জাহান্নামে যাবে। ওকে আর বাঁচতে দেওয়া হবে না। আমার অন্তর পাথরেব মত শক্ত হয়ে গেছে। এত শক্ত হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে ঘা দিলে আমার হাতে পর্যন্ত লাগছে। হায় সারা পৃথিবীতে ওর থেকে বেশী সুন্দরী মেয়ে নেই। ওর যা রূপ ও তাতে কোন সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারত।

ইয়াগো। না, একথা বলা আপনার উচিত না।

ওথেলো। মরুকগে, ও যা তাই বললাম। ওর সুচের কাজ খুব সূক্ষ্ম আর সুন্দর। ও খুব ভাল গান জানে। ওর গান এত মিষ্টি যে বাঘ ভালুক পর্যন্ত তাদের হিংস্রতা ভুলে যাবে ওর গান শুনে। ওর বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব খুব বেশী।

ইয়াগো। ও কোন গুণেরই যোগ্য না।

ওথেলো। হাজার, হাজার বার যোগ্য। আবার ও খুব শান্ত প্রকৃতিরও বটে।

ইয়াগো। হ্যাঁ, খুব শান্ত।

ওথেলো। না, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। তবে তা সত্ত্বেও ও যা করেছে দুঃখের বিষয়। খুবই দুঃখের বিষয় ইয়াগো।

ইয়াগো। আপনি যদি ওর গুণে এতই মুগ্ধ হন ত ওকে দোষ করে যেতে দিন। তাতে যদি আপনার কিছু না যায় আসে ত কার কি বয়ে যাবে।

ওথেলো। আমি ওকে টুকরো টুকরো করে পিষে ফেলব। আমার সঙ্গে প্রতারণা!

ইয়াগো। এটা সত্যিই খুব দোষের ওর পক্ষে।

ওথেলো। আমারই অধীনস্থ একজন কর্মচারির সঙ্গে!

ইয়াগো। এটা আরও দোষের।

ওথেলো। এই রাত্রিতেই আমায় কিছু বিষ দেবে ইয়াগো। আমি তার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করব না বা কোন দোষ দেখিয়ে অনুযোগ করব না, কারণ ওর দেহ-সৌন্দর্য আমার মনকে দুর্বল করে দিতে পারে। হ্যাঁ, এই রাত্রিতেই।

ইয়াগো। না, না, বিষ প্রয়োগ করবেন না। যে বিছানা ও কলুষিত করেছে সেই বিছানাতেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলুন।

ওথেলো। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এ যুক্তিটা আমার সত্যিই পছন্দ হয়েছে। খুব ভাল কথা বলেছ।

ইয়াগো। আর ক্যাসিও? ওর ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আজ দুপুরের মধ্যেই পরের খবর জানতে পারবেন।

ওথেলো। বাঃ, খুব ভাল। (বাইরে বাদ্যধ্বনি) কিসের বাজনা?

ইয়াগো। আমার মনে হয় ভেনিস থেকে কোন খবর এসেছে।

লোডোভিগো, ডেসডিমোনা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লোডোভিগো এসেছে, মনে হচ্ছে, ডিউক পাঠিয়েছেন। আপনার স্ত্রীও ওর সঙ্গে রয়েছে।

লোডোভিগো। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন মহামান্য জেনারেল।

ওথেলো। আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন স্যার।

লোডোভিগো। ডিউক ও ভেনিসের সিনেটাররা আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। (একটা প্যাকেট দিয়ে)

ওথেলো। তাঁদের সানন্দ উপহারের এই সব জিনিসগুলো আমি চুম্বন করছি।

(প্যাকেটগুলো খুলে পড়তে লাগল)

ডেসডিমোনা। কী খবর ভাই লোডোভিগো?

ইয়াগো। এই সুদূর সাইপ্রাসে আপনাকে দেখতে পেয়ে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি সিগনিয়র।

লোডোভিগো। ধন্যবাদ। আচ্ছা লেফটন্যান্ট ক্যাসিওর খবর কি?

ইয়াগো। বেঁচে আছেন স্যার।

ডেসডিমোনা। আমার স্বামীর সঙ্গে ওঁর একটা মনোমালিন্য চলছে। এতে তাঁর প্রতি নির্দয়তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আশা করি আপনি এবার সব কিছু ঠিক করে দেবেন।

ওথেলো। তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত?

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম?

ওথেলো। (পড়তে লাগল) 'এই পত্র মারফৎ আপনাকে জানানো হইতেছে যে আপনি আপনার ইচ্ছামত ঐ ধরণের কাজ করিবেন না।'

লোডোভিগো। উনি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত; আচ্ছা আপনার স্বামী আর ক্যাসিওর মধ্যে সত্যি সত্যিই বিচ্ছেদ হয়েছে?

ডেসডিমোনা। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমি এর জন্যে যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করব, কারণ ক্যাসিওকে আমি স্নেহ করি।

ওথেলো। আগুন এবং পাথর।

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম।

ওথেলো। তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে ?

ডেসডিমোনা। উনি কি রেগে গেছেন ?

লোডোভিগো। চিঠিটা পড়ে উনি হয়ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমার যতদুর মনে হয় এই চিঠিতে ক্যাসিওকে শাসনভার দিয়ে ওঁকে দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডেসডিমোনা। আমি সত্যি করে বলছি এতে আমি খুশি।

ওথেলো। তা ত হবেই।

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম !

ওথেলো। তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ দেখে আমিও খুশি।

ডেসডিমোনা। ও কথা বলছ কেন প্রিয়তম ওথেলো ?

ওথেলো। শয়তান কোথাকার ! (ডেসডিমোনাকে আঘাত করিল)

লোডোভিগো। স্যার, আমি নিজের চোখে দেখেছি একথা বললেও ভেনিসে এটা কেউ বিশ্বাসই করবে না। এটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। উনি কাঁদছেন ; আপনি ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করুন।

ওথেলো। ও শয়তান, শয়তান। তোমার চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটা হচ্ছে এক একটি কুম্ভীরাশ্রু। দুর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

ডেসডিমোনা। আমি তোমার চক্ষুশূল হয়ে এখানে থাকব না।

(যাবার জন্য উদ্যত হলো)

লোডোভিগো। উনি সত্যি সত্যি খুব অনুগত মহিলা। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি স্যার, আপনি ওঁকে ফিরিয়ে আনুন।

ওথেলো। আপনি চান যে আমি ওকে ডেকে ফিরিয়ে আনি, সে হয়ত ফিরবে, ঠিক ফিরবে, কিন্তু আবার চলে যাবে, আবার আসবে, চোখের জল ফেলবে। আপনি বলছেন অনুগত। হ্যাঁ খুবই অনুগত। কাঁদ কাঁদ, কেঁদে যাও। লোক দেখানো এক সুচিত্রিত কৃত্রিম আবেগ ছাড়া আর কিছুই না। আমাকে দেশে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এখন যান, আমি পরে আপনাকে ডেকে পাঠাবো। আমি এই নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলব এবং ভেনিসে ফিরে যাব। সুতরাং এখন যান। (ডেসডিমোনার প্রস্থান) আমার জায়গায় ক্যাসিও বসবে। আমার ইচ্ছা স্যার, আজ রাত্রিতে আমরা একসঙ্গে বসে খাব। সাইপ্রাসে আপনাকে

স্বাগত জানাচ্ছি। —যত সব ছাগল আর বাঁদর!

(প্রস্থান)

লোডোভিগো। আমাদের সিনেট সর্বসম্মতভাবে মুরকে দেশে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু মুরের মাথাটা কি ঠিক আছে? আবেগ-ওর স্বভাবকে কোনদিন বিচলিত করতে পারত না। কোন দুর্ঘটনা বা দৈব দুর্বিপাক যার চরিত্রের কঠিন অখণ্ড ধাতুকে বিদ্ধ বা খণ্ড বিখণ্ড করতে পারত না, এ কি সেই মুর?

ইয়াগো। তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

লোডোভিগো। তাঁর মাথা কি ঠিক আছে? আমার মনে হয় তাঁর মস্তিষ্কের গোলমাল হয়েছে।

ইয়াগো। হ্যাঁ, তাই হবে। অবশ্য আমি আমার ধারণাটাকে মুখে প্রকাশ করতে পারছি না। তবে ওঁর পক্ষে এখন পাগল হওয়াই ভাল। তা না হলে কি হবে।

লোডোভিগো। ওঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত উনি মারলেন!

ইয়াগো। ওঁর স্ত্রীও অবশ্য খুব ভাল ছিলেন না। তবে উনি যে মারলেন এর ফল কিন্তু খারাপ হবে।

লোডোভিগো। উনি কি প্রায়ই এরকম করেন না চিঠিটার বিষয়বস্তু ওঁর রক্তকে উত্তপ্ত করে তুলেছে যার ফলে উনি এই প্রথম অন্যায় করে বসলেন।

ইয়াগো। দেখুন, আমি যা দেখেছি এবং যা জানি তা বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আপনি তাকে লক্ষ্য করুন। তাঁর আচরণই তাঁর গতি প্রকৃতির কথা বলে দেবে। আমার বলার কিছু দরকার হবে না। উনি কি করেন আপনি শুধু দেখে যান।

লোডোভিগো। আমি সত্যিই দুঃখিত যে আমি যা ওঁকে ভেবেছিলাম তা উনি নন। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ

ওথেলো। তাহলে তুমি কিছু দেখনি?

এমিলিয়া। কোন কিছু শুনিওনি, আর সন্দেহও জাগেনি।

ওথেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয় ক্যাসিও আর ওকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখেছ?

এমিলিয়া। তাতে ত কিছু খারাপ দেখিনি। আমি তাদের কথাবার্তার প্রতিটি অক্ষর শুনেছি।

ওথেলো। তারা কি কখনো কানে কানে ফিস ফিস করে কোন কথা বলেনি?

এমিলিয়া। না স্যার, কখনো তা বলেনি।

ওথেলো। তোমাকে কখনো বাইরে পাঠায়নি?

এমিলিয়া। কখনো না।

ওথেলো। মনে করো, তার পাখা, দস্তানা বা মুখোস কোন কিছু আনতেও না?

এমিলিয়া। আমি জোর করে শপথ করে বলতে পারি স্যার, উনি সৎ, আমার জীবনের বিনিময়ে বলছি আপনি ওঁর সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাববেন না। ওসব চিন্তা আপনার অন্তরকে কলুষিত করে তুলছে, আপনি তা অন্তর থেকে দূর করে দিন। যদি কোন শয়তান আপনার মাথার মধ্যে এই ধরণের সন্দেহ ঢুকিয়ে থাকে তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি সে যেন সাপে খেয়ে মরে। যদি উনি সৎ না হন তাহলে কারও স্ত্রীই সৎ নেই। তাহলে বলব সবচেয়ে সতী সাধ্বী স্ত্রীর মধ্যেও কলুষ আর কলঙ্ক আছে।

ওথেলো। তাকে এখানে নিয়ে এস। (এমিলিয়ার প্রস্থান) সে অনেক কিছু বলছে ঠিক, তবে সব কথা বলবে না। এ হচ্ছে সাদাসিদে খচ্চর মেয়েছেলে। একটা কুটিলমনা বেশ্যা যে যত সব শয়তানীর গোপন কথাগুলোকে অন্তরের মধ্যে চাবি দিয়ে ভরে রাখবে, অথচ বাইরে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলবে কিছু জানে না, আমি ওকে তা করতে দেখেছি।

ডেসডিমোনাসহ এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম আমার, কি তুমি চাও?

ওথেলো। এদিকে এস।

ডেসডিমোনা। কী তোমার ইচ্ছা?

ওথেলো। আমি তোমার চোখগুলোকে দেখব। আমার মুখের দিকে চাও ত।

ডেসডিমোনা। এ কি তোমার ভয়ঙ্কর খেয়াল!

ওথেলো। (এমিলিয়ার প্রতি) তোমার কোন কাজ নেই? আমাদের একা থাকতে দাও। দরজাটা বন্ধ করে চলে যাও; যদি কেউ আসে কেশে অথবা শব্দ করে আমাদের জানাবে। সত্যিই তুমি একটা রহস্য, একটা রহস্য। না, তুমি যাও। (এমিলিয়ার প্রস্থান)

ডেসডিমোনা। আমি নতজানু হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, বল তোমার কথার মানে কি? তোমার কথা তত ভয়ের না, কিন্তু তার মধ্যে এক প্রচণ্ড রোষ রয়েছে মনে হলো।

ওথেলো। সত্যি সত্যিই তুমি কি বলত?

ডেসডিমোনা। তোমার বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত স্ত্রী প্রিয়তম।

ওথেলো। এস, শপথ করে বল। নরকের পথ পরিষ্কার কর। কারণ তোমার শপথবাক্য শুনে তোমায় স্বর্গপথযাত্রী ভেবে শয়তানরা ছুঁতে ভয় করবে। সুতরাং তুমি সৎ—একথা শপথ করে বলে তুমি দ্বিগুণ পাপে জড়িয়ে পড়।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর তা ঠিকই জানেন।

ওথেলো। ঈশ্বর ঠিকই জানেন যে তুমি নরকের মতই খারাপ, অবিশ্বস্ত।

ডেসডিমোনা। কেমন করে আমি খারাপ হলাম, কার সঙ্গে? কে সে?

ওথেলো। হায় ডেসডিমোনা। তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও।

ডেসডিমোনা। হায়, দুঃখের দিন! তুমি কাঁদছ কেন? আমিই কি তোমার এই কান্নার কারণ? তুমি যদি সন্দেহ করো, আমার বাবা তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছে তাহলে আমাকে তার জন্য দোষ দিও না। তোমার সঙ্গে তাঁর যদি বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কি আছে, তাঁর সঙ্গে আমারও ত বিচ্ছেদ হয়ে আছে।

ওথেলো। ঈশ্বর কি আমাকে দুঃখ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করছেন? ওরা যদি আমার উপর অবাধে আঘাত ও লজ্জাবৃষ্টি করত, আমায় আকণ্ঠ দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখত, আমায় বন্দী করত অথবা আমার আশার পথকে অবরুদ্ধ করত, তাহলে আমি আমার অন্তরাত্মার মাঝখানে এক ফোঁটা ধৈর্য বা সান্ত্বনা অন্ততঃ পেতাম; কিন্তু হায়, আমায় ঘৃণার পাত্র করে তোলা যাতে লোকে আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাবে! —এটা অসহ্য; তাহলেও আমি তা সহ্য করতে পারতাম। ভালভাবেই সহ্য করতাম। কিন্তু যার মধ্যে আমার অন্তর পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, যার উপর নির্ভর করছে আমার জীবনমৃত্যু, যে আমার প্রাণপ্রবাহের একমাত্র উৎসস্থল তার কাছ থেকে বিতাড়িত। অথবা বিষাক্ত ব্যাঙের বাসের উপযুক্ত ছোট এক টুকরো ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের মত আমার প্রাণপ্রবাহকে আবদ্ধ করে রাখা! একি, তোমার মুখের রং বদলে যাচ্ছে! থাম থাম, গোলাপের মত অধরোষ্ঠ-সম্পন্না তরুণী দেবদূত, নরকের মত অন্ধকার হয়ে গেল কেন তোমার মুখখানা?

ডেসডিমোনা। আমি এখনো আশা করি আমার মহান স্বামী আমার সততায় শ্রদ্ধা রাখবেন।

ওথেলো। হালকা বাতাসের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো গ্রীষ্মের ফড়িংএর মতই তুমি চঞ্চলা চটুলা, কোন জলজ আগাছার মতই সুশ্রী সুন্দরী ও সুগন্ধি। হায়, তোমার যদি পৃথিবীতে জন্ম না হত!

ডেসডিমোনা। হায়, কী পাপ আমি করেছি তা ত জানি না।

ওথেলো। এই সুন্দর মুখখানার কি বেশ্যানামে কলঙ্কিত হবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে? কী পাপ করেছ? একটা সাধারণ বাজারে মেয়ে কোথাকার! যদি আমি তোমার কুকর্মের কথা বলি ত তোমাব গালের সব লজ্জা সব শালীনতা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। কী করেছ? তোমার জন্যে আকাশ লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, চাঁদ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সর্বত্রসঞ্চারী বাতাস তোমার কুকর্মের কথা শুনতে চায় না বলে মাটির মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। কী পাপ করেছ! নির্লজ্জ বেশ্যা কোথাকার!

ডেসডিমোনা। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তুমি আমার ওপর অন্যায় করছ।

ওথেলো। তুমি কি অসতী নও?

ডেসডিমোনা। না, যেহেতু আমি আজও মনে প্রাণে খৃষ্টান। যদি আমার স্বামীর জন্য উৎসর্গীকৃত এই দেহকে যে কোন অন্যায় বা অবৈধ স্পর্শ থেকে সতত বাঁচিয়ে চলাটা যদি বেশ্যার কাজ না হয়, তাহলে আমি কখনই বেশ্যা নই।

ওথেলো। কী, তুমি বেশ্যা নও?

ডেসডিমোনা। না, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করবেন।

ওথেলো। সেটা কি সম্ভব?

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন।

ওথেলো। আমি তাহলে ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। আমি তোমাকে ভেনিস নগরীর এমনই একজন ধূর্ত অসতী নারীরূপে ধরে নিয়েছিলাম যে ওথেলোকে বিয়ে করেছিল। তুমি এমনই এক নারী, সেন্ট পিটারের উল্টোদিকে যার বাস আর নরকের দ্বাররক্ষাই যার কাজ।

এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

তুমি, তুমি এসে গেছ। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। তুমি যা কষ্ট করেছ

তার জন্য এই টাকা রইল। দরজা খোল। আমাদের কথা কাউকে বলবে না। (প্রস্থান)

এমিলিয়া। হায় হায়, ভদ্রলোকের মনে কি আছে কে জানে? আপনি কি মনে করেন মা? আপনি কেমন রয়েছেন?

ডেসডিমোনা। সত্যি বলছি, ঘুম, আধোঘুমে ঢলে পড়েছি আমি।

এমিলিয়া। আচ্ছা মা, কী হলো আপনার স্বামীর সঙ্গে?

ডেসডিমোনা। কার সঙ্গে?

এমিলিয়া। কেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে।

ডেসডিমোনা। কে আমার স্বামী?

এমিলিয়া। যিনি আপনার, একান্তভাবে আপনার।

ডেসডিমোনা। আমার কেউ নেই। তুমি আর কথা বলো না এমিলিয়া। আমার বলার কিছু নেই, আমি কাঁদতে পর্যন্ত পারছি না। তবু শুধু কাঁদতেই হবে। আজ রাত্রিতে আমার বিছানায় আমার বিয়ের চাদরগুলো পেতে দেবে। মনে রেখো যেন। এখানে তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।

এমিলিয়া। বেশ একটা পরিবর্তন হচ্ছে। (প্রস্থান)

ডেসডিমোনা। ঠিক হয়েছে, আমি এই ব্যবহারের যোগ্য। কী দুর্ব্যবহারটাই না পেলাম। আমার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া এত বড় নিন্দা বা কলঙ্কটাকে এতদূর গুরুত্ব দেওয়া ওঁর উচিত হয়নি।

ইয়াগোসহ এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

ইয়াগো। আমায় ডেকেছেন ম্যাডাম? আপনি কেমন আছেন?

ডেসডিমোনা। আমি তা বলতে পারব না। যারা ছোট শিশুদের শিক্ষা দেয় তারা খুব শান্তভাবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়েই তা দেয়। উনিও আমায় সেইভাবে তিরস্কার করতে পারতেন। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে তিরস্কার কখনো সহ্য করিনি এবং এ বিষয়ে আমি একরকম শিশু।

ইয়াগো। কী ব্যাপার বলুন ত?

এমিলিয়া। হায় ইয়াগো, আমাদের মালিক ওঁকে বেশ্যা বলেছেন এবং, এমন সব অপবাদ দিয়েছেন যা কোন নিষ্পাপ লোক সহ্য করতে পারে না।

ডেসডিমোনা। আমি কি এই সব অপবাদের যোগ্য ইয়াগো?

ইয়াগো। কী সব অপবাদ সুন্দরী?

ডেসডিমোনা। যে সব অপবাদের কথা এমিলিয়া বলল এবং আমার স্বামী আমার উপর দিয়েছে।

এমিলিয়া। উনি এঁকে বেশ্যা বলেছেন, একটা ভিখিরী মাতাল অবস্থাতেও তার স্ত্রীকে একথা বলতে পারবে না।

ইয়াগো। একথা কেন তিনি বললেন ?

ডেসডিমোনা। তা আমি জানি না। আমি সে সব অপবাদের কোনটারই যোগ্য না, এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ইয়াগো। কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। কী দুঃসময় !

এমিলিয়া। কত ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ, বাবা, দেশ, বন্ধুবান্ধব—এত সব উনি ত্যাগ করেছেন এই বেশ্যার অপবাদ পাওয়ার জন্যে ? এতে কি লোকের কান্না আসবে না ?

ডেসডিমোনা। এর জন্যে আমার দুর্ভাগ্যই দায়ী।

ইয়াগো। ঈশ্বর ওঁকে এর জন্যে শাস্তি দিন। কিন্তু এ চিন্তা কি করে ওঁর মাথায় এল ?

ডেসডিমোনা। ভগবান জানেন।

এমিলিয়া। যদি কোন পাকা শয়তান বদমাস কোন না কোন স্বার্থ বা সুবিধার জন্য এই মনগড়া মিথ্যে নিন্দেটা রটিয়ে না থাকে ত আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলব।

ইয়াগো। কিন্তু এমন লোক ত কেউ নেই। এটা অসম্ভব।

ডেসডিমোনা। এমন কোন লোক যদি থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন।

এমিলিয়া। গলায় দড়ি দিয়ে মরুক সে। নরকের জীবেরা তার হাড়গুলোকে গুঁড়ো করে ফেলুক। কেন উনি বেশ্যা বলবেন ? কে এঁর সঙ্গে মিশেছেন ? কখন, কোন জায়গায়, কিভাবে ? আসল কথা, নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর বদমাস কুখ্যাত বদমাস এই অপবাদের কথা মুরকে বলেছে। হে ভগবান, এই ধরণের লোকদের সকলের সামনে মুখোস খুলে দাও আর প্রতিটি সৎ লোকের হাতে এমন এক একটি চাবুক দাও যা দিয়ে তাদের মারতে মারতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইয়াগো। দেখ, একটা সীমার মধ্যে থেকে কথা বল।

এমিলিয়া। ধিক তাদের ! এমন কেউ কি আছে যে তোমার বুদ্ধিটাকে

খারাপ দিকে ঘুরিয়ে দেবে যার ফলে তুমি আমায় মুরের সঙ্গে সন্দেহ করতে থাকবে।

ইয়াগো। তুমি একটি বোকা। নিজের কাজে যাও।

ডেসডিমোনা। হে ভগবান! আচ্ছা ইয়াগো, আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে কি করব? বন্ধু আমার, তার কাছে যাও। আমি এই ধর্মীয় বাতি ছুঁয়ে বলছি আমি কি কবে তাকে হারালাম তা আমি নিজেই জানি না। আমি নতজানু হয়ে বলছি, যদি আমি তাঁর ভালবাসার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকি আমার কোন কর্ম বা চিন্তার দ্বারা, অথবা আমার চোখ, কান, ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি অন্য কাউকে কোনভাবে আনন্দ দিয়ে থাকি, যদি তিনি আমায় ভিখারীর মত প্রত্যাখ্যান করলেও আমি তাঁকে গভীরভাবে অতীতে ভালবেসে না থাকি বা ভবিষ্যতে ভালবেসে না যাই তাহলে আমার সব সুখে জলাঞ্জলি পড়ুক, তাহলে চরম নির্দয়তা আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিক। কিন্তু আমার ভালবাসাকে কেউ যেন কলঙ্কিত না করে। বেশ্যা, এই কথাটা উচ্চারণ করতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা হচ্ছে, কাজ করা ত দূরের কথা। সারা পৃথিবীর সমস্ত গর্বের বস্তু হাতে পেলেও একাজ আমি করতে পারব না।

ইয়াগো। আমি অনুরোধ করছি আপনি শান্ত হোন। সাময়িক মানসিক দুরবস্থার জন্যই একথা উনি বলেছেন। রাজকার্য সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে উনি রেগে গেছেন। আর তাই উনি আপনাকে তিরস্কার করেছেন।

ডেসডিমোনা। অন্য কোন কারণ না হলেই ভাল।

ইয়াগো। আমি বলছি, তাই হবে। (ভিতরে বাদ্যধ্বনি) ঐ শুনুন, নৈশভোজনের ডাক পড়ছে; ভেনিসের দূতরা একসঙ্গে বসে খাবে। আর কাঁদবেন না, ভিতরে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান)

রোডারিগোর প্রবেশ

এখন কেমন রোডারিগো ?

রোডারিগো। আমি দেখছি তুমি আমার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করনি।

ইয়াগো। কেন কী এমন অন্যায় করেছি ?

রোডারিগো। দিনের পর দিন কোন না কোন ছলনার দ্বারা তুমি শুধু আমায় ঠেকিয়ে রেখেছ, সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ।

কোন সত্যিকারের আশা আমায় দাওনি। আমি আর সহ্য করব না। আমি বোকার মত প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছি। আর তা করব না।

ইয়াগো। তুমি কি আমার কথা শুনবে রোডারিগো ?

রোডারিগো। আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আর না, কারণ তোমার কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই।

ইয়াগো। তুমি আমায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করছ।

রোডারিগো। আমার অভিযোগের কারণ যাই থাক সেটা সত্যি। আমি আমার সাধ্যের অতিরিক্ত অপব্যয় করেছি। সে সব সোনাদানা ডেসডিমোনাকে দেবার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ, তার অর্ধেক যে কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অটল মনকেও টলিয়ে দিতে পারত। তুমি আমায় বলেছিলে ডেসডিমোনা তা গ্রহণ করেছে আর তার প্রতিদানে আমার পরিচয় স্বীকার করে সে আশা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কিন্তু আমি তার কিছুই পাইনি।

ইয়াগো। বেশ বেশ, বল।

রোডারিগো। বেশ বেশ, বল। আমি আর বলতে পারব না। এটা মোটেই ভাল না। আমি এখন বুঝতে পারছি এটা আমার দুর্বলতা এবং আমি বোকা বনে গিয়েছি। আমাকে ঠিক কেউ ল্যাং মেরেছে।

ইয়াগো। ভাল ভাল।

রোডারিগো। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, এটা মোটেই ভাল না। আমি ডেসডিমোনার কাছে নিজে গিয়ে পরিচয় করব। যদি সে আমার ধনরত্ন সব দিয়ে দেয় ত আমি আমার আবেদন তুলে নেব এবং আমার এই অবৈধ আবেদনের জন্য আমি অনুতাপ করব। যদি তা না দেয় তাহলে আমি তোমাকে দেখে নেব।

ইয়াগো। তোমার সব বলা হয়ে গেছে ?

রোডারিগো। কিছুই বলিনি, বলেছি শুধু আমি কি করতে চাই আর কিসের প্রতিবাদ করছি।

ইয়াগো। আমি দেখছি তোমার মধ্যে সত্যিই যুক্তি আছে। তবে এখন থেকে আগের থেকে মনটাকে আরও ভাল করে তোলার চেষ্টা করো। তোমার হাতটা দাও রোডারিগো। তুমি আমার উপর খুব সঙ্গত কারণেই রেগে গেছ। কিন্তু তবু আমি প্রতিবাদ করছি। আমি এ ব্যাপারে যা করার ঠিকই করেছি।

রোডারিগো। তা ত মনে হয় না।

ইয়াগো। আমি তা স্বীকার করি, তা মনে হয় না। তোমার সন্দেহটা একেবারে যুক্তিহীন বা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু রোডারিগো, যদি তোমার মধ্যে কিছুমাত্র উদ্দেশ্যের সততা, সাহস এবং বীরত্ব থাকে এবং তা তোমার আছে বলে আমি আগের থেকে এখন বেশী বিশ্বাস করি, তাহলে তুমি আজ রাত্রে তার পরিচয় দাও। পরের দিন রাত্রে যদি তুমি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে না পাও তাহলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে এবং যে কোনভাবে আমার জীবননাশের চেষ্টা করবে।

রোডারিগো। আচ্ছা, সেটা আবার কি ? এর মধ্যে কি যুক্তি আছে ?

ইয়াগো। স্যার, ভেনিস থেকে বিশেষ দূত এসেছে এখানে ওথেলোর জায়গায় ক্যাসিওকে বসাতে।

রোডারিগো। এটা কি সত্যি ? কেন, তাহলে ত ওথেলো আর ডেসডিমোনা ভেনিসে চলে যাবে।

ইয়াগো। না, না, সে যাবে মরিতানিয়ায় আর সঙ্গে নিয়ে যাবে তার সুন্দরী স্ত্রী ডেসডিমোনাকে, অবশ্য যদি কোন দুর্ঘটনার দ্বারা তার যাওয়াটা বিলম্বিত না হয়। এখন তুমি ছাড়া আর কে ক্যাসিওকে সরাতে চায় ?

রোডারিগো। ক্যাসিওকে সরানো মানে তুমি কি বলতে চাও ?

ইয়াগো। কেন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে ওথেলোর আসনে বসার অযোগ্য করে দেওয়া।

রোডারিগো। আর সেটা তুমি আমায় দিয়ে করিয়ে নিতে চাও ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, অবশ্য যদি তুমি সাহস করে কিছু লাভ করতে চাও বা অধিকার ভোগ করতে চাও। আজ রাত্রে সে একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে খাবে। সেখানে আমি তার কাছে যাব—সে এখনো তার এই সম্মানজনক সৌভাগ্যের কথা জানে না। সেখান থেকে সে যখন বেরোবে তুমি যদি তা লক্ষ্য রাখ, আমার যতদুর মনে হয় সেটা হবে ঠিক বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাহলে তুমি তোমার খুশিমত তাকে তোমার হাতে পেয়ে যেতে পার। আমি নিকটে থেকে তোমাকে সাহায্য করব, তখন সে আমাদের দুজনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অমন করে হাঁ করে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার সঙ্গে চল। আমি তাকে মারার এমন যুক্তি তোমায় দেখাব যাতে তুমি তাকে না মেরে পারবে না। রাত বাড়ছে। এখন খাবার সময় হয়ে গেছে।

রোডারিগো আমি এ বিষয়ে আরও কিছু যুক্তি জানতে চাই।
ইয়াগো। নিশ্চয় তুমি সে যুক্তিতে তৃপ্ত হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো, ডেসডিমোনা, লোডোভিগো, এমিলিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লোডোভিগো। আমি অনুরোধ করছি স্যার, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।
ওথেলো। আমায় ক্ষমা করবেন। বেড়ালে আমার কিছুটা ভাল হবে।
লোডোভিগো। বিদায় ম্যাডাম। ধন্যবাদ।
ডেসডিমোনা। আবার আসবেন।
ওথেলো। আপনি কি বেড়াতে যাবেন? ডেসডিমোনা!
ডেসডিমোনা। প্রিয়তম।
ওথেলো। তুমি এখনি শোওগে যাও। আমি এখানে সোজা ফিরে আসব। তোমার পরিচারিকাকে বিদায় দাও।
ডেসডিমোনা। আমি তাই করব প্রিয়তম।

(ওথেলো, লোডোভিগো ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

এমিলিয়া। এখন কেমন মনে হচ্ছে? আগের থেকে শান্ত মনে হচ্ছে ওঁকে।
ডেসডিমোনা। উনি বলেছেন শীগ্‌গির ফিরে আসবেন। আরও বলেছেন তোমায় বিদায় দিয়ে আমি যেন বিছানায় চলে যাই।
এমিলিয়া। আমাকে বিদায় দিতে বলেছেন?
ডেসডিমোনা। এটা তাঁর আদেশ। সুতরাং লক্ষ্মী এমিলিয়া, তুমি আমার রাতের পোষাকটা দিয়ে বিদায় নাও। এ সময় তাঁকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না।
এমিলিয়া। আমি বলছি কি তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা না হওয়াই ভাল। তাঁর মনের অবস্থা ভাল না।
ডেসডিমোনা। আমি কিন্তু তা মনে করি না। তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা এমনই অবুঝ এবং গভীর যে সে ভালবাসা তাঁর মুখের ও গালের প্রতিটি কুঞ্চিত কাঠিন্য আর ভ্রূকুটির রেখার মধ্যে এক আশ্চর্য মহিমা ও অনুগ্রহের চিহ্ন দেখতে পায়।
এমিলিয়া। আমি আপনার কথামত বিছানায় আপনাদের বিয়ের চাদরগুলো পেতে দিয়েছি।

ডেসডিমোনা। দেখ দেখ, আমাদের মন কত দুর্বল কত নির্বোধ। যদি আমি তোমার সামনে মরি তাহলে এই চাদরগুলোর একটা দিয়ে যেন আমার মুখে ঢাকা দিও।

এমিলিয়া। ওসব কেন, ভাল কথা বলুন।

ডেসডিমোনা। আমার মার বারবারি নামে এক ঝি ছিল। সে একটা লোককে ভালবাসত। কিন্তু লোকটা হঠাৎ পাগল হয়ে যায় এবং বারবারিকে ত্যাগ করে। বারবারির একটি প্রিয় গান ছিল। গানটির নাম ছিল 'উইলোর গান।' সে তার মৃত্যুর সময় এই গানটি গায়। গানটি বহুদিনের পুরনো; কিন্তু তার বিড়ম্বিত ভাগ্যের সমগ্র কাহিনীটি পাওয়া যাবে এই গানের মধ্যে। আজ রাত্রিতে সেই গানটির কথা আবার আমার মনে পড়ছে এবং একথা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার এখন অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু একদিকে মাথাটা রেখে বারবারির মত সে গানটা আজ আমায় গাইতেই হবে। তুমি এখন দয়া করে যাও।

এমিলিয়া। আমি আপনার নাইট-গাউনটা কি এনে দেব?

ডেসডিমোনা। না, এখানেই আমার পোষাকটা খুলে দাও। এই লোডোভিগো হচ্ছে উপযুক্ত লোক।

এমিলিয়া। দেখতে খুব সুন্দর।

ডেসডিমোনা। সে খুব ভাল কথা বলে।

এমিলিয়া। আমি বলতে পারি ভেনিসের যে কোন মেয়ে তার ঠোঁট স্পর্শ করার জন্যে ভেনিস থেকে খালি পায়ে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত হেঁটে যাবে।

ডেসডিমোনা। (গান করতে লাগল)

বেচারী মেয়েটা একটা সিকামুর গাছের তলায়
বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল আর গাইছিল
উইলো গাছের গান. সবুজ সজীব উইলোর গান।
তার হাত ছিল বুকের উপর, মাথা ছিল হাঁটুর ভিতর।
সে শুধু এক মনে গেয়ে চলেছিল উইলো গাছের গান।
গান গাইতে গাইতে একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল
তার পাশ দিয়ে; স্বচ্ছ সাবলীল তার স্রোতোধারা,
তার চোখ দিয়ে লবণাক্ত জল ঝরে ঝরে
একটা পাথরকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

তবু সে গেয়ে চলেছিল উইলোর গান।
আর মাঝে মাঝে বলছিল ভিজে গলায়,
হে আমার উইলো সবুজ উইলো,
সে একদিন আসবেই আর আমি তখন
এই সবুজ উইলোর মালা দিয়েই বরণ করে নেব তাকে।
তাকে কেউ তোমরা দোষ দিও না,
তার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘৃণাকেও আমি নেব বরণ করে।

না, এই শেষ না, আরো আছে। কিন্তু শোনত, কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না ?

এমিলিয়া। কেউ না, বাতাস।

ডেসডিমোনা। (আবার গাইতে লাগল)

আমি আমার প্রেমকে বলেছিলাম মিথ্যে,
মিথ্যে বলে চেয়েছিলাম উড়িয়ে দিতে।
কিন্তু সে কি বলেছিল জান ?
সে শুধু বলেছিল, গাও উইলোর গান।
উইলো, উইলো, সবুজ সুন্দর উইলো।
আরো বলেছিল, যদি আমি বাজে মেয়ের সঙ্গে
মিশি, তুমিও মিশবে বাজে লোকের সঙ্গে ;
সুতরাং বিদায়, আর কোন কথা না।
আমার চোখ জ্বালা জ্বালা করছে।
কিন্তু তুমি কি কাঁদছ ?

এমিলিয়া। কিন্তু বাস্তবে এমন ত কোথাও দেখা যায় না।

ডেসডিমোনা। আমি একথা বলতে শুনেছি। হায়, এই হচ্ছে পুরুষ মানুষ, এই হচ্ছে পুরুষ। নিজের বিবেককে শুধিয়ে ভাল করে ভেবে বল এমিলিয়া, পুরুষদের মত মেয়েরা কি এমনি স্থূলভাবে তাদের স্বামীদের ভালবাসাকে অপমানিত করতে পারে ?

এমিলিয়া। কিছু মেয়ে যে এমন করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডেসডিমোনা। সারা জগতের বিনিময়ে তুমি কি এই ধরণের কাজ করতে পারবে ?

এমিলিয়া। কেন, তুমি পারবে না ?

ডেসডিমোনা। এই ধর্মীয় বাতি ছুঁয়ে বলতে পারি, না, কখনই না।

এমিলিয়া। আমিও অবশ্য এ কাজ আলোতে করতে পারব না, কিন্তু অন্ধকারে পারব।

ডেসডিমোনা। আবার বলছি সারা দুনিয়ার বিনিময়ে তুমি কি একাজ করতে পারবে?

এমিলিয়া। দুনিয়া একটা বিশাল বস্তু। এত ছোট্ট একটা পাপকাজ করে কখনো কি এত বড় দুনিয়াটা পাওয়া যায়?

ডেসডিমোনা। যাই হোক, আমি জানি তুমি তা করতে পারবে না।

এমিলিয়া। সত্যি করে বলছি, আমি মনে করি আমি তা পারব এবং করার পর সে কাজটা স্খালন করতেও পারব। অবশ্য একাজ আমি একটা আংটি, পেটিকোট, গাউন বা কোন তুচ্ছ বস্তুর জন্যে করতে পারব না। কিন্তু সারা পৃথিবীটার বিনিময়ে? —কে এমন মেয়ে আছে যে তার স্বামীকে জগতের অধীশ্বর করার জন্যে তাকে ঠকাবে না?

ডেসডিমোনা। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিন্তু সারা দুনিয়ার বিনিময়েও একাজ করতে পারব না।

এমিলিয়া। জগতে ন্যায় আছে, অন্যায় আছে। কিন্তু সারা জগৎটাকে যদি আপনি হাতে পেয়ে যান তাহলে অন্যায়কে ন্যায় করতে কতক্ষণ।

ডেসডিমোনা। আমারও মনে হয় এ ধরণের মেয়ে নেই।

এমিলিয়া। আছে, ডজন ডজন আছে। আর তাদের সেই কাজ দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে ভরিয়ে দিতে পারে। তবে আমার মনে হয় স্ত্রীদের পতনের জন্যে তাদের স্বামীরাই দোষী। দেখবেন তারা অনেক সময় তাদের কর্তব্য শিথিল করে দিয়ে আমাদের প্রাপ্য জিনিস অপর মেয়েকে বিলিয়ে দেয় অথবা কুলিশ ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। অহেতুক অজস্র বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেবে আমাদের উপর অথবা তারা আমাদের মারবে অথবা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের অপমান করবে। কেন, আমাদের কি বিষ নেই। আমাদের যেমন দয়া মায়া আছে তেমনি আবার প্রতিশোধ বাসনাও আছে। স্বামীদের জানা উচিত, তাদের মত আমাদেরও বোধশক্তি আছে, আমাদেরও দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণ-শক্তি আছে; তিক্ত মধুর আস্বাদ লাভের ক্ষমতা আমাদেরও আছে। কেন তারা আমাদের ছেড়ে অন্য মেয়ে ধরবে? এটা কি খেলা? আমার মনে হয় তাই। এ খেলার জন্ম কি ভালবাসা থেকে? আমি ধরে নিলাম তাই বটে। অথবা তারা কি তাদের চরিত্রগত কোন ত্রুটি থেকে এ ভুল করে? তাও

করতে পারে। কিন্তু যে কোন কারণেই তারা এ ভুল করুক না কেন, আমরাও ত সে ভুল করতে পারি। আমাদেরও ত ভালবাসা থাকতে পারে, আমাদেরও ত চরিত্রগত ত্রুটি থাকতে পারে, আমাদেরও ত খেলার বাতিক থাকতে পারে। সুতরাং তাদের জানা উচিত, আমাদের সঙ্গে তারা যেন ভাল ব্যবহার করে, তা না হলে তাদের অন্যায় আমাদেরও অন্যায় করতে শিখিয়ে দেবে।

ডেসডিমোনা। বিদায়। ঈশ্বর যেন আমায় এমন শক্তি দান করেন যাতে মন্দ থেকে মন্দ শিক্ষা লাভ না করে আমি সে মন্দকে ভাল করে তুলতে পারি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। রাজপথ।

ইয়াগো ও রোডারিগোর প্রবেশ:

ইয়াগো। এইখানে এই দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াও। ও সোজা এইখানে আসবে। তোমার ধারাল তরোয়ালটা ভাল করে ধরে থাক। চটপট নাও; মোটেই ভয় করবে না। আমি কাছেই থাকব। এসব ব্যাপারে হয় চরম লাভ না হয় চরম লোকসান; সুতরাং খুব সাবধানে কাজ করবে। সঙ্কল্পটাকে খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

রোডারিগো। কাছাকাছি থেকো কিন্তু। আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে ত।

ইয়াগো। সে কি, ও তোমার একেবারে হাতের কাছে এসে পড়বে। সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাক। (সরে গেল)

রোডারিগো। এ কাজে আমার তত ভক্তি নেই। কিন্তু ও আমায় চুক্তির দ্বারা যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেছে। একটা মানুষকে শুধু সরিয়ে ফেলা। আমার তরোয়ালটা একটু ভালভাবে চালিয়ে দিতে পারলেই ব্যাস, ও মরে যাবে।

ইয়াগো। আমি এই বোকা ছোকরাটাকে ঘষে ঘষে বেশ তাতিয়ে তুলেছি। এখন ও বেশ রেগে গেছে। এখন হয় ও ক্যাসিওকে মারবে না হয় ক্যাসিও ওকে মারবে। অথবা দুজনেই মরবে। দুজনের যেই মরুক, লাভ হবে আমারই। দুজনেই মরলে ফল আরও ভাল। রোডারিগো বেঁচে থাকলে ওর কাছ থেকে যে সব ধনরত্ন ডেসডিমোনাকে দেবার জন্যে আমি নিয়েছি সেগুলো ও ফেরৎ চাইবে। তা কখনই সম্ভব না আমার পক্ষে। আবার যদি

ক্যাসিও বেঁচে থাকে তার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে যার পাশে আমাকে কুৎসিত দেখায়। আর তাছাড়া মুর একদিন আমার সব কথা তাকে বলে আমার স্বরূপটাকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। তখন আমি আরও বিপদে পড়বো। না, তাকে মরতেই হবে। তাই হোক। আমি শুনতে পাচ্ছি ও আসছে।

ক্যাসিওর প্রবেশ

রোডারিগো। আমি তার চলার ধরন জানি। সে-ই বটে। শয়তান তুমি গেলে। (ক্যাসিওকে আঘাত)

ক্যাসিও। যে আমায় আঘাত করল নিশ্চয় সে আমার কোন শত্রু হবে। তবে তুমি হয়ত জান না আমার কোটটা খুবই শক্ত। আচ্ছা আমিও তোমাকে এর ফল দেখাচ্ছি। (তরবারি বার করে রোডারিগোকে আঘাত)

রোডারিগো। ওঃ, আমি মরে গেলাম।

(ইয়াগো পিছন থেকে ক্যাসিওর পায়ে ছুরি মেরে চলে গেল)

ক্যাসিও। আমি চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেলাম। কে আছ বাঁচাও। খুন! খুন! (পড়ে গেল)

একটু দুরে ওথেলোর প্রবেশ

ওথেলো। ক্যাসিওর কণ্ঠস্বর না! ইয়াগো তাহলে তার কথা রেখেছে।

রোডারিগো। ও, আমিই শয়তান।

ওথেলো। ঠিক তাই।

ক্যাসিও। ওঃ, বাঁচাও, কে আছ, আলো, ডাক্তার।

ওথেলো। হ্যাঁ, সেই বটে। হে বীর ইয়াগো, সৎ ইয়াগো, ন্যায়পরায়ণ ইয়াগো, বন্ধুর প্রতি অন্যায়ের শোধ তুমি নিলে। তুমি আমায় উচিত শিক্ষা দিলে—হায় দাসী দেখ, দেখ, তোমার প্রিয়তম আজ মরে পড়ে আছে, তোমার অপূর্ণ সৌভাগ্য উবে যাচ্ছে। কুলটা, আমি যাচ্ছি, তোমার যে চোখ দিয়ে একদিন মুগ্ধ করেছিলে আমার অন্তরকে সে চোখকে আমি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত ক'রে দেব। তোমার কামনার কলুষ দিয়ে যে শয্যাকে তুমি কলঙ্কিত করেছ সেই শয্যাকে আজ আমি তোমার কামনাসিক্ত দেহের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে তুলব। (প্রস্থান)

অদুরে লোডোভিগো ও গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

ক্যাসিও। কই কেউ এল না? কোন পাহারাদার বা পথিক কেউ না? খুন খুন।

গ্র্যাশিয়ানো। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা হবে। কণ্ঠটা খুবই আর্ত বলে মনে হচ্ছে।

ক্যাসিও। আমাকে বাঁচাও

লোডোভিগো। শোন, শোন।

রোডারিগো। ও পাজী শয়তান।

লোডোভিগো। দুজন অথবা তিনজন আর্তনাদ করছে। এখন রাত্রি গভীর। এটা আবার ভণ্ডামিও হতে পারে। সুতরাং আরো সাহায্য না আসা পর্যন্ত আমার ওখানে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

রোডারিগো। কেউ এল না? তাহলে রক্ত ঝরতে ঝরতে আমি মরে যাব।

আলো হাতে ইয়াগোর পুনঃপ্রবেশ

লোডোভিগো। শোন, শোন।

গ্র্যাশিয়ানো। এদিকে কে একজন জামা পরে আলো ও অস্ত্রহাতে আসছে।

ইয়াগো। কে ওখানে? খুন খুন বলে কে চীৎকার করছে?

লোডোভিগো। আমরা জানি না।

ইয়াগো। তোমরা কোন চীৎকার শোননি?

ক্যাসিও। এখানে এখানে' ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি আমাকে বাঁচাও।

ইয়াগো। কী ব্যাপার?

গ্র্যাশিয়ানো। আমার যতদুর মনে হয় এ হচ্ছে ওথেলোর সহকর্মী।

লোডোভিগো। হ্যাঁ, সেই হবে। সত্যিই খুব সাহসী এবং একজন বীর পুরুষ।

ইয়াগো। এখানে তুমি এতক্ষণ ধরে চীৎকার করছিলে কেন?

ক্যাসিও। ইয়াগো। শয়তানরা আমার জীবনটা মাটি করে দিলে। আমাকে বাঁচাও।

ইয়াগো। ও আমার লেফ্‌টন্যান্ট, কোন শয়তান এ কাজ করেছে?

ক্যাসিও। আমার মনে হয় সে এখানেই আছে, পালাতে পারেনি।

ইয়াগো। ও বিশ্বাসঘাতক শয়তান!—(লোডোভিগো ও গ্র্যাশিয়ানোর প্রতি) তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? এখানে এস, কিছু সাহায্য করো।

রোডারিগো। আমাকে বাঁচাও।

ক্যাসিও। ওই একজন।

ইয়াগো। ও খুনী ক্রীতদাস, শয়তান কোথাকার।

(রোডারিগোকে ছুরিকাঘাত)

রোডারিগো। ও শয়তান ইয়াগো। নিষ্ঠুর কুকুর!

ইয়াগো। কী অন্ধকারে মানুষ খুন করবে! আর সব চোরগুলো গেল কোথায়? শহরটা একেবারে স্তব্ধ। খুন, খুন। তোমরা ভাল না মন্দ?

লোডোভিগো। যা বলবে। তুমি যা বলবে তাই হবে।

ইয়াগো। সিগ্‌নিয়র লোডোভিগো?

লোডোভিগো। হ্যাঁ, তিনিই স্যার।

ইয়াগো। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এখানে ক্যাসিও শয়তানদের দ্বারা আহত হয়ে পড়ে রয়েছে।

গ্র্যাশিয়ানো। ক্যাসিও!

ইয়াগো। কেমন করে এমন হলো ভাই?

ক্যাসিও। আমার পাটা দুখণ্ড হয়ে গেছে।

ইয়াগো। ঈশ্বর করুন, তা যেন না হয়। আপনারা আলো নিয়ে আসুন। আমি আমার জামা দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।

বিয়াঙ্কার প্রবেশ

বিয়াঙ্কা। কী ব্যাপার! কে চীৎকার করছিল?

ইয়াগো। কে চীৎকার করছিল!

বিয়াঙ্কা। ও আমার প্রিয়তম ক্যাসিও। আমার ক্যাসিও। ক্যাসিও! ক্যাসিও! ক্যাসিও!

ইয়াগো। কুখ্যাত বেশ্যা কোথাকার! আচ্ছা ক্যাসিও, কে তোমায় আঘাত করেছে? তুমি কাউকে সন্দেহ কর?

ক্যাসিও। না।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম, আপনাকে এভাবে দেখে খুবই দুঃখিত।

ইয়াগো। একটা দড়ি। কই একটা চেয়ার আন। এখান থেকে ওঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়াঙ্কা। হায়, হায়। ও মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ও ক্যাসিও। ক্যাসিও। ক্যাসিও।

ইয়াগো। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই নোংরা মেয়েছেলেটাকে আসামীদের

একজন বলে সন্দেহ করি। কিছুটা ধৈর্য ধরো ক্যাসিও। এস, এস। আমাকে একটা আলো এনে দাও। এ মুখটাকে কি আমরা চিনি না? হায়, আমার বন্ধু এবং স্বদেশবাসী রোডারিগো। না—হ্যাঁ, নিশ্চয়। হা ভগবান রোডারিগো।

গ্র্যাশিয়ানো। ভেনিসের রোডারিগো?

ইয়াগো। হ্যাঁ, সেই স্যার। আপনি তাকে চেনেন?

গ্র্যাশিয়ানো। চিনি মানে? হ্যাঁ। বেশই চিনি।

ইয়াগো। মহামান্য গ্র্যাশিয়ানো, এই সব রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা আমাকে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে যার জন্য আমি আপনাদের চিনতে পারিনি।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি।

ইয়াগো। এখন কেমন ক্যাসিও? কই, একটা চেয়ার নিয়ে এস। একটা চেয়ার!

গ্র্যাশিয়ানো। রোডারিগো!

ইয়াগো। হ্যাঁ, সে-ই সেই একাজ করেছে। (একটা চেয়ার আনা হলো) হ্যাঁ, ঠিক আছে। কোন ভাল লোক এখান থেকে ক্যাসিওকে চেয়ারে করে বয়ে নিয়ে যাক। আমি জেনারেলের সার্জেনকে ডেকে আনব। (বিয়াঙ্কার প্রতি) তোমায় বলে দিচ্ছি, তোমাকে এখন কিছু করতে হবে না। এখন মৃতপ্রায় অবস্থায় যে পড়ে রয়েছে সে আমার বন্ধু ক্যাসিও। তোমার সঙ্গে তার কি হয়েছিল?

ক্যাসিও। কিছুই না। লোকটাকে আমি চিনিও না।

ইয়াগো। (বিয়াঙ্কার প্রতি) কী, মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কেন? ওহো, ওঁকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাও। (ক্যাসিও ও রোডারিগোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো) দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, মেয়েটার মলিন মুখটা দেখছেন? ওর চোখের কুটিলতাটা লক্ষ্য করেছেন? না, ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, পরে আমরা অনেক কিছু শুনতে পারব। ওকে ভাল করে দেখুন, নজর রাখুন। জিব না কাজ করলেও অপরাধ তার নিজের কথা নিজেই বলবে।

এমিলিয়ার প্রবেশ

এমিলিয়া। হায়, হায়, কী হলো? কী হলো স্বামী।

ইয়াগো। অন্ধকারে রোডারিগো ক্যাসিওকে গুরুতরভাবে আঘাত করেছে। ক্যাসিও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, রোডারিগো মরে গেছে, অন্য দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেছে।

এমিলিয়া। হায় ক্যাসিও। ক্যাসিও অত্যন্ত ভাল এবং ভদ্রলোক।

ইয়াগো। বুঝলে এমিলিয়া, এসব হচ্ছে বেশ্যাদের নিয়ে ফূর্তি করার ফল। ক্যাসিওকে শুধিয়ে দেখ আজ রাত্রে কোথায় ও খেয়েছে। কী, কাঁপছ কেন একথা শুনে ?

বিয়াঙ্কা। আজ রাতে সে আমার বাড়িতে খেয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমি কাঁপতে যাব কেন ?

ইয়াগো। ও তাই নাকি ! আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি। চল আমার সঙ্গে।

এমিলিয়া। ছিঃ ছিঃ বেশ্যা কোথাকার !

বিয়াঙ্কা। আমি বেশ্যা নই। যে তুমি আমায় গাল দিচ্ছ, সেই তোমার মতই আমিও ভদ্র জীবন যাপন করি।

এমিলিয়া। আমার মত ! ধিক, ধিক তোমাকে।

ইয়াগো। দয়া করে আপনারা চলুন। ক্যাসিওকে পোষাক পরিয়ে দিতে হবে। এস মেয়ে, তোমাকে সব কাহিনী খুলে বলতে হবে। এমিলিয়া, তুমি দুর্গের ভিতরে গিয়ে আমাদের লর্ড ও লেডীকে যা যা ঘটেছে, সে বিষয়ে খবর দাও। তুমিই কি আগে যাবে ? (এমিলিয়াকে আড়ালে) মনে রেখো আজ রাত্রেই আমার এস্পার ওস্পার যা হোক একটা কিছু হবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের অভ্যন্তর।

শয্যায় শায়িত ডেসডিমোনা। আলো হাতে ওথেলোর প্রবেশ

ওথেলো। কারণ, হে আমার আত্মা, নিয়তিরূপিনী সেই ভয়ঙ্কর কারণই আমায় প্রবৃত্ত করেছে এ কাজে। হে শুচিসুন্দর নক্ষত্রাবলী, আমি কিন্তু লজ্জায় সে কারণের কথা বলতে পারব না তোমাদের কাছে। তবে জেনে রেখো, এ হচ্ছে সেই কারণ। তথাপি আমি তার রক্তপাত করব না। সুমসৃণ মর্মরপ্রস্তরসন্নিভ অতিশুভ্র তুষারবিনিন্দিত তার গাত্রচর্মকে ক্ষত বিক্ষত করব না বিন্দুমাত্র। তবু তাকে মরতে হবে, তা না হলে আরও অনেক অনেক লোককে প্রতারিত করবে সে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের সঙ্গে। সব আলো নিবিয়ে দাও, তারপর নিবিয়ে দাও এর জীবন দীপ। হে জলন্ত আলো, যদি আমি তোমার কামনাকে তৃপ্ত করি, যদি তোমায় একেবারে না নিবিয়ে দিই তাহলে কি আবার তোমায় বাঁচিয়ে তোলা যাবে, তোমার আগেকার আলোকে ফিরে পাওয়া যাবে ? আমি কি অনুশোচনা করব ? কিন্তু একবার সব আলো নিবিয়ে

ফেললে, একবার জীবনদীপ নিঃশেষে নির্বাপিত হয়ে গেলে হে ছলনাময়ী সুন্দরী, এমন কোন প্রমিথিয়ুসপ্রদত্ত আদিম অগ্নির স্বকীয় উত্তাপ নেই যা তোমার জীবনদীপকে আবার প্রজ্জলিত করতে পারবে। গোলাপকে একবার বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না, সে তখন শুকিয়ে যাবেই। তবে তোমায় ছিঁড়ে ফেলার আগেই বৃক্ষবৃন্তে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই আমি তোমার ঘ্রাণ নেব। (চুম্বন করে) হে সুগন্ধি নিঃশ্বাস, কী অদ্ভুত তোমার শক্তি, তোমার মোহপ্রসারী আবেদন কত ন্যায়বিচারের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে। আর একবার, আর একবার। মৃত্যুর পরেও যেন তুমি এমনি সুন্দর থেকো, তোমায় আমি হত্যা করার পরেও এমনি করে ভালবেসে যাব। আর একবার, আর এই হবে শেষবার। এত মধুর কখনো এত মারাত্মক হতে পারে না। আমাকে নিশ্চয় কাঁদতে হবে। আমাকে অবশ্যই চোখের জল ফেলতে হবে। তবে সে অশ্রু বড় নিষ্ঠুর, সে দুঃখ ঐশ্বরিক বিধানের মত অমোঘ, কারণ সে দুঃখ, সে অশ্রু যাকে ভালবাসে তাকেই আঘাত করে। ও জেগে উঠেছে।

ডেসডিমোনা। কে ওখানে? ওথেলো?

ওথেলো। হ্যাঁ ডেসডিমোনা।

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম, তুমি বিছানায় আসবে না?

ওথেলো। আজ রাত্রে তুমি প্রার্থনা করেছ ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ করেছি।

ওথেলো। যদি তুমি মনে কর, তোমার কোন অপরাধের কথা ঈশ্বরকে জানানো হয়নি তাহলে সরাসরি তার জন্য প্রার্থনা কর।

ডেসডিমোনা। কী সর্বনাশ! একথা কেন বলছ?

ওথেলো। তাহলে তা করে নাও। তবে তাড়াতাড়ি আর খুব সংক্ষেপে করবে। আমি পাশে একটু পায়চারি করব। আমি তোমার অপ্রস্তুত আত্মাকে হত্যা করব না। না, ঈশ্বর ক্ষমা করুন, আমি তোমার আত্মাকে হত্যা করব না।

ডেসডিমোনা। সে কি, খুনের কথা বলছ কেন?

ওথেলো। হ্যাঁ, তাই বলছি।

ডেসডিমোনা। তাহলে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।

ওথেলো। আমিও অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তোমায় ক্ষমা করেন।

ডেসডিমোনা। তুমিও যখন এ প্রার্থনা করছ তখন নিশ্চয় আমায় মারবে না।

ওথেলো। হুঁ।

ডেসডিমোনা। তবুও তোমায় ভয় লাগছে। কারণ তোমার চোখগুলো যখন এইভাবে ঘোরে তখন তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠ। তোমাকে কেন ভয় করছি তা জানি না, আমি অপরাধচেতনা কাকে বলে জানি না, তবু আমি ভয় অনুভব করছি।

ওথেলো। তুমি তোমার পাপের কথা চিন্তা করো।

ডেসডিমোনা। পাপ যদি করে থাকি ত সে হচ্ছে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা।

ওথেলো। হ্যাঁ, সেইজন্যেই তুমি মরবে।

ডেসডিমোনা। ভালবাসার জন্য যে মৃত্যু মানুষকে গ্রাস করে সে মৃত্যু অস্বাভাবিক। হায়, কেন তুমি তোমার ঠোঁটটাকে কামরাচ্ছ? যেন কোন অবুঝ উন্মত্ত আবেগ তোমার গোটা দেহটাকে তোলপাড় করে তুলছে। এগুলো হচ্ছে কুলক্ষণ। তবু আমি আশা করি, এগুলো নিশ্চয় আমার জন্য নয়।

ওথেলো। শান্ত এবং স্থির হয়ে থাক।

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ, আমি তাই থাকব। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

ওথেলো। যে রুমালটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম তুমি সেটা ক্যাসিওকে দিয়েছ।

ডেসডিমোনা। না, আমি আমার জীবন ও আত্মার বিনিময়ে বলছি আমি তা দিইনি। ওকে ডেকে পাঠিয়ে শুধাও।

ওথেলো। দেখ, খুব সাবধানে কথা বলবে। তুমি তোমার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছ। স্বেচ্ছায় শপথ ভঙ্গ করার পরিণামের কথা ভেবে কাজ করবে।

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু এখন মরব না।

ওথেলো। হ্যাঁ, এখনি। সুতরাং অকুণ্ঠভাবে তোমার পাপের কথা স্বীকার কর। কারণ তুমি যতই শপথ করে তোমার প্রতিটি দোষ অস্বীকার করনা কেন, তোমার প্রতি কথায় এক প্রবল বিতৃষ্ণা আর্তনাদে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। তোমাকে মরতেই হবে।

ডেসডিমোনা। তাহলে ঈশ্বর আমায় দয়া করো।

ওথেলো। আমিও বলছি তথাস্তু।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর তোমাকেও দয়া করুন। তোমার প্রতি আমি আমার

জীবনে কখনও অন্যায় করিনি। আমি ক্যাসিওকে কখনও ভালবাসিনি। মানুষ সাধারণভাবে মানুষকে যতটুকু ভালবাসতে পারে তার বেশী না। আমি তাকে কখনও কোন স্মৃতিচিহ্ন দিইনি।

ওথেলো। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি তার হাতে আমার রুমাল দেখেছি। মিথ্যাবাদী নারী, তুমি আমার অন্তরকে শক্ত পাথর করে দিয়েছ। তোমাকে আমি উৎসর্গ করতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে তুমিই আমায় বাধ্য করছ। আমি রুমালটা সত্যিই দেখেছিলাম।

ডেসডিমোনা। সে তাহলে এমনিই পেয়েছে, আমি তাকে কখনও দিইনি। তাকে ডেকে পাঠাও। তাকে সত্য কথা স্বীকার করতে দাও।

ওথেলো। সে স্বীকার করেছে।

ডেসডিমোনা। কী বলছ?

ওথেলো। সে স্বীকার করেছে যে সে তোমার দেহ ভোগ করেছে।

ডেসডিমোনা। কি করে? অবৈধভাবে?

ওথেলো। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ডেসডিমোনা। সে কখনই তা বলতে পারে না।

ওথেলো। না, তার মুখ এখন বন্ধ হয়ে গেছে; সাধু ইয়াগো তার মুখের কথা বার করে নিয়েছে।

ডেসডিমোনা। আমার ভয় দেখছি তাহলে সত্যি হলো। ক্যাসিও কি মারা গেছে?

ওথেলো। ওর মাথার এক এক গাছি চুল যদি এক একটা জীবন হয় তাহলে আমার প্রতিশোধবাসনারও ততগুলো পাকস্থলী আছে জেনে রাখবে। ওর পরমায়ু অনন্ত হলেও আমার প্রতিশোধবাসনার হাত থেকে কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

ডেসডিমোনা। হায়, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আর আমিও গেলাম।

ওথেলো। দূর হও বারবণিতা কোথাকার! আমার সামনে তুমি তার জন্য কাঁদছ?

ডেসডিমোনা। আমাকে নির্বাসনদণ্ড দাও, মেরো না।

ওথেলো। চুপ কর বেশ্যা কোথাকার।

ডেসডিমোনা। আমায় কাল মেরো। আজকের রাতটা অন্ততঃ বাঁচতে দাও।

ওথেলো। না, কী তুমি আবার বাঁচবার চেষ্টা করছ—

ডেসডিমোনা। মাত্র আধ ঘণ্টা।

ওথেলো। শুরু যখন করেছি, তখন আর থামব না।

ডেসডিমোনা। একটামাত্র প্রার্থনা।

ওথেলো। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। (গলা টিপে ধরল)

ডেসডিমোনা। ও স্বামী। স্বামী। স্বামী।

এমিলিয়া। (ভিতরে) শুনছেন স্যার। কি হচ্ছে? স্যার।

ওথেলো। কার কণ্ঠস্বর? এখনও মরেনি? এখনও সম্পূর্ণ মরেনি? আমি নিষ্ঠুর হয়েও দয়ায় পরিপূর্ণ, না না, আমি তোমার মৃত্যুযন্ত্রণাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেব না। এইবার, এইবার।

এমিলিয়া। (ভিতরে) কী হলো স্যার? স্যার!

ওথেলো। কে ওখানে?

এমিলিয়া। স্যার। একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

ওথেলো। হ্যাঁ,—এমিলিয়া—ধীরে ধীরে আসছে। ও মরে গেছে। আমার মনে হচ্ছে ও ক্যাসিওর মৃত্যুখবর দিতে আসছে। চীৎকার করছিল। কিন্তু এখন আর নড়ছে না। সমাধির মত স্থির। এমিলিয়া কি ভিতরে আসবে? ভিতরে আসতে ওকে দেওয়া উচিত হবে? আমার মনে হচ্ছে ও আবার নড়ছে। না না। তাহলে কোনটা ভাল হবে? যদি সে ভিতরে আসে তাহলে সে ঠিক আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে। আমার স্ত্রীর! আমার স্ত্রী! কোন স্ত্রী? আমার কোন স্ত্রী নেই। ও অবিশ্বস্ত নারী! কী নিদারুণ অভিশপ্ত দুঃসময়। এখন আমার মনে হচ্ছে, সূর্য ও চন্দ্রের দুটি বিরাট গ্রহণ এক হয়ে মিলিত হয়ে যদি ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে যারা পৃথিবীকে, একের পর এক গ্রাস করতে থাকে তাহলে খুব ভাল হয়।

এমিলিয়া। (ভিতরে) আমি অনুরোধ করছি স্যার। আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

ওথেলো। আমি তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ভিতরে এস এমিলিয়া। তবে খুব আস্তে আস্তে। দাঁড়াও মশারিটা তুলতে দাও। কোথায় তুমি? (দরজার তালা খুলে দিল) তোমার আবার এখন কি দরকার হলো?

এমিলিয়া। নিকটেই একটা জঘন্য খুনোখুনি হয়ে গেল।

ওথেলো। কী, এখন?

এমিলিয়া। হ্যাঁ, এখনি স্যার।

ওথেলো। এটা হচ্ছে চাঁদের দোষ। চাঁদটা মাঝে মাঝে পৃথিবীর খুব কাছে, যতটা কাছে আসা উচিত না তার চেয়ে বেশী কাছে এসে পড়ে আর তখন মানুষগুলো চন্দ্রাহত হয়ে পাগল হয়ে যায়।

এমিলিয়া। স্যার, ক্যাসিও রোডারিগো নামে তরুণ ভেনিসবাসীকে হত্যা করেছে।

ওথেলো। রোডারিগো নিহত ? আর ক্যাসিও-ও নিহত ?

এমিলিয়া। না, ক্যাসিও নিহত হয়নি।

ওথেলো। ক্যাসিও মরেনি ? তাহলে হত্যার কোন অর্থ হয় না। তাহলে অনুকূল প্রতিহিংসার দেবীও বিরূপ হলেন আমার প্রতি।

ডেসডিমোনা। শুধু শুধু আমায় মারা হলো।

এমিলিয়া। কে চেঁচাচ্ছে ?

ওথেলো। চেঁচাচ্ছে ! কে ?

এমিলিয়া। আমাদের মার কণ্ঠস্বর না ! কে আছ বাঁচাও, বাঁচাও, মা তুমি আবার কথা বল। সুন্দরী ডেসডিমোনা, মা আমার, কথা বল আবার।

ডেসডিমোনা। একেবারে বিনা দোষে আমি মারা গেলাম।

এমিলিয়া। ওঃ, একাজ কে করলে ?

ডেসডিমোনা। কেউ না। আমি নিজে নিজে। বিদায়। আমার দয়ালু স্বামীর কাছে আমার কথা বলো। বিদায়। (মৃত্যু)

ওথেলো। কেন, কেমন করে ওকে মারা হলো ?

এমিলিয়া। হায় হায়, কে জানে ?

ওথেলো। তুমি ত নিজের কানে শুনলে ? আমি না।

এমিলিয়া। উনি তাই বলেছেন। তবে আমাকে সত্যি ব্যাপারটা জানতে হবে।

ওথেলো। মিথ্যে কথা বলে গেল। এক বিরাট মিথ্যাবাদীর মত ও জলন্ত নরকে চলে গেল। আমিই ওকে হত্যা করেছি।

এমিলিয়া। ও যেমন দেবদূত তুমি তেমনি কৃষ্ণকুটিল শয়তান।

ওথেলো। সে ছিল বোকা আর সে ছিল বেশ্যা।

এমিলিয়া। তুমি তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করছ, তুমি একটি শয়তান।

ওথেলো। সে ছিল জলের মতই তরল।

এমিলিয়া। তুমি আগুনের মত হঠকারী বলেই একথা বলতে পারলে। উনি ছিলেন স্বর্গের মত পবিত্র ও সত্য।

ওথেলো। ক্যাসিও ওকে কলুষিত করেছে। তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। আমাকে অতল নরকের শেষ ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেই এই চরম কাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। তোমার স্বামী সব কিছুই জানে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী!

ওথেলো। তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। আমার স্বামী বলেছে উনি ওর বিবাহবন্ধনকে কলুষিত করেছেন?

ওথেলো। হ্যাঁ, ক্যাসিওর সঙ্গে। ও যদি খাঁটি হত, অপরিমেয় অমূল্য ধাতুতে ভরা আর একটা গোটা জগত পেলেও তার প্রতিদানে আমি ওকে ছাড়তাম না।

এমিলিয়া। আমার স্বামী!

ওথেলো। হাঁা, সেই প্রথম ওর সম্বন্ধে বলতে থাকে। লোকটা সত্যিই সৎ এবং যে কোন অন্যায় কাজকে সে ঘৃণা করে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী!

ওথেলো। বারবার এ প্রশ্নের অর্থ কি? আমি ত বলছি, তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। ও মা, শয়তান পবিত্র প্রেমকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে. তার সঙ্গে, পরিহাস করেছে। আমার স্বামী বলেছে যে উনি খারাপ ছিলেন!

ওথেলো। হ্যাঁ সেই। আমি বলছি তোমার স্বামী। আমার বন্ধু সৎ ও সাধু ইয়াগো।

এমিলিয়া। যদি সে এই কথা বলে থাকে তাহলে তার দুষ্ট আত্মা দিনে দিনে পচে যাক। নিজের অন্তরের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেছে সে।

ওথেলো। হা!

এমিলিয়া। তুমি যা খুশি করো। তুমি যেমন তাঁর স্বামী হিসাবে যোগ্য ছিলে না তেমনি তোমার এই কাজও ঈশ্বরকে উৎসর্গ করার উপযুক্ত নয়।

ওথেলো। থাম থাম। তুমি খুব ভাল।

এমিলিয়া। দেখ আমার ক্ষতি করার তোমার অর্ধেক ক্ষমতাও নেই যতটা আমার আছে। ব্যক্তিত্বহীন একটা বাজে লোক, মাটির মত বোকা, অজ্ঞ। তুমি একটা কাজের মত কাজ করেছ—আমি তোমার তরোয়ালকে ভয় করি না। আমি তোমায় দেখিয়ে দেব, যদিও আমি খুবই ভেঙ্গে পড়েছি। বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছ। মুরটা আমাদের গিন্নীমাকে খুন করেছে। খুন, খুন!

মোঁতানো, গ্র্যাশিয়ানো, ইয়াগো ও অন্যান্যদের প্রবেশ

মোঁতানো। কী ব্যাপার? কেমন আছ জেনারেল।

এমিলিয়া। ও ইয়াগো তুমি এসেছ? তুমি বেশ ভাল কাজ করেছ, এমন কাজ করেছ যে লোকে খুন করে তোমার ঘাড়ের উপর দোষ চাপিয়ে দেবে।

গ্র্যাশিয়ানো। ব্যাপারটা কী?

এমিলিয়া। যদি তুমি মানুষ হও ত এই শয়তানটাকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দাও। ও বলছে তুমিই নাকি ওকে বলেছ যে ওর স্ত্রী খারাপ ছিল। আমি বলেছি একথা তুমি বলতে পার না। তুমি এতদূর শয়তান কখনই হতে পার না। বল, আমার অন্তর এমনই ভারাক্রান্ত যে কথা বলতে পারছি না।

ইয়াগো। আমার যা মনে হয়েছে আমি বলেছি। তিনি নিজে যা দেখেছেন ও যথার্থ বলে মনে করেছেন তার বেশী কিছু আমি বলিনি।

এমিলিয়া। কিন্তু তুমি ওকে বলেছিলে যে ওর স্ত্রী খারাপ ছিল?

ইয়াগো। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম।

এমিলিয়া। তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। একটা জঘন্য জলজ্যান্ত মিথ্যা। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে বলছি, এটা মিথ্যা। দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত একটা মিথ্যা। উনি ক্যাসিওর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। তুমি কি ক্যাসিওর সঙ্গে বলেছিলে?

ইয়াগো। হ্যাঁ ক্যাসিওর সঙ্গে। তুমি যাও। জিবটাকে একটু থামাও।

এমিলিয়া। না আমি থামব না। আমি কথা বলতে বাধ্য। আমার গিন্নীমা তাঁর বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

সকলে। হা ভগবান।

এমিলিয়া। এবং তোমার কথার জন্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

ওথেলো। আপনারা বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন না। কথাটা সত্যি।

গ্র্যাশিয়ানো। কিন্তু এটা এক বিস্ময়কর সত্য।

মোঁতানো। এটা একটা ভয়ঙ্কর দানবীয় কাজ।

এমিলিয়া। শয়তানি, শয়তানি, শয়তানি। আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি। আমি তখন এই কথাই ভেবেছিলাম। এ দুঃখ আমি সইতে পারব না। আমি আত্মহত্যা করব। কী শয়তানি!

ইয়াগো। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমি বলছি তুমি বাড়ি যাও।

এমিলিয়া। ভদ্রমহোদয়গণ, আমায় সত্যি কথা বলতে দিন। উনি আমার

স্বামী, আগে এঁর কথা শুনতাম, কিন্তু এখন আর আমি ওঁর বাধ্য নই। হয়ত আমি আর কোনদিন তোমার বাড়ি যাব না ইয়াগো।

ওথেলো। ওঃ। ও, ও, ও। (বিছানার উপর পড়ে গেল)

এমিলিয়া। না না, বিছানা থেকে নেমে এসে গর্জন করো। কারণ তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা করেছ।

ওথেলো। ও, সে খারাপ ছিল! আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি কাকাবাবু। আপনার ভাইঝি বিছানায় পড়ে রয়েছে মৃত অবস্থায় এবং আমারই এই হাত ওকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে এইমাত্র। আমি জানি এ কাজটা খুবই ভয়ঙ্কর এবং বিষাদজনক।

গ্র্যাশিয়ানো। হায় বেচারী ডেসডিমোনা, একটা দিকে আমি খুশি যে তোমার বাবা আজ নেই। তিনি থাকলে এ দৃশ্য যদি দেখতেন তাহলে মরিয়া হয়ে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে তুলতে পারতেন। সবচেয়ে ভাল দেবদূতকেও হয়ত অভিশাপ দিতেন।

ওথেলো। এটা সত্যিই খুবই দুঃখের। কিন্তু ইয়াগো জানে সে এই লজ্জাজনক কাজ ক্যাসিওর সঙ্গে হাজার বার করেছে। ক্যাসিও তা স্বীকার করেছে। আর সে তার এই অবৈধ প্রেমের কাজকে চরিতার্থ করেছে আমারই প্রেমের এক স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে। যেটা আমি প্রথম তাকে দিয়েছিলাম। এই স্মৃতিচিহ্নটা হচ্ছে একটা প্রাচীন রুমাল আমার বাবা যা একদিন আমার মাকে দিয়েছিলেন।

এমিলিয়া। হা ভগবান!

ইয়াগো। জাহান্নামে যাও। চুপ করে থাক বলছি।

এমিলিয়া। সত্যি কথা বার হবেই। আমি চুপ করব! না আমি অবাধে আকুলভাবে বলে যাব। ভগবান মানুষ শয়তান সব একসঙ্গে জড়ো হলেও আমায় চুপ করাতে পারবে না।

ইয়াগো। মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ি যাও।

এমিলিয়া। আমি যাব না। (ইয়াগো তার স্ত্রীকে ছুরি মারতে উদ্যত হলো)

গ্র্যাশিয়ানো। ছিঃ, একজন নারীর উপর তরবারি চালাচ্ছ ?

এমিলিয়া। ও নির্বোধ মুর, যে রুমালের কথা বলছ সেটা আমিই ঘটনাক্রমে পেয়ে আমার স্বামীকে দিই। কারণ ও প্রায়ই বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ওই রুমালটা আমাকে চুরি করতে বলত।

ইয়াগো। শয়তানী বেশ্যা !

এমিলিয়া। উনি ওটা ক্যাসিওকে দেবেন ' হায় হায়, না আমিই ওটা আমার স্বামীকে দিয়েছিলাম।

ইয়াগো। পাজী, তুই মিথ্যা বলছিস।

এমিলিয়া। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি মিথ্যা বলছি না। এই ধরণের বোকা লোক এত ভাল স্ত্রীকে নিয়ে কি করবে ?

(মুর ইয়াগোর দিকে ছুটে যেতেই মোঁতানো ও অন্যান্যরা মুরের অস্ত্র কেড়ে নিল। ইয়াগো তার স্ত্রীকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল)

ওথেলো। আকাশে কি আর বজ্র নেই। শয়তান '

গ্র্যাশিয়ানো। মেয়েটি পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয় তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

এমিলিয়া। আমাকে আমার গিন্নীমার পাশে শুইয়ে দাও।

গ্র্যাশিয়ানো। লোকটা পালিয়ে গেল, কিন্তু তার স্ত্রী মারা গেল।

মোঁতানো। লোকটা নামকরা পাকা শয়তান। এই অস্ত্রটা আপনি রাখুন। এই অস্ত্রটা আমি মুরের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। আসুন বাইরের দিকের দরজাটা আমরা পাহারা দিইগে, ও যেন পালাতে না পারে। পালাতে গেলে ওকে হত্যা করা হবে। আমিও সেই একই শয়তানটাকে ধরতে যাচ্ছি।

(মোঁতানো, গ্র্যাশিয়ানো ও অন্যান্যদের প্রস্থান)

ওথেলো। আমি ত আর তেমন সাহসী বা বীর নেই। কিন্তু সবলেই আমাকে বীর যোদ্ধা ভেবে আমার অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, মানুষের সততা চলে গেলেও সম্মান কেন বেচে যাবে ?

এমিলিয়া। তোমার সেই গানে কি আছে ? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না। আমিও সেই উইলোর গান গাইতে গাইতে মরব।

(গান করতে লাগল)

উইলো, উইলো, উইলো।
শোন মুর, সে ছিল সতী সাধ্বী।
নিষ্ঠুর মুর, সে তোমায় ভালবাসত প্রাণ দিয়ে।
আমি সত্য বলছি, আমার আত্মা শান্তি পাবে।
এই কথা বলতে বলতেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। (মৃত্যু)

ওথেলো। এই ঘরে আমার আর একটা অস্ত্র আছে। এটা স্পেনের। এর

নাম হচ্ছে 'আইস ব্রুক টেম্পার'। ওই যে রয়েছে, কাকাবাবু আমি গিয়ে ওটা নিয়ে আসছি।

গ্র্যাশিয়ানো। (ভিতর থেকে) যদি তুমি অস্ত্র নেবার চেষ্টা কর তাহলে তোমায় তার ফল ভোগ করতে হবে এবং তোমার উপর বলপ্রয়োগ করা হবে। তোমার কোন অস্ত্র নেই।

ওথেলো। আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। তা না হলে আমি নিরস্ত্র হলেও আমি আপনাকে আক্রমণ করব।

গ্র্যাশিয়ানোর পুনঃপ্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। কী ব্যাপার?

ওথেলো। দেখুন আমার একটা অস্ত্র আছে। এত ভাল অস্ত্র আমি কোন সৈনিকের কাছে দেখিনি, এই হাত আর ঐ অস্ত্র দিয়ে আমি প্রায় কুড়িবার বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু এখন সে সব ব্যর্থ অহঙ্কারে পরিণত হয়েছে। ভাগ্যকে কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এখন আর আমি সে-আমি নেই। আমার কাছে অস্ত্র থাকলেও ভয়ের কিছু নেই। এখানেই আমার যাত্রা শেষ। আপনি কি ভীত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন? আজ ওথেলোর বুকে চলেছে বিরাট যুদ্ধ এবং আজ সে বিশ্রাম নিচ্ছে চিরদিনের জন্য। কিন্তু কোথায় যাবে ওথেলো? ও ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী, কেন তুমি কুয়াশার মত মলিন হচ্ছ? স্বর্গে যখন আমাদের মিলন হবে তখন তোমার ঐ ম্লান দৃষ্টি আমার আত্মাকে স্বর্গচ্যুত করে ফেলে দেবে আর তখন শয়তানরা তা কুড়িয়ে নেবে। কেন তুমি তোমার সতীত্বের মতই হিমশীতল? ও অভিশপ্ত ক্রীতদাস! শয়তানরা কি দেখছ? আমায় চাবুক মার। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার কোন যোগ্যতা নেই আমার। আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, বাতাসে উড়িয়ে দাও অথবা 'সানকারে' পুড়িয়ে দাও অথবা কোন আগুনের সমুদ্রে আমায় ধুয়ে পবিত্র করে দাও। ও ডেসডিমোনা তুমি মৃত! তুমি মৃত!

লোডোভিগো, মোঁতানো চেয়ারে বাহিত ক্যাসিও ও বন্দী ইয়াগোসহ অন্যান্যদের প্রবেশ

লোডোভিগো। অতিশয় হঠকারী ও হতভাগ্য সেই লোকটি কোথায়?

ওথেলো। আমিই সেই লোক ওথেলো। এই যে এখানে রয়েছি আমি।

লোডোভিগো। বিষাক্ত সাপের মত কুটিল সেই শয়তানটাকে নিয়ে এস।

ওথেলো। আমি শুধু তার পায়ের পাতাগুলো দেখছি। কিন্তু সে এখন

গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি শয়তান হতে পার, কিন্তু তা হলেও আমি তোমায় হত্যা করতে পারি না। (ইয়াগোকে আঘাত করল)

লোডোভিগো। ওর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও।

ইয়াগো। আমার দেহ থেকে রক্তপাত হচ্ছে স্যার, কিন্তু আমি মরিনি।

ওথেলো। আমি কোনটাতেই দুঃখিত নই। তবে আমি তোমায় বাঁচিয়ে রাখব। কারণ আমার মতে মরতে পারাটা সুখের।

লোডোভিগো। আচ্ছা ওথেলো, একদিন তুমি কত ভাল ছিলে, সেই তুমি কি করে এই কুকাজ করলে? লোকে কি বলবে?

ওথেলো। কেন, যা খুশি বলবে। একজন সম্মানিত খুনী। কারণ আমি যা কিছু করেছি, তা ঘৃণা থেকে নয়, করেছি সম্মানের খাতিরে।

লোডোভিগো। এই হতভাগা লোকটা তার শয়তানির কিছুটা স্বীকার করেছে। আচ্ছা তুমি আর সে দুজনে কি ক্যাসিওর মৃত্যুর জন্য একমত হয়েছিলে?

ওথেলো। হ্যাঁ।

ক্যাসিও। আমার প্রিয় জেনারেল, এর উপযুক্ত কারণ ত কখনো আমি আপনাকে দিইনি।

ওথেলো। আমি তা বিশ্বাস করি। এবং সেইজন্যে ক্ষমা চাই তোমার কাছ থেকে। আচ্ছা তুমি কি ঐ শয়তানটাকে জিজ্ঞাসা করবে ও কেন আমার দেহ আর আত্মাকে অমনভাবে ফাঁদে ফেলেছিল?

ইয়াগো। আমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চেও না। যা তোমরা জান, জান। এখন থেকে আমি আর একটা কথাও বলব না।

লোডোভিগো। কী, প্রার্থনা পর্যন্ত করবে না?

গ্রাশিয়ানো। পীড়ন করলেই ওর মুখ খুলে যাবে।

ওথেলো। যা ভাল বোঝেন করুন।

লোডোভিগো। স্যার, কি হয়েছে আপনি এখনো হয়ত সব জানেন না। একে একে সব জানতে পারবেন। এখানে একটা চিঠি রয়েছে, নিহত রোডারিগোর পকেটে এটা পাওয়া যায়। আর একটা আছে। এর মধ্যে একটা চিঠিতে লেখা আছে রোডারিগোর হাতেই ক্যাসিওর মৃত্যু হবে।

ওথেলো। ও শয়তান।

ক্যাসিও। অত্যন্ত জঘন্য কাজ এবং একটা বিরাট অধর্মাচরণ।

লোডোভিগো। তার পকেটে আর একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। এতে

মনে হয়, রোডারিগো এই শয়তানকে পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াগো যথাসময়ে এসে তাকে পরিতৃপ্ত করে।

ওথেলো। ও ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত! আচ্ছা ক্যাসিও, আমার স্ত্রীর রুমালটা কি করে তুমি পাও?

ক্যাসিও। আমি আমার ঘরে ওটা পড়ে থাকতে দেখি। এখন ও নিজেই স্বীকার করেছে ও ওটা আমার ঘরে ফেলে দিয়েছিল ওর কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।

ওথেলো। আমি কত বোকা! বোকা! বোকা!

ক্যাসিও। তাছাড়া রোডারিগোর চিঠিতে আছে ইয়াগোই রোডারিগোকে আমাকে মারার জন্য নিযুক্ত করেছিল এবং সেজন্য রোডারিগো তিরস্কার করেছে ইয়াগোকে। একটু আগে পর্যন্ত রোডারিগো স্বীকার করেছে ইয়াগোই তাকে মারাত্মক আঘাত করেছে।

লোডোভিগো। (ওথেলোর প্রতি) তোমাকে এ বাসভবন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা কেড়ে নেওয়া হলো। এখন থেকে ক্যাসিও সাইপ্রাসের শাসনকর্তা হবে। এখন এই ক্রীতদাসটা সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি পাবে তার নিজের কাছ থেকে। যতদিন পর্যন্ত না ভেনিসবাসীরা তোমার অপরাধের কথা জানতে পারে ততদিন তুমি একা একা বন্দী থাকবে। ওকে নিয়ে চল এখান থেকে।

ওথেলো। একটু থাম। যাবার আগে একটা কি দুটো কথা বলতে চাই। আমি তোমাদের রাজ্যকে কিছু সেবা দান করেছি, সেটা সবাই জানে। অবশ্য এখন সে কথা বলতে চাই না নতুন করে। তবে তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, যখন তোমরা আমার এই কাজের কথা বর্ণনা করবে তখন যেন আমাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করো, ঈর্ষাবশতঃ কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলো না। আমাকে একজন মানুষ হিসেবে দেখো যার ভালবাসার মধ্যে গভীরতা ছিল, বেগ ছিল, কিন্তু কোন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না। যে স্বভাবতঃ ঈর্ষান্বিত ছিল না, কিন্তু অপরের প্ররোচনায় এক চরম জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়ে, যে সবচেয়ে এক দামী মুক্তো পেয়েও কোন হীন ভারতীয়ের মত সে মুক্তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আরবের রসস্রাবী গাছের মত যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রু ঝরে পড়েছিল। এইভাবে আমায় বিচার করবে। তাছাড়াও একটা কথা আছে। একবার এলেপ্পো নামে একটা জায়গাতে

একজন পাগড়ীধারী তুর্কী একজন ভেনিসবাসীকে প্রহার করে রাজ্যের অপমান করলে আমি সেই খাসিকরা কুকুরটার গলা ধরে তাকে এইভাবে আঘাত করেছিলাম। (নিজেকে ছুরিকাঘাত করল)

লোডোভিগো। ওঃ কী রক্তাক্ত দুঃসময়ই না চলেছে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমাদের সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে গেল।

ওথেলো। তোমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমায় চুম্বন করেছিলাম। এখন আমি নিজেকে মেরে তোমায় আবার চুম্বন করছি; এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। (বিছানার উপর পতন ও মৃত্যু)

ক্যাসিও। আমি এই ভয়ই করেছিলাম, কিন্তু ভেবেছিলাম ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। ওর অন্তরটা সত্যিই খুব বড়।

লোডোভিগো। (ইয়াগোর প্রতি) ও স্পার্টার কুকুর। ক্ষুধা, অন্তর্বেদনা ও দুঃখের সমুদ্রের থেকেও ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক এই মৃত্যুশয্যায় দুটি মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দেখ, এ তোমারি কীর্তি। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, ঢাকা দিয়ে দাও। গ্র্যাশিয়ানো, এ বাড়িটা দখল করে মুরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিন, কারণ আপনিই হবেন তার উত্তরাধিকারী। লর্ড গভর্নর হিসেবে আপনারই উপর থাকবে এই শয়তানের বিচারের ভার। বিচারের পর শাস্তির স্থান কাল ও প্রকৃতির আপনিই ব্যবস্থা করবেন। আমি সোজা দেশে চলে যাব এবং আমার দেশের সরকারের কাছে এই দুর্ঘটনার কথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ণনা করব। (সকলের প্রস্থান)

মার্চেণ্ট অফ ভেনিস

নাটকের চরিত্র

ভেনিসের ডিউক
মরক্কোর যুবরাজ } পোর্শিয়ার পাণিপ্রার্থী
আরাগনের যুবরাজ }
এ্যাণ্টনিও। ভেনিসের এক ব্যবসায়ী
ব্যাসানিও। এ্যাণ্টনিওর বন্ধু ও পোর্শিয়ার পাণিপ্রার্থী
সোলানিও
স্যালারিও } এ্যাণ্টনিও ও ব্যাসানিওর বন্ধু
গ্র্যাশিয়ানো
লরেঞ্জো। জেসিকার প্রণয়ী
শাইলক। জনৈক ধনী ইহুদী
তুবাল। শাইলকের এক ইহুদী বন্ধু
ল্যান্সনট গোব্বো। শাইলকের ভৃত্য ও বিদুষক

বৃদ্ধ গোব্বো। ল্যান্সনটের পিতা
লিওনার্দ। ব্যাসানিওর ভৃত্য
বালথাসার } পোর্শিয়াব ভৃত্য
স্তেফানো }
পোর্শিয়া। এক ধনী উত্তরাধিকারিণী
নেরিসা। পোর্শিয়ার নিজস্ব পরিচারিকা
জেসিকা। শাইলকের কন্যা
ভেনিসের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ,
আদালতেব উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ,
জেল-অধিকর্তা ও অনুচরবর্গ।

ঘটনাস্থল : ভেনিস ও বেলমণ্টস্থিত পোর্শিয়ার বাড়ি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

এ্যাণ্টনিও, স্যালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ

এ্যাণ্টনিও। সত্যি কথা বলতে কি, এ দুঃখ এ বিষাদের কারণ আমি নিজেই জানি না। আমি জানি না, কেন এই অকারণ বিষাদ এতটা অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে আমার মনকে। তোমরা বলছ, এতে তোমরাও দুঃখিত। কিন্তু এ দুঃখ কোথা হতে কিভাবে এল আমার কাছে, কিসের থেকে এর উৎপত্তি তা আমায় জানতে হবে। তাতে যত কষ্টই হোক, এ দুঃখের কারণ আমাকে জানতে হবে।

স্যালারিও। আসলে মন তোমার সমুদ্রের ঢেউএর দোলায় দুলছে। যেখানে তোমার বড় বড় পণ্যজাহাজগুলো সমুদ্রের শোভা বাড়িয়ে বন্দরের দিকে পাল তুলে এগিয়ে আসছে, ঠিক যেমন করে তুচ্ছ পথচারীদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনকে অগ্রাহ্য করে পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জলযানে চড়ে এগিয়ে যায়।

সোলানিও। বিশ্বাস করো, আমার যদি এই ধরণের ব্যবসাগত ঝুঁকি থাকত তাহলে আমার মন প্রাণের বেশীর ভাগ পড়ে থাকত বিদেশে। তাহলে আমি শুধু জানতে চাইতাম বর্তমানে বাতাসের অবস্থা কি, মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতাম বন্দর আর কতদূরে ; কোন বিপদাশঙ্কার কারণ দেখলেই সংশয়ে কাতর হয়ে উঠতাম আমি আর সেই সংশয়কাতরতা হতে আসত বিষাদ।

স্যালারিও। যে বাতাস আমার গরম মাংস ঠাণ্ডা করে দেয় সেই বাতাস সমুদ্রে কী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে কী সমূহ ক্ষতি যে করে তা ভাবতে গেলে আমার গায়ে কাঁপ দিয়ে জ্বর আসে আর তখন আমার অন্য কিছু জ্ঞান থাকে না, তখন শুধু জাহাজের নানারকমের বিপদের কথাই ভাবতে থাকি, তখন শুধু মনে হয় এই বুঝি বা আমার পণ্যসমৃদ্ধ এ্যাণ্ড চরায় আটকে গেল, আর তার হাড়পাঁজড়াগুলো সব ভেঙ্গে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মনে হয় এইমাত্র গীর্জায় গিয়ে পবিত্র বেদীর দিকে তাকিয়ে সমস্ত বিপদাশঙ্কার কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই, সমুদ্রে কোন গুপ্তশৈলের সামান্যতম আঘাতেও আমার জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেসে যাবে সমুদ্রে আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জনশীল অসংখ্য তরঙ্গমালা গ্রাস করে ফেলবে তাকে এবং কিছুই তার পরিশিষ্ট থাকবে না। একথা না ভেবে কি পারি আমি ? আমাকে তা বলো না। এ ঘটনা ঘটলে যে আমাকে অশেষ দুঃখের মধ্যে পড়তে হবে সেকথা চিন্তা না করে আমি পারব না। আমি জানি, এ্যাণ্টনিও তার পণ্যদ্রব্যের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বিষন্ন হয়ে পড়েছে।

এ্যাণ্টনিও। আমায় বিশ্বাস করো, একথা ঠিক না। এজন্য আমার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ। আমার ব্যবসা বাণিজ্য বা কাজ কারবার ত শুধু এক জায়গাতেই আবদ্ধ হয়ে নেই। আমার যাবতীয় ভূসম্পত্তির সব আয় আমি শুধু এই বর্তমান বছরের কারবারেই লগ্নী করিনি। সুতরাং আমার পণ্য-দ্রব্যের জন্য আমি দুঃখিত নই।

সোলানিও। তাহলে তুমি প্রেমে পড়েছ।

এ্যাণ্টনিও। ধিক ! ধিক !

সোলানিও। প্রেমেও পড়নি? তাহলে আমাদেব বলতে হয় তুমি দুঃখিত কারণ তুমি আনন্দিত নও এবং অনায়াসেই তুমি খুশিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বলে বেড়াতে পার তুমি সুখী, কারণ তুমি দুঃখিত নও। দোমাথা জেনাসের নামে শপথ করে বলছি, বিধাতা এমন অনেক অদ্ভুত মানুষ সৃষ্টি করেন যারা যখন তখন কারণে অকারণে বাঁশির সুরে মেতে ওঠে তোতা পাখির মত আড়চোখে চাইবে আর হাসিতে ফেটে পড়বে, আবার আর এক ধরণের গম্ভীর প্রকৃতির গোমরামুখো মানুষ আছে যারা ট্রয়যুদ্ধে গ্রীক পরামর্শদাতা স্বয়ং নেস্টার হাসিঠাট্টা করলেও কখনো কোন হাসির ছলে দাঁত বার করবে না।

ব্যাসানিও লরেঞ্জো ও গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

এই তোমার পরম আত্মীয় ব্যাসানিও এসে গেল। লরেঞ্জো ও গ্র্যাশিয়ানো. তাহলে বিদায় ভাই। তোমরা এবার ভাল করে কথাবার্তা বলো।

স্যালারিও। আমার সুযোগ্য বন্ধুরা যদি আমায় বাধা না দেয় তাহলে তোমাকে খুশি না দেখা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।

এ্যান্টনিও। দেখ, আমার মতে তোমার সময়ের দাম অনেক এবং আমি জানি তোমার এখন কাজ আছে। সুতরাং এখান থেকে চলে যাওয়ার এই সুযোগ তুমি বরণ করে নাও।

স্যালারিও। তাহলে বিদায় ভাই সব।

ব্যাসানিও। বিদায়। তাহলে আবার কখন আমাদের দেখা হবে? বল কখন? তুমি কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠছ। এটা কি সত্যি?

স্যালারিও। সময় পেলেই আমরা তোমাদের ওখানে যাব।

(স্যালারিও ও সোলানিওর প্রস্থান)

লরেঞ্জো। ভাই ব্যাসানিও, তুমি এখন এ্যান্টনিওর দেখা পেয়ে গেছ, আমরা দুজন এখন তাহলে আসি। তবে মনে রেখো, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যেন অবশ্যই আমাদের কাছে চলে যাবে।

ব্যাসানিও। আমি কোনমতেই ভুল করব না যেতে।

গ্র্যাশিয়ানো। তোমাকে দেখে কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না সিগনিয়র এ্যান্টনিও। আমার মনে হয় তুমি জগৎ সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তা করো। দেখ, যারা যত বেশী ভাবে তারাই তত বেশী ফাঁকে পড়ে, সুতরাং ভাবনা চিন্তা কোন সমস্যার সমাধান নয়। আমার কথা বিশ্বাস করো, তুমি আশ্চর্যভাবে বদলে গেছ।

এ্যান্টনিও। জগৎটাকে আমি জগৎরূপেই দেখি গ্র্যাশিয়ানো,—এ জগৎ

যেন এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার আপন আপন ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে। তবে আমি জানি আমার ভূমিকা হচ্ছে দুঃখের।

গ্র্যাশিয়ানো। আমায় তাহলে ভাঁড়ের ভূমিকা নিতে দাও। আমি তামাশার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া হাসির রেখাগুলোকে আবার ফুটিয়ে তুলি তোমার মুখে। বেদনার আর্তনাদে হৃৎপিণ্ডটাকে একেবারে ঠাণ্ডা হতে না দিয়ে বরং পেটে কিছু মদ দিয়ে সেটাকে গরম করে তুলি। আমি বুঝি না, কেন একটা তপ্ত যৌবনসম্পন্ন মানুষ পাথরে গড়া বুড়ো মানুষের প্রতিমূর্তির মত বসে থাকবে, কেন সে জেগে জেগে ঘুমোবে, কেন সে ভেবে ভেবে জণ্ডিস রোগের কবলে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে। দেখ এ্যাণ্টনিও শোন, আমি তোমায় ভালবাসি। আর সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি তোমায় বলছি, এমন অনেক লোকের মুখ থাকে যা শ্যাওলাপড়া স্থিতিশীল পুকুরের জলের মত এক স্বেচ্ছাকৃত নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে আর পণ্ডিতসুলভ এক গাম্ভীর্য ও গভীর আত্মাভিমানের ভাণ করে। তারা সব সময় এই রকম একটা ভাব দেখায় যে তারা যা বলে তা সব ঠিক, তাদের সব কথাই যেন দৈববাণী। তারা বলতে চায়, তারা যখন কথা বলবে অন্য কেউ যেন কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ না করে অর্থাৎ কেউ কোন কথা যেন না বলে। আমি জানি এ্যাণ্টনিও, এই ধরণের লোকেরাই শুধু তাদের স্বল্পভাষিতার জন্য পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করে থাকে। আবার আমি এও জানি যে যদি তারা কথা বলে তাহলে তাদের কথা শুনে লোকে তাদের বোকা বলবে অর্থাৎ কথা বললেই দেখবে তাদের নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে যাবে। পরে আমি অবশ্য তোমায় এ বিষয়ে আরও কিছু বলব। তবে একথা কথা মনে রেখো, নির্বোধের মত কোন কিছুর জন্য বিষণ্ণতার ছলনা করো না। এস লরেঞ্জো, আমরা আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিচ্ছি, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি আমার নীতি উপদেশ শেষ করব।

লরেঞ্জো। ঠিক আছে, আমরা তাহলে মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে পর্যন্ত থাকছি না তোমার কাছে। আমার অবস্থাও ঠিক মুক বিজ্ঞের মত। কারণ গ্র্যাশিয়ানো যতক্ষণ কাছে থাকে আমায় কথা বলতে দেয় না, ও নিজেই সব কথা বলে যায়।

গ্র্যাশিয়ানো। আচ্ছা, আর দুবছর আমার সঙ্গে থাক। তাহলে দেখবে তুমি তোমার জিবে আর কোন শব্দই পাবে না।

এ্যাণ্টনিও। বিদায় তোমাদের। এবার আমি তোমাদের কাছ থেকে এই সব প্রেরণা পেয়ে কথা বলতে শুরু করব।

গ্র্যাশিয়ানো। সত্যি কথা বলতে কি বাজারের নয় এমন কুমারী মেয়ে আর হঠাৎ বোবা হয়ে যাওয়া সুদক্ষ বক্তার মধ্যেই মৌনতাটা মানায়।

(গ্র্যাশিয়ানো ও লরেঞ্জোর প্রস্থান)

এ্যাণ্টনিও। কিছু খবর আছে এখন ?

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো এত বকতে পারে ; তার মত কথা বলার লোক সারা ভেনিস শহরে আর একটিও নেই। কিন্তু তার কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তার কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজতে যাওয়া ভুষিমাপার পাই এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুটো গমের দানা খোঁজারই সামিল। খুঁজতে খুঁজতে সারাদিন চলে যাবে, কিন্তু খুঁজে পেলে দেখা যাবে খোঁজার দাম পোষাল না।

এ্যাণ্টনিও। আচ্ছা, আজ তুমি কোন মেয়ের কথা বলবে বলেছিলে না, সেই যে যাকে তুমি গোপনে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। এখন বলত তার কথা।

ব্যাসানিও। সেটা তোমার অজানা নেই এ্যাণ্টনিও। তুমি জান আমার সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে করে আমার সম্পত্তির কতখানি ক্ষয় হয়ে গেছে। অবশ্য তার জন্যে দুঃখও করছি না, আর সেই খরচের ব্যাপারটা একেবারে বন্ধও করে দিতে চাইছি না। এখন আমার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হব কি করে। এ্যাণ্টনিও, আমি তোমার কাছে শুধু টাকার ঋণে ঋণী নই, ভালবাসার ঋণেও ঋণী। তোমার সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি আশা করছি, দাবি করছি এবারও তুমি আমার সমস্ত ঋণ থেকে আমার সামান্য সম্পত্তি আর পবিত্র উদ্দেশ্যকে মুক্ত করবে।

এ্যাণ্টনিও। দয়া করে ব্যাপারটা আমায় সব খুলে বল ব্যাসানিও। সম্মানের দিক থেকে কাজটা যদি কোনরূপ হেয় না হয় তাহলে আমার অর্থবল জনবল এবং এমন কি আমার শেষ সম্বলটুকুও তোমার উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত করব।

ব্যাসানিও। ছেলেবেলায় আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন যখন খেলার সময় কোন একটা তীর ছুঁড়লে তীরটা হারিয়ে যেত তখন আমি আর একটা তীর সেইভাবে সমদূরত্বসম্পন্ন জায়গায় ছুঁড়ে দিতাম। তারপর ভাল করে খোঁজ

করতাম। এইভাবে দুটোকেই হারাবার পর আবার খুঁজে পেতাম। এক্ষেত্রেও আমি শৈশবের সেই নীতি প্রয়োগ করতে চাই। কারণ আমার উদ্দেশ্য শৈশবের মত পবিত্র। আমি তোমার কাছে অনেক টাকার ঋণে ঋণী, আর আমার মত বাউণ্ডুলে ছোকরার পক্ষে সে ঋণ পরিশোধ করাও সম্ভব না, কিন্তু যদি তুমি আর একটা তীর সেইভাবে ছোঁড় অর্থাৎ আরো কিছু ধার দাও তাহলে আমি এমনভাবে লক্ষ্য রাখব তোমার তীরটার উপর যে আমি তোমার দুটো তীরকেই খুঁজে বার করে আনব। অর্থাৎ দুটো ঋণই শোধ করে দেব অথবা অন্ততঃ দ্বিতীয়বারের ঋণটা পরিশোধ করে শুধু প্রথমবারের ঋণে ঋণী থেকে যাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

এ্যাণ্টনিও। তুমি আমায় ভালভাবেই চেন। ঘটনাচক্রের সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে জড়িয়ে আর তার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে বৃথাই সময় নষ্ট করছ তুমি। আব সেই সততায় সংশয় করে আমার প্রতি যত অন্যায় করেছ আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে তা নষ্ট করে দিলেও তত অন্যায় হত না। এবার বলত, কী আমায় করতে হবে আর আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে তোমারই বা মত কি। সুতরাং বল এবার।

ব্যাসানিও। বেলমঁতে একটি মেয়ে আছে; সে প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাছাড়া সে অতীব সুন্দরী, এত সুন্দরী যে কথায় তা প্রকাশ করা যায় না। শুধু রূপ নয়, আশ্চর্য গুণাবলীতে সে ভূষিতা। কতবার কত ভাষাময় নীরব আহ্বান পেয়েছি তার চোখ থেকে। তার নাম হলো পোর্শিয়া—ক্যাটোর কন্যা ও ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়ার থেকে কোন অংশে কম না। তার কথা এখন কারো অজানাও নেই, দূর দূরান্তে প্রচারিত হয়ে গেছে তার যোগ্যতার কথা। বিভিন্ন দেশ হতে বহু প্রখ্যাত লোক তার পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রায়ই আসে। যখন তার কপালের দুপাশে তার সোনালি কেশগুচ্ছ সূর্যের আলোয় চকচক করে তখন তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন হয়ে উঠেছে বেলমঁত কলকোর স্ট্রণ্ড আর তার সন্ধানে অসংখ্য জেসন ভিড় করেছে তার চারপাশে। সত্যি বলছি এ্যাণ্টনিও, যদি আমার কোন উপায় থাকত তাহলে আমি বেলমঁতে পোর্শিয়ার বাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গার ব্যবস্থা করে আমি সেখানে বাস করতাম। আর আমার বিশ্বাস তাহলে আমার ভাগ্য ফিরবেই।

এ্যাণ্টনিও। তুমি জান, আমার যা কিছু আছে সব এখন সমুদ্রে। তোমার

চাহিদা মেটাবার মত টাকা বা তার উপযুক্ত পণ্যদ্রব্য আমার হাতে নেই। সুতরাং এখন যাও। তবে দেখি ভেনিসে আমার যে সব টাকা পড়ে আছে তার কতটা আদায় হয়। বেলমঁতে সুন্দরী পোর্শিয়ার কাছে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। আমিও দেখব আর তুমিও দেখগে কোথায় কার কাছে টাকা আছে। টাকার যদি সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে আমার নামে আমার বিশ্বাস গচ্ছিত রেখে সে টাকা তুমি নিঃসন্দেহে পাবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

নিজস্ব পরিচারিকা নেরিসার সঙ্গে পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। সত্যি বলছি নেরিসা, এ জগতে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নেরিসা। তোমার জীবনে যত সুখের প্রাচুর্য রয়েছে ঠিক ততটা দুঃখের প্রাচুর্য যদি থাকত তাহলে তুমি একথা বলতে পারতে। মানুষ কিছু না পেয়ে না খেতে পেয়ে যেমন কষ্ট পায় দুঃখ পায় তেমনি অনেক কিছু বেশী পেয়ে ও বেশী খেয়েও কষ্ট পায়। তোমার দুঃখ দেখছি আতিশয্যজনিত ক্লান্তি থেকে। মানুষ অভাবের মধ্যে থেকেও কম সুখ পায় না। কারণ আতিশয্য বা আপাত প্রাচুর্য তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, কিন্তু অভাব থেকে মানুষ যে যোগ্যতা লাভ করে তা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

পোর্শিয়া। বাঃ, বেশ কথা ত, আর তুমি বেশ ভালভাবেই বললে।

নেরিসা। তুমি যদি একথা মেনে চল তাহলে তা আরও ভাল হবে।

পোর্শিয়া। কি করা উচিত তা জানতে পারার মত যদি কোন কিছু করতে পারাটা সহজ হত তাহলে সব চ্যাপেল অর্থাৎ সব ননকনফরমিস্ট-গীর্জা ক্যাথিড্রেল-গীর্জা হয়ে উঠত, গরীবের কুঁড়ে হয়ে উঠত রাজপ্রাসাদ। আমি ভাল তাকেই বলব যে নিজের নীতি উপদেশ নিজে মেনে চলে। আমি সহজে বিশ জনকে ভাল হবার শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু সেই ভাল হবার শিক্ষাটা নিজেই মেনে চলতে পারি না। রক্তের উদ্দামতাকে অনুশাসিত করার জন্য মস্তিষ্ক অনেক নিয়ম কানুন খাড়া করতে পারে; কিন্তু মানুষের মেজাজ গরম হয়ে উঠলেই ঠাণ্ডা মাথায় তৈরি বিধানকে সে মানতেই চায় না। মানুষের যৌবন হচ্ছে এক অপরিণামদর্শী খরগোসের মত যা তার উদ্ধত ও উন্মত্ত গতির দ্বারা সুপরামর্শের সমস্ত সুষমাকে পদদলিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে যায়।

কিন্তু আমার স্বামী পছন্দ করার ব্যাপারে কোন যুক্তিই খাটবে না। হায় 'পছন্দ' কথাটার আমার ক্ষেত্রে কোন দামই নেই। কারণ আমি যাকে পছন্দ করি তাকে যেমন গ্রহণ করতে পারব না, তেমনি যাকে অপছন্দ করি তাকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারব না। এইভাবেই এক মৃত পিতার ইচ্ছার দ্বারা তাঁর জীবিত কন্যার ইচ্ছাকে খর্ব করা হয়েছে। এটা কি সত্যিই খুব কষ্টের কথা নয় নেরিসা, যে আমি কাউকে ইচ্ছামত পছন্দ বা অপছন্দ করতে পারব না।

নেরিসা। তোমার বাবা ছিলেন পুণ্যাত্মা লোক এবং পুণ্যবান লোকেরা মৃত্যুকালে এক ঐশ্বরিক প্রেরণা পান। সুতরাং তিনি যে ভাগ্যগণনার ব্যবস্থা করে গেছেন তা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক। তিনি সোনা রূপো আর সীসের তিনটি সিন্ধুক রেখে গেছেন। এর অর্থ যে ঠিকভাবে বুঝতে পারবে সেই তোমাকে লাভ করবে এবং সে যে যোগ্য ব্যক্তি হবে আর তুমি তাকে ঠিকই ভালবাসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে। কিন্তু একটা কথা, যে সব রাজপুত্র ইতিমধ্যে তোমার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে তাদেব কাকে তুমি ভালবাস।

পোর্শিয়া। আচ্ছা তুমি তাদের নাম করে যাও ত? তুমি তাদের নাম করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের প্রকৃতি বর্ণনা করে যাবো আর আমার বর্ণনার ধরণ দেখে তুমি আমার ভালবাসার পরিমাণও জানতে পারবে।

নেরিসা। প্রথমে বলছি নেপোলিয়নের বংশোদ্ভুত রাজপুত্রের কথা।

পোর্শিয়া। ওটা ত একটা গাধা, কারণ ও শুধু ঘোড়ার কথা ছাড়া আর কিছুই জানে না। আর সেই ঘোড়াটাকে নিজে নিজেই বশীভূত করতে পারাটাকে নিজের একটা বড় রকমের গুণ বলে বড়াই করে। আমার মনে হয় ওর মা বোন এক স্বর্ণকার বা কর্মকারের সঙ্গে কারচুপি খেলেছিল।

নেরিসা। তারপর হচ্ছে কাউন্টি প্যালেটাইনের কথা।

পোর্শিয়া। গোমরামুখো লোকটা জানে শুধু ভ্রূকুটি করতে। আর শুধু কাঁদুনি গেয়ে বলতে পারে, 'তুমি আমায় পছন্দ করবে না?' ও কত মজার কথা শুনেও হাসে না। আমার মনে হয় ও যখন এই যৌবনেই এক অভদ্রজনোচিত অকারণ বিষাদকে পুষে রেখে দিয়েছে, বুড়ো বয়সে ও তখন নিশ্চয়ই এক ছিঁচকাঁদুনে দার্শনিক হয়ে উঠবে। এদের দুজনের কাউকে বিয়ে করার থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বিয়ে করা ঢের ভাল। ঈশ্বর আমায় এদের থেকে রক্ষা করুন।

নেরিসা। আচ্ছা, তাহলে ফরাসী লর্ড ম'সিয়ে লে বঁকে কেমন লাগে ?

পোর্শিয়া। ভগবান যেহেতু তাকে সৃষ্টি করেছেন সেইহেতু তাকে অবশ্যই মানুষ বলতে হবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রতারণা করা পাপ। সুতরাং আমি তাকে মানুষ বলে গণ্য করি না, এটা সরাসরি বলতে চাই। প্রথম লোকটার ঘোড়ার থেকে ভাল একটা ঘোড়া আছে তার আর কাউন্টি গ্যালেটাইনের থেকে ভ্রূকুটি করার ভঙ্গিটা তার ভাল। সে থ্রস্‌ল পাখি গান গাইলেই আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে যায়। সে তার নিজের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে আমি অমনি কুড়িটা লোককে বিয়ে করব। যদি সে আমায় ঘৃণা করে তাহলে তাকে বরং আমি ক্ষমা করব, কিন্তু সে আমায় যদি ভালবাসে তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। আর পাগল হয়ে গেলে আর তাকে ত্যাগ করতে পারব না।

নেরিসা। ইংলণ্ডের সামন্তযুবক ফ্যালকনব্রিজ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

পোর্শিয়া। তুমি জান, আমি তাকে কোন কথাই বলিনি। কারণ সে আমার ভাষা বুঝতে পারে না, আর আমিও তার কথা বুঝতে পারি না। সে ফরাসী, লাতিন বা ইতালীয় কোন ভাষাই জানে না আর তুমি জান, আমি আবার ইংরিজি মোটেই জানি না। সে যেন মানুষ নয়, মানুষের একটা ছবি ; কিন্তু হায়, একজন বোবার সঙ্গে ত আর কথা বলা যায় না। আর তার পোষাকটা কি অদ্ভুত দেখলে ? আমার মনে হচ্ছে সে তার জ্যাকেটটা এনেছে ইতালি থেকে, মোজা এনেছে ফরাসী দেশ থেকে আর তার জামার বোতাম এনেছে জার্মানি থেকে। কিন্তু তার আচরণের মধ্যে আছে সব দেশেরই কিছু কিছু ছাপ।

নেরিসা। তাহলে তার প্রতিবেশী সেই স্কটল্যাণ্ডের লর্ড সম্বন্ধে তোমার কি মনোভাব ?

পোর্শিয়া। হাঁ, লোকটার মধ্যে যে প্রতিবেশীসুলভ বদান্যতা আছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ বেশ বোঝা যায় ও এক ইংরেজের কাছ থেকে কান ধার করেছে আর সামর্থ্য হলে তা শোধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমার মনে হয় ঐ ফরাসী লোকটা তার জামিন আছে।

নেরিসা। স্যাক্‌সনির ডিউকের ভাইপো ঐ জার্মান যুবককে কেমন লাগে তোমার ?

পোর্শিয়া। সকালে যখন সে গম্ভীর হয়ে থাকে তখন তাকে ভীষণ খারাপ

লাগে। কিন্তু বিকালে যখন সে মদপান করে তখন তাকে আরও খারাপ লাগে। যখন সে খুব ভাল হয় তখন সে সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা খারাপ, আবার যখন সে খুব খারাপ হয় তখন সে পশুর থেকে একটু ভাল। যেহেতু ও সব দিক দিয়েই খারাপ, সেইহেতু তুমি অন্য লোকের কথা বল।

নেরিসা। কিন্তু ধরো, ও যদি ভাগ্যপরীক্ষায় রাজী হয় আর যদি ঘটনাক্রমে ঠিক বাক্সটাকেই বেছে নেয় তাহলে তাকে অপছন্দ করতে পারবে না। কারণ তখন তাকে গ্রহণ করতে না চাওয়া মানে তোমার বাবার উইলটাকেই অমান্য করা।

পোর্শিয়া। সুতরাং এই ধরণের খারাপ কিছু যাতে না ঘটে সেইজন্যে আমার অনুরোধ তুমি এক গ্লাস রেনিশ মদ বিপরীত কৌটোটার উপর রেখে দেবে। কারণ ওর ভিতরে যে শয়তান আছে তার সঙ্গে যদি বাইরের লোকের মিলন ঘটে তাহলে লোকটা ঠিক কৌটোটাকেই বাছাই করবে। আর তার মানেই আমার সর্বনাশ। তাই ওই মেরুদণ্ডহীন লোকটাকে যাতে বিয়ে করতে না হয় তার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি নেরিসা।

নেরিসা। এই চারজন লর্ডকে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে অত ভয় করতে হবে না। ওরা ওদের মনের সংকল্প আমায় জানিয়ে দিয়েছে, যদি তুমি তোমার বাবার ভাগ্যপরীক্ষাভিত্তিক বাসনা অনুসারে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে করো তাহলে ওরা এখনই বাড়ি ফিরে গিয়ে আর তোমায় জ্বালাতন করতে আসবে না।

পোর্শিয়া। আমায় যদি শিবিল্লার মত বুড়ী হতে হয় আর ডায়েনার মত কুমারী থেকে যেতে হয় তাও ভাল, তবু আমি বাবার এই অদ্ভুত উইলের ব্যবস্থা অনুসারে বিয়ে করব না। আমার এই সব পাণিপ্রার্থীরা যে আমার এই যুক্তিকে মেনে নিয়েছে এতে আমি খুশি হয়েছি। কারণ এদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার কথা তার অনুপস্থিতিতে আমি ভাবতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরের কৃপায় যত তাড়াতাড়ি এরা চলে যায় ততই ভাল।

নেরিসা। আচ্ছা তোমার কি মনে আছে, তোমার বাবার আমলে মেঁতিরাতের মার্কুইসএর সঙ্গে ভেনিস থেকে এক যুবক এসেছিল? সে একাধারে যোদ্ধা এবং সুপণ্ডিত।

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। তার নাম হচ্ছে বাসানিও। আমার যতদূর মনে পড়ে এইটাই তার নাম।

নেরিসা। সত্যিই দিদিমণি, আমি যত লোক এই পোড়া চোখে দেখেছি তার মধ্যে সে-ই হচ্ছে কোন সুন্দরী মেয়ের পক্ষে একমাত্র যোগ্য পাত্র।

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, তার কথা আমার মনে আছে এবং সে যে তোমার প্রশংসার যোগ্য একথাও স্বীকার করি আমি।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

কী ব্যাপার! কিছু খবর আছে?

ভৃত্য। যে চারজন অতিথি এসেছিলেন তাঁরা বিদায় নেবার জন্যে আপনাকে ডাকছেন। আবার আর একজন অর্থাৎ পাঁচ নম্বর অতিথির পক্ষ থেকে একজন দূত এসে হাজির। দূত এসে খবর দিয়েছে, তার মনিব মরক্কোর যুবরাজ আজ রাত্রেই আসছেন।

পোর্শিয়া। যেমন এই চারজন অতিথিকে বিদায় দিতেও আমার কোন আন্তরিকতা নেই তেমনি পঞ্চম অতিথিকে স্বাগত জানাতেও আমার মন নেই; সুতরাং ও আসে আসুক। আগন্তুক ভদ্রলোকের বাইরের আকারটা যদি শয়তানের মত হয় আর ভিতরটা সাধুর মত হয় তাহলেও কোন উপায় নেই; তাহলে উনি যেন আমায় বিয়ে না করে মুক্তি দেন। নেরিসা চলে এস। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এ এক মুস্কিল হলো দেখছি, একজনকে বাড়ির দরজার বাইরে নিয়ে যেতে না যেতেই আবার একজন এসে দরজার কড়া নাড়ছে।

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। বারোয়ারীতলা।

শাইলক নামে জনৈক ইহুদীর সঙ্গে ব্যাসানিওর প্রবেশ

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট—বেশ বেশ।

ব্যাসানিও। হ্যাঁ মশাই, তিন মাসের জন্য।

শাইলক। তিন মাসের জন্য—বেশ বেশ।

ব্যাসানিও। আর এই ঋণের জন্য এ্যাণ্টনিও জামিন থাকবে।

শাইলক। এ্যাণ্টনিও এর জামিন থাকবে—বেশ বেশ।

ব্যাসানিও। আচ্ছা এ বিষয়ে তুমি কি আমায় নিশ্চিত ভাবে খুশি করতে পারবে? এ বিষয়ে তোমার উত্তর জানতে পারি কি?

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট, তিন মাসের জন্য এবং এ্যাণ্টনিও তার জামিন থাকবে।

ব্যাসানিও। আমি তোমার উত্তর চাই।

শাইলক। এ্যাণ্টনিও অবশ্যই ভাল লোক।

ব্যাসানিও। তুমি কি তার বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাদ শুনেছ ?

শাইলক। ওহো, না, না, না, না। আমার তাকে ভাল লোক বলার অর্থ হলো, এ বিষয়ে তার দায়িত্বটা যথেষ্ট এই কথাটা তোমাকে বোঝানো। তবে এটাও ঠিক এ বিষয়ে তাঁর সামর্থ্যটাও ভেবে দেখতে হবে। তার একটা পণ্য জাহাজ ত্রিপলিসের পথে, আর একটা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে। আরও আছে, রিয়ালটো, মেক্সিকো ও ইংলণ্ডের পথে। বৈদেশিক বাণিজ্যে তার অনেক কাজ কারবার চলছে। কিন্তু জাহাজগুলো ত আসলে কাঠ, আর নাবিকগুলো হচ্ছে মানুষ। তার উপর ডাঙ্গার মত জলেও ত ইঁদুর আছে, ডাঙ্গার মত জলেও চোর ডাকাত অর্থাৎ জলদস্যু আছে। তার উপর মনে করো, সমুদ্রে ঝড় ও গুপ্ত পাহাড়ের বিপদ আপদ আছে। তবে এ সব কিছু সত্ত্বেও এ্যাণ্টনিওর মত লোক যখন দায়িত্ব নেবে তখন সেটাই যথেষ্ট। তিন হাজার ডুকেট—আচ্ছা, আমি তার বন্ধকী নেব।

ব্যাসানিও। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার।

শাইলক। নিশ্চিত থাকতে পারি এবং তুমি আমায় আশ্বাস দিচ্ছ। তবে একটু ভেবে দেখব আমি। আচ্ছা, আমি এ্যাণ্টনিওর সঙ্গে কি কথা বলতে পারি এ বিষয়ে ?

ব্যাসানিও। তুমি কিছু মনে না করলে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনটা সারতে পার।

শাইলক। ও বাবা, শূয়োরের মাংসের গন্ধ। তোমাদের ধর্মেই বলে শূয়োরের দেহের মধ্যে শয়তান আছে আর সেই শূয়োরের মাংস খেতে হবে! না না, আমি তোমাদের সঙ্গে কেনা বেচা করতে পারি, কথাবার্তা বলতে পারি, হাঁটাহাঁটি করতে পারি, আরও যা যা বল করতে পারি; কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতে পারব না বা একসঙ্গে উপাসনাও করতে পারব না। আচ্ছা, রিয়ালটোর খবর কি ? কে আবার এদিকে আসছে ?

এ্যাণ্টনিওর প্রবেশ

ব্যাসানিও। ইনিই হচ্ছেন মহামান্য এ্যাণ্টনিও।

শাইলক। (স্বগতঃ) তাকে কেমন একজন চতুর কর-আদায়কারীর মত মনে হচ্ছে। সে খৃষ্টান বলে আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি তাকে আরও ঘৃণা করি এই জন্যে যে সে নিজে ছোট হয়ে বিনা সুদে যাকে তাকে টাকা ধার দেয় এবং

এইভাবে আমাদের এখানে অর্থাৎ ভেনিসে প্রচলিত সুদের হার কমিয়ে দেয়। যদি একবার তাকে আমি ঠিকমত ধরতে পারি তাহলে আমি তার উপর আমার পুরনো বিদ্বেষটাকে ঠিকমতই চরিতার্থ করব। তার উপর সে আমাদের পবিত্র ইহুদী জাতটাকেই ঘৃণা করে। যেখানে সব ব্যবসায়ীরা মিলিত হয় সেখানে সকলের সামনে আমায়, আমার ব্যবসাসংক্রান্ত নীতি ও বিশেষ করে আমার সুদের কারবার সম্বন্ধে নিন্দা করে। আমি যদি তাকে ক্ষমা করি তাহলে আমাদের গোটা জাতটাই রসাতলে যাবে।

ব্যাসানিও। শাইলক, শুনছ ?

শাইলক। বর্তমানে আমার ভাণ্ডারে কি আছে না আছে তা স্মরণ ও অনুমানের মাধ্যমে খতিয়ে দেখছিলাম। তবে এই মুহূর্তেই আমি এই তিন হাজার ডুকেটের সবটাই যোগাড় করতে পারব না। তাতে কি হয়েছে? তুবাল নামে আমাদের এক হিব্রু জ্ঞাতিভাই আমাকে যা কম পড়বে তা দেবে। কিন্তু একটু থাম। ক মাসের জন্য টাকাটা চাও? (এ্যাণ্টনিওর প্রতি) ভাল আছেন ত মশাই' আমাদের মুখে এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।

এ্যাণ্টনিও। শাইলক, যদিও জান আমি কখনো টাকা ধার দিই না বা ধার করি না, আমি কারো কাছ থেকে তার উদ্বৃত্ত অর্থ নিই না বা কাউকে আমি দিই না, তবু আমার বন্ধুর এক বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমি আমার এ প্রথা নিজেই ভাঙ্গব। (ব্যাসানিওর প্রতি) ওঁকে কি জানিয়েছ তোমার কত লাগবে ?

শাইলক। হাঁা, তিন হাজার ডুকেট।

এ্যাণ্টনিও। আর তা তিন মাসের জন্য।

শাইলক। দেখছ তিন মাসের জন্য—এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি মনে করিয়ে দিলেন। আচ্ছা, এবার আপনার বন্ধক। কি বন্ধক রাখবেন তা আমায় দেখান। কিন্তু একটা কথা শুনুন। আপনি একটু আগে বলেছেন আমার বেশ মনে পড়ছে, আপনি নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে টাকা ধার দেন না, কারো কাছ থেকে টাকা ধার নেন না।

এ্যাণ্টনিও। সত্যিই এই ধার দেয়া নেয়ার ব্যাপারটাকে আমি কখনই কাজে লাগাই না নিজের স্বার্থে।

শাইলক। জ্যাকব বলেছিল, আমাদের ধর্মমতে তৃতীয় বংশধর—তার কাকা

লেবানের ভেড়া চড়াতেন। তার বিদুষী মা তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল। হাঁ হাঁ, তিনি ছিলেন তৃতীয়—

এ্যাণ্টনিও। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তিনি কি সুদ নিয়েছিলেন?

শাইলক। না, সুদ নেননি। তোমরা যেটাকে সুদ বল তা তিনি সরাসরি নেননি ঠিক; কিন্তু জ্যাকব কি করেছিলেন শোন: লেবানের সঙ্গে জ্যাকবের চুক্তি হয়েছিল, ভেড়ার যে সব বাচ্চাগুলোর গায়ে রঙের চিহ্ন থাকবে সেগুলো জ্যাকবের ভাগে পড়বে। তখন ছিল শরৎকালের শেষ, ভেড়ীদের গর্ভধারণের সময় বলে ভেড়াদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল। তারপর ভেড়ীগুলো গর্ভধারণ করল। এমন সময় সুচতুর মেষপালক জ্যাকব কোথা থেকে একটা যাদুকাঠি নিয়ে এসে গর্ভবতী ভেড়াগুলোর গায়ে তা ছুঁইয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভেড়ীগুলো রঙীন শাবক প্রসব করল। ফলে সেগুলো সব জ্যাকবের ভাগে পড়ল। এইভাবে কারচুপি করে লাভবান হয় জ্যাকব এবং তা সত্ত্বেও সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চুরি না করে ছলনা করে কেউ যদি কিছু নেয় তাহলে সেটা দোষের নয়, বরং আশীর্বাদের।

এ্যাণ্টনিও। এ কাজ করার জন্যই জ্যাকব এসেছিল। এটা তাকে করতেই হত। এ সব ঘটনা সে নিজের ক্ষমতায় ঘটাতে পারেনি। এসব ছিল বিধিনির্দিষ্ট। এ সব ঘটনার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় কি যে সুদ নেয়া ভাল অথবা তোমার সোনা রুপো ভেড়া ভেড়ীর সমান?

শাইলক। তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি চাই খুব তাড়াতাড়ি আমার অর্থসম্পদ বেড়ে যাক। আমার একটা কথা আছে।

এ্যাণ্টনিও। (ব্যাসানিওকে আড়ালে ডেকে) লক্ষ্য করো ব্যাসানিও, শয়তানও তার সুবিধার জন্য তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শাস্ত্রবাক্য আওড়ায়। যে পাপাত্মাকে উপর থেকে দেখে সাধু মনে হয় সে ঠিক হাসিমুখো কোন শয়তান অথবা পতনশীল আপেল ফলের মত। ওঃ, ভিতরটা যার মিথ্যায় ভরা উপর থেকে তাকে কী ভালই না মনে হচ্ছে!

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট—এটা কিন্তু বেশ মোটা অঙ্ক। এক বছরের মধ্যে তিন মাস; বারো মাসে এক বছর। আচ্ছা সুদের হারটা—

এ্যাণ্টনিও। আচ্ছা শাইলক, এটা আমরা তোমার উপরেই ছেড়ে দিতে পারি কি?

শাইলক। দেখুন মাননীয় এ্যাণ্টনিও, বহুবার এবং প্রায়ই আপনি রিয়ালটোতে

আমার টাকা আর সুদের কারবারের জন্য আমার নিন্দা করেছেন। কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে আমি তা সব সহ্য করেছি, কারণ সহিষ্ণুতাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আপনি আমাকে নাস্তিক বলেছেন, বলেছেন গলাকাটা কুকুর, আমার জাতীয় পোষাকের উপর থুথু ফেলেছেন। আমার নিজস্ব যা কিছু তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, সেই আমার মত ঘৃণ্য লোকের সাহায্যও আপনি চান। ঠিক আছে। যে আপনি একদিন আমার দাড়িতে আপনার নাক থেকে ফোঁটা ঝেরে ফেলেছিলেন এবং পথের কুকুরের মত আমায় লাথি মেরেছিলেন সেই আপনি আজ আমার কাছে এসে বলছেন, শাইলক, আমাদের টাকা চাই। এখন টাকার আবেদন নিয়ে আপনি এসেছেন আমার কাছে। এখন আমি কি বলব? এখন আমার কি বলা উচিত না, কুকুরের টাকা থাকতে পারে? একটা পথের কুকুর কখনো তিন হাজার ডুকেট ধার দিতে পারে? অথবা চতুর মহাজনের মত ঝুঁকে পড়ে সিন্ধুকে চাবি দিতে দিতে ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গে চুপি চুপি বলব, ধন্যবাদ মহাশয়, এই গত বুধবার দিন আপনি আমার গায়ে থুথু দিয়েছিলেন, ঐ দিন তাড়িয়েও দিয়েছিলেন; আর একদিন কুকুর বলেছিলেন আমায়; আর এই সমস্ত সম্মান ও সৌজন্যের বিনিময়ে আমি আপনাকে এত টাকা ধার দিচ্ছি।

এ্যাণ্টনিও। আগের মত আমি আবার তোমাকে এই কথাই বলব, এইভাবে থুথু দেব, এইভাবে তাড়িয়ে দেব। তাতে তুমি টাকা ধার দাও দেবে, না দাও না দেবে। বন্ধুকে টাকা ধার দিয়ে যদি সুদ চাও, তাহলে বন্ধুকে টাকা ধার দিও না। বন্ধুকে না দিয়ে বরং তোমার এমন সব শত্রুকে দাও যারা সে টাকা শোধ না দিলে তুমি তাদের কাছ থেকে সুদে আসলে সব আদায় করতে পারবে।

শাইলক। কেন, এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই করতে চাই, আমি আপনার ভালবাসাই পেতে চাই এবং যে সব লজ্জা ও অপমানের দ্বারা আপনি আমায় কলঙ্কিত করেছেন সে সব আমি ভুলে যেতে চাই। আমি আপনার বর্তমান টাকার চাহিদা মেটাব, আপনাকে যে টাকা দেব তার জন্য কোন সুদ নেব না। আমি আপনার জন্য এইটুকু অন্ততঃ করতে পারি।

ব্যাসানিও। এটা সত্যিই দয়ার কাজ।

শাইলক। এ দয়ার কাজ আমি করবই। কোন এক ব্যাঙ্কে চল। সেখানে

গিয়ে আমাকে একটা বণ্ড বা বন্ধকী লিখে দাও। আর তাতে খেলার ছলে লিখে দাও উল্লিখিত শর্ত অনুসারে যদি তুমি এই দিন এই স্থানে এত টাকা শোধ দিতে না পার তাহলে তোমার ইচ্ছামত তোমার গায়ের যে কোন জায়গা হতে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়া হবে।

এ্যাণ্টনিও। আমি এতে সত্যিই খুশি। আমি এ বণ্ডে সই করব এবং বলব এই ইহুদি ভদ্রলোকের অন্তরে প্রচুর দয়া আছে।

ব্যাসানিও। না, না, তুমি আমার জন্য এ ধরণের বণ্ডে সই করো না। তাতে আমার যা হয় হবে, আমার অভাব অপূর্ণ রয়ে যাক।

এ্যাণ্টনিও। কোন ভয় করো না। আমি বণ্ডের সময় পার হতে দেব না। এই দুই মাসের মধ্যেই অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের একমাস আগেই আমি আমার কারবার থেকে এই ঋণের টাকার তিনগুণ আশা করছি।

শাইলক। হা ঠাকুর আব্রাহাম। এই খৃষ্টানগুলো কী অদ্ভুত লোক। যাদের নিজেদের আচরণ খারাপ বলে পরের সব কর্ম ও চিন্তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আচ্ছা, দয়া করে আমায় একটা কথা বলুন, ধরুন যদি উনি নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিতে না পারেন, তাহলে চুক্তি ভঙ্গের এই শর্ত পালন করে কী লাভ আমি করব? একটা মানুষের গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেব? ভেড়া গরু বা ছাগলের এক পাউণ্ড মাংসের যা দাম মানুষের মাংসের সে দামও নেই। আমি শুধু আমাদের বন্ধুত্বটাকে বজায় রাখার ও তার অনুগ্রহ লাভের জন্যই টাকাটা ধার দিতে চাইছি বিনা সুদে। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন ভাল, না করেন বিদায়।

এ্যাণ্টনিও। হঁ্যা শাইলক, আমি বণ্ডে সই করব।

শাইলক। তাহলে ব্যাঙ্কে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এই বণ্ডটা কি ভাবে লেখা হবে সে বিষয়ে ওকে নির্দেশ দেবেন। আমি সেখানে গিয়ে সমস্ত ডুকেট গুনে দেব। আমার গোটা বাড়িটা আছে এক সরল ও সৎ পাহারাদারদের জিম্মায়, ভয়ঙ্কর কড়াকড়ি পাহারার মধ্যে। তবুও একবার বাড়িটা দেখেই আমি চলে যাব।

এ্যাণ্টনিও। বিদায় হে ভদ্র ইহুদী। (শাইলকের প্রস্থান) দয়া দেখিয়ে হিব্রু খৃষ্টান হতে চায়।

ব্যাসানিও। দেখ, মনে শয়তান পুষে রেখে বাইরে দয়ার কথা বলা আমি ভালবাসি না।

এ্যান্টনিও। যাক চলে এস। এতে ভয়ের কিছু নেই। নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস আগেই আমার সব জাহাজ ফিবে আসবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বেলমন্ত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

গীতবাদ্য। তিন চারজন অনুচরসহ মরোক্কোর যুবরাজ ও নেরিসা ও কিছু পরিচারিকাসহ পোর্শিয়ার প্রবেশ

যুবরাজ। আমার গায়ের রঙের জন্য অপছন্দ করবেন না আমায়। জলন্ত সূর্যের সন্নিকটস্থ বনবহুল দেশে জন্ম আমাদের। কিন্তু আমার কাছে শীতপ্রধান সেই উত্তর দেশের সুন্দরতম যুবাকে নিয়ে আসুন যে দেশে সূর্যদেবতাবিচ্ছুরিত তপ্ত রশ্মি পর্বতশৃঙ্গোপরি কোন তুষারকণাকে বিগলিত করে না। তারপর আমাদের দুজনেরই দেহে ক্ষত করে কার রক্ত বেশী লাল, কে আপনার প্রেমের যোগ্যতর প্রার্থী তা পরীক্ষা করুন। তবে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি সুভদ্রা, আমার এই রক্তের তেজ বহু অসমসাহসী বীরকে ভীত ও প্রকম্পিত করে তুলেছে। আমি আমার নামে শপথ করে বলছি আমার দেশের বহু সতী কুমারীও আমার এই রক্তের তেজস্বিতার জন্য প্রেম নিবেদন করেছে আমায়। হে আমার অন্তরের রাণী, শুধু আপনার অনুরাগ লাভ ছাড়া অন্য কোন কারণেই আমি আমার এই বিশুদ্ধ ও তেজস্বী রক্তের রঙকে পরিবর্তন করতে চাই না।

পোর্শিয়া। দেখুন যুবরাজ, কুমারী মেয়েরা তাদের চোখ দিয়ে যেভাবে তাদের স্বামী নির্বাচন করে আমি তা পারি না। তাছাড়া, আমার ভাগ্যপরীক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তা পছন্দের ব্যাপারে বঞ্চিত করেছে আমায় স্বাধীন ইচ্ছা থেকে। কিন্তু যদি আমার পিতা এইভাবে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা আমার স্বাধীন ইচ্ছাকে খর্ব না করে যেতেন, এইভাবে যদি আমার স্বামী নির্বাচনের ব্যবস্থা করে না যেতেন তাহলে আমি বলতে পারতাম, যে সব পাণিপ্রার্থী আমার কাছে ইতিপূর্বে এসেছেন, তাদের থেকে আপনি কোন অংশেই কম সুন্দর বা সুপুরুষ নন।

যুবরাজ। এটুকুর জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমায় সেই কৌটো-গুলোর কাছে নিয়ে চলুন আমার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। আমি আমার সুতীক্ষ্ণ বাঁকা আরব্য তলোয়ার দিয়ে সফি ও পারস্যের যুবরাজকে হত্যা

করেছি, সুলতান সলিম্যানের পক্ষে তিন তিনটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করেছি, সেই তলোয়ারের নামে শপথ করছি আমি আপনাকে লাভ করার জন্য কঠোরতম ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করব, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সাহসী বীরকেও পরাজিত করব, ভয়ঙ্কর ভালুকের কোল থেকে স্তন্যপানরত শাবকদের তুলে আনব, করায়ত্বশিকার গর্জনশীল সিংহকে উপহাস করব স্বচ্ছন্দে। কিন্তু হায়, সব কিছু নির্ভর করছে দৈবের উপর। দুজনের মধ্যে কে ভাল বা বড় এই নিয়ে যদি হারকিউলিস ও নিকাসের মধ্যে পাশা খেলা হয় তাহলে ভাগ্যের দোষে এমনও হতে পারে দুর্বল হাত থেকেই পড়ল বড় দান। এই ভাগ্যের জন্যই এ্যালসিড্‌স প্রহৃত হয়েছিল তার ভৃত্যের দ্বারা। আর আমিও অন্ধ নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসল কৌটোটা চিনতে না পেরে আমার আকাংখিত বস্তু লাভ নাও করতে পারি আর সেই বস্তুটা হয়ত আমার থেকে এক অযোগ্য ব্যক্তি লাভ করতে পারে।

পোর্শিয়া। আপনাকে অবশ্যই একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এই পরীক্ষার ব্যাপারে হয় আপনি চেষ্টা থেকে একেবারে বিরত থাকবেন অথবা প্রতিযোগিতায় যোগদান করার আগে আপনাকে শপথ করতে হবে, যদি লক্ষ্য ভুল হয় তাহলে জীবনে বিয়ের ব্যাপারে আর কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। সুতরাং এই নির্দেশমত আপনি কাজ করবেন।

যুবরাজ। ঠিক আছে, বলব না। আমায় নিয়ে চলুন সেই জায়গায়।

পোর্শিয়া। প্রথমে মন্দিরে যান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আপনার পরীক্ষা হবে।

যুবরাজ। ভালই হবে। মানুষ জগতের মধ্যে হয় সবচেয়ে বড় আশীর্বাদে আমি ধন্য হব অথবা সবচেয়ে বড় অভিশাপে অভিশপ্ত হব।

(তূর্যধ্বনি ও সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজপথ।

ল্যান্সলট গোব্বোর প্রবেশ

ল্যান্সলট। নিশ্চয় আমার বিবেক একদিন না একদিন আমার মনিব এই ইহুদীটার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে আমায় সাহায্য করবে। শয়তান আমার বগলের ভিতর থেকে আমায় শুধু লোভ দেখাচ্ছে আর বলছে, গোব্বো, 'ল্যান্সলট গোব্বো, সোনা মানিক ল্যান্সলট গোব্বো তোমার পা দুটোর সদ্ব্যবহার করে ছুটে পালিয়ে যাও।' কিন্তু আমার বিবেক মশাই বলছেন, 'না, ভেবে দেখ সৎ ল্যান্সলট, ভেবে দেখ সৎ গোব্বো, পালিও না, বরং

পালানোর এই কাজটাকে ঘৃণা করো।' কিন্তু আমার শয়তানটা খুব সাহসী, এই সাহসী শয়তানটা আমায় পাততাড়ি গোটাতে বলছে। বলছে, 'যাও, পালিয়ে যাও। ভগবানের নামে বলছি মনে সাহস এনে পালিয়ে যাও।' এদিকে আবার আমার অন্তরের ঘাড়ের উপর ঝুলতে ঝুলতে বিবেকটা বিজ্ঞের মত উপদেশ দিচ্ছে, 'আমার সৎ বন্ধু ল্যান্সলট, তুমি একজন সৎ লোক। সতী নারীর সন্তান হয়ে পালিও না (আমার বাবা নিশ্চয় এমন একটা কিছু করেছিল যাতে তাঁর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়)। আমার শয়তান কিন্তু বলছে, 'পালিয়ে যাও।' এবার আমি বলি, 'হে শয়তান, তোমার পরামর্শই ঠিক। যদি আমি বিবেকের কথা শুনি, তাহলে আমার মনিব এই ইহুদী শয়তানটার কাছে থাকতে হয়। আর যদি এই ইহুদীটার কাছ থেকে পালিয়ে যাই, তাহলে শয়তানটার কথা শুনতে হয়। আমার শয়তানটা শয়তান হলেও ইহুদীটা হচ্ছে আরও বড় শয়তান, একেবারে শয়তানের মূর্ত প্রতীক। তাহলে আমার মতে আমার বিবেক নিশ্চয়ই খুব নিষ্করুণ, কারণ সে বিবেক আমায় এই শয়তান ইহুদীটার কাছে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে। আমার শয়তান কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর মতই ভাল পরামর্শ দিচ্ছে। হে বন্ধু শয়তান, আমি পালাব, আমার পদযুগল তোমারি আদেশমত পরিচালিত হবে। আমি পালাব।

ঝুরি হাতে বৃদ্ধ গোব্বোর প্রবেশ

গোব্বো। ওহে ছোকরা, আমার কথা শুনবে? মালিক ইহুদীর বাড়িটা কোন পথে একটু বলে দেবে?

ল্যান্সলট। (স্বগতঃ) হা ভগবান! এই হচ্ছে আমার আসল বাবা যে অন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে আমায় চিনতে পারছে না। আমি ওকে একটু ধোঁকা দেব।

গোব্বো। কই হে ভদ্র ছোকরা, ইহুদীর বাড়ি যাবার পথটা দেখিয়ে দাও না!

ল্যান্সলট। প্রথমে ডান দিকে যাবে। তার একটু পরে আবার বাঁ দিকে। তারপর কোনদিকে না ঘুরে সোজা চলে যাবে। তবে ইহুদীর বাড়ীটা যেতে একটু ঘুরতে হবে।

গোব্বো। হা ভগবান! এ যে বড় কঠিন পথ। আচ্ছা তুমি কি বলতে পার, ল্যান্সলট নামে এক ছোকরা ইহুদীর কাছে থাকত, সে এখন তার কাছে থাকে কি না?

ল্যান্সলট। ছোকরা ল্যান্সলটের কথা বলছ? (স্বগতঃ) এই আমাকে দেখ; এবার আমি জল ঘোলাব—তুমি ছোকরা মালিকপুত্র ল্যান্সলটের কথা বলছ?

গোব্বো। না মশাই না। আমি বলছি কোন এক গরীবের ছেলে ল্যান্সলটের কথা। তার বাবা খুব গরীব হলেও সৎ আর ভগবানকে ধন্যবাদ সে তেমনি সৎ ও গরীব হয়েই থাকতে চায়।

ল্যান্সলট। তার বাবার কথা ছেড়ে দাও, সে যা খুশি বলতে পারে। আমি বলছি ছোকরা মনিবপুত্র ল্যান্সলটের কথা।

গোব্বো। দয়া করে আমায় ল্যান্সলটের কথা বল।

ল্যান্সলট। আমিও তাই তোমাকে মিনতি করছি, দয়া করে মালিকপুত্র ল্যান্সলটের কথা বলো প্রথমে।

গোব্বো। আমাকে ল্যান্সলটের কথা বলো, তারপর বলবে তার মালিকের কথা।

ল্যান্সলট। তার মানেই মালিক ল্যান্সলটের কথা। তার কথা আর বলো না কর্তা, কারণ সেই ছোকরা ভদ্রলোক নিয়তির বিধানে মারা গেছে। ভাল কথা বলতে গেলে, স্বর্গে গেছে।

গোব্বো। ভগবান যেন তা না করেন। ছেলেটা ছিল আমার শেষ বয়সের সম্বল।

ল্যান্সলট। আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, আমি কি তোমার অন্ধের যষ্টী অথবা কোন অবলম্বন হতে পারি? আমাকে কি চিনতে পারছ কর্তা?

গোব্বো। আমি এখন অক্ষম হয়ে পড়েছি। তোমাকে চিনতে পারছি না। তবু আমার অনুরোধ, বলো আমার ছেলে (ভগবান তার আত্মার সদ্গতি করুন) বেঁচে আছে কি না।

ল্যান্সলট। আমাকে কি চিনতে পারছ না বাবা?

গোব্বো। হায়, আমি কানা, তোমাকে চিনতে পারছি না।

ল্যান্সলট। তাই বটে। কিন্তু যদি তোমার চোখ থাকত, তাহলেও হয়ত তুমি আমায় ঠিক চিনতে পারতে না, কারণ একমাত্র প্রকৃত পিতারাই তাদের ছেলেকে চিনতে পারে। আচ্ছা বুড়োকর্তা, আমি তোমায় প্রকৃত ছেলের খবর দেব, আমায় আশীর্বাদ করো। সত্য একদিন প্রকাশ হবেই। হত্যাকাণ্ড যেমন বেশীদিন গোপন থাকে না তেমনি কারো ছেলেও বেশীদিন গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারে না। সত্যের মতই তা একদিন প্রকাশ পাবেই।

গোব্বো। আমার কথা শোন বাবা, একবার উঠে দাঁড়াও। তবে তুমি নিশ্চয়ই আমার ছেলে ল্যান্সলট নও।

ল্যান্সলট। যাক বাবা, এ নিয়ে আর ধোঁকাবাজি করে লাভ নেই। আমাকে তোমার আশীর্বাদ দাও। আমিই তোমার ছেলে ল্যান্সলট, যে একদিন তোমার ছেলে ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও।

গোব্বো। তুমি যে আমার ছেলে আমার তা ত মনে হয় না।

ল্যান্সলট। আমি তোমার ছেলে কিনা আমি তা জানি না। তবে আমিই ল্যান্সলট, ইহুদীর কাছে কাজ করি আর তোমার স্ত্রী মার্গারী আমার মা।

গোব্বো। হ্যাঁ আমার স্ত্রীর নাম অবশ্য মার্গারীই বটে। তুমি যদি আমার ছেলে হও, আমার রক্তমাংস থেকে তোমার যদি জন্ম হয় তাহলে শপথ করব ভগবানের নামে। আবার ভগবানের কৃপায় তা হতেও পারে। তোমার মুখে দাড়ি হয়েছে কত! থুতনিতে এত চুল হয়েছে যে আমার ঘোড়া ডবিনের লেজে এত চুল নেই।

ল্যান্সলট। তাহলে বুঝতে হবে ডবিনের বয়স বাড়ছে না। সামনের দিকে না এগিয়ে পিছনের দিকে যাচ্ছে। যদি বয়স সত্যিই বাড়ে তাহলে আমি তার লেজে যত চুল দেখেছিলাম তার থেকে এখন নিশ্চয়ই বেশী চুল হয়েছে।

গোব্বো। হা ভগবান! তুমি কত বদলে গেছ! কিকরে তোমার সঙ্গে তোমার মালিকের বনিবনাও হচ্ছে? আমি তোমার মালিকের জন্যে একটা উপহার এনেছি। এখন তুমি কেমন আছ?

ল্যান্সলট। খুব ভাল, খুব ভাল। তবে আমার দিক থেকে আমি ঠিক করে ফেলেছি, আমি আর এখানে থাকব না, আমি অন্য কোথাও পালিয়ে না গেলে শাস্তি পাব না। আমার মনিব হলো হাড়ে হাড়ে একজন ইহুদী। তাকে দেবে উপহার! উপহার না দিয়ে তাকে গলায় ফাঁস লাগাবার জন্যে একগাছা দড়ি দাও। আমি তার কাছে চাকরি করছি কিন্তু আমার দেহের কি অবস্থা হয়েছে দেখ। আমার প্রতিটি হাড় পাঁজরা তুমি গুণে বলে দিতে পারবে। বাবা, তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে, আমি তাতে খুশি হয়েছি। তুমি যে উপহার এনেছ তা ব্যাসানিও নামে আর একজন মালিককে দাও। এই ব্যাসানিও চাকরদের পোষাক ও কতকগুলো বিরল সুযোগ সুবিধা দেন। আমি তার যদি চাকরি না করি তাহলে চলে যাব যেখানে খুশি। কী সৌভাগ্যের কথা, উনি এসে গেছেন। উপহারটা ওঁকেই দাও বাবা। যদি আমি আর ইহুদীর চাকরি করি তাহলে আমি নিজে একজন ইহুদীই নই।

দুই একজন অনুচরসহ ব্যাসানিও ও লিওনার্দোর প্রবেশ

ব্যাসানিও। তুমি এটা এইভাবে করতে পার। কিন্তু তোমায় এটা এত তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে বড় জোর পাঁচটার মধ্যে নৈশভোজনের সব আয়োজন তৈরি হয়ে যেতে পারে। এই সব চিঠিগুলো বিলি করা হয়ে গেলে এই পোষাক ও তকমাগুলো তৈরি করতে দেবে। আর গ্র্যাশিয়ানোকে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবে।

(একজন ভৃত্যের প্রস্থান)

ল্যান্সলট। এঁকেই দাও বাবা।

গোব্বো। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ব্যাসানিও। ধন্যবাদ! তুমি কি আমায় কিছু বলবে?

গোব্বো। এ হচ্ছে আমার ছেলে স্যার—একটি গরীব ছেলে—

ল্যান্সলট। না স্যার ঠিক গরীব নয়, এক ধনী ইহুদীর কর্মচারী যে আমার বাবার মতে—

গোব্বো। তার খুব ইচ্ছা হয়েছে স্যার আপনার চাকরি—

ল্যান্সলট। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার এই যে, আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার বাবা যেটা বলতে চান—

গোব্বো। কিছু মনে করবেন না স্যার, তার মালিক আর সে দুজনে হলো জ্ঞাতি ভাই—

ল্যান্সলট। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো এই যে, ইহুদীটা আমার উপর অত্যাচার করে আমার বাবাকে রাগিয়ে দিয়েছে, যতই হোক বুড়ো মানুষ ত। তাই আমার বাবা আমাকে আপনার হাতে—

গোব্বো। ঘুঘুর ছবি আঁকা আমার একটি ডিশ আছে। আমি সেই ডিশটা আপনাকে দান করতে চাই স্যার। আর আমার আবেদন হচ্ছে—

ল্যান্সলট। সংক্ষেপে কথা হলো, আবেদনটা আমার পক্ষে জানাতে যাওয়া বেয়াদবি করা। তাই আমার বাবা যিনি খুব বৃদ্ধ, গরীব অথচ সৎ এবং সরল তাঁকে দিয়েই জানাচ্ছি।

ব্যাসানিও। একজনে দুজনের কথা বলছে। তোমরা কি বলতে চাও?

ল্যান্সলট। আপনার কাছে চাকরি করতে চাই স্যার।

গোব্বো। আসল ব্যাপারটা এই স্যার।

ব্যাসানিও। আমি জানি তোমাকে। ঠিক আছে, তোমার আবেদন মঞ্জুর

করলাম। তোমার মনিব শাইলকের সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছে। তিনি তোমায় ছাড়তে চেয়েছেন। অবশ্য একজন ধনী ইহুদীর কাছে চাকরি করার থেকে আমার মত একজন গরীব ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করাটাকে তুমি যদি ভাল বলে মনে করো।

ল্যান্সলট। একটা পুরনো প্রবাদবাক্য আছে যাতে শাইলকের সঙ্গে আপনার পার্থক্যটা বেশ বোঝা যাবে। প্রবাদবাক্যটা হলো এই যে, আপনার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নেই, আর শাইলকের আছে অনেক কিছু; কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেই তার উপর।

ব্যাসানিও। বাঃ, তুমি বেশ কথা বলতে পার দেখছি। যান আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে চলে যান, গিয়ে পুরনো মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার বাসা খুঁজে বার করে নেবেন। (একজন ভৃত্যের প্রতি) ওকে একটা তকমা দাও। ভাল করে দেখে দাও।

ল্যান্সলট। চল বাবা। হলো ত, তোমরা ভাবতে আমি চাকরি পেতে পারি না। পাব কি করে, আমার কি কথা বলার ক্ষমতা আছে? (হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে) যদি সারা ইটালির মধ্যে কোন লোকের সুন্দর কোন বইএর টেবিল থাকে তাহলে আমার এই মালিকের ঘরেই থাকবে আর তাতে হবে আমারই লাভ। শোন বলি, এই ইটালিয় জীবনযাত্রা খুব সরল। তবে স্ত্রীর সংখ্যা কিছু বেশী। পনেরটা স্ত্রী একটা লোকের পক্ষে এমন কিছু না। যদি কোন লোক এগারোটা বিধবা আর নটা কুমারী মেয়ে নিয়ে ঘর করে তাহলে বলতে হবে তার জীবনযাত্রা সরল এবং সাদাসিধে। আর যদি সে গোটা তিনেক মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারে তাহলেও তার পক্ষে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না। নিয়তি যদি নারী হয় তাহলে নারীই হবে ভাগ্যলাভের যন্ত্র। চল বাবা। আমি এক নিমেষেই ইহুদীটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব।

(ল্যান্সলট ও বৃদ্ধ গোব্বোর প্রস্থান)

ব্যাসানিও। দেখ লিওনার্দো। ভাল করে ভেবে দেখ। এই সব জিনিস-গুলো দেখেশুনে কেনা হলেই এগুলো খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে। আজ রাত্রে আমি আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অতিথির সঙ্গে ভোজসভায় মিলিত হব। যাও তুমি।

লিওনার্দো। আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না তাতে।

গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। কোথায় তোমার মনিব ?

ল্যান্সলট। ঐ যে, ওখানে উনি পায়চারি করছেন। (প্রস্থান)

গ্র্যাশিয়ানো। মাননীয় ব্যাসানিও।

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো !

গ্র্যাশিয়ানো। তোমার কাছে আমার আবেদন আছে।

ব্যাসানিও। তা মঞ্জুর হয়ে গেছে।

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পার না। আমি তোমার সঙ্গে বেলমঁতে যাবই।

ব্যাসানিও। কেন, নিশ্চয় তুমি যাবে। তবে শোন গ্র্যাশিয়ানো, তুমি বড় উদ্দাম, বড় রূঢ় এবং যেখানে সেখানে যা তাই বলে ফেল। তোমার যে সব দোষগুলো তোমার মধ্যে বেশ ভালভাবে খাপ খেয়ে গেছে এবং যেগুলো আমাদের চোখে দোষ বলে মনেই হয় না, যারা তোমায় চেনে না তাদের সেগুলো খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। আমার কথা শোন, একটু কষ্ট করে তোমার এই উত্তপ্ত প্রকৃতির সঙ্গে একটু শালীনতার শীতলতা মিশিয়ে নাও। তা না হলে তোমার এই চঞ্চল ও অপরিণামদর্শী প্রকৃতি আর রূঢ় ও উদ্দাম ব্যবহারের জন্য আমাকেও সেখানকার লোকে ভুল বুঝতে পারে। সুতরাং সেখানে যে আশা নিয়ে যাচ্ছি সেখানে সে আশা পূরণ নাও হতে পারে।

গ্র্যাশিয়ানো। সিগনিয়র ব্যাসানিও শোন। যদি আমি ভালভাবে উপযুক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে না পারি, যদি আমি সম্মানের সঙ্গে কথা বলতে না পারি, এবং কথায় কথায় যা তাই বলে ফেলি বা শপথবাক্য উচ্চারণ করি পকেটে প্রার্থনা-পুস্তক রেখে, তাহলে আপত্তি করতে পার। কিন্তু আর না, এখন আমার চোখে মুখে দেখবে গুণের মহিমা। সুতরাং এখন তোমার টুপী উঠিয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বল, তথাস্তু। এখন যথাযোগ্য ভদ্রতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং আমাকে এমন একজন দুঃখবাদী দার্শনিক হিসেবে মনে করবে যে বুড়োদের খুশি করতে পারবে। তা যদি না পারি তাহলে আমায় আর কখনো বিশ্বাস করবে না।

ব্যাসানিও। ঠিক আছে, আমরা তোমার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

গ্র্যাশিয়ানো। কিন্তু আজকের রাতটা ছেড়ে দাও। আজ রাতে আমি কি করি না করি তা যেন তুমি বিচার করো না।

ব্যাসানিও। না না, ও কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমায় বরং আরও সাহসের সঙ্গে ভাল করে আমোদ প্রমোদ করতে বলব কারণ আমাদের অতিথি বন্ধুরা আজ আনন্দের জন্যই আসছেন। যাক এখনকার মত বিদায়। আমার কিছু কাজ আছে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমাকে এখন লরেঞ্জো ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু নৈশভোজনের সময় আবার দেখা হবে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। শাইলকের বাড়ি।

জেসিকা ও ল্যান্সলটের প্রবেশ

জেসিকা। তুমি আমার বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে, এতে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমাদের বাড়িটা যেন আস্ত নরক; একমাত্র তুমিই তোমার হাসি খুশি দিয়ে এ বাড়ির ক্লান্তিকর অস্বস্তির কিছুটা দূর করে দিতে। যাই হোক, যাচ্ছ যখন বিদায়। এই নাও একটা ডুকেট। আর একটা কথা ল্যান্সলট, শীঘ্রই নৈশভোজনের সময় তুমি তোমার নতুন মালিকের অতিথি হিসাবে লরেঞ্জোকে দেখতে পাবে। তাকে এই চিঠিটা দেবে। তবে খুব গোপনে এ কাজ করবে। সুতরাং এখন বিদায়। আমি চাই না আমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার এই কথা বলা দেখে ফেলুক।

ল্যান্সলট। বিদায়। চোখের জলে কথা ভারী হয়ে আসছে। তুমি হচ্ছ পেগানদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে মধুরস্বভাবা। কিন্তু যদি কোন খৃষ্টানের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয় তাহলে একেবারে ঠকে যাবে এখন বিদায়। এখন চোখের জলে আমার মানবোচিত তেজের অনেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিদায়।

জেসিকা বিদায় ল্যান্সলট। আমি আমার পিতার সন্তানরূপে পরিচয় দিতে লজ্জা পেয়ে কী ভয়ঙ্কর পাপের কাজই না করছি। কিন্তু এটা ত ঠিক, আমি রক্তের দিক থেকে আমার পিতার সন্তান হলেও তার স্বভাবের দিক থেকে না। ও লরেঞ্জো, যদি তুমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো তাহলে আমি আমার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করব এবং তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী হব। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ

গ্র্যাশিয়ানো, লরেঞ্জো, স্যালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ

ল[illegible]। না, নৈশভোজনের সময় আমরা একবার হঠাৎ সরে পড়ব।

আমার বাসায় এসে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকব। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে যাব।

গ্র্যাশিয়ানো। আমরা কিন্তু তার জন্য কোন আয়োজন করিনি।

স্যালারিও। আমরা এখনো পর্যন্ত মশালবাহকদের সঙ্গে কোন কথা বলিনি।

সোলানিও। যদি এটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয় তাহলে সেটা খারাপই হবে। তার থেকে না করাই বরং ভাল।

লরেঞ্জো। এখন মাত্র বেলা চারটে বাজে। এখনো তৈরি হয়ে নিতে দু ঘণ্টা সময় আছে।

একটি চিঠি হাতে ল্যান্সলটের প্রবেশ

এস বন্ধু ল্যান্সলট। কি খবর ?

ল্যান্সলট। চিঠিটা খুললেই বুঝতে পারবেন এবং খুশি হবেন।

লরেঞ্জো। আমি জানি এটা একটা সুন্দর খাম। যে হাত এই খাম লিখেছে সে হাত এর কাগজের থেকেও সুন্দর।

গ্র্যাশিয়ানো। প্রেমপত্র নিশ্চয়ই।

ল্যান্সলট। এবার তাহলে আসি স্যার।

লরেঞ্জো। এখন কোনদিকে যাবে ?

ল্যান্সলট। এখন আমি আমার পুরনো মনিবের কাছ থেকে বিদায় নেব, তারপর আমার নতুন খৃষ্টান মনিবের কাছে নৈশভোজন করব।

লরেঞ্জো। এধারে এস। এটা নাও। জেসিকাকে বলবে তার প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনই ভঙ্গ করব না। তবে কথাটা গোপনে বলবে ; এখন যাও। (ল্যান্সলটের প্রস্থান) আজ রাত্রে মুখোশনৃত্যের জন্য তৈরি হবে কি ? আমি তাহলে মশাল বাহকের কাজ করব।

স্যালারিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেখানে সোজা চলে যাব।

সোলানিও। আমিও যাব।

লরেঞ্জো। তাহলে কয়েক ঘণ্টা পরে গ্র্যাশিয়ানোর বাসায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।

স্যালারিও। তাহলে ত ভালই হয়। আমরা নিশ্চয়ই দেখা করব।

(স্যালারিও ও সোলানিওর প্রস্থান)

গ্র্যাশিয়ানো। আচ্ছা ও চিঠিটা জেসিকার কাছ থেকে এসেছে না ?

লরেঞ্জো। তোমাকে অবশ্যই সব কথা খুলে বলতে হবে। আমি তাকে

তার বাবার বাড়ি থেকে কিভাবে উদ্ধার করব সে বিষয়ে আলোচনা করেছে এ চিঠিতে। সে লিখেছে, কী পরিমাণ সোনা ও মণিমুক্তো তার কাছে আছে, ক'জন চাকর তার হাতে আছে। আরও লিখেছে যদি তার বাবা ইহুদী স্বর্গলাভ করতে পারে ত তার মেয়ের জন্যেই পারবে। সে একজন নাস্তিক ইহুদীর কন্যা এই অজুহাতে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে—এর আগে কখনো এ রকম বিপদে পড়েনি। এস আমার সঙ্গে। পথে যেতে যেতে চিন্তা করো কি করা যায়। সুন্দরী জেসিকার সৌন্দর্যের আলোই জ্বলন্ত মশাল রূপে আমায় পথ দেখাবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। শাইলকের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

শাইলক ও ল্যান্সলটের প্রবেশ

শাইলক। ঠিক আছে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। তোমার চোখ দিয়ে দেখেই বুঝতে পারবে, বুড়ো শাইলক আর ব্যাসানিওর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ' কিন্তু জেসিকা—তুমি কি আগে যেমন আমার সঙ্গে……তেমন করবে না। শুধু নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে আর……শান জেসিকা, আমার কথার উত্তর দাও।

ল্যান্সলট। কেন, জেসিকা!

শাইলক। কে তোমায় ডাকতে বলেছে? আমি তোমায় ডাকতে বলিনি।

ল্যান্সলট। আপনি তাড়াতাড়ি করছিলেন। তাই শুনে আমি না ডেকে পারলাম না।

জেসিকার প্রবেশ

জেসিকা। আমায় ডাকছ? কি বলবে?

শাইলক। আমার রাতের খাওয়ার নেমন্তন্ন আছে জেসিকা। এই আমার সব চাবি রইল। কিন্তু কোথায় যাব? ওরা আমায় ভালবেসে ডাকে না। আমাকে তোষামোদ করে। তবু কিন্তু আমি যাব, অমিতব্যয়ী খৃষ্টানদের কিছু খসিয়ে বা খরচ করে আসব। জেসিকা মা আমার, বাড়ি ঘর দেখবে। আমার কিন্তু মোটেই মন সরছে না। কারণ গতরাতে একটা অস্বস্তি আমার বিশ্রামের নিবিড়তাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। গতরাতে আমি আমার টাকার কলের স্বপ্ন দেখেছি।

ল্যান্সলট। আমি বলছি স্যার আপনি যান। আমার তরুণ মনিব এমন ভাবে লক্ষ্য রাখছেন যে তিনি অবশ্যই আপনার বকুনি খাবেন।

শাইলক। আমিও তাই মনে করি।

ল্যান্সলট। আমার মনে হয় তারা ষড়যন্ত্র করেছে একসঙ্গে। আমার যতদুর মনে হয় আপনি মুখোশ নৃত্য দেখবেন না। যদি তা দেখেন, তাহলে মনে রাখবেন আমার একবার সকাল ছটার সময় 'ব্ল্যাক মনডে' দেখতে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে, আর একবার বিকালে 'এ্যাশ ওয়েডনেসডে' দেখতে গিয়ে ঝগড়া হয়।

শাইলক। কী, ওখানে আবার মুখোশ নৃত্য হচ্ছে নাকি। শোন জেসিকা, বাড়ির দরজাগুলো সব তালা বন্ধ করে দাও। আর যখনি তুমি ঢাকের শব্দ আর লম্বা ঘোরানো বাঁশির সুর শুনবেতখন জানালার কাছে যাবে না অথবা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে চকচকে মুখওয়ালা বোকা খৃষ্টানগুলোকে দেখবে না। তার চেয়ে আমার বাড়ির সব জানালাগুলো বন্ধ করে দেবে। এই সব উচ্ছল চটুল নাচগানের শব্দ যেন আমার বাড়িতে না ঢোকে। জ্যাকবের নামে শপথ করে বলছি, আজ রাতে ভোজসভায় যোগদান করার মত মন আমার নেই। তবু আমি একবার যাব। কই, আমার আগে আগে চল দেখি। আমি এখনি চলে আসব।

ল্যান্সলট। আমি আগে যাব স্যার। আচ্ছা দিদিমণি, তুমি তাহলে মুখ বাড়িয়ে দেখ জানালা দিয়ে আমরা কেমন করে যাচ্ছি।

এই পথে এইখানে একজন খৃষ্টান আসবেই।
ইহুদীকন্যার এক প্রেমময় অন্তর সে কাড়বেই। (প্রস্থান)

শাইলক। হাঘরের হাভাতের বেটা লোকটা কি বলল রে?

জেসিকা। ও বলল, বিদায় দিদিমণি। আর কিছু না।

শাইলক। বেটার মনটাতে দয়া মায়া আছে। কিন্তু খুব বেশী খায়, আর দিনের বেলায় বনবিড়ালের থেকে বেশী ঘুমোয়। আমার বাড়িটা ত আর অলস অন্যের শিরে বসে খাওয়া পুরুষ মৌমাছির মৌচাক বা আস্তানা নয়। সুতরাং ওকে আমায় ছাড়তেই হলো আর ও এখান থেকে যাচ্ছে এমন একজনের কাছে যার ঋণ করা টাকা ফুরিয়ে যেতে ও সাহায্যই করবে। আচ্ছা জেসিকা, তুমি ভিতরে যাও। হয়ত আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। যা যা বলেছি সব করবে। দরজা-গুলো সব বন্ধ করে দাও। যেমন বাঁধবে তেমনি পাবে এ প্রবাদবাক্যটা কখনো পুরোন হয় না।

(প্রস্থান)

জেসিকা। বিদায়। কিন্তু আমিও বলে দিচ্ছি। আমার ভাগ্যের পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে দেখবে তোমার মেয়ে আর নেই।

ষষ্ঠ দৃশ্য। ভেনিস। শাইলকের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

মুখোশধারীদের সঙ্গে গ্র্যাসিয়ানো ও স্যালারিওর প্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। এই সেই গরাদখানার মত বাড়িটা যার তলায় লরেঞ্জো আমাদের দাঁড়াতে বলেছিল।

স্যালারিও। তার আসার সময় ত প্রায় কেটে গেছে।

গ্র্যাশিয়ানো। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে, সে একজন প্রেমিক হয়েও ঠিক সময়ে এল না, কারণ সাধারণতঃ প্রেমিকরা ত ঘড়ির আগে আগে যায়।

স্যালারিও। প্রেমদেবতা ভেনাসের পায়রার থেকে দশগুণ দ্রুতগতি হয় প্রেমিকরা যখন তারা তাদের প্রেমিকাদের অনুকম্পালাভের জন্য তাদের কাছে যায়।

গ্র্যাশিয়ানো। তা বটে। তবে কে আবার কোন ভোজসভায় প্রচুর খাওয়ার পর সমান ক্ষিদে নিয়ে খেতে বসে? এমন কোন ঘোড়া আছে কি যে তার অতিক্রান্ত পথ ক্লান্তভাবে সমান উদ্যমে আবার অতিক্রম করে? সব ব্যাপারেই দেখবে মানুষ যে উদ্যম নিয়ে কোন কিছু লাভের জন্য চেষ্টা করে ঠিক সেই উদ্যম নিয়ে তা ভোগ করতে পারে না। আরও দেখবে পুরাণের সেই অমিতব্যয়ী উচ্ছল যুবকের মত কোন জাহাজ পাল তুলে তার দেশের বন্দর যে উদ্যম নিয়ে ত্যাগ করে, অজস্র ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত হয়ে সে যখন আবার ফিরে আসে তখন কি তার সে উদ্যম থাকে, তার দেহটাও কি সেই অনেক কষ্ট-পাওয়া পোড়-খাওয়া অমিতব্যয়ী ছোকরার মত শুকনো ও হাড়-জিরজিরে হয়ে যায় না?

লরেঞ্জোর প্রবেশ

স্যালারিও। এই যে লরেঞ্জো এসে গেছে, এর পর আমার কথা হবে।

লরেঞ্জো। বন্ধুগণ, আমার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে যে ধৈর্য তোমরা দেখিয়েছ তার জন্য সত্যিই ধন্যবাদ তোমাদের। তবে আমি ইচ্ছে করে দেরি করিনি, আমার কতকগুলো জরুরী কাজের জন্যই দেরি হয়ে গেল আর তার জন্যই অপেক্ষা করতে হলো তোমাদের। তোমরা যখন স্ত্রীচুরির খেলা খেলবে তখন আমিও ততক্ষণ ধরেই তোমাদের খেলা দেখব যতক্ষণ

তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলে। এগিয়ে এস। এই বাড়িতেই আমার শ্বশুর ইহুদী থাকে। কই, কে আছ ভিতরে ?

পুরুষের পোষাক পরিহিত অবস্থায় জেসিকার উপরের জানালায় আবির্ভাব

জেসিকা। কে তুমি ? ঠিক করে বল আমায়। তোমার কথা শুনেই চিনতে পারব আমি।

লরেঞ্জো। আমি হচ্ছি তোমার প্রণয়পাত্র লরেঞ্জো।

জেসিকা। লরেঞ্জো, সত্যি তুমি ? আমার ভালবাসার ধন। পৃথিবীতে তোমার মত আর কাউকে ভালবাসি না আমি। আর আমি যে একমাত্র তোমারি একথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

লরেঞ্জো। একমাত্র ঈশ্বর আর তোমার মনই জানে তুমি কার।

জেসিকা। এই কৌটোটা ধর। এতে আমাদের সব কষ্টের দাম পুষিয়ে যাবে। এখন রাত্রি এবং এইজন্য তুমি আমায় ঠিক মত দেখতে পাচ্ছ না; এতে আমি খুশিই হয়েছি, একরকম ভালই। অবশ্য প্রেম মাত্রই অন্ধ এবং প্রেমিকরা তাদের ছোটখাটো কত বোকামির কাজ দেখতেই পায় না। প্রেমদেবতা যদি অন্ধ না হত, যদি সে সব কিছু দেখতে পেত তাহলে আমার এই পুরুষের বেশ দেখে সে নিজেই লজ্জায় মলিন হয়ে উঠত।

লরেঞ্জো। নেমে এস। তুমি আমার মশাল ধরবে।

জেসিকা। কী! আমি কি আমার নিজের লজ্জার বস্তুকে আলোক-বর্তিকার দ্বারা নিজেই প্রতিভাত করে তুলব ? লজ্জার বস্তুকে কখনো ঢেকে রাখা যায় না; তারা নিজেরাই একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া প্রেমের কাজই হলো প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ করা। সুতরাং আমি এমনি ছদ্মবেশেই থাকব।

লরেঞ্জো। তাই থেকো প্রিয়তমা। যুবকের সুন্দর পোষাক পরেই থাক। কিন্তু যে বেশেই থাক, চলে এস তাড়াতাড়ি। কারণ রাত্রি বেশ ঘন হয়ে উঠেছে আর পলাতক মানুষের মত দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। তার উপর আমাদের ব্যাসানিওর ভোজসভায় যোগদান করতে হবে।

জেসিকা। আমি খুব তাড়াতাড়ি দরজাগুলোকে খুলে বেরিয়ে আসছি। আরো কিছু টাকা-কড়ি নিয়ে আমি সরাসরি এখনি চলে আসছি তোমার কাছে। (উপরের জানালা হতে জেসিকার অন্তর্ধান)

গ্র্যাশিয়ানো। এখন সে এমনই শান্ত হয়ে উঠেছে যে সত্যি কথা বলতে কি, এখন তাকে দেখে ইহুদী বলে মনেই হয় না।

লরেঞ্জো। সে যেই হোক আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি। কারণ সে বিজ্ঞ; আমার বিচারবুদ্ধি বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার চোখের দৃষ্টির মধ্যে যদি কোন সততা থাকে তাহলে বলতে হয় সে সুন্দর। আর সে যে সত্যবাদী তা আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সে বিজ্ঞ এবং বিদুষী, সে সুন্দরী এবং সত্যবাদী। সুতরাং সে আমার আত্মার সিংহাসনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

নীচে জেসিকার প্রবেশ

কী, তুমি এসে গেছ? চল, চল, তোমরা সব চল। আমাদের নাচের সাথী এসে গেছে। (জেসিকা ও স্যালারিওর সঙ্গে লরেঞ্জোর প্রস্থান)

এ্যাণ্টনিওর প্রবেশ

এ্যাণ্টনিও। কে ওখানে?

গ্র্যাশিয়ানো। সিগনিয়র এ্যাণ্টনিও?

এ্যাণ্টনিও। হি, হি, গ্র্যাশিয়ানো, বাকি সব গেল কোথায়? এখন ন'টা বাজে; আমাদের বন্ধুরা সব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ রাতে আর মুখোশনাচ হবে না। ঝড় আসছে। এইমাত্র ব্যাসানিও জাহাজে চড়বে। আমি তোমাকে খোঁজার জন্য কুড়িজন লোক পাঠিয়েছি।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি তাতে খুশি। জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন আনন্দ আমি চাই না। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। বেলমণ্ট। পোর্শিয়ার বাড়ি।

বাদ্যধ্বনি। মরোক্কোর যুবরাজ ও তার দলবলের সঙ্গে পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। যাও, পর্দাটা টেনে সরিয়ে দাও আর এই মহান যুবরাজকে কৌটোগুলো দেখাও। এবার আপনি পছন্দ করুন।

যুবরাজ। প্রথম কৌটোটি হচ্ছে সোনার এবং এর উপর লেখা আছে, 'যে আমাকে পছন্দ করবে, সে পাবে বহু লোকের আকাংখিত এক বস্তু।' দ্বিতীয়টি হচ্ছে রূপোর, যার উপর লেখা আছে একটি প্রতিশ্রুতির কথা, 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে পাবে তার যথাযোগ্য যোগ্যতার দাম।' তৃতীয়টি হচ্ছে পুরো সীসে দিয়ে তৈরি যাতে একটি সতর্কবাণী লেখা আছে, 'যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব হারাতে হবে।' কেমন করে আমি জানব, কোনটা পছন্দ করা ঠিক হবে।

পোর্শিয়া। এর মধ্যে একটাতে আমার একটা ছবি আছে যুবরাজ। সেটা পছন্দ করলে আমি তোমারি হব।

যুবরাজ। আমার বিহ্বল বিচারবুদ্ধিকে চালিত করার জন্য কোন দেবতার প্রয়োজন। যাই হোক, লেখাগুলো আর একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সীসের কৌটোটা কি বলে? 'যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব দিতে হবে ও হারাতে হবে।' দিতে হবে—কি জন্য? সীসের জন্য? সামান্য সীসের জন্য সবকিছু হারাতে হবে! এই কৌটোটা পরিস্কার ভীতি প্রদর্শন করছে; বড় বড় ও ভাল ভাল সুযোগ সুবিধার আশাতেই মানুষ অনেক কিছু হারাবার ঝুঁকি নেয়। সোনার মত মূল্যবান কোন মন কখনো বাজে জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আমিও সামান্য সীসের জন্য কোন কিছু দেবও না বা হারাবও না। রূপোর কৌটোটা কি বলে তার কৌমার্যশুভ্র বর্ণের চাকচিক্য নিয়ে? বলে, 'যে আমাকে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতার উপযুক্ত মুল্য পাবে।' যতটুকুর সে যোগ্য ঠিক ততটুকুই পাবে! থাম থাম মরোক্কোর যুবরাজ, সমমূল্যের বস্তুর মাপকাঠিতেই তোমার মুল্য যাচাই করা উচিত। ঠিকমত যদি তোমার মুল্য যাচাই হয় তাহলে বলতে হয় তুমি অনেক কিছুর যোগ্য, তোমার যোগ্যতা অনেক; কিন্তু সেই অনেক কিছু কেবল মাত্র ওই নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তবু যদি ভয়ে এই নারীকেই আমার যোগ্যতার চরম মুল্য বলে মনে করি তাহলে আমার দুর্বল মনেরই পরিচয় দেওয়া হবে। আমি ঠিক যতটুকু পাবার যোগ্য ঠিক ততটুকুই পাব। কিন্তু একমাত্র নারী ছাড়া আর কিছুর কি আমি যোগ্য নই? আমার উচ্চ বংশমর্যাদা, আমার অতুলনীয় ধনসম্পদ, আমার সহজাত গুণাবলী—বিশেষ করে আমার অকৃত্রিম প্রেম—এই সব দিক দিয়েই ত আমি তার যোগ্য। যদি আমি আর না এগিয়ে এই কৌটোটাকেই পছন্দ করি? কিন্তু সোনার কৌটোটার গায়ে কি কথা খোদাই করা আছে তা আর একবার দেখা যাক। লেখা আছে, 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে সকলের আকাঙ্খিত ধনকে পাবে। তাহলে এ কি সেই নারী জগতের, অসংখ্য মানুষ যাকে কামনা করে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এই মানবদেহধারিণী দেবীর বেদীতলকে চুম্বন করার জন্য দলে দলে ছুটে আসে। কত যুবরাজ হাইক্রেন ও আরবের বিশাল মরুভূমি পার হয়ে এসে পোর্শিয়ার একবার দেখা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠে। সুন্দরী পোর্শিয়াকে

দেখার জন্য দলে দলে যে সব বিদেশীরা আসে সীমাহীন সমুদ্রের গগনচুম্বী তরঙ্গমালাও তাদের গতিরোধ করতে পারে না। বরং ওই সব ভয়াবহ সমুদ্রকে তারা ছোট ছোট নদী বলে মনে করে। এই তিনটে কৌটোর একটাতে সেই সুন্দরী পোর্শিয়ার এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরা ছবি আছে। সীসের কৌটোটাতেই কি সেই ছবি আছে? এই নীচ কথাটা ভাবাও পাপ। কবরের মধ্যে তার মত একটা জীবন্ত মানুষের কাপড় খুঁজতে যাওয়া খুবই অন্যায়। অথবা যদি ভাবি সে আছে এই রূপোর কৌটোর মধ্যে, তাই বা কেমন করে হয়' যে রূপো পাকা খাঁটি সোনার থেকে দশগুণ কমদামী তার মধ্যে তাকে আশা করাও একরকম পাপের কাজ। এত মূল্যবান এক রত্ন কখনো সোনার থেকে কম মূল্যবান জিনিসে থাকতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে এক ধরণের মুদ্রা পাওয়া যায় যাতে সোনার ছাপ মারা এক দেবদূতের ছবি আছে। কিন্তু তাতে দেবদূতের ছবিটা খোদাই করা মাত্র। আর এখানে এক দেবদূত এর ভিতরে শুয়ে আছে এক স্বর্ণশয্যায়। দাও আমাকে এই কৌটোটার চাবি দাও। আমি এটাকে বেছে নিলাম। আর এর দ্বারাই যতদূর পারি আমি সমৃদ্ধ হতে চাই জীবনে।

পোর্শিয়া। এই নাও দেখ যুবরাজ, এর ভিতর আমার কোন চিহ্ন বা প্রতিকৃতি আছে কিনা। যদি তা থাকে তাহলে আমি হব তোমারি।

(যুবরাজ সোনার কৌটটি খুলল)

যুবরাজ। হায়! কী দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে! একেবারে খালি, মৃত্যুর মত শূন্য। শুধু তার মাঝে গুটোন রয়েছে এক টুকরো কাগজ। দেখি কি লেখা আছে এর মধ্যে।

যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়
একথা বহুবার বহু লোককে বলতে শুনেছ;
আমার বহিরঙ্গকে শুধু দেখার জন্য
বহু লোক তাদের জীবন ত্যাগ করেছে।
তাদের সমাহিত মৃতদেহকে পোকায় কেটেছে দীর্ঘদিন ধরে।
তোমার বয়স কম হলেও বিচারবুদ্ধিতে তুমি যদি
প্রাচীন হতে তাহলে কখনই এটা পছন্দ করতে না।
যাই হোক বিদায়।
কারণ তোমার প্রেমনিবেদন অতীব ভ্রান্তিশীতল।

সত্যিই ভুল এবং আমার সব শ্রমের ফল বিনষ্ট হলো। সুতরাং বিদায় যত আনন্দের উত্তাপ, এবার আসুক শুধু দুঃখের কুয়াশা। বিদায় পোর্শিয়া, আমার অন্তর দুঃখে এমনই ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন যে আমি যেতেই পারছি না। যাদের এইভাবে পরাভব মেনে নিতে হয় তাদের এমনি ভারাক্রান্ত হৃদয়েই বিদায় নিতে হয়।

(দলবলসহ মরোক্কোর যুবরাজের প্রস্থান। বাদ্যধ্বনি)

পোর্শিয়া। যাক বাবা বাঁচলাম। পর্দাটা টেনে দাও। তারপর চলে যাও। এইভাবে আমার সব পাণিপ্রার্থীই যেন আমাকে বেছে নেয়।

অষ্টম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

স্যালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ

স্যালারিও। কী বলছ! আমি ব্যাসানিওর জাহাজ ছাড়তে দেখেছি। তার সঙ্গে গ্র্যাশিয়ানোও গেছে।

সোলানিও। শয়তান ইহুদীটা চেঁচামেচি করে ডিউককে জাগিয়ে তোলে। ডিউকও তার সঙ্গে ব্যাসানিওর জাহাজে তদন্ত করার জন্য যায়।

স্যালারিও। তাঁর আসতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তখন ডিউক আবার খবর পান যে শহরের কোন এক গণ্ডোলাতে লরেঞ্জো আর তার প্রিয়তমা জেসিকাকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তাছাড়া এ্যাণ্টনিও ডিউককে বলেছে, তারা নেই।

সোলানিও। রাজপথে চীৎকার করে বেড়ানো ঐ ইহুদী কুকুরটার মত এমন বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ আবেগ আর কখনো কারো দেখিনি। ও বলে বেড়াচ্ছিল, 'আমার মেয়ে', 'আমার ডুকেট!' হায়, হায়, আমার মেয়ে একজন খৃষ্টানের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। হায় আমার খৃষ্টান ডুকেট। হে আইন, হে বিচার! আমার মেয়ে আর ডুকেট উদ্ধার করে দাও। একটা নয়, দুটো সীলকরা টাকার থলি, আমার কাছ থেকে আমার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাছাড়া আছে রত্ন—দু দুটো মূল্যবান পাথর, তাও চুরি করেছে আমার মেয়ে। হে বিচার, যেমন করে হোক আমার মেয়েকে খুঁজে বার করো। এই সব রত্ন পাথর ও টাকা তার কাছেই আছে।'

স্যালারিও। ভেনিসের পথে পথে সে যখন এইভাবে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে, শহরের সব ছেলেগুলো তার পিছু নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলছে, আমার রত্ন, আমার মেয়ে, আমার টাকা।

সোলানিও। দেখ আবার এ্যাণ্টনিও কি করে। ও আবার এর ক্ষতিপূরণ দিতে যাবে না ত।

স্যালারিও। মনে করে দিয়েছ ভালই করেছ। গতকাল এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মাঝখানে সমুদ্রের যে প্রণালী আছে তাতে আমাদের দেশের এক পণ্যবাহী জাহাজ ডুবে গেছে। সে যখন আমায় কথাটা বলছিল তখন আমার এ্যাণ্টনিওর কথা মনে পড়ল। তবে মনে মনে ভগবানকে জানালাম, এ জাহাজ যেন এ্যাণ্টনিওর না হয়।

সোলানিও। তুমি যা শুনেছ তা এ্যাণ্টনিওকে বললে ভাল করতে। তবে হঠাৎ কিছু বলে বসো না। তাতে ও দুঃখ পেতে পারে।

স্যালারিও। এ্যাণ্টনিওর থেকে বেশী দয়ালু কোন লোক পৃথিবীতে কোনদিন এসেছে বলে আমার জানা নেই। এ্যাণ্টনিওর কাছ থেকে ব্যাসানিওর বিদায় নেবার দৃশ্যটা আমি দেখেছি। ব্যাসানিও তাকে বলল, সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আসবে। তখন এ্যাণ্টনিও উত্তর করল, তা করো না, আমার জন্য তোমার কাজের ক্ষতি করো না। তোমার কাজ ভালভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে থাকবে। ইহুদীর কাছে ঋণের যে বন্ধকী আছে, তুমি তোমার প্রেমের কথা ছেড়ে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। মনটাকে খুশি রাখবে, সেখানে তুমি এমন চিন্তা করবে এবং প্রেমের এমন সব বহিঃপ্রকাশের পরিচয় দেবে যা তোমাকে সেখানে উপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে এবং যাতে তোমার বিয়েটাও হয়ে যেতে পারে। কথা বলতে বলতে জলে ভরে উঠল এ্যাণ্টনিওর চোখগুলো। সেই অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে এক আশ্চর্য মমতাপুর্ণ স্নেহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল ব্যাসানিওর সঙ্গে। এইভাবে তারা বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে।

সোলানিও। আমার মনে হয় ও যেন ব্যাসানিওর জন্যেই বেঁচে আছে। ব্যাসানিওর প্রতি তার ভালবাসার খাতিরে যেটুকু দরকার ও যেন ঠিক ততটুকুই ভালবাসে পৃথিবীকে। আমার অনুরোধ, চল দেখি, তাকে খুঁজে বার করি। তারপর কিছু না কিছু আনন্দ বা হাসি দিয়ে তার দুঃখের বোঝাটা কিছু হালকা করি।

স্যালারিও। চল তাই করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি

নেরিসা ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ

নেরিসা। নাও, দয়া করে তাড়াতাড়ি করো দেখি। পর্দাটা সরিয়ে দাও। এখনি আরাগনের যুবরাজ আসছেন তাঁর নির্বাচনের কাজ সারতে।

বাদ্যধ্বনি। দলবলসহ আরাগনের যুবরাজ ও পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। দেখুন যুবরাজ, এই সব কৌটোগুলো রয়েছে। আপনি যদি এর মধ্যে এমন একটি কৌটোকে বেছে নিতে পারেন যার মধ্যে আমি আছি কোন না কোনভাবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আর যদি তা না পারেন তাহলে আর কোন কথা না বলে এখনি এখান থেকে চলে যেতে হবে আপনাকে।

যুবরাজ। এ বিষয়ে আমি তিনটি প্রতিজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি। প্রথমতঃ আমি যে কৌটোটা বেছে নেব সেটা কারো কাছে খুলে দেখানো চলবে না। দ্বিতীয়তঃ যদি আমি ঠিক কৌটোটা বাছাই করতে না পারি তাহলে জীবনে আমি বিয়ের ব্যাপারে অন্য কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে কোন কথা বলব না। তৃতীয়তঃ যদি আমি আমার ভাগ্যপরীক্ষায় ব্যর্থ হই তাহলে আমি এখান থেকে তৎ ক্ষণাৎ চলে যাব।

পোর্শিয়া। যারাই এখানে আমার মত এক অযোগ্য মেয়ের জন্য এতবড় ঝুঁকি নিতে আসে তারাই এই শপথগুলো করে।

যুবরাজ। এইভাবে আমিও তাই করেছি। ভাগ্যদেবী যেন আমার অন্তরের আশা সফল করেন। সোনা, রূপো আর সীসের তিনটি কৌটো আছে। একটাতে বলেছে, যে আমাকে বেছে নেবে তাকে তার যথাসর্বস্ব দিতে ও হারাতে হবে। আমি যদি সব হারাই তাহলে তখন তোমার সৌন্দর্য নিয়েই বা কি করব? এবার দেখতে হবে সোনার কৌটোটায় কি লেখা আছে। এতে লেখা আছে: 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে পাবে বহু মানুষের আকাংখিত বস্তুকে।' বহু লোকে যা চায় অর্থাৎ সাধারণ জনগণ যা চায় তা কখনো ভাল হতে পারে না, কারণ সাধারণ মানুষ উপরকার রূপ দেখেই বিচার করে। তাদের চোখে যা ভাল লাগে তারা তাই পছন্দ করে, তার বেশী কিছু না। সাধারণ মানুষ কোন বস্তুর বাইরেটাই বড় করে দেখে, ভিতরটা বা তার আসল স্বরূপটা দেখে না এবং এইভাবে তারা ফাঁকা জায়গায় রোদ বৃষ্টি ঝড় ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঘর নির্মাণ করে। সাধারণ মানুষ যা পছন্দ করে

আমি তা পছন্দ করব না, কারণ সাধারণ মানুষের মনের নিচু স্তরে সহসা আমি নেমে গিয়ে বোকা বর্বর জনগণের সমান হতে পারব না। এবার রূপোর কৌটো, তুমি আবার কি বলছ? কি কথা লেখা আছে তোমার মধ্যে বল দেখি। লেখা আছে: 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অনুসারে মূল্য পাবে।' ভালই বলা হয়েছে। কারণ কে এমন পৃথিবীতে আছে যে কোন গুণের পরিচয় না দিয়েই সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করে? পৃথিবীতে কোন অযোগ্য ব্যক্তি যেন কোন সম্মান বা মর্যাদা না পায়। পৃথিবীতে কোন বিশাল ভূসম্পত্তি, কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কোন উচ্চপদের চাকরি কেউ কখনো ফাঁকি দিয়ে অন্যায়ভাবে লাভ করতে পারে না এবং যাঁরাই জীবনে প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি পেয়েছেন তাঁরা সকলেই তাঁদের গুণগত যোগ্যতার উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েই তা পেয়েছেন। তা যদি না হত তাহলে সবাই বড় হত জীবনে, তাহলে সবাই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে হুকুম করত, হুকুম তামিল করতে কেউ থাকত না, তাহলে সামান্য একজন চাষীও অকারণে প্রভূত সম্মানে ভূষিত হত! তাহলে কালের গর্ভ হতে কত পুরোন অকেজো সম্মান কুড়িয়ে এনে তাকে মেজে ঘষে চকচকে করে নতুন করে নিয়ে বেশ সস্তায় পাওয়া যেত; তার জন্য কোন গুণগত যোগ্যতার প্রয়োজন হত না। যাই হোক, এবার আমার নির্বাচনের কাজটা সারতে হবে। 'যে আমাকে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অনুসারেই মুল্য পাবে।' ঠিক আছে, এই কৌটোটাকেই আমি খুলব। দাও, এর চাবিটা দাও। খুলে দেখি আমার ভাগ্যে কি আছে। (রূপোর কৌটোটা খুলল)

পোর্শিয়া। (স্বগতঃ) এইটা বাছাই করার জন্য যত বেশী সময় তুমি ভাবলে তত মজুরি তুমি পেলে না।

যুবরাজ। কি আছে? মিটমিটে চোখো এক গবেট মুর্খ আমার বিধিনির্দিষ্ট ভাগ্যকে সূচিত করছে? পড়ে দেখি। পোর্শিয়ার সঙ্গে কত তোমার তফাৎ! আমার আশা এবং যোগ্যতার সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনা চলে না তোমার। কৌটোটার উপরে লেখা ছিল, 'যে আমাকে বেছে নেবে সে তার যোগ্যতা অনুসারেই দাম পাবে।' কিন্তু এই মুর্খের মাথাটা ছাড়া আর কিছুরই আমি যোগ্য না? এইটাই কি আমার একমাত্র পুরস্কার? এর থেকে আমার দেশের শূন্য মরুভূমিও কি ভাল না?

পোর্শিয়া। দেখুন, আপনি নিজে দোষ করে নিজেই তার বিচার করছেন।

মানুষ কখনো নিজের কাজের নিজেই বিচার করতে পারে না। এ দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ কাজ।

যুবরাজ। কি আছে দেখি। (পড়তে লাগল)

'সাতবার আগুনে পরীক্ষা করার জন্যে আমায়
সাতবার পরীক্ষা করে তবে আমায় বাছাই করেছে নির্ভুলভাবে।
এমন অনেক লোক আছে যারা আসল বস্তু ছেড়ে
ছায়াকে চুম্বন করে আর ছায়ার মতই সুখ পায়।
এমন অনেক নির্বোধ আছে যাদের উপরটা
রূপোর মত চকচকে; আর এও ঠিক তাই।
এইবার গ্রহণ করো শয্যাসঙ্গিনী স্ত্রীকে
অর্থাৎ আমার মাথাকে; আমার মাথার দ্বারাই এবার চলবে।
সুতরাং সরে পড় যত তাড়াতাড়ি পার।'

সেই ভাল, কারণ এখানে যত বেশীক্ষণ আমি থাকব ততক্ষণ বোকা রয়ে যাব। আমি যখন এখানে প্রেম নিবেদন করতে এসেছিলাম তখন আমি একটা বোকার মাথা নিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এখন আমার ঘাড়ে নিয়ে যাচ্ছি দুটো বোকার মাথা। বিদায় সুন্দরী! আমার দুর্ভাগ্য ধৈর্য সহকারে বহন করে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে যাব।

(দলবলসহ প্রস্থান)

পোর্শিয়া। এইভাবে আমার রূপের দীপশিখা আর একটি প্রজাপতিকে পুড়িয়ে মারল। এই সব মুর্খগুলো তাদের স্বেচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতার প্ররোচনায় অনেক কিছু পেতে এসে সব কিছু হারায়। তারা যে বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা শুধু হারাবার বুদ্ধি, লোকসানের।

নেরিসা। প্রাচীন প্রবাদবাক্যটা তাহলে শুধু কথার কথা না। প্রবাদটা হলো, ফাঁসিকাঠে ঝোলা আর ভাল স্ত্রী পাওয়া দুটোই ভাগ্যের কথা।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। দিদিমণি কোথায়?

পোর্শিয়া। এই যে এখানে। তুমি আবার কি বলবে মহাশয়?

ভৃত্য। দিদিমণি, বাড়ির সদর দরজার সামনে একজন ভেনিসীয় যুবক এসেছে তার মনিবের আগমনবার্তা নিয়ে। সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তার পর সে মূল্যবান উপহারও দিয়েছে। এমন প্রেমের দূত এর আগে আমি

কখনো দেখিনি ; তার মনিবের আগমনবার্তা নিয়ে আসা এই দুতের মত গ্রীষ্মের কোন মধুর বারতা নিয়ে কোন বসন্ত দিন কখনো আসেনি।

পোর্শিয়া। থাক থাক। খুব হয়েছে। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার জন্য এত বাক্য ব্যয় করছ যাতে মনে হচ্ছে ও যেন তোমার কোন নিকট আত্মীয়। এস, এস নেরিসা। চল দেখিগে, দ্রুতগতি প্রেমের দূত কিভাবে এসেছে।

নেরিসা। স্বয়ং প্রেমের দেবতা ব্যাসানিও, তোমার বাসনা যেন পূর্ণ হয়।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ

সোলানিও ও স্যালারিওর প্রবেশ

সোলানিও। এখন রিয়ালটোর খবর কি ?

স্যালারিও। এখনো অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে সেই খবরটাই শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এ্যান্টনিওর একটা পণ্যভরা জাহাজ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সমুদ্রে গুডউইন নামক জায়গায় এক মারাত্মক গুপ্ত পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, জায়গাটা নাকি ভয়ানকভাবে বিপজ্জনক এবং আরও বহু বড় বড় জাহাজ বিচূর্ণিত ও সমাহিত হয়ে আছে সেখানে। অবশ্য আমাদের কাছে আসা এই খবরটা যদি সত্যি হয়।

সোলানিও। এ খবর যেন মিথ্যাই হয়। সামান্য আদা চুরির কথা বা তৃতায় পক্ষের স্বামীর জন্য প্রতিবেশীর কাছে মায়াকান্না কাঁদতে থাকা কোন চটুলা রমণীর শোকের মত মিথ্যা হয় যেন এ খবর। তবে এ খবর সত্যি। কারণ অন্য কোন জাহাজের কথা কারো মুখে শোনা যায়নি বা সাধারণের আলোচনার এমন বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। হায় হায়! সৎ এবং সাধু এ্যান্টনিওর কী হলো! তার নামের উপর যদি আমি অন্য কোন শিরোনাম দিতে পারতাম।

স্যালারিও। যাক, এখন থাম ত। শেষ করো তোমার কথা।

সোলানিও। হ্যা! কি বলছ তুমি? কেন, আসল কথা হলো, শেষ কথা হলো, এ্যান্টনিওর জাহাজটা খোয়া গেল।

স্যালারিও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই যেন তার শেষ ক্ষতি হয়।

সোলানিও। এখন তাড়াতাড়ি আমায় 'তথাস্তু' কথাটা বলে নিতে দাও।

কারণ আমাদের প্রার্থনার মাঝে আবার কোন শয়তান এসে না পড়ে। কারণ দেখছি, এক ইহুদীর ছদ্মবেশে আসলে শয়তানই এদিকে আসছে।

শাইলকের প্রবেশ

কি খবর শাইলক? ব্যবসায়ীদের সময় এখন কেমন যাচ্ছে?

শাইলক। তোমরা জান, আমার মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার খবর ভালভাবেই জান।

স্যালারিও। তা অবশ্য জানি। আমার তরফ থেকে আমি এক দর্জিকে জানি যে তার পালিয়ে যাবার জন্য পাখা তৈরী করে দিয়েছিল।

সোলানিও। আর শাইলক নিজেও জানে পাখিটা কি ধরণের ছিল। ওই জাতের পাখিরা তাদের গর্ভধারিণী মাদের ছেড়ে পালায়।

শাইলক। এর জন্যে সে জাহান্নামে যাবে।

স্যালারিও। হ্যাঁ, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, শয়তান যদি তার বিচার করে।

শাইলক। আমার রক্তমাংসে গড়া আমারই সন্তান বিদ্রোহ করল।

সোলানিও। বিদ্রোহ কথাটা মরে পচে গেছে, ওকথা ভুলে যাও। আজ-কালকার দিনে ও কথার কোন মানেই হয় না।

শাইলক। আমি বলছি আমার মেয়ে হচ্ছে আমারই রক্তমাংস।

স্যালারিও। হাতীর দাঁতের সঙ্গে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের যেমন তফাৎ, তোমার মাংসের সঙ্গে তোমার মেয়ের মাংসেরও তেমনি তফাৎ। সাদা মদের সঙ্গে লাল মদের যেমন তফাৎ, তেমনি তোমার রক্তের সঙ্গে তার রক্তের তফাৎ। কিন্তু সে কথা যাক, সমুদ্রে এ্যাণ্টনিওর কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না তুমি জান?

শাইলক। এদিকেও আমার আবার বিপদের উপর বিপদ। সে এখন এক দেউলে হয়ে যাওয়া অমিতব্যয়ী লোকের মত রিয়ালটোতে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। আসলে ভিখিরি হয়েও যে দর্পের সঙ্গে প্রায়ই বাজারে আসত আজ সে কোথা! এখন বণ্ডের কথাটা তাকে ভাবতে বল। আগে সে প্রায়ই আমায় সুদখোর বলে গাল দিত, এখন তাকে বণ্ডের কথাটা মনে করিয়ে দাও। আগে সে আমায় বারবার খৃষ্টীয় সৌজন্যের খাতিরে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে বলত। এখন তার বণ্ডের দিকে তাকে তাকাতে বল।

স্যালারিও। তবে বণ্ডের কথামত যদি টাকা দিতে না পারে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তার গা থেকে মাংস কেটে নেবে না। তাতে কী লাভ তোমার?

শাইলক। বঁড়শী দিয়ে খেলিয়ে মাছধরা। এতে কোন ফল না হলেও আমার প্রতিশোধবাসনাকে অন্ততঃ চরিতার্থ করবে। সে অজস্রবার আমায় অপমান করেছে আর বাধা দিয়েছে; আমার লাভ ক্ষতি নিয়ে উপহাস করেছে; আমাদের জাতিকে ঘৃণা করেছে; আমার যত সব ব্যবসা-গত চুক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে; আমার বন্ধুদের নিরুৎসাহিত করেছে আর আমার শত্রুদের উত্তেজিত করেছে; আর তার কারণ কি? তার একমাত্র কারণ এই যে আমি একজন ইহুদী। কিন্তু কেন, ইহুদীদের কি চোখ হাত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়শক্তি, স্নেহ মমতা, আবেগ অনুভূতি নেই? তারা কি অন্য সব মানুষদের মত একই খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে না, একই অস্ত্রের দ্বারা আহত হয় না, একই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, আবার একই ওষুধের দ্বারা আরোগ্য লাভ করে না, খৃষ্টানদের মত একই শীত গ্রীষ্মের দ্বারা শীতল বা তাপিত হয় না? তোমরা যদি সূচ ফোঁটাও আমাদের গায়ে তাহলে কি রক্ত ঝরবে না? যদি তোমরা কাতুকুতু দাও তাহলে আমরা কি হাসব না? যদি তোমরা আমাদের বিষ খাওয়াও তাহলে কি আমরা মরব না? আর যদি তোমরা অন্যায় করো আমাদের ওপর তাহলে কি আমরা প্রতিশোধ নেব না? আমরা যদি অন্য সব কিছুতেই তোমাদের মত হই তাহলে এই একটা ব্যাপারেই বা মিল হবে না কেন? যদি কোন ইহুদী কোন খৃষ্টানের উপর অন্যায় করে তাহলে কি ধরণের বিনয় সে দেখায়? প্রতিশোধ। যদি কোন খৃষ্টান কোন ইহুদীর উপর অন্যায় বা অবিচার করে তাহলে খৃষ্টীয় দৃষ্টান্ত অনুসারে কি ধরণের সহিষ্ণুতার পরিচয় সেই ইহুদীকে দিতে হবে? কেন, সেও তার প্রতিশোধ নেবে। যে শয়তানি তোমরা আমাদের শিখিয়েছ, আমরা তাই প্রয়োগ করব তোমাদের উপর। হয়ত এটা একটা কঠোর কাজ হবে, তা হলেও তোমাদের শিক্ষাটাকে একটু ভালভাবেই বুঝিয়ে দেব।

এ্যাণ্টনিওর একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহাশয়, আমার মনিব এ্যাণ্টনিও, তাঁর বাড়িতে আছেন। উনি আপনাদের দুজনেরই সঙ্গে কথা বলতে চান।

স্যালারিও। আমরা খুব তাড়াতাড়িই তার কাছে যাচ্ছি।

তুবালের প্রবেশ

সোলারিও। ওদের জাতের আর একজন আসছে এখানে। শয়তান নিজে যদি ইহুদীরূপে অবতীর্ণ না হয় তাহলে ওদের দুজনের মত আর তৃতীয় একজনকেও পাওয়া যাবে না। (স্যালারিও, সোলানিও ও ভৃত্যের প্রস্থান)

শাইলক। কী খবর তুবাল? জেনোয়া থেকে কোন খবর পেলে? আমার মেয়ের কোন খোঁজ পেলে?

তুবাল। যেখানেই তার কোন কথা শুনেছি সেখানেই ছুটে গেছি। কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি।

শাইলক। কেন শুধু সেখানে সেখানে করছ! একটা হীরের দাম কত জান? ফ্রাঙ্কফোর্টে ওই হীরেটার দাম নিয়েছিল দু হাজার ডুকেট, তাছাড়া আছে কত মূল্যবান মণিমুক্তো। এর থেকে সে যদি ওই সব মণিমুক্তো কানে পরে আমার পায়ের তলায় মরে পড়ে থাকত তাহলে ভাল হত। আমার কাছে মরলে ও সব আমি তার কফিনে দিতাম। তাদের কোন খবরই পেলে না? কেন কি করছিলে তোমরা—আমি জানি এই খোঁজ করতে আবার কত খরচ হলো। কেন তোমরা থাকতে শুধু ক্ষতির উপর ক্ষতির স্তূপ জমে যাবে। চোরে এত কিছু নিয়ে গেল আর সেই চোরের খোঁজ করতেও এত খরচ হলো! তবু কোন সান্ত্বনা পাওয়া গেল না, কোন প্রতিশোধ চরিতার্থ করা গেল না। তাদের এমন কোন শাস্তি দেওয়া গেল না যাতে আমার দুঃখের বোঝাটা কিছু কমল। একা আমিই শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাচ্ছি, কেউ আমার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল না, একা আমিই শুধু চোখের জল ফেলে যাচ্ছি, কেউ দু ফোঁটা চোখের জল ফেলল না আমার জন্যে।

তুবাল। হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আরো লোকের ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে। আমি জেনোয়াতে শুনলাম এ্যান্টনিও—

শাইলক। কি, কি, কি? ভাগ্য খারাপ?

তুবাল। হ্যাঁ, ওঁর এক পণ্য জাহাজ ত্রিপলি থেকে এখানে আসার পথে সমুদ্রে ভেসে গেছে।

শাইলক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। এটা কি সত্যি? এটা কি সত্যি?

তুবাল। সত্যি মানে? সেই ডুবো জাহাজের জনকতক নাবিক যারা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

শাইলক। তুবাল, আমি তোমাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। সত্যিই একটা সুখবর শোনালে। হা, হা—জেনোয়াতে শুনেছে।

তুবাল। আপনার মেয়ে জেনোয়াতে একরাতে আশী ডুকেট খরচ করেছে তাও শুনেছি।

শাইলক। তুমি আবার একটা বিপদের কথাও বললে। আমি আমার টাকাকড়ি আর ফিরে পাব না। আশী ডুকেট একরাতে খরচ করেছে। আশী ডুকেট!

তুবাল। এ্যাণ্টনিওর মহাজন অর্থাৎ পাওনাদারদের অনেকেই আমার সঙ্গে ভেনিসে এল। তারা সবাই বলল, এ্যাণ্টনিও এ বিপদে একেবারে ভেঙ্গে না পড়ে পারবে না।

শাইলক। আমি এতে আনন্দিত। আমি তাকে আরো বিপন্ন করে তুলব। আমি তাকে পীড়ন করব। সত্যিই আমি এতে খুশি।

তুবাল। তাদের মধ্যে একজন আবার আমাকে একটা আংটি দেখাল যেটা সে একটা বাঁদরের বিনিময়ে আপনার মেয়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

শাইলক। তার কথাটাই বাদ দাও। তুবাল তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছ একথা বলে। ওটা ছিল আমার নীলার আংটি। ওটা আমি পেয়েছিলাম লীয়াতে; আমার তখন বিয়ে হয়নি। আমি অসংখ্য বাঁদর পেলেও ওটা আমি কাউকে দিতাম না।

তুবাল। তবে হ্যাঁ, এ্যাণ্টনিওর ধ্বংস নিশ্চিত।

শাইলক। না, না, এটা একেবারে সত্যি। সম্পূর্ণ সত্যি। যাও তুবাল। ফী দিয়ে আমার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত কর একপক্ষকাল আগে হতে। যদি ও আমার ঋণ শোধ না করে তাহলে আমি ওর হৃৎপিণ্ড নেব। তারপর দেখব তার থেকে কি লাভ আমার হয়। যাও তুবাল, পরে তুমি আমাদের প্রার্থনাসভায় আমার সঙ্গে দেখা করো। যাও লক্ষ্মী তুবাল। আমাদের প্রার্থনাসভায়, মনে রেখো যেন। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

ব্যাসানিও, পোর্শিয়া, গ্র্যাশিয়ানো, নেরিসা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

পোর্শিয়া। আমার অনুরোধ, দুই একটা দিন অপেক্ষা করো। ভাগ্যপরীক্ষার আগে একটু দেরি করো। কারণ যদি তুমি ঠিকমত বাছাই করতে না পার তাহলে তোমাকে আমায় হারাতে হবে। সুতরাং একটু ধৈর্য ধর। কিন্তু

একটা কথা আমার মনে হচ্ছে—যদি তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ভাল না বাস তাহলে তোমাকে হারাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমি নিজেকে ভালভাবেই জান সুতরাং আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিও না। কিন্তু পাছে তুমি আমায় ভাল করে বুঝতে না পার এবং যেহেতু আমার মত কুমারী মেয়েরা তাদের মনের কথা মুখে আনতে পারে না, সেকারণে এখানে তোমায় আমি দুই একমাস রেখে দেব; তারপর তুমি ভাগ্য পরীক্ষা করবে। এর মধ্যে কিভাবে ঠিক কৌটোটা বেছে নিতে হবে তা তোমায় শিখিয়ে দেব। কিন্তু তাহলে আমার পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে। সুতরাং আমি তা পারব না; সুতরাং তুমি আমাকে নাও পেতে পার। তবে তুমি আমাকে হারালেও তুমি আমার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপ ঢুকিয়ে দিয়েছ আমার মনে। বাবা কী ভয়ঙ্কর তোমার চোখের দৃষ্টি! মনে হচ্ছে ওই চোখ দিয়ে তুমি অস্বীকার করেছ আবার আমার দেহটাকে দুখণ্ড করেছ। এ দেহের আধখানা ত তোমারি; আর আধখানাও তোমার। কারণ যদিও এটা আমার তথাপি আমার মানেই তোমার। সুতরাং আমার গোটা আমিটাই তোমার। এবার আমার ওপর তোমার স্বত্বাধিকার প্রমাণ করো। জাহান্নামে যাক ভাগ্যপরীক্ষা। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় যাবে, আমি ত ঠিক থাকব। আমি অনেকক্ষণ ধরে বকলাম। কিন্তু আমি এত কথা বললাম শুধু সময়টা কাটাবার জন্যে এবং ভাগ্য যাচাইএর কাজ থেকে তোমাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে।

ব্যাসানিও। কিন্তু বাছাইএর কাজটা আমায় করতে দাও। কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন শাঁখের করাতের উপর বাস করছি।

পোর্শিয়া। শাখের করাতের উপর বাস করছ! তাহলে স্বীকার করো ব্যাসানিও তোমার ভালোবাসার সঙ্গে কি বিদ্রোহের একটা সুর মিশে নেই?

ব্যাসানিও। অন্য কিছু না। বিদ্রোহ বলতে আছে শুধু কুৎসিত এক অবিশ্বাস যার তাড়নায় আমার ভয় হচ্ছে আমি বোধ হয় আমার প্রেমাস্পদকে পাব না। ঠাণ্ডা বরফ ও আগুনের মধ্যেও বন্ধুত্ব হতে পারে, কিন্তু আমার ভালবাসা আর অবিশ্বাসের বিদ্রোহের মধ্যে কোন মিল নেই। এ অবিশ্বাস গাঢ় হতে দিচ্ছে না আমার ভালবাসাকে।

পোর্শিয়া। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি করাতের কথা কেন বললে।

আমার মনে হয় শাক দিয়ে তুমি মাছ ঢাকছ। চাপে পড়ে যা কিছু হোক বলে আসল কথাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ।

ব্যাসানিও। আমাকে তুমি নবজীবনের প্রতিশ্রুতি দাও, আমি সত্য কথা খুলে বলব।

পোর্শিয়া। ঠিক আছে, সত্যকে স্বীকার করে বেঁচে থাক।

ব্যাসানিও। আমার স্বীকারোক্তির মূল উদ্দেশ্য হবে ভালবাসা, শুধু বেঁচে থাকা না। দুঃখদাতা স্বয়ং যেখানে দেয় মুক্তির প্রতিশ্রুতি সেখানে সে দুঃখের পীড়ণ কতই না মধুর! কিন্তু আমাকে আমার ভাগ্যপরীক্ষা করতে দাও। কই সে কৌটো কোথায়?

পোর্শিয়া। তৈরি হও তাহলে। এই কৌটোগুলোর একটার মধ্যেই আমি আছি। যদি তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস তাহলে আসল কৌটোটা তুমি বেছে নিতে পারবে। নেরিসা, তোমরা সবাই সরে যাও। বাজনা বাজাতে বল, সে তার নির্বাচনের কাজ শুরু করছে। যদি সে ঠিকমত বাছাই করতে না পারে তাহলে গানের সুরের মতই তাকে মিলিয়ে যেতে হবে। উপমার সাহায্যে বলতে গেলে বলতে হয়, আমার চোখ তখন হবে নদী আর সেই নদীর জলেই হবে তার সলিলসমাধি। তবে সে জয়লাভ করতে পারে এই পরীক্ষায়। তখন কী ধরণের বাজনা বাজবে? তখন সঙ্গীতে বাজবে বিজয় গৌরবের সুর। সদ্য অভিষিক্ত নতুন রাজাকে প্রজারা অভিবাদন করার সময় যে ধরণের গান বাজনা বাজে ব্যাসানিও এই পরীক্ষায় জয়লাভ করলেও সেই বাজনা বাজবে। এখন ও যাচ্ছে বীরের মত এগিয়ে। বিক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ ট্রয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত নির্মম কুমারীবলি প্রথার অবসান করতে তরুণ বীর এ্যালসিদে যে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছিল সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্র-দানবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করার জন্য, ও চলেছে তার থেকেও বীরদর্পে। দুচোখে অশ্রুর অদম্য বেগ আর বুকে এক সততসন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে সেদিনকার সেই রোমাঞ্চকর যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করছিল দার্জাণীয় নারীরা। আমিও যেন তাদেরি মত উৎসর্গীকৃতদেহ এক অসহায় দার্দাণীয় নারী। তাদের মত আমিও যেন কাতরভাবে প্রার্থনা করছি, হে বীর হারকিউলিস, এগিয়ে চল! তুমি বেঁচে থাক, আমাদের বাঁচাও। আজ আমি তাদের থেকেও গভীরতর এক সন্ত্রাস আর উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ্য করছি বীর ব্যাসানিওর ভাগ্যপরীক্ষার ফলাফল।

ব্যাসানিওর কৌটো নির্বাচন চলাকালীন একটা গান

বল, বলগো আমায়,
কেমনে লালিত এ প্রেম জন্মে কোথায়।
চোখে চোখে জন্ম এর দৃষ্টি দ্বারা বাড়ে
এ প্রেম অতি ক্ষণজীবী দোলনাতেই মরে।
কী আর দেখবে তুমি এ প্রেমের সং
তার মৃত্যুকালীন ঘণ্টাধ্বনি বাজাই ঢং ঢং।

ব্যাসানিও। শুধু বাইরের রূপ দেখে কোন বস্তুকে কখনো চেনা যায় না। জগতে আজও বহু লোক অলঙ্কারের জৌলুস দেখে ভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়। আইনে দেখা যায়, যারা যত বেশী জোর গলায় ও আপাতসত্য দুর্নীতিমূলক যুক্তির দ্বারা তর্ক করতে পারে, তারাই অন্যায় ও অসত্যকে ন্যায় ও সত্য বলে চালাতে পারে। ধর্মে দেখা যায়, কত অমার্জনীয় অপরাধকে কত প্রবীণ ধর্মযাজক আশীর্বাদ ও শাস্ত্রবাক্যদ্বারা সমর্থন করেন। স্থূল দুষ্কর্মকে যুক্তি ও ভাষার অলঙ্কার দিয়ে ঢেকে দেন। এমন অনেক পাপ আছে যা বাইরে দেখতে মনে হয় পুণ্য। এমন অনেক কাপুরুষ আছে যাদের অন্তরটা বালির সিঁড়ির মতই অশক্ত ও মিথ্যা, যাদের লিভারটা দুধের মতই তরল ও ফ্যাকাশে, অথচ তারা বীরের মত দাড়ি রেখে নিজেদের হারকিউলিসের মত বীর মনে করে আর রোমের যুদ্ধদেবতার মত ভ্রূকুটি করে। তাদের বীরত্বের ও সাহসের ভাণ তাদের অন্তরের দুর্বলতাকেই দ্বিগুণভাবে প্রকটিত করে তোলে। আর যদি সৌন্দর্যের কথা ধরো, তাহলে দেখবে বস্তুর মূল্যে সৌন্দর্যেরও কেনাবেচা চলে। অথচ এই অলীক মিথ্যা সৌন্দর্যের বেশাতি জগতে ইন্দ্রজালের কাজ করে। মিথ্যা হলেও এর মোহপ্রসারী প্রভাব প্রকৃত সৌন্দর্যের গুরুত্বকে লঘু করে তোলে। মাথার খুলির উপর গজিয়ে ওঠা বাতাসের সঙ্গে খেলা করতে থাকা আপাতসুন্দর সোনালি চুলের গুচ্ছও আসলে মিথ্যা। অলঙ্কার বা যে কোন জাঁকজমকই বিপজ্জনক সমুদ্র হতে আর্ত চোখে দেখা দিগন্তবর্তি কোন মায়াবী কূলের মতই মিথ্যা আর আপাতউজ্জ্বল—ঠিক যেন কোন ভারতীয় নারীর তথাকথিত সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর টানা প্রকৃত সুন্দর এক অবগুণ্ঠন। আসল কথা হলো, অনেক সময় আপাতসত্য বিজ্ঞ লোকের চিত্ত জয় করার জন্য ছলনা করে পৃথিবীতে। সুতরাং দেবতা মিডাসের খাদ্য হে চটুলা সুবর্ণসুন্দরী, আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে গ্রহণ করব না। অপেক্ষাকৃত

ম্লান রৌপ্যসুন্দরী, তোমাকেও না। তুমিই তোমার দুশ্চেদ্য প্রলোভনজাল বিস্তার করে নিরন্ত শ্রমক্লান্ত করে তোল মানুষকে, কলহকীর্ণ করে তোল সহজ মানবিক সম্পর্ককে। কিন্তু হে সামান্য মূল্যহীন সীসা, যদিও তুমি কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করছ, তথাপি তোমার অকপট সরলতায় মুগ্ধ আমি তোমাকেই বরণ করে নিলাম। নিশ্চয়ই সুখকর হবে এর পরিণাম।

পোর্শিয়া। (স্বগতঃ) অদম্য আনন্দের আবেগ ও উত্তেজনায় সব কিছু ভেসে যাচ্ছে। সংশয়াকীর্ণ দুশ্চিন্তা, হঠকারী হতাশা, কম্পনোদ্রেককারী ভয় আর হরিৎচক্ষু হিংসারা সব যেন বাতাসে উবে যাচ্ছে। কিন্তু হে প্রেম শান্ত হও, প্রশমিত করো তোমার প্রবলতার উত্তেজনা। তোমার সুপ্রচুর আশীর্বাদে ধন্য হয়েছি আমি। এখন একটু ধীরে, কারণ আমি যে কোন আতিশয্যকে ভয় করি।

ব্যাসানিও। (সীসের কৌটো খুলে) কি আছে এর মধ্যে? সুন্দরী পোর্শিয়ার ছবি। এ কোন দেবীপ্রতিমা নেমে এসেছে যেন মর্তামানবের মধ্যে? তার চোখের তারাগুলো কি ঘুরছে অথবা আমার চোখের সফল তারকার স্পর্শে ওগুলোকেও গতিশীল বলে মনে হচ্ছে? ওর মিষ্টি নিঃশ্বাসের জন্য ওর ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছেঃ এক উদার মাধুর্যে ভরা ওর অধরোষ্ঠদুটি ওর নিঃশ্বাসরূপ বন্ধুকে পথ করে দেবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্গলমুক্ত করে দিয়েছে নিজেকে। তারপর ওর সুন্দর কেশরাশি। অসংখ্য মানুষের চিত্ত মুগ্ধ করার জন্যই বোধ হয় চিত্রকর এক সোনালি মাকড়সার মোহজাল রচনা করেছে। আর সেই আশ্চর্য মোহজালে মূঢ় পতঙ্গের থেকেও বেশী তাড়াতাড়ি আবদ্ধ হয় মানুষ। কিন্তু তার চোখ— কেমন করে চিত্রকর এত সুন্দর চোখদুটো রচনা করল! মনে হয় সে যদি মাত্র একটা চোখই রচনা করত তাহলেও সেই একটা চোখই বহুলোকের দু চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিকে জয় করে ফেলত। কিন্তু দেখ দেখ, আমার এই প্রশংসার মধ্যে যদি কোন বস্তু থাকে তাহলে তা এই প্রতিকৃতির প্রতি অবিচার করছে। কারণ প্রতিকৃতি ত মূল বস্তুর ছায়ামাত্র, বস্তুকে অনুসরণ করাই হলো যে ছায়ার একমাত্র কাজ। এই হচ্ছে সেই পুরস্কারপত্র যাতে আছে আমার ভাগ্যার্জিত বস্তুর সংক্ষিপ্তসার।

শুধু উপর থেকে চর্মচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে

আমায় দেখনি বলেই প্রকৃত সৌন্দর্য ও সত্যকে
পেরেছ বেছে নিতে।
তবে যে সৌভাগ্যের অধিকারী তুমি হয়েছ
তাতেই যেন সন্তুষ্ট থেকো, আর নতুনের খোঁজ করো না।
যদি তুমি এতে সন্তুষ্ট থাকতে পার
তাহলে সারাজীবন ধরে সুখলাভ করে যাবে তুমি।
এখন যাও তুমি তোমার প্রেমের রাণীর কাছে
প্রেমময় এক মধুর চুম্বনের দ্বারা
তার উপর তোমার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করো।

বাঃ চমৎকার পুরস্কারপত্র। হে সুন্দরি, এবার তোমার কাছ থেকে কিছু বাণী প্রার্থনা করি, পরে হয়ত আমিও কিছু বলব। দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে একজন জয়লাভ করলে যেমন দর্শকবৃন্দের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্বসমক্ষে তার পুরস্কার ঘোষিত হয় ও তার জন্য প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয় এবং যেমন সেই বিজয়ী প্রতিযোগী এত কিছু সত্ত্বেও যে প্রশংসার সততা সম্বন্ধে সংশয়ে আচ্ছন্ন ও বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিও তেমনি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছ সুন্দরী। আমার বিজয়গৌরব যতক্ষণ পর্যন্ত না সমর্থিত হচ্ছে তোমার দ্বারা ততক্ষণ তা আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারছি না।

পোর্শিয়া। তুমি দেখছ ব্যাসানিও, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি যা তাই, আমার ত অন্য কোন রূপ নেই। আমি যা তাই থাকতে চাই; এর থেকে ভাল হবারও কোন উচ্চাশা নেই আমার। তবু শুধু তোমার জন্য তোমার কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমি আমার নিজেকে কুড়িগুণ বেশী করে তুলতে পারব। গুণ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে নিজেকে তোমার প্রশংসার উপযুক্ত করে তোলার জন্য নিজেকে সহস্রগুণ রূপবতী ও ঐশ্বর্যবতী করে তুলতে পারব আমি বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করে। তবে আসলে আমি আমিই থেকে যাব। আসলে আমি এক সামান্য সাধারণ এক অশিক্ষিত কুমারী। তবে অবশ্য সে এতেই সন্তুষ্ট। অশিক্ষিতা হলেও এখনো তার লেখাপড়া শেখার সময় আছে। আর তার লেখাপড়া করার মত বুদ্ধিও আছে; একেবারে বোকা বা নীরেট মুর্খ নয় সে। সবচেয়ে সুখের কথা এই যে সে নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করতে চাইছে নিঃশেষে যাতে তুমি তার স্বামী ও একমাত্র শাসনকর্তারূপে তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে

পার। সে এখন নিজেকে ও নিজের সব কিছুকে রূপান্তরিত করেছে তোমাতে। এখন তুমি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কিছুক্ষণ আগেও আমি আমার এই বিশাল প্রাসাদ, এর জিনিসপত্র ও লোকজন সব কিছুর একমাত্র অধিকারিণী ছিলাম; কিন্তু এখন আর কোন অধিকার নেই আমার এর উপর; এখন এ সব তোমার অর্থাৎ আমার প্রিয়তম প্রাণনাথের। এই সব কিছু তোমায় সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমায় একটি আংটি দিচ্ছি। যখন এই আংটি তোমার হাত থেকে খুলে যাবে বা তুমি এটা কাউকে দিয়ে দেবে তখনি সহসা পরিসমাপ্তি ঘটবে তোমার ভালবাসার। আর তখন তা আমি বুঝতে পারব।

ব্যাসানিও। আমার অন্তরের রাণী! তুমি তোমার সব কথা বলে ফেলেছ। এখন কিন্তু আমি আর কিছুই বলতে চাই না। এখন আমি স্তব্ধ থাকতে চাই একেবারে; শুধু আমার দেহের প্রতিটি শিরায় আমার সমস্ত রক্তপ্রবাহ এক নীরব উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে উঠেছে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোন বিশাল জনসভায় কোন বাগ্মী যুবরাজের সুন্দর ভাষণের পর যেমন আনন্দোৎফুল্ল জনতার মাঝখানে এক গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, যেখানে কোন কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় না, শুধু সমবেত আনন্দের এক বিপুল প্রকাশ ছাড়া আর কিছু জানা যায় না, তেমনি আমারও ঠিক সেই অবস্থা। আমার সকল কথা এখন শুধু আনন্দের অনুভূতি হয়ে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। তবে হ্যাঁ, এই আংটি যদি কোনদিন আমার অঙ্গ হতে বিচ্যুত হয়, তাহলে জানবে আমার জীবনও চলে যাবে। এই আংটি অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জানবে ব্যাসানিওর জীবনাবসান ঘটেছে।

নেরিসা। শুনুন আপনারা। দেখুন আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এখন আমাদের আনন্দের সময়। এখন আমরা আনন্দোৎসব করব।

গ্র্যাশিয়ানো। মাননীয় ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা, তোমরা আমার কাছ থেকে হয়ত কোন কিছুই চাও না, কিন্তু আমি চাই তোমরা চিরসুখী হও। ভালয় ভালয় তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলেই যেন আমার বিয়েটাও হয়ে যায়।

ব্যাসানিও। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ইচ্ছা করছি তোমারও বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।

গ্র্যাশিয়ানো। তোমাদের ধন্যবাদ! আমার স্ত্রী কে হবে তা একরকম ঠিক

হয়েই আছে। তোমাদের মত আমার চোখও তার যোগ্য প্রণয়িনী ও জীবন-সাথীকে ঠিক বেছে নিয়েছে। ব্যাসানিও, তুমি যখন তোমার প্রেমাস্পদকে দেখছিলে আমিও তখন দেখছিলাম এক কুমারীকে। তুমি যখন একজনকে ভালবাসছিলে আমিও তখন ভালবাসছিলাম আর একজনকে। আমাদের মিলনের পথে একমাত্র ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তোমার ভাগ্যপরীক্ষা। কারণ ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছিল : প্রেম নিবেদন আর শপথ করতে করতে আমি ঘেমে উঠেছিলাম। তারপর অতি কষ্টে এক প্রতিশ্রুতি পাই তার কাছ থেকে। সে প্রতিশ্রুতি হলো এই যে যদি তুমি ভাগ্যপরীক্ষার মাধ্যমে জয় করে নিতে পার তোমার প্রেমাস্পদকে তাহলে আমিও তাকে লাভ করব।

পোর্শিয়া। এটা কি সত্যি নেরিসা ?

নেরিসা। হ্যাঁ, সত্যি দিদিমণি, তুমি হয়ত শুনে খুশি হবে।

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো, তুমিও কি তাই বল ?

গ্র্যাশিয়ানো। হ্যাঁ, তাই।

ব্যাসানিও। তোমাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎসবটা আরও জমবে। তার গুরুত্বটা আরও বাড়বে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমরা ওদের সঙ্গে এক বাজী লড়ব। যাদের প্রথম পুত্র-সন্তান হবে তাদের এক হাজার ডুকেট দিতে হবে।

নেরিসা। কেন, আবার শুধু শুধু এত খরচের ঝুঁকি নিতে গেলে ?

গ্র্যাশিয়ানো। না না ঝুঁকি কিসের! আমরা এ বাজীতে কখনই জিতব না। সুতরাং এতে ঝুঁকি নেই। কিন্তু কারা আসছে? এ যে দেখছি লরেঞ্জো আর তার প্রেমিকা। এ কি! আমার ভেনিসীয় বন্ধু স্যালারিও-ও আসছে।

লরেঞ্জো, জেসিকা ও স্যালারিও এবং ভেনিস হতে আগত একজন দূতের প্রবেশ।

ব্যাসানিও। সুস্বাগতম লরেঞ্জো ও স্যালারিও। আমার নবসমৃদ্ধ যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি তোমাদের। পোর্শিয়া, আমার স্বদেশবাসী ও প্রিয় বন্ধুদের আহ্বান করো।

পোর্শিয়া। আমিও আমার সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

লরেঞ্জো। ধন্যবাদ তোমাদের। আসলে এখানে আসার কিন্তু আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পথে স্যালারিওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে

এখানে আসার জন্য আমাকে অনেক করে এমনভাবে অনুরোধ করল যে আমি না বলতে পারলাম না। তার সঙ্গে এখানে না এসে পারলাম না।

স্যালারিও। হ্যাঁ, আমি তাই করেছিলাম। আর তার কারণও ছিল। মাননীয় এ্যান্টনিও ওকে তোমার কাছে আসতে বলেছিলেন।

(ব্যাসানিওকে একটি পত্র দান করল)

ব্যাসানিও। এই পত্র খোলার আগেই আমায় বল, বন্ধুবর এ্যান্টনিও কেমন আছে ?

স্যালারিও। ভালই আছে, তবে তার মনটা ভাল নেই। এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবে তার প্রকৃত অবস্থার কথা।

(ব্যাসানিও চিঠি পড়তে লাগল)

গ্র্যাশিয়ানো। নেরিসা, অদূরবর্তিনী ওই অতিথিকে স্বাগত জানাও তাঁকে আপ্যায়নে খুশি করো। তোমার হাত দাও স্যালারিও। ভেনিসের খবর কি ? রাজব্যবসায়ী এ্যান্টনিওর খবর কি ? আমার মনে হয় উনি যদি শোনেন, জেসনের মত আমরা সমস্ত ভেড়ার লোম দিয়ে দিয়েছি, আমরা সাফল্য লাভ করেছি তাহলে উনি নিশ্চয় খুশি হবেন।

স্যালারিও। কিন্তু ভাই, তোমরা সাফল্য লাভ করার সময় উনি যথাসর্বস্ব হারিয়েছেন।

পোর্শিয়া। এই পত্রের মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্ছিত কুটিল বিষয়বস্তু আছে যা ব্যাসানিওর মুখখানাকে বিবর্ণ করে তুলেছে। নিশ্চয়ই ওর কোন প্রিয়বন্ধুর জীবনাবসান ঘটেছে তা নাহলে জগতে কী এমন ঘটনা থাকতে পারে যা একজন সহজ স্বাভাবিক মানুষকে এত তাড়াতাড়ি বদলে দিতে পারে। এ কি ওর মুখখানা ক্রমশই আরও খারাপ হয়ে উঠছে কেন ! আমার কথা শোন ব্যাসানিও, আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী ; এই পত্রে যদি কোন শোক দুঃখের কারণ থাকে তাহলে তারও অর্ধেক আমার প্রাপ্য।

ব্যাসানিও। সুন্দরী পোর্শিয়া ! চিঠিতে কিছু অপ্রিয় কথা আছে। শোন প্রিয়তমা, আমি যখন প্রথম প্রেম নিবেদন করি তোমার কাছে তখন তোমায় আমার কি আছে না আছে সব বলেছিলাম। যেহেতু আমি একজন ভদ্রলোক, কোন সত্যই গোপন করিনি তোমার কাছে। আমার অবস্থা যে তখন একেবারে নিঃস্ব ছিল, আমার কোন মূল্য বা যোগ্যতা কিছুই ছিল না সে কথাও তোমায় বলেছিলাম। তা না হলে কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য

আমি আমার এক প্রিয় বন্ধুকে তার শত্রুর কবলে ঠেলে দিতাম না। এই চিঠিটা যেন আমার সেই বন্ধুর আহত ও ক্ষতবিক্ষত দেহের প্রতীক যার প্রতিটি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু এটা সত্যি স্যালারিও? এ্যাণ্টনিওর ব্যবসাগত সব পরিকল্পনাই কি ব্যর্থ হয়েছে? কেবল একটা জাহাজেরই ক্ষতি হয়নি? ত্রিপলিস, মেক্সিকো, ইংল্যাণ্ড, লিসবন, তুর্কী ও ভারত হতে আগমনরত একটা জাহাজও কি বণিকনিধনকারী সেই ভয়াবহ গুপ্ত শৈলের মারাত্মক আঘাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি?

স্যালারিও। একটাও না। তাছাড়া আমার ভয় হচ্ছে, এখন এ্যাণ্টনিও টাকাটা শোধ করে দিতে চাইলেও ইহুদী টাকা নেবে না। মানুষের বেশধারী এমন কোন লোভী শয়তানকে আমি আগে কখনো দেখিনি। সে এখন দিনরাত্রি ডিউকের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করছে আর বলছে যদি সে সুবিচার না পায় তাহলে সে বলে বেড়াবে রাজ্যে স্বাধীনতা বলে কোন জিনিস নেই। স্বয়ং ডিউক, কুড়িজন ব্যবসায়ী ও বন্দরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলে তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাকে বণ্ডের যথাযথ শর্তপালনের দাবি থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি।

জেসিকা। যখন আমি বাবার কাছে ছিলাম, তখন তাঁকে আমি তাঁর স্বজাতি তুবাল ও চুসের কাছে বলতে শুনেছি, বণ্ডের কথামত ঋণশোধ না করলে পরে সেই টাকার কুড়িগুণ পেলেও নেবেন না, উনি এ্যাণ্টনিওর গা থেকে মাংস ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না।

পোর্শিয়া। তোমার প্রিয়বন্ধু এই বিপদে পড়েছেন?

ব্যাসানিও। আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং মহত্তম দয়ালু ব্যক্তি; অক্লান্ত পরোপকারী। এমনই একজন যার মধ্যে বদান্যতা নামক প্রাচীনতম রোমানগুণ সারা ইতালির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় মূর্ত।

পোর্শিয়া। কত টাকার ঋণ তিনি ওই ইহুদীর কাছে করেছেন?

ব্যাসানিও। তিন হাজার ডুকেট আর তিনি এ ঋণ করেছেন আমারি জন্যে।

পোর্শিয়া। তাতে কি হয়েছে, তিন হাজারের পরিবর্তে ছ' হাজার ডুকেট দিয়ে বণ্ডটা ছিঁড়ে ফেল। ব্যাসানিওর দোষে এ ধরণের একজন মহান বন্ধুর একগাছি কেশেরও যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য দরকার হলে ওই টাকার দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ দিয়ে দাও। প্রথমে গীর্জায় গিয়ে আমাদের বিয়ের কাজটা সেরে ফেল, তারপর ভেনিসে তোমার বন্ধুর কাছে ছুটে

যাও। কারণ তা না হলে তুমি কখনই শান্ত মনে পোর্শিয়ার শয্যাসঙ্গী হতে পারবে না। এই ঋণের কুড়িগুণ পরিমাণ অর্থ তোমায় দেওয়া হবে। এই সামান্য ঋণ পরিশোধ করে তোমার বন্ধুকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। তোমরা না আসা পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকাল সময়ে নেরিসা আর আমি কুমারী ও বিধবার মত দিন যাপন করব। যাই হোক এস, আজ তোমার বিয়ের দিন, তোমার বন্ধুদের আদর আপ্যায়ণ করে আনন্দ উৎসব করো। তোমাকে অনেক মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে, সুতরাং আমি গভীরভাবেই ভালবেসে যাব। কিন্তু তোমার বন্ধুর চিঠিটা পড়ত, কি লিখেছেন শুনি ?

ব্যাসানিও। (পড়তে লাগল) প্রিয় ব্যাসানিও, আমার সব জাহাজ ডুবে গেছে, আমার পাওনাদাররা সকলেই নির্মম হয়ে উঠেছে আমার প্রতি। আমার ভূসম্পত্তির অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তার উপর ইহুদীর কাছে যে বণ্ড সই করেছিলাম তার সময়সীমা পার হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু তা আর শোধ করা সম্ভব না, সেইহেতু আমার বাঁচার আর কোন আশা নেই। সুতরাং তোমার আমার মধ্যেও সব ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল। তুমি এখন মুক্ত। তবে মৃত্যুর আগে শুধু একবার যদি তোমায় দেখতে পেতাম। এই সব কিছু সত্ত্বেও তুমি তোমার আনন্দ উপভোগ করে যাও। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার খাতিরে যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আসতে না পার, তাহলে আমার চিঠি পড়ে আমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে আসার চেষ্টা করো না।

পোর্শিয়া। হে প্রিয়তম, সব কাজ ফেলে রেখে এখনি চলে যাও।

ব্যাসানিও। তোমার যখন আমি অনুমতি পেয়েছি আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাব। তবে আমি এখানে আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ তোমার আমার মিলনের আগে আমি কোন আরামশয্যা স্পর্শ করব না অথবা কোন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করব না। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

শাইলক, সোলানিও, এ্যান্টনিও ও জেলরক্ষকের প্রবেশ

শাইলক। মাননীয় জেলরক্ষক, ওর অপরাধের দিকটা দেখুন, আমাকে টাকা নেবার কথা আর বলবেন না—এই মূর্খটা বিনা সুদে টাকা ধার দিত।

এ্যান্টনিও। আমার কথা শোন শাইলক।

শাইলক। আমি চাই আমার বণ্ড অনুসারে শর্তপালন। এই বণ্ডের বাইরে কোন কথা বলো না। এর আগে বিনা কারণেই তুমি আমাকে কুকুর বলে ডাকতে। ঠিক আছে, যেহেতু আমি কুকুর, আমার দংশনের জন্য সাবধান হও। আশা করি ডিউক আমার প্রতি সুবিচার করবেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আপনি জেলরক্ষক হয়ে দুষ্টবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কারণ আপনি ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে ওর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

এ্যাণ্টনিও। আমি অনুরোধ করছি, আমার কিছু কথা আছে, তুমি শোন।

শাইলক। আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। আমি শুধু আমার বণ্ডের কথামত কাজ চাই। সুতরাং আব কোন কথা বলো না। দেখ, আমি দেখেশুনে কাজ করতে চাই, আমি বোকার মত এমন কোন অহেতুক অন্ধত্ব বা দুর্বলতার পরিচয় দিতে চাই না যাতে পরে খৃষ্টানদের কাছে আমায় কোন দুঃখ বা অনুশোচনা করতে হয়। সুতরাং আমার পিছু পিছু আর এস না। আমি তোমার কোন কথা শুনব না। আমি আমার বণ্ডের শর্তপালন চাই।

সোলানিও। ও হচ্ছে একটা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জন্তু যে মানুষের মাঝে মানুষ বলে চলে যাচ্ছে।

এ্যাণ্টনিও। ও যেখানে যায় যাক। আমি আর বৃথা কোন আবেদন নিবেদন জানাব না। আসলে ও আমার জীবন চায়; ওর যুক্তি আমি জানি। ওর ঋণ শোধ করতে পারেনি এমন অনেক ঋণগ্রস্ত লোককে আমি ওর কবল থেকে বাঁচিয়েছি। ও সেইজন্য আমায় ঘৃণা করে।

সোলানিও। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ডিউক কখনই তার দাবি মেনে নেবেন না।

এ্যাণ্টনিও। কিন্তু ডিউক ত আইনের গতিকে রোধ বা অস্বীকার করতে পারেন না। দেখ, আমাদের এই ভেনিস শহরে বহু বিদেশী আমাদের সঙ্গে ধনসম্পত্তি নিয়ে বাস করে। কিন্তু যদি তাদের ধনসম্পদের কোন নিরাপত্তা না থাকে তাহলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার নেই বলে লোকে অভিযোগ তুলবে। কারণ এই শহরের মধ্যে যে সব ব্যবসা বাণিজ্য বা লাভক্ষতির কারবার চলছে তাতে আছে বিভিন্ন জাতির সক্রিয় অংশ। সুতরাং যাও, আমার আর

পরিত্রাণ নেই। বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির চিন্তা আর দুঃখে শরীর আমার এমন ভেঙ্গে পড়েছে যে আগামীকাল যদি আমার রক্তপিপাসু মহাজনকে এক পাউণ্ড মাংস আমার গা থেকে কেটে দিই তাহলে আমি আর বাঁচব না। যাই হোক, চলুন জেলরক্ষক, ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা ব্যাসানিও যেন ঠিক সময়ে এসে তার ঋণশোধের ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে। তার পর আমার জীবন যায় যাক। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

পোর্শিয়া, নেরিসা, লরেঞ্জো, জেসিকা ও বালথাসারের প্রবেশ

লরেঞ্জো। ম্যাডাম, আমি আপনার মুখের সামনে বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে আপনি যে ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই মহৎ এবং এক ঐশ্বরিক মহিমায় মহিমান্বিত। কিন্তু আপনি যদি জানতেন শুধুমাত্র এক প্রথাগত বদান্যতার বশবর্তী হয়েই আপনার স্বামীকে একজনের মুক্তির জন্য আপনি পাঠাননি, যাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য এবং যাঁকে ঋণমুক্ত করার জন্য আপনি আপনার স্বামীকে পাঠিয়েছেন তিনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোক এবং তিনি আপনার স্বামীকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন তাহলে সত্যি সত্যিই গর্বিত হতেন আপনি।

পোর্শিয়া। জীবনে আমি কখনো কোন ভাল কাজ করার জন্য কোন গর্ব বা অনুশোচনা করিনি। এবারেও আমি কোন অনুশোচনা করব না এ নিয়ে। এতে গর্বেরই বা কি আছে! যারা পরস্পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সহচররূপে একসঙ্গে দিনরাত মেলামেশা করে আর সময় কাটায়, একই প্রেমের বোঝা দুজনে সমানভাবে বহন করে পরস্পবের প্রতি, তারা নিশ্চয়ই সমান অনুপাতে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ আশা করবে পরস্পরের কাছ থেকে। তা যদি হয় তাহলে এ্যাণ্টনিও আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আশা করবেন আমার স্বামী তাঁকে আপন আত্মার মতই ভালবাসবেন। তা যদি হয়, তাহলে আমাদের আপন আত্মার মত প্রিয় একজন মহাত্মাকে এক নারকীয় নিষ্ঠুরতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য কী এমন খরচ করেছি? এটা যেন মনে হচ্ছে আমি নিজেকে নিজের প্রশংসা করছি। সুতরাং আর না। অন্য কথা আছে, শোন। লরেঞ্জো, আমি আমার স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এই বাড়ির সব ভার তোমার উপর দিতে চাই। কারণ আমি

ভগবানের কাছে গোপনে এক শপথ করেছি, আমাদের স্বামীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এক জায়গায় ধ্যান আর উপাসনার মধ্য দিয়ে দিন কাটাব। এখান থেকে দুই মাইল দূরে এক মঠ আছে, আমরা সেখানেই থাকব, একমাত্র নেরিসাই আমার পরিচর্যা করবে। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ভালবাসার দাবিতে এবং আমার প্রয়োজনের তাড়নায় যে ভার আমি তোমার উপর দান করলাম, আশা করি তুমি তা অস্বীকার করবে না গ্রহণ করতে।

লরেঞ্জো। ম্যাডাম, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার আদেশ পালন করে চলব।

পোর্শিয়া। আমার সব লোকজন আগে থেকেই আমার এই মনোবাসনার কথা জানে। তারা সকলে আমার ও আমার স্বামীর জায়গায় তোমাকে ও তোমার স্ত্রী জেসিকাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলবে। সুতরাং এখন বিদায়; আবার আমাদের দেখা হবে।

লরেঞ্জো। ঈশ্বর আপনাদের সুচিন্তা আর সুসময় দান করুন।

জেসিকা। আমিও আমার অন্তরের সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে।

পোর্শিয়া। তোমার শুভেচ্ছার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। খুশির সঙ্গে তোমার শুভেচ্ছা আমি গ্রহণ করছি এবং তোমাকেও তা দান করছি। বিদায় জেসিকা। (জেসিকা ও লরেঞ্জোর বিদায়) এখন শোন বালথাসার, আমি তোমাকে এ পর্যন্ত সৎ এবং সত্যবাদী বলেই জানি এবং আশা করি এক্ষেত্রেও তোমার সততার কোন অভাব হবে না। এই চিঠিটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদুয়ায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে আমার খুড়তুতো ভাই ডক্টর বেলারিওর হাতে এই চিঠিটা দেবে। দেখবে সে যে চিঠি ও পোষাক দেবে তা যথাসম্ভব শীগ্‌গির ভেনিসের বন্দরে নিয়ে আসবে। বেশী কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করবে না, চলে যাও। তুমি ফেরার আগেই আমি সেখানে গিয়ে হাজির হব।

বালথাসার। যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে যাব মা।

পোর্শিয়া। চলে আয় নেরিসা। আমি এখন কি করব তা তুই জানিস না। তবে আমাদের স্বামীর সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি আমাদের দেখা হবে যে তারা তা ভাবতেই পারবে না।

নেরিসা। তাদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের?

পোর্শিয়া। তারা আমাদের দেখবে নেরিসা, কিন্তু দেখবে আমাদের এমন বেশে এবং এমন গুণে ভূষিত, যে বেশভূষা আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব না এবং তারাও ভাবতেই পারবে না। আমরা দুজনেই যখন পুরুষ সাজব তখন তোমার উপর কথায় কথায় বাজী রাখব। দুজনের মধ্যে আমিই হব দেখতে বেশী সুন্দর এবং বীরত্বের সঙ্গে একটা ছোরা রাখব আমার কাছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলে মানুষকে দেখতে বা তার কথা শুনতে যেমন লাগে আমাকে দেখে বা কথা শুনেও তেমনি লাগবে। আমার নারীসুলভ গতিভঙ্গিমাকে পরিণত করব বীর পুরুষের পদক্ষেপে। অহঙ্কারী যুবকের মত কত সব সাহসের কথা বলব, আর বলব আশ্চর্য অথচ মিষ্টি অজস্র মিথ্যা কথা, যেমন ধরো, কত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা আমায় ভালবাসতে চেয়েছে, অথচ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি তাদের প্রেম আর সেই প্রত্যাখ্যানের আঘাত তারা সইতে না পেরে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যেতে যেতে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু আমি কীই বা করব, আমার কিছু করার ছিল না। তবু বলব এভাবে তাদের প্রাণবিয়োগ না হলেই আমি খুশি হতাম। প্রায় বিশটা এই ধরণের মিথ্যা কথা আমি বলব। আমায় দেখে শুনে লোকে ঠিক বলবে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বারো মাসের মধ্যেই আমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি। কত দুষ্টু বুদ্ধি আর ছলচাতুরী আমার মাথায় যেন গজগজ করছে আর এর সবগুলোই আমি তখন প্রয়োগ করব।

নেরিসা। কিন্তু কেন আমরা পুরুষ মানুষ সাজতে যাব ?

পোর্শিয়া। বাঃ, তুই ত বেশ প্রশ্ন করছিস। তুই তাহলে কিকরে দোভাষীর কাজ করবি ? যাই হোক চল, আমি তোকে আমার সব পরিকল্পনা খুলে বুঝিয়ে বলব। পার্ক গেটে আমার জন্য ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে। খুব তাড়াতাড়ি চলে আয়। আজ আমাদের অবশ্যই কুড়ি মাইল পথ পার হতে হবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বেলমন্ত। বাগান।

ল্যান্সলট ও জেসিকার প্রবেশ

ল্যান্সলট। সত্যি বলছি, পিতাদের পাপ তাদের সন্তানদের উপর বর্তায় আর সেই জন্যেই আমি সত্যি বলছি তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে। দেখ, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সরল সহজ ব্যবহার করে এসেছি। এবারেও আমি তেমনি সরলভাবেই বলছি, তোমার বাবা খুবই রেগে

গেছেন। সুতরাং আনন্দ করো, কারণ তুমি তোমার বাবার কথামত নাকি জাহান্নামে গেছ। তবে তোমাকে উদ্ধারের একটা মাত্রই আশা আছে; তবে সে আশাটা কিন্তু এক ধরণের অবৈধ আশা।

জেসিকা। সে আশাটা কি জানতে পারি কি?

ল্যান্সলট। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তুমি আংশিকভাবে মনে করতে পার তোমার বাবা তোমাকে জন্ম দেননি এবং তুমি তাঁর মত ইহুদীর মেয়েই নও।

জেসিকা। তা বটে, এ আশা অবৈধ আশাই বটে। তাহলে ত আমার মা পাপী হয় আর সেই পাপ আমার উপরেও বর্তাবে।

ল্যান্সলট। তাহলে ত তোমার বাবা আর মা দুদিক থেকেই তুমি গেলে। কোন দিকেই তোমার উদ্ধারের আশা নেই। মনে করো তোমার বাবা সিন্নার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি এসে পড়লাম তোমার মা চ্যারিচডিসের কবলে। যাও, কোন দিকেই তোমার আর উপায় নেই।

জেসিকা। আমার স্বামী আমায় উদ্ধাব করবেন। তিনি আমাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

ল্যান্সলট। তাহলে ত তার দোষ আরো বেশী। তাহলে ত আমরাও অনেক আগেই খৃষ্টান হতে পারতাম। কিন্তু হইনি কেন জান? এত বেশী লোক খৃষ্টান হলে শুয়োরের দাম চড়ে যাবে। আমরা সবাই যদি শুয়োরখেকো হয়ে উঠি তাহলে শুয়োরের দারুণ দাম বেড়ে যাবে।

লরেঞ্জোর প্রবেশ

জেসিকা। এই আমার স্বামী এসে গেছে। তুমি যা যা বলেছ আমি তাকে সব বলে দেব।

লরেঞ্জো। এইভাবে তুমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে বসে কথা কও তাহলে আমি কিন্তু তোমার উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠব ল্যান্সলট।

জেসিকা। তার আর তোমার প্রয়োজন হবে না লরেঞ্জো। ল্যান্সলটকে সঙ্গে নিয়ে আমি একটু মজা করছি। ও আমায় সরাসরি বলল, আমার উদ্ধারের আর কোন আশা নেই, কারণ আমি ইহুদীর মেয়ে। ও আরও বলল, তুমি কমনওয়েলথের লোকই নও, কারণ তুমি ইহুদীদের খৃষ্টান করে শুয়োরের মাংসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছ।

লরেঞ্জো। আমাকে যদি তুমি ওকথা বলো তাহলে আমিও তোমাকে মনে

করিয়ে দেব যে একজন নিগ্রো নারার গর্ভে তোমার সন্তান বেড়ে উঠছে ল্যান্সলট।

ল্যান্সলট। প্রথমতঃ মনে হবে নিগ্রো নারীদের গ্রহণ করার মধ্যে আমার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সে যদি সৎ না হয় তাহলেই একথা খাটে, সে সৎ না হলেই তবে তার প্রতি আমার প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে।

লরেঞ্জো। সব ভাঁড়রাই এমনি করে কথা নিয়ে মারপ্যাঁচ করে। আমার মনে হয়, নীরবতাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচায়ক এবং তোতা-পাখিরাই কেবল ভাল কথা বলতে পারে। এখন যাও, ওদের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য প্রস্তুত হতে বলো।

ল্যান্সলট। হ্যাঁ স্যার, ওরা সব তৈরি, কারণ ওদেরও ক্ষুধা আর পাকস্থলী আছে।

লরেঞ্জো। আচ্ছা কথা কাটতে পার বুদ্ধি দিয়ে! ওদের মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবার দিতে বল।

ল্যান্সলট। তাও তৈরি স্যার। শুধু ঢাকনা দিতে বাকি।

লরেঞ্জো। তাহলে তুমিই ঢাকনা দিয়ে দাও না।

ল্যান্সলট। না স্যার, তা কিন্তু আমি করব না। কারণ আমি আমার কর্তব্য কি তা জানি। তার বাইরে আমি যাব না।

লরেঞ্জো। তবু তুমি শুধু ঝগড়া করে যাবে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে। আচ্ছা তুমি কি তোমার বুদ্ধির সব সম্পদ এক মুহূর্তে দেখাতে পার? আমি চাই তুমি এমন সরল সাদাসিধে মানুষ হও যে সব কথা সরল অর্থে নেবে। যাও, অন্যান্য লোকদের গিয়ে খাবার টেবিল প্রস্তুত করে মাংস দিতে বল, আমরা যাচ্ছি।

ল্যান্সলট। টেবিল প্রস্তুত হবে, তার মাংসও ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে; কিন্তু আপনাদের আসাটা নির্ভর করবে আপনাদের মর্জির উপর। (প্রস্থান)

লরেঞ্জো। দেখছ, ওর কথাগুলো সব কেমন ঠিক খাপ খেয়ে যায়। মনে হয় ভাঁড়টা যেন ওর স্মৃতির মধ্যে অসংখ্য কথার সৈন্য সব সময়ের জন্য তৈরি করে রেখে দিয়েছে। আমি জানি অনেক মূর্খ শুধু কথার জোরে কথার মারপ্যাঁচে অনেক ক্ষেত্রে জিতে যায়। তোমার কেমন লাগল জেসিকা? এখন লর্ড ব্যাসানিওর স্ত্রীকে তোমার কেমন লাগছে সে বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

জেসিকা। এত ভাল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। লর্ড ব্যাসানিও নিজেও সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক; তার উপর এমন স্ত্রী লাভ করায় তিনি এই মর্ত্যেই পাবেন স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ। এ সুখের মর্ম যদি জীবনে তিনি বুঝতে না পারেন তাহলে তিনি স্বর্গেও কোনদিন যেতে পারবেন না। স্বর্গের দুজন দেবতা যদি মর্ত্যের দুজন নারীকে বাজী রেখে কোন খেলা খেলেন তাহলে পোর্শিয়া অবশ্যই হবে সেই দুজন নারীর অন্যতমা, কিন্তু এই সারা মর্ত্যভূমিতে তার তুলনীয় নারী কোথাও আর পাওয়া যাবে না।

লরেঞ্জো। স্ত্রী হিসেবে সে যেমন যোগ্যা, তোমার স্বামী হিসেবে আমিও তেমনি যোগ্য।

জেসিকা। না, এ বিষয়ে তুমি আমার মতামত চাও।

লরেঞ্জো। হুঁ। হ্যাঁ, আমি তা চাইব। আপাততঃ এখন খেতে চল।

জেসিকা। না, না, আমার পেটে ক্ষিদে থাকতে থাকতেই তোমাকে আমায় প্রশংসা করতে দাও।

লরেঞ্জো। না, আমি বলছি সে প্রশংসা তুমি খাবার টেবিলে খেতে খেতে করবে। তাহলে তখন তুমি যা আমার প্রশংসা হিসেবে বলবে অন্যান্য খাবার জিনিসের সঙ্গে আমি তা সব হজম করে ফেলব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। আদালত।

ডিউক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ্যাণ্টনিও, ব্যাসানিও, গ্র্যাশিয়ানো, স্যালারিও ও অন্যান্যদের প্রবেশ

ডিউক। কী, এ্যাণ্টনিও এসে গেছে?

এ্যাণ্টনিও। আমি প্রস্তুত হুজুর।

ডিউক। আমি আপনার জন্য দুঃখিত। আজ আপনাকে এমনই প্রস্তর-কঠিন নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হবে যে হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অমানুষ, যার হৃদয়ে একফোঁটা দয়ামায়াও নেই।

এ্যাণ্টনিও। আমি শুনেছি আপনি তার কঠোরতাকে শান্ত করার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু যেহেতু উনি ওঁর দাবি সম্পর্কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যেহেতু আইনগত উপায়ে আমাকে ওঁর হিংসার কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব না, আমি শুধু আমার ধৈর্য নিয়েই ওঁর ক্রোধের প্রচণ্ডতার সম্মুখীন

হবন। আমি আমার আত্মিক প্রশান্তির সঙ্গে ওঁর সকল অত্যাচার ও হিংসামিশ্রিত ক্রোধের বেগকে সহ্য করব।

ডিউক। একজন গিয়ে ইহুদীটাকে আদালতে নিয়ে এস।

স্যালারিও। ও দরজার কাছে অপেক্ষা করছে হুজুর। ও এসে গেছে।

শাইলকের প্রবেশ

ওকে আসতে দাও, তোমরা সরে যাও। ওকে আমাদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে দাও। শাইলক, সবাই জানে আমিও তাই মনে করি, আপনি আপনার এই হিংসা অনেক দুর পর্যন্ত নিয়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে আপনি দয়া এবং অনুশোচনা প্রদর্শন করবেন যে দয়া আপনার নিষ্ঠুরতার থেকে হবে খুবই আশ্চর্যজনক। তাছাড়া যেখানে এবং যেভাবে আপনি ওর কাছ থেকে জরিমানা বা শাস্তি আদায় করে নিচ্ছেন তাতে অর্থাৎ এই নিঃস্ব হতভাগ্য ব্যবসায়ীর গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিয়ে আপনার কোন লাভ ত হবেই না বরং যা লোকসান হবার তা ঠিকই হবে। তা না করে মানবিক সৌজন্য ও প্রেমের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে ও যে আথিক ক্ষতি ওকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তার কথা বিবেচনা করে আপনি ওর আসল টাকার সুদটা মাপ করুন। একজন রাজব্যবসায়ীকে সর্বসমক্ষে হেয় করে তার কাছ থেকে অনুশোচনা আদায় করার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট। শুধু এ্যাণ্টনিও কেন, যাদের আচরণের মধ্যে সৌজন্যমূলক কোন মেত্রতা নেই, সেই সব তুর্কী তাতার প্রভৃতি কঠোরহৃদয় নিষ্ঠুর নাস্তিকরা পর্যন্ত জব্দ হয়ে যাবে এতে। আমরা প্রত্যেকে আপনার কাছ থেকে এক সহানুভূতিসূচক প্রত্যুত্তর আশা করি।

শাইলক। দেখুন, আমি আমার উদ্দেশ্য পূরণের এক মহান আশ্বাস আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি। আমি আমাদের পবিত্র স্যাবাথের নামে শপথ করেছি, আমি আমার বণ্ডের শর্ত অনুসারে আমার প্রাপ্য আদায় করে নেব। এখন যদি আপনি তা দিতে অস্বীকার করেন তাহলে আপনি আপনার এই রাজ্যের স্বাধীনতার সনদের উপর বিপদ ডেকে আনবেন। আপনি হয়ত আমায় প্রশ্ন করবেন, কেন আমি তিন হাজার ডুকেটের বিনিময়ে এক পাউণ্ড মানুষের মাংস নিতে চাইছি। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না! ধরে নিতে পারেন এটা আমার নিছক খেয়াল—হলো ত আপনার? যদি আমার বাড়িতে একটা ইঁদুর জ্বালাতন করে তাহলে তাকে ধরার জন্য আমি

হয়ত খুশি মনে দশ হাজার ডুকেট দান করব। আর কিছু বলার আছে? এমন অনেক লোক আছে যারা শূয়োরের হাঁ দেখতে পারে না, আবার অনেকে বিড়াল দেখলেই রাগে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, আবার কেউ বা ব্যাগপাইপের গান শুনলে বিরক্তিতে প্রস্রাব ধারণ করতে পারে না। মোট কথা, যে ভালবাসা মানুষের আবেগানুভূতির রাণী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে আসক্তি ও অনাসক্তি নামে দুটো বিশেষ চিত্তাবস্থার উপর। আমার মনে হয়, এবার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। কোন কোন লোক কেন শুয়োর সহ্য করতে পারে না, কেনই বা সে নির্দোষ বিড়াল ব্যাগপাইপ সহ্য করতে পারে না—একথার যেমন কোন যুক্তি হতে পারে না, শুধু এক অপরিহার্য লজ্জা আর ক্রোধের আগুনে নিজে পুড়ে অপরকে পোড়ানো ছাড়া যেমন অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় না সে কাজের মধ্যে তেমনি আমিও আমার এ কাজের অন্য কোন যুক্তি বা কারণ দর্শাতে পারি না আর তা করবও না। শুধু এইটুকুই বলব যে আমি আমার অন্তরে এ্যাণ্টনিওর প্রতি এক স্থায়ী ঘৃণার বিষ পোষণ করি বলেই এই বাজে মামলাটায় আমি শেষ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে চাই। আপনি আপনার উত্তর পেলেন ত?

ব্যাসানিও। এটা কখনই উত্তর না। তোমার অনুভূতি বলে কোন জিনিস নেই; তোমার এই নিষ্ঠুরতার সপক্ষে কোন যুক্তিই তুমি দেখাতে পার না।

শাইলক। আমি যুক্তি দিয়ে তোমায় সন্তুষ্ট করতে বাধ্য নই।

ব্যাসানিও। দেখ, কোন মানুষ বা প্রাণীকে ভালবাসতে না পারলেই তাকে মেরে ফেলতে হবে? মানুষ কি তাই করে?

শাইলক। কোন মানুষকে ভালবাসতে না পারলেও এবং তাকে খুন করতে না পারলেও কি তাকে ঘৃণা করে যেতে হবে?

ব্যাসানিও। যে কোন অপরাধই প্রথমে ঘৃণার বস্তু হয় না।

শাইলক। কেন, তুমি কি কোন সাপকে তোমাকে দুবার দংশন করতে দেবে?

এ্যাণ্টনিও। আমার অনুরোধ, তোমরা আর ইহুদীর সঙ্গে বৃথা কথা কাটাকাটি করো না। তার চেয়ে তোমরা বরং সমুদ্রতীরে গিয়ে ঢেউগুলোকে তাদের স্বাভাবিক উচ্চতাটাকে কমাতে বলবে, কোন নেকড়ে-

বাঘকে গিয়ে প্রশ্ন করবে কেন সে এক মেষমাতার কাছ থেকে তার শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে শোকে সোচ্চার করে তুলেছে, তোমরা বরং কোন পাহাড়ের উপর গিয়ে ঝঞ্ঝাহত পাইনগাছগুলোকে স্তব্ধ ও নিঃশব্দ হতে বলবে, তোমরা বরং অন্য যে কোন কঠোর বস্তুকে কোমল করার জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই ইহুদীর কঠিনতম অন্তরকে নরম করার কোন চেষ্টা করবে না। সুতরাং তোমাদের কাছে আমার কাতর মিনতি, ওকে আর কোন অনুরোধ করো না, কোন কথা বলো না। শুধু সহজভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে বিচারের রায়মত কাজ করতে দাও আর ওই ইহুদীকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে দাও।

ব্যাসানিও। তোমার তিন হাজার ডুকেটের পরিবর্তে এই ছয় হাজার ডুকেট দিচ্ছি।

শাইলক। যদি প্রতিটি ডুকেটের বদলে ছয় হাজার ডুকেট করে দাও তাহলেও আমি তা নেব না। আমি শুধু বণ্ডের শর্তপালন চাই।

ডিউক। আপনি যদি কাউকে দয়া না করেন তাহলে কেমন করে আপনি ঈশ্বরের দয়া আশা করবেন?

শাইলক। আমি যদি কোন অন্যায় করে না থাকি তাহলে আমি কোন শাস্তিকে ভয় করব কেন? আপনাদের মধ্যে অনেক ক্রীতদাস আছে যাদের আপনারা গাধা, কুকুর আর খচ্চরদের মত নির্মমভাবে খাটান, কারণ আপনারা তাদের কিনেছেন। যদি আমি বলি, ওই সব ক্রীতদাসদের মুক্তি দিন, আপনাদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দিন, অপরিমিত বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত করে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন না, তাদের বিছানাগুলোও আপনাদের বিছানার মত নরম হয়ে উঠুক এবং একই মশলার দ্বারা তাদের খাবারও রান্না হোক, তাহলে আপনারা ঠিক উত্তর দেবেন, ওই সব ক্রীতদাসরা আমাদের। আমিও তেমনি উত্তর দিচ্ছি, যে এক পাউণ্ড মাংসের আমি দাবি করছি তা আমি বেশ রীতিমত টাকা দিয়ে কিনেছি। সুতরাং সেটা আমার এবং আমাকে সেটা পেতে হবে। যদি আমাকে আমার এই প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ধিক আপনাদের আইনে। তাহলে বলব ভেনিসে আইনের বিধানের কোন মূল্য নেই। অতশত জানি না, আমি আপনাদের সামনে বিচারপ্রার্থী; উত্তর দিন, স্পষ্ট বলে দিন সে বিচার পাব কি না।

ডিউক। ডক্টর বেলারিও নামে একজন সুপণ্ডিত আইনবিদকে এই মামলায় চূড়ান্ত রায় দেবার জন্য আমি ডেকে পাঠিয়েছি ; তিনি না আসা পর্যন্ত আমি আমার ক্ষমতাবলে আদালতের কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে দিচ্ছি।

স্যালারিও। হুজুর পদুয়া থেকে ডক্টর বেলারিওর চিঠি নিয়ে একজন দুত এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

ডিউক। চিঠিটা নিয়ে এস আর দূতকেও ডেকে আন।

ব্যাসানিও। আনন্দ করো এ্যাণ্টনিও। এখনো সাহস অবলম্বন করো। ইহুদীটা যদি চায় আমি আমার রক্ত মাংস হাড় সব দেব ; কিন্তু তোমাকে আমার জন্য এক ফোঁটা রক্তও ফেলতে দেব না।

এ্যাণ্টনিও। আমি বলির ভেড়ার মত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। অশক্তবৃন্ত ফলের মত অকালে ঝরে পড়েছি মাটিতে। সুতরাং আমাকে মরতে দাও। তোমাকে এখন বাঁচতে হবে ব্যাসানিও এবং বিশেষ করে মৃত্যুর পর আমার সমাধির উপরে আমার স্মৃতিকথা লিখতে হবে তোমায়।

কোন এক উকীলের কেরাণীর বেশে নেরিসার প্রবেশ

ডিউক। তুমি পদুয়া থেকে এবং বেলারিওর কাছ থেকে আসছ ?

নেরিসা। হ্যাঁ ঠিক তাই হুজুর। বেলারিও আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। (চিঠি দিল)

ব্যাসানিও। কেন তুমি অমন করে ছুরিতে শান দিচ্ছ ?

শাইলক। ওই দেউলে লোকটার কাছ থেকে আমার ঋণের টাকা কেটে নেবার জন্য।

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি এ ছুরি শান দিচ্ছ কোন পাথরে নয়, তোমার হিংসাদুষ্ট আত্মার তীক্ষ্ণতার দ্বারাই তা শান দিচ্ছ। কোন পাথর তোমার ছুরিকে তীক্ষ্ণতা দান করতে পারে না। তোমার হিংসা এত তীক্ষ্ণ যে সে তীক্ষ্ণতার অর্ধেকও কোন ঘাতকের কুঠারে নেই। কোন প্রার্থনাই কি তোমার কঠোর হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারে না ?

শাইলক। না। তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তৈরি এমন কোন জিনিসই আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারবে না।

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি জাহান্নামে যাও ঘৃণ্য কুকুর! তোমার জন্য যদি ন্যায়বিচার অভিযুক্ত হয়ত হোক। তোমাকে দেখে আমার ধর্মবিশ্বাসের

ভিত্তিটা কেঁপে উঠছে এবং আমি পীথাগোরাসের সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হচ্ছি। আমি বিশ্বাস করছি, পশুদের আত্মা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তোমার জঘন্য আত্মাটা এর আগে ছিল কোন এক নেকড়ের যার আত্মাটা নরহত্যার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাবার পথে পালিয়ে যায় এবং যখন তুমি অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বরে শায়িত ছিলে তখন সেই নেকড়ের আত্মাটা ঢুকে পড়ে তোমার মধ্যে। তা না হলে তোমার কামনা বাসনাগুলো নেকড়ের মত এমন রক্তলোলুপ আর ক্ষুধিত হত না, অথবা দাঁড়কাকের মত এত লোভী ও ধূর্ত হত না।

শাইলক। তুমি আমার যত নিন্দাই কর না কেন তাতে আমার বণ্ডের এই সীলটা উঠে যাবে না। এত জোরে চীৎকার করে তুমি শুধু শুধু তোমার বুকের ও ফুসফুসের ক্ষতি করছ, তোমার বুদ্ধি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে সেটা সারিয়ে তোল হে ছোকরা। তা না হলে তা একেবারে রসাতলে যাবে। মনে রেখো, আমি এখানে আইনের জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

ডিউক। এই চিঠিতে বেলারিও একজন তরুণ আইনবিদকে আমাদের এই আদালতের জন্য সুপারিস করেছেন। কোথায় তিনি ?

নেরিসা। তিনি নিকটেই আছেন। তিনি জানতে চাইছেন আপনি তাঁকে এখানে আসতে অনুমতি দেবেন কি না।

ডিউক। সানন্দে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে আমি তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছি। তিন চার জন এগিয়ে গিয়ে তাকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে এখানে নিয়ে এস। ইতিমধ্যে আদালতে বেলারিওর চিঠিটা পড়া হোক।

কেরাণী। (পড়তে লাগল) 'আপন মহিমার দ্বারা আপনি আমার অসামর্থ্যের কথা উপলব্ধি করবেন এই কারণে যে, আমি যখন আপনার চিঠি পাই তখন আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু ঘটনাক্রমে আপনার দূত আসামাত্র বালথাজার নামে রোম হতে আগত এক তরুণ আইনবিদ আমার বাড়িতে আমায় ভালবেসে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে ইহুদী ও ব্যবসায়ী এ্যাণ্টনিওর মধ্যে চলতে থাকা মামলার মুল কারণের সঙ্গে তাকে ভালভাবেই পরিচয় করিয়ে দিই। আমরা দুজনে একসঙ্গে অনেক আইনের বই ঘাঁটি। আমার সঙ্গে তিনিও এ ব্যাপারে একমত। এই মত আবার তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা এমনই সমৃদ্ধ যে আমি তার সঠিক পরিমাপ করতে পারব না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমি আপনার অনুরোধমত যেতে না পারায়

আমার পরিবর্তে উনি গিয়ে আপনার অনুরোধ রক্ষা করবেন। আমার অনুরোধ, ওঁর বয়সের তারুণ্য যেন ওঁকে ওঁর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি না করে। একথা আমি এই জন্য বলছি যে, এর আগে কখনো কোন তরুণ যুবকের দেহের উপর এমন পাকা মাথা দেখিনি। আমি আশা করি আপনি তাঁকে বরণ করে নেবেন এবং এই ভারটা আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। ওঁর বিচারকার্যই সর্বসমক্ষে প্রমাণ করে দেবে উনি আমার এই প্রশংসার কতখানি যোগ্য।

বিশিষ্ট আইনবিদের বেশে সজ্জিত বালথাজাররূপী পোর্শিয়ার প্রবেশ

ডিউক। বেলারিও কি লিখেছেন আপনারা তা শুনলেন। এবার মনে হচ্ছে সেই আইনবিদ এসে গেছেন। আমাকে আপনার হাত দিন; আপনি প্রবীণ আইনজ্ঞ বেলারিওর কাছ থেকে আসছেন ?

পোর্শিয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডিউক। আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনি আপনার আসন গ্রহণ করুন। যে বিবাদ আজ এই আদালতের একমাত্র বিচার্য বিষয় আপনি তার সঙ্গে পরিচিত ?

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, আমি সে বিবাদের কারণ ভালভাবেই জানি। আমি জানি কে সেই ইহুদী আর কে সেই ব্যবসায়ী।

ডিউক। এ্যান্টনিও এবং বৃদ্ধ শাইলক দুজনেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

পোর্শিয়া। আপনার নাম কি শাইলক ?

শাইলক। শাইলক আমার নাম।

পোর্শিয়া। আপনার মামলাটা বড় অদ্ভুত ধরণের। তথাপি ভেনিসের প্রচলিত আইন আপনার দাবি অস্বীকার করতে পারে না। আপনি তাহলে ওঁর বিপদসীমার মধ্যে রয়েছেন। তাই না কি ?

এ্যান্টনিও। উনি তাই বলেন।

পোর্শিয়া। আপনি কি বণ্ডটাকে স্বীকার করেন ?

এ্যান্টনিও। হ্যাঁ আমি তা করি।

পোর্শিয়া। আমার কথা শুনুন ইহুদী, আপনি সদয় হোন।

শাইলক। কেন, কিসের জন্য দয়া দেখাতে হবে বলুন আমাকে।

পোর্শিয়া। দয়ার গুণ কখনো বৃথা যায় না। এই দয়া আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টিধারার মত স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ঝরে পড়ে। দুদিক থেকেই এই দয়া

আশীর্বাদধন্য। দয়া যে দান করে সেও যেমন ধন্য হয় যে গ্রহণ করে সেও তেমনি ধন্য হয়। এই দয়ার শক্তি অপরিসীম; সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও রাজমুকুটভূষিত রাজা সম্রাটদের রাজদণ্ডের ক্ষমতা খুবই ক্ষণস্থায়ী; ভীতি ও বাহ্যাড়ম্বর থেকেই এ ক্ষমতার উৎপত্তি। কিন্তু দয়ার ক্ষমতা আরও অনেক বেশী; এই দয়া অনেক সময় স্বয়ং রাজা মহারাজাদের অন্তরের সিংহাসনেও একাধিপত্য করে; এই দয়া সর্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরেরই এক অংশ। যখন কোন বিচারক তাঁর ন্যায়বিচারের দয়াগুণের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন তখন তাঁকে দেবতার মতই মনে হয়। সুতরাং হে ইহুদী, যদিও আপনি ন্যায়বিচার চান তথাপি একথা মনে রাখবেন যে, শুধু ন্যায়বিচারের পথে কেউ কখনো মোক্ষলাভ করতে পারে না। তার জন্য ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষা করতেই হবে। ঈশ্বরের কাছে আমরা যে দয়া প্রার্থনা করি তা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে আমাদের সকলকে আগে দয়ার কাজ করা উচিত, সকল মানুষকে দয়া করা উচিত। তা যদি না করি তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকেও আমরা কোন দয়া পাব না। আমরা এই সব কথা বলার অর্থই হলো আপনার ন্যায়বিচারের কার্যটাকে আপনি একটু প্রশমিত করুন। তা যদি না করেন তাহলে ভেনিসের আদালত আইনের কঠোর বিধান অনুসারে ওই সওদাগরের উপর উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবে।

শাইলক। আমি কি করব না করব তা আগেই বলে দিয়েছি। আইনের কাছে আমি সুবিচার চাই। আমি আমার বণ্ডের শর্তভঙ্গের শাস্তি চাই।

পোর্শিয়া। উনি কি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে সমর্থ নয়?

ব্যাসানিও। হ্যাঁ উনি সমর্থ। তাঁর পক্ষ থেকে এই টাকা আমি আদালতে জমা রাখছি। এমনকি সেই টাকার দ্বিগুণ; যদি এতে উনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে এই টাকার দশগুণ দেব ও উপরন্তু আমি আমার হাত মাথা এবং হৃৎপিণ্ড দান করব। এতেও যদি উনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে বুঝতে হবে আসলে হিংসা চরিতার্থ করাই হলো ওঁর উদ্দেশ্য। আপনার কাছে আমার অনুরোধ একটা বড় রকমের ন্যায়ের জন্য যদি সামান্য কিছু অন্যায়ও করতে হয় তা করুন এবং এইভাবে এই নিষ্ঠুর শয়তানের কুটিল কামনার ঔদ্ধত্যটাকে খর্ব করুন।

পোর্শিয়া। তা ত সম্ভব না। সারা ভেনিসের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই

যা আইনের প্রতিষ্ঠিত বিধানকে পাল্টে দিতে পারে। কারণ আজকের এই বিধান নথিভুক্ত হবে নজীর হিসাবে এবং এর ফলে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে সারা রাজ্যে অনেক অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সুতরাং তা কখনো হতে পারে না।

শাইলক। সাধু সাধু। বিচারকর্তারূপে স্বয়ং ড্যানিয়েল যেন নেমে এসেছেন। সত্যিই স্বয়ং ড্যানিয়েল। হে তরুণ বিজ্ঞ বিচারক, আমি আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

পোর্শিয়া। আপনার বণ্ডটা একটু দেখাবেন ?

শাইলক। এই যে মাননীয় আইনবিদ। এই নিন।

পোর্শিয়া। আচ্ছা শাইলক, এই ঋণের টাকার তিনগুণ আপনাকে নেওয়া হবে।

শাইলক। কিন্তু আমি যে শপথ করেছি। ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছি। সে শপথ ভঙ্গ করে আমি কি আমার আত্মাকে কলুষিত করে তুলব ? না, সারা ভেনিস শহরের লোক তা বললেও পারব না।

পোর্শিয়া। এই বণ্ড অবশ্য বাতিল হয়ে গেছে এবং আইনের দিক থেকে এর দ্বারা এই ইহুদী ভদ্রলোক সওদাগরের হৃৎপিণ্ডের নিকটতম অংশ থেকে এক পাউণ্ড মাংস দাবি করতে পারেন। কিন্তু আপনি সদয় হোন। এই ঋণের তিনগুন টাকা আপনি গ্রহণ করুন। তারপর এই বণ্ডটা আমায় ছিঁড়ে ফেলতে দিন।

শাইলক। আমার কথামত কাজ হলে পর তবে আপনি এ বণ্ড ছিঁড়তে পারবেন। আপনাকে দেখে যতদুর মনে হচ্ছে আপনি একজন যোগ্য বিচারক এবং আইনের বিধান জানেন। আপনি যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিপুর্ণ। এজন্য ন্যায়বিচারের এক সুযোগ্য স্তম্ভ হিসাবে এই বিচারকার্যে অগ্রসর হবার জন্য আমি আপনার উপর ভার দিচ্ছি। আমি আমার আত্মার নামে শপথ করেছি ভেনিস শহরের কোন লোকের কোন কথাই আমাকে টলাতে পারবে না। আমি এই বণ্ডের যথাযথ শর্তপালন চাই।

এ্যাণ্টনিও। আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করছি মহামান্য বিচারপতি যেন তাঁর বিচারের রায় দান করেন।

পোর্শিয়া। রায় ত হয়েই আছে। এই রায়ের অর্থ হলো ছুরির জন্য আপনার বুকটাকে প্রস্তুত করুন।

শাইলক। হে মহান বিচারপতি! হে সুন্দর যুবক।

পোর্শিয়া। আইনের বিধান অনুসারে এই শাস্তি খুবই সঙ্গত।

শাইলক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। হে বিজ্ঞ ও ন্যায়বান বিচারপতি, বয়সের অনুপাতে আপনাকে কত বেশী বিজ্ঞ ও বয়োপ্রবীণ বলে মনে হচ্ছে।

পোর্শিয়া। সুতরাং আপনার বুকটা খুলুন।

শাইলক। তার বুক—দেখি দেখি বণ্ডে কি আছে। 'তার হৃৎপিণ্ডের খুব কাছে—' ঠিক এই কথা কি লেখা নেই মহামান্য বিচারপতি? ঠিক এই কথা।

পোর্শিয়া। আচ্ছা, মাংস ওজনের জন্য দাঁড়িপাল্লা আছে ত?

শাইলক। হ্যাঁ, তা প্রস্তুত আছে।

পোর্শিয়া। কোন এক ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন শাইলক আপনার পক্ষ থেকে। যাতে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরবার ফলে তাঁর মৃত্যু না হয় ডাক্তার তার ব্যবস্থা করবেন।

শাইলক। বণ্ডে এটা কি লেখা আছে?

পোর্শিয়া। বণ্ডে অবশ্য এটা লেখা নেই, কিন্তু নাইবা তা থাকল, যদি আপনি বদান্যতা স্বরূপ এটা দান করেন আপনার ভালই হবে।

শাইলক। কই, বণ্ডে ত একথা লেখা নেই, আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

পোর্শিয়া। আচ্ছা সওদাগর, আপনার কিছু বলার আছে?

এ্যান্টনিও। সামান্য কিছু; আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। তোমার হাতটা একবার দাও ব্যাসানিও। বিদায়। তোমার জন্য আমাকে এই বিপদে পড়তে হলো বলে তুমি যেন দুঃখ করো না। কারণ এ ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী সাধারণতঃ যা করে থাকেন তার থেকে বেশী দয়া আমাকে দান করেছেন। সচরাচর দেখা যায় তাদের ধনসম্পদ চলে গেলেও অনেক হতভাগ্য মানুষকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয়; কোটরাগত চোখ আর কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে দারিদ্র্যে জর্জরিত হতে হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমাকে কিন্তু এই ধরণের সুদীর্ঘ দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তিদান করলেন ভাগ্যদেবী। তোমার মাননীয়া স্ত্রীর কাছে আমার কথা বলো, বলো আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি, আমার জীবনের এই শোচনীয় পরিণামের কথাও বলো। মৃত্যুর পরেও যেন আমার নাম করো। আমার

জীবনকাহিনী শেষ হয়ে গেলে তাঁকে বিচার করতে বলো কতবড় ভালবাসার ধন ব্যাসানিও একদিন আমার কাছে ছিল। তোমার বন্ধুকে হারাতে হচ্ছে বলে অনুতাপ করো না। ইহুদী যদি কিছু কম মাংসও কেটে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তা শোধ করে দেব আমি আমার জীবন দিয়ে।

ব্যাসানিও। এ্যাণ্টনিও, আমি এমনই একজন নারীকে বিয়ে করেছি যাকে আমি আমার আপন জীবনের মতই ভালবাসি। কিন্তু আমার নিজের জীবন, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং এমন কি সারা জগৎ তোমার জীবনের তুলনায় কম মুল্যবান। আমি এই সব কিছুই তোমাকে বাঁচাবার জন্য হারাতে পারব। সব কিছু এই শয়তানটাকে দান করতে পারব।

পোর্শিয়া। আপনার এই প্রতিশ্রুতির কথা আপনার স্ত্রী যদি নিজের কানে শুনত তাহলে কিন্তু মোটেই আপনাকে ধন্যবাদ দিত না।

গ্র্যাশিয়ানো। আমারও স্ত্রী আছে এবং আমি তাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার এই ভালবাসা সত্বেও চাইব আমার স্ত্রী যেন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গে গিয়ে এই শয়তান ইহুদীটার অন্তরে পরিবর্তন আনার জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছে অনুনয় বিনয় করে।

নেরিসা। তবু ভাল যে আপনি তার অনুপস্থিতিতেই তাকে উৎসর্গ করতে চাইছেন দেবতাদের কাছে। তা না হলে অর্থাৎ সে একথা শুনলে বাড়িতে অশান্তি হত।

শাইলক। (স্বগতঃ) এরা হচ্ছে খৃস্টান স্বামী। আমার মেয়েও ত এমনি এক খৃস্টান স্বামীর স্ত্রী। কিন্তু এই ধরণের খৃস্টানকে বিয়ে করার থেকে আমার মেয়ে যদি কোন ব্যারাবাস বংশীয়কে বিয়ে করত তাহলে ভাল হত। কিন্তু এই সব কথায় শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। আমার প্রার্থনা হুজুর দণ্ড বিধান করুন।

পোর্শিয়া। এই সওদাগরের এক পাউণ্ড মাংস—আইনএর বিধান দিচ্ছে এবং এই আদালত তা আপনাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

শাইলক। খুবই ন্যায়সঙ্গত বিচার।

পোর্শিয়া। এবং আপনাকে এক পাউণ্ড মাংস ওঁর বুক থেকে কেটে নিতে হবে। আইনে তা বলছে এবং আদালত আপনাকে তা দান করছে।

শাইলক। অত্যন্ত বিজ্ঞ বিচারক। একেই বলে বিচারের রায়। ঠিক আছে তৈরি হও।

পোর্শিয়া। একটু থামুন। আর একটা কথা আছে। এই বণ্ডে কিন্তু একটা কথা লেখা নেই। আপনি কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও পাবেন না। শুধু লেখা আছে এক পাউণ্ড মাংস। এই নিন আপনার বণ্ড আর সেই মতে এক পাউণ্ড মাংস আপনি কেটে নিন। কিন্তু সেই মাংস কাটতে গিয়ে যদি আপনি এক ফোঁটা খৃস্টান রক্তপাত করেন তাহলে ভেনিসের প্রচলিত আইন অনুসারে আপনার সমস্ত জমি জায়গা ও বিষয়সম্পত্তি ভেনিস সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

গ্র্যাশিয়ানো। ধন্য ন্যায়বান বিচারপতি। শোন ইহুদী। হে বিজ্ঞ বিচারপতি, আপনার জয় জয়কার হোক।

শাইলক। আইনে কি তাই বলে?

পোর্শিয়া। আপনি নিজে আইনটা দেখতে পারেন। যেহেতু আপনি বিচার চান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি আশাতীত ন্যায়বিচার পাবেন।

গ্র্যাশিয়ানো। ধন্য হে বিজ্ঞ বিচারপতি। শোন ইহুদী।

শাইলক। ঠিক আছে আগে যা দিচ্ছিলেন তাই দিন। আমার ঋণের টাকার তিনগুন টাকা দিয়ে দিন, তারপর খৃষ্টানটাকে মুক্তি দিন।

ব্যাসানিও। এই নিন টাকা।

পোর্শিয়া। থামুন। তাড়াতাড়ি করবেন না। ইহুদী বিচার চেয়েছেন, বিচার পাবে। সে চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি চেয়েছে, শাস্তি পাবে; তার বেশী কিছু না।

গ্র্যাশিয়ানো। এইবার ইহুদী! ধন্য ধন্য বিজ্ঞ বিচারপতি।

পোর্শিয়া। সুতরাং মাংস কেটে নেবার জন্য আপনি প্রস্তুত হোন। কিন্তু এক ফোঁটাও রক্তপাত করবেন না আর এক পাউণ্ডের কম বা বেশী মাংস কাটবেন না; ঠিক এক পাউণ্ড। যদি আপনি এক পাউণ্ডের একটু বেশী বা কম কেটে ফেলেন বা দাঁড়িপাল্লার একটা দিক এক চুল পরিমাণও ঝোঁকে, তাহলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং আপনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

গ্র্যাশিয়ানো। দ্বিতীয় ড্যানিয়েল। একেবারে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ড্যানিয়েল! শুনছ ইহুদী, এবার তোমাকে বেকায়দায় পেয়েছি।

পোর্শিয়া। থামলেন কেন ইহুদী। আপনি আপনার প্রাপ্য নিয়ে নিন।

শাইলক। আমাকে আমার আসলটা দিয়ে দিন, আমি চলে যাই।

ব্যাসানিও। আমি এটা তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছি। এখানেই আছে।

পোর্শিয়া। উনি আদালতে প্রকাশ্যভাবে তা নিতে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং উনি শুধু পাবেন ওঁর আকাংখিত বিচার আর বণ্ড।

গ্র্যাশিয়ানো। ড্যানিয়েল। একেবারে মুর্তিমান দ্বিতীয় ড্যানিয়েল। ইহুদী, এই কথাটা আমাকে শেখানোর জন্য তোমায় ধন্যবাদ।

শাইলক। আমি কি আমার আসল টাকাটাও পাব না ?

পোর্শিয়া। আপনি শুধু আপনার আইনসম্মত বণ্ডে লিখিত ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর কিছুই পাবেন না এবং তাতে আপনার ক্ষতিই হবে।

শাইলক। থাকগে, শয়তান তাহলে যা খুশি তাই করুক। আমি আর এখানে থেকে কথা বাড়াব না।

পোর্শিয়া। থামুন ইহুদী। আপনার উপর আইনের আর একটা দাবি আছে। ভেনিসের প্রচলিত আইনে বলে যে, যদি কোন বিদেশীর বিরুদ্ধে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে কোন নাগরিকের জীবন নাশের চেষ্টা করেছে তাহলে তার প্রতিপক্ষ তার বিষয় সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে আর বাকি অর্ধাংশ রাষ্ট্র করায়ত্ত করবে এবং অপরাধীর জীবন ডিউকের দয়ার উপর নির্ভর করবে ; তাতে কারো কিছু করার থাকবে না এবং কেউ আপনার হয়ে কিছু বলবেও না। বিচার চলাকালীন এটা পরিস্কার দেখা গেছে যে কখনো পরোক্ষভাবে এবং কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে আপনি বিবাদীর জীবন নাশের চেষ্টা করেছেন। আপনি কিভাবে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন আমি তা আগেই বলেছি। সুতরাং এখন নতজানু হয়ে ডিউকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

গ্র্যাশিয়ানো। ডিউককে বলো যে তিনি নিজের খরচে তোমাকে ফাঁসি দেন। কারণ তোমার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ফাঁসির দড়ি কেনার পয়সাও তোমার নেই। সুতরাং সরকারী খরচেই যেন তোমার ফাঁসির ব্যবস্থা হয়।

ডিউক। তুমি চাইবার আগেই আমি তোমায় প্রাণভিক্ষা দিলাম। যাতে করে তোমার অন্তরের সঙ্গে আমাদের অন্তরের পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে

পার। তবে তোমার ধনসম্পত্তির অর্ধাংশ এ্যাণ্টনিও পাবে আর বাকি অর্ধাংশ রাষ্ট্র জরিমানা স্বরূপ দখল করবে।

পোর্শিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাষ্ট্র তা পাবে।

শাইলক। না, আমার জীবন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি নাও, আমাকে জীবন ভিক্ষা দিতে হবে না। আমার বিষয়সম্পত্তি নেওয়া মানেই আমার বাড়ি নিয়ে নেওয়া কারণ বিষয়ের আয় দিয়ে আমি আমার বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ করি। আবার আমার বিষয় আশয় নিয়ে নেওয়া মানেই আমার জীবন নিয়ে নেওয়া, কারণ বিষয়ের আয়েই আমি জীবন ধারণ করি।

পোর্শিয়া। কী ধরণের দয়া আপনি দেখাতে চান এ্যাণ্টনিও?

গ্র্যাশিয়ানো। শুধু এক মাপ শস্য, আর কিছু না।

এ্যাণ্টনিও। মহামান্য ডিউক এবং আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা ওঁর সম্পত্তির যে অর্ধাংশ জরিমানা স্বরূপ ধার্য করা হয়েছে তা যেন মকুব করা হয়। বাকি অর্ধাংশ উনি আমাকে দখল দেবেন তবে ওঁর মৃত্যুর পর আমি এই সম্পত্তি ওঁর কন্যাকে যে ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন তাঁকে আমি দান করব। আরও দুটো জিনিস ওঁকে করতে হবে; ওঁর প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য ওঁকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে আর ওঁকে এই আদালতে এক দানপত্র দান করে উনি ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর সমস্ত সম্পত্তি যাতে ওঁর কন্যা ও জামাতা লরেঞ্জো পায় তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

ডিউক। ওকে অবশ্যই তা করতে হবে, তা না হলে একটু আগে যে মার্জনা আমি করেছি তা প্রত্যাহার করে নেব।

পোর্শিয়া। আপনি কি এটা মেনে নিতে রাজী? আপনার কি কিছু বলার আছে?

শাইলক। আমি রাজী আছি।

পোর্শিয়া। কেরাণী, একটা দানপত্র তৈরি করো ত।

শাইলক। আমার অনুরোধ, আমাকে এখন যেতে দিন। দানপত্র তৈরি করে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তা সই করে দেবো।

ডিউক। ঠিক আছে আপনি যান, তবে এটা করবেন যেন।

গ্র্যাশিয়ানো। তোমার খৃস্টধর্ম গ্রহণের সময় দুটো ধর্মবাবা হবে। আমি বিচারক হলে তোমার দশটা ধর্মবাবার ব্যবস্থা করতাম। তোমাকে ফাসিকাঠে ঝোলাতাম; তোমায় ধর্মান্তরিত করতাম না। (শাইলকের প্রস্থান)

ডিউক। স্যার, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

পোর্শিয়া। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমাকে আজ রাত্রেই পতুয়ায় ফিরে যেতে হবে। এখনি আমাকে রওনা হতে হবে।

ডিউক। আপনার সময় নেই বলে আমি দুঃখিত। এ্যান্টনিও, এই ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করুন। কারণ আমাব মতে আপনিই এঁর কাছে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ ও বাধিত। (ডিউক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

ব্যাসানিও। হে সুযোগ্য ভদ্রমহোদয়, আজ আপনারই জ্ঞানের দ্বারা আমি এবং আমার বন্ধু বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ শাস্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছি। তার প্রতিদান স্বরূপ যে তিন হাজার ডুকেট ইহুদীকে দেওয়ার কথা ছিল সেই তিন হাজার ডুকেট আমরা সানন্দে আপনাকে আপনার এই সৌজন্যমূলক কষ্টস্বীকারের জন্য দান করলাম।

এ্যাণ্টনিও। তা ছাড়াও আপনার সেবা ও ভালবাসার ঋণে আমরা চিরদিন আবদ্ধ রইলাম।

পোর্শিয়া। টাকা পয়সা বড় কথা নয়, সন্তুষ্ট হওয়াটাই বড় কথা। আপনাদের মুক্ত করে আমি নিজেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, সুতরাং টাকা পয়সার থেকে বড় পাওয়া আমি পেয়েছি। আমি এব বেশী কিছু চাইনি। আমার কথা হলো, পরে আবার দেখা হলে আপনারা যেন আমায় চিনতে পারেন। আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। আমি বিদায় নিচ্ছি।

ব্যাসানিও। কিন্তু আমার একটা কথা স্যার রাখতে হবে। কোন পারিশ্রমিক নয়, আমাদের কাছ থেকে একটা স্মৃতিচিহ্ন আমাদের শ্রদ্ধার দান হিসাবে রেখে দিতে হবে আপনাকে। দুটো জিনিস নিতে হবে। কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

পোর্শিয়া। এত করে যখন অনুরোধ করছেন তখন আপনার কথা মেনে নিলাম। (এ্যাণ্টনিওর প্রতি) আপনার দস্তানা জোড়াটা দিন আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, আমি তা পরব। (ব্যাসানিওর প্রতি) আপনাব স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি আপনার ঐ আংটিটা গ্রহণ করব। হাতটা সরিয়ে নেবেন না। আমি আর কিছু নেব না, এবং আশা করি ভালবাসার খাতিরে আপনি তা দিতে অস্বীকার করবেন না।

ব্যাসানিও। এই আংটি—ভাল ত। এটা খুবই তুচ্ছ জিনিস, এটা চেয়ে আমায় লজ্জা দেবেন না। এটা দিয়ে আমিই লজ্জিত হব।

পোর্শিয়া। এটা ছাড়া আমি ত আর কিছু নেব না। এখন মনে হচ্ছে আমার যেন এটাকে মনে ধরে গেছে।

ব্যাসানিও। এর দামের জন্য হচ্ছে না, এর সঙ্গে অন্য ব্যাপার জড়িয়ে আছে। ভেনিসের সব চেয়ে দামী আংটি আমি ঘোষণার দ্বারা খুঁজে বার করে আপনাকে দেব। দয়া করে শুধু এই আংটিটা চাইবেন না।

পোর্শিয়া। আমি লক্ষ্য করেছি, দানের ক্ষেত্রে আপনি উদার। আপনিই ত আমায় চাইতে বলেছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, চাইতে বলে আপনি দেবার সময় কুণ্ঠা বোধ করছেন।

ব্যাসানিও। শুনুন স্যার, এই আংটিটা আমার স্ত্রী আমায় দিয়েছেন। এটা দেবার সময় তিনি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেন, এটা যেন আমি কাউকে বিক্রি না করি, কাউকে দান না করি বা কখনো না হারাই।

পোর্শিয়া। এইভাবে দানের জিনিস বাঁচাতে গিয়ে অনেকেই অজুহাত দেখায়। আপনার স্ত্রী যদি পাগল না হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন এ আংটি পরার কতখানি আমি যোগ্য। এটা আমাকে দেবার জন্য তিনি কখনই আপনার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক ত্যাগ করবেন না।

(পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রস্থান)

এ্যাণ্টনিও। বন্ধুবর লর্ড ব্যাসানিও। আংটি ওকে দিয়ে দাও। তোমার স্ত্রীর আদেশের তুলনায় তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা আর আমার ভালবাসাটাকে অন্ততঃ কিছু বেশী মূল্য দাও।

ব্যাসানিও। যাও গ্র্যাশিয়ানো, ছুটে গিয়ে ওঁকে ধরো। এই আংটিটা ওঁকে দাও এবং যদি পারত ওঁকে এ্যাণ্টনিওর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এস। (গ্র্যাশিয়ানোর প্রস্থান) এস আমরা দুজনে এখনি সেখানে চলে যাই। কাল সকালে আমরা দুজনেই বেলমঁত রওনা হব। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ

পোর্শিয়া। ইহুদীর বাড়িটা খুঁজে বার করো। এই দানপত্রটা তাকে দাও এবং সই করিয়ে নাও। আজ রাত্রিতেই আমরা চলে যাব। আমাদের

স্বামীরা যাবার একদিন আগেই আমাদের বাড়ি পৌঁছতে হবে। এই দানপত্রটা পেলে লরেঞ্জো খুশি হবে।

গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। আপনাদের পেয়ে গেছি, ভালই হয়েছে স্যার। আমাদের লর্ড ব্যাসানিও পরে একজনের পরামর্শে এই আংটিটা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং আপনাকে তার সঙ্গে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পোর্শিয়া। তা ত হবে না। তবে তাঁর আংটি বিশেষ ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম, তাঁকে বলবেন। আর একটা কথা, এই ছোকরাকে শাইলকের বাড়িটা দেখিয়ে দিন।

গ্র্যাশিয়ানো। আচ্ছা তা আমি দিচ্ছি।

নেরিসা। স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। (পোর্শিয়াকে আড়ালে ডেকে) আচ্ছা, যে আংটিটা আমার স্বামীকে দেবার সময় চিরদিনের মত রাখার জন্য শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, এখন সেই আংটিটা পাব কিনা দেখব ?

পোর্শিয়া। (নেরিসার প্রতি) দেখ না। আমরা ওদের সেই শপথের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে চেপে ধরব। ওরা আমাদের আংটি অন্য কাউকে দিয়েছে বলে শপথ ভঙ্গের অভিযোগ তুলব। (জোরে) নাও, নাও, তাড়াতাড়ি করো। তুমি জানো কোথায় আমি অপেক্ষা করব।

নেরিসা। আসুন স্যার, আমাকে বাড়িটা একটু দেখিয়ে দেবেন ?

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ির সম্মুখস্থ বাগান।

লরেঞ্জো ও জেসিকার প্রবেশ

লরেঞ্জো। চাঁদের কিরণ আজ বড় উজ্জ্বল। আজকের মত এমনি এক রাত্রিতে যখন মৃদুমন্দ বাতাস নিঃশব্দে গাছগুলোকে চুম্বন করছে, আমার মনে হয় ট্রয়লাস ট্রয় দুর্গের প্রাকার লঙ্ঘন করে যে গ্রীক তাঁবুতে ক্রেসিদা শুয়েছিল সেইদিকে তাকিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

জেসিকা। এই রকম রাত্রিতেই থিসবি শিশিরভেজা পথের উপর দিয়ে যেতে যেতে সহসা এক সিংহের ছায়া দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পালিয়ে যেতে পারেনি।

লরেঞ্জো। এই রকম এক রাত্রিতেই এক নির্জন সমুদ্রতীরে একটি উইলো ফুল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল দিদো তার প্রেমিকার প্রতীক্ষায় যাতে তারা দুজনে কার্থেদে ফিরে যেতে পারে আবার।

জেসিকা। এই রকম এক রাত্রিতেই মিডিয়া কত গাছ গাছড়া খুঁজে এনে মৃত ঈসনকে বাঁচিয়ে তুলেছিল।

লরেঞ্জো। এই রকম রাত্রিতেই জেসিকা এক ধনী ইহুদীর বাড়ি থেকে প্রেমিকের সঙ্গে ভেনিস থেকে বেলমঁতে পালিয়ে এসেছিল।

জেসিকা। এই রকম এক রাত্রিতেই লরেঞ্জো নামে এক যুবক কত মিথ্যা প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার হৃদয় চুরি করে এনেছিল।

লরেঞ্জো। এই রকম এক রাত্রিতেই সুন্দরী জেসিকা এক কলহপ্রিয়া নারীর মত তার প্রেমকে নিন্দিত করে তুলেছিল এবং তা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমার চোখে দেখেছিল তার প্রেমাস্পদ।

জেসিকা। কেউ যদি না আসে তাহলে সারারাত তোমাকে নিয়ে এইখানেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু ওই শোন, কে আসছে।

স্তেফানোর প্রবেশ

লরেঞ্জো। এমন নিস্তব্ধ রাত্রিতে কে এমন দ্রুগতিতে আসছে ?

স্তেফানো। একজন বন্ধু।

লরেঞ্জো। বন্ধু! কে বন্ধু! তোমার নাম বল বন্ধু ?

স্তেফানো। স্তেফানো আমার নাম। আমি একটা খবর এনেছি, আমাদের মনিবগিন্নী কাল সকালেই বেলমঁতে আসছেন। তাঁদের বিবাহবন্ধন যাতে সুখের হয় সেজন্য তিনি পবিত্র ক্রসকে সাক্ষী রেখে উপাসনা করে দিন কাটাচ্ছেন।

লরেঞ্জো। তাঁর সঙ্গে আর কে আসছে ?

স্তেফানো। একজন সাধু আর তাঁর পরিচারিকা। আচ্ছা আমাদের মনিব কি এসে পড়েছেন ?

লরেঞ্জো। না আসেননি। তাঁদের কোন খবরও জানতে পারিনি। চল জেসিকা ঘরে চল। আমাদের গৃহকর্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরী হইগে চল। (ল্যান্সলটের প্রবেশ)

ল্যান্সলট। সোনা সোনা! হো হো হো। সোনা সোনা।

লরেঞ্জো। কে আমায় ডাকছে।

ল্যান্সলট। সোনা! মালিক লরেঞ্জোকে দেখেছ?

লরেঞ্জো। চীৎকার করো না, এখানে এস।

ল্যান্সলট। সোনা। কোথা কোথা?

লরেঞ্জো। এই যে এখানে।

ল্যান্সলট। তাকে বলে দিও আমার-মনিবের কাছ থেকে চিঠি এসেছে, বিশেষ সুখবর আছে তাতে। সকাল হবার আগেই উনি এসে পড়ছেন।

(প্রস্থান)

লরেঞ্জো। চল প্রিয়তমা ভিতরে চল। ওদের আসার জন্য প্রতীক্ষা করিগে। তা হোক—এখন গিয়েই বা কি হবে। আচ্ছা বন্ধু স্তেফানো বাড়ির ভিতরে যাও। তোমার মনিবগিন্নী এসে যাবে। গান বাজনার ব্যবস্থা করে তাকে অভ্যর্থনার আয়োজন করো। (স্তেফানোর প্রস্থান) দেখ দেখ, চাঁদের আলোটা কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এই জলাশয়ের তারে। এখানে বসে বসে শুধু গান শুনে যাব আমরা। এক মেতুর নীরবতার সঙ্গে মিলে মিশে রাত্রি কেমন যেন সুর সঙ্গতিকে গড়ে তোলে। বস জেসিকা। দেখ দেখ, উজ্জ্বল সোনালি আলোর অসংখ্য কারুকার্যে কেমন চিত্রিত হয়ে উঠেছে আকাশের বুকখানা। সারা আকাশের মধ্যে আর কোথাও কিছু নেই। শুধু চাঁদ তার নির্জন গতিপথে কোন এক নিঃসঙ্গ দেবদূতের মত গান গেয়ে চলেছে আর মাঝে মাঝে দুই একটা কথা বলছে নক্ষত্রপরীদের সঙ্গে। অবিনশ্বর আত্মা আর অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম প্রদেশে এমনি এক ঐক্যতানের অতি সূক্ষ্ম সুর বেজে চলেছে। কিন্তু সততধ্বনিত অশ্রুত সে সুরের রেশ এই মৃত্যুসঙ্কুক্ষিত মর্ত্যভূমিতে কোনদিন নেমে আসে না। আমরা যারা মরণশীল মানুষ তারা কোনদিন সে সুর শুনতে পাব না।

বাদকদের প্রবেশ

এস, এস, তোমাদের স্তোত্রগানের দ্বারা ডায়েনার ঘুম ভাঙ্গাও। মধুর গানের সুরে তোমাদের গৃহকর্ত্রীকে তৃপ্ত করো, তাঁকে গানের সুরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে এস। (গীতবাদ্য)

জেসিকা। আমি কিন্তু মিষ্টি গান শুনে কখনো আনন্দ পাই না।

লরেঞ্জো। কারণ তুমি খুব মনোযোগের সঙ্গে যে গান শুনেছ আসলে সেটা গান নয়। তুমি শুধু যারা গানের কিছুই জানে না এমন কতকগুলো বাজে ছোকরাকে বন্য পশুর মত গানের নাম করে চীৎকার করতে শুনেছ, যেটা

তাদের উত্তপ্ত রক্তের অসংযত উচ্ছল ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু যদি ঘটাক্রমে এই সব স্বরতালহীন চপলমতি ছোকরাদের কর্ণকুহরে সত্যিকারের সঙ্গীতের সুমধুর সুর একবার প্রবেশ করে তাহলে দেখবে তারা সহসা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনছে, তাদের উদ্দাম চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে গেছে সহসা, সঙ্গীতের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা তাদের বদলে দিয়েছে সহসা। এইজন্যই কবি বলতেন অর্ফিয়াস তার বাঁশির সুরের দ্বারা গাছ পাথরকে সচল করে তুলতে পারত, মেঘ থেকে বৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত, ক্রোধোন্মত্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির অন্তরকে প্রভাবিত ও বিগলিত করতে পারত। তবে যুগে যুগে সঙ্গীতের ধারাটার কিছু পরিবর্তন হয়। যে মানুষ গান ভালবাসে না বা সঙ্গীতের মধুর সুরের দ্বারা বিচলিত হয় না, সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, চক্রান্ত প্রভৃতি সব রকমের কুকর্ম করতে পারে, তার অন্তরাত্মা রাত্রির মত স্তব্ধ ও অস্বস্তিকর, তার স্নেহপ্রীতিমূলক আবেগানুভূতি এরেথাসের মতই অন্ধ। এ ধরণের লোককে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং গান শোন।

পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ

পোর্শিয়া। ঐ যে আলো দেখছ ওটা আমার বড় ঘরটায় জ্বলছে। একটা ছোট্ট বাতির আলো কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে দেখ। তেমনি কোন ভাল কাজের মহিমা এই অসুন্দর স্বার্থকুটিল পৃথিবীতে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

নেরিসা। যতক্ষণ চাঁদের আলো ছিল ততক্ষণ আমরা ঐ বাতির আলো দেখতে পাইনি।

পোর্শিয়া। তেমনি বড় রকমের কোন গৌরব কোন ছোট কাজের গৌরবকে ম্লান করে দেয়। একজন ছোট রাজা অনেক সময় খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রাজ্যশাসন করে, কিন্তু সে কোন বড় রাজার অধীনে এলে ম্লান হয়ে যায় তার রাজকীয় গৌরব। সমুদ্রে ঢলে পড়া কোন নদীর মত এক বৃহত্তর গৌরবের মহিমার মাঝে সে তখন নিঃশেষে বিলীন করে নিজেকে। গানের শব্দ আসছে না? শোন শোন।

নেরিসা। এ গান তোমার বাড়িরই গান দিদিমণি।

পোর্শিয়া। গুণ ছাড়া কোন বস্তুই ভাল হতে পারে না জগতে। দিনের বেলার থেকে এ গান আরও মধুর লাগছে।

নেরিসা। এখন চারিদিক নিস্তব্ধ বলেই এ গান এমন মিষ্টি শোনাচ্ছে।

পোর্শিয়া। যখন আর কোন পাখি গান না গায় তখন কাকের ডাকটাকে স্কাইলার্কের মতই মিষ্টি মনে হয়। আর দেখবে যদি কোন নাইটিঙ্গেল পাখি দিনের বেলায় গান গায়, যখন সব রাজহাঁসগুলোই ক্যাঁ ক্যাঁ করে চীৎকার করতে থাকে তাহলে তার গানটাও শালিকের গলার মত কর্কশ শোনাবে। এইভাবে দেখবে একমাত্র সময় বিশেষেই সব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে, সব বস্তু প্রশংসার যোগ্য হয়ে ওঠে, তারা প্রকৃত পরিপূর্ণতা লাভ করে। চুপ করো, এখন দেখ, চাঁদ তার প্রিয়তম এন্‌ডিমিয়নের সঙ্গে আকাশের সুনীল বিছানায় কেমন সুখনিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে, ও যে এখন জাগবে না। (গান থেমে গেল)

লরেঞ্জো। এ গলার স্বর নিশ্চয়ই পোর্শিয়ার। তা না হলে বলব আমি খুব জোর ঠকে গিয়েছি।

পোর্শিয়া। অন্ধ লোকেরা যেমন কোকিলের কর্কশ গলার স্বর শুনে তাদের চিনতে পারে লরেঞ্জোও তেমনি আমার গলার স্বর শুনে আমায় চিনে নিতে পারে।

লরেঞ্জো। আসুন আসুন ম্যাডাম, স্বাগতম।

পোর্শিয়া। আমরা আমাদের স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আর উপাসনা করছিলাম এবং আমার মনে হচ্ছে তাতে ফলও হয়েছে। ওঁরা কি এসে গেছেন ?

লরেঞ্জো। তারা এখনো অবশ্য আসেনি। তবে তাদের আসার খবর নিয়ে একজন দুত এসেছে।

পোর্শিয়া। যাও নেরিসা, আমার বাড়ির চাকরদের বলে দাও তারা যেন আমাদের এই অনুপস্থিতির কথা কাউকে না বলে। লরেঞ্জো, জেসিকা, নেরিসা, তোমরাও বলবে না। (বাদ্যধ্বনি)

লরেঞ্জো। আপনার স্বামী এসে গেছে। বাদ্যধ্বনি ওদের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে। আমরা তাকে সব কথা বলার জন্য বসে নেই, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

পোর্শিয়া। রাত্রিটাকে ঠিক মনে হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন মলিন দিনের মত। মেঘে সূর্য ঢাকা থাকলে যেমন মলিন দেখায় দিনের আলোটাকে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

ব্যাসানিও, এ্যাণ্টনিও, গ্র্যাশিয়ানো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ব্যাসানিও। ইচ্ছে হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তটাকে উল্টে দিয়ে সূর্যটাকে আটকে রাখি, ইচ্ছে হচ্ছে সূর্য যেন কখনো অস্ত না যায় আমাদের পৃথিবীতে। তাহলে অন্ধকারে কোনদিন পথ হাঁটতে হবে না আমাদের।

পোর্শিয়া। কেন আমি তোমাকে আলো দেখাব। অবশ্য আমাকে কোনদিন হালকা বা চপল হতে বলো না। কারণ স্ত্রী চপলমতি হালকা প্রকৃতির হলে স্বামীর অন্তরটা ভারী হয়ে ওঠে দুঃখে এবং আমার স্বামী ব্যাসানিও যেন এমন ভারী কখনো না হয়। যাক ভগবান যা করে করবে। এখন স্বাগত জানাই তোমাকে।

ব্যাসানিও। ধন্যবাদ। আমার বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাও। ইনিই সেই এ্যান্টনিও যার কাছে আমি চিরদিনের জন্য এক অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

পোর্শিয়া। আমি যতদুর শুনেছি উনি তোমার জন্যে এমন বাঁধা পড়েছিলেন যে সব দিক থেকেই তুমি ওঁর কাছে বাধিত।

এ্যান্টনিও। আর না, কারণ আমি এখন ভালভাবেই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

পোর্শিয়া। মহাশয়, আপনাকে আমি সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। আপনার শ্রদ্ধায় ও সৌজন্যে অন্তর আমার এমনই পরিপূর্ণ যে আমি তা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

গ্র্যাশিয়ানো। (নেরিসার প্রতি) ওই চাঁদকে সাক্ষী রেখে আমি শপথ করে বলছি তুমি অন্যায় করেছ আমার উপর। সত্যি করে বলছি যে আংটিটা আমি সেই বিচারপতির কেরাণীকে দান করেছিলাম, সেই আংটিটা আবার তুমি তার কাছ থেকে ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছ।

পোর্শিয়া। এরই মধ্যেই ঝগড়া! কী ব্যাপার?

গ্র্যাশিয়ানো। কিছু না, এক টুকরো সোনা, ছোট্ট একটা আংটি সে যেটা একদিন আমায় দিয়েছিল, যার একমাত্র দাম হলো ছুরির উপর খোঁদাই করা কথার মত এক টুকরো কাব্য, 'ভালবেসো, ভুলো না আমায়।'

নেরিসা। কেন তুমি তার দামের কথা তুলছ। তুমিই ত আমায় দেবার সময় শপথ করে বলেছিলে, তোমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওটা আঙুলে ধারণ করবে, এমন কি তুমি কবরে শুলেও ওটা তোমার হাতে থাকবে। আমার জন্যে নয়, তোমার জোর শপথের খাতিরেই ওটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া তোমার উচিত ছিল এবং ওটা কাছে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি ওটা বিচারকের

কেরাণী:ক দিয়েছ ! না, ঈশ্বরই আমার একমাত্র বিচারক। আর ঈশ্বরের কেরাণী কখনো তোমার মত একজন মানুষের সামনে এসে পরচুলো পরে হাজির হবে না।

গ্র্যাশিয়ানো। নিশ্চয় হবে, যদি সে মানবদেহ ধারণ করে।

নেরিসা। করবে যদি কোন নারী মানুষের আকার ধারণ করে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি এই হাত দিয়ে সেই ছোকরাকে আংটিটা দিয়েছি। সে হচ্ছে এক বিচারকের কেরাণী, নিতান্ত ছেলেমানুষ, তোমার থেকে মাথায় উঁচু হবে না। একটু বেশী কথা বলে। সে তার পারিশ্রমিক হিসেবে এটা আমার কাছে চাইল আর এটা আমি তাকে না দিয়ে কিছুতেই পারলাম না।

পোর্শিয়া। দোষটা তোমারি। কিছু মনে কর না, আমার সোজা কথা। তোমার স্ত্রীর প্রথম দানকে এভাবে তুচ্ছ করে কাউকে দেওয়া উচিত হয়নি। শপথের সঙ্গে যে বস্তুটা তুমি আঙ্গুলে ধারণ করেছিলে, যেটা তোমার দেহের মাংসের সঙ্গে যেন পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল গাঁথা ছিল সেটাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয়নি। আমিও আমার প্রিয়তম স্বামীকে একটা আংটি দিয়েছিলাম, আর শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, সেটা কখনো উনি ত্যাগ না করেন। এই ত উনি এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ওঁর হয়ে শপথ করে বলতে পারি সারা জগতের সমস্ত ধনসম্পদের বিনিময়েই সে আংটি আঙ্গুল থেকে খুলে কাউকে দেবেন না। সত্যিই গ্র্যাশিয়ানো, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি নির্দয়ভাবে তাকে দুঃখের যথেষ্ট কারণ দিয়েছ এবং আমি হলে ত পাগল হয়ে যেতাম।

ব্যাসানিও। (স্বগতঃ) কেন আমি আমার আঙ্গুলটাকে কেটে ফেললাম না আংটিটা দেবার সময় ? তাহলে বলতে পারতাম আংটিটা বাঁচাতে গিয়ে আঙ্গুলটাকে হারিয়েছি।

গ্র্যাশিয়ানো। আমার বন্ধু লর্ড ব্যাসানিও তাঁর আংটিটাও সেই বিচারক ভদ্রলোক চাইতেই তাঁকে দিয়ে ফেলেছে। অবশ্য বিচারক এটা পাওয়ার যোগ্য। তারপর কিছু লেখালেখির কাজের জন্য তাঁর কেরাণী আমার আংটিটা চাইল। ওরা দুজনেই বলল, আমাদের আংটি ছাড়া আর কোন জিনিস নেবে না।

পোর্শিয়া। কোন আংটি প্রিয়তম ? নিশ্চয় সেটা না, যেটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম।

ব্যাসানিও। মিথ্যা বলে দোষ ঢাকার চেষ্টা করতে আমি অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু তুমি দেখতে পারছ আমার আঙ্গুলে সে আংটি নেই, যে আংটি আমি দিয়েছি।

পোর্শিয়া। প্রতিশ্রুত সত্যের অন্তরটা যদি এমন শূন্য হয়, যদি তার মধ্যে কোন বস্তু না থাকে তাহলে ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করে বলছি সে আংটি না পাওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে এক বিছানায় আমি শোব না।

নেরিসা। আমিও আমার আংটি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার বিছানায় শোব না।

ব্যাসানিও। প্রিয়তমা পোর্শিয়া, যদি তুমি জানতে কাকে আমি আংটিটা দিয়েছি, কার জন্যে আমি আংটিটা দিয়েছি, কি কারণে আমি তা দিয়েছি, এবং এই আংটি ছাড়া অন্য কিছু নিতে চাননি বলেই এটা আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে বাধ্য হয়েছি তাহলে তোমার অসন্তোষের তীব্রতাটা অনেক কম হত।

পোর্শিয়া। আর তুমিও যদি আংটিটার প্রকৃত গুণের কথা জানতে, যে আংটিটা দিয়েছিল তার অর্ধেক গুণের কথাও জানতে, যদি তোমার আংটি রক্ষার শপথের মর্যাদা রাখতে পারতে তাহলে সে আংটি কখনই ত্যাগ করতে না। তোমার মত এমন যুক্তিহীন মানুষ আমি কখনো দেখিনি। যদি তুমি উপযুক্ত উদ্যম আর শালীনতার সঙ্গে আংটিটা রক্ষা করার জন্য তৎপর হতে তাহলে কি তার অভাব হত? মানুষকে যে বিশ্বাস করতে নেই সে বিষয়ে নেরিসা আমায় ঠিকই শিক্ষা দিয়েছে। যদি কোন নারীকে এ আংটি দিয়ে থাক তাহলে আমি জীবন দেব।

ব্যাসানিও। না। আমি আমার মান সম্মান ও আত্মার নামে শপথ করে বলছি কোন নারীকে আমি তা দিইনি, আমি দিয়েছি একজন আইনবিদকে যিনি তিন হাজার ডুকেট না নিয়ে এই আংটিটার জন্য জেদ ধরেছিলেন। যিনি আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছেন তাঁকে এটা না দিয়ে পারিনি, তাঁকে এ বিষয়ে বিমুখ করে অসন্তুষ্ট অবস্থায় চলে যেতে দিতে পারিনি। আর কি বলব প্রিয়তমা? প্রথমে অস্বীকার করে পরে এটা আমি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার স্বাভাবিক লজ্জা ও সৌজন্যবোধকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা কলঙ্কিত হতে দিতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করো প্রিয়তমা। রাত্রির এই পবিত্র আলোকবর্তিকার সামনে শপথ করে বলছি, তুমিও

যদি সেখানে থাকতে তাহলে এ আংটি সেই আইনবিদকে দেবার জন্য তুমি নিজেই আমায় অনুরোধ করতে। সেই আইনবিদ যেন আমার বাড়ির কাছে কোনদিন না আসে। সে যখন আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় রত্ন নিয়ে নিয়েছে তখন আর আমার কি রইল? তুমি যখন শপথ করে তোমার সে শপথ রাখতে পারনি তখন আমিও তোমার মতই উদার ও উচ্ছৃংখল হব। সে এলে আমি তাকে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করব না, এমন কি আমি আমার দেহ, আমার দাম্পত্যশয্যা আমি তাকে সব কিছু দান করবই। সন্দিগ্ধ আর্গাসের মত আমার লক্ষ করো; এক রাত্রির জন্যও আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও শুতে যাবে না। আর যদি না করো, যদি আমাকে একা রেখে যাও তাহলে সেই আইনবিদের সঙ্গে আমি এক বিছানাতে শোবই। আমার নিজস্ব সম্মানের নামে একথা বলছি।

নেরিসা। আমিও তার কেরাণীর সঙ্গে শোব। সুতরাং ভেবে দেখ আমাকে একা ফেলে রেখে কোথাও যাবে কি না।

গ্র্যাশিয়ানো। তা যদি করো তাহলে তাকে কখনো এখানে আনব না। কারণ তাকে এখানে আনলেই সেই ছোকরা কেরাণীর কলমটাই চিরদিনের মত কলুষিত হয়ে যাবে।

এ্যান্টনিও। আমিই হচ্ছি এই সব ঝগড়া আর অশান্তির মূলে।

পোর্শিয়া। স্যার, আপনি কোনরকম দুঃখ করবেন না। এসব সত্ত্বেও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

ব্যাসানিও। পোর্শিয়া, এই অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের জন্য আমায় ক্ষমা করো। এইসব বন্ধুদের সামনে তোমার সুন্দর চোখের মধ্যে আমি আমার নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছি সে চোখের নামে শপথ করছি—

পোর্শিয়া। আপনারা লক্ষ্য করুন। আমার দুটো চোখে উনি তাহলে ওঁর দুটো আত্মাকে দেখছেন। শপথ যদি করতেই হয় তাহলে তোমার দুটো আত্মার নামেই শপথ করা ভাল।

ব্যাসানিও। না, না, শোন পোর্শিয়া। আমার অপরাধ ক্ষমা করো। সত্যিই আমি আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি এখন থেকে জীবনে আর তোমার কোন শপথ আমি ভঙ্গ করব না।

এ্যান্টনিও। একদিন আমি তার টাকার জন্যে আমার দেহকে বন্ধক রেখেছিলাম। যাঁকে আপনার স্বামী আংটিটা দান করেছেন তিনি না হলে

কেউ আমার দেহটাকে বাঁচাতে পারত না। আপনার স্বামী যাতে আর শপথ ভঙ্গ না করে তার নিরাপত্তাস্বরূপ আবার আমি আমার এই দেহটাকে বন্ধক রাখলাম।

পোর্শিয়া। তাহলে আপনি তার জামীন রইলেন। তাহলে আংটিটা তাকে দিয়ে দিন আর এটাকে ভাল করে রক্ষা করতে বলুন।

এ্যান্টনিও। শোন ব্যাসানিও, এই আংটিটা রক্ষা করে চলার জন্য শপথ করো।

ব্যাসানিও। ঠিক সেই আংটি যেটা আমি সেই আইনবিদকে দিয়েছিলাম।

পোর্শিয়া। আমি তার কাছ থেকেই পেয়েছি। ক্ষমা করো ব্যাসানিও, এই আংটিটার বিনিময়েই আমি সেই আইনবিদের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলাম।

নেরিসা। আমাকেও ক্ষমা করো ভদ্র গ্র্যাশিয়ানো, আইনবিদের কেরাণী সেই এচোড়ে পাকা ছোকরাটার কাছে গত রাতে এই আংটিটার বিনিময়ে আমাকেও শুতে হয়েছিল।

গ্র্যাশিয়ানো। এ যেন গ্রীষ্মকালের ভাল রাস্তা কেটে মেরামত কবা হচ্ছে। কেন আমাদের সঙ্গে এভাবে অকারণে প্রতারণা করা হয়েছে ?

পোর্শিয়া। এভাবে কথা বলো না। তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করা হয়েছে এতক্ষণ। একটা চিঠি আছে, অবসর মত পড়ে দেখো। চিঠিটা পডুয়ার বেলানিওর কাছ থেকে এসেছে। এই চিঠিটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে পোর্শিয়াই হচ্ছে সেই আইনবিদ আর নেরিসাই হচ্ছে সেই কেরাণী। লরেঞ্জোকে শুধিয়ে দেখ, তোমরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরছি ; এখনো বাড়িতে ঢুকিনি। স্বাগতম এ্যান্টনিও। আপনার জন্যে এমন একটা সুখবর আছে যা আপনি প্রত্যাশা করতেই পারেন না। এই চিঠিটা শীগ্‌গির খুলুন। এতে দেখতে পাবেন, আপনার তিনটি পণ্যজাহাজ মালপত্র সমেত হঠাৎ বন্দরে এসে ভিড়েছে। পরে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে আমি এই চিঠিটা পেলাম।

এ্যান্টনিও। আমি অবাক হয়ে গিয়েছি।

ব্যাসানিও। তুমিই সেই আইনবিদ অথচ আমি তোমায় চিনতে পারিনি ?

গ্র্যাশিয়ানো। তুমিই সেই কেরাণী হয়ে আমার সঙ্গে ছলনা করেছ ?

নেরিসা। হ্যাঁ, ছলনা করেছে সেই কেরাণী যে আর বেঁচে নেই।

ব্যাসানিও। তাহলে প্রিয়তম আইনবিদ, তুমিই হবে আমার শয্যাসঙ্গি এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী হবে তোমার শয্যাসঙ্গিনী।

এ্যাণ্টনিও। হে মহিয়সী নারী, আপনি আমায় একই সঙ্গে জীবন এবং জীবিকা দান করলেন। কারণ এখন আমি চিঠিতে নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম, আমার জাহাজগুলো নিরাপদে এসে গেছে।

পোর্শিয়া। কি খবর লরেঞ্জো! আমার কেরাণী তোমাকেও কিছু সুখবর দেবে।

নেরিসা। আর আমি সেটা দেব বিনা বেতনেই। তোমাকে ও জেসিকাকে সেই ধনী ইহুদীর দ্বারা সম্পাদিত এক দানপত্র আমি দেব। তার মৃত্যুর পর তার যা কিছু থাকবে তোমরাই পাবে।

লরেঞ্জো। হে সুন্দরী নারীদ্বয়, তোমরা বুভুক্ষিত লোকের মুখে আকাশ থেকে অফুরন্ত স্বর্গীয় খাদ্য ফেলে দিলে।

পোর্শিয়া। এখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। সব কিছু শুনেও আমার মনে হয় তোমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারনি। ভিতরে চল। সেখানে তোমরা আমাদের আরো প্রশ্ন করতে পার আর আমরা তার উত্তর দেব যথাসম্ভব।

গ্র্যাশিয়ানো। তাই হোক। এখনো দিন হতে দু ঘণ্টা দেরি আছে। নেরিসার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হবে সে পরের রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না এখনি বিছানায় শুতে যাবে। তা যদি যায় তাহলে আমি চাইব দিন হলেও সে দিন যেন আঁধারে ঢাকা থাকে, আমার পাশে শুয়ে থাকা সেই কেরাণীর মুখ যেন আমি দেখতে না পাই। তবে হ্যাঁ, যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন সব কিছু ফেলে নেরিসার আংটিটাকে সযত্নে রক্ষা করে যাব।

(সকলের প্রস্থান)

পেরিক্লিস, দি প্রিন্স অফ টায়ার

নাটকের চরিত্র

কোরাসবেশী গাওয়ার
এ্যাণ্টিওকাস। এ্যাণ্টিওকের রাজা
পেরিক্লিস। টায়ারের যুবরাজ
হেলিক্যানাস } টায়ারের দুই সভাসদ
এসকেনস্
সাইমোনাইডস্। পেণ্টাপোলিসের রাজা
ক্লিওন। থার্সাসের গভর্নর
লাইসিমেকাস। মিটিলেনের গভর্নর
সেরিমন। এফিয়াসের সভাসদ
থ্যালিয়ার্ড। এ্যাণ্টিওকের সভাসদ
ফিলেমন। সেরিমনের ভৃত্য
লিওনাইন। ডাইওনিজার ভৃত্য
রক্ষী
প্যাণ্ডার
বোল্ট। প্যাণ্ডারের ভৃত্য
এ্যাণ্টিওকের কন্যা
ডাইওনিজা। ক্লিওনের স্ত্রী
থাইসা। সাইমোনাইডস্-এর কন্যা
মেরিনা। পেরিক্লিসের কন্যা
লাইকরিডা। মেরিনার ধাত্রী
জনৈকা বারবণিতা
ডায়েনা
ভদ্রমহোদয়গণ, সভাসদবর্গ, নাবিকগণ, জলদস্যুগণ, জেলেরা ও দূতগণ।

ঘটনাস্থল ; বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত।

প্রথম অঙ্ক

এ্যাণ্টিওক। প্রাসাদের সম্মুখভাগ

গাওয়ারের প্রবেশ

প্রাচীন দিনের গান শোনাতে গাওয়ার এসেছে,
সে যে মৃত্যুশেষে ভস্ম থেকে আবার উঠেছে।
এ গান শুনে নরনারী কতই খুশি হবে
সকল দুখের শেষে তারা নতুন জীবন পাবে।
এই যুগেতে জন্ম যাদের শুনে আমার কথা
খুশিই হবে প্রাচীন দিনের গৌরবেরি গাথা।
জীবন আমার দীপের শিখা শুধুই পুড়ে যাই
তোমাদেরি সুখের তরে ক্ষয় যে হতে চাই।
এই যে নগর দেখছ সবে এই সিরিয়ার পরে
মহান এ্যাণ্টিওকাস গড়ে সবার সেবা করে।
এই রাজারই কন্যা এক পরমা সুন্দরী
মর্ত্যে এসে ধরা দেয় স্বর্গ হতে পড়ি।

পাপী পিতা আসক্ত ছিল ক ার সাথে
ঢাকা ছিল দুই র পাপ গভীর গোপনেতে।
ফুলের মত পাপে কীট ছিল যে তার মনে
খুশিমত সহবাস করত সবার সনে।
রাজপুত্তুর এল কত গেল হতাশ মনে
জ্বলে পুড়ে মরল স রূপের আগুনে।
এমন সময় করল রাজা এক ধাঁধার আইন জারি
তার উত্তর যে পারে, পাবে সে সুন্দরী।
কেউ যদি না পারে রাবে জীবন,
এই কাহিনী বিচা কর দেখ গে কেমন। (প্রস্থান)

প্রথম দৃশ্য। এ্যান্টিওক। রাজপ্রাসাদ।

এ্যান্টিওকাস, যুবরাজ পেরিক্লিস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

এ্যান্টিওকাস। টায়ারের তরুণ যুবরাজ, যে কর্ম তুমি সাধন করতে এসেছ, আশা করি সে কর্মের গুরুত্ব এবং আনুষঙ্গিক বিপদের কথা জেনেই তা করতে এসেছ।

পেরিক্লিস। আমি তা জানি রাজা এ্যান্টিওকাস। কিন্তু অনুপম রূপ-সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অমিত সাহস দান করেছে আমায়, বাধ্য করেছে আমায় মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এ কর্মে প্রবৃত্ত হতে।

এ্যান্টিওকাস। আমার মেয়েকে বধূবেশে নিয়ে এস। এ মেয়ে একদিন লুসিনার আগে জোভের মন হরণ করত। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এ মেয়েকে গ্রহনক্ষত্রেরা তাদের উত্তম অংশ দিয়ে গড়ে তোলে।

এ্যান্টিওকাসের কন্যার প্রবেশ

পেরিক্লিস। বসন্তের সাজে সজ্জিত হয়ে এই যে উনি এসে গেছেন। ওঁর সৌন্দর্যসুষমার দ্বারা গৌরবান্বিত বোধ করছে এ রাজ্যের প্রজারা এবং প্রতিটি গুণবান ও খ্যাতিমান রাজাই ওঁর মধুর চিন্তায় চিন্তিত। ওঁর মুখমণ্ডলের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মানেই তার প্রশংসা করা। সে মুখমণ্ডলে আছে শুধু এক তরল আনন্দের অবিরাম প্রবাহ, সকল দুঃখ সমূলে উৎপাটিত সেখান থেকে, কোন দোষ প্রবেশ করতে পারেনি সেখানে। হে স্বর্গের দেবতারা, তোমরা যারা আমায় মানুষ করে মর্ত্যে পাঠিয়েছ, যারা আমার হৃদয়ে প্রেম দিয়ে বিচলিত করে তুলেছ, যারা আমার বুকে কামনার

আগুন জেলে দিয়েছ, সেই তোমরা আমার সহায় হও। যাতে আমি আমার সামনে দণ্ডায়মান স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত এই বৃক্ষের ফল ভোগ করতে পারি, যাতে আমি এক অপরিসীম সুখের অধিকারী হতে পারি তার জন্য আমায় সাহায্য করো। আর তা যদি না পারি তাহলে এই দুঃসাহসিক কাজে মৃত্যুকে বরণ করব। আমি ত তোমাদেরি সৃষ্ট সন্তান এবং তোমাদের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত।

এ্যান্টিওকাস। যুবরাজ পেরিক্লিস—

পেরিক্লিস। এই পেরিক্লিসই একদিন হবে আপনার জামাতা।

এ্যান্টিওকাস। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দর হেসপেরাইড্‌স্ গাছ যার ফলগুলি হচ্ছে সোনার। কিন্তু সে ফল স্পর্শ করা খুবই বিপজ্জনক, যে গাছকে ঘিরে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর অসংখ্য ড্রাগন ফণা তুলে ভয় দেখাচ্ছে। এ মেয়ের মুখখানা স্বর্গীয় সুষমায় ভরা, যে মুখের মধ্যে প্রশংসনীয় অনেক কিছু আছে আর যা দেখার জন্য তোমার দুচোখের দৃষ্টির চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যাই বাড়বে; মৃত্যু ছাড়া সে মুখ কেউ লাভ করতে পারবে না। তোমার অদূরে যে সব রাজপুত্রের মৃতদেহ মুক্ত আকাশের তলে পড়ে রয়েছে তারাও একদিন তোমার মতই ছিল বিখ্যাত। কিন্তু আজ তারা ভাষাহীন শুষ্ক ম্লান মুখে তোমাকে এই কথাই বলছে যে একদিন এ মেয়ের রূপের বিবরণ শুনে দুঃসাহসিক কামনার স্রোতে তোমার মতই ভেসে এসেছিল তারা, কিন্তু নির্মম প্রেমদেবতার সঙ্গে যুদ্ধে শহীদের মত প্রাণ বিসর্জন করতে হয়েছে তাদের। তাদের সকলের মৃত মুখগুলি এই মৃত্যুর ফাঁদে পা না দেবার জন্য তোমায় উপদেশ দিচ্ছে যেন; কারণ এ ক্ষেত্রে মৃত্যু অপরিহার্য।

পেরিক্লিস। রাজা এ্যান্টিওকাস, আপনি আমাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ঐ সব মৃতদেহগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার দেহের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুর কথা স্মরণ ঠিক যেন এক আয়না যার স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে জীবনেরই এক নশ্বরতার ছবি। একথা স্মরণ করে আমিও সতর্ক হয়ে উঠব, সেই সব দুর্বলমনা অথচ পরিণামদর্শী মানুষদের মত সংযত করে তুলব আমি আমার ইচ্ছাকে যাঁরা জীবন মৃত্যু ও স্বর্গ মর্ত্যের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ে আগের মত পার্থিব আনন্দ উৎসবে তেমন মেতে ওঠেন না। হে মৃত

রাজপুত্রের দল, এই পৃথিবীর যে সব উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়েছিলে তোমরা, তার মধ্যেই আবার ফিরে যাও। আমি তোমাদের আত্মার জন্য শান্তি কামনা করি। (রাজকন্যার প্রতি) আমি আমার অখণ্ড অন্তরের নিষ্কলঙ্ক প্রেম নিবেদন করছি তোমার প্রতি। এবার আমি প্রস্তুত হয়ে উঠেছি জীবন অথবা মৃত্যুর জন্য। আমি সেই চরম আঘাতের জন্য প্রতীক্ষা করছি রাজা এ্যান্টিওকাস।

এ্যান্টিওকাস। তুমি এ সব পরামর্শ শুনবে না যখন তখন শেষ পরিণামের জন্য প্রস্তুত হও। এ পরিণাম বিধিনির্দিষ্ট।

রাজকন্যা। এই সব কিছু বলা সত্বেও আমি চাই তুমি জয়ী হও, যাই বলা হয়ে থাক না কেন, আমি চাই তুমি সুখী হও।

পেরিক্লিস। আমি এক দুঃসাহসী প্রতিযোগীর মত একমাত্র সাহস আর বিশ্বাস অবলম্বন করে অন্য কোন কথা চিন্তা না করে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে চাই। (ধাঁধা পড়তে লাগল)

ধাঁধা

যদিও আমি বিষে ভরা সর্পশিশু নই
মায়ের দেহের মাংস খেয়ে আমি বেঁচে রই।
বিয়ের জন্য নানা দেশে স্বামী খুঁজে খুঁজে
অবশেষে স্বামী পাই আমার পিতার মাঝে।
তিনিই পিতা, পুত্র তিনি, তিনিই আমার স্বামী
আমি মাতা, আমি জায়া, কন্যা তাঁরি আমি।
কিকরে হয় এতগুলি দুটি দেহের মাঝে
বাঁচতে যদি চাওগো তবে উত্তর দাও নিজে।

(স্বগতঃ) আসল সমস্যা হল শেষের ছত্রে। হে স্বর্গস্থিত দৈবীশক্তি, যে অসংখ্য অলৌকিক চোখ দিয়ে তোমরা মর্ত্যের মানুষের সমস্ত গোপন কাজকর্ম দেখতে পাও, সে চোখ তোমাদের কই, সে চোখ কেন তোমাদের মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে না চিরতরে? এই ধাঁধার কথাবস্তু পড়তে গিয়ে যদি আমার চোখমুখের সব আলো ম্লান হয়ে যায়, যদি আমি এই ধাঁধার অন্ধকার ভেদ করতে না পারি তাহলে হে স্বচ্ছ নৈসর্গিক আলো, তুমি মিথ্যা, মিথ্যাই তোমাকে ভালবেসে এসেছি। আজ আমার মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ। আমি তাকে প্রকৃত মানুষ বলেই গণ্য করি না যে

ভিতরে পাপের বাসা জেনেও সে ঘরের দরজায় করাঘাত করে। আসলে মানুষের জীবন হচ্ছে এক একটি শ্রুতিমধুর বেহালা আর তার বিভিন্ন বোধশক্তি হচ্ছে সে বেহালার তার। সময়মত সে বেহালায় যদি ঠিক সুর ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় তাহলে স্বর্গ থেকে নেমে এসে দেবতারাও তা শুনবে। কিন্তু যদি অসময়ে বেসুরোভাবে বাজে আঙুল দিয়ে সে বেহালা বাজানো হয় তাহলে শুধু নরকের প্রেতরাই নাচতে থাকে সে গান শুনে। যাকগে, আমি আর তোমার ধাঁধার ভ্রূকুটিকে ভয় করি না।

এ্যান্টিওকাস। শোন যুবরাজ পেরিক্লিস, এই কৌটো ছুঁয়ো না। ছুঁলেই মৃত্যু। কারণ আমাদের আইনের একটি বিপজ্জনক ধারা আছে যার বিধান অনুসারে অন্যান্যদের মত তোমাকেও মরতে হবে। তোমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, হয় এই ধাঁধার সমাধান করো আর না হলে তোমার দণ্ড গ্রহণ করো।

পেরিক্লিস। হে মহান রাজা এ্যান্টিওকাস, যদিও আমি পাপের কাজ করতে যাই তাহলেও সে পাপের কথা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই না। আপনার সঙ্গে আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠতা নেই যার জন্য অযাচিতভাবে একথা আপনাকে বলতে হবে। তাছাড়া হতভাগ্য রাজপুত্রদের অবস্থা ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। অন্যায় কাজের পুনরুক্তি করে লাভ নেই। লোকের মুখে মুখে বহু প্রচারিত পাপ হচ্ছে প্রবহমান বাতাসের মত যা বইতে বইতে লোকের চোখে ধুলো ছড়িয়ে বেড়ায়। বাতাস থামার আগেই সে ধুলোয় চোখে ক্ষত হয়ে যায় এবং সে ক্ষত সারতে দেরি লাগে। অন্ধ ছুঁচোগুলো উপর দিকে ঢিল ছুঁড়ে যেন ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাতে চায়— সারা পৃথিবীটা মানুষদের অত্যাচারে ভরা; কিন্তু তাতে ক্ষতি তাদেরি হয় অর্থাৎ তাদের মরতে হয়। রাজারা হচ্ছে এ পৃথিবীর সাক্ষাৎ দেবতা; ভাল হোক মন্দ হোক তাঁদের ইচ্ছাই হচ্ছে আইন। জোভ যদি অন্যায় করে ত সে কথা কার সাধ্য তার সামনে বলে, অর্থাৎ রাজারা অন্যায় করলেও তা সহজ বলে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তা বেশী লোকের মুখে মুখে জানাজানি বা প্রচার করলে তার ফল আরো খারাপ হবে। সব মানুষেরই জন্ম হয় মায়ের পেটে। তারপর তারা পেটের চেয়ে মাথা অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধিকে ভালবাসতে শেখে আর জিব দিয়ে সে ভালবাসাকে প্রকাশ করতে শেখে।

এ্যান্টিওকাস। (স্বগতঃ) হা ভগবান! যদি আমার বুদ্ধি আরও দুর্ভেদ্য হত। ও আমার ধাধার আসল অর্থ ধরে ফেলেছে। তবু আমি ওর সঙ্গে ছলনা করব।—টায়ারের তরুণ যুবরাজ, যদিও আমাদের প্রচলিত কঠোর বিধি অনুসারে বিচার করে দেখতে গেলে তোমার ব্যাখ্যা ভ্রান্ত এবং আমরা এই মুহূর্তেই তোমার জীবন বিনাশ করতে পারি, তথাপি যেহেতু তোমার বুদ্ধি আছে, সেইহেতু আশা করি তুমি অন্য এক অর্থ উদ্ভাবন করবে তাই দিয়ে। তোমাকে আমরা আরও চল্লিশ দিন সময় দিচ্ছি; এর মধ্যে যদি এই রহস্যের সমাধান করতে পার তাহলে তোমাকে আমি জামাতারূপে গ্রহণ করব। এই অন্তর্বর্তী কালে তুমি আমাদের অতিথিরূপে তোমার ও আমাদের সম্মান অনুসারে যোগ্য মর্যাদা ও আপ্যায়ন পাবে।

(পেরিক্লিস ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

পেরিক্লিস। লোকদেখানো সৌজন্য দ্বারা ওরা আসল পাপকে ঢেকে রাখতে চায়। আসলে উনি এমন এক ভণ্ডামির কাজ করলেন যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ভাল গুণ নেই। যদি আমার ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয় তাহলে কোন অন্যায় আসক্তির দ্বারা তুমি কোন পাপ করনি; অথচ তুমি তোমার নিজের আত্মজা কন্যার সঙ্গে তার স্বামীর মত কাজ করেছ। আর তোমার কন্যাও তার মায়ের মাংস ভক্ষণ করেছে। তোমরা দুজনেই বিষাক্ত সাপের মতই ভয়ঙ্কর। সাপ যেমন সুন্দর ফুলের রস পান করেও বিষ উৎপন্ন করে, তোমরাও তাই করেছ। সুতরাং বিদায় এ্যান্টিওক। আমরা জানি এমন অনেক লোক আছে যারা অন্ধকার রাত্রির থেকেও কালো আর কুটিল কত পাপকর্ম করেও লজ্জা পায় না, পুণ্যের আলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না। এক পাপ থেকে মানুষ সাধারণতঃ আর এক পাপের কাজে স্বচ্ছন্দে চলে যায়। আগুনের শিখার সঙ্গে ধোঁয়ার যে সম্পর্ক নরহত্যার সঙ্গে মানুষের কামনাও তেমনি এক নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। বিষ আর বিশ্বাসঘাতকতা পাপের দুই অঙ্গ। আর যে কোন পাপকাজের সঙ্গে পাপের লজ্জা ঢাকার চেষ্টাও জড়িয়ে থাকে ওতপ্রোত-ভাবে। এতদিন এখানে থেকে এদের ধাঁধার সমাধান করতে গেলে আমার জীবন চলে যেতে পারে। ওরা ওদের পাপের কাজ ঢাকতে গিয়ে যে কোন পাপ করতে পারে। সুতরাং আমি পালিয়ে গিয়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করব নিজেকে। (প্রস্থান)

এ্যান্টিওকাসের পুনঃপ্রবেশ

এ্যান্টিওকাস। সে ধাঁধার মানেটা ঠিকই বলেছে। তবু তার মাথাটা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। কারণ তাকে বাঁচিয়ে রেখে আমার পাপের কথাটা বাইরে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে কিছুতেই দেওয়া চলবে না। ও যেন জগতের লোকের কাছে বলে বেড়াতে না পারে যে এ্যান্টিওকাস এমনি এক জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত। সুতরাং এই মুহূর্তেই এই যুবরাজকে মেরে ফেলতেই হবে। আর তার এই মৃত্যুর দ্বারাই আমার সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে লোকচক্ষে। কে আবার আসছে এদিকে ?

থ্যালিয়ার্ডের প্রবেশ

থ্যালিয়ার্ড। হুজুর আমাকে ডেকেছেন ?

এ্যান্টি:। থ্যালিয়ার্ড, তুমি আমাদের শোবার ঘরের খবর জান। আমাদের মনের সব গোপন কথাও জান। তোমার এই বিশ্বস্ততার জন্য আমরা তোমায় উপযুক্ত পুরস্কারও দেব। থ্যালিয়ার্ড, এই নাও টাকা আর কিছু বিষ। আমরা টায়ারের যুবরাজকে ঘৃণা করি। আমরা চাই, তুমি তাকে হত্যা করবে। আশা করি তুমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে না। যেহেতু আমরা এটা আদেশ করছি, বল করবে কি না ?

থ্যালিয়ার্ড। হুজুর, করব কি, মনে করুন হয়ে গেছে।

এ্যান্টি:। এটাই যথেষ্ট। (দুতের প্রবেশ)

থাম থাম, তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছ।

দুত। হুজুর, যুবরাজ পেরিক্লিস পালিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

এ্যান্টি:। যদি বাঁচতে চাও, তার পিছু পিছু ছোট। কোন ধুরন্ধর তীরন্দাজের হাত থেকে ছাড়া তীর যেমন লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয় ঠিক তেমনি তীরবেগে ছুটে যাও তুমি। যুবরাজ পেরিক্লিসকে না মেরে ফিরবে না।

থ্যালিয়ার্ড। হুজুর, আমি যদি তাকে আমার পিস্তলের সীমার মধ্যে পাই তাহলে তার আর পরিত্রাণ থাকবে না এটা জেনে রাখবেন। এবার বিদায় হুজুর।

এ্যান্টি:। বিদায় থ্যালিয়ার্ড। (থ্যালিয়ার্ডের প্রস্থান) পেরিক্লিস নিহত না হওয়া পর্যন্ত আমার অন্তর আমার মস্তিষ্ককে বিন্দুমাত্রও বিশ্রাম দেবে না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। টায়ার। রাজপ্রাসাদ।

সভাসদবর্গের সঙ্গে পেরিক্লিসের প্রবেশ

পেরিক্লিস। এখন আমাদের কেউ বিরক্ত করবেন না। (সভাসদদের প্রস্থান) হে অন্ধ বিষাদ, কেন আমার এই ভাবান্তর? কেন বিষন্ন চিন্তার অবিরাম সহচরেরা একটি ঘণ্টার জন্যও আমায় ত্যাগ করছে না, কেন আমার দুঃখ কিছুক্ষণের জন্যও একবার নিদ্রা দিয়ে আমাকে শান্তি দিচ্ছে না? আমি আনন্দ চোখে দেখছি, কিন্তু তা উপভোগ করতে পারছি না। যে এ্যান্টিওকের কাছ থেকে বিপদের ভয় করেছিলাম আমি, তিনি ত এখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে, তাঁর হাতের নাগাল থেকে অনেক দূরে আছি আমি। তথাপি আমি কোন শান্তি বা সান্ত্বনা পাচ্ছি না মনে। তবে যে ভয় আমি প্রথম করেছিলাম, দুশ্চিন্তার দ্বারা লালিত হয়ে সেই ভয় এখন আরও সজীব হয়ে বেড়ে উঠেছে। যে এ্যান্টিওকাসের সঙ্গে আমি বিবাদ করতে চলেছি তিনি প্রবল এবং পরাক্রমশালী, যে কোন ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা তাঁর আছে। আমি চুপ করে থাকলেও তিনি আমার কাছ থেকে উত্তর আশা করবেনই। আমি তাঁকে সম্মান করি একথা শুধু মুখে বললেই হবে না। যদি তিনি একবার তাঁর প্রতি আমার সম্মানে সন্দেহ করেন, যদি তাঁকে আমি অসম্মান করি একথা জেনে বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন তাহলে অসংখ্য সৈন্য পাঠিয়ে আমার দেশকে ছেয়ে ফেলবেন এবং এমন এক বিরাট যুদ্ধ বাধবে যাতে আমার রাজ্যের সব লোক ভীত হয়ে পড়বে। তারা প্রতিরোধ না করেই ভয়ে পালিয়ে যাবে এইভাবে আমার প্রজারা কোন দোষ না করেই শাস্তি পাবে এবং সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে আমার পক্ষে। আমি হচ্ছি কোন গাছের মাথার মত যে গাছের শিকড়গুলোকে বেড়ার মত আগলে রেখে দিয়েছে আমার প্রজারা। তারা যাতে অকারণে কোন শাস্তি না পায় তার কথা ভাবতে গিয়ে সারা দেহে মনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করছি আমি।

হেলিক্যানাস ও সভাসদগণের প্রবেশ

১ম সভাসদ। আপনার পবিত্র বক্ষস্থল আনন্দ ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

২য় সভাসদ। মনকে শান্ত করে আগের মতই আনন্দময় হয়ে উঠুন আমাদের কাছে।

হেলিক্যানাস। থাম থাম, তোমাদের অভিজ্ঞতার কথাকে প্রকাশ করো

যথার্থভাবে। তোষামোদের বাতাস পাপের স্ফুলিঙ্গকে বাড়িয়ে দেয়। তোষামোদপুষ্ট দুষ্ট মন হচ্ছে বাতাস পাওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত যা ক্রমশই বেড়ে ওঠে। কিন্তু আনুগত্যমূলক এবং সংযত তিরস্কার অনেক সময় রাজাদের অনেক উপকার সাধন করে। কারণ রাজাও মানুষ এবং মানুষমাত্রই ভুল করে। যখন মহামান্য রাজপুত্র এখানে বসে তোমাদের কাছে শান্তির কথা ঘোষণা করছেন তখন উনি অ দিকে যুদ্ধ ঘোষণা করে তোমাদের জীবন বিপন্ন করে চলেছেন। আমায় ক্ষমা করুন যুবরাজ, অথবা ইচ্ছা করলে আমায় শাস্তিও দিতে পারেন। আমি নতজানু হচ্ছি বিনয়ের সঙ্গে। এর থেকে নত হতে পারি না। (নতজানু হলো)

পেরিক্লিস। অন্য সকলে চলে যাও; কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখগে কোন যুদ্ধ জাহাজ বা শত্রুসৈন্য আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করল কি না। তা দেখতে পেলেই এসে খবর দেবে। (সভাসদদের প্রস্থান) হেলিক্যানাস, সত্যিই তুমি আমায় বিচলিত করেছ। আমার চোখে কি দেখতে পেয়েছ তুমি ?

হেলিক্যানাস। ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি হুজুর।

পেরিক্লিস। যখন দেখলে তোমাদের যুবরাজের চোখে এমনিতেই ভ্রূকুটি রয়েছে তখন কোন সাহসে তাকে রাগিয়ে তুললে ?

হেলিক্যানাস। আকাশ থেকে ঝরে পড়া আলো হাওয়া পেয়েও ছোট ছোট চারা গাছগুলো যে সাহসে সেই আকাশের পানে মুখ তুলে তাকায় আমিও সেই সাহসে আপনার মুখের উপর কথা বলেছি হুজুর।

পেরিক্লিস। তুমি জান, তোমার জীবন নিতে পারি ?

হেলিক্যানাস। আমি আমার ঘাড়ের উপর কুঠার তুলে দিলাম; আপনি শুধু আঘাত করুন।

পেরিক্লিস। ওঠ ওঠ হেলিক্যানাস, আমি বলছি ওঠ। বস আমার কাছে। তুমি তোষামোদকারী নও। এজন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি। ভগবান করুন, যারা দোষের কথা গোপন রেখে শুধু মুখের সামনে তোষামোদ করে চলে সেই সব চাটুকারদের কথা যেন কোন রাজা না শোনে। তুমি হচ্ছ সুযোগ্য রাজকর্মচারী এবং পরামর্শদাতা। তোমার জ্ঞানগর্ভ পরামর্শের জন্য রাজারাও তোমার কথা মেনে চলতে পারে তোমার অনুগত ভৃত্যের মত। এখন তুমি কি করবে বল আমাকে ?

হেলিক্যানাস। যে দুঃখের বোঝা নিজেই নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছেন সে দুঃখ নীরবে সহ্য করে যেতে বলছি।

পেরিক্লিস। তুমি একজন আশ্চর্য চিকিৎসকের মত এমন এক ওষুধ আমায় দিচ্ছ যে ওষুধ গ্রহণ করতে তুমি নিজেই ভয়ে কেঁপে উঠবে। যাই হোক, ব্যাপারটা শোন। তুমি জান, আমি এ্যান্টিওক গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এক পরমা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। যাকে আনলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলেও যাকে দেখে প্রজারা আনন্দ পেত। সে মেয়ের মুখ ছিল সৌন্দর্যের খনি আমার চোখে; সে ছিল বিস্ময়াতীতভাবে সুন্দরী। কিন্তু ওই পর্যন্ত। কিন্তু তার আর সব কিছুই খারাপ, সে ছিল ব্যভিচারের মূর্ত প্রতীক। আর আমি যতদূর জানি তার পিতা তার অন্যায়ের মাত্রা না কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে আরও। কিন্তু তুমি শুধু এইটুকুই জেনে রেখো। এখন ভয়ের সময়। দুষ্ট অত্যাচারীরা যখন দেখবে চুম্বন করতে আসার ভান করছে তখন বুঝবে সেটা ভয়ের কারণ। সেই ভয়েই আমি রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখানে পালিয়ে এসে আমি অতীতের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে কি হতে পারে সে কথা ভাবছি। আমি জানি এ্যান্টিওকের রাজা লোকটা ভয়ঙ্করভাবে অত্যাচারী এবং অত্যাচারীর কাছ থেকে সম্ভাব্য অত্যাচারের ভয় দিনে দিনে ক্রমশ বেড়েই যায়; কালের অগ্রগতির থেকে সে ভয়ের গতি আরও দ্রুত হয়। সেই অত্যাচারী রাজা নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে যে আমি আকাশে বাতাসে ঘোষণা করছি, প্রচার করে চলেছি, সে তার কন্যার প্রতি তার অন্যায় অবৈধ আসক্তির কথা গোপন রাখার জন্য কত নির্দোষ রাজপুত্রের রক্তপাত সে ঘটিয়েছে। এই সংশয় নিরসনের জন্য সে আমাদের এ দেশেও সৈন্য পাঠিয়ে ভরে দেবে এ দেশ; এক মিথ্যা অন্যায়ের অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবে আমার বিরুদ্ধে। আমার দোষ থাক বা নাই থাক এ যুদ্ধ হবেই, কারণ যুদ্ধের আঘাত নির্দোষকেও ছাড়ে না। আমি যাদের ভালবাসি তুমি তাদের একজন। কিন্তু তুমি আমায় বৃথাই তিরস্কার করছিলে এর জন্যে।

হেলিক্যানাস। হায় স্যার!

পেরিক্লিস। এই দুঃখ, এই চিন্তাই আমার চোখের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে; আমার গাল থেকে বিলীন করে দিয়েছে রক্তের সমস্ত আভা; সংশয়াকীর্ণ অসংখ্য চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মনে। কিন্তু বল হেলিক্যানাস, এ ঝড়

আসার আগে কেমন করে তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম? আমি ভেবেছিলাম সে ঝড় দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করে এক রাজোচিত বদান্যতারই পরিচয় দিচ্ছি।

হেলিক্যানাস। ঠিক হুজুর। যেহেতু আপনি আমার কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমি অবাধে আমার মনের কথা বলব। আপনি এ্যান্টিওকাসের ভয়ে ভীত এবং এ ভয় সঙ্গত। আমার মনে হচ্ছে আপনি এমনই একজন অত্যাচারীকে ভয় করছেন যে প্রকাশ্য যুদ্ধ অথবা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের দ্বারা আপনার জীবন নাশ করবেই। সুতরাং আপনি তার ক্রোধের উপশম না হওয়া পর্যন্ত কিছুকালের জন্য বাইরে চলে যান। ইতিমধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেও তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। আপনি আপনার রাজ্যভার অন্য কারো উপর ছেড়ে দিয়ে যেতে পারেন। যদি আমার উপর এ ভার দেন তাহলে বলতে পারি দিন যেমন বিশ্বস্তভাবে আলো দান করে চলে, তেমনি বিশ্বস্তভাবে আমিও সে ভার বহন করে যাব।

পেরিক্লিস। তোমার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সংশয়ই নেই। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতেই সে কি আমার রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করবে না?

হেলি। জন্মভূমির যে মাটিতে জন্ম নিয়েছি সেই জন্মভূমির জন্য আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেব তার আগে।

পেরিক্লিস। হে টায়ার, আমি তাহলে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং থার্সাসে যাবার মনস্থ করছি। হেলিক্যানাস, সেখান থেকেই আমি তোমার চিঠিপত্রের মাধ্যমে খবরাখবর নেব। তোমার জ্ঞানের অপরিসীম শক্তিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমি আমার প্রজাদের মঙ্গল তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম। আমি তোমার কথাকেই বিশ্বাস করছি, এর জন্য কোন শপথের আর দরকার হবে না। দুজনের শপথের একটি ভাঙ্গলেই আর একটি ভেঙ্গে পড়বে, তার চেয়ে কোন শপথ না করেই আমরা এক অভিন্ন ও অখণ্ডভাবে বিশ্বস্ত থাকব পরস্পরের প্রতি। দুজনেই যেন এই সত্যকে মেনে চলতে পারি, আমি যেন চিরদিন রাজপুত্র হিসাবে আমার বিশ্বস্ততা বজায় রেখে যেতে পারি আর তুমিও যেন একজন বিশ্বস্ত প্রজা হিসাবে কাজ করে যেতে পারো। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। টায়ার। রাজপ্রাসাদ

থ্যালিয়ার্ডের প্রবেশ

থ্যালিয়ার্ড। তাহলে এই হচ্ছে টায়ার আর এই তার রাজসভা। এখানে

আমাকে রাজা পেরিক্লিসকে অবশ্যই মারতে হবে। যদি তা না পারি তাহলে আমাকে অবশ্যই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। আমি বেশ বুঝতে পারছি, রাজা পেরিক্লিস খুবই বিজ্ঞ লোকের মত কাজ করেছেন। তিনি আমাদের রাজার মনের গোপন কথার কিছু হদিশ না পেয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পালিয়ে এসেছেন। কারণ রাজার উপর ত আর কথা চলবে না। যদি তিনি কাউকে শয়তান বলেন তাহলে সে শয়তান না হলেও তাই হবে। চুপ, এদিকে টায়ারের সভাসদরা আসছে।

হেলিক্যানাস, এসকেনস্ ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ

হেলিক্যানাস। প্রিয় সভাসদবর্গ, আমাদের রাজার দুঃখ আর দুশ্চিন্তার কারণ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করবেন না। তিনি এক গোপন নির্দেশনামা আমাকে দিয়ে গেছেন এবং স্পষ্ট বলে গেছেন উনি দেশভ্রমণে যাচ্ছেন।

থ্যালিয়ার্ড। (স্বগতঃ) কী, রাজা চলে গেছে !

হেলি:। যদি আপনারা আরও কিছু জানতে চান তাহলে আপনাদের প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব রাজা চলে গেলে। উনি যখন এ্যান্টিওকে ছিলেন—

থ্যালিয়ার্ড (স্বগতঃ) এ্যান্টিওক থেকে কি ?

হেলি:। কি কারণে তা জানি না, রাজা এ্যান্টিওকাস আমাদের রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। অন্ততঃ তাই তাঁর মনে হয়েছে। তিনি কোন ভুল বা অন্যায় করেছেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয় তাঁর মনে। দুঃখ দেখা দেয় তাঁর অন্তরে। আর তাঁর এই কল্পিত পাপ স্খালনের জন্য তিনি কোন জাহাজে সামান্য খালাসীর কাজ নিয়ে কঠোর পরিশ্রমে দিনাতিপাত করতে চান, যে কাজে প্রতি মুহূর্তেই আছে মৃত্যুর আশঙ্কা।

থ্যালিয়ার্ড (স্বগতঃ) যাক, আমি দেখছি, আপাততঃ এখন আমার ফাঁসি হবে না। যদিও পরে একদিন অবশ্য হবে। যেহেতু উনি চলে গেছেন, আমাদের রাজাকে বোঝানো হবে যে পেরিক্লিস দেশ ছেড়ে দুর সমুদ্রে ঘুরতে গেছে। আমি এবার এখানে আত্মপ্রকাশ করব।—টায়ারের সভাসদ্বর্গের মঙ্গল হোক।

হেলি:। এ্যান্টিওকাসের রাজসভা হতে আগত সভাসদ থ্যালিয়ার্ডকে স্বাগত জানাই।

থ্যালিয়ার্ড। আমি তাঁর কাছ থেকেই রাজা পেরিক্লিসের কাছে এক বাণী

নিয়ে এসেছি। কিন্তু যেহেতু এখানে এসেই শুনলাম আপনাদের রাজা অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছেন সেইহেতু সে বাণী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

হেলি:। আমরা সে বাণী শুনতে কোনক্রমেই চাইতে পারি না। সে বাণী আমাদের জন্য নয়, আমাদের রাজার জন্য। তবে আপনার যাওয়ার আগে এটুকু আমরা চাইতে পারি যে এ্যান্টিওকের বন্ধু হিসাবে আমরা আপনাকে টায়ারের ভোজসভায় আপ্যায়িত করব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। থার্সাস। গভর্ণরের প্রাসাদ।

স্ত্রী ডাইওনিজা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে গভর্ণর ক্লিওনের প্রবেশ

ক্লিওন। প্রিয়তমা ডাইওনিজা, আমরা কি এখানেই বিশ্রাম করব এবং এই বিশ্রামকালে অপরের দুঃখের কাহিনী বলে নিজেদের দুঃখের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করব?

ডাইওনিজা। অপরের দুঃখের কাহিনী বলে বা শুনে নিজেদের দুঃখ করা হচ্ছে আগুনে ফু দিয়ে বা বাতাস করে আগুন নেবাতে যাওয়ার সামিল। তাতে দুঃখ কমে না, বরং বাড়ে। যারা কোন পাহাড় কেটে তুলে ফেলতে যায় তারা সেই পাহাড়ের মাটি দিয়ে আর একটা পাহাড় খাড়া করে। জানি স্বামী, তোমার অন্তর দুঃখে ভরা, তবু যদি এ দুঃখের মাঝে ক্ষতিটাকেই বড় করে দেখ, তাহলে সে দুঃখ আরও বেড়ে যাবে।

ক্লিওন। ও ডাইওনিজা! যে খাদ্য চায়, সে কখনো এই চাওয়ার কথা না বলে পারে? না কি তার ক্ষুধাকে গোপন করে শুকিয়ে মরতে পারে? আমাদের জিব কি সে দুঃখের কথা বাতাসে ছড়িয়ে না দিয়ে পারে অথবা চোখ না জল ফেলে পারে? বরং আমাদের জিব যদি আমাদের এই দুঃখের কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করতে থাকে তাহলে হয়ত তাতে স্বর্গের দায়িত্বহীন দেবতাদেরও ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তারা হয়ত কিছু সাহায্য বা সান্ত্বনা আমাদের দান করতে পারেন। সুতরাং যে দুঃখ কয়েক বছর ধরে অনুভব করে আসছি আমরা সেই দুঃখের কথাই এখন বলব। যদি তুমি কোন কথা বলে সাহায্য আমায় না করতে পার তাহালে অন্তত: কিছু চোখের জল ফেলো।

ডাইওনিজা। তাই হবে।

ক্লিওন। থার্সাস নামে যে নগরী আমি শাসন করি সে নগরী একদিন ছিল বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী। তার অনন্ত সম্পদ ছড়ানো থাকত পথে ঘাটে।

চারিদিকে ফেটে পড়ত তার প্রাচুর্য। এ নগরীর সৌধাবলীর চূড়াগুলি এতই উন্নত ছিল যে দেখে মনে হত সে চূড়াগুলি আকাশের মেঘমালাকে চুম্বন করছে। এ নগরীর রাজপথে নরনারীর বেশভূষার ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেত বিদেশীরা। ঘরে খাদ্য ছিল প্রচুর; অপরিমিত সুখাদ্যে তাদের খাবার থাকত সবসময় সাজানো। ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে এমনভাবে মত্ত হয়ে থাকত এখানকার লোক যে দারিদ্র্য এই শব্দটাই ঘৃণা সৃষ্টি করত তাদের মনে।

ডাইওনিজা। হ্যাঁ, একথা সব সত্যি।

ক্লিওন। কিন্তু দেখ, ঈশ্বরের বিধান কত নিষ্ঠুর হতে পারে। আমাদের এ দেশে এই কয় মাসের মধ্যে ঘোর দুর্দিন এসেছে। একদিন এখানকার মাটিতে আকাশে বাতাসে ফলতে থাকা সম্পদের অমিত প্রাচুর্যও এখানকার মানুষদের মুখের স্বাদেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারত না; আর আজ সেই সব মুখ খাদ্যের অভাবে মোটেই নড়ে না। নতুন নতুন খাদ্যের আস্বাদনের জন্য একদিন তারা ঘুরে বেড়াত আজ তারা সামান্য রুটির জন্য ভিক্ষে করছে। যে সব মায়েরা একদিন তাদের সন্তানদের আনন্দ দানের জন্য যে কোন কাজ করতে পারত আজ তারা তাদের সেই প্রিয় সন্তানদেরই ভক্ষণ করতে যাচ্ছে। ক্ষুধার দন্ত এমনই তীক্ষ্ণ যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে আগে মরবে সেই নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করছে। এখানে একজন লর্ড কাঁদছে, আবার ওখানে দেখবে কোন একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা কাঁদছে। অনেকে আবার জলে ডুবে আত্মহত্যা করছে, কিন্তু যারা তা দাঁড়িয়ে দেখছে, মৃত ব্যক্তিদের কবর দেবার মতও তাদের কোন ক্ষমতা নেই। একথা কি সত্যি নয়?

ডাইওনিজা। আমরা আমাদের শুকনো গাল আর কোটরাগত চোখ নিয়ে তাই দেখছি।

ক্লিওন। যে সব নগরী এখন সম্পদ আর প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের জানতে দাও আমাদের দুঃখের কথা। বলা যায় না, থার্সাসের দুঃখে তারাও দুঃখ অনুভব করতে পাবে।

জনৈক সভাসদের প্রবেশ

সভাসদ। আমাদের লর্ড গভর্নর কোথায়?

ক্লিওন। এই যে এখানে। যে দুঃখের কথা বলতে এসেছ তা বল। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারব না।

সভাসদ। আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি, আমাদের নিকটবর্তী উপকূলের দিকে একটি পালতোলা জাহাজ এগিয়ে আসছে।

ক্লিওন। আমি এই কথাই ভেবেছিলাম। কোন দুঃখই একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে তার উত্তরাধিকারী যা তার পরেও তার জের টেনে যায়। আমাদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তাই হয়েছে। আমাদের কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র নিশ্চয় আমাদের দুঃখ আর অভাবের সুযোগ নিয়ে জাহাজভর্তি অস্ত্র নিয়ে আমাদের পরাভূত করতে আসছে। তাদের প্রতিরোধ করার মত কোন ক্ষমতা বা গৌরব অবশিষ্ট নেই আমাদের।

সভাসদ। এ ভয়ের কোন কারণ নেই হুজুর। কারণ তাদের জাহাজে যে সাদা পতাকা উড়ছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারা শান্তির বাণী নিয়েই আসছে, বোঝা যাচ্ছে তারা আমাদের মিত্ররূপেই আসছে, শত্রুরূপে নয়।

ক্লিওন। তুমি এমন একজনের মত কথা বলছ যে জানে না যে উপরে সৌন্দর্য বা সততার আবরণে অনেকেই অনেক প্রতারণা আর মিথ্যাকে ঢেকে রাখে। কিন্তু যাক, ওরা খুশি আনে আসুক। আমাদের আর ভয়ের কি আছে। আমরা ত অধঃপতনের নিম্নতম ভূমিতে প্রায় পড়ে আছি। যাও, ওদের জেনারেলকে বলগে, আমরা তাদের সাহায্য করব। আমরা জানতে চাই কোথা থেকে কেন তারা এখানে এসেছে এবং কীই বা তারা চায়।

(প্রস্থান)

সভাসদ। আমি যাচ্ছি হুজুর।

ক্লিওন। যদি শান্তির বাণী নিয়ে আসে তাহলে স্বাগত জানাতে পারি; কিন্তু যুদ্ধের বাণী নিয়ে এলে ওদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

অনুচরবর্গসহ পেরিক্লিসের প্রবেশ

পেরিক্লিস। লর্ড গভর্নর, আপনার কথা শুনেছি। আমরা আমাদের এই সব জাহাজ আর লোকজন দিয়ে আপনাদের মনে অহেতুক বিস্ময় উৎপাদন করতে চাই না। আমরা সুদূর টায়ার থেকে আপনাদের দেশের দুঃখ ও দুরবস্থার কথা শুনেছি। এখানে এসে আপনাদের জনশূন্য রাজপথ দেখে সে দুঃখের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছি। আপনাদের এ দুঃখের বোঝা আমরা কিন্তু বাড়াতে আসিনি; বরং সে দুঃখের ভার কমানোর জন্যই আমরা এসেছি। রক্তপিপাসু শত্রুসৈন্যপূর্ণ মায়াবী ট্রোজান ঘোড়ার মত খাদ্যশস্যে

পরিপূর্ণ আমাদের জাহাজগুলিকেও আপনারা এক একটি মায়াবী বস্তু ভাবতে পারেন যা আপনাদের দেশের বুভুক্ষু মানুষদের দেবে ক্ষুধার খাদ্য, মৃতপ্রায় মানুষদের দেবে নতুন জীবন।

সকলে। গ্রীসের দেবতারা আপনাদের মঙ্গল করুন।

(নতজানু হলো সকলে)

পেরিক্লিস। আমি অনুরোধ করছি, তোমরা ওঠ। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন শ্রদ্ধা চাই না। চাই শুধু ভালবাসা আর আমাদের জাহাজ আর লোকজনের জন্য একটু আশ্রয়।

ক্লিওন। প্রয়োজন হলে আমাদের নিজেদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরও দিতে হবে। তা যদি কেউ না দেয় তাহলে তার অকৃতজ্ঞতার আর সীমা বা মার্জনা থাকবে না। তাদের সেই অকৃতজ্ঞতার পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত হবে তারা চিরদিনের জন্য। এই শহরে আমাদের মাঝে আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই।

পেরিক্লিস। আপনাদের এই অভ্যর্থনা সাদরে গ্রহণ করছি আমরা। ভোজসভার আয়োজন করো, আমাদের ভাগ্যদেবী ভ্রূকুটি ত্যাগ করে কিছুটা সুপ্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

গাওয়ারের প্রবেশ

এক যে ছিল পাপী রাজা শুনেছ তার কথা
আর শুনেছ তার কন্যার কলঙ্কের গাথা।
এক রূপে গুণে আলো করা রাজপুত্তুর এসে,
চাইল তাকে করতে বিয়ে কতই ভালবেসে।
বাপ মেয়েতে চতুরালি খেলল তাকে নিয়ে
পালিয়ে গেল রাজপুত্তুর হলো নাক বিয়ে।
রাজ্য ছেড়ে গেছে যে আজ সুদূর থার্সাসে
সে রাজ্যের লোকেরা তাকে দারুণ ভালবাসে।
শ্রদ্ধাতে তার মূর্তি গড়ে করে জয়গান
তার নিন্দে জেনে রেখো মিথ্যার সমান।
দেখাব তার জীবনকথা নীরব অভিনয়ে
আশা করি দেখবে সবে বেজায় খুশি হয়ে।

মূকাভিনয়

দরজার একদিক দিয়ে অনুচরবর্গসহ ক্লিওনের সঙ্গে আলোচনারত অবস্থায় পেরিক্লিসের প্রবেশ। দরজার অপর দিক দিয়ে পেরিক্লিসকে লিখিত একটি চিঠি হাতে একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ; পেরিক্লিস চিঠিখানি ক্লিওনকে দেখাল। পেরিক্লিস পত্রবাহককে পুরস্কৃত ও 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করল। পরে এক দরজা দিয়ে পেরিক্লিস ও অন্য দরজা নিয়ে ক্লিওন প্রস্থান করল।

মনে রেখো হেলিকেন রাজ্যে রয়ে গেছে অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করে পুরুষ মৌমাছির মত মধু খেয়ে দিন কাটাবার জন্য নয়। অবশ্য সে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করারই চেষ্টা করে থাকে। সে রাজার ইচ্ছানুযায়ী যতদুর সম্ভব কাজ করে চলে, টায়ারের যাবতীয় সংবাদ পাঠিয়ে দেয় রাজার কাছে। জানিয়ে দেয় থ্যালিয়ার্ড তাঁকে হত্যা করার জন্য এসেছিল টায়ারে এবং থার্সাসে তাঁর বেশীদিন থাকা উচিত হবে না। এই সতর্কবাণী অনুসারে রাজা পেরিক্লিস আবার পাড়ি দিলেন দুর সমুদ্রে। ত্যাগ করলেন সমস্ত আরাম উপভোগ। এমন সময় সহসা জোর বাতাস বইতে শুরু করল। দেখা দিল প্রবল ঝড়, বজ্র আর বিদ্যুৎ। অবশেষে জাহাজটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; সমস্ত লোকজন আর খাদ্যসম্ভার গেল ভেসে। সর্বহারা হয়ে রাজা পেরিক্লিস ভেসে বেড়াতে লাগলেন অকূল সমুদ্রে। এইভাবে তাঁকে কষ্ট দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে ভাগ্যদেবী অবশেষে একদিন এক কূলের উপর এনে দিলেন রাজা পেরিক্লিসকে। ওই দেখুন উনি নিজেই এদিকে আসছেন। বৃদ্ধ গাওয়ারকে মার্জনা করবেন—এর পর কি হবে তা আপনারাই দেখতে পাবেন। (প্রস্থান)

প্রথম দৃশ্য। পেণ্টাপোলিস। সমুদ্রতীরবর্তী উন্মুক্ত স্থান।

জলসিক্ত অবস্থায় পেরিক্লিসের প্রবেশ

পেরিক্লিস। হে সৌরমণ্ডলস্থিত গ্রহনক্ষত্ররাজি, থামাও তোমাদের রোষবৃষ্টি। হে ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্র, মনে রেখো তোমাদের প্রবলতম শক্তির কাছে দুর্বল মানুষ আত্মসমর্পণ না করে পারে না এবং একজন দুর্বল মানুষ হিসাবে আমিও বশ্যতা স্বীকার করছি তোমাদের। হায়, সমুদ্রতরঙ্গ আমায় দুর হতে দুরান্তরে এক কূল হতে অন্য কূলে নিরন্তর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে অবশেষে আমায় এই পাহাড়ের উপর আছড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এতদিন শুধু

আমি মৃত্যুর কথাই চিন্তা করে এসেছি। সলিলসমাধির হাত থেকে রক্ষা করে আজ আমায় স্থলভাগে এমন এক জায়গায় নিক্ষেপ করেছ যেখানে আমি অন্ততঃ শান্তিতে মরতে পারব। হে প্রকৃতি, এই যে তুমি আমার মত একজন রাজাকে তার সমস্ত সৌভাগ্য আর সম্পদ হতে বঞ্চিত করে সর্বহারা করে দিয়েছ, তোমার নৈসর্গিক শক্তির প্রবলতা ও মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে এইটাই কি যথেষ্ট নয় ?

তিনজন জেলের প্রবেশ

১ম জেলে। কি বলছ পিনচ্।

২য় জেলে। কি আবার, এস, জাল টান।

১ম জেলে। প্যাচব্রীচ কি বলছ বল।

৩য় জেলে। কি বলছ মনিব ?

১ম জেলে। দেখ, এখন কেমন তুমি কাঁপছ। চলে এস বলছি, তা না হলে আমি তোমায় জোর করে নিয়ে আসব।

৩য় জেলে। সত্যি বলছি মনিব, আমি ভাবছি সেই হতভাগ্য মানুষগুলোর কথা, যারা এইমাত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে গেল।

১ম জেলে। হায়, বেচারী ! সাহায্যের জন্য তাদের কাতর চীৎকার শুনে আমার অন্তরটা ব্যাথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা সাহায্য করব কি, তখন আমাদের অবস্থা নিয়ে আমরা নিজেরাই বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম।

৩য় জেলে। না মনিব, আমি ভয়ঙ্কর জলজন্তুগুলোর কথা বলছি। দেখতে কিছুটা মাছের মত, কিন্তু আসলে জন্তু। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সমুদ্রে মাছগুলো কিকরে বেঁচে থাকে ওই সব জন্তুদের মাঝে।

১ম জেলে। কেন, মানুষরা যেমন ডাঙ্গায় বেঁচে থাকে।—সেখানেও দেখবে বড়রা ছোটদের ধরে ধরে খায়। মানুষদের মধ্যে কৃপণ ধনীদের মধ্যে আমি বিরাট তিমিদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তুলনা করতে পারি। এই সব ধনীরা প্রথমে কখনো ডুবে কখনো মাথা তুলে অর্থাৎ কখনো প্রচ্ছন্নভাবে অথবা কখনো প্রকাশ্যে গরিবদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তারপর মুখের ভিতর একেবারে পুরে ফেলে, তাদের এইভাবে গ্রাস করে। এইভাবে তারা সমাজের সব কিছুকে আত্মসাৎ করে ধীরে ধীরে।

পেরিক্লিস। (স্বগতঃ) বাঃ ওদের নীতিবোধ বেশ চমৎকার।

৩য় জেলে। কিন্তু মনিব আমি যদি সেক্সটন হতাম তাহলে সেদিন গীর্জার ঘণ্টার ঘরে আমাকেও গিলে ফেলত। তখন আমার হঠাৎ আমাদের দয়ালু রাজা সাইমোনাইডস্‌-এর কথা মনে পড়ল।

পেরিক্লিস। (স্বগতঃ) সাইমোনাইডস্‌!

৩য় জেলে। যে সব বুড়ে বদমাস লোকগুলো মেয়ে-মৌমাছিদের মধু থেকে বঞ্চিত করে বেঁচে থাকা পুরুষ-মৌমাছিদের মত অপরের শ্রমে নির্ভর করে বেঁচে থাকে তাদের আমরা দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।

পেরিক্লিস। (স্বগতঃ) সমুদ্রের কত তুচ্ছ বিষয় থেকে এই সব জেলেরা কেমন মানব জগতের কত দুর্বলতার কথা নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের এই জল-জগৎ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তারা মানবিক সম্পর্ক এবং মানবপ্রকৃতিকে কেমন চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করছে। হে সৎ মৎসজীবীরা, তোমাদের শ্রম সার্থক হোক, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

২য় জেলে। ভাল, এস ভাই। কী ব্যাপার! ক্যালেণ্ডার থেকে ছিটকে পড়া একটি দিনের মত তুমি এখানে এসে পড়ে আছ আর আমরা কেউ তোমাকে দেখতেই পাইনি।

পেরিক্লিস। দেখ কেমন করে সমুদ্র আমায় তোমাদের এই উপকূলে এনে ফেলে দিয়েছে।

২য় জেলে। একটা মাতাল জুয়াচোরের মতই সমুদ্র এ কাজ করেছে।

পেরিক্লিস। আমি হচ্ছি এমনই একজন মানুষ যাকে নিয়ে টেনিসকোর্টের বলের মত সমুদ্র আর ঝড় দুজনে মিলে খেলা করেছে। যে কোনদিন জীবনে কখনো ভিক্ষা চায়নি সে তোমাদের দয়া ভিক্ষা চাইছে।

১ম জেলে। না বন্ধু। দয়া নয়, তুমি কি বাইরে ভিক্ষে করতে পার না? আমাদের এই গ্রীস দেশে আমরা কাজ করে খেটে যা না পাই অনেকে ভিক্ষা করে তাই পায়।

২য় জেলে। তুমি মাছ ধরতে পার না?

পেরিক্লিস। আমি কখনো তা করিনি।

২য় জেলে। না। তাহলে তোমায় না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে দেখছি। কারণ এখানে আজকাল কোন কিছুই চেষ্টা না করলে পাওয়া যায় না।

পেরিক্লিস। আমি একদিন কি ছিলাম সেকথা এখন ভুলে গেছি; কিন্তু আমি এখন কি তা আমি অভাবের মধ্যে দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

এখন আমি এমন একজন শীতার্ত মানুষ ঠাণ্ডায় যার শিরার সব রক্ত হিম হয়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার মত আমার জিবের মধ্যে একটুখানি উত্তাপ ছাড়া জীবনের আর কোন উত্তাপ আমার মধ্যে নেই। সে সাহায্য যদি তোমরা দিতে না পার, তাহলে যেহেতু আমি একজন মানুষ, মানুষ হিসাবে তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমায় সমাহিত করো।

১ম জেলে। মরার কথা বলছ কেন? ভগবান যেন তা না করেন। আমার একটা গাউন আছে এখানে, নাও এটা পরে নাও, শরীরটাকে একটু গরম করে নাও। বাঃ এ যে দেখছি বেশ সুন্দর লোক। চল আমাদের বাড়ি চল। ছুটির দিনের জন্য আমাদের বাড়িতে মাংস থাকে, পুডিং থাকে, তাই দিয়ে তোমাকে আমরা আপ্যায়ণ করব।

পেরিক্লিস। ধন্যবাদ তোমাদের।

২য় জেলে। শোন বন্ধু। তুমি বলছিলে তমি ভিক্ষা করতে পার না।

পেরিক্লিস। আমি তা চাই না।

২য় জেলে। তাহলে চাও, তুমি চাইলে আমিও চাইব। তাহলে আমাকে বেত খেতে হবে না।

পেরিক্লিস। কেন, তোমাদের দেশে ভিখিরিদের কি বেত মারা হয় নাকি?

২য় জেলে। না, তা কেন বন্ধু। সব ভিখিরিদের বেত মারা হলে আমি সব ছেড়ে দিয়ে গীর্জার কাজ নেব। কিন্তু ভাই, দেখি জালটা টেনে আনি।

(৩য় জেলের সঙ্গে প্রস্থান)

পেরিক্লিস। (স্বগতঃ) কেমন তারা আনন্দ আর রসিকতা করতে করতে কাজ করে।

১ম জেলে। শোন শোন। এ জায়গাটার নাম কি তা জান?

পেরিক্লিস। না, ভাল জানি না।

১ম জেলে। আমি তোমায় বলছি, এ জায়গার নাম হচ্ছে পেটাপোলিস এবং আমাদের রাজার নাম হচ্ছে মহান সাইমোনাইডস্।

পেরিক্লিস। তোমরা কি তাঁকে মহান সাইমোনাইডস্ বল?

১ম জেলে। হাঁ স্যার। তাঁর শান্তিপুর্ণ রাজ্যনীতি আর সুশাসনের জন্য তিনি এই নামেরই যোগ্য।

পেরিক্লিস। তিনি একজন সুখী রাজা। তাঁর সুশাসনের জন্য প্রজাদের কাছে প্রচুর নাম যশ পান। এই উপকূল থেকে তাঁর রাজসভাটা কতদূর ?

১ম জেলে। এখান থেকে আধ দিনের পথ। তাঁর এক সুন্দরী কন্যা আছে; কাল তার জন্মদিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কত রাজা রাজপুত্র আর গণ্যমান্য লোক আসছে তার ভালবাসার জন্য টুর্ণামেণ্টে যোগদান করতে।

পেরিক্লিস। ভাগ্য যদি আমার ইচ্ছার অনুকূল হত তাহলে আমিও সেখানে তাদের একজন হয়ে যেতে পারতাম।

১ম জেলে। যা হবার তা ঠিকই হবে। তবে মানুষ যতই চেষ্টা করুক তার স্ত্রীর মন কখনো জোর করে লাভ করতে পারে না।

জাল টানতে টানতে ২য় ও ৩য় জেলের প্রবেশ

২য় জেলে। ধর ধর মনিব। জালে দেখ কেমন মাছ পড়েছে, ঠিক যেমন আইনের জালে গরীবদের অধিকার আটকে পড়ে। জাল থেকে বেরোতেই চায় না। কই বাবা, বেরিয়ে এস। এই, এসে গেছে। একি, এ যে মাছ থেকে মরচে পড়া এক অস্ত্রের রূপ ধারণ করেছে।

পেরিক্লিস। কি বললে বন্ধু, অস্ত্র! কই দেখি। হে ভাগ্যদেবী, তোমাকে ধন্যবাদ, এত দুঃখ কষ্টের পর তুমি আমার দুর্ভাগ্যের প্রতিকারের জন্য একটা কিছু দিলে। এটা ছিল আমারি, আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বস্তুসমূহের অন্যতম। আমার বাবা মৃত্যুকালে এটা আমায় দিয়ে বলেছিলেন, এটা রাখ পেরিক্লিস, এটা হচ্ছে আমার জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একমাত্র রক্ষাকর্তা। এটা আমায় বহুবার বাঁচিয়েছে। অনুরূপ অবস্থায় এর মাধ্যমে দেবতারা তোমায় রক্ষা করবেন। এটা রেখে দাও। সেই থেকে আমি এটা সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম, এটাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসতাম। কিন্তু যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র কোন মানুষকেই ছেড়ে দেয় না, সেই সমুদ্রই তার রাগের সময় এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে শান্ত অবস্থায় আবার এটা আমার কাছে ফিরিয়ে দিল। এর জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের। এখন দেখছি এই জাহাজডুবির ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যের নয়, কারণ আমার বাবার শেষ দান আমি ফিরে পেলাম।

১ম জেলে। তুমি কি বলছ ?

পেরিক্লিস। আমি তোমাদের কাছ থেকে এই অস্ত্রটা ভিক্ষা চাই। এ

অস্ত্র একদিন কোন এক রাজার ছিল। আমি এর উপরকার এক চিহ্ন দেখে বুঝতে পারছি তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন। আমি তাঁর সেই ভালবাসার কথা স্মরণ করেই এটা আবার পেতে চাই। তোমাদের রাজসভায় পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে চল। এই অস্ত্রটা আমার কাছে থাকলে আমাকে অন্ততঃ ভদ্রলোকের মত মনে হবে। যদি কোন দিন আমার এই অধঃপতিত ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে তোমাদের এই দানের উপযুক্ত প্রতিদান আমি দেব। সেদিন না আসা পর্যন্ত তোমরা আমায় অব্যাহতি দেবে।

১ম জেলে। কেন, তুমিও আবার সেই মেয়ের ভালবাসার জন্য টুর্ণামেণ্টে যোগদান করবে নাকি !

পেরিক্লিস। হ্যাঁ, আমি অস্ত্রবিদ্যায় আমার পারদর্শিতা দেখাব।

১ম জেলে। যদি তা তুমি করো, দেবতারা তোমার মঙ্গল করবেন।

২য় জেলে। তবে শোন বন্ধু, সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গভীর জল থেকে আমরাই এটা তুলে এনেছি। এটার দ্বারা জীবনে যদি উন্নতি করো তাহলে কোথা থেকে এ জিনিসটা পেয়েছ সেকথা যেন একবার মনে করো।

পেরিক্লিস। বিশ্বাস করো, আমি নিশ্চয়ই তা মনে রাখব। তোমাদের দয়াতেই আজ এই ইস্পাতের পোষাকে আবৃত আমার দেহ। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা হতে তোমাদের দ্বারা আহৃত এই রত্নই আজ শোভা ও শক্তি সঞ্চার করছে আমার বাহুতে। তোমাদের দয়াতেই এমন এক বেগবান ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি সেখানে যাব যে তার গতিভঙ্গি দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যাবে দর্শকরা। তবে একজোড়া ঘোড়া এখনো আমার দরকার।

২য় জেলে। আমরাই তোমাকে তা দেব। আমার একটা খুব ভাল গাউন আছে; সেইটা তোমায় দেব, তার বিনিময়ে তুমি একজোড়া ঘোড়া পাবে। তারপর আমিই তোমায় রাজসভায় নিয়ে যাব।

পেরিক্লিস। এইভাবে আমি যেন আমার কামনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। হয় আজই আমি উন্নতি করব, তা না হলে আজই আমি গভীরতর অবনতির স্তরে নেমে যাব। (সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য। পেণ্টাপোলিস। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন পথের পাশে
বিভিন্ন দেশের রাজা ও রাজপুত্রদের সম্বর্ধনার জন্য নির্মিত এক মঞ্চ।
রাজা সাইমোনাইডস্, থাইসা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

সাইমোনাইডস্‌। নাইটরা কি সব প্রস্তুত ?

১ম সভাসদ। হ্যাঁ হুজুর। এখন শুধু আপনি এসে তাঁদের উপস্থিত হবার জন্য আদেশ দিলেই হয়।

সাইমোনাইডস্‌। তাঁদের নিয়ে এস ; আমরা প্রস্তুত। আমার যে কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান, মানুষের দৃষ্টিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করার জন্য বিধাতা যাকে সৃষ্টি করেছে, সেই কন্যাও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্তানরূপে এখানে বসে রয়েছে।

(একজন সভাসদের প্রস্থান)

থাইসা। হে রাজন এবং আমার পিতৃদেব, এই বিরাট অনুষ্ঠানের যে প্রশস্তি আপনি করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

সাইমোনাইডস্‌। সত্যিই প্রশংসার্হ কন্যা। কারণ রাজা ও রাজপুত্রদের ঈশ্বর সব দিক থেকে মানুষদের মধ্যে আদর্শ করে সৃষ্টি করেন। রত্ন ও মণিমুক্তো যেমন অবহেলিত হলে তাদের গৌরব অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তেমনি রাজাদের উপযুক্ত সম্মান দান না করলে তাঁদের খ্যাতিও অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং কন্যা, প্রতিটি নাইটের ক্রীড়াকৌশলকে তুমি উপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতিদানে ভূষিত করবে।

থাইসা। আমার ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার জন্যও আমি তা করব

একজন নাইট প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিনিধি রাজকন্যার হাতে একটি ঢাল দিল।

সইমোনাইডস্‌। কে প্রথম অংশ গ্রহণ করছেন ?

থাইসা। স্পার্টার একজন নাইট। যে খেলা আজ তিনি দেখাবেন তার নমুনা তিনি ঢালের উপর দিয়েছেন ; সেটা হলো কেমন করে একজন ইথিওপিয়াবাসী সূর্যের দেশে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

সাইমোনাইডস্‌। যে তোমার জন্য তার জীবন দিতে প্রস্তুত সেই তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

দ্বিতীয় নাইটের প্রবেশ

কে এই দ্বিতীয় নাইট ?

থাইসা। মেসিডনের রাজপুত্র পিতা। উনি যে খেলা দেখাবেন তা হলো এই—কেমন করে একজন সশস্ত্র নাইট একজন নারীর দ্বারা পরাজিত হলো।

তৃতীয় নাইট পাশ দিয়ে চলে গেল

সাইমোনাইডস্। কে এই তৃতীয় নাইট ?

থাইসা। তৃতীয় জন এসেছেন এ্যান্টিওক থেকে। উনি যে খেলা দেখাবেন তার নাম হলো বীরত্বের মালা। যার ঢালে লেখা আছে, 'তার রূপের ঐশ্বর্যই আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রলুব্ধ করেছে।'

চতুর্থ নাইটের প্রবেশ

সাইমোনাইডস্। কে এই চতুর্থ জন ?

থাইসা। যার হাতে একটা জলন্ত মশাল ওঠানামা করছে। যার ঢালের ওপর লেখা আছে, যে আমাকে জ্বালিয়েছ সেই আমাকে নিবিয়ে দাও।

সাইমোনাইডস্। এর দ্বারা এই কথাই বোঝা যাচ্ছে যে সৌন্দর্যের শক্তি আর ইচ্ছাশক্তি দুই আছে। সৌন্দর্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে আবার মানুষের জীবননাশও করতে পারে।

পঞ্চম নাইটের প্রবেশ

থাইসা। পঞ্চম নাইট চলেছেন মেঘমালার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে; হাতে তার রয়েছে কষ্টিপাথরে নিকষিত কিছু সোনা।

পেরিক্লিস বা ষষ্ঠ নাইটের প্রবেশ

সাইমোনাইডস্। কে এই ষষ্ঠ এবং শেষ নাইট যিনি এক সুগম্ভীর সৌজন্য সহকারে এগিয়ে চলেছেন ?

থাইসা। তাঁকে দেখে অপরিচিত মনে হচ্ছে; তবে তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন শুকিয়ে যাওয়া এক গাছের শাখা, যে গাছের মাথাটায় আজও আছে কিছু সবুজ পাতা।

সাইমোনাইডস্। চমৎকার নীতি। যে দুরবস্থার মধ্যে তিনি রয়েছেন, তিনি আশা করছেন তোমার দ্বারাই তিনি তার থেকে উদ্ধার পাবেন এবং উন্নতি করবেন।

১ম সভাসদ। তার বাইরের সাজসজ্জাটা আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। তার মরচে পড়া অস্ত্র দেখে মনে হচ্ছে ও যেন অস্ত্র কোনদিন ধরেনি।

২য় সভাসদ। আসলে সে এসব ব্যাপার বোঝে না; তা না হলে সে এমন অদ্ভুত বেশে এত বড় খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আসত না।

৩য় সভাসদ। তার ইচ্ছা কোনদিন আর পূরণ হবে না। তার এই অস্ত্র মরচে ধরে মাটি হয়ে যাবে একেবারে।

সাইমোনাইডস্। আগে থেকে মত প্রকাশ করা এক ধরণের বোকামি। কারণ প্রায়ই আমরা বাইরের বেশভূষা আর চেহারা দেখে ভিতরকার মানুষটাকে বিচার করি। এবার থামুন। এই নাইটরা এসে গেছেন। আমরা গ্যালারীতে চলে যাই। (সকলের প্রস্থান)

(ভিতরে তুমুল চীৎকার)

৩য় দৃশ্য। পেণ্টাপোলিস। দরবার হল। ভোজসভা প্রস্তুত।

রাজা সাইমোনাইডস্, থাইসা, সভাসদবর্গ ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা,

নাইটগণ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

সাইমোনাইডস্। হে বীরবৃন্দ! আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানানো এক অনাবশ্যক অত্যুক্তিভাষণ ছাড়া আর কিছুই না। আপনারা এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অস্ত্রবিদ্যায় যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা এতই প্রশংসনীয় যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আপনাদের প্রদর্শিত প্রতিটি কলাকৌশলেরই একটি করে নিজস্ব মূল্য আছে। এবার আপনারা আনন্দোৎসব এবং ভোজসভার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনারা সকলেই আমার অতিথি।

থাইসা। কিন্তু আপনি হচ্ছেন আমার অতিথি এবং আমার নাইট। আপনারই গলায় দিচ্ছি এই জয়ের মালা। আপনারই মাথায় পরিয়ে দিচ্ছি আজকের দিনের বিজয় মুকুট।

পেরিক্লিস। কিন্তু এ জয়ে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই রাণী, এটা হচ্ছে শুধু ভাগ্যের দান।

সাইমোনাইডস্। আপনি যাই বলুন না কেন, আজকের দিনের বিজয়গৌরব আপনারই প্রাপ্য। এবং আশা করি এখানে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি আপনার এই বিজয়গৌরবে ঈর্ষান্বিত বোধ করছেন। কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অনেক শিল্পীকেই বড় করে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু আবার কোন কোন শিল্পীকে দিয়েছেন বিরল প্রতিভা আর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা। আপনারা সকলেই সেই কলাদেবীরই সেবক ও উপাসক। এস কন্যা, তুমিই হচ্ছ এই ভোজসভার রাণী; এখানে এসে আসন গ্রহণ করো এবং অন্যান্য সকলকে তাঁদের আপন আপন যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুসারে যোগ্য আসন দান করো।

নাইটগণ। মহান রাজা সাইমোনাইডস্এর দ্বারা আমরা সকলেই বিশেষভাবে সম্মানিত।

সাইমোনাইডস্। আপনাদের উপস্থিতি আজ আমাদের প্রভূত আনন্দ দান করল। আমরা চাই সম্মান। যারা সম্মানকে ভালবাসে না তারা স্বর্গের দেবতাদের ঘৃণা করে।

রক্ষী। স্যার, ওই হচ্ছে আপনার আসন।

পেরিক্লিস। আমার থেকেও যোগ্যতর কোন নাইট এ আসনে বসার যোগ্য।

১ম নাইট। আপত্তি করবেন না স্যার, কারণ আমরা সকলেই ভদ্রলোক; আমরা কোন লোকের উন্নতিতে অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করি না অথবা আমাদের চোখে সে ঈর্ষা প্রকাশ করিনা। আবার কোন নিচু শ্রেণীর লোকদেরও তুচ্ছ জ্ঞান করিনা।

পেরিক্লিস। আপনারা খুবই ন্যায়পরায়ণ এবং সৌজন্যপূর্ণ নাইট।

সাইমোনাইডস্। স্যার, স্যার, স্যার। (স্বগতঃ) আমার আশ্চর্য লাগছে, উনি খুবই চিন্তাশীল। কথা খুবই কম বলেন। আমার কিন্তু ওঁর কথা ভাবতেই ইচ্ছে করছে না।

থাইসা। (স্বগতঃ)। হে বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জুনো, আজ আমি কেন যা কিছু খাচ্ছি, তার কোন আস্বাদ পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে আমার মাংস ওঁকে দিয়ে দিই—সত্যিই উনি একজন বীর অথচ ভদ্র।

সাইমোনাইডস্। তিনি একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকমাত্র। অন্যান্য নাইটরা যা করেছেন তিনি তার থেকে এমন কিছু বেশী করেননি। একটা শুধু অস্ত্র ভেঙ্গেছেন। ব্যাপারটাকে যেতে দাও।

থাইসা। (স্বগতঃ) আমার কাছে উনি কিন্তু কাচের তুলনায় হীরে।

পেরিক্লিস। অদূরবর্তী ঐ রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার পিতারই যেন প্রতিচ্ছবি। এ ছবি তাঁর অতীত গৌরবের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। একদিন যখন তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন তখন সূর্যের মত দীপ্তিমান মনে হত আর অন্যান্য রাজাদের তাঁর পাশে ম্লান নক্ষত্রের মত দেখাত। তিনি ছিলেন অন্যান্য সকল রাজারই শ্রদ্ধার পাত্র। তার প্রভুত্বের আলোর কাছে অন্য রাজারা সবাই মাথা নত করত। অথচ আজ আমি তাঁর পুত্র অন্ধকারে সামান্য ক্ষীণ জোনাকির আলোর মত ভাগ্যতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার যেটুকু আলো শুধু অন্ধকারেই দেখা যায় ও দিবালোকের সামনে প্রকাশ করার মত আমার কোন আলোই নেই। এজন্য আমার

মনে হয় কালই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত রাজা। কালই হচ্ছে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর বিধানকর্তা, কালই কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে চলে মানুষের পরিণতিকে। মানুষ যা চায় কাল তা দেয় না, আবার যা চায় না তাই চাপিয়ে দেয় তার অনিচ্ছুক মনপ্রাণের উপর।

সাইমোনাইডস্‌। হে মাননীয় নাইটবৃন্দ, আপনারা এই উৎসবে যোগদান করে উপযুক্ত আনন্দ লাভ করছেন ত?

১ম নাইট। এই রাজকীয় উৎসবে কেউ কখনো আনন্দিত না হয়ে পারে?

সাইমোনাইডস্‌। কানায় কানায় পুর্ণ এই পানপাত্র; এর দ্বারা আপনারা রাজকন্যার হিতাকাঙ্খীরূপে তার স্বাস্থ্য পান করুন।

নাইটরা সকলে। ধন্যবাদ হে রাজন।

সাইমোনাইডস্‌। তবে একটা কথা আছে। আপনাদের মধ্যে একজন নাইট ওখানে বিষণ্ণ মনে বসে রয়েছেন। মনে হচ্ছে আমাদের ভোজসভার এই আয়োজন ওঁর যোগ্য বলে ওঁর মনঃপুত হচ্ছে না। তুমি কি লক্ষ্য করনি থাইসা?

থাইসা। আপনি কার কথা বলছেন পিতা?

সাইমোনাইডস্‌। শোন কন্যা, এখানে যে সব রাজা রাজারা আছেন তাঁদের স্বর্গের দেবতাদের মতই কেউ তাঁদের সম্মানিত করতে গেলে তার প্রতি উপযুক্ত বদান্যতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যে রাজা এমন উদারতা বা বদান্যতা দেখাতে পারেন না তিনি মশা মাছির মতই তুচ্ছ। মশার মতই তিনি শুধু শব্দ করেন আর যে কোন সময়ে মারা পড়েন। যাই হোক, তাঁকে আরও মধুর আপ্যায়ণে প্রীত করার জন্য তুমি একপাত্র সুরা নিয়ে ওঁকে দান করগে।

থাইসা। হায় পিতা, এটা আমার পক্ষে সাজে না। তাঁর মত একজন বীর অপরিচিত নাইটের কাছে অযাচিতভাবে কোন দান দিতে গেলে তিনি সেটা দোষের বলে ভাবতে পারেন। অনেক মানুষ কোন নারীর অযাচিত দানকে অশালীন বলে মনে করেন।

সাইমোনাইডস্‌। কেন? তোমাকে যা বলছি করো, তা না হলে আমি রেগে যাব।

থাইসা। (স্বগতঃ) সত্যি কথা বলতে কি, এতে আমি খুবই খুশি।

সাইমো:। তাঁকে আরও বলবে আমরা তাঁর কথা আরও জানতে চাই, জানতে চাই, তিনি কোথা হতে এসেছেন, তাঁর পিতামাতার নাম কি।

থাইসা। স্যার, আমার পিতা এ রাজ্যের রাজা আপনার স্বাস্থ্য পান করেছেন।

পেরিক্লিস। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

থাইসা। আপনার জীবনীশক্তি কামনা করে তিনি এই পানপাত্র আপনাকে দান করেছেন।

পেরিক্লিস। তাঁকে এবং আপনাকে উভয়কেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যের শপথ করছি।

থাইসা। তিনি আরও জানতে চেয়েছেন, আপনার ও আপনার পিতামাতার নাম ও পরিচয় কি এবং কোথা হতে এসেছেন।

পেরিক্লিস। আমি টায়ারের একজন ভদ্রলোক, আমার নাম পেরিক্লিস। কলা এবং অস্ত্রবিদ্যায় আমি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছি। আমি একবার দুঃসাহসিক অভিযানে বার হয়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ে আমার জাহাজ ও লোকজন সব হারিয়েছি। জাহাজডুবির পরে ভাসতে ভাসতে এই উপকূলে এসে উঠেছি।

থাইসা। (রাজার প্রতি) উনি হচ্ছেন টায়ারের একজন ভদ্রলোক। সমুদ্রযাত্রা কালে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ও লোকজন সব হারিয়ে কূলে এসে ঠেকেন।

সাইমো:। তাঁর এই দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যিই আমি দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তাঁর এই বিষাদ থেকে আমি তাঁকে উদ্ধার করবই। আসুন ভদ্রমহোদয়গণ, এতক্ষণ আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি। কিন্তু এখনো আমাদের অনেক আনন্দ উৎসবের কাজ বাকি আছে। আপনাদের সকলের হাতেই অস্ত্র আছে, তাই দিয়ে আসুন আমরা সৈনিকনৃত্য প্রদর্শন করি, অবশ্য আমিও এর থেকে নিজেকে বাদ দেব না। তবে বাজনাটা যেন খুব জোর না হয়, কারণ মেয়েরা জোর বাজনা সহ্য করতে পারে না। কারণ মেয়েরা গান বাজনার থেকে বিছানা আর সশস্ত্র বীরপুরুষ দুটোই ভালবাসে। (সকলের নৃত্য) সুতরাং আসুন সকলে। আমি ঠিকই বলেছি এবং আপনারাও আমার কথামত কাজ করুন। এখানকার মেয়েরাও তাই চায়। (পেরিক্লিসের প্রতি) আমি শুনেছি

টায়ারের লোকেরা মেয়েদের নিয়ে ভাল নাচতে পারে। তাদের নাচের ছন্দ নাকি খুব ভাল।

পেরিক্লিস। যারা নাচে এবং নাচের চর্চা করে তাদেরই নাচের ছন্দ ভাল স্যার।

সাইমো:। সৌজন্য বশতঃ আপনি সেটা অস্বীকার করছেন। (নাইট ও মহিলাদের নৃত্য) বাঃ চমৎকার নাচ হচ্ছে। ধন্যবাদ সকলকে। (পেরিক্লিসের প্রতি) কিন্তু আপনার নাচ হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। ভৃত্যেরা আলো নিয়ে এই সব রাজাদের আপন আপন বাসায় নিয়ে যাবে। হে রাজপুরুষগণ, আজ দেরি হয়ে গেছে, আপনারা চাইলেও এখন আর প্রেম সম্বন্ধে কোন আলোচনা সম্ভব না। সুতরাং আপনারা আজকের মত বিশ্রাম করুনগে। আগামীকাল আবার সব যাওয়ার ব্যবস্থা।

চতুর্থ দৃশ্য। টায়ার। গভর্নরের প্রাসাদ।

হেলিক্যানাস ও এসকেনের প্রবেশ

হেলিক্যানাস। না এসকেন, তুমি আমার কাছ থেকে জেনে রাখো। রাজা এ্যান্টিওকাস এই অবৈধ আসক্তি হতে মুক্ত ছিল না। এই পাপের জন্য স্বর্গের দেবতারা তাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে দীর্ঘ দিন তাঁদের ক্রোধ চেপে রেখে দিতে পারলেন না। তার চূড়ান্ত গর্ব ও গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেও তার এই ভয়ঙ্কর অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পেল না এ্যান্টিওকাস। একদিন যখন সে তার মেয়েকে নিয়ে এক অতি মূল্যবান রথে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল তখন হঠাৎ এক বজ্রপাত হয় এবং সেই বজ্রের আঘাতে দুজনেরই দেহদুটো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাদের দেহের হাড় মাংস এমনভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় যে হাত দিয়ে যারা তাদের কবর দিচ্ছিল তারা ঘৃণাবোধ করছিল।

এসকেন। একথা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে

হেলিক্যানাস। আশ্চর্যজনক হলেও এটা খুবই ন্যায়সঙ্গত, কারণ যত বড়ই রাজা হোক না কেন, পাপের শাস্তি বা প্রতিফল পেতেই হবে; ঈশ্বরের কোপবহ্নি হতে কোন রাজাই রেহাই পেতে পারে না।

এসকেন। একথা সত্যি বটে।

দুই তিনজন সভাসদের প্রবেশ

১ম সভাসদ। দেখ, একমাত্র একজন ছাড়া কেউ তাকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত-ভাবে শ্রদ্ধা করে না।

২য় সভাসদ। কিন্তু আর ওকে ছেড়ে কথা কওয়া উচিত না। ওকে তিরস্কারের মাধ্যমে দুঃখ দিতে হবে ওর কৃতকর্মের জন্য।

৩য় সভাসদ। আর যারা আমাদের সমর্থন করবে না তারা জাহান্নামে যাক। তারা পুড়ে মরুকগে।

১ম সভাসদ। তাহলে আমার সঙ্গে সব এস। লর্ড হেলিক্যান, একটা কথা আছে।

হেলিক্যানাস। আমার সঙ্গে? আসুন আসুন, সুপ্রভাত আমার মাননীয় সভাসদবৃন্দ।

১ম সভাসদ। আপনি জানেন, আমাদের ক্ষোভের ঢেউ এতদুর উত্তাল হয়ে উঠেছে যে তা আর কোন বাধা মানছে না; তা এখন কুল ছাপিয়ে বাঁধ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে চারদিকে।

হেলিক্যানাস। আপনাদের ক্ষোভ বা দুঃখ! কিসের জন্য? আশা করি আপনারা আপনাদের প্রিয় রাজার প্রতি অন্যায় করবেন না।

১ম সভাসদ। ঠিক আছে তাহলে আপনিও আপনার নিজের প্রতি অন্যায় করবেন না মাননীয় লর্ড হেলিক্যান, যদি আমাদের রাজা বেঁচে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছি এবং কোথায় তিনি আছেন তা জানতে চাই। যদি জগতের কোথাও কোন দেশে তিনি থাকেন তাহলে আমরা তাঁকে খুঁজে বার করবই। আবার যদি বেঁচে না থাকেন, কোন কবরে সমাহিত হন, আমরা সেখান থেকেও তাঁকে খুঁজে বার করব। তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাঁকে আমাদের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়ে আসব যেমন করে হোক। মরে গেলে তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় শোকের মাধ্যমে মর্যাদা দান করব তাঁকে, তারপর অন্য রাজা আমরা নির্বাচন করব স্বাধীনভাবে।

২য় সভাসদ। আমাদের মতে তাঁর মৃত্যুই নিশ্চিত। সুন্দর সুউচ্চ প্রাসাদের মাথায় ছাদ না থাকলে যেমন তা তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি রাজা ছাড়া কোন রাজ্যও চলতে পারে না। আর আপনি যখন শাসনকার্য ও রাজকার্য ভালই বোঝেন এবং ভালভাবে চালাতে পারেন, আপনার সার্বভৌম আধিপত্য আমরা সকলে স্বীকার করে নিচ্ছি।

সকলে। মহান হেলিক্যান দীর্ঘজীবী হোন।

হেলিক্যানাস। যদি আপনারা রাজা পেরিক্লিসকে ভালবেসে থাকেন তাহলে তাঁর প্রতি সেই ভালবাসা আর সম্মানের খাতিরে আপনাদের আরও

কিছুদিন কষ্টভোগ করে যেতেই হবে। একবার ভেবে দেখুন, সমুদ্রে কখন কি হয় তা কি বলা যায়? সেখানে এক মুহূর্ত ভাল যায় ত একঘণ্টা দুর্যোগ ভোগ করতে হয়। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আর একটা বছর ধৈর্য ধরে অনুপস্থিত রাজার জন্য প্রতীক্ষা করুন। যদি এর মধ্যে তিনি ফিরে না আসেন তাহলে আমি এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাদের জন্যই এ রাজ্যের শাসনভার বহন করে যাব। আর যদি আমার এ অনুরোধটুকু আপনারা ভালবেসে না রাখেন তাহলে বলব, আপনারা মনোমত শাসক বেছে নেবেন এবং সেই দুঃসাহসিক নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত মুল্য দান করবেন। যদি সে রকম কোন যোগ্য শাসক খুঁজে পান তাহলে তার রাজমুকুটের মধ্যে হীরকখণ্ডের মত খচিত হয়ে থাকবেন আপনারা।

১ম সভাসদ। যদি কেউ এ অনুরোধ না রাখে, তাহলে সে একটি মুর্খ। লর্ড হেলিক্যান যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে আমরা রাজাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবই।

হেলিক্যানাস। তাহলে এতে বোঝা গেল আমি যেমন আপনাদের ভালবাসি আপনারাও তেমন আমাকে ভালবাসেন। অতএব আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই। যে রাজ্যের সভাসদরা এক হয়ে মিলে মিশে চলতে পারে সে রাজ্য উন্নতি করবেই। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। পেণ্টাপোলিস। রাজপ্রাসাদ।

একটি দরজা দিয়ে পত্রপাঠরত অবস্থায় সাইমোনাইডস্‌-এর প্রবেশ। পরে নাইটের প্রবেশ

১ম নাইট। নমস্কার রাজা সাইমোনাইডস্‌।

সাইমোনাইডস্‌। হে নাইটবৃন্দ! আমি আমার কন্যার ব্যাপারে যেটুকু জানতে পেরেছি, আমি তাই আপনাদের জানাচ্ছি। সে জানিয়েছে, আজ থেকে বারো মাসের মধ্যে সে কোন মতেই বিয়ে করবে না। তার কারণ সে ছাড়া আর কেউ জানে না, সে আর কাউকে তা বলবে না। আমি তা কোন মতেই জানতে পারিনি।

২য় নাইট। আমরা কি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি না?

সাইমোনাইডস্‌। কোন মতেই না। সে তার ঘরে এমনভাবে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছে যে দেখা করা সম্ভব না। সে সিনথিয়ার চোখের নামে শপথ করেছে যে সে এক বছর ডায়েনার মত কুমারী জীবন যাপন

করবে এবং সে তার কৌমার্যের সমস্ত সম্মান দিয়ে এই শপথকে রক্ষা করে যাবে।

৩য় নাইট। যদিও যাবার ইচ্ছা নেই তথাপি আমরা এখন যাচ্ছি।

(নাইটদের প্রস্থান)

সাইমো: যাক এইভাবে ওদের তাড়ানো গেল। এখন আমার মেয়ের চিঠিটার কথা ভাবা যাক। সে বলেছে সে ঐ অপরিচিত নাইটকেই বিয়ে করবে আর যদি সে বিয়ে না হয় তাহলে আর দিনের আলো কোনদিন দেখবে না জীবনে। ভাল কন্যা। আমিও ত তাই চাই। তবে এ বিষয়ে আমার পছন্দ অপছন্দর কথা না ভেবেই সে অনমনীয় সিদ্ধান্ত করে বসল। যাক এখন সব চুপ। উনি এদিকেই আসছেন; যাক আমি ওঁর কাছে ভান করব।

পেরিক্লিসের প্রবেশ

পেরিক্লিস। আপনার মঙ্গল হোক মহান সাইমোনাইডস্।

সাইমো:। আপনারও মঙ্গল হোক। গত রাত্রিতে আপনার মধুর সঙ্গীতে প্রীত হয়ে ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমি আপনাকেই খুঁজছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে এমন মধুর গান কখনো শুনিনি।

পেরিক্লিস। এতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই, আপনিই আপন মহিমার দ্বারা আমার প্রশংসা করছেন।

সাইমো:। সত্যি সত্যিই আপনি গানের রাজা।

পেরিক্লিস। আমি হচ্ছি সবচেয়ে অপদার্থ গায়ক।

সাইমো:। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। আমার কন্যা সম্বন্ধে আপনার মত কি স্যার?

পেরিক্লিস। উনি অত্যন্ত গুণবতী রাজকন্যা।

সাইমো:। সে আবার রূপবতীও বটে। নয় কি?

পেরিক্লিস। আশ্চর্যজনক ভাবে সুন্দরী। বসন্ত দিনের মত স্নিগ্ধমধুর তার সৌন্দর্য।

সাইমো:। আপনার সম্বন্ধে আমার কন্যার অভিমত খুবই উচ্চ। এমন কি সে চায় আপনি তার শিক্ষক হোন আর সে আপনার ছাত্রী হোক। সুতরাং এ কথাটা ভেবে দেখুন।

পেরিক্লিস। আমি তাঁর শিক্ষক হিসাবে অযোগ্য।

সাইমো:। ও সেকথা বলেনি। তার এই লেখাটা পড়ে দেখুন।

পেরিক্লিস। (স্বগতঃ) কি এখানে? একটা চিঠি। তাতে সে লিখেছে সে নাকি টায়ারের নাইটকে ভালবাসে। আমার মনে হয় এটা হচ্ছে রাজার বানানো এক সূক্ষ্ম চক্রান্ত—আমার জীবন নেবার এক হীন অপকৌশল।— হে মহান রাজন্, আমার মত এক বিপন্ন ও অপরিচিত ভদ্রলোককে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবেন না, আপনার কন্যাকে ভালবাসার মত উচ্চাশা যার কখনই ছিল না, সে শুধু আপনার কন্যাকে জানিয়ে এসেছে তার বিনম্র শ্রদ্ধা।

সাইমো:। তুমি আমার কন্যাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছ এবং তুমি হচ্ছ শয়তান।

পেরিক্লিস। ভগবানের নামে বলছি আমি তা করিনি। এমন কি চিন্তাতেও কোন অপরাধ করিনি। আমার কাজ দ্বারা এমন কিছু করিনি যাতে বোঝাবে যে আমি তার ভালবাসা চেয়ে আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে চাই।

সাইমো:। বিশ্বাসঘাতক, তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

পেরিক্লিস। বিশ্বাসঘাতক!

সাইমো:। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতক।

পেরিক্লিস। আপনি যদি রাজা না হতেন তাহলে যে আমায় বিশ্বাসঘাতক বলছে তার গলাতেই আমি এই মিথ্যা কথাটাকে ঢুকিয়ে দিতাম।

সাইমো:। (স্বগতঃ) এখন সত্যি কথা বলতে কি, তার সাহস সত্যিই প্রশংসনীয়।

পেরিক্লিস। আমার সকল কাজই সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমার কোন কর্ম ও চিন্তার মূলে কোন কু অভিসন্ধি নেই। আমি সম্মানের খাতিরেই আপনার এই রাজসভায় এসেছিলাম, এখানে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আসিনি। কেউ যদি আমায় অন্য কিছু ভাবে তাহলে আমার এই তরবারিই তাকে বুঝিয়ে দেবে যে সে হচ্ছে সম্মানের শত্রু।

সাইমো:। তুমি বিশ্বাসঘাতক নও? ঠিক আছে, এই আমার মেয়ে আসছে, সেই এর সাক্ষ্য প্রমাণ দেবে।

থাইসার প্রবেশ

পেরিক্লিস। যেহেতু তুমি একই সঙ্গে সমানভাবে রূপ ও গুণসম্পন্না, তুমি সত্যি করে তোমার ক্রুদ্ধ পিতাকে বল, তোমার প্রণয় ও পাণিপ্রার্থীরূপে

আমি কখনো আমার এই জিব দিয়ে একটা কথাও বলেছি কি না, কোন দিন কোন ছলে প্রেম নিবেদন করেছি কি না।

থাইসা। কেন, তুমি বল যদি তা করেই থাক, যদি আমি তাতে আনন্দ পেয়ে থাকি তাহলে তাতে কার কি বলার থাকতে পারে, কে তাকে অপরাধ বলে গণ্য করতে পারে ?

সাইমো:। আচ্ছা কন্যা, তুমি কি এতই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছ ? (স্বগতঃ) আমি কিন্তু অন্তরে এতে খুবই খুশি হয়েছি—আমি তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব। তোমাকে আমি বশীভূত করবই। আমার কোন মত না নিয়েই কি একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ভালবাসবে তুমি ? (স্বগতঃ) আমার মনে হয় ও ঠিক করেছে এবং এ ছাড়া অন্য কিই বা সে করতে পারত। ওব প্রণয়ী আমার মতই উচ্চবংশজাত।—সুতরাং শোন কন্যা, হয় আমার কথা শোন, আর তুমিও শোন স্তার, হয় আমার মতে চল আর তা না হলে আমি তোমাদের দুজনকে স্বামীস্ত্রীরূপে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করব। তোমরা পরস্পরের হাতে হাত মেলাও। এইভাবে তোমাদের দুজনকে মিলিত করে তোমাদের আশা পূরণ করব।—আর ত দুঃখের কিছু রইল না।—ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন। কী, তোমরা খুশি ত ?

থাইসা। হ্যাঁ খুশি। কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাস ত ?

পেরিক্লিস। আমার নিজের জীবনের মতই তোমায় ভালবাসি।

সাইমো:। কী, তোমরা দুজনেই সম্মত ত ?

উভয়ে। হ্যাঁ, আমরা দুজনেই সম্মত। এখন আপনি খুশি হলেই হলো।

সাইমো:। আমি এত খুশি হয়েছি যে আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের বিয়েটা সম্পন্ন হয়ে যাক এবং তোমরা দাম্পত্যশয্যায় গমন করো।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

গাওয়ারের প্রবেশ

আবার শোন আমার কথা বিয়ে লাগল ঘরে
নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাও ভুরিভোজন করে।
সাঁঝের বেলায় ঝিল্লী যেমন মনের সুখে গায়
ইঁদুর পেয়ে বিড়াল যেমন আগুন চোখে চায়।

হাইমেন তেমনি মনের সুখে বাসর সাজিয়েছে
বরকনেকে আদর করে ধরে এনেছে।
কনের গর্ভে এল শিশু কুমারীত্ব গিয়ে
দেখতে পাবে সবই কিছু এই মূকাভিনয়ে।
যদি কিছু না বোঝগো, বুঝতে থাকে বাকি
বুঝিয়ে দেব সোজা করে আর সবই ফাঁকি।

মূকাভিনয়

একটি দরজা দিয়ে অনুচরবর্গসহ পেরিক্লিস ও সাইমোনাইডস্‌-এর প্রবেশ একজন দূত এসে সাক্ষাৎ করল তাদের সঙ্গে এবং পেরিক্লিসকে একটি চিঠি দিল ; পেরিক্লিস সে চিঠি সাইমোনাইডস্‌কে দেখাল। তারপর ধাত্রী লাইকরিডার সঙ্গে গর্ভবতী থাইসা প্রবেশ করল। রাজা তাকে চিঠিখানি দেখাতে আনন্দ প্রকাশ করল থাইসা। লাইকরিডা ও তাদের অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে থাইসা আর পেরিক্লিস বিদায় নিল রাজার কাছ থেকে। তারপর রাজা সাইমোনাইডস্‌ ও বাকি সকলে প্রস্থান করল।

টায়ারবাসীরা পেরিক্লিসকে খোঁজে নানা দেশে
পেণ্টাপোলিস রাজ্যে তারা আসে অবশেষে।
সুখেই ছিল পেরিক্লিস তার যে বিয়ের পরে
টায়ারের দূত চিঠি দিল রাজ দরবারে।
কন্যাসহ মারা গেছে পাপী এ্যাণ্টিওকাস
টায়ারবাসী চায় রাজা হোক বীর হেলিক্যানাস।
সৎ হেলিকেন বলে রাজা পেরিক্লিস আসবে ফিরে
ছ মাসে নেবে না এলে সে রাজ-উপাধি শিরে।
চিঠি পেয়ে পেরিক্লিস রাজাকে জানায়
কন্যা জামাতারে রাজা দেয় যে বিদায়।
পতিসহ সুখে থাইসা চলে স্বামীর দেশে
স্বামীর সাথে করবে কাজ সিংহাসনে বসে।
রাজ্য হতে জাহাজে করে রওনা হওয়ার পরে
মাঝ-সমুদ্রে পড়ল তারা আবার বিরাট ঝড়ে।
বলব নাক এই ঝড়েতে কি হলো অবশেষে
নিজের চোখে দেখতে পাবে ধৈর্য ধরে বসে।

মঞ্চটাকে জাহাজ ভাবো কল্পনার বলে
আসছে রাজা পেরিক্লিস ক্লান্ত ঝড় জলে।

১ম দৃশ্য। জাহাজের বোর্ডের উপর পেরিক্লিস।

পেরিক্লিস। এই বিশাল সমুদ্রের অধিপতি হে জলদেবতা, উৎক্ষিপ্ত উত্তাল যে সব তরঙ্গমালা তোলপাড় করে তুলছে সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীকে তুমি তাদের শাসন করো, সংযত করো। উন্মত্ত ঝড়কেও শান্ত করে সমুদ্র থেকে তুলে নাও। বজ্রগর্জনকে করো স্তব্ধ; তরঙ্গঘর্ষণজনিত অগ্ন্যুদগারকে নির্বাপিত করো।—কী খবর লাইকরিডা, আমার রাণী কেমন আছে? তুমি দেখছি ভীষণভাবে ঝড়ের আঘাতে কাঁপছ আর দুলছ। নাবিকদের বাঁশি যেন মনে হচ্ছে মৃত্যুর কানে কানে কথা বলছে। তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না লাইকরিডা, আমার কথাও শুনতে পাচ্ছ না।—লাইকরিডা, লুসিনা, হে ঈশ্বরপ্রেরিত হিতাকাংখিনী ভদ্র ধাত্রী, তুমি তোমার দেবতার কাছে কাতর মিনতি জানাও, নৌকোর ব্যবস্থা করো। তোমার রাণীর কষ্টের তাড়াতাড়ি লাঘব করো।

একটি শিশুকোলে লাইকরিডার প্রবেশ

তাহলে এসেছ লাইকরিডা?

লাইকরিডা। এই ভয়ঙ্কর জায়গায় এই দুগ্ধপোষ্য শিশু কখনো থাকতে পারে না। এর যদি আমার মত জ্ঞান বুদ্ধি থাকত তাহলে এতক্ষণ মারা যেত। আপনার মৃত রাণীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই শিশুটিকে আপনি গ্রহণ করুন।

পেরিক্লিস। সে কি লাইকরিডা, রাণী নেই? সে কি করে হলো!

লাইকরিডা। ধৈর্য ধরুন স্যার। হা হুতাশ করে এই দুর্যোগের মাঝে বিপদকে বাড়িয়ে তুলবেন না। এই শিশুকন্যা ছাড়া আপনার স্ত্রীর আর কোন চিহ্ন নেই। এই শিশুর মুখপানে চেয়ে অন্ততঃ ধৈর্য্য ধরুন এবং মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুন।

পেরিক্লিস। হে স্বর্গের দেবতারা, কেন তোমরা আমাদের ভালবাসার বস্তুকে দান করে পরে আবার তা নির্মমভাবে ছিনিয়ে নাও? আমরা যারা মর্ত্যের মানুষ কোন কিছু কাউকে দিয়ে আর তা ফিরে নিই না এবং আমাদের এ কাজের দ্বারা তোমাদের সম্মানকেই বাঁচিয়ে চলি।

লাইকরিডা। শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন স্যার, অন্ততঃ আপনার এই সন্তানের খাতিরে শান্ত হোন।

পেরিক্লিস। তোমার জীবন শান্তির হোক কন্যা। এমন অভিশপ্ত জন্ম এর আগে আর কোন শিশু গ্রহণ করেনি। তোমার জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। পৃথিবীর আর কোন রাজকন্যা পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন দুর্বিপাকে পড়েনি। এর পর তোমার জীবন যেন সুখের হয়। মাতৃগর্ভ হতে তুমি ভূমিষ্ঠ হতে না হতে যেন জল ঝড় বজ্র বিদ্যুৎ একসঙ্গে সব তাদের রোষকশায়িত তীক্ষ্ণ ভৎর্সনার দ্বারা অভ্যর্থনা করছে তোমায়। তোমার জীবনের প্রারম্ভেই যে ক্ষতি তোমার হলো সে ক্ষতি আর কোন কিছুর দ্বারাই পূরণ করতে পারবে না তুমি। এর পর দেবতারা যেন তাঁদের কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তোমার উপর।

দুই জন নাবিকের প্রবেশ

১ম নাবিক। মনে সাহস আছে ত স্যার? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

পেরিক্লিস। সাহস যথেষ্ট আছে; বিপদকে আমি ভয় করিনা। এ বিপদে ক্ষতি যা হবার হয়েছে। শুধু এই শিশুটার প্রতি স্নেহবশতঃ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি এই দুর্যোগ যেন থেমে যায়।

১ম নাবিক। ঝড়ের রশ্মিটা আলগা করো, ঝড় থামাও, নিজেকে দু টুকরো করে মর না কেন।

২য় নাবিক। সমুদ্রের লবনাক্ত জল আর মেঘের মত উঁচু উঁচু ঢেউগুলো আকাশের চাঁদকে পর্যন্ত চুম্বন করছে। করুকগে, আমি কিন্তু ভয় করি না।

১ম নাবিক। আপনার স্ত্রী নিশ্চয় এই জাহাজেই মারা গেছেন, এই মৃতদেহটা জাহাজ থেকে ফেলে দিতে হবে। সমুদ্রের বুকটা এখনো ফুলে ফুলে উঠছে, বাতাস গর্জন করছে। জাহাজ থেকে মৃতদেহটা ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত ওরা শান্ত হবে না।

পেরিক্লিস। ওটা তোমাদের কুসংস্কার।

১ম নাবিক। ক্ষমা করবেন স্যার। আমরা বহুবার সমুদ্রে এ সব ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখেছি। তাই আমরা এগুলোকে খুব জোর দিয়ে বিশ্বাস করি। সুতরাং আমাদের কথা শুনুন স্যার। তাঁকে জাহাজ থেকে সরাসরি বাইরে ফেলে দিতে হবে।

পেরিক্লিস। তোমাদের যা খুশি করো। হায় হতভাগ্য রাণী।

লাইকরিডা। ওঁর মৃতদেহটা এখানে রয়েছে স্যার।

পেরিক্লিস। কোন আলো নেই, শয্যা নেই, এখানে এই হীনভাবে শুয়ে আছ প্রিয়তমা? প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনভাবে অবিচার করল তোমার প্রতি! তোমাকে যে কবরে ঠিকভাবে সমাহিত করব আমি তারও কোন উপায় নেই। তোমার সমাধির উপর কোন স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করারও কোন অবকাশ নেই। তিমি প্রভৃতি জলজ জন্তুরা আর বিক্ষুব্ধ জলরাশিই তোমার মৃতদেহকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলবে। লাইকরিডা, তুমি নেস্টারকে কাগজ কালি আর মশলাপাতি আনতে বলো, নিকাণ্ডারকে আনতে বলো সাটিন কাপড়ে মোড়া এক সুন্দর শবাধার। যাও তাড়াতাড়ি করো। (লাইকরিডার প্রস্থান)

২য় নাবিক। স্যার নিচেতে আমাদের একটা সিন্দুক আছে কর্ক আঁটা আর বোতাম দেয়া।

পেরিক্লিস। ধন্যবাদ তোমাদের। আচ্ছা নাবিক, বলতে পার কোন উপকূলের কাছে আমরা এসেছি?

২য় নাবিক। আমরা এসেছি থার্সাসের কাছে।

পেরিক্লিস। ওইখানেই চলো। পরে টায়ারের দিকে যাবে। তোমরা কখন ওখানে পৌঁছতে পারবে আশা করছ?

২য় নাবিক। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্য যদি ঝড়টা থামে।

পেরিক্লিস। হ্যাঁ, থার্সাসেই চলো। সেখানে ক্লিওনের সঙ্গে দেখা করব আমি, তার তত্ত্বাবধানে শিশুটাকে রেখে আসব। যাও তোমরা তোমাদের কাজ করগে, আমি মৃতদেহটাকে নিয়ে আসছি। (সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য। এফিসাস। সেরিমনের বাড়ি।

ভৃত্যসহ সেরিমন ও কয়েকজন জাহাজডুবি লোকের প্রবেশ

সেরিমন। ফিলেমন আছে?

ফিলেমনের প্রবেশ

ফিলেমন। আমায় ডাকছেন হুজুর?

সেরিমন। এই সব হতভাগ্য বেচারীদের জন্য আগুন আর মাংসের ব্যবস্থা করো। আজকের রাত্রি বড় দুর্যোগপূর্ণ।

ভৃত্য। অনেক দুর্যোগ দেখেছি; কিন্তু আজকের রাতের মত দুর্যোগ কখনো দেখিনি এর আগে।

সেরিমন। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে না এলে তুমি আসার আগেই তোমার

মনিব মারা যাবে। এমন কোন উপায় নেই যা তাকে বাঁচাতে পারে। (ফিলেমনের প্রতি) যাও এইটা বৈদ্যকে দাওগে, আর তার ফল কি হয় জানাবে। (সেরিমন ছাড়া বাকি সকলের প্রস্থান)

দুইজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ম ভদ্রলোক। নমস্কার হুজুর।

২য় ভদ্রলোক। নমস্কার হুজুর।

সেরিমন। ভদ্রমহোদয়গণ, কেন আপনারা এত সকালে উঠে পড়েছেন?

১ম ভদ্রলোক। স্যার, আমাদের বাসাগুলো সমুদ্রের কাছাকাড়ি হওয়ার জন্য ভূমিকম্পের মত কাঁপছে ঝড়ে। মনে হচ্ছে বাড়িগুলো উল্টে যাবে আর তার ইট কাঠগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এক ভীতিবিহ্বল বিস্ময়ের বশবর্তী হয়েই বাড়িছাড়া হয়ে চলে এসেছি।

২য় ভদ্রলোক। এই কারণেই এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি; কিন্তু এটা আমাদের স্বভাব নয়।

সেরিমন। আপনারা ঠিকই বলেছেন।

১ম ভদ্রলোক। কিন্তু আমি একথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি স্যার, এত আরামের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও আপনি কেন সোনালি নিদ্রাসুখ ত্যাগ করে উঠে পড়েছেন। কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্বেও আপনি যে মানুষের দুঃখে সহানুভূতি জানাবার জন্য উঠে এসেছেন সেটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা স্যার।

সেরিমন। দেখুন, রাজকীয় মহত্ব আর ঐশ্বর্যের থেকে আমি গুণ আর বুদ্ধিকেই মানুষের প্রকৃত ভূষণ বলে মনে করি! রাজকীয় খ্যাতি আর ঐশ্বর্য অপরিণামদর্শী উত্তরাধিকারীদের জীবনকে অমিতব্যয়ী ও অন্ধকারময় করে তুলতে পারে; কিন্তু গুণ আর বুদ্ধি মানুষকে দান করে অমরত্ব, মানুষকে উন্নীত করে দেবতার পর্য্যায়ে। এটা আপনারা সবাই জানেন যে আমি চিকিৎসাবিদ্যা পড়েছি এবং তার চর্চা করেছি এবং এই বিদ্যার বলে শাকসব্জী, বিভিন্ন ধাতু ও পাথরের মধ্যে কি কি গুণ আছে আমি তা জানি। কি কি কারণে রোগ হয় আর তার প্রতিকার কি তাও জানি। মূর্খতা আর মৃত্যুর তুষ্টির জন্য রেশমী থলের মধ্যে আমার ধনরত্নকে পুরে না রেখে বা ক্ষণস্থায়ী মান সম্মানের পিছনে ছুটে না বেড়িয়ে মানুষের রোগ নিরাময়ের মধ্যেই আমি প্রকৃত আনন্দ পাই।

২য় ভদ্রলোক। আপনার দানশীলতার জন্য আপনার সম্মান সারা এফিয়াসের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। আর তার ফলে শত শত আর্ত নরনারী আপনার কাছে ছুটে এসে আরোগ্য লাভ করছে। আপনার জ্ঞানবিদ্যা নয়, আপনার ব্যক্তিগত সহানুভূতি আর সকলের জন্য উন্মুক্ত আপনার অর্থভাণ্ডারই আপনাকে এমন অক্ষয় সম্মান দান করেছে যা কোনদিন মুছে যাবে না পৃথিবী থেকে।

একটি সিন্দুকসহ দুই তিনজন ভৃত্যের প্রবেশ

১ম ভৃত্য। ওখানে তুলে রাখ।

সেরিমন। কি ওটা ?

১ম ভৃত্য। স্যার এইমাত্র সমুদ্রের ঢেউএর আঘাতে এই সিন্দুকটা আমাদের কূলে এসে ঠেকেছে। এটা নিশ্চয় কোন জাহাজডুবি লোকের।

সেরিমন। ওটা ওখানে রেখে দাও, আমাদের দেখতে হবে।

২য় ভদ্রলোক। এটা একটা শবাধার বলে মনে হচ্ছে স্যার।

সেরিমন। যাই হোক এটা আশ্চর্যজনকভাবে ভারী। এটা একেবারে খুলে ফেল। সমুদ্রে পাওয়া এই সিন্দুকটাতে যদি সোনা ভর্তি থাকে তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে দারুণ সৌভাগ্যের কথা হবে।

২য় ভদ্রলোক। তাই মনে হয় স্যার।

সেরিমন। এটা কেমন কর্ক আর বোতাম দিয়ে আঁটা দেখ। এটা কি সমুদ্রের ঢেউ এ এসেছে ?

১ম ভৃত্য। যে ঢেউটা এটাকে কূলে বয়ে নিয়ে এল তেমন বড় ঢেউ আমি কখনো দেখিনি স্যার।

সেরিমন। খুলে ফেল। আস্তে, একটা মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

২য় ভদ্রলোক। গন্ধটা খুব সূক্ষ্ম আর মিষ্টি।

সেরিমন। এমন গন্ধ নাকে কখনো পাইনি। সুতরাং খুলে ফেল। হা ভগবান ! কি এটা ? একটা মৃতদেহ !

১ম ভদ্রলোক। খুবই বিস্ময়কর।

সেরিমন। কাপড়ে ভালভাবে ঢাকা। মশলা দিয়ে সযত্নে রাখা। আবার পাথেয়স্বরূপ কিছু টাকাও রয়েছে। হে দেবতা এ্যাপোলো, আমার লোভ সংবরণ করে আমার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করে তোল।

(একটা লেখা কাগজ পড়তে লাগল)

এই শবাধার কূলে উঠে যদি কারো চোখে পড়ে
এই কথাটি জানাই তারে তার অবগতির তরে।
আমি রাজা পেরিক্লিস আর এ হয় আমার রাণী,
রাজার মেয়ে রাজার স্ত্রী এই কথাটি জানি—
তারে সমাধি দিও উপযুক্ত মর্যাদার সনে
খরচ স্বরূপ এ অর্থ নিয়ে খুশি হয়ো মনে।

তুমি যেখানেই বেঁচে থাক পেরিক্লিস, আমি বলব সত্যিই তোমার হৃদয় আছে যে হৃদয় বিদীর্ণ হয় দুঃখে। আজ রাত্রেই মনে হয় এ ঘটনাটা ঘটেছে।

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ স্যার, তাই মনে হচ্ছে।

সেরিমন। না না, নিশ্চয় আজ রাত্রেই উনি মারা গেছেন। দেখুন দেখুন, ওঁর দৃষ্টিটা কেমন সজীব মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যারা ওঁকে ফেলে দিয়েছে সমুদ্রের জলে তারা ভাল করে দেখেনি। ঘরে একটু আগুন তৈরি করো। আর আমার ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এস। (একজন ভৃত্যের প্রস্থান) মৃত্যু অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা জীবনের উপর বুক চেপে বসে থাকে। তারপর জীবনের নির্বাপিত দীপ আবার জলে ওঠে। আমি এমন একজন মিশরবাসীর কথা শুনেছি যে নয় ঘণ্টা মরে পড়ে থাকার পর উপযুক্ত ওষুধ পেয়ে আবার বেঁচে ওঠে।

ওষুধের বাক্স, গামছা আর আগুন নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ

ঠিক আছে ঠিক আছে। সেই স্থূল আর করুণ সুরটা বাজাতে বল। ওষুধের শিশিটা আবার নাকের কাছে ধর। দেখ দেখ, পাথরের মত শক্ত মৃতদেহটা কেমন নড়ছে! গানটা বাজাও। ওকে বাতাস করো। ভদ্রমহোদয়গণ, এইবার রাণী বেঁচে উঠবেন! মনে হচ্ছে ঘুমন্ত প্রকৃতি জেগে উঠছে। ওঁর নিঃশ্বাসে তাপের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচ ঘণ্টার বেশী উনি এমন অচৈতন্য অবস্থায় নেই। দেখ দেখ, ওঁর জীবনকুসুম আবার কেমন বাতাসে দুলতে শুরু করেছে।

১ম ভদ্রলোক। স্বর্গের দেবতারা আপনার মাধ্যমে আমাদের বিস্ময় বাড়িয়ে দিচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার যশ মানকে এক অক্ষয় মর্যাদা দান করছেন।

সেরিমন। উনি বেঁচে আছেন। দেখ, স্বর্গীয় রত্নতারকায় ভরা যে চোখের

সুন্দর পাতাদুটি পেরিক্লিস হারিয়ে ফেলেছেন, সে পাতা আবার উন্মীলিত হচ্ছে। সে পাতার প্রান্তে আছে উজ্জ্বল সোনালি রং। হীরকের মত উজ্জ্বল জল দেখা যাচ্ছে সে চোখে। সে জল মাটিতে ঝড়ে পড়লে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে পৃথিবীর মাটি। হে সুন্দরী, আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনি উঠে আপনার দুরবস্থার কথা আমাদের শুনিয়ে অশ্রু আকর্ষণ করুন আমাদের চোখে। (থাইসা নড়ে উঠল)

থাইসা। হায় ডায়েনা, আমি কোথায়? আমার স্বামী কোথায়? ইনি কে?

২য় ভদ্রলোক। এ ঘটনা কি আশ্চর্যের নয়?

১ম ভদ্রলোক। বড় বিরল এ ঘটনা, চোখে দেখাই যায় না।

সেরিমন। চুপ করুন আপনারা। আপনাদের হাত দিন, করমর্দন করি। ওঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যান। কাপড় দাও। আর ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখো। ওঁর এই পুনর্জীবন আবার ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে। এস এস এসকালাপিয়াস সাহায্য করো আমাদের।

(থাইসাকে বহন করে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। থার্সাস। ক্লিওনের প্রাসাদ।

পেরিক্লিস, ক্লিওন, ডাইওনিজা ও শিশুকন্যা মেরিনাসহ লাইকরিডার প্রবেশ

পেরিক্লিস। মহামান্য ক্লিওন, আমাকে এখন যেতেই হবে। বারো মাস গত হয়ে গেছে। টায়ারবাসীরা এখন বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। আপনি এবং আপনার স্ত্রী আমার অশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ঈশ্বর আপনাদের অবশিষ্ট জীবন সুখের করুন।

ক্লিওন। দুর্ভাগ্যের তীক্ষ্ণ শর আপনাকে মারাত্মকভাবে আহত করলেও আশ্চর্যভাবে আমাদের উপর কিছু সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে ভাগ্যদেবী।

ডাইওনিজা। হায় আপনার প্রিয়তমা রাণীকে যদি একবার এখানে এনে আমাদের দেখাতে পারতেন! তাঁকে দেখে ধন্য হত আমার চোখ।

পেরিক্লিস। উপরের ঐশ্বরিক শক্তিকে মেনে না চলে আমরা পারি না। যে সমুদ্রের মধ্যে সলিলসমাধি লাভ করেছে আমার স্ত্রী, সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আমি রাগে ক্ষোভে গর্জন করলেও যা হবার তাই হত, আমাদের ভাগ্যের এই বিধানকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম না কিছুতেই। আমার শিশুকন্যার জন্ম সমুদ্রের উপর হয়েছে, তাই তার নাম রেখেছি

মেরিনা। আমি আমার এই শিশুসন্তানকে আপনাদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে গেলাম। আমার অনুরোধ, ওকে যেন ওর বংশের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দেবেন।

ক্লিওন। কোনরূপ আশঙ্কা করবেন না স্যার। মনে রাখবেন একদিন আপনি খাদ্যশস্যের দ্বারা আমাদের দেশের লোককে বাঁচিয়েছিলেন, আপনার সে মহিমার কথা আমরা ভুলব না। তার জন্য এ রাজ্যের সকল লোকের শুভেচ্ছা আপনার ও আপনার কন্যার উপর বর্ষিত হবে। যদি আমি কখনো আমার এই কর্তব্যকর্মে অবহেলা করি, তাহলে ঈশ্বর যেন আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শাস্তি দান করেন।

পেরিক্লিস। আমি আপনাদের বিশ্বাস করি। আপনি কোন শপথবাক্য উচ্চারণ না করলেও আপনার মর্যাদাবোধ আর সততায় আমি বিশ্বাস করি। যতদিন পর্যন্ত না আমার কন্যা ডায়েনার মধ্যস্থতায় বিবাহিত না হয় ততদিন আমি আমার মাথার চুল কাটব না, যদিও তাতে দেখতে আমায় খারাপ লাগবে। তাহলে আমি যাই, আমার মেয়েকে লালন পালন করে আমায় ধন্য ও বাধিত করবেন।

ডাইওনিজা। আমার নিজের একটি সন্তান আছে; কিন্তু আপনার সন্তানের থেকে বেশী স্নেহ বা যত্ন সে কোনদিন পাবে না আমার কাছ থেকে।

পেরিক্লিস। আমার ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা রইল আপনাদের প্রতি।

ক্লিওন। আমরা আপনাকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। তারপর আপনাকে শান্ত সমুদ্র আর অনুকূল বাতাসের উপর ছেড়ে দিয়ে বিদায় দেব।

পেরিক্লিস। আপনাদের এই শুভেচ্ছার দান গ্রহণ করলাম। চোখের জল ফেলো না লাইকরিডা, এখন থেকে তুমি তোমার এই ছোট মনিবের দিকে লক্ষ্য রেখো, এরই উদারতার উপরে তোমায় নির্ভর করতে হবে একদিন। আসুন স্যার। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। এফিয়াস। সেরিমনের প্রাসাদ।

সেরিমন ও থাইসার প্রবেশ

সেরিমন। ম্যাডাম, এই চিঠিখানা আর কিছু ধনরত্ন আপনার শবাধারে ছিল। এখন এগুলো আপনার কাছেই রইল। এর কোন মানে বুঝতে পারছেন?

থাইসা। এগুলো আমার স্বামীর দেওয়া। আমরা সমুদ্রযাত্রা করেছিলাম, এটা আমার মনে আছে। এখনো এই দুরবস্থার মধ্যেও মনে আছে। তবে তাঁরা উদ্ধার হয়েছেন কিনা ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু যেহেতু রাজা পেরিক্লিস আমার বিবাহিত স্বামী এবং যেহেতু তাঁকে আর দেখতে পাব না জীবনে, এক হিমশীতল নিরানন্দ সতীত্বের আবরণে ঢেকে রাখব নিজেকে, কোনদিন কোন আনন্দ করব না।

সেরিমন। ম্যাডাম, এই যদি আপনার অভীপ্সা হয় তাহলে ঐ অদূরবর্তী ডায়েনার মন্দিরে গিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে সারাজীবন বাস করতে পারেন। আমার এক ভাইঝি আছে, সে আপনার দেখাশোনা করবে।

থাইসা। আমার অন্তরের ধন্যবাদ ছাড়া আর কোন প্রতিদানই আমি দিতে পারব না আপনার এই দানের জন্য। তবে আমার প্রতিদান ক্ষুদ্র হলেও আপনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা অনেক বড়। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

গাওয়ারের প্রবেশ

মনে কর পেরিক্লিস টায়ারে এসেছে
হারিয়ে যাওয়া রাজ্য তার ফিরে পেয়েছে।
সাথীহারা রাণী তাঁর এফিয়াসে গিয়ে
ডায়েনার কাছে থাকে সেবাদাসী হয়ে।
এবার ভাব মন ঘুরিয়ে মেরিনার কথা
সেকথা শুনে হয়ত পাবে কিছু মনে ব্যথা!
ক্লিওন দম্পতির কাছে থার্সাসেতে থাকে
রূপেগুণে সমান কন্যা লেখাপড়া শেখে।
গান বাজনা সূচীশিল্প সবেতে ভাল বলি
তাই দেখে ক্লিওনকন্যা হিংসাতে যায় জলি।
ক্লিওনকন্যা ফিলোটেনের বিয়ের বয়স হয়
কিন্তু সবাই মেরিনার গুণের কথা কয়।
একই বয়স দুইজনার থাকে এক ঘরে
কাক আর কপোত যেন এক গাছেতে বাড়ে।
ক্লিওনজায়া ডাইওনিজাও হিংসার ঘোরে
মেরিনাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে।

ঘাতক লাগায় পিছনেতে ঈর্ষান্ধ হয়ে
লাইকরিডার মৃত্যুতে যায় আরো সুযোগ পেয়ে।
কিন্তু জেনো হয় না পূরণ ডাইওনিজার আশ
একবার ফেল সবাই মিলে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
এবার দেখ ডাইওনিজা আসে মঞ্চপরে
নরঘাতক লিওনাইনকে আনে সাথে করে।

১ম দৃশ্য। থার্সাস। সমুদ্রতীরবর্তী মুক্ত প্রান্তর।

ডাইওনিজা ও লিওনাইনের প্রবেশ

ডাইওনিজা। তোমার শপথের কথা মনে রাখবে। একাজ করবে বলে তুমি শপথ করেছ। তোমার এই কাজের কথা পৃথিবীর কেউ জানতে পারবে না আর এত তাড়াতাড়ি এতখানি লাভবান অন্য কোন কাজ করে কোনদিন হতে পারবে না। শীতল বিবেক তোমার হৃদয়ে যেন কোন স্নেহভালবাসা জাগিয়ে তুলতে না পারে, অথবা কোন দয়া যেন আবার তোমায় বিগলিত করে না বসে। অনেক লোকের মত তুমিও যত সব দয়ামায়াকে ঝেরে ফেলে সৈনিকের সংকল্প নিয়ে উদ্দেশ্যসাধনের পথে এগিয়ে যাও।

লিওনাইন। আমি তা অবশ্যই করব; তবু বলছি মেয়েটা সত্যিই সব দিক দিয়ে খাসা।

ডাইওনিজা। ভাল ত, ভাল যখন তখন তা দেবতাদেরই প্রাপ্য। ও এই ধারেই ওর ধাত্রীমার মৃত্যুর জন্য কাঁদতে কাঁদতে আসছে। ঠিক আছে, তুমি দৃঢ়সংকল্প ?

লিওনাইন। হ্যাঁ, আমি দৃঢ়সংকল্প।

এক ঝুড়ি ফুল হাতে মেরিনার প্রবেশ

মেরিনা। না না, পৃথিবীতে যত ফুল আছে, সবুজ, সোনালি, বেগুনি রঙের সেই সব ফুলের কার্পেট দিয়ে তোমার কবরের উপরকার সবুজ ঘাসগুলোকে ঢেকে দেব। হায়, আমার মত হতভাগ্য মেয়ে আর কেউ হতে পারে না। আমার মার মৃত্যুকালে আমি দুর্যোগের মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। যে ঝড় আমায় আমার আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, আমার মনে হচ্ছে সারা জগৎটাই যেন সেই ঝড়ে ভরা।

ডাইওনিজা। কেমন আছ মেরিনা? একা রয়েছ কেন? আমার মেয়ে

তোমার সঙ্গে নেই কেন? দিনরাত দুঃখ করে তোমার রক্তক্ষয় করো না। আমার একজন ধাত্রীকে তোমায় দিয়েছি। হা ভগবান, এই নিষ্ফল দুঃখের দ্বারা তোমার কি দশাই না হয়েছে। এস আমার সঙ্গে, তোমার ফুলগুলো দাও। সমুদ্রের ধারে লিওনাইনের সঙ্গে একটু বেড়াও। ওখানে বাতাস বড় চমৎকার; সে বাতাসে ক্ষিদে বাড়ে। এস এস। লিওনাইন, ওর হাত ধরে ওকে নিয়ে বেড়াও।

মেরিনা। না আমি বলছি তার দরকার হবে না। আপনাকে আপনার লোক দিয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে না।

ডাইওনিজা। এস এস। আমি তোমার পিতা রাজা পেরিক্লিস এবং তোমাকে ভালবাসি। যে কোন বিদেশীর থেকে তোমাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসি। আমরা প্রতিদিনই এখানে তাঁকে প্রত্যাশা করছি। যখন এসে তিনি দেখবেন এবং সকলের কাছে শুনবেন তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যার এই অবস্থা হয়েছে তখন তিনি খুবই হতাশ হবেন এবং আমাকে ও আমার স্বামীকে দোষ দেবেন। মনে ভাববেন, আমরা তোমার কোন যত্ন নিইনি। যাও, আমি অনুরোধ করছি বেড়াওগে। আনন্দ করোগে। সর্বমনোলোভা সেই সৌন্দর্যটা মুখের উপর ফুটিয়ে তোল। আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমি একাই বাড়ি যেতে পারব।

মেরিনা। ঠিক আছে আমি যাব। কিন্তু যাবার আমার সত্যিই কোন ইচ্ছা নেই।

ডাইওনিজা। যাও, যাও, একঘণ্টা অন্ততঃ বেড়াও। আমি জানি এটা তোমার শরীরের পক্ষে ভাল হবে। লিওনাইন, মনে রেখো আমি যা বলেছি।

লিওনাইন। হ্যাঁ মা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

ডাইওনিজা। আমি কিছুক্ষণের জন্য চলে যাচ্ছি তোমার কাছ থেকে। খুব ধীরে হাঁটবে। জোর হেঁটে রক্তকে অহেতুক উত্তপ্ত করে তুলবে না। কী! আমি থাকব?

মেরিনা। না, ধন্যবাদ মা। (ডাইওনিজার প্রস্থান) আচ্ছা, বাতাসটা পশ্চিম দিক থেকে বইছে না?

লিওনাইন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে।

মেরিনা। আমার জন্মের সময় বাতাসটা বইছিল উত্তর দিক থেকে।

লিওনাইন। তাই নাকি ?

মেরিনা। আমার ধাইমা বলত, আমার বাবা কখনো ভয় করতেন না। তিনি সেই সমুদ্রে ঝড়ের সময় নাবিকদের কাছে গিয়ে রাজা হয়েও নিজের হাতে মাস্তুলের দড়ি ধরে অনেকক্ষণ লড়াই করেছিলেন সেই ঝড় আর ঢেউ এর সঙ্গে।

লিওনাইন। কখন ?

মেরিনা। আমার জন্মের সময়। আমার জন্মের সময় যে দুর্যোগ হয়েছিল তেমন দুর্যোগ অর্থাৎ ঝড় আর ঢেউ কেউ কখনো দেখেনি। সমস্ত জাহাজটা যেন ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল, নাবিকরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কোন রকমে রক্ষা করেছিল জাহাজটাকে।

লিওনাইন। এস, তোমার প্রার্থনাটা করে নাও।

মেরিনা। একথার মানে কি ?

লিওনাইন। যদি তুমি চাও তোমাকে প্রার্থনা করার একটু অবকাশ দিতে আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি প্রার্থনা কর, কিন্তু বেশী দেরি করো না, প্রার্থনায় দেরি করার দরকারও নেই, কারণ দেবতারা খুব তাড়াতাড়ি শুনতে পান আর আমিও কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করব বলেই শপথ করেছি।

মেরিনা। কেন, তুমি কি আমায় মারবে ?

লিওনাইন। হ্যাঁ, আমার মনিবগিন্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।

মেরিনা। সত্যি করে বলছি, আমার যতদুর মনে আছে জীবনে তাঁকে কখনো আমি আঘাত করিনি। কখনো কোন খারাপ কথা বলিনি তাঁকে। শুধু তিনি কেন, কোন প্রাণীর সঙ্গেই জীবনে কখনো কোন খারাপ ব্যবহার করিনি। বিশ্বাস করো, আমি কখনো একটা ইঁদুরকে পর্যন্ত মারিনি, কখনো একটা মাছিকে আঘাত করিনি। একবার আমি একটি পোকাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলি, কিন্তু তার জন্যে আমি কেঁদেছিলাম দুঃখে। আমি কিকরে তাঁর প্রতি কোন দোষ করতে পারি ? আমার মৃত্যুর দ্বারা তিনি কি লাভবান হবেন অথবা আমার জীবন থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে ?

লিওনাইন। যে কাজের জন্য আমি নিযুক্ত হয়েছি, সে কাজের যুক্তি খোঁজার কোন অধিকার নেই আমার, সে কাজটা করে ফেলাই আমার কর্তব্য।

মেরিনা। আমি আশা করি সারা জগতের বিনিময়েও সে কাজ তুমি করবে না। তোমাকে সবাই ভালবাসে। তোমার চোখ দেখে মনে হয় তোমার অন্তরটা ভাল। কিছুদিন আগে আমি দেখেছি লড়াই করতে থাকা দুটি মানুষকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে তুমি নিজে আহত হয়েছিলে। এর দ্বারা তুমি কত ভাল তা বোঝা যায়, এখনো তেমনি করো। তোমার মালিকগিন্নী আমার জীবন নিতে চাইছে, আমার দুজনের মাঝখানে তুমি এসে দাঁড়াও, যেহেতু আমি দুর্বল দুজনের মধ্যে, আমাকে দয়া করে রক্ষা করো।

লিওনাইন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এবং তা করবই। (ধরে ফেলল)

জলদস্যুদের প্রবেশ

১ম জলদস্যু। ধরো ধরো, শয়তান। (লিওনাইন পালিয়ে গেল)

২য় জলদস্যু। যাক ভালই লাভ হয়েছে। ভাল পুরস্কার।

৩য় জলদস্যু। আধাআধি ভাগ করতে হবে সাথী, আধাআধি ভাগ। চল, একে এখন জাহাজে নিয়ে চল তাড়াতাড়ি। (মেরিনাকে নিয়ে জলদস্যুদের প্রস্থান)

লিওনাইনের পুনঃপ্রবেশ

লিওনাইন। এই সব দুর্বৃত্তগুলো বিরাট নামকরা জলদস্যু ভেইড্‌স্‌এর অধীনে কাজ করে। তারা মেরিনাকে ধরে নিয়ে গেছে। থাক সে। তার ফেরার আর কোন আশা নেই। আমি শপথ করে বলব সে মরে গেছে এবং আমি তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছি। তবে ব্যাপারটা আর একটু ভেবে দেখতে হবে আমায়। এখন তারা তাকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোগ করে নিজেদের পরিতৃপ্ত করবে। তাকে তারা ধর্ষণ করার পরেও যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে আমার দ্বারা সে হবে নিহত। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। মিটিলেন। পতিতালয়।

প্যাণ্ডার, বড ও বোল্টের প্রবেশ

প্যাণ্ডার। বোল্ট!

বোল্ট। স্যার?

প্যাণ্ডার। বাজারটা ভাল করে খুঁজে দেখ। মিটিলেনে বীর ভদ্র লোকের অভাব নেই। হাতে এত দিন ভাল মেয়ে না থাকার জন্য আমাদের অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বড। আমাদের হাতে অবশ্য একেবারে মেয়ে না থাকা হয়নি। এখনো

আমাদের হাতে তিনি তিনটে মেয়ে আছে। তবে তাদের যা ক্ষমতা তার বেশী ত আর পারবে না তারা। আর ক্রমাগত তাদের ব্যবহার করতে করতে তারা প্রায় পচে গেছে।

প্যাণ্ডার। তাই বলছি নতুন মেয়ের সন্ধান করো। যা টাকা লাগবে দেব। যে কোন ব্যবসাতেই যদি ঠিকমত বুদ্ধি না খাটাও তাহলে কিছুতেই উন্নতি করতে পারবে না।

বড। তুমি ঠিকই বলেছ। যত সব বাজে মেয়েগুলোকে আমরা পুষে এসেছি। এই ধর এগারোটা।

বোণ্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগারোটা। তাদের পুষে বড় করে তুলেছি আবার তাদের বুড়ো করেও তুলেছি। কিন্তু আমি কি বাজারটা খুঁজে দেখব?

বড। না করে কি করবে? যা মাল আমাদের হাতে আছে তা একটা ঝড়েই কোথায় উড়ে যাবে। তাদের অবস্থা এমনই সকরুণ।

প্যাণ্ডার। তুমি ঠিকই বলেছ। আর তাদের বুদ্ধি বিবেচনা বলে কোন জিনিস নেই। টান্‌সিলভেনিয়ার সেই মেয়েটা ত মরে গেছে।

বোণ্ট। মেয়েটা কিন্তু সেই লোকটাকে খুব তাড়াতাড়ি জব্দ করে দিয়েছিল। ক্ষমতা ছিল বলতে হবে। একেবারে রোষ্ট করে ছেড়েছিল। তবে অবশ্য আমি বাজারটা খুঁজে দেখব।

প্যাণ্ডার। একটা লোকের ভালভাবে বাঁচতে তিন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রার দরকার। তাছাড়া তারপর বুড়ো হলে ত রুজি রোজগার সব বন্ধ হয়ে যাবে।

বড। কেন একথা বলছ। বুড়ো হলেও কি আমরা কাজ করে যাব না? কাজের আবার লজ্জা কিসের?

প্যাণ্ডার। দেখ, খেটে কিছু মাইনে নিয়ে বা কৃতিত্বের সঙ্গে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোন লাভ নেই। আসল কথা যৌবন মানুষের চিরদিন থাকে না আর এই যৌবনকালেই বেশ মোটা রকমের সম্পত্তি করে রাখা ভাল। তারপর আর কাজ না করলেও কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া তখন কাজ না করে কুঁড়ে হয়ে বসে থাকলেও ঈশ্বর আমাদের কিছু বলবে না।

বড। চল, আমাদের আরো অনেক কাজ আছে। কত শত ঝামেলা আমাদের সহ্য করতে হয়।

প্যাণ্ডার। আমরাও লোকের উপর ঝামেলা কম করি না। আমাদের কাজ

কারবারের দস্তুরই ত হচ্ছে এই। একথা বলে ত লাভ নেই। এই বোল্ট আসছে।

কয়েকজন জলদস্যু ও মেরিনাসহ বোল্টের পুনঃপ্রবেশ

বোল্ট। (মেরিনার প্রতি) এদিকে এস—মনিব, কি, একে কুমারী মেয়ে বলবে ত?

১ম জলদস্যু। ও স্যার, এ বিষয়ে আমাদের ত কোন সন্দেহই নেই।

বোল্ট। মালিক, এর জন্যে আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি তুমি বুঝতে পারছ। যদি তুমি একে পছন্দ করো ভাল, আর যদি না করো তাহলে আমার বায়না দেওয়া সব টাকা নষ্ট হবে।

বড। আচ্ছা বোল্ট, ওর কি গুণ আছে?

বোল্ট। ওর মুখখানা ভাল, ও ভাল কথা বলতে পারে, ওর পোষাক পরিচ্ছদও ভাল; আর কোন গুণের দরকার নেই। ওকে গ্রহণ করার পক্ষে এই গুণগুলোই যথেষ্ট।

বড। ওর দাম কত বোল্ট?

বোল্ট। এক হাজার টাকার এক পয়সা কমে হবে না।

প্যাণ্ডার। আচ্ছা এস আমার সঙ্গে; সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পেয়ে যাবে। ওকে ভিতরে নিয়ে যাও। তাকে কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দেবে, আদর আপ্যায়নের ব্যাপারে ও যেন একেবারে কাঁচা না হয়।

(প্যাণ্ডার ও জলদস্যুদের প্রস্থান)

বড। মেয়েটার গুণগুলো দেখ—ওর গায়ের রং, চুলের রং, ওর বয়স, ওর দেহের উচ্চতা এবং তার সঙ্গে আছে ওর কুমারীত্ব। যে সব চেয়ে বেশী দাম দেবে সেই ওকে প্রথম ভোগ করবে। এমন কুমারী মেয়ে পাওয়া সস্তা নয়। যাও, আমি যা বলছি করো।

বোল্ট। পরে তাই করছি। (প্রস্থান)

মেরিনা। হায় হায়, লিওনাইনটা দুর্বল ও শিথিলমনা আর শ্লথ যে ওদের একবার আঘাতও করেনি, কোন কথাও বলেনি ওদের। আবার এমনও হতে পারে যে এই সব জলদস্যুগুলো ততটা বর্বর প্রকৃতির না, তা যদি হত তাহলে আমাকে হয়ত জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিত আমার মাকে খুঁজে আনার জন্য।

বড। কেন, কিসের জন্য খেদ করছ সুন্দরী?

মেরিনা। আমি সুন্দরী এই জন্যই আমি খেদ করছি।

বড। খেদ করে লাভ নেই, দেবতারা তোমাকে সুন্দর করে গড়ে তুলে তাদের উপযুক্ত কাজই করেছে।

মেরিনা। আমি তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না।

বড। তুমি এত হালকা যে আমি তোমাকে হাতে করে তুলে ফেলতে পারি। কোথায় তুমি থাকতে চাও?

মেরিনা। আমার একটা বড় দোষ কি বুঝলে? আমি এক মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আর এক মৃত্যুর কবলে এসে পড়তে চাই।

বড। না, তুমি এবার থেকে খুব সুখেই বেঁচে থাকবে।

মেরিনা। না।

বড। হ্যাঁ অবশ্যই সুখে থাকবে। কত রকমের ভদ্রলোক তোমার জীবনে আসবে। বিভিন্ন রূপ আর বর্ণের মানুষের আস্বাদ পাবে। কী, তুমি কান বন্ধ করে দিচ্ছ, শুনছ না?

মেরিনা। তুমি একজন মেয়েছেলে?

বড। আমি যদি মেয়ে না হই তাহলে কি হব তুমি বলতে চাও?

মেরিনা। যদি মেয়ে হও তাহলে সৎ হবে আর তা না হলে মেয়ে হয়ো না।

বড। দেখ বাজে বকো না। চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। মনে হচ্ছে তোমায় কিছু ওষুধ দিতে হবে। তুমি হচ্ছ খোকা আর বাচ্চা, তোমাকে এখন পোষ মানাতে হবে এবং আমিই তা করব।

মেরিনা। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করবেন।

বড়। ঈশ্বরকে ত আর চোখে দেখা যায় না। ঈশ্বর যদি মানুষের মাধ্যমেই তোমাকে রক্ষা করেন তাহলে দেখবে মানুষরাই তোমার খাওয়া দেবে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেবে, মানুষরাই তোমার উন্নতি সাধন করবে। এই যে বোল্ট এসে গেছে। (বোল্টের পুনঃপ্রবেশ)

আচ্ছা স্যার, ওর কথা বাজারে বেশ চীৎকার করে বলেছ ত?

বোল্ট। তার মাথায় যত গাছা চুল আছে আমি ততবার তার কথা হেঁকে বলেছি। আমি আমার কথা দিয়ে তার একটা গোটা ছবি ফুটিয়ে তুলেছি।

বড। আচ্ছা, এবার বলত, পাঁচজনের মতলব কি বুঝলে? বিশেষ করে ছেলে ছোকরাদের মনোভাব কি?

বোল্ট। বিশ্বাস করো, তারা যেমন তাদের বাবাদের নীতি উপদেশ শোনে ঠিক তেমনি করে মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল। একটা স্পেনদেশীয় ছোকরার ত জিবে জল এস গেল মেয়েটার রূপের বর্ণনা শুনে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তেজিতভাবে বিছানায় চলে গেল।

বড। আমরা আগামী কাল তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।

বোল্ট। আজ রাতে, আজই রাতে। কিন্তু মাসি, তুমি সেই ফরাসী নাইটকে জান কি?

বড। কে? মঁসিয়ে ভেরলে?

বোল্ট। হ্যাঁ সেই। সে ত আমার ঘোষণার কথা শুনে লাফাতে লাগল, এবং শপথ করে বলল, কালই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবে।

বড। আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন। এখানে আসার তার একটা বাতিক আছে। সেই বাতিকের বশেই সে এখানে আসে। আমি জানি সে এখানে আমাদের এই ছায়াান্ধকার জীবনে আসে তার টাকা ওড়াবার জন্যে।

বোল্ট। ভাল ভাল। সব দেশেই যদি এই ধরণের একজন করে পরিব্রাজক থাকত।

বড। (মেরিনার প্রতি) শোন আমার কথা, তুমি একবার এদিকে এস। তোমার ভাগ্য ফিরেছে। আমার কথাটা ভাল করে বোঝ, যে কাজ তুমি বেশ ইচ্ছার সঙ্গে করবে বাইরে সেটা করবে খুব ভয়ে ভয়ে; যেখানে দেখবে অনেক কিছু লাভের আছে সেখানে এমন ভাব দেখাবে যাতে মনে হবে তুমি যে কোন লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করো, তুমি তাদের মধ্যে দুঃখের কোন কিছু দেখলে চোখের জল ফেলে খুব দয়ামায়া দেখাবে, যেন তাদের কতই ভালবাস এবং তাতে তোমার বেশ ভালই লাভ হবে।

মেরিনা। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

বোল্ট। ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাও মাসি। আমাদের এখানকার প্রচলিত রীতি অনুসারে ওর লজ্জার ভাবটা দুর করে দাও।

বড। তুমি ঠিকই বলেছ, তাই করতে হবে দেখছি। যেখানে একেবারে লজ্জা ত্যাগ করে যাওয়া উচিত তোমাব কনে সেখানে যাচ্ছে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে।

বোল্ট। দেখ সবাই ত আর সমান না। কেউ লজ্জা করে, কেউ করে না, কিন্তু মাসি, আমি ভাগের কথা আগেই বলেছি।

বড। তুমি আবার এর মধ্যে ভাগ বসাতে চাইছ ?

বোল্ট। হ্যা ঠিক তাই।

বড। কে তা অস্বীকার করেছে ? এস বাছা লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার পোষাকটা ত ভালই মনে হচ্ছে।

বোল্ট। পোষাকটা এখন বদলানো হবে না।

বড। দেখ বোল্ট, এখানে বাক্য ব্যয় না করে তুমি বরং শহরে বলগে কি রকম সুন্দরী এক মেয়ে আজ আমাদের ঘরে এসেছে। দেখ বিধাতা যখন এমন এক সুন্দর বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর একটা ভাল উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং বলগে সবাইকে, মেয়েটি হচ্ছে সৌন্দর্যের খনি এবং তোমার প্রচারের ফল তুমি পাবেই।

বোল্ট। আমি বলে দিচ্ছি মাসি, বজ্রগর্জনেও যে কুঁড়েরা বিছানা থেকে ওঠে না, আমার প্রচারের ঠেলায় তারাও উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। দেখে নেবে আজ রাত্রে কিছু লোক নিয়ে আসবই।

বড। এস মেয়ে, আমার সঙ্গে এস।

মেরিনা। উত্তপ্ত অগ্নি, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা এবং গভীর জলরাশি একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি আমায় ভয় দেখায় তা হলেও আমি আমার সতীত্ব রক্ষা করে যাব। দেবী ডায়েনা আমার উদ্দেশ্য সার্থক করবেন।

বড। ডায়েনার সঙ্গে আমাদের কার কি কারবার আছে ? তুমি প্রার্থনা করতে পার। এখন চল, যাবে কি আমার সঙ্গে ? (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। থার্সাস। ক্লিওনের প্রাসাদ।

ক্লিওন ও ডাইওনিজার প্রবেশ

ডাইওনিজা। কেন তুমি বোকার মত কথা বলছ ? যা হয়ে গেছে তা কি আর কখনো ফেরে ?

ক্লিওন। ও ডাইওনিজা! এ ধরণের নরহত্যা সূর্য চন্দ্র কখনো প্রত্যক্ষ করেনি এর আগে।

ডাইওনিজা। আমার মনে হচ্ছে বুড়ো থেকে তুমি আবার শিশুতে পরিণত হবে।

ক্লিওন। যদি আমি এই সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হতাম তাহলে এই কৃত কাজটাকেই আবার ফিরিয়ে আনতে পারতাম। মেয়েটি রক্তের দিক থেকে একটু নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু সে ছিল খুবই গুণবতী। কিন্তু ঠিকভাবে

বলতে গেলে বলতে হয় সে পৃথিবীর যে কোন রাজমুকুটের যোগ্য। ও শয়তান লিওনাইন, ওর মনটাকে তুমিই বিষিয়ে দিয়েছিলে। তুমি যদি তার সঙ্গে মদ খেয়ে একসঙ্গে মাতাল হতে তাহলে এ কাজের তবু একটা মানে থাকত। রাজা পেরিক্লিস এসে যখন তাঁর সন্তান চাইবেন তখন তাঁকে কি বলবে ?

ডাইওনিজা। বলব আবার কি ? বলব সে মরে গেছে। আমরা তাকে মানুষ করেছি বলে ত আর তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না ; ধাত্রীরা কখনো নিয়তির কাজ করতে পারে না। যারা জীবনকে লালন পালন করে তারা কখনো জীবন রক্ষা করতে পারে না মৃত্যুর হাত থেকে। আমি বলব, সে রাত্রিতে মারা গেছে। কে তার প্রতিবাদ করবে ? অবশ্য যদি তুমি ধার্মিক সাধু সেজে তোমার সততা ও নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য বলে না দাও যে এর মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে।

ক্লিওন। ঠিক আছে, বলে যাও। পৃথিবীতে যত অপরাধ আছে তার মধ্যে দেবতারা তোমার এই জঘন্য অপরাধটাকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন।

ডাইওনিজা। মনে হয় তুমিও তাদের একজন যারা ভাবে থার্সাস থেকে কতক-গুলো দাঁড়কাক গিয়ে পেরিক্লিসকে খবরটা দিয়ে আসবে। তুমি এতখানি কাপুরুষ একথাটা আমার ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে।

ক্লিওন। এসব ক্ষেত্রে যারা মত দেয় আর যারা এসব কাজ সমর্থন করে তারা যেই হোক না কেন তাদের বংশ ভাল না।

ডাইওনিজা। তা হোক। তবু তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না সে কেমন করে মারা গেছে। লিওনাইন এখান থেকে চলে যাওয়ার ফলে আর কেউ একথা জানতেও পারবে না, কোনদিন। মেয়েটা রাহুর মত আমার কন্যাকে গ্রাস করে রেখেছিল। তার আর তার সৌভাগ্যের মাঝখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল পর্বতপ্রমাণ একটা বিরাট বাধা হয়ে। কেউ আমার মেয়ের পানে তাকাতও না ; সবাই শুধু তাকাত মেরিনার মুখের দিকে। আমাদের মেয়ের নাম যশ কিভাবে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল দিনে দিনে ভাবতে গিয়ে অন্তর আমার বিদীর্ণ হয়ে যেত। যদিও তুমি আমার এই কাজটাকে অবৈধ এবং অন্যায় বলে ভাব কারণ তুমি তোমার মেয়েকে তেমন ভালবাস না, তথাপি আমি বলব আমাদের একমাত্র কন্যার প্রতি দয়াপরবশ হয়েই একাজ আমি করেছি।

ক্লিওন। ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন।

ডাইওনিজা। আর যদি ভাব পেরিক্লিসের কথা, কী সে বলবে আমাদের? তার মৃত্যুর কথা জানতে পেরে আমরা কেঁদেছিলাম, এখনো আমরা শোক করছি, তার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। আর তার উপরকার স্মারকলিপির সোনালি অক্ষরগুলো প্রশংসার কথা প্রচার করবে আর প্রকাশ করবে আমাদের কাছে কত যত্নে সে লালিত হয়েছে এবং আমাদেরই খরচে তার এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

ক্লিওন। তোমার মুখটা দেবদুতের মত হলেও তোমার অন্তরটা ঠিক তার উল্টো, এখন বাজপাখির মত তোমার হিংস্রতাটা একটু সংযত করবে কি?

ডাইওনিজা। তুমি দেখছি এমনই মানুষ যে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ভাব শীতকাল এলেই মাছিগুলো মরে যায়। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। থার্সাস। মেরিনার স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখস্থ স্থান।

গাওয়ারের প্রবেশ

এইভাবে অনেকখানি সময় কেটে গেল। অনেক দুরপথ অতিক্রান্ত হলো। আমাদের কল্পনার তরী পাল তুলে সমুদ্র অতিক্রম করল, কত দেশ পরিভ্রমণ করল। এবার আমার কথা শোন, আমাদের কাহিনীর ফাঁকটুকুকে ভরিয়ে দিই এখন পেরিক্লিস তাঁর সভাসদদের নিয়ে তাঁর একমাত্র আনন্দের ধন কন্যাকে দেখার জন্য আবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। থার্সাসে যাবেন তিনি। এবার তাঁর সঙ্গে লর্ড হেলিক্যানাসও যাচ্ছেন। রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে এসেছেন লর্ড এসকেনের উপর। যাই হোক, এবার কিন্তু যাত্রা শুভ। অনুকূল বাতাসের গতি আর জাহাজের সাবলীল গতি তাঁকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে থার্সাসে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এবার তোমাদের চিন্তাও সেখানে চলে যাক তাঁর কন্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। এখন তাঁদের নির্বাক অবস্থায় ঘোরা ফেরা করতে দেখতে পাবে। তোমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে।

মুকাভিনয়

একটি দরজা দিয়ে পেরিক্লিস তাঁর দলবলসহ প্রবেশ করল। অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করল ক্লিওন ও ডাইওনিজা। ক্লিওন পেরিক্লিসকে মেরিনার স্মৃতিস্তম্ভটি দেখাল। শোকে ভেঙে পড়ল পেরিক্লিস। কালো পোষাক

পরল। প্রবাল শোকাবেগের সঙ্গেই প্রস্থান করল। পরে ক্লিওন ও ডাইওনিজা প্রস্থান করল।

হায় বন্ধুগণ। মানুষের বিশ্বাস এইভাবে বারবার হয় প্রতারিত। ছলনায় ভুলে গিয়ে মানুষ তার স্বাভাবিক যুক্তিবোধকে বিসর্জন দিয়ে অবিশ্বাস্যকে মেনে নেয়। রাজা পেরিক্লিসও সরল বিশ্বাসে তাঁর কন্যার মৃত্যুর কথা মেনে নিয়ে শোকার্ত হৃদয়ে থার্সাস থেকে রওনা হলেন দেশে ফেরার জন্য। তবে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি জীবনে কখনো মুখ ধোবেন না আর দাড়িও কাটবেন না। এইভাবে শোকের ঝড়ে অন্তর তাঁর দীর্ণ বিদীর্ণ হলেও কোন রকমে তা সংযত করে জাহাজে চড়লেন রাজা পেরিক্লিস। এবার দুষ্ট ডাইওনিজা মেরিনার স্মৃতিস্তম্ভের উপর কি লিখেছে তা দেখ। (পড়তে লাগল)

সুন্দরতমা মধুরতমা কন্যা এক, এইখানে লভিছে বিশ্রাম
টায়ারের রাজকন্যা, রূপেগুণে অনুপমা, মেরিনা তার নাম।
নির্মম হাতে ছিন্ন অকালে বৃন্তচ্যুত সে বসন্তের ফুল;
অপাপবিদ্ধা সে, নিষ্কলঙ্ক জীবনে তার নেই কোন ভুল।
জন্মকালে তার দর্পিতা থেটিস কিছু মাটি করেছিল গ্রাস
বন্যার ভয়ে ভীত পৃথিবীর মনে তাই ঢুকেছিল গভীর সন্ত্রাস
তাই থেটিসকন্যাকে পাঠিয়ে দেয় দূর স্বর্গলোকে
যেথা হতে এসেছিল সেইখানে চলে গেল অমৃত-আলোকে।

এইভাবে কুটিল শয়তানের মৃদু তোষামোদে ভুল গিয়ে পেরিক্লিস বিশ্বাস করে নিলেন তাঁর কন্যার মৃত্যু ঘটেছে। অপ্রতিবাদে তিনি মেনে নিলেন ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানকে। এবার আমাদের অভিনেয় দৃশ্য চলে যাবে তাঁর কন্যার কাছে মিটিলেনে যেখানে সে অকথ্য দুঃখ কষ্টে ভরা দুঃসহ জীবন যাপন করছে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। মিটিলেন। পতিতালয়ের সম্মুখস্থ রাজপথ।

পতিতালয় হতে আগত দুই ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ম ভদ্রলোক। এরকম কখনো তুমি শুনেছ?

২য় ভদ্রলোক। ও এখান থেকে চলে গেলে আমরা এ জায়গায় কখনো এমন মেয়ে পাব না।

১ম ভদ্রলোক। এ ত দেখছি দৈব ব্যাপার। এমন জিনিস এখানে স্বপ্নেও ভাবতে পার?

২য় ভদ্র। না না, চল। আর না। আমি আর কোনদিন বেশ্যাখানায় যাব না। তুমি কোনদিন চালচুলো ঘরকন্নার গান শুনেছ ?

১ম ভদ্র। আমি এখন যা কিছু ভাল তাই করব, কিন্তু এ পথে আর কখনো আসব না। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। মিটিলেন। পতিতালয়ের একটি কক্ষ।

প্যাণ্ডার, বড ও বোল্টের প্রবেশ

প্যাণ্ডার। এখন দেখছি ওর দোষগুণ যদি এর থেকে দ্বিগুণ হত তাহলেও ও এখানে না এলেই ভাল হত।

বড। ধিক ধিক, ওর মুখে আগুন। ওর মত মেয়ে দেবতা প্রিয়াপাসকে পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে জমিয়ে দেবে; মানুষের একটা গোটা বংশকেই লোপ করে দেবে। আমরা হয় তার সতীত্ব নাশ করে এ কাজে নামাব আর না হয় তাকে ছেড়ে দেব। যখন তার মক্কেলদের জন্য সাজসজ্জা করে তাদের তোয়াজ করার চেষ্টা করা উচিত তার, তখন তা না করে সে আমাকে যত সব আজে বাজে যুক্তি দেখাতে আসবে, আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করবে। ও সোজা মেয়ে নয়, স্বয়ং শয়তান ওকে চুম্বন করতে এলেও ও তাকে গোঁড়া পিউরিটান করে ছাড়বে।

বোল্ট। দেখে নিও, আমি ওর সতীত্ব নষ্ট করব। আর তা যদি না পারি তাহলে ও আমাদের সব বড় বড় আশা পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে আর আমাদের সবাইকে ধর্মযাজক করে ছাড়বে।

প্যাণ্ডার। আমার ওপর ওর বিরক্তির জন্য ওর মধ্যে সিফিলিস রোগ ঢুকিয়ে দেব।

বড। এই রোগ ছাড়া ওকে জব্দ করার আর কোন উপায় নেই। এখানে লর্ড লাইসিমেকাস আসছেন ছদ্মবেশে।

বোল্ট। এই গোমরামুখো মেয়েটা যদি মক্কেলদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করত তাহলে আমরাও একদিন আমীর ওমারহ বা লর্ড লেডী হয়ে উঠতে পারতাম।

লাইসিমেকাসের প্রবেশ

লাইসিমেকাস। কেমন আছ সব এখন ? অনেক বেশ ভাল ভাল কুমারী মেয়ে পেয়েছ নাকি ?

বড। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

বোল্ট। আপনি ভাল আছেন দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি স্যার।

লাইসিমেকাস। তা ভালই করেছ। তোমাদের মক্কেলদের ভাল থাকাই ত উচিত। তারপর ভিতরে স্বাস্থ্য রক্ষার সব ব্যবস্থা করে রেখেছ ত। দেখো যেন আবার ডাক্তার সার্জেন ডাকতে না হয়।

বড। আমাদের এখানে একটা মেয়ে আছে স্যার, তবে যদি সে—তবে তার মত মেয়ে এই মিটিলেনে কখনো আসেনি।

লাইসিমেকাস। সে এই পাপকাজ করবে কি না, তোমরা কি তাই বলতে চাও ?

বড। আপনি বুঝতে পারছেন ত স্যার, কথাটা আগেই বলা ভাল।

লাইসি। ঠিক আছে ডাক তাকে।

বোল্ট। লালে সাদায় মেশা সে যেন রক্তমাংসের একটা জীবন্ত গোলাপ। আর সত্যিই সে একটা গোলাপ, তবে যদি না—

লাইসি। কি বলতে চাও শুনি ?

বোল্ট। না স্যার, আমি আর আজে বাজে কথা বলব না।

লাইসি। বেশ্যারা সতী হতে চাইলে যেমন তাদের কথার কেউ দাম দেয় না তাদের কোন মান বাড়ে না, তোমার এই ভাল হওয়ার কথাতেও তোমার কোন মান বাড়বে না। (বোল্টের প্রস্থান)

বড। এই যে মেয়েটা আসছে। আমি জোর করে বলতে পারি, মেয়েটা আছে এখনো ঠিক টাটকা ফুলের মত, এখনো কেউ ওকে ছেঁড়েনি।

মেরিনাসহ বোল্টের পুনঃপ্রবেশ

এইবার দেখুন, মেয়েটা সুন্দরী নয় ?

লাইসি। সত্যিই, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর সমস্ত ক্লান্তিও দুর করে দিতে পারে। যাই হোক, তোমরা যাও।

বড। দয়া করে স্যার আমায় একটা কথা বলার অনুমতি দিন ; কথাটা আমি সঙ্গে সঙ্গেই সেরে নেব।

লাইসি। ঠিক আছে, আমি বলছি সেরে নাও।

বড। (মেরিনাকে আড়ালে ডেকে) প্রথমতঃ আমি তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি, ইনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

মেরিনা। আমিও তাই চাই। আমি যেন ওর ব্যবহারে সেকথা জানতে পারি।

বড। দ্বিতীয়তঃ উনি হচ্ছেন এখানকার রাজ্যপাল। আমরা ওঁর কাছে বিভিন্ন দিক দিয়ে বাঁধা।

মেরিনা। উনি এখানকাব শাসনকর্তা হলে তোমরা অবশ্যই তাঁর বাধ্য হবে। তবে উনি কতটা সম্মানের যোগ্য তা জানি না।

বড। আমি অনুরোধ করছি, আর সতীত্বপনা না দেখিয়ে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। উনি তাহলে তোমাব গোটা এ্যাপ্রণটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন।

মেরিনা। উনি সম্মানের সঙ্গে যা আমায় দেবেন আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তা গ্রহণ করব।

লাইসি। হ্যা, হলো তোমার?

বড। হুজুর, এখনো ঠিক ওকে পোষ মানানো হয়নি। ওকে বাগে আনতে আপনার কিছুটা কষ্ট হবে। চলে এস, আমরা ওঁদের রেখে চলে যাই। তোমরা যে যার নিজের কাজ করগে। (বড, প্যাণ্ডার ও বোল্টের প্রস্থান)

লাইসি। এখন বল ত সুন্দরী, এ ব্যবসায় তুমি কতদিন এসেছ?

মেরিনা। কোন ব্যবসা স্যার?

লাইসি। দেখ, সে ব্যবসার নাম করলে তা খারাপ শোনাবে। তুমি রাগ করতে পার।

মেরিনা। আমার ব্যবসার নাম করলে আমি রাগ করব না। আপনি তার নাম করতে পাবেন।

লাইসি। এ পেশায় কতদিন নেমেছ?

মেরিনা। যত দিনের কথা আমার মনে পড়ে ঠিক ততদিন থেকে।

লাইসি। তুমি কি খুব অল্প বয়স থেকেই এ পেশায় লেগেছ? তুমি পাঁচ সাত বছর থেকেই এ কাজ করছ?

মেরিনা। আরো আগে থেকে স্যার, অবশ্য যদি আমি এখন সত্যি সত্যিই এ কাজে নেমে থাকি।

লাইসি। কেন, যে বাড়িতে তুমি বাস করছ সে বাড়িতে থাকলেই তোমাকে ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্য হিসাবে ভাববে সবাই।

মেরিনা। এটা যদি এই ধরণের খারাপ জায়গা বলে জানেন তাহলে আপনি এখানে এলেন কেন? আমি শুনেছি আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং এখানকার শাসনকর্তা।

লাইসি। কেন, তোমার বড়কর্তা একথা তোমায় বলেছে নাকি ?

মেরিনা। কে আমার বড়কর্তা ?

লাইসি। ঐ যে, যে মেয়েটা তোমাদের সব কিছু শেখায়, যে তোমাকে আমার কাছে দিয়ে চলে গেল। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার যদি না করি তাহলে তোমার কাছে আর কখনই আসব না। এখন আমাকে কোন গোপন জায়গায় নিয়ে চল। চল চল।

মেরিনা। যদি আপনি সদ্বংশজাত হন তাহলে এখন তার যোগ্য পরিচয় দিন। আপনার কাছে আজ যদি বিচার প্রার্থনা করি তাহলে সে বিচার যেন আপনার বংশ ও পদমর্যাদার উপযুক্ত হয়।

লাইসি। সে কি করে হয় ? সে কি ? অন্য কিছু চাও। শান্ত হও।

মেরিনা। আমার কথা জেনে রাখুন, আমি এমনই একজন কুমারী মেয়ে যে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় এ রকম জায়গায় আসতে বাধ্য হয়েছি। এটা এমনই জঘন্য জায়গা যেখানকার প্রতিটি মানুষই রোগগ্রস্ত। এই অন্ধকার নরককুণ্ড হতে একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে মুক্ত করতে পারেন। ওরা আমায় এমনই এক ডানাভাঙ্গা পাখিতে পরিণত করে তুলেছে যার মুক্ত বাতাসে উড়ে চলার কোন ক্ষমতা নেই।

লাইসি। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এত ভাল কথা বলতে পার। কখনো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমি যদি এখানে কোন পতিতা মেয়েকে নিয়ে আসতাম তাহলে সেও তোমার কথায় ভাল হয়ে উঠতে পারত। এই নাও কিছু টাকা, এই নিয়ে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পার। ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।

মেরিনা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

লাইসি। আমার দিক থেকে জেনে রেখো, আমি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে আসিনি এখানে। এখানকার প্রতিটি দরজা জানালায় আমি খারাপ গন্ধ পাচ্ছি এবং খারাপ লাগছে আমার কাছে। বিদায়। তুমি সত্যিই বড় গুণবতী মেয়ে এবং তোমার যে শিক্ষাদীক্ষা ভাল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই নাও আরো কিছু টাকা। যে তোমাকে খারাপ করার জন্য এখানে তোমায় চুরি করে এনেছে সে নিপাত যাক, জাহান্নামে যাক। যদি আমি কোন খবর পাঠাই তোমাকে জানবে সেটা ভাল খবর।

বোল্টের পুনঃপ্রবেশ

বোল্ট। আমার প্রার্থনা, হুজুর আমায় কিছু দিন—

লাইসি। দূর হয়ে যাও বদমাস দারোয়ান কোথাকার। তোমার বাড়ি হলেও এ ঘর আপাতত এই মেয়ের। সে তোমায় মজা দেখিয়ে দেবে। যাও। (প্রস্থান)

বোল্ট। এটা কি হলো? তোমার জন্যে দেখছি অন্য পথ ধরতে হবে। তোমার যে সতীত্বের দাম একটা কাণাকড়িও হবে না সেই সতীত্বের অহঙ্কার নিয়ে যদি একটা গোটা সংসারের ক্ষতি করো তাহলে আমিও তোমাকে শিকারী কুকুরের মত ছিঁড়ে খাব। এস ত' আমার সঙ্গে। দেখি।

মেরিনা। কোথায় আমায় নিয়ে যাবে?

বোল্ট। আমি যদি তোমার সতীত্বের মুণ্ডচ্ছেদ করতে না পারি তবে পেশাদার ঘাতককে দিয়ে তোমার মাথা কাটাব। আমরা তোমার জন্য আর কোন ভদ্রলোককে তাড়াব না। এস বলছি।

বডের পুনঃপ্রবেশ

বড। কি হলো, ব্যাপার কী?

বোল্ট। ব্যাপার খুবই খারাপ মাসি। ও লর্ড লাইসিমেকাসকেও ধর্মের বাণী শুনিয়েছে।

বড। ও, ছি, ছি, কী ঘেন্নার কথা গো!

বোল্ট। ও আমাদের ব্যবসাটার নিন্দে করতে করতে সেটা ঈশ্বরের সামনে দুর্গন্ধময় করে তুলেছে।

বড। ওর গলায় ফাঁসি দিয়ে দাও।

বোল্ট। উনি ওর সঙ্গে সত্যিই খুব ভাল ব্যবহার করতেন, কিন্তু ও তাঁকে বরফের বলের মতই ঠাণ্ডা করে পাঠিয়ে দিয়েছে। হয়ত তাঁর জন্য প্রার্থনাও করেছে।

বড। বোল্ট, ওকে নিয়ে ইচ্ছামত ভোগ করো। কাচের মত ঠুনকো ওর সতীত্বকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও। গর্ব করার মত ওর আর কিছুই যেন না থাকে।

বোল্ট। তখন ওর সারা অঙ্গে দেখা দেবে কাঁটা। তখন মজা বুঝবে। ওর গোটা দেহটাকে আমি নির্মমভাবে ধর্ষণ করব।

মেরিনা। শোন, শোন তোমরা স্বর্গের দেবতারা।

। ও আত্মার মন্ত্র পড়ছে। নিয়ে যাও ওকে। ও যদি কোনদিন

আমার ঘরে না আসত তাহলে ভাল হত। ওর গলায় দড়ি পড়ুক। আমাদের ধ্বংসের জন্যেই ওর জন্ম হয়েছে। তুমি কি মেয়েদের এই স্বাভাবিক ব্যবসায় কোনদিন নামবে না? এস ত দেখি সতী লক্ষ্মী মেয়ে আমার। (প্রস্থান)

বোল্ট। এস, এস আমার সঙ্গে এস।

মেরিনা। আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

বোল্ট। সতীত্বরূপ যে রত্ন তুমি ভালবেসে আঁকড়ে ধরে রেখেছ সে রত্ন ছিনিয়ে নেবার জন্য।

মেরিনা। কিন্তু তার আগে একটা কথা আমায় বল।

বোল্ট। বল, তোমার কি একটা কথা।

মেরিনা। আচ্ছা, তুমি তোমার শত্রুর কাছ থেকে কি আশা করো?

বোল্ট। শত্রুর কাছে কী আর আশা করব! সে আমার উপর প্রভুত্ব করবে, এ ছাড়া আর কি?

মেরিনা। তাহলেও জেনে রেখো, শত্রু তোমার ভালই করবে। কারণ সে তার প্রভুত্বের দ্বারা তোমার দোষগুলোকে দূর করে দেবে। তুমি যে কাজ করছ, নরকের সবচেয়ে পাপী তার চরমতম নারকীয় যন্ত্রণাভোগের অথবা কোন কিছুর বিনিময়ে সে কাজ করবে না। তুমি এমনই এক বাড়ির অভিশপ্ত দারোয়ানের কাজ করো যে বাড়িতে আসে যত সব দুর্বৃত্তের দল। যে খাদ্য তুমি খাও তাও দূষিত।

বোল্ট। তাহলে তুমি আমায় কি কাজ করতে বল? আমি কি যুদ্ধে যাব। সাত বছর যুদ্ধ করে হয়ত পা টা আমার বিসর্জন দেব আর তারপর একটা কাঠের পা লাগাবারও পয়সা থাকবে না।

মেরিনা। তুমি এখানকার এই কাজ ছাড়া আর যে কোন কাজ করতে পার। পথ থেকে আবর্জনা ফেলার কাজ করো অথবা ঘাতকের কাজ করো। এর থেকে যে কোন কাজ ভাল। তোমার থেকে একটা বনমানুষ বা বাঁদরকেও লোকে অনেক ভাল বলবে তোমার এই কাজের জন্যে। দেবতারা আমায় একদিন না একদিন এখান থেকে মুক্ত করবেই। এই নাও কিছু টাকা। তোমার মালিক যদি আমাকে দিয়ে টাকা রোজগার করতে চায় তাহলে তাকে বলে দাও তা ভদ্র উপায়ে করতে, কারণ আমি গান গাইতে পারি, সেলাই জানি, নাচতে জানি, এই সব গুণের আমি কোন বড়াই করি

না। আমি এইসব শেখাতে পারব টাকার জন্যে। আমার মনে হয় জনবহুল শহরে এ কাজের অভাব হবে না।

বোল্ট। তুমি কি যা বললে তা সব শেখাতে পার ?

মেরিনা। যদি কখনো প্রমাণিত হয় যে আমি তা পারি না তাহলে আমাকে তোমাদের সেই পতিতালয়ে নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে খারাপ লোকের কবলে আমায় ফেলে দেবে।

বোল্ট। আচ্ছা দেখছি আমি কি করতে পারি তোমার জন্যে। তবে যদি আমি পারি, ঠিক জায়গায় তোমায় লাগিয়ে দেব।

মেরিনা। তবে যেন ভদ্র এবং সৎ মেয়েদের মাঝে আমার থাকার ব্যবস্থা করো।

বোল্ট। সত্যি কথা বলতে কি সৎ মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ খুবই কম। তবে চেষ্টা করব। কিন্তু আমার মনিব যখন তোমায় কিনে এনেছে তখন তাদের মতটা চাই। তাদের মত ছাড়া কিছু হবে না। আমি তাই তোমার কথা তাদের বলব, আর আমার মনে হয় তাদের মত পেতে কষ্ট হবে না। এস, আমি তোমার জন্যে যতটা পারি করব।

পঞ্চম অঙ্ক

গাওয়ারের প্রবেশ

গাওয়ার। আমাদের কাহিনীতে বলছে, এইভাবে সেই পতিতালয় হতে নিজেকে মুক্ত করে মেরিনা গিয়ে আশ্রয় নিল কোন এক সৎ লোকের বাড়িতে। অপূর্ব তার গান, কোন মানুষ তার মত গান করতে পারে না, তার নৃত্যকলা স্বর্গের দেবীদেরও হার মানায়। তার নৃত্যগীতে প্রীত হয় গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর দল। তার সূচীশিল্পও বড় অদ্ভুত। সে প্রকৃতির পশু পাখি ফুল সব কিছুই কাপড়ের উপর সূচীশিল্পের দ্বারা রচনা করতে পারে। এই সব কিছুর দ্বারা প্রচুর অর্থও সে উপার্জন করে আর তা সেই অভিশপ্ত পতিতাকে দেয়। এর পর এখন আমরা চল যাই মেরিনার পিতার কথায়। তাঁকে আমরা এর আগে শেষ দেখেছি সমুদ্রে। প্রথমত তিনি বাতাসের থেকে দ্রুতগতিতে তাঁর মেয়েকে দেখার জন্য গিয়েছিলেন পেণ্টাপোলিসে। এখন মনে করো, তিনি ফেরার পথে এই উপকূলেই নোঙর করেছেন। যে শহরে প্রতি বছর দেবতা নেপচুনের পূজা উৎসব হয় সেই শহর থেকে লাইসিমেকাস একটি বড় বজরা আর শান্তির পতাকা নিয়ে

এগিয়ে আসেন রাজা পেরিক্লিসের জাহাজের দিকে। এখন মনে করো দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পেরিক্লিস বসে আছেন তাঁর জাহাজে। এর পর যা হবে চোখেই দেখতে পাবে।

প্রথম দৃশ্য। মিটিলেনের উপকূল সন্নিকটস্থ জাহাজ

জাহাজের ডেকের উপর এক মঞ্চে পেরিক্লিস বিশ্রামরত অবস্থায় বসে আছে। তার জাহাজের পাশে একটি বড় বজরা দাঁড়িয়ে আছে। একজন টায়ারের ও একজন মিটিলেনের নাবিক প্রবেশ করল। তাদের হেলিক্যানাস লক্ষ্য করলেন।

টায়ারের নাবিক। লর্ড হেলিক্যানাস কোথায়? (মিটিলেনের নাবিকদের প্রতি) তিনিই তোমার সমস্যার সমাধান করবেন। ও, এই যে উনি। স্যার, মিটিলেন থেকে একটি বজরায় করে সেখানকার শাসনকর্তা লাইসিমেকাস এসেছেন। তিনি আমাদের এ জাহাজে আসতে চান। আপনি কি বলেন?

হেলিক্যানাস। তা তিনি আসতে পারেন। জনকতক ভদ্রলোককে ডেকে দাও।

টায়ারের নাবিক। কই কে আছেন আমাদের লর্ড ডাকছেন।

দুই তিনজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ম ভদ্র। হুজুর আমাদের ডাকছেন?

হেলিক্যানাস। ভদ্রমহোদয়গণ! কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের জাহাজে আসতে চান। তাঁকে ভালভাবে অভ্যর্থনা সহকারে নিয়ে আসুন।

(ভদ্রমহোদয়গণ ও দুইজন নাবিক নিচে নেমে গিয়ে বজরায় গেল)

উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ, নাবিকদ্বয় ও সভাসদবর্গসহ
লাইসিমেকাসের প্রবেশ

টায়ারের নাবিক। স্যার। ইনিই সেই ভদ্রলোক যিনি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

লাইসিমেকাস। আসুন আসুন মহাশয়, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

হেলিক্যানাস। স্যার, আপনি যেন আমার থেকেও দীর্ঘজীবী হন।

লাইসি। আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের এই জাহাজটাকে কূলের কাছে নোঙর করে থাকতে দেখে আমি জানতে এলাম এ জাহাজ কোথাকার।

হেলি। আগে আপনি বলুন আপনি কোথাকার ?

লাইসি। আপনারা যে জায়গায় রয়েছেন আমি সেখানকার শাসনকর্তা।

হেলি। স্যার, আমাদের এ জাহাজ হচ্ছে টায়ারের এবং এ জাহাজে আমাদের টায়ারের রাজা স্বয়ং আছেন। উনি দুঃখে তিনমাস কারো সঙ্গে কথা বলেননি এবং কোন খাদ্যও গ্রহণ করেননি।

লাইসি। আচ্ছা ওঁর দুঃখের কারণটা কি ?

হেলি। সে দুঃখের কাহিনী বড় দীর্ঘ। তবে তাঁর দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই যে তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী ও কন্যাকে হারিয়েছেন।

লাইসি। আমরা কি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি ?

হেলি। হ্যাঁ পারেন। তবে সে দেখা করার কোন মানে হবে না কারণ তিনি কোন কথা বলবেন না।

লাইসি। তবু আমায় একবার দেখা করতে দিন।

হেলি। ঐ দেখুন (পেরিক্লিসকে দেখিয়ে) উনি সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাতের দুর্ঘটনার আগে খুব ভাল মানুষ ছিলেন। সেই দুর্ঘটনাই ওঁকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

লাইসি। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন হে রাজন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। হে রাজন, স্বাগত জানাই আপনাকে।

হেলি। সব বৃথা। উনি কথা বলবেন না আপনাদের সঙ্গে।

১ম সভাসদ : মিটি। স্যার, আমাদের মিটিলেনে একটি কুমারী মেয়ে আছে। আমি জোর করে বলতে পারি সে নিশ্চয়ই রাজাকে কথা বলাতে পারবে।

লাইসি। হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। সে তার মধুর সঙ্গীত আর অন্যান্য গুণের দ্বারা নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করবে রাজাকে এবং তাঁর হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়া বধির কর্ণকুহর বিদ্ধ করে তাঁর মর্মদেশকে স্পর্শ করবে। সে অত্যন্ত সুন্দরী এবং সদাহাস্যময়ী। সে এই দ্বীপের এক প্রান্তে একটি ছায়াঘন কুঞ্জবনে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে থাকে। (১ম সভাসদের কানে কানে কি বলতেই সে বজরায় চলে গেল)

হেলি। নিশ্চয় সব ব্যর্থ হবে। তবে তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য কোন উপায় বা কোন চেষ্টাই বাদ দেব না আমরা। তবে দেখুন একটা কথা, আপনি অনেক দয়া করেছেন আমাদের প্রতি। এবার আপনার কাছ

থেকে যা কিছু নেব তার প্রতিদানে আপনাকে কিছু অর্থ নিতে হবে। আমাদের ত তার অভাব নেই, বরং প্রচুর আছে।

লাইসি। স্যার, এটা হচ্ছে সৌজন্যের কথা। এ সৌজন্য যদি আমরা দেখাতে অস্বীকার করি তাহলে ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেবেন। তবু আর একবার আমি তাঁর দুঃখের কারণটা জানতে চাইছি।

হেলি। স্যার, আমি সেটা আপনার কাছে বলব। কিন্তু দেখছেন ত, এখন পারছি না।

মেরিনা ও একটি বালিকাসহ প্রথম সভাসদের প্রবেশ

লাইসি। ও, এসে গেছে। এই সেই মেয়েটি যাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং যার কথা বলছিলাম। এস সুন্দরী। জায়গাটা কি ভাল না?

হেলি। সত্যিই মেয়েটি বীরাঙ্গনা।

লাইসি। আমি বেশ জানি ও অত্যন্ত উঁচু বংশের মেয়ে, এস সুন্দরী, এখানে একজন রাজা বধির ও স্তব্ধবাক হয়ে আছেন। যদি তুমি তোমার সমস্ত কৃত্রিম ও উন্নত কলাকৌশলের দ্বারা তাঁর মুখ থেকে কথা বার করতে পার তাহলে তোমার কাছ থেকে জীবনে আর কোন কিছুই চাইব না এবং নিজেকে তোমার বিরল দয়ার দানে ধন্য বলে মনে করব।

মেরিনা। স্যার, তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য আমি আমার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করব। তবে আমি আর আমার সহচরী ছাড়া আর কেউ যেন ওঁর কাছে না যায়।

লাইসি। আসুন আমরা সরে যাই। ঈশ্বর ওর ভাল করুন। (মেরিনা গান করতে লাগল) কী, রাজা তোমার গান লক্ষ্য করেছেন?

মেরিনা। না, তিনি আমাদের দিকে একবারও তাকাননি।

লাইসি। এবার দেখুন, ও রাজার সঙ্গে কথা বলবে।

মেরিনা। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন রাজা, আমার কথা শুনুন।

পেরিক্লিস। হাম, হা।

মেরিনা। আমি এমনই একজন কুমারী হে রাজন, যে কোনদিন কারো দৃষ্টি ভিক্ষা করেনি, অথচ উল্কার মত বহু জ্বলন্ত দৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে যার উপর। সেই মেয়ে আজ কথা বলছে আপনার সঙ্গে যে আপনার মত সমান দুঃখ সে সহ্য করেছে। দুজনের দুঃখ ওজন করলে সমানই হবে। যদিও খেয়ালী নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে আমি এই শোচনীয় অবস্থায় পড়েছি

তথাপি একথা বলতে পারি যে আমার পিতামাতা আর পূর্বপুরুষরা ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা রাজরাদেরই সমতুল। কিন্তু দুর্ঘটনার দ্বারা আমি আমার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং বাধ্য হয়ে দাসত্বের জীবন যাপন করছি। (স্বগতঃ) আমি আর কিছু বলব না। কিন্তু কি যেন আমার গাল দুটোতে আশার উজ্জ্বলতা এনে দিয়ে আমার কানে কানে বলছে, উনি কথা না বলা পর্যন্ত তুমি যেও না।

পেরিক্লিস। আমার ভাগ্য—পিতামাতা—সদ্বংশ—আমার মতই সমান—এই কথাই কি সে বলল না? কি বললে তুমি?

মেরিনা। হুজুর আপনি আমার পিতামাতার পরিচয় পেলে আপনি আমার প্রতি কোন অন্যায় করবেন না।

পেরিক্লিস। আমারও তাই মনে হয়। আমার দিকে একবার ভাল করে চোখ মেলে তাকাও ত। তুমি অনেকটা ঠিক সেইমত—আচ্ছা তুমি কি এই সব উপকূলভাগেরই কোন দেহাতী মেয়ে?

মেরিনা। না এখানকার না। আমাকে জোর করে এখানে আনা হয়েছিল এবং আমাকে দেখে যা মনে হচ্ছে আমি তাই।

পেরিক্লিস। আমি দুঃখে বড়ই ভারাক্রান্ত এবং মনে হয় কেঁদে ফেলব। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং আমার কন্যাও ছিল এই মেয়ের মত দেখতে। আমার রাণীর ভ্রূ-দুটো ছিল এর মত টানা আর চওড়া আর চেহারা ও গড়নটাও ছিল এমনি খাড়াই; তার চোখগুলো ছিল এমনি উজ্জ্বল মুক্তোর মত, তার গতিভঙ্গি ছিল ঠিক জুনোর মত, যার মুখের কথা যত শোনা যায় ততই শুনতে ইচ্ছা হয়। অনেক শুনেও আশ মেটে না। তুমি কোথায় থাক?

মেরিনা। এখানে আমি আসলে বিদেশিনী। আপনি এই জাহাজের ডেক থেকেই আমার বাসস্থানটা দেখতে পাবেন।

পেরিক্লিস। কোথায় তোমার জন্ম হয়েছিল? আর কোথা হতেই বা এই সব গুণাবলী আয়ত্ত করেছ যা তোমার জীবনকে করেছে আরও সমৃদ্ধ?

মেরিনা। আমি যদি সে ইতিহাস বলি তাহলে তা মিথ্যা শোনাবে এবং সে বিবরণকে লোকে তুচ্ছ ভেবে ঘৃণাভরে উড়িয়ে দেবে।

পেরিক্লিস। আমি বলছি, তোমার সে কাহিনী বল। তোমার মুখ থেকে মিথ্যা বার হতে পারে না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ন্যায়বিচারের

মূর্ত প্রতীক এবং তোমার দেহটা মনে হচ্ছে সত্যের সৌধ। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব এবং তোমার যে কথাটা অসম্ভব বলে মনে হবে সেকথাটা আমার বুদ্ধি দিয়ে সংশোধন করে দেব। তোমাকে দেখে আমার প্রিয়জনের মতই মনে হচ্ছে। তোমার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় পরিজনদের নাম কি? আচ্ছা যখন আমি তোমাকে ঠেলে দিলাম তখন তুমি বললে না যে তুমি উঁচু বংশের মেয়ে!

মেরিনা। হ্যাঁ আমি তাই বলেছিলাম।

পেরিক্লিস। তোমার পিতামাতার পরিচয় দাও। তুমি বলেছিলে, তুমি এক বিপদ থেকে আর এক বিপদের কবলে এসে পড়েছ, বলেছিলে তোমার দুঃখকে ওজন করলে তা হবে আমার দুঃখেরই সমতুল।

মেরিনা। এই ধরণের কথাই আমি বলেছিলাম। আমার মনে যা এসেছিল তাই বলেছিলাম।

পেরিক্লিস। বল তোমার কাহিনী। যদি তুমি আমার দুঃখের এক হাজারের এক অংশ সহ্য করে থাক তাহলে তুমিই হবে সত্যিকারের মানুষ আর আমি হব এক দুর্বলমনা বালিকা কারণ এত দুঃখের মাঝেও তুমি ধৈর্য ধরে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেন হাসছ। কারা তোমার আত্মীয় পরিজন? কিভাবে তাদের হারাও? তোমার নাম কি? আমার পাশে বস। সব কিছু খুলে বল আমার কথামত।

মেরিনা। আমার নাম মেরিনা।

পেরিক্লিস। আমার সঙ্গে কি উপহাস করছ? কোন উচ্ছৃংখল দেবতা কি আমাকে সারা জগতের কাছে উপহাসের বস্তু করে তোমার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছে?

মেরিনা। ধৈর্য ধরুন স্যার, আর তা না হলে এইখানেই আমি থেমে যাব।

পেরিক্লিস। না না আমি ধৈর্য ধরব। তুমি জান না, তোমার নাম মেরিনা বলে তুমি আমায় কতখানি চমকে দিয়েছ।

মেরিনা। এই নাম আমায় যিনি দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন এক শক্তিমান রাজা এবং আমার পিতা।

পেরিক্লিস। সেকি, রাজার মেয়ে আর তার নাম মেরিনা!

মেরিনা। আপনি বলেছিলেন আমার সব কথা বিশ্বাস করবেন আপনি এবং মাঝখানে বাধা দেবেন না।

পেরিক্লিস। তুমি রক্ত মাংসের মানুষ ত? কোন পরী নও ত? আচ্ছা বল, বল। কোথায় তোমার জন্ম হয়েছিল আর কেনই বা তোমার নাম মেরিনা হলো?

মেরিনা। আমার মেরিনা নাম হয়েছে কারণ আমার জন্ম হয়েছিল সমুদ্রে।

পেরিক্লিস। সমুদ্রে। কে তোমার মা?

মেরিনা। আমার মা ছিলেন এক রাজার মেয়ে। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান। একথা আমার ধাত্রী লাইকরিডা কাঁদতে কাঁদতে আমায় বলেছিল।

পেরিক্লিস। একটু থাম। (স্বগতঃ) এমন স্বপ্ন দেখা যায় না। এর আগে কখনো এমন কোন স্বপ্ন কোন মুর্খের সঙ্গে বিদ্রূপ করেনি। এ কখনই হতে পারে না। আমার মেয়ে ত কবরে সমাহিত হয়েছে। আচ্ছা কোথায় তোমার জন্ম হয়েছিল? আমি তোমার কাহিনীর শেষ পর্যন্ত শুনতে চাই এবং আর কখনো তোমায় বাধা দেব না।

মেরিনা। আপনি তাচ্ছিল্য করছেন। বিশ্বাস করুন, আমার তাই মনে হচ্ছে। তার চেয়ে বরং এ কাহিনী বন্ধ করে দেওয়াই ভাল।

পেরিক্লিস। তুমি যা যা বলবে তার প্রতিটি অক্ষর বিশ্বাস করব। আচ্ছা একটা কথা। কিভাবে তুমি এখানে আস আর কোথায় তোমার জন্ম হয়?

মেরিনা। আমার বাবা আমায় থার্সাসে রেখে আসেন। তারপর নিষ্ঠুর ক্লিওন তার শয়তান স্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমায় হত্যা করার চেষ্টা করে। তারা একটা লোককে এ কাজে লাগায়। কিন্তু লোকটা যখন আমায় সমুদ্রের ধারে মারছিল তখন জলদস্যুরা আমায় উদ্ধার করে মিটিলেনে নিয়ে আসে। কিন্তু স্যার, আপনি কি চান আমার কাছে? আপনি কাঁদছেন কেন? আমি আমার এই কাহিনী আপনার অনিচ্ছুক মনের উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি ভাবছেন না ত? না না, বিশ্বাস করুন আমি রাজা পেরিক্লিসের মেয়ে। জানি না রাজা পেরিক্লিস এখনো বেঁচে আছেন কিনা।

পেরিক্লিস। হো, হেলিক্যানাস!

হেলি। আমায় ডাকছেন হুজুর?

পেরিক্লিস। তুমি হচ্ছ আমার বিজ্ঞ এবং সৎ পরামর্শদাতা। তোমার কি মনে হয়? কে এই মেয়েটি, এ কার মতই বা দেখতে? এ কেনই বা আমায় কাঁদিয়ে তুলল?

হেলি। আমি তা জানি না। তবে মিটিলেনের শাসনকর্তা মেয়েটির সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসার কথা বললেন।

লাইসি। ও কখনো ওর পিতামাতার পরিচয় দেয়নি। সে কথা জিজ্ঞাসা করলে ও শুধু বসে কাঁদত।

পেরিক্লিস। ও হেলিক্যানাস, আমাকে দয়া করে তুমি আঘাত করো, একটা ধাক্কা দিয়ে আমার বর্তমান বেদনার সুকঠিন বেলাভূমিতে আমাকে আছড়ে ফেলে দাও, তা না হলে আনন্দের উদ্বেল সমুদ্রতরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমার জীবনকে এবং আমাকে নিশ্চিহ্নভাবে ডুবিয়ে দেবে তাদের গভীরতম মাধুর্যের মধ্যে। হে কন্যা, এস মা আমার, যে তোমায় জন্ম দিয়েছে, তুমি তারই মা। সমুদ্রে তোমার জন্ম হয়েছিল, থার্সাসে তুমি সমাহিত হয়েছিলে আবার সমুদ্রের মাঝেই তোমায় ফিরে পাওয়া গেল। হেলিক্যানাস, নতজানু হয়ে দেবতাদের ধন্যবাদ দাও, ভীতিসঞ্চারকারী বজ্রের গর্জনে তাঁদের বল, এই সেই আমাদের হারানো মেরিনা। তোমার মায়ের নাম কি? একথাটাও আমায় বল, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু সংশয়ও অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ সত্য কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

মেরিনা। তার আগে আপনি বলুন, আপনার নাম ও উপাধি কি?

পেরিক্লিস। আমি হচ্ছি টায়ারের রাজা পেরিক্লিস; কিন্তু সমুদ্রজলে নিমজ্জিত আমার রাণীর নাম কি তা বল। অন্য যে সব কথা তুমি বলেছ তা সবই নিখুঁত এবং তাতে বেশ বোঝা যায় তুমিই তোমার পিতা পেরিক্লিসের আর এক জীবন এবং তার রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

মেরিনা। আমার মার নাম যদি থাইসা না হয় তাহলে আমিও আপনার মেয়ে নই। আমার মায়ের নাম থাইসা যিনি আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান।

পেরিক্লিস। এবার আর কোন সন্দেহ নেই, ওঠ কন্যা, আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। নতুন পোষাক নিয়ে এস। তাহলে শুনছ হেলিক্যানাস—এ হচ্ছে আমারই কন্যা, থার্সাসে বর্বর নিষ্ঠুর ক্লিওনের হাতে মরতে গিয়েও ওর মৃত্যু হয়নি। সে তোমাদের সব কথা বলবে, ও যে তোমাদের রাজকন্যা তার যথাযোগ্য প্রমাণ দিয়ে তোমাদের কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করবে। কে ইনি?

হেলিক্যানাস। স্যার, ইনি হচ্ছেন মিটিলেনের শাসনকর্তা। উনি আপনার দুঃখের কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছিলেন।

পেরিক্লিস। আমি আপনাকে আলিঙ্গন করছি। আমাকে আমার পোষাক দাও। আমাকে এখন বন্য ও অসভ্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে। ঈশ্বর আমার কন্যার মঙ্গল করুন। কিন্তু শোন শোন, কোথা থেকে গানের শব্দ আসছে না? হেলিক্যানাসকে বল মেরিনা, খুঁটিয়ে বল, তুমিই যে আমার কন্যা আর সেকথাটা কত বড় সত্য সেকথা তাকে বল, কারণ ওর মনে এখনো সংশয় আছে। কিন্তু ও সঙ্গীত কিসের?

হেলিক্যানাস। কিন্তু হুজুর, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

পেরিক্লিস। কিছুই পাচ্ছ না? এ গান হচ্ছে বিশ্বের অশ্রুত ঐক্যতান। শোন মেরিনা।

লাইসি। এখন ওঁর কথার প্রতিবাদ করা ঠিক না। ওঁর কথা সমর্থন করুন।

পেরিক্লিস। এ গান বড় বিরল। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?

লাইসি। আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার।

পেরিক্লিস। এ গান ঐশ্বরিক। এ গান আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমার মনকে, আমার চোখের পাতায় নেমে আসছে এক গভীর ঘুম। আমাকে এখন বিশ্রাম করতে দাও। (ঘুমিয়ে পড়ল)

লাইসি। একটা বালিশ এনে ওঁর মাথায় দাও। ওঁকে এখন একা থাকতে দাও, আমরা সবাই চলে যাই। তাহলে বন্ধুগণ, যদি আমার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয় তাহলে আমি তোমাদের কথা চিরদিন মনে রাখব।

(পেরিক্লিস ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

পেরিক্লিসের স্বপ্নে ডায়েনার ছায়ামূর্তির আবির্ভাব

ডায়েনা। এফিয়াসে আমার মন্দির আছে। এখনি সেখানে চলে যাও এবং সে মন্দিরে আমার বেদীতলে কিছু উৎসর্গ করো। সেখানে আমার চিরকুমারী পূজারিণীরা যখন জনগণের সামনে মিলিত হবে তখন তাদের ভিতর থেকে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া তোমার স্ত্রীকে খুঁজে নাও। দুঃখ শেষে তোমার কন্যা আর স্ত্রীকে নবজীবন দান করো। আমার কথামত কাজ না করলে তোমাদের দুঃখেই কাল কাটাতে হবে। সুতরাং আমার আদেশমত কাজ করে সুখী হও।—আমার এই রূপোর ধনুটা ছুঁইয়ে দিলাম। জেগে উঠে এই স্বপ্নের কথা প্রচার করো। (অন্তর্ধান)

পেরিক্লিস। হে স্বর্গীয় দেবী আর্জেনটাইন ডায়েনা, আমি তোমার আদেশ শিরোধার্য করে নেব। হেলিক্যানাস!

হেলিক্যানাস, লাইসিমেকাস, মেরিনা প্রভৃতির পুনঃপ্রবেশ

হেলি। স্যার ?

পেরিক্লিস। আমি এখন থার্সাসে যেতে চাই। সেখানে গিয়ে শাস্তি দিতে হবে অবিশ্বস্ত ক্লিওনকে ; কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করতে হবে। এফিয়াসের দিকে এখন আমাদের জাহাজ ঘুরিয়ে দাও। কেন সেকথা তোমায় একটু পরেই বলব। (লাইসিমেকাসের প্রতি) আপনার এই রাজ্যের উপকূলে আমরা কি আমাদের খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিতে পারি স্যার। আমরা অবশ্য এর জন্য আপনাকে প্রচুর স্বর্ণ উপঢৌকন দেব।

লাইসি। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে সে অনুমতি দান করছি স্যার। আপনি উপকূলে গেলে আমি আর একটা আবেদন পেশ করব আপনার কাছে।

পেরিক্লিস। এমন কি সে আবেদন ? যদি আমার কন্যার বিবাহসংক্রান্ত হয় তাহলেও সে আবেদন তোমার মঞ্জুর হবে। কারণ আমি জানি তুমি তার প্রতি অনেক দয়া ও উদারতা দেখিয়েছ।

লাইসি। স্যার, আপনার হাতটা দিন।

পেরিক্লিস। আয় মা মেরিনা। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এফিয়াস। ডায়েনার মন্দির।

গাওয়ারের প্রবেশ

এবার আমার গল্পকথা হয়ে এল শেষ
একটু পরেই থাকবে না তার কোনমাত্র লেশ।
যাবার আগে শোন সবে একটি কথা আছে
তার পরেতে নেব ছুটি তোমাদের কাছে।
মনে রেখো, রাজ্য রাজা সবই চলে যায়
কাব্য, কলা, ধনদৌলত শূন্যে মিশে যায়।
পেরিক্লিসের জাহাজ ভেড়ে মিটিলেনের কূলে
থাকে রাজা মৌনী হয়ে সকল কিছু ভুলে।
লাইসিমেকাস দেখা করে পেরিক্লিসের সাথে
হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে তার তুলে দেয় তার হাতে।
প্রতিদানে রাজাও তাকে মেয়ে দিতে চায়
তার আগেতে এফিয়াসে দ্রুত চলে যায়।

মন্দিরে দেয় ডায়েনাকে পূজা উপচার
ফিরে পায় মৃত স্ত্রী, প্রিয়তমাকে তার।
এফিয়াসে যায় যে রাজা কত তাড়াতাড়ি
এর জন্যে কল্পনাকে দাওগো বাহাদুরি। (প্রস্থান)

সদলবলে রাজা পেরিক্লিস, লাইসিমেকাস্, হেলিক্যানাস, মেরিনা ও তার সহচরীর প্রবেশ।

পেরিক্লিস। হে দেবী ডায়েনা, আমি টায়ারের রাজা তোমার আদেশমত এখানে এসে স্বীকারোক্তি করছি, আমার দেশ থেকে একবার কোন কারণে সন্ত্রাসবশতঃ পেণ্টাপোলিসে যাই এবং সেখানে রাজকন্যা থাইসাকে বিবাহ করি। সমুদ্রযাত্রাকালে প্রসবের সময় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর আগে মেরিনা নামে এক কন্যাসন্তান সে প্রসব করে যায়; যে কন্যা আজও কুমারী অবস্থায় তোমার রৌপ্যপদক বহন করে যাচ্ছে। এ কন্যা থার্সাসে ক্লিওনের কাছে লালিত পালিত হয়, কিন্তু এর বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন ক্লিওন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে মিটিলেনে গিয়ে ওঠে এবং আমি ঘুরতে ঘুরতে এই মিটিলেনের কূলে যেতে তার দেখা পাই। সেখানে সে তার স্বচ্ছ স্মৃতিশক্তির দ্বারা সব কথা ব্যক্ত করে আমার কন্যারূপে তার পরিচয় দেয়।

থাইসা। সেই কণ্ঠ সেই মন। হ্যাঁ সেই তুমি, সেই তুমি—তুমিই রাজা পেরিক্লিস। (মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

পেরিক্লিস। এর মানে কি মঠাধ্যক্ষা, উনি মারা গেলেন! আপনারা ওঁকে ধরুন।

সেরিমন। আপনি ডায়েনার বেদীতলে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে ইনিই আপনার স্ত্রী।

পেরিক্লিস। না মশাই না। আমি আমার এই নিজের হাতে তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলাম।

সেরিমন। আপনি ফেলে দিয়েছিলেন এই রাজ্যেরই উপকূলে নিশ্চয়ই।

পেরিক্লিস। একথা নিশ্চিত।

সেরিমন। এই নারীকে ভাল করে দেখুন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন উনি। কোন এক সকালে দারুণ ঝড়ের মাঝে উনি আমাদের এই উপকূলে এসে ওঠেন। আমি তাঁর শবাধারটি খুলে কতকগুলি

মণিমুক্তোর সঙ্গে ওঁকে আবিষ্কার করি। তারপর এই মন্দিরে ওঁর থাকার ব্যবস্থা করি।

পেরিক্লিস। সেই সব মণিমুক্তো কি আমি দেখতে পারি?

সেরিমন। স্বচ্ছন্দে স্যার। আমার বাড়িতে দয়া করে চলুন। সব দেখতে পাবেন। দেখুন, থাইসা ভাল হয়ে উঠেছে।

থাইসা। ও, আমায় ভাল করে দেখতে দাও। উনি যদি আমার স্বামী না হন, তাহলে মিথ্যা হবে আমার চারিত্রিক শুচিতা আর পবিত্রতা। হে আমার স্বামী, তুমিই কি রাজা পেরিক্লিস নও? তাঁরই মত তোমার কণ্ঠ। তাঁরই মত তুমি দেখতে। তুমি ঝড়, একটি জন্ম আর মৃত্যুর কথা বলছিলে না?

পেরিক্লিস। মৃত থাইসার কণ্ঠ শুনছি না?

থাইসা। আমিই সেই থাইসা যাকে মৃত ভেবে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

পেরিক্লিস। হে অমর দেবী ডায়েনা।

থাইসা। এখন তোমাকে আরো ভাল করে চিনতে পারছি। পেণ্টাপোলিস থেকে অশ্রুসজল চোখে আমরা যখন বিদায় নিই তখন আমার বাবা রাজা সাইমোনাইডস্ একটি আংটি দিয়েছিলেন। (আংটি দেখাল)

পেরিক্লিস। হ্যাঁ সেই আংটি। সেই। আর কোন প্রমাণের দরকার নেই। হে স্বর্গস্থ দেবগণ, তোমাদের এই অপার করুণা আমার অতীত দুঃখের সমস্ত গুরুভার এক ক্রীড়াসুলভ লঘুতায় পরিণত করে দিচ্ছে। আর একটু দয়া করো আমায়। আমি যেন আমার স্ত্রীর অধরোষ্ঠ দুটিকে চুম্বন করে এক অপরিসীম আনন্দের তরলতায় লীন হয়ে যাই, অদৃশ্য হয়ে যাই। এস প্রিয়তমা, একবার ভুলবশতঃ সমাহিত হয়েছিলে সমুদ্রের জলে, আজ আর একবার সমাহিত হও আমার বাহু মধ্যে!

মেরিনা। আমার অন্তর আমার মার বুকের মধ্যে ছুটে যেতে চাইছে।

(থাইসার কাছে নতজানু হলো)

পেরিক্লিস। দেখ দেখ, কে তোমার কাছে নতজানু হচ্ছে! তোমার নিজের দেহের অংশ থাইসা, যাকে তুমি সমুদ্রে প্রসব করেছিলে। সমুদ্রে জন্মেছিল বলে যার নাম রাখা হয়েছিল মেরিনা।

থাইসা। বেঁচে থাক মা আমার।

হেলি। জয় হোক রাণীমার। আমাদের রাণীমা!

থাইসা। আমি ত তোমাকে চিনতে পারছি না।

পেরিক্লিস। আমি তোমাকে প্রায়ই বলতাম, টায়ার থেকে পালিয়ে আসার সময় একজন বৃদ্ধকে আমার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করার জন্য নিযুক্ত করে এসেছিলাম। তার কি নাম বলেছিলাম মনে আছে তোমার?

থাইসা। তার নাম বলেছিলে হেলিক্যানাস।

পেরিক্লিস। আর এক প্রমাণ। ওকে আলিঙ্গন করো প্রিয়তমা। এ সেই হেলিক্যানাস। এবার আমায় বল, কেমন করে তোমায় ওরা দেখতে পেল। কিভাবে তুমি রক্ষা পেলে আর স্বর্গের দেবতা ছাড়া তোমার এই জীবনের জন্য মর্ত্যের কোন মানুষের কাছে আমরা ঋণী।

থাইসা। স্বামী, লর্ড সেরিমনই হচ্ছেন সেই লোক যার মধ্য দিয়ে অলৌকিক দৈবশক্তি নেমে এসেছিল আমার উদ্ধারকল্পে, যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথা বলতে পারবেন।

পেরিক্লিস। মাননীয় স্যার। কোন সাধারণ মানুষ কখনো দৈবশক্তির পরিচয় দিতে পারেনা। মৃত রাণী কিভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন দয়া করে তা বলবেন?

সেরিমন। নিশ্চয় বলব স্যার। তার আগে আমার অনুরোধ স্যার, একবার আমার বাড়ি চলুন। সেখানে ওঁর সঙ্গে যা যা পেয়েছিলাম তা সব দেখতে পাবেন। কেমন করে ওঁকে মন্দিরে আশ্রয় দিলাম তাও সব বলব, কিছুই বাদ দেব না।

পেরিক্লিস। হে দেবী ডায়েনা, স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে যে কথা বলেছিলে, তার জন্য ধন্যবাদ, তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। তার জন্য আজ রাত্রিকালে আমরা তোমার পুজো দিচ্ছি। থাইসা, আমি কথা দিয়েছি এই সুন্দর যুবরাজের সঙ্গে তোমার কন্যার বিয়ে দেব। পেন্টাপোলিসে ওদের বিয়ে হবে। এবার আমি আমার সব চুল দাড়ি কেটে মানুষের মত হব। যে চুলে চোদ্দ বছর ধরে আমি ক্ষুর ঠেকাইনি সে চুল দিয়ে আজ তোমার বিয়ের দিনটিকে অলঙ্কৃত করব।

থাইসা। লর্ড সেরিমন চিঠি পেয়েছেন, আমার বাবা মারা গেছেন।

পেরিক্লিস। স্বর্গলাভ করুন তিনি। তবু সেখানে আমরা ওদের বিবাহোৎসব উদ্‌যাপন করব এবং আমরা সেই রাজ্যেই আমাদের বাকি

জীবনটা কাটাব প্রিয়তমা। আমাদের কন্যা আর জামাতা টায়ারে রাজত্ব করবে। লর্ড সেরিমন, কাহিনীর বাকি অংশটুকু আমাদের শুনিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করুন। কোথায় আমাদের নিয়ে যাবেন চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

গাওয়ারের প্রবেশ

গাওয়ার। রাজা এ্যান্টিওকাস আর তার কন্যার মধ্যে তোমরা পেয়েছ দানবীয় কামোন্মত্ততা আর তার উপযুক্ত প্রতিফলের পরিচয়। পেরিক্লিস, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর কন্যার মধ্যে দেখেছ ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের দ্বারা তাড়িত ও বিড়ম্বিত হয়েও মানুষ কিভাবে নিশ্চিত অধঃপতনের হাত থেকে তার গুণ ও মহত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, দেখেছ, গুণবান ও চরিত্রবান ব্যক্তিদের ঈশ্বর কেমন করে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে পরিশেষে সুখী করেন। হেলিক্যানাসের মধ্যে পাবে সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগতের এক মূর্ত প্রতীক। শ্রদ্ধেয় সেরিমনের মধ্যে বুঝতে পারবে দানশীলতা ও বদান্যতা কাকে বলে। দুষ্ট ক্লিওন আর তার স্ত্রীর মধ্যে পাবে শঠতা প্রবঞ্চনা আর নীচতার পরিচয়। পেরিক্লিসের যশ ও গুণের কথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওনদম্পতির সেই অভিশপ্ত কুকর্মের কথাও প্রকাশিত হয়ে যায়। তখন তার রাজ্যের প্রজারাই তার অকৃতজ্ঞতার জন্য ক্ষেপে গিয়ে তার প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলে। তাদের হত্যার অপরাধের জন্য শাস্তিস্বরূপ দেবতারা তাদেরও প্রাণনাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন রকমে তারা রেহাই পায়। ধৈর্য ধরে সব কথা শুনে আশা করি প্রভূত আনন্দ লাভ করেছ। আমাদের নাটক এইখানেই শেষ হলো। (প্রস্থান)

দি টু জেণ্টলম্যেন অফ ভেরোনা

নাটকের চরিত্র

মিলানের ডিউক ও সিলভিয়ার পিতা

ভ্যালেণ্টাইন, প্রোটিয়াস } দুইজন ভদ্রলোক

এ্যাণ্টনিও। প্রোটিয়াসের পিতা

থুরিও। ভ্যালেণ্টাইনের মুর্খ প্রতিদ্বন্দী

এগ্ল্যামার। সিলভিয়ার পলায়নে সাহায্যকারী

স্পীড। ভ্যালেণ্টাইনের ভৃত্য ও ভাঁড়

লন্স। প্রোটিয়াসের ভৃত্য

প্যান্থিনো। এ্যাণ্টনিওর ভৃত্য

মিলানে বাসকালে জুলিয়ার বাড়িওয়ালা, দস্যুগণ

জুলিয়া। ভেরোনার জনৈক মহিলা ও প্রোটিয়াসের প্রেমিকা

সিলভিয়া। ডিউককন্যা ও ভ্যালেণ্টাইনের প্রেমিকা

লুসেত্তা। জুলিয়ার পরিচারিকা

ভৃত্যগণ

বাদকগণ

ঘটনাস্থল: ভেরোনা, মিলান ও মান্তুয়ার সীমান্ত অঞ্চল।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেরোনা। উন্মুক্ত স্থান।

ভ্যালেণ্টাইন ও প্রোটিয়াসের প্রবেশ

ভ্যালেণ্টাইন। আর আমায় এ মিনতি করো না প্রিয় প্রোটিয়াস। যে সব যুবকেরা কুঁড়েমি করে বাড়িতে বসে থাকে তাদের বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়। যদি তুমি এই অল্প বয়সেই প্রেমে না পড়তে, যদি তোমার সুন্দরী প্রিয়তমার দৃষ্টির সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তোমার প্রাণ মনকে আবদ্ধ করে না রাখতে তাহলে আমি নিজে থেকেই আমার এই দেশভ্রমণের সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ করতাম। তাহলে তুমিও বাড়িতে অলস একঘেঁয়ে জীবন যাপনের মাধ্যমে নিজের যৌবন জীবনকে বৃথা ব্যয় না করে জগতের বিভিন্ন বিস্ময়কর দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে জীবন সার্থক করতে পারতে। কিন্তু যেহেতু তুমি ভালবাসতে শুরু করেছ, ভালবেসে যাও এবং জীবনে উন্নতি করো।

প্রোটিয়াস। তুমি কি একান্তই যাবে প্রিয় ভ্যালেণ্টাইন? তাহলে বিদায়। দেশভ্রমণকালে যদি কোন উল্লেখযোগ্য বিরল বস্তু দেখতে পাও তাহলে তোমার এই প্রোটিয়াসের কথা একবার মনে করো। বিশেষ করে সুখের সময় আমার কথা মনে করো। আবার যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হও তাহলেও আমি হব তোমার রক্ষাকর্তা ভ্যালেণ্টাইন।

ভ্যালেণ্টাইন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার প্রেমের প্রার্থনাপুস্তক ছুঁয়ে আমার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করবে।

প্রোটিয়াস। আমি আমার প্রেমের পুস্তক ছুঁয়েই তোমার জন্য প্রার্থনা করছি।

ভ্যালেণ্টাইন। তোমার সে প্রেমপুস্তকে নিশ্চয় আছে গভীর প্রেমের যত হালকা অগভীর কাহিনী। সে কাহিনী হলো কেমন করে লীয়াণ্ডার প্রেমের হালকা পাখায় ভর করে বিরাট হেলেসপন্ত উপসাগর পার হয়েছিল তার কাহিনী।

প্রোটিয়াস। এ কাহিনী ত গভীরতর প্রেমের গভীর কাহিনী, কারণ লীয়াণ্ডার ছিল সত্যিকারের প্রেমিক এবং প্রেমের গভীরে সে একেবারে ডুবে গিয়েছিল।

ভ্যালেণ্টাইন। তা বটে। কিন্তু তুমি ত শুধু প্রেমের কাহিনী পড়েই প্রেম করছ, এখনো পর্যন্ত হেলেসপন্তে সাঁতার কাটলে না।

প্রোটিয়াস। বইএর কথা আর বলো না। প্রেমের কাহিনী আর শুনিও না।

ভ্যালেণ্টাইন। না আর তা বলব না কারণ তোমার চোখ দেখে মনেও হয় না যে তুমি প্রেমে পড়েছ।

প্রোটিয়াস। কী বললে?

ভ্যালেণ্টাইন। দেখ, প্রেম করা অত সহজ নয়,—কত অনুনয় বিনয় ও আর্তনাদের বিনিময়ে পাওয়া যায় শুধু প্রেমাস্পদের ঘৃণা, কত গভীর মর্মবিদারক দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে পাওয়া যায় শুধু এক ছলনাময় দৃষ্টি, কুড়িটি ক্লান্তিকর রাত্রি জাগরণের পর পাওয়া যায় একটি ক্ষণজীবী মুহূর্তের চঞ্চল আনন্দ। আবার দেখবে অনায়াসলব্ধ যে প্রেম সে প্রেমে নেই কোন আনন্দের উত্তেজনা, সেটা একটা লাভ বলে মনেই হয় না। কিন্তু প্রচুর শ্রম ও সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও যদি প্রেম লাভ না হয় অথবা প্রেমকে হারাতে

হয় তাহলেও দুঃখের সীমা থাকে না, তখন মনে হয় বুদ্ধি দিয়ে নির্বুদ্ধিতাকে কেনা হলো, নির্বুদ্ধিতার দ্বারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো বুদ্ধি।

প্রোটিয়াস। তোমার এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তুমি আমায় একবারে বোকা বলতে চাইছ।

ভ্যালেণ্টাইন। তুমিই তোমার দৃষ্টান্ত নিয়ে সেটা প্রমাণ করবে।

প্রোটিয়াস। আসলে তুমি প্রেমকেই অকারণে দোষ দিচ্ছ; কিন্তু আমি নিজে ত আর প্রেম নই।

ভ্যালেণ্টাইন। তুমি প্রেম নও, কিন্তু প্রেম তোমার প্রভু। এই প্রেমই নিয়ন্ত্রিত করছে তোমার জীবনকে। সুতরাং যে এই রকম নির্বোধ প্রভুর বশে চালিত হয় তাকে কি বিজ্ঞ বা বুদ্ধিমান বলবে লোকে ?

প্রোটিয়াস। পণ্ডিতরা কিন্তু বলেছেন, সুগন্ধি ফুলের কুঁড়ির ভিতরে যেমন দুষ্ট কীট লুকিয়ে থাকে, তেমনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকদের মগজেও লুকিয়ে থাকে প্রেমের কীট।

ভ্যালেণ্টাইন। আবার পণ্ডিতরা এ কথাও বলেছেন যে, অনেক দুঃসাহসী ফুলের কুঁড়ি যেমন কীটদষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে না উঠতেই অকালে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অনেক বুদ্ধিমান লোকে অল্পবয়সে প্রেমে পড়লে প্রেমের কীটের দংশনের ফলে তাদের বুদ্ধিও নষ্ট হয়ে যায়। যৌবনের সবুজ সজীবতা তারা অকালে হারিয়ে ফেলে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতিরও আর কোন আশা থাকে না। কিন্তু আমি তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বৃথাই সময় নষ্ট করছি। কারণ তুমি তা বুঝবে না। সাধারণতঃ যত কিছু যুক্তিতর্ক মানুষের প্রিয় ইচ্ছারই তোষামোদ করে থাকে। যাই হোক, আবার বিদায় জানাচ্ছি। আমার বাবা পথে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমায় জাহাজে তুলে দেবেন।

প্রোটিয়াস। চল আমিও তোমার সঙ্গে ওখান পর্যন্ত যাই ভ্যালেণ্টাইন।

ভ্যালেণ্টাইন। না প্রিয় প্রোটিয়াস, তার দরকার নেই, এখানেই বিদায়। তোমার প্রেমের সাফল্য সম্বন্ধে পত্র দ্বারা আমাকে মিলানে সব কিছু জানাবে। তোমার বন্ধুর অনুপস্থিতিকালে যা যা ঘটে তাও জানাবে। আর আমিও প্রায়ই চিঠি দেব।

প্রোটিয়াস। আশা করি মিলানে গিয়ে তুমি সুখে থাকবে।

ভ্যালেণ্টাইন। বাড়িতে তুমিও যেন সুখে থেকো। বিদায়। (প্রস্থান)

প্রোটিয়াস। সে ছুটেছে সম্মানের পিছনে, আর আমি ছুটেছি প্রেমের পিছনে। সে বন্ধুদের ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে তাদের আরো ভবিষ্যতে গৌরবান্বিত করার জন্য আর আমি আমার বন্ধুবান্ধব ও সকলকে ত্যাগ করেছি শুধু প্রেমের জন্য। হায় জুলিয়া, তুমি আমায় একেবারে বদলে দিয়েছ। আজ তোমার জন্যে আমি পড়াশুনো নষ্ট করেছি। আমার কত অমূল্য সময় নষ্ট করেছি, কত নীতি উপদেশ অমান্য করেছি, জগৎটাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছি; তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আমার বুদ্ধিকে দুর্বল করে তুলেছি আর আমার হৃদপিণ্ডকে অকারণে রুগ্ন করে ফেলেছি।

স্পীডের প্রবেশ

স্পীড। স্যার প্রোটিয়াস, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি আমার মনিবকে দেখেছেন?

প্রোটিয়াস। উনি ত এইমাত্র এখান থেকে জাহাজ ধরতে চলে গেলেন মিলান যাবার জন্য।

স্পীড। তাহলে উনি ত জাহাজে এতক্ষণ উঠে পড়েছেন আর আমি এদিকে ভেড়া খুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁকে।

প্রোটিয়াস। রাখাল কোথাও চলে গেলে তার ভেড়া এমনি করে ছুটে বেড়ায়।

স্পীড। আপনি তাহলে বলতে চাইছেন আমার মনিব হচ্ছে রাখাল আর আমি হচ্ছি একটা ভেড়া।

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ ঠিক তাই।

স্পীড। তাহলে আমার শিং কোথায়? আমি ভেড়া হলে সব সময় আমার মাথায় শিং থাকবে ত।

প্রোটিয়াস। উত্তরটা বোকার মত দিলে। এ উত্তর ভেড়ার মুখ থেকেই শোভা পায়।

স্পীড। আপনি আবার আমাকে ভেড়া বানালেন।

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ সত্যিই তাই আর তোমার মনিবকে বলছি মেষপালক।

স্পীড। না, একথা আমি মানব না। দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা অস্বীকার করব আমি।

প্রোটিয়াস। আমি আবার অন্য প্রমাণ দেব।

স্পীড। রাখালই ভেড়া খোঁজে, ভেড়া কখনো রাখালকে খোঁজে না। আমিই আমার মনিবকে খুঁজছি, আমার মনিব আমাকে খুঁজছে না। সুতরাং আমি ভেড়া নই।

প্রোটিয়াস। ক্ষিদে পেলে খাবারের জন্য ভেড়া তার রাখালকে খোঁজে, রাখালের ক্ষিদে পেলে সে ভেড়াকে খোঁজে না। তেমনি তোমার মাইনের টাকার দরকার হলে তুমি মনিবকে খোঁজ, তোমার মনিব মাইনের টাকার জন্যে তোমাকে খোঁজে না।

স্পীড। আবার একটা প্রমাণ দিয়ে আমায় ভেড়া বানালেন। এবার বলছি থাক। আর না।

প্রোটিয়াস। এবার শোন আমার কথা। জুলিয়াকে আমার সেই চিঠিটা দিয়েছ ?

স্পীড। হ্যাঁ স্যার, আমি যেন বাসি ভেড়ার মাংস আর তিনি যেন বেশ টাটকা সাজানো ভেড়ার মাংস। সেই আমি সেই তেনাকে চিঠিটা দিয়েছিলাম। আর তিনিও আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমায় কোন পারিশ্রমিক দেননি।

প্রোটিয়াস। তোমার মত ভেড়ার চরে খাবার মত মাঠ এখানে নেই।

স্পীড। মাঠ যদি না থাকে তাহলে আপনি তার কাছে গিয়ে সব জানুন। আমি কিছু পারব না।

প্রোটিয়াস। না না, তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে তোমাকে একটা বরং পাউণ্ড দিয়ে দেওয়া হবে।

স্পীড। না স্যার, এক পাউণ্ডের কিছু কম দিলেও আপনার চিঠি বইবার পারিশ্রমিকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

প্রোটিয়াস। তুমি কেন ভুল করছ। আমি পাউণ্ড বলতে পিনের কথা বলেছি।

স্পীড। পাউণ্ড থেকে পিন। তাহলে সেটা ভাঁজ করে রেখে দিন। আপনার প্রেমিকার কাছে চিঠি বয়ে নিয়ে যাবার এই পুরস্কার ?

প্রোটিয়াস। কিন্তু সে কি বলল ?

স্পীড। (ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ।

প্রোটিয়াস। ঘাড় নাড়ছ ; কিন্তু কিছু ত বোঝা যাচ্ছে না।

স্পীড। আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি স্যার। আমি বলছে

চেয়েছিলাম, তিনি ঘাড় নেড়েছিলেন। আর আমি ঘাড় নেড়ে এই কথাটাই জানিয়েছিলাম।

প্রোটিয়াস। তোমার ঘাড় নাড়া আর 'হ্যাঁ' বলা ছুটোই বাজে।

স্পীড। ঠিক আছে তাহলে আপনি এই ছুটো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।

প্রোটিয়াস। না না, চিঠি পাওয়ার জন্য তুমি পারিশ্রমিক পাবেই।

স্পীড। না স্যার, আমি দেখছি আপনার কাজ করা আমার দ্বারা আর হবে না।

প্রোটিয়াস। তুমি কি কাজটা আমার করেছ শুনি ?

স্পীড। কেন, আপনাদের চিঠিগুলো ত আমি ভালভাবেই বহন করে নিয়ে গিয়েছি আর নিয়ে এসেছি। আর তার জন্যে আপনি আমাকে ঘাড় নাড়ার কথা ছাড়া কোন পারিশ্রমিকই দেননি।

প্রোটিয়াস। ধিক আমাকে। তোমার ত দেখছি বেশ বুদ্ধি আছে যা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে তোমার মাথা থেকে।

স্পীড। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসেও ত আপনার টাকার থলেটাকে ধরতে পারছে না। আমার বুদ্ধির ফাঁক দিয়ে সেটা কেবল পালাচ্ছে।

প্রোটিয়াস। এবার আসল কথায় এস। সংক্ষেপে বল কী সে বলল ?

স্পীড। আপনার টাকার থলেটা খুলুন দেখবেন তাতে আমার টাকা আর আপনার খবর ছুটোই রয়েছে।

প্রোটিয়াস। ঠিক আছে, এই নাও তোমার টাকা। এবার বল ত সে কি বলল ?

স্পীড। সত্যিই বলছি, আপনার পক্ষে তাকে পাওয়ার আশা খুবই কম।

প্রোটিয়াস। কেন, তার হাবভাব থেকে এ ধরণের কি কোন কিছু আভাস পেলে নাকি ?

স্পীড। না স্যার, আমি তার থেকে কিছুই পাইনি। আপনার চিঠি দেওয়ার জন্য এমন কি একটা ডুকেট পর্যন্ত পাইনি। আমার কাছে সে যদি এমনি কড়া হয় তাহলে দেখবেন আপনার কাছেও তেমনি কড়া কথাই লিখেছে। ওর মনটা ইস্পাতের মত শক্ত, সুতরাং পাথর ছাড়া ওকে আর কোন উপহার দেবেন না।

প্রোটিয়াস। সে কি বলল ? কিছুই না ?

স্পীড। শুধু 'এই নাও তোমার পারিশ্রমিক,' একথাটা পর্যন্ত বলল না।

আর আপনার উদারতাও পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম আপনি আমায় মহা পরীক্ষায় ফেলেছেন। এর বদলে আপনি এখন থেকে নিজেই চিঠি বয়ে নিয়ে যাবেন আর এই কথাটা আমি আমার মনিবের কাছেও বলব।

প্রোটিয়াস। যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দাওগে। তোমার জাহাজটা বাঁচাওগে ঝড়ের কবল থেকে। তবে তুমি কোন জাহাজে থাকলে সে জাহাজ জলে ডুববে না, কোন উষর মরুভূমিতে গিয়ে উঠবে যেখানে তোমাদের জল অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে।

প্রোটিয়াস। এবার কোন ভাল পত্রবাহককে পাঠাতে হবে। এমন অযোগ্য পিওনের হাতে চিঠি দিলে আমার জুলিয়া আমার চিঠির ছত্রগুলো ঠিক বুঝতে পারবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য। জুলিয়াব বাড়ি সংলগ্ন বাগান।

জুলিয়া ও লুসেত্তার প্রবেশ

জুলিয়া। এবার বল লুসেত্তা, আমরা এখানে একা আছি। তুমি কি আমায় তাহলে প্রেমে পড়তে বল ?

লুসেত্তা। হ্যাঁ ম্যাডাম, তাই বলছি, তবে একটু দেখে শুনে পড়বেন।

জুলিয়া। যে সব সুন্দর সুন্দর ভদ্রলোক প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের মধ্যে তোমার মতে কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসার যোগ্য ?

লুসেত্তা। দয়া করে তাদের নামগুলো বলে যান। আমি আমার ক্ষুদ্র সরল বুদ্ধি অনুসারে তাদের সম্বন্ধে আমার মতামত জানাব।

জুলিয়া। আচ্ছা, সুদর্শন স্যার এগ্ল্যামার সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

লুসেত্তা। উনি একজন মার্জিত নাইট যিনি সুন্দর আর সুবক্তা। কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম তাহলে কখনই বিয়ে করতাম না।

জুলিয়া। ধনী মার্কেশিও সম্বন্ধে কি বলতে চাও তুমি ?

লুসেত্তা। তাঁর ধনসম্পদ প্রচুর আছে ; কিন্তু নিজস্ব গুণগরিমা এমন কিছু নেই।

জুলিয়া। ভদ্র শান্ত প্রোটিয়াস সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও ?

লুসেত্তা। হা ভগবান্ ! হা ভগবান ! কী বোকার মত কথা দেখ।

জুলিয়া। এ কি ! তার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে এমন আবেগে ঢলে পড়ার কি থাকতে পারে ?

লুসেত্তা। ক্ষমা করবেন ম্যাডাম! আমার মত অযোগ্য লোকের পক্ষে তাঁর মত ভদ্রলোকের সমালোচনা করা নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়া ছাড়া আর কিছুই না।

জুলিয়া। এত লোকের মধ্যে শুধু প্রোটিয়াস সম্বন্ধেই বা তুমি একথা বলছ কেন?

লুসেত্তা। কারণ প্রোটিয়াসকেই আমি সবচেয়ে ভাল মনে করি।

জুলিয়া। এ বিষয়ে তোমার যুক্তি কি?

লুসেত্তা। আমার মত একজন নারীর মনে তাকে ভাল লেগেছে এ ছাড়া আর কোন যুক্তি নেই। আমি তাকে ভাল মনে করি বলেই সে আমার চোখে ভাল।

জুলিয়া। তাহলে তুমি কি তারই উপরে আমার প্রেমকে ছেড়ে দিতে বল?

লুসেত্তা। হ্যাঁ, যদি অবশ্য আপনি না চান যে মাঝ মাঠে আপনার প্রেম মারা না যায়।

জুলিয়া। কেন, সে ত কোন ভাবেই আমার মনে রেখাপাত করতে পারে নি।

লুসেত্তা। না পারলেও সবার থেকে সে-ই আপনাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

জুলিয়া। সে কথা কম বলে আর তার এই স্বল্পভাষিতাই প্রমাণ করে যে তার প্রেমও স্বল্প।

লুসেত্তা। যে আগুন বাইরে না ছড়িয়ে ভিতরে ভাল করে ঢেকে রাখা হয়, সে আগুনই সবচেয়ে বেশী পোড়ায়।

জুলিয়া। কিন্তু যারা ভালবাসার কথা ভাল করে প্রকাশ করে না মুখে, তারা ভালই বাসে না।

লুসেত্তা। যারা পাঁচজনকে তাদের ভালবাসার কথা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ায় তারা মোটেই ভালবাসে না।

জুলিয়া। আমি তার মনের কথা জানব।

লুসেত্তা। এই কাগজটা পড়ে দেখুন।

জুলিয়া—'জুলিয়াকে'—বল কার চিঠি?

লুসেত্তা। পড়লেই এর ভিতর কি আছে বুঝতে পারবেন।

জুলিয়া। বল, বল, কে তোমায় এটা দিয়েছে ?

লুসেত্তা। দিয়েছে আমাকে স্যার ভ্যালেন্টাইনের ভৃত্য আর আমার মনে হয় এটা পাঠিয়েছেন প্রোটিয়াস। এটা অবশ্য আপনার হাতেই দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু পথে আমায় দেখতে পেয়ে সে আমায় দেয় আর আপনার নাম করে আমিই এটা গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে কোন দোষ হলে ক্ষমা করবেন।

জুলিয়া। এখন দেখছি, তুমি ত বেশ ঘটকালি করতে পার। কোন সাহসে তুমি যার তার আজে বাজে চিঠি নাও এবং আমারই যৌবন ও প্রেমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর? শোন, এটা খুবই শক্ত কাজ আর তুমিই সে কাজ পারবে। এই চিঠিটা নিয়ে যাও আর এটা ফিরিয়ে দিয়ে তবে আসবে। যদি তা না পার তাহলে আমার সামনে আর কখনই আসবে না।

লুসেত্তা। ভালবাসার জন্য ওকালতি করতে পাঠালে ঘৃণার থেকে অনেক বেশী পারিশ্রমিক দিতে হয়।

জুলিয়া। তুমি যাবে কি ?

লুসেত্তা। আমি যাব আর আপনি শুধু প্রেমের কথা ভাববেন। (প্রস্থান)

জুলিয়া। এখন দেখছি, চিঠিটা না পড়ে সেটা অগ্রাহ্য করেছি, তবে এখন তাকে ডেকে একবার ঘুরিয়ে আনাও ত লজ্জার কথা। যে দোষের জন্য তাকে একটু আগে তিরস্কার করেছি সে দোষের কাজ এখন তাকে করতে বলতে পারি না। কিন্তু মেয়েটা কত বোকা! তার বোঝা উচিত ছিল, যতই হোক আমি মেয়ে, তার উচিত ছিল জোর করে চিঠিটা আমার সামনে খুলে ধরা, তার বোঝা উচিত ছিল মেয়েরা লজ্জায় যেখানে 'না' বলে আসলে তখন তারা 'হাঁ' বলতে চায়। ধিক ধিক এই খেয়ালী প্রেমের মুর্খতায়! যে প্রেম কোন রাগী শিশুর মত হঠাৎ ধাত্রীকে খামচে ছিঁড়ে দিয়ে পরক্ষণেই শান্ত হয়ে লাটিম চুষতে থাকে। কত রাগান্বিত ভাবেই না লুসেত্তাকে আমি এখান থেকে চলে যেতে বললাম, কিন্তু আসলে আমি চাইছিলাম সে এখানে থাক। বাইরে রাগের বশে আমি আমার চোখ দুটোকে কুটিল করে তুলেছিলাম, কিন্তু অন্তরের আনন্দের তাড়নায় হাসি ফেটে বেরিয়ে আসছিল আমার মুখে। যে বোকামি আমি আগেই করে ফেলেছি এখন তার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে লুসেত্তাকে ফিরিয়ে আনা। কই, লুসেত্তা আছ ? (লুসেত্তার পুনঃপ্রবেশ)

লুসেত্তা। কি বলতে চান ?

জুলিয়া। এখন কি দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে ?

লুসেত্তা। হ্যাঁ সময় হয়েছে, অবশ্য যদি আপনি আপনার পাকস্থলীটাকে কোন খাদ্য না দিয়ে হত্যা করতে না চান।

জুলিয়া। তুমি এত রেগে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিচ্ছিলে ?

লুসেত্তা। না কিছু না।

জুলিয়া। তবে কিসের ওপর তখন ঝুঁকে পড়েছিলে ?

লুসেত্তা। যে কাগজটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল তা কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম।

জুলিয়া। সে কাগজটা কি কিছুই না ?

লুসেত্তা। আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জুলিয়া। তাহলে ওটা পড়ে থাক, যাদের সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে তারাই কুড়িয়ে নেবে ওটা।

লুসেত্তা। এই চিঠির যদি ঠিকমত ব্যাখ্যা হয় তাহলে কখনই এটা অনাদরে পড়ে থাকবে না, যার উদ্দেশ্যে লেখা তার কাছে যোগ্য সমাদর এটা পাবেই।

জুলিয়া। নিশ্চয় তাহলে তোমার কোন প্রেমিক চিঠি লিখেছে মিল করা ছন্দে।

লুসেত্তা। আপনি ওর স্বরলিপি করে দিলে আমি এটা গান হিসাবে গাইতে পারতাম।

জুলিয়া। আমার স্বরলিপি হবে ছেলেখেলার মত। 'লাইট অফ লাভ' অর্থাৎ 'প্রেমের আলো' সেই গানটার মত করে গাও।

লুসেত্তা। গভীর অর্থবহ এ লেখার ছন্দ অত হালকা সুরে গাওয়া ঠিক হবে না।

জুলিয়া। ভারী ! তাহলে নিশ্চয় এর উপর কোন বোঝা আছে।

লুসেত্তা। হ্যাঁ, তবে সে বোঝা সুরের বোঝা, আপনি যদি ঠিকমত গাইতে পারেন।

জুলিয়া। কিন্তু তুমি গাইছ না কেন ?

লুসেত্তা। আমি এত উঁচুতে উঠতে পারি না।

জুলিয়া। কই দেখি তোমার গানটা। (লুসেত্তা চিঠিটা ধরে রাখার চেষ্টা করল)। কই দেখি দাও দাও, পাজী কোথাকার !

লুসেত্তা। আপনি এটা গান হিসেবে সুর করে গাইতে পারেন। কিন্তু আপনার এ সুর আমার ভাল লাগে না।

জুলিয়া। ভাল লাগে না ?

লুসেত্তা। আপনার সুরটা বড় তীক্ষ্ণ।

জুলিয়া। তুই বড় পাজী আর অহঙ্কারী।

লুসেত্তা। আপনি আবার এখন খুব নরম হয়ে গানের সুরটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। যেন একটা ফাঁক রয়েছে আপনার গানে।

জুলিয়া। আসল কথা তোর মনটাই ভাল নেই।

লুসেত্তা। আমি প্রোটিয়াসের কথা ভাবছি।

জুলিয়াস। ওর কথা আর আমায় ভাবিয়ে তুলতে পারবে না। আমার প্রতিবাদ স্বরূপ আমি এটা ছিঁড়ে ফেলছি। (চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল) যাও এবার, চিঠিটা টুকরো হয়ে পড়ে থাক। যদি এগুলো কুড়োতে যাও তাহলে আমি রেগে যাব।

লুসেত্তা। আশ্চর্য, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল! ঠিক আছে আমি আর একটা চিঠি নিয়ে এসে ওকে রাগিয়ে তুলব আর ও তখন সত্যি সত্যিই আরো অনেক খুশি হবে।

জুলিয়া। এত রাগ যে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম! যে হাতে এ প্রেমের চিঠি ছিঁড়লাম ধিক সে হাতে। আমার এই নিষ্ঠুর হাতটা বোলতার মত প্রেমের মধু পান করার জন্যে মধুস্রাবী কথার মৌমাছিগুলোকেই হুল ফুটিয়ে হত্যা করে দিল। আমি আমার দোষের শাস্তিস্বরূপ এ চিঠির টুকরোগুলোকে চুম্বন করব। এই দেখ, এখানে লেখা রয়েছে 'দয়াবতী জুলিয়া।' না আমি ত দয়াবতী নই, আমি হচ্ছি নির্দয় জুলিয়া, যেন কোন অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধকল্পে আমি তোমার নামটা শক্ত পাথরের উপর আছড়ে ফেলে দিয়েছি, আবার ঘৃণাভরে পা দিয়ে দলে মাড়িয়ে দিয়েছি। এখানে লেখা রয়েছে, 'প্রেমাহত প্রোটিয়াস'। হায় প্রেমাহত নাম, তোমার আঘাতের ক্ষত না সারা পর্যন্ত আমার অন্তরের প্রেমসিক্ত চুম্বন দিয়ে তোমায় সারিয়ে তুলব। প্রোটিয়াস কথাটা দু তিনবার লেখা রয়েছে। হে বাতাস তুমি শান্ত হও। এই ছেঁড়া চিঠির টুকরো কথাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেও না, তাহলে আমি এ চিঠির মধ্যে একমাত্র আমার নাম ছাড়া যে অক্ষরগুলিকে খুঁজে পেতে চাই তা আমি পাব না। তুমি শান্ত না হলে হঠাৎ

একটা ঘূর্ণিবায়ু এসে কোন এক সুউচ্চ পর্বতে অথবা কোন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ফেলে দেবে এই টুকরোগুলোকে। চিঠিটার একটা জায়গায় লেখা রয়েছে, 'হতভাগ্য নিঃসঙ্গ প্রোটিয়াস, প্রেমিক প্রোটিয়াস, প্রিয়তমা জুলিয়ার প্রতি।' আমার নামটা আমি ছিঁড়ে ফেলব। কিন্তু না না ছিঁড়ব না, কারণ আমার নামটা তার নামের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখেছে যে আলাদা করে এটাকে ছেঁড়া চলবে না। তা না করে বরং এই নাম দুটোকে উপরে নিচে করে ভাঁজ করে রাখব এমনভাবে যাতে এরা ইচ্ছামত পরস্পরে পরস্পরকে চুম্বন ও আলিঙ্গন অথবা কলহ করতে পারে।

লুসেত্তার পুনঃপ্রবেশ

লুসেত্তা। ম্যাডাম। খাবার তৈরি এবং আপনার বাবা অপেক্ষা করছেন।

জুলিয়া। ঠিক আছে, যাচ্ছি।

লুসেত্তা। এ কি, এখানে কাগজের টুকরোগুলো থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

জুলিয়া। যদি তোমার এতই ভক্তি তাহলে কুড়িয়ে নিতে পার এগুলোকে।

লুসেত্তা। না আমি কুড়োব কেন, আমাকেই ত এগুলো ফেলতে বলা হয়েছিল, তবে হ্যাঁ, এগুলো বেশীক্ষণ এখানে পড়েও থাকবে না।

জুলিয়া। আমি দেখছি এ গুলোর প্রতি দরদ তোমার উথলে উঠছে।

লুসেত্তা। হ্যাঁ ম্যাডাম। তবে আপনিও বলুন এগুলো দেখতে সত্যিই আপনার কেমন লাগছে ?

জুলিয়া। চল। চল চল, যাবি না কি বল। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেরোনা। এ্যাণ্টনিওর বাড়ি।

এ্যাণ্টনিও। আমায় বল প্যান্থিনো, কি কথা বলার জন্য আমার ভাই তোমাকে মঠের মধ্যে আটকে রেখেছিল ?

প্যান্থিনো। তাঁর ভাইপো অর্থাৎ আপনার পুত্র প্রোটিয়াসের জন্য।

এ্যাণ্টনিও। কেন তাকে নিয়ে কি হলো ?

প্যান্থিনো। তাঁর ভয় হচ্ছিল আপনি বোধ হয় তাকে 'তার যৌবনে বাড়িতে আটকে রেখে দেবেন অথচ সাধারণ স্বল্পখ্যাত লোকরা তাদের ছেলেদের বাইরে ছেড়ে দেয়। কেউ তাদের ছেলেকে ছেড়ে দেয় যুদ্ধে সৌভাগ্যের সন্ধান করতে, কেউ ছেড়ে দেয় নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের জন্য, আবার কেউ ছেড়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করার জন্য! তিনি বলছিলেন, আপনার

পুত্র প্রোটিয়াস এই কাজগুলোর যে কোন একটা করবে এবং তাকে তা করতে দেওয়া উচিত। আপনার বলার জন্য আমায় অনুরোধ করছিল যাতে আপনি যেন তাকে আর বাড়িতে আবদ্ধ করে না রাখেন। যৌবনে সে যদি দেশ ভ্রমণ করতে না পায় তাহলে তার যৌবনের প্রতিই অবিচার করা হবে।

এ্যাণ্টনিও। আমাকে এত করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এই গোটা মাসটা চেষ্টা করছি সে যাতে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে যাতে জাগতিক সব বিষয়ে যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। পরিশ্রমের দ্বারাই অভিজ্ঞতা অর্জন হয় এবং কালক্রমে সেই অভিজ্ঞতা পরীক্ষার দ্বারা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। এখন তাহলে বল কোথায় তাকে পাঠানো উচিত।

প্যান্থিনো। আপনি স্যার জানেন, প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইন সম্রাটের রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

এ্যাণ্টনিও। আমি তা জানি।

প্যান্থিনো। আমাব মনে হয় সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া ভাল হবে। সেখানে থেকে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশে কথাবার্তা বলে অনেক কিছু শিখবে, নানারকম অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নিজের যৌবনশক্তি ও বংশমর্যাদার পরিচয় জেনে সকলের চোখে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে।

এ্যাণ্টনিও। তোমার পরামর্শ আমার ভাল লেগেছে। তুমি ঠিক কথাই বলেছ এবং এটা কার্যে পরিণত হলে জানতে পারবে। আমি তাকে খুব তাড়াতাড়িই সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেব।

প্যান্থিনো। যদি আপনি চান আগামী কাল হলে ভাল হয়। আগামী কাল এ্যানফনসো কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে সম্রাটের কাছে চাকরির জন্য যাচ্ছেন।

এ্যাণ্টনিও। ভাল সঙ্গ। তাদের সঙ্গে প্রোটিয়াসও যাবে।

প্রোটিয়াসের প্রবেশ

যাক ভালই হয়েছে—আমি এখনি কথাটা বলব তাকে।

প্রোটিয়াস। হে প্রিয়তমা, কী মধুর তোমার পত্র! জীবন কত মধুর হয়ে উঠছে এ পত্রস্পর্শে, তার যে হাত এ পত্র লিখেছে সে হাত তার অন্তরেরই প্রতিনিধি। এ পত্রে রয়েছে তার প্রেমের শপথ, সম্মানের বিনিময়ে করা

শপথ। হায় আমাদের পিতারা যদি আমাদের প্রেমকে সমর্থন করে আমাদের জীবনের সুখকে চিরস্থায়ী করে তুলতেন !

এ্যাণ্টনিও। একি কার চিঠি পড়ছ তুমি ?

প্রোটিয়াস। এটা হচ্ছে স্যার ভ্যালেণ্টাইনের চিঠি। এমনি দু একটা কথা লেখা। কিছু প্রশংসার কথা। তার কাছ থেকে আসা একজন বন্ধু আমায় দিল।

এ্যাণ্টনিও। চিঠিটা আমায় দাও ত দেখি। দেখি কি খবর।

প্রোটিয়াস। অন্য কোন খবর নেই স্যার। শুধু লিখেছে সে কেমন সুখে আছে সেখানে, কেমন করে সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে এবং কেমন করে প্রতিদিনই সে সম্মানে ভূষিত হচ্ছে সম্রাটের দ্বারা। আর সে তার এই সৌভাগ্যের অংশীদার হবার জন্য অনুরোধ করেছে আমায়।

এ্যাণ্টনিও। তার এই ইচ্ছার কথা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে ?

প্রোটিয়াস। মনে হচ্ছে আমি যখন আপনার ইচ্ছার অধীন তখন বন্ধুর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতে পারি না।

এ্যাণ্টনিও। এখন তার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাও এক করে ফেলেছি। মনে করো না, এটা আমি হঠাৎ ঠিক করেছি। আমি ভাবনা চিন্তা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যা করব ঠিক করব এবং সেইটাই শেষ কথা হবে। আমি ঠিক করে ফেলেছি যে তুমি ভ্যালেণ্টাইনের কাছে গিয়ে কিছুদিন সম্রাটের দরবারে থাকবে। সে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ভরণপোষণ স্বরূপ যা পায় তুমি তা আমার কাছ থেকে পাবে। কালই যাবার জন্য তৈরি হও। কোন অজুহাত দেখাবে না, কারণ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রোটিয়াস। কিন্তু স্যার আমি এত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে পারব না। দয়া করে আমায় দু একদিন সময় দিন।

এ্যাণ্টনিও। দেখ, তোমার যা যা দরকার তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর থেকে দরকার নেই। কাল তোমাকে যেতেই হবে। এস প্যান্থিনো, তার যাওয়াটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য তুমি দেখাশোনা করবে।

(এ্যাণ্টনিও ও প্যান্থিনোর প্রস্থান)

প্রোটিয়াস। এই ভাবে আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয়ে আগুনকে পরিহার করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে গেলাম। আমার বাবা রেগে যাবেন বলে

আমি জুলিয়ার চিঠিটা তাঁকে দেখালাম না। হায়, আমি নিজে নিজেই এমন একটা অজুহাত দেখালাম যার জন্য আমাকেই আমার প্রেমাস্পদ জুলিয়ার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে। হায়, আমার প্রেম হচ্ছে এমন এক সূর্যালোকদীপ্ত বসন্ত দিনের মত যার উজ্জ্বলতা হঠাৎ কোন মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়ে যায়।

প্যান্থিনোর পুনঃপ্রবেশ

প্যান্থিনো। স্যার প্রোটিয়াস, আপনার বাবা আপনাকে ডাকছেন, উনি তাড়াতাড়ি করছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনি চলে যান।

প্রোটিয়াস। কেন, যদিও আমার অন্তর সেখানে যেতে চাইছে, তবুও কেন মন সরছে না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ।

ভ্যালেণ্টাইন ও স্পীডের প্রবেশ

স্পীড। স্যার, আপনার একটা দস্তানা।

ভ্যালেণ্টাইন। আমার দস্তানা নয়, আমার দস্তানা ত হাতেই রয়েছে।

স্পীড। এটা আপনারই, তা না হলে একটা দস্তানা কার হবে?

ভ্যালেণ্টাইন। কই দেখি, আমাকে দাও ত দেখি, এটা আমারই। এ হচ্ছে এক মধুর অলঙ্কার যা এক স্বর্গীয় বস্তুকে অলঙ্কৃত করে রাখে। ও সিলভিয়া, সিলভিয়া।

স্পীড। (জোরে চীৎকার করে) ম্যাডাম সিলভিয়া, ম্যাডাম সিলভিয়া!

ভ্যালেণ্টাইন। এ কি করছ?

স্পীড। সে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না তাই জোরে ডাকছি।

ভ্যালেণ্টাইন। কিন্তু কে তোমায় ডাকতে বলেছে?

স্পীড। কেন স্যার, আপনিই ত তার নাম ধরে প্রার্থনা করছিলেন? তা না হলে অবশ্য আমি ভুল করেছি।

ভ্যালেণ্টাইন। দেখ, এটা কিন্তু তোমার খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

স্পীড। আবার খুব আস্তে কাজ করার জন্যেও এর আগে একবার আমায় বকেছিলেন।

ভ্যালেণ্টাইন। আচ্ছা বলত, তুমি ম্যাডাম সিলভিয়াকে চেন?

স্পীড। যিনি আপনার প্রার্থনা শুনতে ভালবাসেন?

ভ্যালেণ্টাইন কি করে তুমি জানলে আমি তাকে ভালবাসি ?

স্পীড। আমি বুঝছি কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখে। আপনি স্যার প্রোটিয়াসের মত হাতটা মোচড়ান প্রায়ই, রোবিন পাখির মত আপনি প্রেমের গান করে আনন্দ পান; আপনি এখন একা হাঁটেন এবং খুব ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত। আপনি এ, বি, সি, ভুলে যাওয়া কোন স্কুলের ছোট্ট ছেলের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর আপনি এমন এক ছোট্ট মেয়ের মত কাঁদেন যার সদ্য ঠাকুরমা মারা গেছে। আপনি এখন ভাল করে খাননা, ভিখিরিদের মত টেনে টেনে কথা বলেন। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন আপনি মোরগের মত সশব্দে হাসতেন যখন সিংহের মত দর্পভরে হাঁটতেন, আপনি আগে দুপুরে খাওয়ার পর উপবাস করতেন, একমাত্র টাকার অভাব হলেই বিষণ্ন বোধ করতেন। কিন্তু এখন স্যার, আপনি একেবারে মেয়েতে পরিণত হয়েছেন, আপনাকে দেখে আমার সেই মনিব বলে চিনতেই পারছি না।

ভ্যালেণ্টাইন। এই সব কিছু লক্ষণ আমার মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ ?

স্পীড। হ্যাঁ, এই সব কিছুই আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে ছাড়া।

ভ্যালেণ্টাইন। আমাকে ছাড়া ? সে কি করে হয় ?

স্পীড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই আপনাকে ছাড়া। কারণ আপনি একদিন খুব সহজ লোক ছিলেন এবং এই সব নির্বোধের লক্ষণগুলির একটিও আপনার মধ্যে ছিল না। এখন এগুলি আপনার মধ্যে রয়েছে বলে আপনাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হচ্ছে। প্রস্রাবের মধ্যে যেমন জল মিশে থাকে তেমনি আপনিও এই সব লক্ষণগুলির মধ্যে এমনভাবে মিশে আছেন যে তা খুঁজে বার করার জন্য ডাক্তারের চোখ চাই।

ভ্যালেণ্টাইন। কিন্তু বল, তুমি আমার প্রিয়তমা সিলভিয়াকে চেন ?

স্পীড। তার নৈশভোজন করার সময় যে মেয়েটির দিকে আপনি তাকিয়ে থাকেন সেই মেয়েটিকে ?

ভ্যালেণ্টাইন। তুমি কি তা লক্ষ্য করেছ ? হ্যাঁ, আমি তারই কথা বলছি।

স্পীড। কিন্তু স্যার, আমি ত তাকে চিনি না।

ভ্যালেণ্টাইন। তুমি, দেখেছ আমি তার পানে তাকিয়ে থাকি অথচ তাকে চেন না ?

স্পীড। মেয়েটি কি দেখতে খারাপ নয় স্যার ?

ভ্যালেণ্টাইন। লোকের চোখে লাগার মত সুন্দরী না।

স্পীড। স্যার আমি তা ভালই জানি।

ভ্যালেণ্টাইন। কি জান তুমি ?

স্পীড। জানি যে আপনার মত তেমন সুন্দর নয়।

ভ্যালেণ্টাইন। আমি বলতে চাইছি তার সৌন্দর্য হচ্ছে অতুলনীয়, কিন্তু তার প্রেম অপরিসীম।

স্পীড। এ দুটোরই কোনটারই মানে হয় না স্যার। কারণ একটা ত মনগড়া কল্পনা দিয়ে চিত্রিত করা আর একটার কথা ত ধরাই চলে না।

ভ্যালেণ্টাইন। কেন তুমি একথা বলছ ? কেনই বা তার রূপ চিত্রিত আর কেন তা ধরা যাবে না।

স্পীড। চিত্রিত এই জন্যে যে আপনিই শুধু তাকে সুন্দরী বলেন কিন্তু সে সৌন্দর্য আর কারো চোখে ধরা পড়ে না।

ভ্যালেণ্টাইন। আমি যদি তাকে সুন্দরী বলে মনে করি, তাহলে তুমি আমাকে কি বলবে ?

স্পীড। আপনার দেখাটা ঠিক হয়নি। আপনি যখন হতে তাকে দেখছেন তখন থেকেই সে বিকৃত হয়ে গেছে।

ভ্যালেণ্টাইন। কখন থেকে সে আবার বিকৃত হলো ?

স্পীড। যখন থেকে আপনি তাকে ভালবাসছেন।

ভ্যালেণ্টাইন। আমি যখন তাকে দেখেছি তখন থেকেই তাকে ভালবাসছি এবং বরাবরই সে আমার চোখে সুন্দর।

স্পীড। আপনি যদি তাকে ভালবাসেন তাহলে তাকে ঠিকমত দেখতে পারবেন না।

ভ্যালেণ্টাইন। কেন ?

স্পীড। কারণ প্রেম হচ্ছে অন্ধ। আপনি যদি আমার চোখ দিয়ে দেখতেন ! আপনার চোখে যদি আগেকার সেই আলো থাকত যে আলো দিয়ে আপনি প্রোটিয়াসকে বকেছিলেন তার মোজায় গার্টার ছিল না বলে।

ভ্যালেণ্টাইন। তাহলে এখন আমার কি দেখা উচিত ?

স্পীড। এখন দেখা উচিত আপনার নিজের বর্তমান নির্বুদ্ধিতা আর আপনার প্রেমিকার রূপান্তর। আপনি আপনার বন্ধুকে দোষ দেন, কিন্তু

তিনি প্রেমে পড়ে মোজায় গার্টার বাঁধেননি আর আপনি প্রেমে পড়ে মোজা পড়তেই ভুলে গেছেন।

ভ্যালেণ্টাইন। তাহলে ত দেখছি তুমি নিজেও প্রেমে পড়ে গেছ, কারণ গতকাল সকালে তুমি আমার জুতো ঝাড়তে ভুলে গিয়েছিলে।

স্পীড। তা বটে স্যার। তবে অন্য কারো নয়, আমি ত আমার বিছানার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম বলে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ধন্যবাদ, আপনি আমার প্রেমে পড়ার কথা যখন তুললেন তখন এবার আমি আপনাকে প্রেমে পড়ার জন্য আরো বেশী করে বকতে পারব।

ভ্যালেণ্টাইন। তাহলে মোট কথা হলো, আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

স্পীড। আমি চাই আপনি ঠিক হয়ে যান আর আপনার এই প্রেমের বাতিকটা ছুটে যাক।

ভ্যালেণ্টা। গত রাত্রিতে ও আমাকে কয়েক ছত্র প্রেমের কবিতা লিখতে বলেছিল ওর প্রেমিকের জন্য।

স্পীড। আপনি তা লিখেছেন ?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ লিখেছি।

স্পীড। সেগুলো বাজে করে লেখা হয়নি ?

ভ্যালেণ্টা। না বাজে করে না, আমি যতটা পেরেছি সাধ্যমত ভাল করেই লিখেছি। (সিলভিয়ার প্রবেশ)

চুপ। ও আসছে।

স্পীড। (স্বগতঃ) বাঃ বেশ সুন্দব গতিভঙ্গি ত। বেশ সুন্দর পুতুলের মত দেখতে। এবার আমার মনিব ওকে তার মনের কথা বলবে।

ভ্যালেণ্টা। আসুন আসুন মহাশয়া, শত শত নমস্কার আপনাকে।

স্পীড। (স্বগতঃ) কত শত আদব কায়দা জানাবে ? তার চেয়ে একবারে বিদায় দিয়ে দাও না কেন।

সিলভিয়া। স্যার ভ্যালেণ্টাইন, আপনাকে এবং আপনার ভৃত্যকে দুই হাজার নমস্কার।

স্পীড। (স্বগতঃ) উনি যখন এক হাজারের জন্য আর এক হাজার সুদ দিচ্ছেন তখন আমার মনিবকেও সুদ দেওয়া উচিত।

ভ্যালেণ্টা। আপনি আমায় বলেছিলেন বলে আমি আপনার সেই নামহীন

অজানা বন্ধুকে চিঠিটা লিখেছি। আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল না লেখার। শুধু আপনার প্রতি কর্তব্যবশতঃই এটা লিখেছি।

সিলভিয়া। হে আমার অনুগত ভৃত্য মহাশয়, এজন্য ধন্যবাদ আপনাকে। ভালই লেখা হয়েছে।

ভ্যালেণ্টা। বিশ্বাস করুন ম্যাডাম। কাকে লেখা হচ্ছে তার নাম না জানার জন্য বিশেষ সংকোচ আর সংশয়ের সঙ্গে লিখেছি।

সিলভিয়া। আপনি হয়ত আপনার পরিশ্রমটাকে বড় করে দেখছেন?

ভ্যালেণ্টা। না ম্যাডাম, আপনি বললে আমি হাজারবার লিখব এবং তবুও—

সিলভিয়া। এতবার লিখবেন? আচ্ছা, আমি ঘটনাটা মনে করছি দাঁড়ান। তবু কিন্তু নামটা বলব না। তবু আবার এটা লেখাব এবং তবু আপনাকে ধন্যবাদ দেব। তবে আমি আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না।

স্পীড। (স্বগতঃ) তবু আপনি আমার মনিবকে কষ্ট দেবেন এবং আবার 'তবু' বলবেন।

ভ্যালেণ্টা। আপনি কি বলতে চাইছেন, আমার এই লেখাটা ভাল হয়নি?

সিলভিয়া। না না ভালই হয়েছে। লেখাটা আশ্চর্যভাবে মিষ্টি অথচ হেঁয়ালিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আপনি এটা অনিচ্ছার সঙ্গে লিখেছেন ত তাই বলছিলাম কি এটা ফিরিয়ে নিন। (চিঠিটা ফিরিয়ে দিল)

ভ্যালেণ্টা। ম্যাডাম, ওটা আপনার জন্যই লিখে দিয়েছি, আমি নিয়ে কি করব?

সিলভিয়া। হ্যাঁ, আপনি আমার অনুরোধে লিখেছিলেন। কিন্তু আমি ওটা নেব না। আপনি নিন। আমি আরও মনোগ্রাহী করে ওটা লিখিয়ে নেব।

ভ্যালেণ্টা। চটে যাবেন না, আমি আপনাকে আর একটা লিখে দেব।

সিলভিয়া। লেখা হয়ে গেলে ওটা আমায় পড়ে শোনাবেন। সেটা যদি আপনার ভাল লাগে ত ভাল আর তা না হলে মুস্কিল হবে।

ভ্যালেণ্টা। কিন্তু ম্যাডাম, আমার ভাল লাগলে কি হবে, লেখাটা ত আপনার জন্য?

সিলভিয়া। কেন, আপনার ভাল লাগলে আপনি সেটা আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে নেবেন। সুতরাং বিদায় ভৃত্য মশাই। (প্রস্থান)

স্পীড। হে অদৃশ্য দুর্বোধ্য রসিকতা! রহস্যময় হয়েও তুমি কত স্বচ্ছ, কত স্পষ্ট, মানুষের মুখের উপরকার নাকের মত, মন্দিরের চূড়ার মতই তা স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষগোচর। আমার মনিব তাকে প্রেম নিবেদন করছেন আর সে তার প্রেমিককে শেখাচ্ছে, যেন তিনি তার ছাত্র, অথচ তিনি তাকেই তাঁর ছাত্রী করতে চান। বাঃ চমৎকার চাতুরী; এমন চাতুরীর কথা কেউ কখনো শুনেছ?—আমার মনিব নিজেই নিজের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছে সে চাতুরীর দ্বারা।

ভ্যালেণ্টা। কি করছ, নিজের সঙ্গে এখন মনে মনে কি তর্ক করছ?

স্পীড। না স্যার, আমি ছন্দ মিল করছিলাম, যুক্তি ত আছে আপনার কাছে।

ভ্যালেণ্টা। কিসের ছন্দ, কিসের যুক্তি? কি জন্যে এসবের দরকার?

স্পীড। ম্যাডাম সিলভিয়ার মুখপত্র হবার জন্য।

ভ্যালেণ্টা। কার কাছে মুখপত্র হতে হবে?

স্পীড। আপনার কাছে; উনি একটা কিছুর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রেম নিবেদন করছেন আপনার কাছে।

ভ্যালেণ্টা। কি সেটা?

স্পীড। একটা চিঠির মাধ্যমে।

ভ্যালেণ্টা। কেন, তিনি ত আমাকে কোন চিঠি লেখেননি।

স্পীড। কী দরকার তাঁর লেখার? উনি ত আপনাকে দিয়েই আপনার কাছে চিঠি লিখেছেন। আপনি কেন এখনো ঠাট্টাটা ধরতে পারেননি?

ভ্যালেণ্টা। না, বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি ধরতে পারিনি।

স্পীড। না আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আচ্ছা আপনি আপনার প্রতি ওর আগ্রহটাও ধরতে পারেননি?

ভ্যালেণ্টা। কি করে পারব, উনি ত আমাকে একটা রাগের কথা ছাড়া আর কিছুই দেননি।

স্পীড। কেন, তিনি ত আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন।

ভ্যালেণ্টা। ও চিঠিটা ত আমি ওঁর বন্ধুকে লিখে দিয়েছি।

স্পীড। সে চিঠিটা উনিই নিজের হাতে আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন আর এইখানেই ব্যাপারটার শেষ।

ভ্যালেণ্টা। আমার মনে হয় এটা কিছু খারাপ না।

স্পীড। আমি বলছি, এটা ভালই হয়েছে। আপনি এর আগে কতবার ওর কাছে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু লজ্জায় অথবা বাজে কাজে কাটাবার মত সময় হাতে না থাকার জন্য হয়ত উত্তর দিতে পারেননি। অথবা উনি হয়ত চাননি যে ওর পত্রবাহক ওর মনের কথাটা জেনে ফেলুক। তাই উনি আপনাকে দিয়েই আপনার উদ্দেশ্যে প্রেমের চিঠিটা লিখিয়ে নিতে চান। আমি এসব বইএর কথা বলছি, বই থেকে শেখা কথা। কী ভাবছেন স্যার? এখন দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে।

ভ্যালেণ্টা। আমি খেয়েছি।

স্পীড। শুনুন স্যার। আপনার কুসুমিত প্রেম বাতাস খেয়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু আমার খাদ্য চাই, খাবার না হলে আমি বাঁচব না, আমায় মাংস খেতেই হবে। মেয়েলিপনা করবেন না স্যার। উঠুন উঠুন। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেরোনা। জুলিয়ার বাড়ি।

প্রোটিয়াস ও জুলিয়ার প্রবেশ

প্রোটিয়াস। ধৈর্য ধরো, শান্ত হও জুলিয়া।

জুলিয়া। যেখানে কোন প্রতিকারের আশা নেই সেখানে আমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে।

প্রোটিয়াস। আমি পারলেই অর্থাৎ কোনরকমে সম্ভব হলেই আমি চলে আসব।

জুলিয়া। এই আংটিটা আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ধরো। যদি আর কখনো না আসতে পার তাহলে এটা যেন ফিরিয়ে দিও। (আংটি দিল)

প্রোটিয়াস। তাহলে আমিও তোমাকে দিচ্ছি আমার আংটি। এই নাও।

জুলিয়া। এবার একটি চুম্বন দিয়ে এই আংটি বিনিময় পর্ব সমাধা করো।

প্রোটিয়াস। আমার বিশ্বস্ততাস্বরূপ এই আমার হাত দিচ্ছি। ওখানে থাকাকালে যদি কোন দিন এমন কি একটি ঘণ্টাও তোমার জন্যে দীর্ঘশ্বাস না ফেলে কাটাই তাহলে তার পরের ঘণ্টায় যেন আমার প্রেমাস্পদের প্রতি আমার সেই আত্মবিস্মৃতির জন্য আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই। আমার বাবা আমায় আসতে দেবে না। আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না। এখন জোয়ার এসেছে, যাবার সময় হয়েছে কিন্তু তোমার চোখে

জলের ধারা দেখছি না। সে চোখের জলের কথা মনে করে বিদেশে আমি বহুদিন কাটাতে পারব। বিদায় জুলিয়া। (জুলিয়ার প্রস্থান) সেকি, কোন কথা না বলেই চলে গেল। আমার মনে হয়, সত্যিকারের প্রেমের ধর্মই হচ্ছে এই। প্রকৃত প্রেম কখনো বেশী কথা বলে না। শুধু প্রেম কেন, মানুষের যে কোন খাঁটি বা সত্য কাজ এবং অনুভূতি এত বড় যে কোন কথা তাকে ধরতে পারে না বা অলঙ্কৃত করতে পারে না।

প্যান্থিনোর প্রবেশ

প্যান্থিনো। স্যার প্রোটিয়াস, এখনো আপনি যাননি?

প্রোটিয়াস। যাচ্ছি যাচ্ছি। হায়, এই বিচ্ছেদের বেদনা হতবাক করে দিয়েছে আমাদের। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেরোনা। রাজপথ।

একটি কুকুরসহ লন্সের প্রবেশ

লন্স। না আর আমি কাঁদব না, এবার এই মুহূর্তেই আমি আমার চোখের জল থামিয়ে দেব একেবারে। এটা আমাদের বংশেরই দোষ। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে সেই অমিতব্যয়ী পুত্রের মত আমার প্রাপ্য অংশ ঠিক পেয়েছি এবং তাই নিয়েই চলেছি স্যার প্রোটিয়াসের সঙ্গে রাজদরবারে। আমার মনে হচ্ছে আমার কুকুর ক্র্যাব হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর জীব। আমার মা কাঁদছে, বাবা ও বোন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, আমাদের ঝিও কাঁদছে, আমাদের বিড়ালটা দুটো পা তুলে লাফাচ্ছে। তবু এই নিষ্ঠুরহৃদয় কুকুরটা এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। এ যেন একটা পাথর বা পাথর টুকরো, ও শুধু একটা কুকুর। আমাদের এই বিদায়দৃশ্য দেখলে যে কোন হৃদয়হীন ইহুদীও কেঁদে ফেলত। আমার অন্ধ ঠাকুরমা চোখে দেখতে না পেলেও কেঁদে ফেলেছে। আর আমার ব্যাপারটা দেখ। এই জুতোটা আমার বাবার; না, এই জুতো জোড়ার বাঁ পাটিটা বাবার; না না এই বাঁ পাটিটা আমার মায়ের। না, এর কোনটাই বোধ হয় মার নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বটে, এর শুকতলাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ এই গর্তওয়ালা জুতো পাটিটাই আমার মায়ের আর এই পাটিটা হচ্ছে আমার বাবার। এরই মধ্যে সব গুলিয়ে ফেলেছি। এবার দেখ, এই লাঠিটা আমার বোনের, এ লাঠি শ্বেতপাথরের মত সাদা আর যাদুকাঠির মত ছোট্ট। এই টুপীটা হলো আমাদের ঝি ন্যানের। আমি বা আমার সম্পত্তি বলতে যা কিছু

তা শুধু এই কুকুরটি। তা কি করে হবে, কুকুর কুকুর আর আমি আমি। এ হচ্ছে আমার আর আমি হচ্ছি ওর। যাক, এবার চল চল। এবার আমি বাবার কাছে যাই। বাবা, তোমার আশীর্বাদ দাও। কান্না থামিয়ে একটা কথাও কি বলবে না? এবার আমার বাবাকে চুম্বন করব। বা, এবার আমার বাবা কাঁদছে। এবার চল মায়ের কাছে যাই। মা আমার শক্ত কঠিনহৃদয় নারীর মত কথা বলছে; আচ্ছা, এবার তাঁকেও চুম্বন করলাম। হয়ে গেছে, আমার মার নিঃশ্বাস ওঠানামা করছে। এবার আমি আমার বোনের কাছে যাচ্ছি, দেখ সে কেমন আর্তনাদ করে কাঁদছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে এই কুকুরটা এক ফোঁটা জলও ফেলল না চোখ থেকে আর একটা কথাও বলল না মুখ থেকে। অথচ দেখ, আমি চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেললাম।

প্যান্থিনোর প্রবেশ

প্যান্থিনো। লন্স, যাও জাহাজে চড়গে। তোমার মনিব ত জাহাজে চড়েছেন। জাহাজ ছাড়া হয়ে গেলে কি তুমি যাবে? কী ব্যাপার! সে কি, তুমি কাঁদছ? যাও যাও, গাধা কোথাকার! আরো দেরি করলে জোয়ার চলে যাবে।

লন্স। জোয়ার চলে গেলে কি করব বল। এই হৃদয়হীন নির্দয় বন্ধনটা আমায় এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে আমি যেতে পারছি না।

প্যান্থিনো। কিসের বন্ধন, কার বন্ধন?

লন্স। কেন, আমার কুকুর ক্র্যাবের বন্ধন।

প্যান্থিনো। সত্যি বলছি, আমি বেশ বুঝেছি জোয়ারটা সত্যি চলে যাবে, আর জোয়ারটা হারালে তুমি সমুদ্রযাত্রার সুযোগটাও হারাবে আর এ সুযোগ হারালে তুমি তোমার মনিব আর চাকরি দুটোই হারাবে—একি, তুমি আমার মুখটা হাত দিয়ে জোর করে বন্ধ করে দিলে কেন?

লন্স। পাছে তুমি তোমার জিবটা হারাও তাই।

প্যান্থিনো। কেন আমি আমার জিব হারাব?

লন্স। এত বড় গল্প বলতে গিয়ে।

প্যান্থিনো। আমি ভেবেছিলাম তোমার লেজের জন্য আমার জিবটা হারাতে হবে। তার মানে হঠাৎ পশু হয়ে গিয়ে জিবটা আমার কামড়ে দেবে।

লন্স। জোয়ারের জলটা হারালে আমাকে জাহাজ, আমার মনিব, চাকরি সব হারিয়ে এখানে বসে থাকতে হবে। কেন, নদীর জল শুকিয়ে গেলে আমি আমার চোখের জলে তা ভরিয়ে দেব, বাতাস বন্ধ হয়ে গেলে আমি আমার দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়ে নৌকো চালিয়ে যাব।

প্যান্থিনো। চল চল। আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছি।

লন্স। আমাকে যে কোন নামে ডাকতে পার।

প্যান্থিনো। তুমি যাবে কি ?

লন্স। আচ্ছা যাচ্ছি চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ।

সিলভিয়া, ভ্যালেণ্টাইন, থুরিও ও স্পীডের প্রবেশ

সিলভিয়া : হে আমার ভৃত্য।

ভ্যালেণ্টা। কি ম্যাডাম ?

স্পীড। মনিব, স্যার থুরিও রাগে আপনার উপর ভ্রূকুটি করছেন।

ভ্যালেণ্টা। ওটা উনি করছেন প্রেমের জন্য।

স্পীড। আপনার জন্য নয় ?

ভ্যালেণ্টা। তাহলে আমার প্রেমিকার জন্য।

স্পীড। আপনি তাহলে ওকে একটা ঘুঁষি মেরে দিন। (প্রস্থান)

সিলভিয়া। ভৃত্য, তুমি কিন্তু বড় বিষণ্ণ।

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।

সিলভিয়া। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বিষণ্ণ নও ?

ভ্যালেণ্টা। হয়ত আমি তাই বটে।

থুরিও। তাহলে বিষণ্ণতার ভান করছ।

ভ্যালেণ্টা। তাহলে তুমিও তাই করছ।

থুরিও। আমাকে দেখে তাহলে কি মনে হচ্ছে ?

ভ্যালেণ্টা। বেশ বিজ্ঞ মনে হচ্ছে।

থুরিও। এর উল্টোটা কি ?

ভ্যালেণ্টা। বিজ্ঞতার উল্টো মুর্খতা।

থুরিও। আমার মুর্খতার পরিচয় কোথা পেলে ?

ভ্যালেণ্টা। তোমার জার্কিন থেকে পেয়েছি তার পরিচয়।

থুরিও। আমার জার্কিন ত আমার আণ্ডারপ্যাণ্ট বা অন্তর্বাস যা ভিতরে আছে।

ভ্যালেণ্টা। তাহলে ত তোমার অন্তর্বাস আর বহির্বাস এই দুইএর মাধ্যমে আমি তোমার দ্বিগুণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাব।

থুরিও। সে কেমন করে সম্ভব?

সিলভিয়া। সেকি, তুমি রেগে যাচ্ছ স্যার থুরিও? তোমার মুখের রং বদলে যাচ্ছে।

ভ্যালেণ্টা। ওকে চলে যেতে বলুন ম্যাডাম, ওকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক চামেলি ফুলের মত।

থুরিও। হ্যাঁ চামেলি ফুলই বটে যে তোমার রক্ত শুষে বেঁচে থাকতে চায়, বাতাস খেয়ে না।

ভ্যালেণ্টা। তোমার কথা শেষ হয়েছে?

থুরিও। হ্যাঁ, এখনকার মত আমার কাজ শেষ হয়েছে।

ভ্যালেণ্টা। আমি ভালভাবেই জানি তোমার কাজ সব সময় আরম্ভ হবার আগেই শেষ হয়ে যায়।

সিলভিয়া। বাঃ চমৎকার কথাবার্তা হচ্ছিল, এরই মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবে?

ভ্যালেণ্টা। কিন্তু এই সব কথাবার্তার আসল প্রেরণাদাতাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

সিলভিয়া। কে সে দাতা?

ভ্যালেণ্টা। আপনিই সেই দাতা, কারণ আপনিই প্রেরণা দিয়েছেন। আপনার চোখের দৃষ্টি থেকেই স্যার থুরিও পেয়েছে তার বুদ্ধি। সুতরাং আপনার সাহায্যে ও যা পেয়েছে ও তাই খরচ করেছে।

থুরিও। স্যার, তুমি যদি আমার কথার পিঠে কথা দাও তাহলে আমি কিন্তু তোমার কথা হরণ করে তোমায় দেউলে করে ছাড়ব।

ভ্যালেণ্টা। আমি তা ভালই জানি স্যার। তোমার বাড়িতে শুধু সিন্দুকভর্তি কথা আছে। তোমার উত্তরাধিকারীদের দেবার মত শুধু তোমার কথা ছাড়া আর কোন সম্পদ নেই। তোমার চাকর বাকরদের দেখলেই বোঝা যায় তারা শুধু তোমার কথা খেয়ে বেঁচে আছে।

ডিউকের প্রবেশ

সিলভিয়া। এখন আর না, সব চুপ করো। আমার বাবা আসছেন।

ডিউক। কন্যা সিলভিয়া, তোমাকে দেখে বেশ কষ্ট দেখাচ্ছে। আচ্ছা স্যার ভ্যালেণ্টাইন, তোমার বাবা ত ভালই আছেন। তোমার এক বন্ধুর কি সুখবর আছে দেখেছ ?

ভ্যালেণ্টা। স্যার, আমার দেশ থেকে আসা কোন দূতের কাছ থেকে কোন খবর পেলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

ডিউক। তোমাদের দেশের লোক ডন এ্যাণ্টনিওকে জান ?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ স্যার জানি। ভদ্রলোককে একজন সম্মানিত এবং যশস্বী লোক বলেই জানি।

ডিউক। তার কি একজন পুত্র আছে ?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ স্যার আছে। সম্মানের দিক থেকে সে পুত্র তার পিতারই উপযুক্ত।

ডিউক। তুমি তাকে ভালভাবে জান ?

ভ্যালেণ্টা। আমি আমার নিজের মতই তাকে জানি। কারণ ছোট থেকে একসঙ্গেই কথাবার্তা ও গল্পগুজব করে দিন কাটিয়েছি। আর আমি যখন আলস্যে অমূল্য সময় নষ্ট করেছি, দেবোপম পরিপুর্ণতার এক ছদ্ম আবরণে আমার বয়সটাকে ঢেকে রেখেছি, প্রোটিয়াস তখন তার সময়ের সদ্ব্যবহার করে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে। তার বয়স অল্প হলেও তার অভিজ্ঞতা অনেক। তার মাথা অপরিপক্ক হলেও তার বিচারবুদ্ধি পাকা। তার অনুপস্থিতিতেই আমি তার সব প্রশংসা করে ফেললাম। কারণ দেহ ও মনের দিক থেকে একজন সম্মানিত ভদ্রলোকের যা যা গুণ থাকা দরকার তা তার আছে।

ডিউক। হা ভগবান! যদি এই সব গুণ তার সত্যি সত্যিই থাকে তাহলে ত সে কোন রাজকন্যার ভালবাসা পেতে পারে আর যে কোন সম্রাটের পরামর্শদাতাও হতে পারে। ঠিক আছে স্যার, এই ভদ্রলোক এতক্ষণ আমার দরবারে বেশ বড় বড় লোকের সুপারিশ নিয়ে আসছে। কিছুদিন সে আমার এখানে থাকবে। আশা করি, এ খবরে তুমি অসন্তুষ্ট হবে না কিছুমাত্র।

ভ্যালেণ্টা। এই বিদেশে মনে প্রাণে যদি কোন বস্তুকে কামনা করে থাকি তাহলে সেই হচ্ছে সেই বস্তু। অর্থাৎ আমার বন্ধুর আগমন।

ডিউক। তাহলে তার মর্যাদা অনুসারে তাকে অভ্যর্থনা করো। সিলভিয়া আর স্যার থুরিও, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। ভ্যালেণ্টাইনকে সে কথা শোনাতে চাই না। ভ্যালেণ্টাইন এখন এখানে থেকে গিয়ে পরে আবার তোমাদের কাছে আসবে।

(ডিউকের প্রস্থান)

ভ্যালেণ্টাইন। এই ভদ্রলোকের কথাই আপনাকে এর আগে বলেছি। ও আমার সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর প্রেমিকা তার স্ফটিকস্বচ্ছ দৃষ্টিব দ্বারা বেঁধে রেখেছিল ওর দুচোখের দৃষ্টিকে।

সিলভিয়া। এখন কি ওঁর প্রেমিকা অন্য কোন শিকারকে ওর বিকল্পস্বরূপ পেয়ে ওঁর দৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

ভ্যালেণ্টা। না, আমার মনে হয় এখনো বন্দী কবে রেখে দিয়েছে।

সিলভিয়া। তা কি করে হবে! তাহলে ত উনি অন্ধ হয়ে যেতেন আর অন্ধ হয়ে উনি কখনো এতদুর পথ পার হয়ে আপনার খোঁজে এখানে আসতে পারতেন না।

ভ্যালেণ্টা। কেন, প্রেমিকের কি একজোড়া চোখ থাকে? প্রেমিকের থাকে বিশ জোড়া চোখ।

থুরিও। কিন্তু লোকে বলে প্রেমের কোন চোখই নেই।

ভ্যালেণ্টা। এই সব প্রেমিকদের বিচার করতে হলে নিজের মত করে তাদের দেখবে থুরিও। প্রেম তার প্রিয়বস্তুকে শত দুর থেকেও ঠিকই দেখতে পায়। (থুরিওর প্রস্থান)

প্রোটিয়াসেব প্রবেশ

সিলভিয়া। চুপ করো, চুপ করো। ভদ্রলোক এসে গেছেন।

ভ্যালেণ্টা। এস এস প্রোটিয়াস। ম্যাডাম, কোন বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা ওঁকে আপনি অভ্যর্থনা জানান।

সিলভিয়া। এখানে উনি আসার আগেই ওঁর যোগ্যতা ও গুণের কথা অনেক শুনেছি। আচ্ছা ওঁরই কাছ থেকেই ত আপনি প্রায়ই চিঠি পেতে চাইতেন?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ ম্যাডাম, ইনিই সেই। আপনার কাছে সমর্পিতপ্রাণ আমার এক সহকারী ভৃত্যস্বরূপ ওঁকে অভ্যর্থনা করুন।

সিলভিয়া। কিন্তু এত বড় ভৃত্য রাখার ক্ষমতা আমার মত মনিবের নেই।

প্রোটিয়াস। আজ্ঞে না, তা বলবেন না। আপনার মত মনিবের সামান্য একটু কৃপাদৃষ্টি লাভের ক্ষমতাও আমার মত ভৃত্যের নেই।

ভ্যালেণ্টা। এ সব অযোগ্যতার কথা এখন তুলে রাখ। ওকে অভ্যর্থনা করুন আপনি আপনার ভৃত্য হিসাবেই।

প্রোটিয়াস। আমি আমার কর্তব্যবোধের অবশ্য বড়াই করব না।

সিলভিয়া। সে কর্তব্যের যোগ্য আমি নই। হে ভৃত্য, সম্ভাষণ লহ তব অযোগ্য মনিবের।

প্রোটিয়াস। আপনি ছাড়া একথা অন্য কেউ বললে তার শোধ নেবার জন্য আমি জীবন দিতাম।

সিলভিয়া। কেন তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ?

প্রোটিয়াস। না, আপনি অযোগ্য একথা বলার জন্যে।

থুরিওর পুনঃপ্রবেশ

থুরিও। ম্যাডাম, আমাদের লর্ড আপনার বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সিলভিয়া। আমিও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। চল থুরিও আমার সঙ্গে। আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমার নূতন ভৃত্যকে। এখন আমি যাচ্ছি তোমাদের কিছু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কথাবার্তা বলার সুযোগ দেবার জন্যে। এসব কথা হয়ে গেলে আবার দেখা করব।

প্রোটিয়াস। আমরা তখন দুজনেই আপনার কাছে যাব। (থুরিও ও সিলভিয়ার প্রস্থান)

ভ্যালেণ্টা এবার আমাদের দেশের কথা বাড়ির কথা বল।

প্রোটিয়াস। তোমার বন্ধুরা ভালই আছে।

ভ্যালেণ্টা। তোমার বন্ধুদের খবর কি ?

প্রোটিয়াস। আমি যখন আসি তারা তখন ভালই ছিল।

ভ্যালেণ্টা। তোমার প্রণয়িনী কেমন আছে আর তোমার প্রেমই বা কতদূর এগোল ?

প্রোটিয়াস। আগে ত তুমি আমার প্রেমের কথা শুনতে বিরক্ত বোধ করতে। প্রেমের আলোচনা থেকে কোন আনন্দই পেতে না।

ভ্যালেণ্টা। হায় প্রোটিয়াস, আমার সে দিন আর নেই। প্রেমকে একদিন ধিক্কার দেবার জন্য আজ আমার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। এখন সেই

শাস্তিস্বরূপ আমি ভাল করে খেতে পারি না ; হতাশা আর অনুতাপের বেদনায় প্রায়ই আর্তনাদ করতে হয় আমায় ; চোখের জলের মোটা মোটা ফোঁটা ফেলতে হয় প্রায়ই ; অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে হয়, প্রেমকে একদিন উপহাস করতাম বলে আজ প্রেম তার প্রতিশোধস্বরূপ আমার চোখের ঘুমকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, এখন শুধু নিদ্রাহীন চোখে সারাদিন চেয়ে থাকি আর দুঃখের প্রহর গণনা করি। হায় প্রোটিয়াস, প্রেম হচ্ছে এমনই এক প্রভুত্বশালী সম্রাট যে আমায় সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেছে আর যার কবল থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। এখন সেই প্রেমের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন আনন্দের কাজ নেই জগতে। এখন প্রেমের কথা ছাড়া আর কোন আলোচনাই করি না কারো সঙ্গে। এখন একবার প্রেমের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার উপবাস ভঙ্গ করতে ও ঘুমোতে পারি।

প্রোটিয়াস। আমি তোমার চোখ দেখেই তা বেশ বুঝতে পারছি। এতদিন কি এই প্রেমদেবতারই আরাধনা করছিলে ?

ভ্যালেণ্টা। তুমি ত দেখলে। সে কি একজন স্বর্গীয় দেবদূত নয় ?

প্রোটিয়াস। না, সে হচ্ছে পার্থিব নারীদের মধ্যেই একজন পরমাসুন্দরী।

ভ্যালেণ্টা। তাকে স্বর্গীয় বলবে না ?

প্রোটিয়াস। দেখ, আমি তার তোষামোদ করতে পারব না।

ভ্যালেণ্টা। না না তোষামোদ কর অন্ততঃ আমার কাছে। কারণ প্রেম মাত্রই প্রশংসা চায়।

প্রোটিয়াস। যখন আমি এ রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তখন তুমি আমায় তেঁতো ওষুধ দিয়েছিলে। এখন আমি তোমাকেও সেই ওষুধ দিচ্ছি।

ভ্যালেণ্টা। তাহলে তার কাছে সত্যি কথাটা বল। স্বর্গীয় না হলেও পৃথিবীতে তার মত সুন্দরী আর কোন নরনারী বা কোন প্রাণী নেই।

প্রোটিয়াস। একমাত্র আমার প্রেমিকা ছাড়া।

ভ্যালেণ্টা। তাও নয়। তার থেকেও সুন্দরী। তা যদি না বল তাহলে বলব আমার প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যকে তুমি স্বীকার করছ না।

প্রোটিয়াস। দেখ, আমার প্রেমাস্পদকে ভাল বলার কি কোন যুক্তিই নেই ?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ, আমি সে যুক্তিকে খুঁজে পেতে সাহায্য করব তোমায়।

তোমার প্রেমিকা আমার প্রেমিকার অধীনস্থ সহচরীরূপেই একমাত্র মর্যাদা পেতে পারে। তা না হলে কোথায় সে উড়ে যাবে ভেসে যাবে, আমার প্রেমিকার পাশে দাঁড়াতেই পারবে না।

প্রোটিয়াস। এই সব বড়াই করার কি কোন অর্থ হয়?

ভ্যালেণ্টা। ক্ষমা করো প্রোটিয়াস। আমি যা বলছি তার যোগ্যতার তুলনায় তা কিছুই না। সকলের সব যোগ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছে সে। সত্যিই সে অনন্যা, অনুপমা।

প্রোটিয়াস। তাহলে একাকীই তাকে থাকতে দাও।

ভ্যালেণ্টা। না, তাকে একা একা থাকতে দেব কেন, সারা জগতের বিনিময়েও না। সে হচ্ছে আমার একান্তভাবে নিজস্ব। আমি যদি কুড়িটা বিশাল সমুদ্রের সমস্ত সম্পদ পাই, যদি সেই সমুদ্রের প্রতিটি বালুকণা এক একটা মুক্তো হয়, সে সমুদ্রের জল হয় নেক্টার আর তার সংলগ্ন পাহাড়গুলো খাঁটি সোনার হয় তাহলেও তার বিনিময়েও আমি আমার প্রেমাস্পদকে ছাড়তে পারব না। তুমি যদি আমার প্রেমিকার কোনখানে কোন ত্রুটি দেখ তাহলে আমি স্বপ্নেও আর তোমার কথা ভাবব না। আমার একজন নির্বোধ প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, আমার প্রেমিকার বাবার তার প্রতি তার সম্পত্তির জন্য কিছুটা দুর্বলতা আছে। আমার প্রেমিকার সঙ্গে সে এইমাত্র গেল। আমাকেও যেতে হবে সেখানে। কারণ তুমি জান, প্রেমমাত্রই ঈর্ষাকাতর হয়।

প্রোটিয়াস। কিন্তু সে ত তোমায় ভালবাসে?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ, আমাদের বিয়ের কথাও হয়ে গেছে। বিয়ের জন্য দরকার মত পালানোর সব পরিকল্পনাও হয়ে গেছে। কেমন করে আমি তার ঘরের জানালায় উঠে যাব দড়ির মইএর সাহায্যে সে কথাও ঠিক হয়ে গেছে। চল প্রোটিয়াস, আমার সঙ্গে আমার ঘরে চল। এ ব্যাপারে তোমায় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে আমায়।

প্রোটিয়াস। তুমি আগে যাও। আমি যাব পরে। আমাকে একবার বড় রাস্তায় যেতে হবে, কিছু দরকার আছে। আমি পরে তোমার কাছে যাব।

ভ্যালেণ্টা। তাড়াতাড়ি যাবে ত?

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি যাব। (ভ্যালেণ্টাইনের প্রস্থান) এক

উত্তাপের দ্বারা যেমন আর এক উত্তাপ দুর হয়ে যায় একটি পেরেকের যেমন আর একটি পেরেককে তুলে ফেলা হয় তেমনি ভ্যালেণ্টাইনের প্রশংসা আমাকে ডুবিয়ে দিতে বসেছে আমার প্রেমিকার কথা। অথবা এটা কি আমারই নৈতিক বিচ্যুতি? তা না হলে এ ধরণের কথা আসবে কেন আমার মনে? মেয়েটি সুন্দরী ঠিক, কিন্তু আমার প্রেমিকা জুলিয়াও ত সুন্দরী। হ্যাঁ ও একদিন আমার প্রেমিকা ছিল। একদিন ওকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু এখন আমার সে ভালবাসা আগুনের ছোঁয়ায় মোমের পুতুলের মত গলে গেছে। শুধু তার স্মৃতিটা বেঁচে আছে। এখন মনে হয় আগের মত আমার বন্ধু ভ্যালেণ্টাইনকেও ভালবাসি না, এখন বরং তার প্রেমিকাকেই আমি বেশী ভালবাসি। আর সেই জন্যেই তার প্রতি আমার ভালবাসাটা এত কমে গেছে। আমি এখন তার দোষ দেখিয়ে কি উপদেশ দেব আমার বন্ধুকে? আমি নিজেই বিনা পরামর্শে ভালবেসে ফেলেছি তাকে। তার ছবিটা আমায় দেখতে হবে। তার ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান হয়ে যাবে আমার যুক্তির সব আলো। যখনি তার সৌন্দর্যের নিষ্কলুষ পুর্ণতার দিকে তাকাই অথবা তার কথা ভাবি তখনি সব যুক্তিবোধের আলোতে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমান্ধ হয়ে উঠি আমি। যদি আমার এই অবৈধ প্রেমাবেগকে প্রতিহত করতে পারি ত ভাল আর যদি তা না পারি তাহলে আমি তাকে ভাল করার জন্য সাধ্যমত আমার সকল কৌশল প্রয়োগ করে যাব।

পঞ্চম দৃশ্য। মিলান। রাজপথ

স্পীড ও লন্সের পৃথকভাবে প্রবেশ

স্পীড। লন্স, আমি সত্যি করে তোমায় বলছি, তুমি একবার আমাদের পদুয়ায় গেলে আমি খুব খুশী হব।

লন্স। বাজে শপথ করো না ছোকরা, আমি গেলে সত্যি সত্যিই তুমি খুশী হবে না। আমি সব সময়ের জন্য দুটো কথা মনে রাখি, সেটা হলো এই যে, মানুষ ফাঁসিকাঠে না ঝোলা পর্যন্ত চরম বিপদ বা ধ্বংসের সম্মুখীন হয় না আর কোন জায়গায় গিয়ে সে কিছু টাকা পয়সা না দিলে সে আন্তরিক অভ্যর্থনা পায় না। কিছু দিলেই তার বাড়ির মালিক বা মালিক গিন্নী তাকে স্বাগত জানিয়ে বলবে, আসুন আসুন।

স্পীড। তুমি যাবে ত পাগলা ছোঁড়া কোথাকার? তুমি সেখানে যাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাকে নিয়ে যাব এক ভাটিখানায়। সেখানে সেই মদের দোকানে পাঁচ পেনি ছুঁড়ে দিলেই তোমায় পাঁচ হাজার বার সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু একটা কথা, আচ্ছা তোমার মনিব কেমন করে ম্যাডাম জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিল ?

লন্স। প্রথমে তার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারপর তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

স্পীড। ম্যাডাম জুলিয়া কি ওঁকে বিয়ে করবে ?

লন্স। না।

স্পীড। কেন, আর তোমার মনিব কি ওঁকে বিয়ে করবেন ?

লন্স। না, উনিও করবেন না।

স্পীড। কী ব্যাপার, ওঁদের একেবারে বিচ্ছেদ হয়ে গেল নাকি ?

লন্স। না না, ওঁরা দুজনে একটা অকাটা মাছের মতই একেবারে অখণ্ড।

স্পীড। তাহলে ওঁদের সম্পর্কটা এখন কেমন যাচ্ছে ?

লন্স। এই রকম যাচ্ছে, যখন আমার মনিব ভাল ব্যবহার করেন তখন উনিও ভাল ব্যবহার করেন।

স্পীড। তুমি যে কী ধরণের একটি গাধা তার কি বলব! আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

লন্স। তুমিও আশ্চর্য ধরণের মাথামোটা, তাই আমার কথা বুঝছ না। আমার লাঠিটা আমায় ঠিক বুঝতে পারে।

স্পীড। তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ ?

লন্স। আমি কি করছি তা দেখ। দেখ দেখ, আমি লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে হেলান দিচ্ছি আর লাঠিটা আমায় দিব্যি বুঝতে পারছে।

স্পীড। তার মানে লাঠিটা তোমার দেহের নিচে রয়েছে।

লন্স। তার মানেই তাই। আমার নিচে থাকা আর আমাকে বুঝতে পারা একই কথা হলো।

স্পীড। কিন্তু বলত, ওঁদের মিল শেষ পর্যন্ত হবে ?

লন্স। আমার কুকুরটাকে শুধোও। সে হ্যাঁ বললেও হবে, না বললেও হবে। সে যদি শুধু লেজ নাড়ে আর কোন কথা না বলে তা হলেও হবে।

স্পীড। তাহলে শেষ কথা এই দাঁড়াল যে হবে।

লন্স। দেখ, এই ধরণের গোপন কথার উত্তর তুমি আমার কাছ থেকে একমাত্র রূপকের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি জানতে পারবে না।

স্পীড। যা করেই হোক পেয়েছি যে এইটাই ভাল কথা। কিন্তু লন্স তুমি যে বলছিলে তোমার মনিব একজন বিখ্যাত প্রেমিক তার মানেটা কি ?

লন্স। আমি তাঁকে কখনো ত অন্য কিছু বলে জানিনি।

স্পীড। তবে কেমন করে জেনেছ ?

লন্স। ঐ যে তুমি বললে বিখ্যাত প্রেমিক।

স্পীড। গাধা কোথাকার, তুমি আমার নাম করলে কেন ?

লন্স। বোকা কোথাকার, আমি তোমার কথা বলিনি, বলেছি তোমার মনিবের কথা।

স্পীড। এদিকে আমার কথা শোন, আমার মনিব একজন উত্তপ্ত প্রেমিক হয়ে উঠেছেন।

লন্স। আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমার মনিব যদি প্রেমের আগুনে জলে পুড়ে মরেও যান, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। যদি তোমার তাতে কিছু দুঃখ হয় ত আমার সঙ্গে মদের দোকানে চল। আর যদি না যাও তাহলে ত তুমি খৃস্টান নামের যোগ্য নও, তুমি একজন হিব্রু, একজন ইহুদী।

স্পীড। কেন আমি খৃস্টান নামের যোগ্য নই ?

লন্স। কারণ একজন খৃস্টানকে নিয়ে মদের দোকানে যাবার মত বদান্যতা তোমার নেই। চল, যাবে কি ?

স্পীড। আমি তোমার জন্যেই যেতে পারি। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ।

প্রোটিয়াসের প্রবেশ

প্রোটিয়াস। জুলিয়াকে ত্যাগ করলেও শপথভঙ্গ হবে আবার সিলভিয়াকে ভালবাসলেও শপথভঙ্গ হবে। আমার বন্ধুর প্রতি অন্যায় করলেও শপথভঙ্গের অপরাধ হবে। কিন্তু একদিন যে শক্তি প্রথম আমায় শপথ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল আজ সেই শক্তিই আমায় প্ররোচিত করেছে কেন তিন তিনটি শপথ ভঙ্গ করতে। প্রেমই হচ্ছে সেই শক্তি যা আমায় শপথ করতে বাধ্য করেছিল এবং যে শক্তি আজ শপথ ভঙ্গ করতেও বাধ্য করছে। হে মধুর রহস্যময় ব্যঞ্জনাময় প্রেম, যদি তুমি আমায় শপথভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করে

তোল তাহলে তার কোন সহজগ্রাহ্য অজুহাতের কথাও শিখিয়ে দাও। প্রথমে আমি এক কম্পমান ক্ষীণ নক্ষত্রকে বরণ করে নিয়েছিলাম, পরে যদি আমি কোন এক বিরাট সূর্যের উপাসনা করি তাহলে সেটা কি দোষের হবে? অসতর্ক ও অবিবেচনাপ্রসূত শপথ গ্রহণের সব সত্য পরবর্তী বিচার বিবেচনার আঘাতে এইভাবেই বিচূর্ণিত হয়ে যায়। মানুষের বুদ্ধিহীন সংকল্প আর বুদ্ধিহীন বাসনা বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিদূরিত হয়ে যায় এইভাবে। মানুষ তখন স্বাভাবিকভাবেই মন্দকে ছেড়ে ভালকে গ্রহণ করে। কিন্তু ছি, ছি, হায় অকৃতজ্ঞ হীন জিহ্বা, তুমি তাকে মন্দ বললে! একদিন প্রায় বিশ হাজার আন্তরিক শপথের দ্বারা যার মধুর সার্বভৌমত্বকে অন্তরে বরণ করে নিয়েছিলে আজ তাকে মন্দ বলে ত্যাগ করতে চাইছ! না, আর একজনকে ভালবাসার জন্য তাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। আবার তা না করেও আমি পারছি না। আর একটি বড় প্রেমের জন্য সেই ছোট প্রেমকে আমায় ত্যাগ করতেই হবে। জুলিয়া আর ভ্যালেন্টাইন দুজনকেই আমায় হারাতে হবে। কিন্তু যদি তাদের দুজনকে ত্যাগ না করি তাহলে আমার নিজেকেই হারাতে হবে আমায়। ভ্যালেন্টাইনকে ত্যাগ করে তার পরিবর্তে আমি পাব নিজেকে, আর জুলিয়ার পরিবর্তে পাব সিলভিয়াকে; আর আমার বন্ধুর থেকে আমি নিশ্চয়ই বেশী প্রিয় আমার নিজের কাছে। একমাত্র আত্মার আধারেই মূল্যবান হয়ে ওঠে যে কোন প্রেম। যে ঈশ্বর জুলিয়াকে পরমাসুন্দরীরূপে সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরই ত জুলিয়াকে তার তুলনায় সৃষ্টি করেছেন কুৎসিত ইথিওপীয়ার মেয়ের মত। জুলিয়া যে বেঁচে আছে একথাটা আমি ভুলে যাব, আমি মনে ভাবব, তার প্রতি আমার ভালবাসা মরে গেছে। আর মনে করব ভ্যালেন্টাইন আমার শত্রু এবং সিলভিয়াকে মনে করব তার থেকে আরও প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবে ভ্যালেন্টাইনকে আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোন আঘাত না দেওয়া পর্যন্ত আমি আমার নবজাত প্রেমের প্রতি আমার বিশ্বস্ততাকে প্রমাণ করতে পারব না। আজ রাত্রে সে দড়ির মইএ করে সিলভিয়ার ঘরের জানালায় উঠবে আর যে আমি তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই আমাকে ডেকেছে তাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য। আমি এখন তাড়াতাড়ি সিলভিয়ার বাবাকে তাদের ছদ্মবেশে পালানোর ষড়যন্ত্রের কথাটা জানিয়ে দেব আর তাহলে তিনি ভ্যালেন্টাইনকে তাড়িয়ে দেবেন এখান থেকে,

কারণ তাঁর ইচ্ছা থুরিও তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবে। আর ভ্যালেণ্টাইন চলে গেলে কৌশলে বোকা থুরিওর প্রেম করার ব্যাপারে একেবারে ইতি টেনে দেব। হে প্রেম, তুমি যেমন এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার জন্য আমায় বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছ তেমনি আমার এ উদ্দেশ্য যাতে দ্রুত সাফল্যের দিকে উড়ে যেতে পারে তার জন্য তাকে পাখা দাও। (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। ভেরোনা। জুলিয়ার বাড়ি।

জুলিয়া। এস, আমায় পরামর্শ দাও লুসেত্তা। আমায় সাহায্য করো উপযুক্ত দয়া আর সহানুভূতির সঙ্গে। আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি এ বিষয়ে। বলত, কার স্মৃতির গর্ভে সমাহিত হয়ে আছে আমার সকল ভাবনা চিন্তা। আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দাও। একটা কোন উপায় বলে দাও যাতে আমি আমার প্রিয়তম প্রোটিয়াসের কাছে চলে যেতে পারি।

লুসেত্তা। কিন্তু এত দূর এবং ক্লান্তিকর পথ কেমন করে পার হবেন ?

জুলিয়া। সত্যিকারের কোন ভক্ত তীর্থযাত্রী তার মন্দগতি আর দুর্বল পদক্ষেপ সত্ত্বেও তীর্থের জন্য দেশের পর দেশ অতিক্রম করতে ক্লান্ত হয় না। প্রেমের তীর্থযাত্রীদের আবার আরো কম কষ্ট হয়। আমার দেবতা স্যার প্রোটিয়াসকে দেখার জন্য প্রেমের হালকা পাখা নিয়ে স্বচ্ছন্দে উড়ে যাব আমি।

লুসেত্তা। তার থেকে প্রোটিয়াস ফিরে না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

জুলিয়া। তুমি কি জান না তার চোখের দৃষ্টিই আমার অন্তরাত্মার একমাত্র খাদ্য, একমাত্র জীবনীশক্তি ? আর কতদিন আমি সে খাদ্য না পেয়ে হা হুতাশ করে কাটাতে পারি ! যদি কোন প্রেমের স্পর্শ তুমি তোমার অন্তরে পেতে তাহলে তোমার এই নিরুৎসাহব্যঞ্জক কথার শীতলতা দিয়ে আমার প্রেমের উত্তাপকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা না করে আমার প্রেম তুষারশীতল হলেও তোমার কথার উত্তাপ দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে তুলতে।

লুসেত্তা। আমি আপনার প্রেমের আগুনকে নিবিয়ে দিতে চাইছি না, সে আগুন যাতে যুক্তির সীমাকে লঙ্ঘন করে আপনার জীবনের সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে না দেয় তার জন্য সেই আগুনের দুঃসহ আতিশয্য আর উচ্ছ্বাসটাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছি।

জুলিয়া। সে আগুনের যতই নিন্দা করবে সে আগুন ততই জোরে জ্বলবে।

যেমন কোন সহজ সাবলীল গতিতে মৃদু কলতানে বয়ে যাওয়া কোন শান্ত নদীস্রোত বাধা পেলে রাগে অধৈর্য হয়ে ফুলে ওঠে। কিন্তু কোন বাধা না পেলে সে স্রোত প্রতিটি উপলখণ্ডকে চুম্বন করে করে প্রতিটি পথের পাথরকে গান শোনাতে শোনাতে এগিয়ে চলে তার তীর্থের পথে। কত বাঁকে বাঁকে মোড় ফিরে এবং খেলা করতে করতে অবশেষে সে গিয়ে পৌঁছয় তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু সেই মহাসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গভীরে। সুতরাং আমাকেও সেইভাবে আমার পথে অবাধে অপ্রতিহত গতিতে চলতে দাও। আমিও তাহলে শান্ত প্রেমের মতই ক্লান্তি সত্ত্বেও খেলা করতে করতে এগিয়ে যাব আমার প্রেমরূপ লক্ষ্যবস্তুর দিকে এবং সেখানে গিয়ে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত পরিশ্রান্ত আত্মার মত আমিও আমার সমস্ত ক্লান্তিশেষে লাভ করব পূর্ণ বিশ্রাম।

লুসেত্তা। কিন্তু কিভাবে যাবেন সেখানে ?

জুলিয়া। মেয়ের বেশে যাব না। পুরুষের বেশে গেলে আমায় কোন উচ্ছৃঙ্খল মানুষের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি সহ্য করতে হবে না। আমাকে কোন এক ভদ্র চাকরের মত করে সাজিয়ে দাও।

লুসেত্তা। তাহলে আপনাকে মাথার চুল সব কেটে ফেলতে হবে।

জুলিয়া। না মেয়ে না। আমি বরং রেশমী সুতো দিয়ে কুড়িটা গেরো দিয়ে এমন এক অদ্ভুত যুবকের বেশ ধারণ করব যাকে দেখে মনে হবে একালের ছেলে হয়ে সেকালের রীতিতে চুল বেঁধেছে।

লুসেত্তা। তাহলে কাপড় কিভাবে পরবে ?

জুলিয়া। যে ভাবে পরলে আমাকে দেখে মনে হবে কোন ভৃত্য তার প্রভুর খোঁজে বার হয়েছে পথে। আচ্ছা তুমি আমাকে কোনভাবে পরাতে চাও ?

লুসেত্তা। তোমার বুকটা ঢেকে দেবার জন্য কাঁচুলির দরকার হবে।

জুলিয়া। দুর হয়ে যাও জুলিয়া, তাহলে দেখতে খুব খারাপ লাগবে।

লুসেত্তা। কাঁচুলি ছাড়া বুকটাকে খুব উঁচু দেখাবে।

জুলিয়া। লুসেত্তা, দেখ যেহেতু তুই আমায় ভালবাসিস, তুই আমায় ভাল করে বল এত দুর পথ যাত্রার জন্য কোন বেশভূষা সঙ্গত ও শোভন হবে আমার পক্ষে। তুই যা বললি সেভাবে সাজলে আমার মনে হচ্ছে লোকে আমায় নিন্দে করবে।

লুসেত্তা। যদি তাই মনে করেন তাহলে আজ পথে না বেরিয়ে ঘরে থেকে যান।

জুলিয়া। না, তা আমি থাকব না।

লুসেত্তা। তাহলে নিন্দার কোন ভয় না করে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাকে সেখানে দেখে প্রোটিয়াস খুশি হন ভাল আর যদি আপনার সেখানে যাওয়া উনি পছন্দ না করেন তাও ভাল। আমার মনে হয় উনি কিছুতেই খুশি হবেন না আপনাকে সেখানে দেখে।

জুলিয়া। আমার কিন্তু সে ভয় নেই। তার অজস্র শপথ, অশ্রুর সমুদ্র আর অনন্ত প্রেমের সততার অসংখ্য দৃষ্টান্তের কথা ভেবে আমি বেশ বুঝতে পারছি সে আমাকে সেখানে সাদরে গ্রহণ করবেই।

লুসেত্তা। এসব হচ্ছে ভণ্ড লোকদের ছলনা।

জুলিয়া। নীচু বা হীন লোকেরা এগুলো তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু প্রোটিয়াস সে ধরণের লোক না। প্রোটিয়াসের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান খুবই শুভ ছিল। যার ফলে সে এত নিষ্ঠাবান হয়েছে। তার প্রতিটি কথা যেন এক একটি বণ্ড, তার প্রতিটি শপথ যেন দৈববাণী, তার প্রেম হচ্ছে একনিষ্ঠ, তার চিন্তা নিষ্কলুষ, তার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু তার অন্তর হতে প্রেরিত এক একটি পবিত্র দুত; পৃথিবী হতে স্বর্গের দুরত্ব যে পরিমাণ, ঠিক সেই পরিমাণ দুরত্ব বিরাজ করছে প্রতারণা আর তার অন্তরের প্রেমের মধ্যে।

লুসেত্তা। ভগবান করুন আপনি সেখানে গেলে তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেন সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

জুলিয়া। দেখ লুসেত্তা, তুমি আমায় ভালবাস, সুতরাং তার প্রতি কোন খারাপ মন্তব্য করে তাঁর প্রতি কোন অন্যায় করো না। কেবল তাঁকে শ্রদ্ধা করে আমার স্নেহ ভালবাসার যোগ্য হয়ে ওঠ। আর এখনি আমার সঙ্গে আমার ঘরে গিয়ে আমাকে আমার আকাংখিত ভ্রমণের জন্য আমায় সাজিয়ে দেবে চল। আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র, বিষয়সম্পত্তি আর সম্মান সব তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে যাব। তুমি শুধু এখান থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমায় এখানকার খবরাখবর জানাবে। এস, আর কোন কথা বলো না। আমি যা বলছি করে ফেল। আমি আর দেরি সহ্য করতে পারছি না। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ।

ডিউক, থুরিও ও প্রোটিয়াসের প্রবেশ

ডিউক। স্যার থুরিও, কিছুক্ষণের জন্য তুমি একবার বাইরে যাও। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা গোপন কথা আছে। (থুরিওর প্রস্থান) এবার বল প্রোটিয়াস, তুমি কি আমায় বলতে চাও ?

প্রোটিয়াস। যে কথা আপনাকে বলব, বন্ধুত্বের খাতিরে সে কথা গোপন রাখাই উচিত। কিন্তু আমার মত একজন অযোগ্য লোকের প্রতি যে অনুগ্রহ আপনি দেখিয়েছেন তার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যবোধের দংশন অনুভব করছি আমি। জাগতিক আর কোন কিছুর চিন্তাই নিবৃত্ত করতে পারবে না আমায়। জেনে রাখুন হে রাজন, আমার বন্ধুবর স্যার ভ্যালেণ্টাইন আজ রাত্রেই আপনার কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। আমি এই ষড়যন্ত্রের গোপন কথাটা জানতে পেরেছি। আপনি জানি যাকে আপনার কন্যা ঘৃণা করে সেই থুরিওর সঙ্গে আপনি আপনার কন্যার বিয়ে দিতে চান। কিন্তু যদি আপনার কন্যাকে এইভাবে আজ কেউ চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে এই বয়সে আপনি খুবই আঘাত পাবেন। তাই শুধু কর্তব্যের খাতিরে আমার বন্ধুকে কোন রকম সাহায্য না করে একথা আপনাকে জানিয়ে তার বিরক্ত ও ক্রোধ উৎপন্ন করতে চাইছি। কিন্তু যদি একথা আমি আপনাকে না বলে গোপন করে রাখতাম তাহলে আপনার মাথার উপরে এমন এক ভারী দুঃখের বোঝা চাপত যা কোন বাধা না পেলে হয়ত অবিলম্বে আপনার অকালমৃত্যুরও কারণ হতে পারত।

ডিউক। প্রোটিয়াস, তোমার এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি আমায় সতর্ক করে দিয়ে ভালই করলে। আমি তাদের এই প্রেমসম্পর্ক নিজের চোখে দেখেছি। অনেক সময় তারা আমায় ঘুমন্ত ভেবে তাদের মনের অনেক গোপন কথা বলে ফেলেছে। সেই জন্য ভেবেছিলাম ভ্যালেণ্টাইনকে নিষেধ করে দেব সে যেন আর আমার মেয়ের কাছে বা রাজসভায় না আসে। কিন্তু আবার ভেবেছিলাম, আমার এ সন্দেহ ভুল হতে পারে এবং অন্যায় ভাবে তাকে অপমান করে ফেলতে পারি ; তাই বলতে গিয়ে হঠকারিতার সঙ্গে কিছু বলে ফেলিনি। তবে আমি শান্তভাবে তার দিকে নজর রেখেই আজ তুমি যে কথা আমায় বললে

তার পরিচয় তখন পেয়েছিলাম। এখন তোমার কথা শুনে সত্যিই আমার ভয় হচ্ছে যৌবনে তারা যে কোন ভুল করে বসতে পারে। তাই ঠিক করেছি আমার মেয়েকে একটা উঁচু টাওয়ারের উপর চাবি দিয়ে একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখব আর সেই চাবিটা থাকবে আমার কাছে।

প্রোটিয়াস। আরও জেনে রাখুন, ওরা একটা পরিকল্পনা করেছে। ওরা ঠিক করেছে, আমার বন্ধু একটা দড়ির মইএর সাহায্যে আপনার কন্যার উপরতলার ঘরের জানালায় উঠে গিয়ে তাতে করেই আপনার কন্যাকে নামিয়ে নিয়ে আসবে। আর তা আনতেই সেই যৌবনোন্মত্ত প্রেমিক বাইরে গেছে এবং এই পথেই এখনি আসবে। ইচ্ছা করলে আপনি তাকে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু আপনাকে এ কাজ এমন কৌশলে করতে হবে যে সে যেন বুঝতে না পারে আমি আপনাকে একথা বলেছি। কারণ আমার বন্ধুর প্রতি ঘৃণাবশতঃ নয়, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই একথা প্রকাশ করেছি আপনার কাছে।

ডিউক। আমি কথা দিচ্ছি, সে কখনই জানতে পারবে না যে, আমি তোমার কাছ থেকে জানতে পেরেছি একথা।

প্রোটিয়াস। বিদায় স্যার। স্যার ভ্যালেন্টাইন আসছে। (প্রস্থান)

ভ্যালেন্টাইনের প্রবেশ

ডিউক। স্যার ভ্যালেন্টাইন। এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?

ভ্যালেন্টাইন। আজ্ঞে, একজন পিওন বাইরে অপেক্ষা করছে, কতকগুলো চিঠি আমার বন্ধুদের কাছে পাঠাতে হবে। সেই চিঠিগুলো দেবার জন্যই আমি যাচ্ছি।

ডিউক। সেগুলো কি খুবই দরকারী?

ভ্যালেন্টাইন। আমি এখানে কেমন আছি, আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাবতীয় কথা এগুলোতে লেখা আছে।

ডিউক। তাহলে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাছে কিছুক্ষণ থাক। একটা কথা তোমাকে আমার জানানো উচিত যে কথাটা এতদিন গোপন রাখা হয়েছে তোমার কাছে। তুমি হয়ত একথা জান যে স্যার থুরিওর সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিতে চাই।

ভ্যালেন্টাইন। আমি তা জানি স্যার। এ বিয়ে সত্যিই খুব ভাল হবে। ভদ্রলোক গুণ, সৌন্দর্য, যোগ্যতা সব দিক দিয়েই আপনার সুন্দরী কন্যার

উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আপনার মেয়ের মতটা করিয়ে নেন না কেন ?

ডিউক। করব কি, আমায় বিশ্বাস করো, মেয়েটা বড় রগচটা, রাগী, উদ্ধত, অহঙ্কারী, অবাধ্য, একগুঁয়ে আর কর্তব্যবোধহীন। সে যে আমার মেয়ে একথা সে মনেই করে না আর আমি যে তার বাবা সে কথা ভেবেও কোন ভয় করে না। তার এই অহঙ্কারের জন্যই তার প্রতি সব স্নেহ হারিয়ে ফেলেছি আমি। আগে ভেবেছিলাম শেষ বয়সটা তার সেবাযত্ন পেয়ে সুখে কাটাব, যতই হোক নিজের সন্তান। কিন্তু এখন সংকল্প করেছি আবার আমি বিয়ে করব, বিয়ে করে ওকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। যে ওকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে সে ওকে ছাড়া আর কোন কিছু পাবে না ; ওর সৌন্দর্যই হবে একমাত্র যৌতুক। আমার সম্পত্তি পাবার সে যোগ্য নয়।

ভ্যালেণ্টা। আমাকে তাহলে এ ব্যাপারে কি করতে বলেন ?

ডিউক। এই ভেরোনাতে একটি মেয়ে আছে, আমি তাকে ভালবাসি। মেয়েটি খুব সুন্দরী, এবং লাজুক। কিন্তু বুড়ো বয়সে কোন নারীকে মুগ্ধ করার মত আমার বাকচাতুর্য নেই। আমি তাই তোমাকে আমার শিক্ষাদাতা নিযুক্ত করতে চাই এ ব্যাপারে—কারণ বহুদিন আগেই আমি প্রেম করার রীতি নীতি ভুলে গেছি। তাছাড়া এখন যুগও বদলে গেছে। এখন কি করে তার যৌবনসুলভ উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে নিজেকে ভাল লাগাতে পারব সেইটাই হচ্ছে কথা।

ভ্যালেণ্টা। যদি আপনার কথায় কোন কাজ না হয় তাহলে উপহার দিয়ে তার মন জয় করুন। অনেক সময় নিরুচ্চার রত্নরাজির নীরব আবেদন বাকচাতুর্যের থেকে বেশী তাড়াতাড়ি নাড়া দেয় মেয়েদের মনকে।

ডিউক। কিন্তু আমার পাঠানো উপহারকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ভ্যালেণ্টা আর এক উপহার পাঠিয়ে দিন ; মেয়েরা অনেক সময় অন্তরে যেটা পছন্দ করে বাইরে সেটাকে ঘৃণা করে। তার আশা একেবারে ত্যাগ করবেন না। ঘৃণা অনেক সময় পরবর্তী প্রেমকে করে প্রগাঢ়। যদি সে আপনাকে দেখে ভ্রূকুটি করে, তাহলে যেন ভাববেন না যে আপনার প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি ভ্রূকুটি করছেন, আসলে তিনি হয়ত আপনার মধ্যে আরো

গভীরতর ও বেশী পরিমাণ ভালবাসা জাগাবার জন্যই উনি ভ্রূকুটি করছেন। যদি উনি আপনাকে ভর্ৎসনা করেন তাহলে ভাববেন না যেন উনি আপনাকে চলে যেতে বলছেন, কারণ মূর্খদের মত মেয়েরাও সঙ্গ ছাড়া একা থাকতে পারে না। তাঁর কোন ভাব বা কথা খারাপ ভাবে নেবেন না, উনি যদিও স্পষ্ট করে বলেন, চলে যাও, তার মানে এই নয় যে তিনি সত্যি সত্যিই আপনাকে যেতে বলছেন। আপনি শুধু তাঁর তোষামোদ করবেন, তাঁর প্রশংসা করে যাবেন, তাঁর বিভিন্ন গুণ ও মহিমার গৌরবগান করে যাবেন। তিনি দেখতে ঘোর কালো হলেও বলবেন তাঁর মুখখানা দেবদূতের মতই সুন্দর। আমি বলব কোন পুরুষ যদি তার জিব থাকা সত্ত্বেও কথার দ্বারা কোন নারীমনকে জয় করতে না পারে তাহলে সে পুরুষই নয়।

ডিউক। কিন্তু আমি যে মেয়েটির কথা বলছি তার বন্ধুরা তাকে কথা দিয়েছে একজন ভদ্র ও সর্বদিক দিয়ে যোগ্য যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। মেয়েটি এক অদ্ভুত কঠোরতার সঙ্গে পুরুষসঙ্গ এড়িয়ে চলে এবং দিনের বেলায় কোন পুরুষ মানুষ তার কাছে যাবার অনুমতি পায় না।

ভ্যালেণ্টা। কেন, আমি তাহলে রাত্রিতে যাব তার কাছে।

ডিউক। কিন্তু তার ঘরের দরজায় তালাচাবি দিয়ে চাবিটা ভাল করে সাবধানে রেখে দেওয়া হয় যাতে কোন পুরুষ মানুষ রাত্রিতেও তার কাছে যেতে না পারে।

ভ্যালেণ্টা। কেউ যদি জানালা দিয়ে তার ঘরে যায় ?

ডিউক। তার ঘরটা মাটি থেকে এত উঁচুতে যে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে কেউ সেখানে উঠতে পারবে না।

ভ্যালেণ্টা। কেন, দুটো নোঙর করা লোহার হুকে বাঁধা এক ধরণের দড়ির মই দিয়ে হীরোর টাওয়ারে যাওয়া লেণ্ডারের মত যে কেউ তাঁর ঘরে যেতে পারে।

ডিউক। তুমি দেখছি সদ্বংশজাত ভদ্রলোক। আচ্ছা বলতে পার, এই ধরণের মই কোথায় পাওয়া যাবে ?

ভ্যালেণ্টা। আপনার কখন তা দরকার হবে ; দয়া করে তা বলুন।

ডিউক। আজ রাত্রিতেই দরকার। কারণ জান ত, প্রেম হচ্ছে শিশুর মতই অবুঝ, কোন মনোলোভা বস্তু দেখতে পেলেই তার জন্যে বায়না ধরে।

ভ্যালেণ্টা। তাহলে ঠিক সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই আপনাকে মইটা এনে দেব।

ডিউক। তবে শোন, সেখানে কিন্তু আমি একা যাব। তাহলে কি করে আমি সেখানে মইটা বয়ে নিয়ে যাব?

ভ্যালেণ্টা। মইটা খুবই হালকা স্যার। আপনি যে কোন মাপের ক্লোকের তলায় সহজেই সেটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

ডিউক। ক্লাকটা তোমার মতই লম্বা হলেই চলবে ত?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ স্যার।

ডিউক। তাহলে তোমার ক্লোকটা দেখি একবার, আমিও এমনি একটা করিয়ে নেব।

ভ্যালেণ্টা। কেন স্যার, যে কোন একটা হলেই হবে।

ডিউক। কিন্তু তোমারটা পরে একবার দেখি ক্লোক পরে আমায় কেমন লাগবে। তোমার ক্লোকের ভিতর এখানে কি? একটা চিঠি না? সিলভিয়াকে লেখা? আবার ওখানে যাবার জন্য একটা এঞ্জিনও সঙ্গে করে এনেছ? আমাকে জোর করে চিঠির খামটা খুলতে হলো।

(পড়তে লাগল)

'আমার ভাবনাগুলি কেমন এই নিবিড় রাত্রিতে আমার প্রিয়তমা সিলভিয়ার সঙ্গ লাভ করল। এই সব ভাবনাগুলি আমার ভৃত্য এবং আমারই আদেশে সেখানে উড়ে গেল তারা। আমি তাদের প্রভু, তাদের মত আমিও যদি সেখানে সূক্ষ্ম হয়ে উড়ে যেতে পারতাম। আমারই ভাবনারা যখন আমার প্রিয়তমার বক্ষসংলগ্ন তার মধুর স্পর্শসুখ লাভ করছে, আমি তখন তাদের জনক ও প্রভু হয়ে সে সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে এক অভিশপ্ত চিরবেদনা ভোগ করছি দূর থেকে।'

এটা কি? এখানে আবার লেখা রয়েছে, 'সিলভিয়া, আজ রাত্রে আমি তোমাকে মুক্ত করব।' তাই নাকি? আবার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একটা দড়ির মইও রয়েছে। বাঃ বাঃ, আমি ত দেখছি, তুমি হচ্ছ, মেরনোর পুত্র ফিটন, তোমার উচ্চাভিলাষ ত কম নয়, তুমি কি স্বর্গের রথ চালাতে গিয়ে তোমার নির্বুদ্ধিতার ফলে গোটা পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাও? যে নক্ষত্র তোমার মাথার উপরে বহু উর্ধ্বে কিরণ দিচ্ছে তুমি কি সেই সুদূর নক্ষত্রলোকে যেতে চাও সশরীরে? নীচ, দুর্বৃত্ত ক্রীতদাস কোথাকার,

তোমার এই সব ভালবাসা তোমার মত নীচ হীন বংশোদ্ভূত মেয়েদের জানাবে। এখান থেকে এখনই দুর হয়ে যাও। তোমার এই পাপকর্মের থেকে আমার ধৈর্য অনেক বেশী বলেই শুধু এই লঘু শাস্তি দান করলাম। আমি তোমাকে এতদিন যত অনুগ্রহ দেখিয়েছি তার থেকে এই অনুগ্রহটাকে সব চেয়ে বেশী বলে মনে করবে। এই রাজদরবার হতে বেরিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে তার বেশী সময় যদি এখানে থাক তাহলে কিন্তু আমার ক্রোধ আরো অনেক বেড়ে যাবে এবং তোমার বা আমার কন্যার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরেই সে ক্রোধের কবল থেকে মুক্তি পাবে না তুমি। তোমার নিজের জীবনের প্রতি যদি কোন মায়া থাকে, যদি বাঁচতে চাও ত এখনি চলে যাও এখান থেকে। তোমার কোন অজুহাত শুনতে চাই না আমি, কোন ফল হবে না তাতে।

(প্রস্থান)

ভ্যালেণ্টা। যন্ত্রণার সঙ্গে এইভাবে :জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও ভাল ছিল, উনি মৃত্যুদণ্ড দিলেন না কেন? মৃত্যু মানে আমার আত্মার কাছ থেকে আমার নির্বাসন। কিন্তু সিলভিয়াই ত আমার আত্মা, সুতরাং সিলভিয়ার কাছ থেকে আমার নির্বাসন মানেই আমার মৃত্যু। এ নির্বাসনদণ্ড মৃত্যুদণ্ডেরই নামান্তর। সিলভিয়াকে যদি চোখে দেখতে না পাই তাহলে পৃথিবীর সব আলোই ত ব্যর্থ হবে আমার কাছে। সিলভিয়া কাছে না থাকলে জীবনের কোন আনন্দের কোন অর্থই থাকবে না আমার কাছে যদি না সিলভিয়ার কথা মনে ভেবে পরিপূর্ণ দেহসৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি দেখে মনটাকে কিছুটা তুষ্ট করি। রাত্রিতে সিলভিয়ার কাছে না গেলে নাইটিঙ্গেল পাখির গানকে গান বলে মনেই হবে না। দিনের বেলায় সিলভিয়াকে চোখে না দেখলে দিনের সব আলো ম্লান হয়ে যাবে আমার চোখে। সিলভিয়াই হচ্ছে আমার জীবনের সারসত্তা। তার সাহচর্যের মধুর ও উজ্জ্বল প্রভাবের দ্বারা যদি আমার জীবন লালিত ও আলোকিত না হয় তাহলে আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি মৃত্যুভয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব না; আমি এখানে থেকেই মৃত্যুদণ্ড সহ্য করব। তা না করে যদি আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই তাহলে সেটা আমার নিজের জীবনকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হবে!

প্রোটিয়াস ও লন্সের প্রবেশ

প্রোটিয়াস। যাও যাও ছোকরা, তাকে খুঁজে বার করো।

লন্স। কই, আছেন হো !

প্রোটিয়াস। কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

লন্স। তাঁকেই আমরা খুঁজছি। কিন্তু যাঁকে আমরা খুঁজছি সেই ভ্যালেণ্টাইনকে ত দেখছি।

প্রোটিয়াস। ভ্যালেণ্টাইন ?

ভ্যালেণ্টা। না।

প্রোটিয়াস। কে তাহলে ? তার প্রেতাত্মা ?

ভ্যালেণ্টা। না, তাও নয়।

প্রোটিয়াস। কি তাহলে ?

ভ্যালেণ্টা। কিছুই না।

লন্স। কিছুই না কি কথা বলতে পারে ? আমি ওঁর গায়ে আঘাত করে দেখব ?

প্রোটিয়াস। কার গায়ে আঘাত করবে ?

লন্স। কারো গায়ে না।

প্রোটিয়াস। শয়তান চুপ করো, থাম।

লন্স। না স্যার, আমি কোন কিছুকেই আঘাত করব না। আমি মাপ চাইছি—

প্রোটিয়াস। আমি বলছি চুপ করো। বন্ধু ভ্যালেণ্টাইন, একটা কথা আছে।

ভ্যালেণ্টা। দুঃসংবাদের গুরুতর আঘাতে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় এমনভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে যে আমি কোন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কোন ভাল খবরও শুনতে পাচ্ছি না।

প্রোটিয়াস। তাহলে সে খবর আমার এক মৌন নীরবতার মধ্যে ভরে রাখব। কারণ সে খবর খুবই খারাপ। খুবই কর্কশ শোনাবে তোমার কানে।

ভ্যালেণ্টা। সিলভিয়া কি মারা গেছে ?

প্রোটিয়াস না ভ্যালেণ্টাইন।

ভ্যালেণ্টা। না ভ্যালেণ্টাইন, তবে কি পবিত্র সিলভিয়া আমাকে ত্যাগ করেছে ?

প্রোটিয়াস না ভ্যালেণ্টাইন।

ভ্যালেণ্টা। না ভ্যালেণ্টাইন, তবে কী তোমার দুঃসংবাদ ?

লন্স। স্যার, আপনার নির্বাসনদণ্ড ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রোটিয়াস। তুমি এখান থেকে, সিলভিয়ার কাছ থেকে এবং তোমার বন্ধুর কাছ থেকে নির্বাসিত হয়েছ—এইটাই হচ্ছে খবর।

ভ্যালেণ্টা। হায়, এ দুঃসংবাদ আমি আগেই শুনেছি। এর বেশী শুনলে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব। আচ্ছা সিলভিয়া কি এ খবর শুনেছে ?

প্রোটিয়াস। এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অশ্রুর মহাসমুদ্র হতে কতকগুলি মুক্তাবিন্দু বেরিয়ে এসে ফুটে উঠেছে তার চোখে, শুব্ধ হয়ে আছে এক সকরুণ আবেদনে। তারপর তার ক্রুদ্ধ পিতার কাছে নতজানু হয়ে মোমের মত তার শুভ্র নিটোল হাত দুটোকে জড়ো করে কত অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু তার কোন কাতর দীর্ঘশ্বাস বা আর্ত আবেদন নিবেদন বা অশ্রুর রুপালি বিন্দু তাঁর নির্দয় হৃদয়কে বিদ্ধ বা বিচলিত করতে পারেনি। তবে এটা ঠিক, ভ্যালেণ্টাইন যদি সত্যি সত্যিই নির্বাসিত হয় তাহলে সে মারা যাবে। আবার এদিকে তোমার মুক্তির জন্য সিলভিয়ার কাতর মিনতি শুনে ডিউক এত রেগে গেছেন যে তিনি তাকে নানারকমের ভীতি প্রদর্শন করে কারাগারে বন্দী করে রাখার আদেশ দিয়েছেন।

ভ্যালেণ্টা। আর না। এই ধরণের আর একটা কথা বললেও আমার জীবন আর বাঁচবে না। আর যদি বলবে ত আমার মৃত্যুকালীন সঙ্গীত আমার মৃত্যুর আগেই শুনিয়ে দাও।

প্রোটিয়াস। দেখ, যা অমোঘ অপরিহার্য তার জন্য শোক করে কোন লাভ নেই। তুমি শোক করে কিছুই করতে পারবে না। কালই সকল ভাল মন্দের জনক এবং পালক। বরং এখন যদি তুমি সব সহ্য করে যাও তাহলে কালক্রমে এর পরিণাম ভাল হতে পারে। তুমি এখানে জোর করে থাকলে তুমি তোমার প্রিয়তমাকে দেখতে পাবে না, উপরন্তু তোমার জীবন অকালে হারাতে হবে। আশাই হচ্ছে প্রেমের প্রাণশক্তি ; সেই আশাকে বুকে করে চলে যাও এখান থেকে। সেই আশার সাহায্যেই লড়াই করে যাও হতাশাব্যঞ্জক যত সব দুশ্চিন্তার সঙ্গে। তুমি চলে গেলেও তুমি এখানে আর না থাকলেও তোমার চিঠিত এখানে আসতে পারবে। তুমি আমাকে চিঠি লিখবে, আমার নামে লেখা তোমার সে চিঠি আমার মাধ্যমেই গিয়ে পৌঁছবে তোমার প্রিয়তমার দুগ্ধশুভ্র বুকে। এখন আর কোন অনুযোগ

অভিযোগ করার সময় নেই। চল, আমি তোমায় এই শহরের তোরণদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেব। তোমার নিজের জন্য না হলেও তোমার প্রিয়তমা সিলভিয়া আর আমার জন্যেও অন্তত: তোমায় বাঁচতে হবে আর সেই জন্যেই তোমায় যেতে হবে।

ভ্যালেন্টা। আমার অনুরোধ রাখো লন্স, আমার চাকরটাকে দেখতে পেলে তাকে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর ফটকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠিয়ে দিও।

প্রোটিয়াস। যাও, তাকে খুঁজে বার করো। এস ভ্যালেণ্টাইন।

ভ্যালেন্টা। হায় আমার প্রিয়তমা সিলভিয়া, হায় হতভাগ্য ভ্যালেণ্টাইন।

(প্রোটিয়াস ও ভ্যালেণ্টাইনের প্রস্থান)

লন্স। লোকে বলে আমি নাকি নীরেট মূর্খ। কিন্তু তবু আমার এটুকু বোঝার মত ক্ষমতা আছে যে আমার মনিব এক ধরণের পাজী লোক। হ্যাঁ, পাজী নয় ত কী! কারণ তিনি নিজেরটা বেশ বোঝেন, কিন্তু এটা জানতে পারেননি যে আমি প্রেমে পড়েছি। কিন্তু তিনি জানুন আর নাই-জানুন, আমি সত্যিই প্রেমে পড়েছি এবং একজোড়া শক্তিশালী ঘোড়া একসঙ্গে টানলেও এ প্রেমকে তুলে ফেলতে পারবে না আমার মন থেকে। আমি কাকে ভালবাসি তাও তিনি জানেন না। অথচ আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি। কিন্তু কোন মেয়েটাকে ত আমি বলব না। তবে মেয়েটা একটা গোয়ালিনী। তবে মেয়েটা ঠিক কুমারী নেই, কারণ তার সম্বন্ধে অনেক বদনাম শোনা যাচ্ছে। তবে মেয়েটি তার মনিবের ঝিগিরি করে। তার অনেক গুণ আছে, একজন খৃস্টানের যা যা থাকা দরকার তা সব আছে তার মধ্যে। এই যে কী একটা লেখা রয়েছে তার সম্বন্ধে (একটা কাগজ টেনে): সে অনেক দুধ দুইতে আর বইতে পারে। কেন, ঘোড়াতেও ত বইতে পারে। হ্যাঁ, ঘোড়াতে বইতে পারে। কিন্তু দুধ দুইতে পারে না। সে যখন তার ফর্সা পরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে দুধ দোয় তখন তাকে নিশ্চয়ই ভাল লাগে আর এটা তার মত কুমারী মেয়ের পক্ষে সত্যিই একটা বড় গুণ, মিষ্টি গুণ।

স্পীডের প্রবেশ

স্পীড। কি করছ মাননীয় লন্স! তোমার প্রভুর খবর কি?

লন্স। কি বললে আমার মাস্টারের শিপ আর তার মানে ত আমার মনিবের

জাহাজ। জাহাজ আছে সমুদ্রে।

স্পীড। তোমার সেই পুরনো বদ অভ্যাস এখনো যায়নি। তুমি সব সময় যে কোন কথাকে অর্থে নাও। তোমার হাতে ওটা কিসের কাগজ? কি খবর আছে ওতে?

লন্স। খবর খুব কালো আর খারাপ। এত খারাপ খবর কখনো শোননি।

স্পীড। কিন্তু কালো কেন?

লন্স। কেন, কালির মতই কালো।

স্পীড। দাও ত, পড়ে দেখি।

লন্স। ধিক তোমার মোটা মাথায়। তুমি তা পড়ে বুঝতেই পারবে না।

স্পীড। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমি পড়তে পারি।

লন্স। ঠিক আছে, আমি তোমায় পরীক্ষা করব। আমায় বলত, কে তোমায় জন্ম দিয়েছিল?

স্পীড। কে আবার, আমার ঠাকুরমার ছেলে।

লন্স। গবেট মূর্খ বাউণ্ডুলে। তোমার ঠাকুরমার ছেলে। এর দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে তুমি পড়তে পারবে না।

স্পীড। দাও ত দেখি বোকারাম, কাগজটা দাও। কাগজটাতে পরীক্ষা করো।

লন্স। (কাগজটা দিয়ে) নাও, সেণ্ট নিকোলাসের মত দ্রুতগতিতে পড়।

স্পীড। (পড়তে লাগল) সে দুধ দুইতে পারে।

লন্স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা পারে।

স্পীড। আর এক দফা, সে মদ তৈরি করতেও পারে।

লন্স। বাঃ বলতে ইচ্ছে করছে যে ভাল মদ তৈরি করতে পারে সে যেন বেঁচে থাকে।

স্পীড। আর এক দফা, সে সেলাই করতে পারে।

লন্স। তাই নাকি?

স্পীড আরো আছে, সে বুনতে পারে।

লন্স। মেয়েটা যখন মোজা বুনতে পারে তখন তাকে বিয়ে করতে ভাবনা কি?

স্পীড আর এক দফা, সে আবার ধোয়া মোছার কাজও করতে পারে।

লন্স। বাঃ বেশই ভাল গুণ, তাহলে সে নিশ্চয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং তাকে ধুতে হবে না।

স্পীড। আর এক দফা, সে চরকায় সূতো কাটতে পারে।

লন্স। তাহলে আমি গোটা পৃথিবীটাকে চরকায় চড়িয়ে ঘোরাতে পারি।

স্পীড। আর এক দফা, তার আরও অনেক অজানা নামহীন গুণ আছে।

লন্স। তাহলে সে সব গুণ অবৈধ গুণ, কারণ ওই সব গুণগুলো তাদের বাবাদের নাম জানে না, আর তাদের নিজেদেরও নাম নেই।

স্পীড। এবার তার দোষগুলো দেখ।

লন্স। তার গুণগুলোর পরেই ত থাকবে তার দোষগুলো।

স্পীড। তার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আছে, সুতরাং তাকে খালি পেটে চুম্বন করা চলবে না।

লন্স। ঠিক আছে, এর প্রতিকার হচ্ছে ভর্তি পেটে চুম্বন করা। তারপর?

স্পীড। তার মুখের ভিতরটা বেশ মিষ্টি।

লন্স। তার নিঃশ্বাসটা খারাপ বলেই হয়ত মুখের ভিতরটা খারাপ।

স্পীড। আর এক দফা, সে ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলে।

লন্স। তাহলে নিশ্চয় কথা বলতে বলতে ঘুমোবে না।

স্পীড। আর এক দফা, সে খুব আস্তে কথা বলে।

লন্স। এটাকে যে দোষ বলে ধরে সে হচ্ছে একটি শয়তান। আস্তে কথা বলাটাই ত মেয়েদের একমাত্র গুণ। আমি বলছি এই দফাটাকে তুমি দোষের তালিকা থেকে কেটে দিয়ে গুণের তালিকার ওপরে বসিয়ে দাও।

স্পীড। আর এক দফা, সে খুব অহঙ্কারী।

লন্স। এটাও দোষের তালিকা থেকে বার করে দাও। কারণ এটা হচ্ছে আদি নারী ঈভের কাছ থেকে পাওয়া; সুতরাং এ অহঙ্কার দোষের হলেও তার থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।

স্পীড। আর এক দফা, তার দাঁত নেই।

লন্স। আমি তাও গ্রাহ্য করি না। আমার দাঁত না থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ আমি রুটির ছিলকেগুলো ভালবাসি।

স্পীড। আর এক দফা, তার দাঁত না থাকার জন্য লোকে তার খুব নিন্দে করে।

লন্স। তার দাঁত না থাকার সবচেয়ে ভাল দিক হলো এই যে সে কামড়াতে পারবে না।

স্পীড। আর এক দফা, সে প্রায়ই তার হাতে তৈরি মদের প্রশংসা করে।

লন্স। তার মদ যদি সত্যিই ভাল হয়, তাহলে আলবৎ সে তার প্রশংসা করবে, সে যদি না করে ত আমি করব। ভাল জিনিসের অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে।

স্পীড। আর এক দফা, সে খুব অমিতব্যয়ী।

লন্স। কিন্তু জিবের দিকে সে কিছুতেই বেশী খরচ করতে পারবে না, কারণ লেখা আছে সে কথা খুব আস্তে বলে। আর টাকার দিক থেকেও বেশী খরচ করতে পারবে না, কারণ টাকার থলের মুখ আমি তাকে খুলতে দেব না। তবে অবশ্য একটা জিনিস, যদি সে বেশী খরচ বাজে খরচ করে তাহলে আমি কিছু করতে পারব না। যাই হোক, বল তারপর কি আছে ?

স্পীড। আর এক দফা, তার বুদ্ধির থেকে চুল বেশী আছে। আবার তার চুলের থেকে দোষ বেশী, আবার তার দোষের থেকে টাকা বেশী আছে।

লন্স। থাম থাম। আমি তাকে বিয়ে করবই। সে আমারই। সে একেবারে আমার, বিশেষ করে শেষ দোষটার জন্য। শেষটা আর একবার পড় ত।

স্পীড। দফা, তার বুদ্ধির থেকে চুল বেশী—

লন্স। বুদ্ধির থেকে চুল বেশী। তা হতে পারে। আমি তা প্রমাণ করে দেব। যেমন ধর, নুনের থেকে নুনের পাত্রের ঢাকনাটা নোনতা বেশী। তার মাথার বুদ্ধিটা তার চুল দিয়ে ঢাকা আছে ; সুতরাং তার বুদ্ধির থেকে চুল বেশী হবেই। পৃথিবীতে সব বড়রাই এমনি করে ছোটদের ঢেকে রাখে, আচ্ছন্ন করে রাখে। এর পর কি ?

স্পীড। আবার তার চুলের থেকে দোষের সংখ্যা বেশী।

লন্স। এটা ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার। না, ওটা তাহলে বাদ দিয়ে দাও।

স্পীড। আবার তার দোষের থেকে টাকার সংখ্যা বেশী, ধনসম্পদের পরিমাণ বেশী।

লন্স। বাঃ তাহলে ত তার টাকার জন্যেই দোষগুলো সব গুণ হয়ে যাবে। তাহলে আমি তাকে বিয়ে করবই, অবশ্য যদি আমাদের মিল হয়। আর সে মিল হওয়াটাও এমন কিছু অসম্ভব নয়।

স্পীড। এর পর কি ?

লন্স। এর পর আমি তোমায় একটা খবর দিচ্ছি। তোমার মনিব উত্তর ফটকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

স্পীড। আমার জন্যে ?

লন্স। হ্যাঁ তোমার জন্যে। তবে তুমি কে ? তোমার থেকে একজন ভাল লোকের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

স্পীড। আমি কি এখন তাঁর কাছে যাব ?

লন্স। যাবে মানে, ছুটতে ছুটতে যাবে। কারণ সেখানে যেতে তোমার এত দেরি হয়ে গেছে যে এখন গেলে কোন কাজই হবে না।

স্পীড। কেন তাহলে আমায় আরো আগে বলনি ? চুলোয় যাক তোমার প্রেমপত্র। (প্রস্থান)

লন্স। এবার আমার চিঠি পড়ার জন্য মজা দেখবে। পাজী বদমাস ছোকরা পরের গোপন কথায় তোর নাক গলাবার দরকার কি ? আমি ওর পিছু পিছু যাব। ওর দেরি হওয়ার জন্য কি শাস্তি পায় তা দেখব।

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ।

ডিউক ও থুরিওর প্রবেশ

ডিউক। স্যার থুরিও, সে তোমায় ভালবাসবে না বলে আর ভয় কোর না, কারণ ভ্যালেণ্টাইন এখান থেকে চিরতরে নির্বাসিত।

থুরিও। তার নির্বাসনের পর থেকে ও আমাকে আরো বেশী ঘৃণা করছে। আমাকে তার কাছে যেতে নিষেধ করেছে এবং আমার বিরুদ্ধে নাকি বলেছে, আমিই চক্রান্ত করেছি তাকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে।

ডিউক। প্রেমের স্মৃতি হচ্ছে বরফের পুতুলের মতই দুর্বল। এক ঘণ্টা আগুনের সামনে থাকলে গলে গলে জলে মিলিয়ে যায় সে স্মৃতির আকটুার। আর এক সময় দাও, দেখবে তার মনগড়া বরফের পুতুলটা গলে জল হয়ে গেছে এবং ভ্যালেণ্টাইনের কথা সে একেবারে ভুলে গেছে।

প্রোটিয়াসের প্রবেশ

কি খবর স্যার প্রোটিয়াস। আমাদের ঘোষণা অনুসারে তোমার দেশবাসী এখন চলে গেছে ত ?

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ স্যার চলে গেছে।

ডিউক। আমার মেয়ে কিন্তু তার চলে যাওয়ার জন্য খুব দুঃখ করছে।

প্রোটিয়াস। কিছুকাল পরে সে দুঃখ চলে যাবে।

ডিউক। আমিও তাই মনে করি। কিন্তু থুরিও তা বিশ্বাস করে না। প্রোটিয়াস তোমার সম্পর্কে আমার একটা বড় ধারণা আছে। কারণ তুমি একটা ভাল কাজ করেছ। তোমার সঙ্গে কথা বলেও আমি আনন্দ পাই।

প্রোটিয়াস। আমি যদি আপনার প্রতি অনুরক্ত না থাকতে পারি তাহলে আমার যেন মৃত্যু হয়।

ডিউক। তুমি জান, স্যার থুরিওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার কতখানি।

প্রোটিয়াস। আমি তা জানি স্যার।

ডিউক। আর এটাও তোমার অজানা নেই যে আমার মেয়ে আমার ইচ্ছাপুরণে কি রকম বাধা দিচ্ছে।

প্রোটিয়াস। ভ্যালেণ্টাইন যখন এখানে ছিল সে তখন বাধা দিচ্ছিল।

ডিউক। এখনো সে অন্যায়ভাবে এবং জেদের সঙ্গে তাই করছে। আমরা চাই সে ভ্যালেণ্টাইনকে ভুলে গিয়ে সে থুরিওকে ভালবাসুক, কিন্তু সে তার উল্টো করছে।

প্রোটিয়াস। এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল উপায় হলো, তিনটে বিষয়ে ভ্যালেণ্টাইনের নিন্দা করা। ওঁর কাছে বলতে হবে ভ্যালেণ্টাইন মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ আর নীচু বংশোদ্ভুত। এই তিনটি জিনিস খুবই ঘৃণা করে।

ডিউক। কিন্তু সে মনে করতে পারে একথা তার প্রতি ঘৃণাবশতই বলা হচ্ছে।

প্রোটিয়াস। তা তিনি মনে করতে পারেন, কিন্তু যদি তার কোন শত্রু সে কথা বলে; সুতরাং একথা তাকে দিয়েই বলাতে হবে যাকে উনি ভ্যালেণ্টাইনের বন্ধু বলেই জানেন।

ডিউক। তাহলে তোমাকেই সে নিন্দার কাজটা করতে হবে।

প্রোটিয়াস। কিন্তু আমি তা করতে পারব না স্যার। বিশেষ করে বন্ধুর বিরুদ্ধে নিন্দা করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সত্যিই একটা হীন কাজ।

ডিউক। একদিন তুমি তাকে ভাল কথা বলেছিলে কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি, আর আজ তার নিন্দা করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং কোন বন্ধুর অনুরোধে যদি সে কাজ করো তাহলে সেটা এমন কোন দোষের হবে না।

প্রোটিয়াস। আপনার কথাই মেনে নিলাম স্যার। কিন্তু আমি যদি তার নিন্দাই করি আর সেই নিন্দাবাদের ফলে ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি তাঁর ভালবাসার স্রোত যদি স্তব্ধ হয়ে যায় চিরতরে তাহলে এর মানে এই নয় যে তিনি স্যার থুরিওকে ভালবাসবেন।

থুরিও। তাহলে একটা কাজ করুন না স্যার। স্যার ভ্যালেণ্টাইনের নিন্দা করে তার উপর থেকে ওর ভালবাসাটাকে যেমন সরিয়ে নিয়ে আসবে, সে ভালবাসাকে বাইরে এলোমেলোভাবে বৃথা ঘুরতে না দিয়ে আমার প্রশংসা করে আমার উপর নিবদ্ধ করুন না। আমার প্রশংসা একটু বেশী তাঁর কাছে করলেই তা ঠিক হবে।

ডিউক। হ্যাঁ প্রোটিয়াস, এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে তোমার উপর। ভ্যালেণ্টাইনের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি তুমি আগেই প্রেমের শপথবাক্যের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছ এবং হঠাৎ তোমার মনের পরিবর্তন করে বিদ্রোহ করতে পারবে না তোমার প্রেমের বিরুদ্ধে। এই কারণেই তোমাকে আমরা সিলভিয়ার কাছে যেতে দেব এবং তার সঙ্গে নিজনে তুমি কথা বলার সুযোগ পাবে। সে এখন দুঃখে বড় ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ হয়ে আছে। তোমার বন্ধুর কথা মনে করেই খুশি হবে তোমাকে দেখে। আর তার ফলে সহজেই তুমি তোমার প্রভাব বিস্তার করে তার মন মেজাজের পরিবর্তন করতে পার যাতে ভ্যালেণ্টাইনকে ঘৃণা করতে পারে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধুকে ভালবাসতে পারে।

প্রোটিয়াস। আমি যতদুর পারব তা অবশ্যই করব। তবে স্যার থুরিও, আপনি সেরকম চটপটে এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নন। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য আপনাকে কিছু সনেট লিখতে হবে। আপনার কামনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সনেটে থাকবে কিছু ভাল ভাল শপথ আর প্রতিশ্রুতি।

ডিউক। হ্যাঁ। কিন্তু তার জন্য ত ঈশ্বরদত্ত কবিপ্রতিভার দরকার।

প্রোটিয়াস। আপনি বলুন যে তাঁর সৌন্দর্যের বেদীতলে আপনি আপনার অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস ও অন্তঃকরণ সব বিসর্জন দেবেন। আপনি যখন লিখবেন আপনার কালি শুকিয়ে যেতে না যেতে চোখের জলে ভিজিয়ে দেবেন সে কবিতার কাগজ। একটা কবিতা শেষ হতে না হতে আর একটা কবিতা ঠিক সেই ধরণের লিখে ফেলবেন। মনে রাখবেন, অরফিয়াসের বাঁশির

সুর গীতিকবিতার বাণীর সংস্পর্শেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এতদূর। কবিতার সোনালি স্পর্শই ইস্পাত ও প্রস্তরকঠিন হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, হিংস্র বাঘকে পোষ মানায়, মরুভূমিতে বিরাট লেভিয়াথানকেও হিংসা ভুলে বালির উপর নাচতে বাধ্য করে। শোকগাথাসদৃশ কিছু কবিতা লেখার পর মৃত্যুর মত স্তব্ধ ও গভীর রাত্রিতে কিছু করুণ সুরের সঙ্গীতে তার শোবার ঘরের জানালার ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেবে। এতে যদি তুমি তাকে লাভ করতে না পার তাহলে আর কিছুতেই পারবে না।

ডিউক। তোমার এই সব কলাকৌশল থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি প্রেমে পড়েছ।

থুরিও। আমি আজ রাত্রিতেই আপনার এই উপদেশ কাজে পরিণত করব। সুতরাং হে আমার পরামর্শদাতা বন্ধু প্রোটিয়াস, আমার সঙ্গে একবার চলুন। বেশ ভাল গান বাজাতে পারে এমন কিছু লোককে বাছাই করে নিতে হবে। আমার কাছে একটা সনেটও আছে, সেটা পরে পাঠাব।

ডিউক। তাই যাও তোমরা।

প্রোটিয়াস। নৈশভোজনের পর আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব। তারপর আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করব।

ডিউক। এখন তোমরা যাও। আমি তোমাদের জন্য তখন অপেক্ষা করব।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মাস্তুয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। অরণ্য।

কয়েকজন দস্যুর প্রবেশ

১ম দস্যু। বন্ধুগণ, ঠিক হয়ে দাঁড়াও, আমি দেখতে পাচ্ছি একজন যাত্রী আসছে।

২য় দস্যু। দশজন হোক না কেন, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর, ভয় করবে না।

(ভ্যালেণ্টাইন ও স্পীডের প্রবেশ)

৩য় দস্যু। দাঁড়াও এবং যা কিছু আছে আমাদের দিয়ে যাও, তা না হলে আমরা আমাদের রাইফেল দিয়ে তোমাদের বসিয়ে দেব জোর করে।

স্পীড। স্যার, আমরা এবার গেলাম। এরা হচ্ছে সেই সব দুর্বৃত্ত শয়তান, সব পথিকরাই যাদের ভয় করে।

ভ্যালেণ্টা। বন্ধুগণ—

১ম দস্যু। ও কথায় কোন ফল হবে না স্যার, আমরা আপনার শত্রু।

২য় দস্যু। চুপ করো, উনি কি বলেন শুনব।

৩য় দস্যু। আমিও শুনব, আমার দাড়ি ছুঁয়ে শপথ করে বলছি। কারণ ওঁকে দেখে সত্যিই ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে।

ভ্যালেণ্টা। তোমরা জেনে রাখ, আমার কাছে ধনরত্ন কিছু নেই; আমি এক ভাগ্যবিড়ম্বিত বিপদগ্রস্ত মানুষ। আমার কাছে ধনরত্ন বলতে যা আছে তা হচ্ছে এই মলিন পোষাক, সে পোষাক যদি এখানে কেড়ে নাও আমার দেহ থেকে তাহলে তা নিতে পার।

২য় দস্যু। কোথায় যাবেন আপনি?

ভ্যালেণ্টা। ভেরোনা।

১ম দস্যু। কোথা থেকে আসছেন?

ভ্যালেণ্টা। মিলান থেকে।

৩য় দস্যু। সেখানে কি অনেকদিন ছিলেন?

ভ্যালেণ্টা। ষোল মাস সেখানে ছিলাম এবং নিষ্ঠুর ভাগ্যের কুটিল বিধান এভাবে আমাকে বিপর্যস্ত করে না ফেললে আমি আরও থাকতাম সেখানে।

১ম দস্যু। সে কি, আপনি সেখান থেকে নির্বাসিত হয়েছেন?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ। আমি নির্বাসিত হয়েছি।

২য় দস্যু। কোন অপরাধে?

ভ্যালেণ্টা। সে এমনই এক অপরাধ যার কথা বলতে গেলে ব্যথা লাগবে আমার মনে। আমি একজন লোককে খুন করেছিলাম, যার জন্য আজও অনুতাপ ভোগ করি অথচ আমি তাকে সামনাসামনি লড়াই করেই হত্যা করি। কোন অন্যায় সুযোগ বা বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তাকে আমি মারিনি।

১ম দস্যু। তা যদি হয় তাহলে অনুতাপ করবেন না কখনো। শুধু এই সামান্য অপরাধের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন আপনি?

ভ্যালেণ্টা। হ্যাঁ, আর এই শাস্তির জন্য আমি খুশিই হয়েছি।

২য় দস্যু। আপনাদের জিব আছে ত?

ভ্যালেণ্টা। সেদিক দিয়ে আমাদের ভ্রমণটা খুবই সুখের হয়েছে কথায় কথায়। তা না হলে আমাদের খুবই কষ্ট হত।

৩য় দস্যু। রবিনহুডের সেই মোটা ফ্রায়ারের মত এঁর গালপাট্টা রয়েছে। আমাদের এই বন্য জীবনে উনিই আমাদের নেতৃত্ব দান করতে পারেন।

স্পীড। মনিব, ওদের দলে ভিড়ে যান। এটা চৌর্যবৃত্তি হলেও এতে বেশ সম্মান আছে।

ভ্যালেন্টা। তুমি চুপ করো শয়তান।

২য় দস্যু। আচ্ছা আমাদের একটা কথা বলুন, আপনার হারাবার মত কিছু আছে?

ভ্যালেন্টা। একমাত্র আমার ভাগ্য ছাড়া আর কিছু আমার হারাবার নেই।

৩য় দস্যু। তাহলে জেনে রাখুন, আমাদের মধ্যে অনেকেই ভদ্রসন্তান। যেন কতকগুলি উদ্দাম যুবক কয়েকজন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গ থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। আমি এসেছি ভেরোনা থেকে নির্বাসিত হয়ে। সেখানকার ডিউকের আত্মীয়া এবং উত্তরাধিকারিণী একটি মেয়েকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাবার অপরাধে নির্বাসিত হয়েছি আমি।

২য় দস্যু। আর আমি একজন ভদ্রলোকের জন্য নির্বাসিত হয়েছি মাঞ্চুয়া থেকে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোকের বুকে ছুরি মেরেছিলাম আমি।

১ম দস্যু। আমিও এসেছি এই ধরণের কোন এক অপরাধ করে। যাতে আপনি বুঝতে পারেন কেন আমরা এই বন্য জীবন যাপন করছি সেই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের অপরাধের কথাগুলো সব বললাম। আর এই জন্যে বললাম যে আপনার চেহারা ভাল, আপনার কথাবার্তা ভাল, আপনার ভাষাজ্ঞান আছে— যে সব গুণ আমাদের মধ্যে নেই।

২য় দস্যু। যেহেতু আপনিও আমাদের মত নির্বাসিত হয়েছেন সেই হেতুই আর কাউকে না বলে আপনাকে বলছি একথা—আপনি কি আমাদের নেতা হতে রাজী আছেন? প্রয়োজনকেই একমাত্র ধর্মজ্ঞান করে এই বনে আমাদের সঙ্গে বাস করতে রাজী আছেন কি?

৩য় দস্যু। কি বলছেন, আপনি আমাদের সঙ্গী হবেন? বলুন হ্যাঁ, এবং আমাদের নেতা হয়ে যান। আমরা আপনাকে আমাদের দলনেতা হিসাবে রাজার মত শ্রদ্ধা করব এবং আপনার দ্বারাই চালিত হব।

১ম দস্যু। যদি আমাদের প্রস্তাবে আপনি সম্মত না হন তাহলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।

২য় দস্যু। আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আপনি আর বাঁচতে পারবেন না।

ভ্যালেন্টা। আমি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নেব এবং তোমাদের সঙ্গে বাস করব কিন্তু একটা শর্তে। কোন গরীব পথিক বা চটুলদর্শন কোন নারীর উপর তোমরা কোন অত্যাচার করবে না।

৩য় দস্যু। না, আমরা এধরণের নীচ কাজকে ঘৃণা করি। এখন চলুন আমাদের সঙ্গে। আপনাকে আমাদের নাবিকদের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে আমরা যে সব ধনরত্ন পেয়েছি সব দেখাব। এখন থেকে সে সব আপনার জিম্মাতেই গচ্ছিত থাকবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদের বহির্ভাগ।

সিলভিয়ার ঘরের জানালার নিম্নে।

প্রোটিয়াসের প্রবেশ

প্রোটিয়াস। এর আগেই আমি ভ্যালেন্টাইনের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছি। এবার থুরিওর প্রতিও অন্যায় করলাম। তার প্রেমিকার কাছে তার প্রশংসা করতে গিয়ে আমি আমার নিজের প্রেমই নিবেদন করে বসলাম। কিন্তু সিলভিয়া এত সুন্দর, এত সৎ এবং এত পবিত্র যে আমার অবৈধ প্রেমের উপহার গ্রহণ করে নিজেকে কলুষিত করে তোলেনি এখনো। যখন আমি তার কাছে আমার অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের কথা বলি, তখন সে আমার বন্ধুর প্রতি আমার অবিশ্বস্ততার কথা বলে আমাকে আঘাত দেয়, যখন আমি তার সৌন্দর্যের গুণগান করে কত শত শপথ করে বসি তখন আমায় ভেবে দেখতে বলে কিভাবে আমি আমার শপথ ভঙ্গ করছি, কিভাবে আমি আমার প্রেমিকা জুলিয়ার বিশ্বাসকে আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে ফেলছি। তার এই সব বাধা শুধু আমার কেন, যে কোন প্রেমিকের আশার উত্তাপকে একেবারে শীতল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তবু দুর্বার স্প্যানিয়েল বা একগুঁয়ে কোন কুকুরের মত যতই সে আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে ততই অনিবারণীয় হয়ে ওঠে আমার প্রেম এবং মৃগশিশুর মত তার ইচ্ছার উপর চাপ দিতে থাকে।

থুরিও ও গীতবাদকদের প্রবেশ

এই যে থুরিও এসে গেছে। এখন তার জানালায় উঠে গিয়ে কিছু সান্ধ্যকালীন গান শোনাতে হবে।

থুরিও। কি খবর স্যার প্রোটিয়াস, আপনি আমাদের আগেই চলে এসেছেন।

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ স্যার থুরিও, মানুষ যেখানে পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারে না প্রেম সেখানে সূক্ষ্ম হয়ে গুঁড়ি মেবে চলে যায়।

থুরিও। কিন্তু স্যার এক্ষেত্রে আপনি ত আর ভালবাসছেন না, তাই শুধোচ্ছি আপনি কেন এত আগে এলেন ?

প্রোটিয়াস। ভাল আমিও বাসি বইকি, তা না হলে আমি কি এখানে থাকতাম ? কখন চলে যেতাম।

থুরিও। কে সে ? কাকে ভালবাসেন, সিলভিয়াকে ?

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ সিলভিয়াকে, তবে আপনার জন্য !

থুরিও। ধন্যবাদ আপনাকে। এখন নাও, তোমরা সুর বাজাও।

কিছু দুরে কিশোরবেশী জুলিয়া ও তার বাড়িওয়ালার প্রবেশ

বাড়িওয়ালা ওহে আমার ছোকরা অতিথি, তুমি এত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন ?

জুলিয়া। হা আমার বাড়িওয়ালা, আমি যে আনন্দ করতে পারি না।

বাড়িওয়ালা। এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে খুশি করে তুলবই। আমি তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে তুমি গান শুনতে পাবে এবং যার খোঁজ করছ, তাকে দেখতে পাবে।

জুলিয়া। কিন্তু তার কথা শুনতে পাব কি ?

বাড়িওয়ালা। হ্যাঁ, তুমি শুনতে পাবে। (গান শোনা যেতে লাগল)

জুলিয়া। কিন্তু সে ত গান।

বাড়িওয়ালা। শোন শোন।

জুলিয়া। সে কি ওই সব গায়কদের মধ্যেই আছে না কি ?

বাড়িওয়ালা। হ্যাঁ কিন্তু চুপ করে শোন।

গান

কে সিলভিয়া, জান কি তার, কেন এত নাম ?
সে যে রূপে গুণে আলো করা তাই এত সুনাম।
অন্তর তার শুচিসুন্দর, সব দিকে সে খাসা
দয়া মায়া আছে সেথা, স্নেহ ভালবাসা।
এই পৃথিবীর কোন দেশে এমন মেয়ে নাই
তাই ত আনি জয়ের মালা, তার গুণগান গাই।

বাড়িওয়ালা। কি খবর হে ছোকরা, তুমি কি আগের থেকে আরো বেশী বিষণ্ণ হয়ে গেলে? এখন কেমন লাগছে? গান ভাল লাগছে না?

জুলিয়া। তুমি ভুল করছ। গাইয়েরাই আমাকে পছন্দ করছে না।

বাড়িওয়ালা। কেন হে সুন্দর ছোকরা?

জুলিয়া। কারণ ওরা যে গানটা বাজাচ্ছে তার সুর তাল ঠিক হচ্ছে না।

বাড়িওয়ালা। তালগুলো বেসুরো হয়ে গেছে?

জুলিয়া। না ঠিক তা নয়। তবু তাদের বাজনা এমন ভুল হচ্ছে যে অন্তরের বীণার তারগুলো ব্যথায় মুচড়ে উঠছে।

বাড়িওয়ালা। তোমার বেশ কান আছে; চট করে গান বুঝতে পার।

জুলিয়া। কিন্তু কানে আমি কালা হলেই আমি ভাল হতাম। চট করে গান বুঝতে পারার জন্যেই অন্তরটা ভারী হয়ে ওঠে আমার।

বাড়িওয়ালা। আমি দেখছি তুমি গান শুনে মোটেই খুশি হও না।

জুলিয়া। মোটেই না, বিশেষ করে যখন সে গান দ্রুত লয়ে হয়।

বাড়িওয়ালা। শোন, এখন গানটা কেমন বদলে গেছে। এখন সুরটা বেশ সুন্দর শোনাচ্ছে।

জুলিয়া। কিন্তু বদলালেও এ সুরটা ঠিক হয়নি।

বাড়িওয়ালা। তাহলে তুমি কি চাও এক সুরই বাজবে?

জুলিয়া। আমি সব সময়ই এক গান আর এক সুর পছন্দ করি। আচ্ছা, আমি যার কথা বলছিলাম সেই স্যার প্রোটিয়াস কি প্রায়ই এই ভদ্রমহিলার কাছে আসেন?

বাড়িওয়ালা। আমাকে তাঁর চাকর লন্স যা বলেছিল, তাই তোমাকে বলেছি। উনি নাকি মেয়েটাকে খুব ভালবাসেন।

জুলিয়া। লন্স কোথায়?

বাড়িওয়ালা। সে তার কুকুর খুঁজতে গেছে। তার মনিবের হুকুম কুকুরটাকে নাকি উপহার হিসাবে মেয়েটার কাছে দিতে হবে।

জুলিয়া। চুপ করো। ওরা এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

প্রোটিয়াস। স্যার থুরিও, ভয় করো না, আমি তোমার জন্য এমন. এমন ভাবে ওকালতি করব যে তুমি আমার বুদ্ধি ও কৌশলের প্রশংসা না করে পারবে না।

থুরিও। কোথায় আমাদের আবার দেখা হবে?

প্রোটিয়াস। সেণ্ট গ্রেগরীর কুয়োর কাছে।

থুরিও। বিদায়। (থুরিও ও বাদকদের প্রস্থান)

উপরতলায় জানালার ধারে সিলভিয়ার আবির্ভাব

প্রোটিয়াস। ম্যাডাম, নমস্কার।

সিলভিয়া। আপনাদের সঙ্গীতের জন্য ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে কে গান করছিল?

প্রোটিয়াস। আপনি যদি তার অন্তরের ব্যথার কথা জানতেন তাহলে তার গলা শুনেই বুঝতে পারতেন।

সিলভিয়া। আমার মনে হয় স্যার প্রোটিয়াস।

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ, স্যার প্রোটিয়াস এবং আপনার অনুগত ভৃত্য।

সিলভিয়া। আপনি কি চান?

প্রোটিয়াস। আমি আপনাকে পুরোপুরিভাবে লাভ করতে চাই।

সিলভিয়া। সে হবে এখন। আমার কথা শোন, এখন তুমি বাড়ি গিয়ে বিছানায় ঘুমোওগে। অবিশ্বস্ত, শপথভঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী কোথাকার, তুমি কি ভেবেছ আমি এমনই চটুল প্রকৃতির মেয়ে যে তোমার ছলনাময় তোষামোদে গলে যাব? বাড়ি চলে যাও, তোমার প্রথম প্রেমের প্রসঙ্গে ফিরে যাও। আমি এই রাত্রিতে শপথ করছি তোমার অনুরোধ ত কোন দিন রক্ষা করতে পারবই না; বরং তোমার এই অবৈধ আবেদনের জন্য তোমায় ঘৃণা করে যাব। তোমার সঙ্গে কথা বলে এই সময়টুকু নষ্ট করার জন্য আমার ত এখনই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে।

প্রোটিয়াস। আমি স্বীকার করছি প্রিয়তমা, আমি একটা মেয়েকে ভালবাসতাম। কিন্তু এখন সে মরে গেছে।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) মিথ্যা কথা, আমি যদি কথা বলতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম। দেখিয়ে দিতাম সে এখনো মরেনি।

সিলভিয়া। ধরে নিলাম সে মারা গেছে। কিন্তু তোমার বন্ধু যে ভ্যালেণ্টাইনের কাছে আমি প্রেমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাগদত্তা, সে এখনো বেঁচে আছে। এই অবৈধ আবেদনের দ্বারা তার প্রতি যে অন্যায় করছ তার জন্য তুমি কি লজ্জিত নও?

প্রোটিয়াস। আমি একথাও শুনেছি যে ভ্যালেণ্টাইন মারা গেছে।

সিলভিয়া। তাহলে মনে করো, আমিও মরে গেছি। মনে রাখবে তার কবরে আমার সব প্রেম সমাহিত হয়ে আছে।

প্রোটিয়াস। তাহলে প্রিয়তমা, তোমার সে প্রেম আমি মাটির ভিতর থেকেই খুঁড়ে নেব।

সিলভিয়া। তোমার প্রেমিকার কবরে গিয়ে ভিতর থেকে তার প্রেম কুড়িয়ে নাও অথবা তোমার প্রেম সেখানে ঢেলে দাও সেই কবরের উপর।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) ও আমার মৃত্যুর কথা শোনেনি।

প্রোটিয়াস। তুমি যদি এতই অনমনীয় হও তাহলে তোমার ঘরের ভিতর তোমার যে ছবিটি ঝুলছে সেটা আমাকে দাও। সেই ছবির সঙ্গেই আমি কথা বলব, সেই ছবির কাছেই আমি আমার অশ্রুসিক্ত ও দীর্ঘশ্বাসমিশ্রিত প্রেম নিবেদন করব। যেহেতু তোমার আসল সত্তাটা অন্যের প্রতি অনুরক্ত, আমিও আমার আসল সত্তাকে তোমার আসল সত্তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছায়ারূপে আমার প্রকৃত প্রেম নিবেদন করব তোমার প্রতিচ্ছবির কাছে।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) আমি এখানেই আছি। তোমার কোনটা ছায়া আর কোনটা আসল সত্তা তা বুঝিয়ে দেব। তুমি অপরকে ঠকাচ্ছ।

সিলভিয়া। তোমার প্রেমাস্পদ হতে আমি ঘৃণা করি স্যার। তবে তোমার মত লোকের সত্যকে ছেড়ে মিথ্যা ছায়ার উপাসনা করাই উচিত। যাই হোক, ঠিক আছে, কাল সকালে লোক পাঠিও, আমি ছবিটা দিয়ে দেব। এখন যাও।

প্রোটিয়াস। সকালের প্রতীক্ষায় সারারাত জেগে কাটাতে হবে আমায়।

(প্রোটিয়াস ও সিলভিয়ার প্রস্থান)

জুলিয়া। এবার যাবে ত ?

বাড়িওয়ালা। সত্যি বলছি, আমি খুব জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জুলিয়া। আচ্ছা বলতে পার, স্যার প্রোটিয়াস কোথায় থাকে ?

বাড়িওয়ালা। আরে, ও ত আমার বাড়িতেই থাকে। আমার মনে হচ্ছে সকাল হয়ে গেল।

জুলিয়া। না সকাল হয়নি। আজকের রাত্রিটা সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভারী মনে হচ্ছে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সিলভিয়ার জানালার তলায়।

এগ্ল্যামারের প্রবেশ

এগ্ল্যামার। ম্যাডাম সিলভিয়া এই সময়েই এখানে এসে তাঁকে ডাকতে বলেছিলেন। উনি একটা কাজ আমায় করতে দেবেন তা কি জানতে হবে এখন আমায়। ম্যাডাম, ম্যাডাম!

জানালার ধারে সিলভিয়ার আবির্ভাব।

সিলভিয়া। কে ডাকছে?

এগ্ল্যামার। আপনার ভৃত্য এবং বন্ধু, আপনার আদেশমত হাজির হয়েছি আপনার হুকুম তামিল করার জন্য।

সিলভিয়া। সহস্র নমস্কার স্যার এগ্ল্যামার।

এগ্ল্যামার। আপনাকেও সহস্র নমস্কার ম্যাডাম। আপনি আমার উপর দয়া করে কি একটা কাজের ভার দেবেন, তাই এত সকালে উঠে এলাম।

সিলভিয়া। আপনি সত্যিই অত্যন্ত ভদ্র স্যার এগ্ল্যামার। আমি আপনার মুখের সামনে তোষামোদ করছি না। আমি তা শপথ করে বলতে পারি। আপনি সাহসী, বিজ্ঞ, সহানুভূতিশীল ও কেতাদুরস্ত। নির্বাসিত ভ্যালেন্টাইনের প্রতি আমার প্রেমাসক্তির কথা আপনার অজানা নেই আর একথাও আপনার অজানা নেই যে আমার বাবা যে থুরিওকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি সেই থুরিওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। আপনি নিজে ভালবেসেছেন এবং আপনি প্রায়ই বলেন, আপনার প্রিয়তমার ও আপনার প্রেমের মৃত্যুতে যে দুঃখ আপনি অনুভব করেছেন তার কোন তুলনা নেই এবং আপনার প্রিয়তমার সমাধির উপর আপনার প্রেমের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে শপথ জানিয়ে এসেছেন। ভ্যালেন্টাইন যদি মরে যায় আমিও তাই করব। শুনেছি সে মাঞ্চুয়ায় থাকে। আমি সেখানে যেতে চাই, এবং পথটা বিপজ্জনক বলে আমি আপনার সঙ্গ চাই। আপনার মর্যাদাবোধে আমার বিশ্বাস আছে। আমার বাবা যদি রাগ করেন তাতে আপনি গ্রাহ্য করবেন না এগ্ল্যামার, শুধু ভাববেন আমার দুঃখের কথা, একটি অসহায় নারীর দুঃখের কথা এবং এই অবাঞ্ছিত অবৈধ বিয়ের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া যে কত ন্যায়সঙ্গত তা বোঝার চেষ্টা করবেন। এই ধরণের অসঙ্গত মিলনের ফল কখনই ভাল হয় না। আমি আশা করি, বালুকাপূর্ণ সমুদ্রের মত দুঃখ ও সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে আপনি আমার সাথী হবেন। আর যদি তা না পারেন তাহলে আমার কথাটা গোপন রাখবেন, আমি একাই যাত্রা শুরু করব।

এগ্ল্যামার। ম্যাডাম, আপনার দুঃখে সত্যিই আমি দুঃখিত এবং আমি মনে করি আপনার দুঃখ খুবই সমুচিত। আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজী আছি। তাতে যা হয় হবে, আমি গ্রাহ্য করব না। আমি কামনা করি আপনার যাত্রা শুভ হোক। কখন যাবেন ?

সিলভিয়া। এই সন্ধ্যেবেলায়।

এগ্ল্যামার। কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?

সিলভিয়া। ফ্রায়ার প্যাট্রিকের আস্তানায়, সেখানে আমি যাব স্বীকারোক্তির জন্য।

এগ্ল্যামার। আমি যেতে অন্যথা করব না ম্যাডাম। নমস্কার। বিদায়।

সিলভিয়া। বিদায় স্যার এগ্ল্যামার। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। সিলভিয়ার ঘরের জানালার তলায়।

কুকুরসহ লন্সের প্রবেশ

লন্স। যখন আমার মত কোন মনিবের চাকরকে তার কুকুর জ্বালাতন করে, তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে তখন সত্যিই ভারী খারাপ লাগে—বিশেষ করে যে কুকুরটাকে যখন সে ছোট্ট ছানা ছিল তখন থেকে লালন পালন করেছি ; তার চার চারটে অন্ধ ভাই বোনের সঙ্গে যখন একবার সে জলে পড়ে গিয়েছিল তখন আমিই তাকে বাঁচিয়েছিলাম। তার উপর কুকুরটাকে আমি আবার যতদুর সম্ভব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি। আমার এত কষ্টে মানুষ করা সেই কুকুরটাকে আমার মনিব তার নায়িকা সিলভিয়াকে উপহার দিতে চায় আর তাই কুকুরটাকে আনার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছিল। খুঁজতে গিয়ে দেখি, ডিউকের খাবার ঘরের টেবিলের তলায় পা গুটিয়ে বসে আছে। কুকুর কুকুর, সে ত আর মানুষের সঙ্গে সব জায়গায় থাকতে পারে না, কাজেই সবাই রেগে গেল। ভাগ্যিস ওর থেকে আমার মাথায় বুদ্ধি অনেক বেশী আছে তাই ওর সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিলাম, তা না হলে ওর মাথা কাটা যেত সেদিন। ওর জন্যে আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। তোমরাই বিচার করে দেখ, এই ত সেদিন ও আমায় ডিউকের খাবার ঘরের টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে তবে ছাড়লো। কুকুরটা কোথায় লুকিয়ে ছিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু তিন চারজন ভদ্রলোক কুকুরের মতই ঘেউ ঘেউ করতে করতে বলল, বার করো তোমার কুকুর ; নিশ্চয় তোমার কুকুর আছে, তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একজন

আমায় বলল, বেরিয়ে যাও তোমার কুকুর নিয়ে। আর একজন বলল, কি ধরণের কুকুর? একজন বলল, ওকে বেত মারো। ডিউক বলল, ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও, আমি এর আগেই কুকুরের গন্ধ পেয়ে বুঝেছিলাম, আমার ক্র্যাব। তাই কুকুরটাকে মারতে দেখে ছুটে গিয়ে লোকটাকে বললাম, বন্ধু তুমি কুকুরটাকে মারছ, কিন্তু ওর দোষ নেই, দোষটা আমার। তখন সে আমাকে মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। কোন মানুষ কখনো তার কুকুরের জন্যে এত কষ্ট করে? এই ত সেদিন ও পুডিং চুরি করেছিল, আমি নিজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে না নিলে ও মরত। আর একদিন ও হাঁস মেরেছিল, আমি না থাকলে ওকে দারুণ শাস্তি পেতে হত। আমি ওর জন্যে এত করেছি আর ও আমার কথা ভাবে না। সেদিন ম্যাডাম সিলভিয়ার ঘর থেকে আমি কিছু শেখাইনি? কোন ভদ্রমহিলার সৌখীন কোন জিনিসের ওপর পা তুলে ওভাবে প্রস্রাব করতে আমাকে কখনো দেখেছিস? কখনো দেখেছিস আমায় এ ধরণের কোন অন্যায় কাজ করতে?

প্রোটিয়াস ও বালকবেশী জুলিয়ার প্রবেশ

প্রোটিয়াস। তোমার নাম সেবাস্তান? তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে এবং তোমাকে কোন একটা কাজে আমি এখনি লাগাতে চাই।

জুলিয়া। কি কাজে? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

প্রোটিয়াস। আমি আশা করি তুমি তা করবে। (লন্সের প্রতি) কি খবর, পাজী নচ্ছারের বেটা চাষা, এই দুটো দিন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি?

লন্স। আপনার কথামত আমি ত সিলভিয়ার কাছে কুকুরটা নিয়ে যাচ্ছিলাম।

প্রোটিয়াস। কুকুর নয় যেন ছোট্ট একটা রত্ন। এটা পেয়ে সে কি বলল?

লন্স। উনি বললেন, ওটা একটা সামান্য কুকুর এবং আপনাকে এ উপহারের জন্য সামান্য কুকুরের উপযুক্ত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

প্রোটিয়াস। কিন্তু ও আমার কুকুরটাকে নিয়েছে ত?

লন্স। না উনি নেননি, আমি সঙ্গে করে কুকুরটাকে ফিরিয়ে এনেছি।

প্রোটিয়াস। তুমি কি আমার পক্ষ থেকে এটা দিয়েছিলে?

লন্স। হ্যাঁ স্যার। তবে সে কুকুরটা বাজারের ছেলেগুলো চুরি করে নিয়েছে। তখন আমি তার থেকে প্রায় দশগুণ বড় একটা কুকুর তাঁকে দিয়েছি।

প্রোটিয়াস। যাও, বেরিয়ে যাও, যেখানে পাও আমার কুকুরকে খুঁজে নিয়ে এস, না পেলে আর ফিরে আসবে না। (লন্সের প্রস্থান) একটা পাজী ক্রীতদাস কোথাকার! ইচ্ছা করে আমায় লজ্জিত করে তুলল পরের কাছে। সেবাস্তান, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার মত ছোকরার আমার দরকার আছে। তুমি একটু বুদ্ধি খরচ করলেই আমার মত কাজ তুমি করতে পারবে। আর আমি ঐ বোকা হাঁদাটাকে বিশ্বাস করব না। তাছাড়া তোমার মুখ চোখ খুব ভাল আর তোমার ব্যবহারটাও ভাল। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে তুমি নিশ্চয় বড় বংশের ছেলে এবং সত্যবাদী আর এইজন্যেই আমি তোমায় পছন্দ করি। এখনি যাও, এই আংটিটা ম্যাডাম সিলভিয়াকে দিয়ে এস। আংটিটা আমার এক প্রেমিকা আমায় দিয়েছিল।

জুলিয়া। আমার মনে হয় আপনি যখন তার আংটিটা দিয়ে দিচ্ছেন তখন আর তাকে ভালবাসেন না। উনি কি মারা গেছেন?

প্রোটিয়াস। না। আমার মনে হয় বেঁচে আছে।

জুলিয়া। হায়।

প্রোটিয়াস। ও কথা বললে কেন?

জুলিয়া। মেয়েটার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ না করে পারলাম না।

প্রোটিয়াস। তার জন্য দুঃখ করার কারণ কি?

জুলিয়া। কারণ আমার মনে হচ্ছে আজ আপনি যেমন সিলভিয়াকে ভালবাসেন তেমনি একদিন উনিও আপনাকে ভালবাসতেন। আর উনি আজও আপনার প্রেমের স্বপ্ন দেখছেন অথচ আপনি তাকে ভুলে গেছেন এব আপনি যাকে ভালবাসছেন সে আপনার ভালবাসা চায় না। প্রেমের মধ্যে এই ধরণের বৈপরীত্য থাকাটা সত্যিই দুঃখের। এই কথাটা ভাবতে গিয়েই আমার মুখ থেকে 'হায়' এই কথাটা বেরিয়ে গেল।

প্রোটিয়াস। আচ্ছা যাও এই আংটিটা তাকে দিয়ে দাও আর তার সঙ্গে এই চিঠিটাও দেবে। তাকে বলবে উনি যে ছবিটা আমায় দেবেন বলেছিলেন সেটা যেন দেন। তোমার কাজ হয়ে গেলে তুমি আমার ঘরে চলে যাবে। সেখানে আমি একা থাকব। (প্রস্থান)

জুলিয়া। একাজ কোন মেয়ে পারে কি? হায় হতভাগ্য প্রোটিয়াস, তুমি জান না, তুমি একটা শেয়ালকে ভেড়া চড়াবার কাজ দিয়েছ।

তোমার মত যে হৃদয়হীন লোক আমায় ঘৃণা করে, তার প্রতি আমার কোন দুঃখ বা মমতা নেই। ও তাকে ভালবাসে বলে আমাকে এমনি করে আমাকে কষ্ট দিয়ে তাকে খুশি করতে চাইল; কিন্তু আমি ওকে আজও ভালবাসি বলে ওর প্রতি কিছুটা মমতা আমার আজও আছে। আমার কাছ থেকে ও যখন বিদায় নেয় তখন আমি এই আংটিটা ওকে আমার প্রেমময় স্মৃতির বাঁধনে বেঁধে রাখার জন্য দিয়েছিলাম। আর আজ কোন এক হতভাগ্য দূতের মত যে প্রেম আমি নিজে আর কোনদিন পাব না সেই প্রেম তার জন্য ভিক্ষা করতে যাচ্ছি। যে চিঠি আমাকে সে দেয়নি তার সেই চিঠিই বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। যে বিশ্বাস সে ভঙ্গ করেছে যার জন্য নিন্দা করা উচিত তাকে তার সেই বিশ্বাসেরই প্রশংসা করতে চলেছি আমি। আমি আমার প্রেমিক নায়কের বিশ্বস্ত ও প্রকৃত প্রেমিকা, কিন্তু আমি যে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য হবই এমন কোন কথা নেই। তা যদি হই তাহলে আমি নিজের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসব। তবু আমাকে তার হয়ে প্রেমের কথা বলতে হবে। কিন্তু খুব নিরুত্তাপভাবে বলব। আমি তাড়াতাড়ি এ কাজ হতে দেব না, ভগবানের নামে বলছি।

পরিচারিকাসহ সিলভিয়ার প্রবেশ

নমস্কার ভদ্রমহিলা। আমার মনে হচ্ছে আপনিই সেই ম্যাডাম সিলভিয়া যার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

সিলভিয়া। আমি যদি সেই সিলভিয়াই হই তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কি কাজ আছে?

জুলিয়া। আপনি যদি সেই হন, তাহলে যে কথা বলার জন্য আমায় পাঠানো হয়েছে তা ধৈর্য ধরে শুনুন।

সিলভিয়া। কার কাছ থেকে এসেছ তুমি?

জুলিয়া। আমার মনিব স্যার প্রোটিয়াসের কাছ থেকে।

সিলভিয়া। ও, তিনি একটা ছবির জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন না?

জুলিয়া। হ্যাঁ ম্যাডাম।

সিলভিয়া। আরশুলা, ছবিটা এনে দাও। যাও তোমার মনিবকে গিয়ে বলবে, আমি বলেছি তিনি জুলিয়া নামে যে মেয়েটির কথা ভুলে গেছেন সেই রক্তমাংসের মেয়েটি আমার এই ছবির থেকে অনেক ভালভাবে তাঁর ঘরকে অলঙ্কৃত করবে।

জুলিয়া। ম্যাডাম, দয়া করে এই চিঠিটা একবার দেখুন। না না, ক্ষমা করবেন ম্যাডাম। এ চিঠিটা আপনাকে দিতে আমায় বলা হয়নি। এটা হচ্ছে খাস সিলভিয়াকে লেখা।

সিলভিয়া। কই, ওটা দেখতে দাও ত।

জুলিয়া। না তা হতে পারে না। আমায় ক্ষমা করবেন ম্যাডাম।

সিলভিয়া। থাম। আমি তোমার মনিবের লেখা একটা ছত্রও পড়ব না। আমি জানি ও চিঠিতে আছে যত সব আবেদন নিবেদন আর নতুন নতুন শপথ ; আমি যেমন করে ওঁর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলছি এমনি করেই উনি অচিরে ভেঙ্গে ফেলবেন সেই শপথগুলো।

জুলিয়া। ম্যাডাম, উনি এই আংটিটাও পাঠিয়েছেন।

সিলভিয়া। এটা আরও লজ্জার কথা। কি করে উনি এটা পাঠালেন! আমি হাজার বার ওঁর মুখ থেকে শুনেছি এটা ওঁর জুলিয়া ওঁর আসার সময় দিয়েছে। যদিও ওর মত মিথ্যাবাদী লোকের আঙ্গুলের স্পর্শে আংটিটা অপবিত্র হয়ে গেছে তবু আমি এটা পরে জুলিয়ার প্রতি কোন অন্যায় করতে পারব না।

জুলিয়া। জুলিয়ার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।

সিলভিয়া। কি বলতে চাও তুমি?

জুলিয়া। আমি আপনাকে এই কারণে ধন্যবাদ দিচ্ছি ম্যাডাম যে. আপনার কোমল হৃদয় সেই হতভাগ্য মহিলার প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে, যে মহিলার উপর আমার মনিব অনেক অবিচার করেছেন।

সিলভিয়া। তুমি তাঁকে চেন?

জুলিয়া। আমি আমার নিজের মতই তাঁকে চিনি। তাঁর দুঃখের কথা মনে করে শতবার চোখে জল ফেলেছি আমি।

সিলভিয়া। মনে হয় তিনিও জানেন যে প্রোটিয়াস তাঁকে ত্যাগ করেছে।

জুলিয়া। আমার মনে হয় তিনি জানেন আর এইটাই তাঁর দুঃখের বিশেষ কারণ।

সিলভিয়া। আচ্ছা তিনি দেখতে সুন্দরী ত?

জুলিয়া। যখন আমার মনিব তাঁকে ভালবাসতেন তখন তিনি এখনকার থেকেও সুন্দরী ছিলেন। আমার মতে তিনি ছিলেন আপনার মতই সুন্দরী। কিন্তু যখন থেকে তিনি আয়না দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, যখন তিনি সূর্যকিরণ প্রতিরোধকারী চশমা পরা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন থেকে তাঁর মুখের

পদ্ম ও গালের গোলাপ শুকিয়ে গেছে, তখন থেকে তিনি আমার মতই কালো হয়ে গেছেন।

সিলভিয়া। তিনি কতটা লম্বা ?

জুলিয়া। আমার মতই। যখন পেন্টিকস্টে একবার আমি মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম তখন আমি ম্যাডাম জুলিয়ার গাউনটা চেয়ে নিয়ে পরেছিলাম। তা দেখে লোকে বলেছিল গাউনটা যেন আমার জন্যই তৈরি হয়েছে। সেই থেকে বলছি ওঁর চেহারাটা আমার মতই লম্বা। আমি করুণ ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁকে কাঁদিয়ে তুলেছিলাম। থিসিয়াস শপথ ভঙ্গ করে পালিয়ে গেছে বলে তার প্রেমিকা আরলাদন দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে। আমি এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলাম আরলাদন-এর ভূমিকাটাকে যে তা দেখে তিনি আকুলভাবে কেঁদে উঠেছিলেন এবং তাঁর দুঃখের কথা অন্তরে অনুভব করে আমার মরতে ইচ্ছা হয়েছিল।

সিলভিয়া। তিনি যেন তোমারি পথ চেয়ে বসে আছেন হে যুবক। হায়, হতভাগ্য পরিত্যক্তা নারী! তাঁর কথা শুনে আমার নিজেরও কান্না পাচ্ছে। তুমি তাঁকে ভালবাস। তাঁর খাতিরেই আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। বিদায়। (পরিচারিকাসহ সিলভিয়ার প্রস্থান)

জুলিয়া। যদি কোনদিন পরিচয় হয় তার সঙ্গে তাহলে সে তোমায় ধন্যবাদ দেবে এর জন্যে। সত্যিই তুমি শান্ত, সুন্দরী এবং গুণবতী। এখন দেখছি, আমার মনিব প্রোটিয়াসের প্রেম নিবেদন বিশেষ ফলপ্রসূ হবে না, কারণ উনি জুলিয়ার দুঃখে সত্যিই কাতর এবং তার প্রেমে শ্রদ্ধাশীল। হায়, অনেক সময় প্রেম কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভুলে যায়। ওঁর ছবিটা একবার দেখি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মনে শান্তি থাকলে আমাকেও ওঁর মতই সুন্দর দেখাত। তাছাড়া আমি যেমন নিজের সৌন্দর্য একটু বাড়িয়ে বলি, তেমনি চিত্রকরও একটু বাড়িয়ে এঁকেছেন ওঁর সৌন্দর্য। ওঁর চুল একটু কালো আর আমার চুল একেবারে হলদে—এইটুকু পার্থক্যের জন্যই যদি ওঁর মন ঘুরে যায় তাহলে আমি আমার চুলের রং বদলে দেব। ওঁর চোখ কাচের মত ধূসর আর উজ্জ্বল আর আমারও ঠিক তাই। ওঁর কপালটা একটু নিচু আর আমার কপালটা একটু উঁচু। উনি ওঁর চেহারার মধ্যে যে যে দিকগুলোকে ভালবাসেন আমার মধ্যেও ত তাই আছে। আসল কথা, যে কোন প্রেমই হচ্ছে এক একটি অন্ধ নিষ্ঠুর দেবতা, এস এস হে

প্রতিচ্ছবি, আমার দিকে তাকাও, আমারও ছবি নাও, আমিই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। হে অচেতন বস্তু, মানুষের প্রতিচ্ছায়া, তুমি কত ভালবাসা, আদর এবং চুম্বন পাবে! কিন্তু এ ভালবাসার কোন অর্থ হয়? এই ছবির থেকে এই ছায়ার থেকে আমার রক্ত মাংসের মূর্তি কত ভাল। তবু হে প্রতিচ্ছবি, আমি তোমার সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করব না। কারণ তোমার মালিক আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। তা না হলে আমি তোমার চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলে তোমার প্রতি আমার প্রেমিকের প্রেমকে সমুলে ধ্বংস করে দিতাম।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মিলান। একটি মঠ।

এগ্লামারের প্রবেশ

এগ্লামার। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে। ঠিক এই সময়েই ফ্রায়ার প্যাট্রিকের আস্তানায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল সিলভিয়া। তার কথার কখনই নড়চড় হবে না, প্রেমিক প্রেমিকারা কখনো বৃথা কালক্ষেপ করে না; নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বরং তারা এসে পড়ে। এবং কোথাও পালিয়ে যাবার সময় তারা খুবই তাড়াতাড়ি করে।

সিলভিয়ার প্রবেশ

এই ত উনি এসে গেছেন। আসুন ম্যাডাম, সান্ধ্য নমস্কার।

সিলভিয়া। নমস্কার। এই মঠের পিছনের দিকে চল। আমার মনে হচ্ছে কেউ আমায় দেখে ফেলেছে এবং অনুসরণ করছে।

এগ্লামার। ভয় করবেন না, বনটা এখান থেকে তিন লীগ অর্থাৎ ছ'মাইল দূরও হবে না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ।

থুরিও, প্রোটিয়াস ও সেবাস্তানবেশী জুলিয়ার প্রবেশ

থুরিও। স্যার প্রোটিয়াস, আমার আবেদনে সিলভিয়া কি বলল?

প্রোটিয়াস। ও স্যার, আগের থেকে তাকে এখন আমি একটু নরম দেখলাম। তবে এখনো তুমি নিজে গেলে তোমাকে সহ্য করতে পারবে না।

থুরিও। কেন, আমার পাটা খুব লম্বা বলে?

প্রোটিয়াস। না না, বরং ওটা খুব ছোট।

থুরিও। আমি বুট জুতো পরে তা ঠিক মাপের করে নেব।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) কিন্তু ঘৃণিত মানুষের প্রতি কারো প্রেমকে জোর করে কখনো জাগানো যায় না।

থুরিও। আমার মুখ সম্বন্ধে কি বলল?

প্রোটিয়াস। বলল, সুন্দর।

থুরিও। না মিথ্যা কথা, আমার মুখ কখনই সুন্দর নয়, আমার মুখ কালো।

প্রোটিয়াস। কিন্তু মুক্তো সুন্দর এবং প্রাচীন প্রবাদবাক্যে বলে কালো মেয়েরা সুন্দরী মেয়েদের চোখে মুক্তোর মত শোভা পায়।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) তা বটে। এ ধরণের মুক্তো দেখলে মেয়েরা চোখ বন্ধ করে দেবে। আমি ত তাকাবই না।

থুরিও। আমার কথাবার্তা সম্বন্ধে কি বলল?

প্রোটিয়াস। বলল, যুদ্ধের কথা তোমার মুখে ভাল শোনায় না।

থুরিও। কিন্তু আমি যখন শান্তি ও প্রেমের কথা বলি তখন নিশ্চয় আমার কথা ভাল লাগে।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) কিন্তু আরো ভাল লাগে যখন তুমি একেবারে চুপ করে থাক।

থুরিও। আমার বীরত্ব সম্বন্ধে কি বলল?

প্রোটিয়াস। ও স্যার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই তার মনে।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) তার কোন দরকার হবে না, কারণ উনি জানেন যে ওটা তোমার আসলে কাপুরুষতা।

থুরিও। আমার বংশমর্যাদা সম্বন্ধে কি বলল?

প্রোটিয়াস। বলল, তুমি উচ্চ বংশোদ্ভূত।

জুলিয়া। (স্বগতঃ) তা বটে। কোন এক ভদ্রলোক হতে উদ্ভূত একটা আস্ত মুর্খ।

থুরিও। আমার বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে তার একটা উচ্চ ধারণা আছে ত?

প্রোটিয়াস। হ্যাঁ, তবে দুঃখ করছিল।

থুরিও। কেন, কিসের জন্য?

জুলিয়া। (স্বগতঃ) এইজন্যে যে একটা গাধার হাতে এত সম্পত্তি এল কি করে?

প্রোটিয়াস। দুঃখ করছিল এই জন্যে যে তোমার বিষয় সম্পত্তি সব লীজ দেওয়া আছে।

জুলিয়া। ডিউক আসছেন। (ডিউকের প্রবেশ)

ডিউক। আচ্ছা স্যার প্রোটিয়াস, স্যার থুরিও, তোমাদের মধ্যে কে একটু আগে এগ্ল্যামারকে দেখেছ?

থুরিও। আমি দেখিনি ত।

প্রোটিয়াস। আমিও দেখিনি ত।

ডিউক। তাহলে মেয়েটা ত সেই চাষা ভ্যালেণ্টাইনের কাছে পালিয়ে গেছে আর এগ্ল্যামার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। একথা সত্যি; কারণ ফ্রায়ার লরেন্স বনে বেড়াতে বেড়াতে তাদের যেতে দেখেছেন। ফ্রায়ার এগ্ল্যামারকে চিনতে পারেন। মেয়েটাকেও চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু সে ছদ্মবেশে থাকায় নিশ্চিত করে চিনতে পারেননি। আজ সন্ধ্যেয় মঠে তাঁর কাছে স্বীকারোক্তি করতে যাওয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু যায়নি। সুতরাং এতে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সে পালিয়ে গেছে। আমার তাই অনুরোধ, তোমরা আর গল্প করবে না। এখন দুঃখ করো এবং যে পথে তারা পালিয়েছে সেই মাঞ্চুয়ার পথে আমার সঙ্গে তোমরাও চল। এস আমার সঙ্গে। (প্রস্থান)

থুরিও। মেয়েটা দেখছি সত্যিই বদরাগী। ভাগ্য যখন ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন সে ভাগ্যকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমিও যাব। অপরিণামদর্শিণী সিলভিয়ার প্রেমের জন্য নয়, যাব এগ্ল্যামারের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। (প্রস্থান)

প্রোটিয়াস। আমি যাব এগ্ল্যামারের প্রতি ঘৃণাবশতঃ নয়, যাব সিলভিয়ার প্রতি আমার প্রেমের জন্য। (প্রস্থান)

জুলিয়া। আর আমি যাব তোমার সেই প্রেমকে খণ্ডন করতে। সিলভিয়ার প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই কারণ সে প্রেমের জন্যই গেছে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। মাঞ্চুয়ার সীমান্তবর্তী অরণ্য অঞ্চল।

সিলভিয়াসহ দস্যুদের প্রবেশ

১ম দস্যু। আসুন আসুন, আপনাকে আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাব।

সিলভিয়া। তোমাদের ক্যাপ্টেন নিশ্চয় তোমাদের থেকে হাজার গুণ বদমাস হবে।

২য় দস্যু। আসুন আসুন, এস ওঁকে নিয়ে এস।

১ম দস্যু। ওঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিল, কোথায় গেল ?

২য় দস্যু। তার পা টা হালকা বলে পালিয়ে গেছে আমাদের ফাঁকি দিয়ে। মোয়েজেস ও ভ্যালেরিয়াস তাকে খুঁজতে গেছে। ওঁকে নিয়ে এই বনের পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে যাও, সেখানে আমাদের ক্যাপ্টেন আছে। আমরা সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটাকে খুঁজতে যাচ্ছি। বনটা এখানে গভীর, পালাতে পারবে না।

১ম দস্যু। এস এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে আমাদের ক্যাপ্টেনের গুহাতে নিয়ে যাব। ভয়ের কিছু নেই। আমাদের ক্যাপ্টেনের মর্যাদাবোধ খুব বেশী। তিনি কখনো কোন নারীকে অবৈধ বা অন্যায়ভাবে স্পর্শ করেন না।

সিলভিয়া। ও ভ্যালেন্টাইন, আমি সব কিছু সহ্য করছি শুধু তোমার জন্যে।

চতুর্থ দৃশ্য। বনভূমির অন্য একদিক।

ভ্যালেন্টাইনের প্রবেশ

ভ্যালেন্টাইন। কিভাবে মানুষের মধ্যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যাপার। উন্নত শহর ছেড়ে এই পরিত্যক্ত জনবিরল অরণ্যে আমি ত বেশ রয়েছি। এখানে একা একা বসে কেমন নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনি। সে করুণ গান শুনে আমার নিজের যত সব দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়। হে সকরুণ সুরমাধুরী, তুমি আমার বুক ভরে বিরাজ করো, সে বুককে শূন্য করে চলে যেও না। তাহলে আমি আমার অতৃপ্ত প্রেমের সকরুণ স্মৃতিগুলি সব ভুলে যাব। হে সিলভিয়া, তোমার মধুর আকস্মিক উপস্থিতি আর সান্নিধ্যের দ্বারা আমার সেই অতৃপ্ত প্রেমের ক্ষতকে পূরণ করো, আমার এই দুঃসহ একাকীত্ব ও বিরহবেদনাকে বিদূরিত্‌ করো। আজ কেন এত চিত্তচাঞ্চল্য ঘটছে ? আমার সাথীরা আজ এক পথিককে তাড়া করেছে, তারা আমায় খুবই ভালবাসে, তবে তাদের ইচ্ছাগুলোকেই আইন বলে চালাবার চেষ্টা করে। তথাপি ওদের অনেক সামলে নিতে হয়, অন্যায় কাজ ও চিন্তার থেকে ওদের নিবৃত্ত করার জন্য আমায় চেষ্টা করতে হয়। ভ্যালেন্টাইন, তুমি সরে যাও, কে আসছে। (সরে গেল)

প্রোটিয়াস, সিলভিয়া ও সেবাস্তানবেশী জুলিয়ার প্রবেশ

প্রোটিয়াস। ম্যাডাম, যদিও আপনি আপনার এই অধম চাকরকে একেবারেই দেখতে পারেন না, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা, তথাপি আপনার

জন্য আমি এতখানি করলাম। নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি সেই দুর্বৃত্তটার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করলাম যে জোর করে আপনার ভালবাসা আর সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করত। আমার এই কাজের জন্য আমার পানে একবার অন্ততঃ সদয় দৃষ্টিতে তাকান। এই সামান্য দানের থেকে কম কিছু আমি চাইতে পারি না আর আপনিও তা দিতে পারেন না।

ভ্যালেণ্টাইন। (স্বগতঃ) একি, আমি যা দেখছি আর শুনছি তা যে স্বপ্ন মনে হচ্ছে! হে প্রেম, কিছুক্ষণের জন্য সংগোপনে সব কিছু থেকে বিরত থাকার শক্তি দাও আমায়।

সিলভিয়া। হায়, আমার মত দুঃখী আর কেউ কখনো হতে পারে না।

প্রোটিয়াস। দুঃখী আমার আসার আগে ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। আমি এসে আপনাকে সব দুঃখের কবল থেকে উদ্ধার করেছি।

সিলভিয়া। তুমি এসে আমায় সবচেয়ে বেশী দুঃখী করে তুলেছ।

জুলিয়া (স্বগতঃ) তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করে সে আমাকেও সবচেয়ে দুঃখী করে তুলেছে।

সিলভিয়া। ভণ্ড প্রতারক প্রোটিয়াসের হাতে রক্ষা পাওয়ার থেকে কোন ক্ষুধিত সিংহের কবলে পড়ে তার ক্ষুধার খাদ্য হওয়াও ঢের ভাল ছিল। হে ঈশ্বর! তুমিই বিচার করো, ভ্যালেণ্টাইনকে আমি কত ভালবাসি। তার জীবন আমার জীবন। আমার সমস্ত প্রাণ মন আত্মা ভরে আছে তার প্রতি ভালবাসায়। ভণ্ড প্রতারক প্রোটিয়াস, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। সুতরাং চলে যাও, আর কোন আবেদন নিবেদন করো না।

প্রোটিয়াস। তার সামান্য এক স্নিগ্ধ সপ্রেম দৃষ্টির জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কত বড় বিপজ্জনক কাজই না করলাম। আর এই হলো তার প্রতিদান। হায়, এইটাই হলো প্রেমের অভিশাপ। নারীদের যারা ভালবাসে নারীরা তাদের ভালবাসে না।

সিলভিয়া। প্রোটিয়াস যেমন তাকে ভালবাসে না যে তাকে ভালবাসে। তোমার প্রথম প্রেমের নায়িকা জুলিয়ার অন্তরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, যার প্রেমের জন্য একদিন তুমি অসংখ্য শপথ করেছিলে তোমার বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে, আজ আমাকে ভালবাসার জন্য সে শপথ তুমি নিজের হাতে ভেঙ্গে দিলে। তোমার মধ্যে আজ বিশ্বাস করার মত কিছু নেই, অবশ্য

তুমি নিজে যদি দু টুকরো হয়ে যাও সেকথা আলাদা। কিন্তু সেটা আরো খারাপ। বিশ্বস্ততা ভেঙ্গে একবার দু টুকরো হয়ে গেলে তার আর কোন মূল্যই থাকে না। তুমি তোমার প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গেও ছলনা করেছ।

প্রোটিয়াস। প্রেমের ক্ষেত্রে কে আবার বন্ধুর তোয়াক্কা করে ?

সিলভিয়া। প্রোটিয়াস ছাড়া আর সব লোকেই করে।

প্রোটিয়াস। এত সব মর্মস্পর্শী কথার প্রভাবে তুমি যদি শান্ত বা নম্র না হও তাহলে আমি সৈনিকের মত অস্ত্রের সাহায্যে প্রেমের রীতিবিরুদ্ধ পথে জোর করে তোমার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করব।

সিলভিয়া। হা ভগবান '

প্রোটিয়াস। আমি জোর করে আমার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করব তোমায়।

ভ্যালেণ্টা। দুর্বৃত্ত কোথাকার ! ছেড়ে দাও বলছি। তুমি হচ্ছ বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে অভদ্র আর বিশ্বাসঘাতক।

প্রোটিয়াস। ভ্যালেণ্টাইন !

ভ্যালেণ্টাইন। বন্ধু হয়ে বন্ধুর বিশ্বাস ও ভালবাসা এইভাবে হারালে ? বিশ্বাসঘাতক, এই বন্ধুর কর্তব্য ' তুমি আমার সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছ, আমার সঙ্গে যেভাবে প্রতারণা করেছ, আমি নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতেই পারতাম না। তোমার মত বন্ধু যখন সব সততা ও বিশ্বাস নষ্ট করে দিলে তখন আমার যে কোন বন্ধু আছে জগতে, একথা আমি জোর করে বলতে পারিনা। তুমি বন্ধু নামের অযোগ্য। প্রোটিয়াস, তোমাকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে তোমারও পরিণাম খুব ভাল হবে না। হায় অভিশপ্ত কাল ! সমস্ত শত্রুর মধ্যে অবিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

প্রোটিয়াস। আমায় ক্ষমা কর ভ্যালেণ্টাইন, লজ্জা আর অপরাধচেতনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি আমি। মানুষের অপরাধের প্রতিফল বা শাস্তি হিসাবে আন্তরিক অনুতাপের যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে সে অনুতাপ আমি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করছি। আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্য সত্যিই দুঃখিত।

ভ্যালেণ্টা। তাহলে ঠিক আছে। তা যদি হয় তাহলে পুনরায় তোমাকে সৎ বলে মেনে নিচ্ছি। যে অনুতাপে সন্তুষ্ট হয় না সে মানুষ বা দেবতা কেউ

নয়। অনুতাপীর বেদনায় ঈশ্বরের রোষও শান্ত হয়। এবার আশা করি আমার প্রিয়তমা শান্ত হবে। সিলভিয়ার মধ্যে আমার যা কিছু আছে আমি তা স্বেচ্ছায় তোমায় দান করছি।

জুলিয়া। হায়, আমার কি দুঃখ! (মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

প্রোটিয়াস। দেখ দেখ, ছোকরাটার কি হলো!

ভ্যালেণ্টা। কি হলো ছোকরা! কী হলো তোমার? চোখ মেল, কথা বল।

জুলিয়া। ও স্যার, আমার মনিব ম্যাডাম সিলভিয়াকে দেবার জন্য একটা আংটি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার অবহেলার জন্য আংটিটা আজও দেওয়া হয়নি।

প্রোটিয়াস। আংটিটা কোথায়?

জুলিয়া। এই যে, আমার কাছেই রয়েছে আংটিটা।

প্রোটিয়াস। কই দেখি দেখি, এ আংটিটা আমি জুলিয়াকে দিয়েছিলাম।

জুলিয়া। না স্যার, আমায় ক্ষমা করবেন, এ আংটিটা আপনি সিলভিয়াকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন।

প্রোটিয়াস। কিন্তু এ আংটিটা কেমন করে তুমি পেলে? আমি আসার সময় এটা জুলিয়াকে দিয়ে এসেছিলাম।

জুলিয়া। জুলিয়া নিজে এটা আমায় দিয়েছে এবং জুলিয়া নিজেই সেটা এখানে বহন করে এনেছে।

প্রোটিয়াস। কেমন করে তা সম্ভব! জুলিয়া এনেছে?

জুলিয়া। এই দেখ জুলিয়াকে, যে জুলিয়ার কাছে একদিন তুমি কত শপথ করেছিলে, যে তোমার সেই সব শপথগুলোকে এতদিন বুকেতে লালন পালন করে এসেছে আর যার বুক হতে সেই সব শপথগুলোকে টেনে উপড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমার এই কাজের জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত প্রোটিয়াস। একথা ভেবে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত যে, তোমার ভালবাসার জন্যেই আমি পুরুষের ছদ্মবেশে এত কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছি। অবশ্য পুরুষদের মন পাল্টানোর থেকে নারীদের বাইরের রূপ পরিবর্তনটা এমন কিছু বেশী দোষের না।

প্রোটিয়াস। পুরুষদের মন পাল্টানোর থেকে! তা বটে। হে ঈশ্বর, মানুষ যদি বিশ্বস্ত থাকতে পারত কথায় ও কাজে তাহলে সে অর্জন করতে পারত এক আশ্চর্য পূর্ণতা। কিন্তু কেন এমন হয়, একটা ভুল থেকে কেন উৎপত্তি

হয় অসংখ্য দোষের, একটা ভুল কেন তাকে নিয়ে যায় অসংখ্য পাপের পথে? অবিশ্বস্ততার আয়ু কিন্তু খুবই কম; শুরু হতে না হতেই পতন হয় তার। সিলভিয়ার মুখে আমি যা দেখেছি বিশ্বস্ত জুলিয়ার চোখে তা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আরও।

ভ্যালেণ্টা। দাও দাও, তোমাদের হাত দাও। তোমাদের দুজনকে এক করে দিয়ে মনে বেশ একটা শান্তি পাই। এটা খুবই দুঃখের যে আমাদের মতন দুজন বন্ধু শত্রু হয়ে ছিল এতদিন।

প্রোটিয়াস। ঈশ্বর তুমি সাক্ষী থাক, আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হলো চিরতরে।

জুলিয়া। আমারও। (ডিউক ও থুরিওসহ দস্যুদের প্রবেশ)

জনৈক দস্যু। পুরস্কার। পুরস্কার। এবার একটা বড় মাল পেয়েছি।

ভ্যালেণ্টা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি বলছি। ইনি হচ্ছেন আমাদের ডিউক লর্ড। আসুন মহারাজ ডিউক নির্বাসিত ছদ্মবেশী ভ্যালেণ্টাইনের কাছে।

ডিউক। স্যার ভ্যালেণ্টাইন!

থুরিও। ঐ দেখুন সিলভিয়া। ও এখন আমার। সিলভিয়া এখন আমার।

ভ্যালেণ্টা। থুরিও তুমি চলে যাও, তা না হলে তোমায় মৃত্যু বরণ করতে হবে। তুমি আমার রোষবহ্নির সীমার মধ্যে আসবে না। যদি ভেরোনায় ফিরে যেতে চাও আবার তাহলে সিলভিয়া তোমার একথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না। সিলভিয়া এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমার প্রেমের নামে আহ্বান করছি তোমায়, তোমার ক্ষমতা থাকে ত ওর গা স্পর্শ করো। দেখি কি করে তুমি প্রাণ নিয়ে এখান থেকে যেতে পার।

থুরিও। স্যার ভ্যালেণ্টাইন, আমি আর তাকে চাই না। যে মেয়ে আমায় ভালবাসে না তার জন্যে আমার দেহকে বিপন্ন করা মুর্খতা বলে মনে করি আমি। আমি আর নিজের বলে তাকে দাবি করি না। সুতরাং সে এখন তোমার।

ডিউক। তুমি যেভাবে আমাকে লাভ করার চেষ্টা করেছ তাতে ত তুমি তোমার হীনতা আর নীচতারই পরিচয় দিয়েছ থুরিও। তাকে যেভাবে এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলে সেটাও তোমার উচিত হয়নি। ভ্যালেণ্টাইন, আমি আমার বংশমর্যাদার নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমার তেজস্বিতার প্রশংসা করি এবং তোমাকে যে কোন রাজকন্যার

ভালবাসার যোগ্য পুরুষ বলে মনে করি। তোমার প্রতি আমি আমার পুরনো রাগ দুঃখ বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে তোমায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তোমার বুদ্ধি আর সাহস সত্যিই প্রশংসনীয়। স্যার ভ্যালেণ্টাইন, তুমি সত্যিই ভদ্র এবং উচ্চবংশজাত। তুমি তোমার সিলভিয়াকে গ্রহণ করো, কারণ তুমিই তার একমাত্র যোগ্য।

ভ্যালেণ্টাইন। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার এ দান আমার জীবনকে সুখী করে তুলবে! তবে আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে এবং আশা করি আপনি আপনার কন্যার খাতিরে তা মঞ্জুর করবেন।

ডিউক। সে আবেদন যাই হোক, আমি মঞ্জুর করলাম।

ভ্যালেণ্টাইন। আমি যাদের কাছে এতদিন ছিলাম এই নির্বাসিত লোকগুলি অনেক ভাল গুণে ভূষিত। তাদের অতীতের অপরাধ মার্জনা করে ওদের নির্বাসনদণ্ড মুকুব করে দিন। তাদের এখন চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে এবং তারা ভাল হয়ে উঠেছে ; এখন তারা যে কোন বড় কাজের উপযুক্ত।

ডিউক। তোমার আবেদন মঞ্জুর। আমি তাদের ক্ষমা করলাম। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো তুমি সব জানো এবং তুমিই তা খারিজ করে দাও। আমরা এবার উপযুক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আনন্দোৎসব করব।

ভ্যালেণ্টা। আমরা যাবার পথে হাসিখুশির দ্বারা আপনাকে প্রীত করব। এই ছোকরা চাকরটিকে আপনার কেমন লাগছে স্যার ?

ডিউক। আমার মনে হচ্ছে, ছোকরাটির আত্মসম্মানবোধ আছে, ও লজ্জা পাচ্ছে।

ভ্যালেণ্টা। কিন্তু আমি বলি আপনার আত্মসম্মানবোধ ও গুণগরিমা অনেক বেশী।

ডিউক। একথার মানে ?

ভ্যালেণ্টা। ধৈর্য ধরুন। পথে যেতে যেতে তা বলব। যা যা ঘটেছে তা শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এস প্রোটিয়াস, তুমি তোমার প্রেমাস্পদের দুঃখভোগের কাহিনী শুনে সত্যিই অনুতপ্ত হবে মনে। তারপর তোমাদের বিয়েটাই আগে দেওয়া হবে। পরে একে একে আমরা উপভোগ করব আমাদের মিলনের সুখ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

কবিজীবনী

আজ হতে সে আজ চারশো বছর আগের কথা। সেকালে অর্থাৎ এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে জীবনী লেখার কোন প্রথা ছিল না। তাই মহাকবি শেকস্‌পীয়ারের জীবনের বেশীর ভাগ বিশেষ করে তাঁর সমগ্র শৈশব ও প্রথম যৌবনকাল অজানার কুয়াশায় ঢাকা। মহাকবির যে জীবনবৃত্তান্ত আজ আমরা পাই তা রো, অব্রে কলিয়ার প্রমুখ জীবনীকারদের দ্বারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে সংগৃহীত খণ্ড খণ্ড অসংখ্য তথ্য ও উপাদানের একত্রগ্রথিত ও সুসংবদ্ধ রূপ।

শেকস্‌পীয়ারের পিতা জন শেকস্‌পীয়ার তাঁর গ্রাম স্নিটারফিল্ডের পৈত্রিক বাসভবন ছেড়ে ১৫৫২ খৃস্টাব্দে স্ট্রাটফোর্ড-অন-এ্যাভনে চলে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। জানা যায় তিনি পশম ও দস্তানার ব্যবসা করতেন এবং এখান থেকেই ১৫৫৭ খৃস্টাব্দে রবার্ট আর্ডেনের কন্যা মেরি আর্ডেনকে বিবাহ করে এ্যাশবিতে প্রচুর ভূসম্পত্তি পান। তাঁর মোট দশটি সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সন্তান উইলিয়ম শেকস্‌পীয়ার ১৫৬৪ খৃস্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মের পর উনিশ বছর অর্থাৎ বিয়ের আগে পর্যন্ত উইলিয়ামের শিক্ষাদীক্ষা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সংগৃহীত সকল তথ্যই পরস্পরবিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডিত। কেউ বলেন, কোন এক এটর্নী অফিসে চাকরি করতেন শেকস্‌পীয়ার, তাই তাঁর বহু নাটকে আইনের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অনেকে বলেন তিনি নাকি গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারি করতেন এবং এই সূত্রেই তাঁকে লাটিন ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয়। তিনি নাকি লাটিন কবিতা স্বচ্ছন্দে পড়তে ও বুঝতে পারতেন এবং পড়াতেও পারতেন।

কিন্তু মহাকবির অন্যতম বন্ধু ও সেকালের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার বেন জনসন বলেন অন্যকথা। তিনি মহাকবির শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "Small Latin and less Greek" অর্থাৎ শেকস্‌পীয়ারের লাটিন ভাষায় জ্ঞান ছিল কম এবং গ্রীক ভাষায় জ্ঞান ছিল আরও কম।

সে যাই হোক, মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৫৮২ খৃস্টাব্দেব নভেম্বর মাসে তাঁদের পরিবারের এক পুরনো বন্ধুর কন্যা আন হাথাওয়েকে বিবাহ করেন শেকস্‌পীয়ার। এই বিবাহের এক বৎসর পর ১৫৮৩ খৃস্টাব্দে তাঁর প্রথম সন্তান কন্যা সুসান জন্মগ্রহণ করেন। আবার এর এক বৎসর পব তাঁর যমজ পুত্রকন্যা হ্যামলেট ও জুডিথের জন্ম হয়। মহাকবির একমাত্র পুত্রসন্তান হ্যামলেট মাত্র বারো বছর বয়সে মারা যায়। কেউ কেউ বলেন মহাকবির স্ত্রী আন নাকি তাঁর স্বামীর থেকে আট বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু এ সংবাদকে অনেকে সঠিক বলে মনে কবেন না।

পুত্রকন্যার জন্মের অল্পকাল পবেই ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করেন শেকস্‌পীয়ার। কিন্তু তাঁর এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ-স্বরূপ জীবনীকার রো বলেন, তিনি নাকি চার্লিকোট নিবাসী স্যার টমাস লুসির পার্ক হতে হরিণ চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন এবং এই অপবাদের লজ্জাতেই তিনি গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। যুক্তিস্বরূপ রো প্রায়ই বলতেন Merry wives of windsor নাটকের একটি দৃশ্যের কথা যে দৃশ্যে মহাকবি নাকি তাঁরই অতীত জীবনের একটি পুর্বস্মৃতিকে রূপায়িত করে তুলেছেন নাটকীয় চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু অধ্যাপক হটসন এ যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, কোন নাটকের একটি দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনের বাস্তব ঘটনাকে জড়িত করে দেখা ঠিক না। এটি একটি ভ্রান্তযুক্তিনিঃসৃত অলস ধারণা ছাড়া আর কিছুই না। তাছাড়া অনেকে বলেছেন চার্লিকোটে সেকালে কোন হরিণের পার্ক ছিল না।

নিরুদ্দেশযাত্রার কারণ যাই হোক, ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে লণ্ডন শহরে এসে ওঠেন শেকস্‌পীয়ার ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি। সরল গ্রাম্য জীবন থেকে নাগরিক জীবনের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন শেকস্‌পীয়ার। জটিল নাগরিক জীবন ও বিশেষ করে উচ্চ অভিজাত সমাজের রীতি নীতি ভাল লাগত না তাঁর। তবু সেই অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতাগুলিকে বিভিন্ন নাটকে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি।

অনেকের মতে শেকস্‌পীয়ার প্রথমে চেম্বারলেন কোম্পানির নাট্যশালায় অভিনেতারূপে যোগদান করেন। পরে নাটক লেখাও শুরু করেন।

এ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ তাঁকে রবার্ট গ্রীণের নাটকগুলিকে নতুন করে লিখে জনপ্রিয় করে তোলার ভার দেন। রবার্ট গ্রীণ সেকালের একজন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার হলেও তাঁর রচিত নাটক মোটেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু শেকস্‌পীয়ারের মত একজন তথাকথিত স্বল্পশিক্ষিত নাট্যকারের এমন অসাধারণ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ও রাগান্বিত হয়ে ওঠেন রবার্ট গ্রীণ। মৃত্যুর আগে তাঁর এক বন্ধুকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি শেকস্‌পীয়ারের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন 'an upstart crow beautiful with our feathers' অর্থাৎ আমাদেরই পালকে সজ্জিত ভুঁইফোঁড় এক কাক। সেকালের বিশেষ প্রতিভাবান ও খ্যাতনামা নাট্যকার মার্লো এ চিঠি দেখে ক্ষুব্ধ হন।

শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র সাহিত্যজীবনকে যদি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় তাহলে প্রথম পর্যায় পড়বে ১৫৯০ থেকে ১৫৯৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে লিখিত ও প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে পড়ে, ভেনাস এ্যাণ্ড এ্যাডনিস ও দি রেপ অফ লুক্রী নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ, প্রথম বিয়োগান্ত নাটক টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস, কমেডি অফ এরারস্‌, দি টেমিং অফ দি শ্রু, দি টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা, ষষ্ঠ হেনরি দুই খণ্ড, ও তৃতীয় রিচার্ড। তবে উপরোক্ত দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রথমটিই শেকস্‌পীয়ারের প্রথম প্রকাশিত রচনা। তাঁর রচিত নাটকগুলি অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করলেও প্রযোজক ও অভিনেতাদের অনুরোধে সেগুলি দেরি করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন শেকস্‌পীয়ার।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৫৯৪ খৃস্টাব্দ হতে এবং তা চলে ১৫৯৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় শেকস্‌পীয়ার আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করেন এবং স্ট্রাটফোর্ডে 'নিউ প্লেস' নামক একখানি বাড়ি কেনেন। এই পর্যায়ের রচনাগুলি হলো, মিডসামার নাইটস ড্রীম, লাভস লেবার লস্ট, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত, চতুর্থ হেনরি দুই খণ্ড ও পঞ্চম হেনরি। এই নাটকগুলির উপর শেকস্‌পীয়ারের কবিসুলভ ভাবালুতার প্রাধান্য বেশী। এই পর্যায়কালে মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটকে সমান কৃতবিদ্য হিসাবে পরিগণিত ও সর্বত্র সমাদৃত হন শেকস্‌পীয়ার। এই সময় বিখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্বেজ ও উইল কেম্পের সংস্পর্শে আসেন তিনি এবং যে নাট্যালয়ে তিনি কাজ করতেন, সেই কোম্পানির দুইজন ম্যানেজার জন হেমিঞ্জ ও হেনরি কণ্ডেলের

সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তাঁর। এঁরা পরে শেকস্‌পীয়ারের নাটকগুলির সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

ব্ল্যাকফ্রায়ার্স নামক যে নাট্যদলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শেকস্‌পীয়ার পরে সেই দলই গ্লোব থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। গ্লোব থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ১৫৯৯ খৃস্টাব্দের মে মাসে। এই গ্লোব থিয়েটারেই শুরু হয় শেকস্‌পীয়ারের সাহিত্যজীবনের তৃতীয় পর্যায় (১৫৯৯-১৬০৮)। এই সময়কার রাজনৈতিক ঘটনা হলো রাণী এলিজাবেথের মৃত্যু ও জেমসের সিংহাসন লাভ। এই সময় শেকস্‌পীয়ারের পারিবারিক জীবনেও কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, যেমন ১৬০১ খৃস্টাব্দে তাঁর বাবা এবং ১৬০৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মা মারা যান। কন্যা সুসান প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জন হলকে বিবাহ করেন ১৬০৭ খৃস্টাব্দে। এই পর্যায়কালে শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং জুলিয়াস সীজার, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লীয়ার, এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বিয়োগান্ত নাটকগুলি রচিত হয়।

সমালোচকগণের মতে এই সব বিয়োগান্ত নাটকগুলির রচনাকালে মানব-জীবন সম্পর্কে তিক্তগভীর ও নৈরাশ্যজনক এক উপলব্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল শেকস্‌পীয়ারের মন। এই মানসিকতার মূলে ছিল জনৈক বন্ধু ও সেই কৃষ্ণকায়া মহিলার (Dark Lady) অবিশ্বস্ততা যাঁদের কথা তাঁর বহু সনেটের কাব্যকলায় বারবার চিত্রিত হয়েছে। এই সময় মহাকবির জীবনদর্শন নাকি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক তিক্ত মোহমুক্তি, এক তীক্ষ্ণ নৈরাশ্যবাদ ও নীরস বাস্তববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় বিশেষভাবে।

কিন্তু এ যুক্তি আমরা মানতে পারি না। আমরা যদি মনে করি, তাঁর জীবনের এক বিশেষ পর্যায়কালে লিখিত তাঁর শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটকগুলি এক বিশেষ মতবাদ ও ভাবধারার কথাচিত্র বা নাট্যরূপ তাহলে অবিচার করা হবে শেকস্‌পীয়ারের প্রতি। কারণ তাঁর মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত কোন নাটকেই আনন্দ বা বেদনার কোন অবিমিশ্র সত্তা একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মিলনান্ত নাটকের অবাধ অমিত সূর্যালোক যেমন বারবার খণ্ডিত হয়েছে ম্লান হয়েছে বেদনার মেঘচ্ছায়ার দ্বারা, তেমনি বিয়োগান্ত নাটকগুলির পরিশেষে অন্যায়ের উপর ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যত সব দুর্ঘটনাজাল ও মৃত্যুকুটিল ছায়ান্ধকার এক আধ্যাত্মিক আনন্দের ক্ষণদ্যুতির দ্বারা ছিন্ন হয়েছে। তাছাড়া যে সব মানবিক ও জাগতিক দুর্ঘটনাগুলি সাধারণতঃ

মানুষের জীবনকে দুর্বারবেগে নিয়ে যায় বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে, তার খণ্ডিত প্রেক্ষিতের উপর দাঁড়িয়ে পার্থিব আবেগানুভূতির স্তরগুলিকে একে একে অতিক্রম করে যেভাবে মানবতার এক মহান ও সর্বজনীন উপলব্ধি ও ভাবসমুন্নতির স্বর্গীয় সমুচ্চতায় উঠে গেছেন শেকস্‌পীয়ার তা সত্যি সত্যিই সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়বিমণ্ডিত বস্তু। সাধারণ কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা এ বিস্ময়ের আবরণকে খণ্ডন করা যায় না। যে অপার অনন্ত রহস্যের মায়াজাল আচ্ছন্ন করে রেখেছে শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভার বিশালতাকে সে জাল ছিন্ন না হলে নিঃশেষে অপসৃত হবে না সে বিস্ময়াবরণ।

চতুর্থ এবং শেষ পর্যায় শুরু হয় ১৬০৮ খৃস্টাব্দে এবং তা শেষ হয় ১৬১৩ খৃস্টাব্দে। শেকস্‌পীয়ারের প্রতিভার খরদীপ্তি মধ্যাহ্নের পর্যাপ্ত প্রোজ্জল পূর্ণতা থেকে ধীরে ধীরে এই সময় ঢলে পড়ে সায়াহ্নের বর্ণাঢ্য মেদুরতার কোলে। অনেকগুলি বিয়োগান্ত নাটকের পর টেম্পেস্টের মত একখানি মিলনান্ত নাটক সৃষ্টি করলেন শেকস্‌পীয়ার। এই সময় ঐতিহাসিক নাটক অষ্টম হেনরি লেখেন।

কিন্তু ১৬১৩ খৃস্টাব্দে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর প্রিয় গ্লোব থিয়েটার অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় মর্মাহত হয়ে নাট্যশালা ও মঞ্চজগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন শেকস্‌পীয়ার এবং লণ্ডন ছেড়ে স্ট্রাটফোর্ডের নির্জন গ্রাম্য পরিবেশের মাঝে গিয়ে বাস করতে থাকেন। শেষ জীবন সেখানেই কাটান। মাঝখানে একবার মাত্র লণ্ডনে গিয়েছিলেন।

১৬১৫ খৃস্টাব্দ হতেই দেহমন একই সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে মহাকবির। ১৬১৬ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে কনিষ্ঠা কন্যা জুডিথের বিবাহ হয়। অবশেষে ১৬১৬ খৃস্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল তারিখে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জীবনাবসান হয় মহাকবির। স্ট্রাটফোর্ডের চার্চে তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়; কিন্তু ১৬২৩ খৃস্টাব্দের আগে সেখানে কোন স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হয়নি এবং এই বছর তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়।

স্ট্রাটফোর্ডের প্রধান ধর্মাচার্য রেভারেণ্ড জন ওয়ার্ড বলে গেছেন, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও পরিহাসরসিক লোক ছিলেন মহাকবি শেকস্‌পীয়ার। কথায় কথায় প্রচুর হাস্যরস পরিবেশন করে মানুষকে আনন্দ দান করতে পারতেন। তিনি বছরে দুটি করে নাটক রচনা করতেন এবং তাঁর বাৎসরিক ব্যয় ছিল এক হাজার পাউণ্ড। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ